বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?

The Occult Origins of Mainstream Physics and Astronomy

Imran Ibn Hossain
Amateur Blogger
English[MA]
Khulna University
English[Hons]
National University of Bangladesh

[শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্ঠির জন্যে লেখা]

লেখা : ২০১৭ সাল।

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০ সাল।

মূল্য ও প্রচার সংক্রান্ত নির্দেশনা : *এই ডকুমেন্টটি কোন ধরনের কমার্শিয়াল পারপাজে লেখা হয়নি।এটা একদমই বিনা মূল্যে সকলের জন্য উন্মুক্ত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থনৈতিক লাভের অভিপ্রায় ব্যতিত কেউ এটিকে অবিকৃতভাবে কোন অংশ বাদ না দিয়ে প্রিন্ট/ফটোকপি করলে দোষনীয় হবেনা। এটিকে অনলাইন কিংবা অফলাইনে যে কোনধরনের অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্পূর্ন নিষিদ্ধ। এই ডকুমেন্ট এর যেকোন ধরনের পরিবর্তন কিংবা কিছু অংশ বাদ দিয়ে আংশিকভাবে প্রচার সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।*

আল আদিয়াত ব্লগ- العاديات بلوق

URL : Aadiaat.blogspot.com

The Truth is Stranger

URL : Truth-stranger.blogspot.com

ভূমিকা

বর্তমান যুগের মুসলিমরা আধুনিক বিজ্ঞানকে এর অতীত ইতিহাস এবং এর তত্ত্বসমূহের সারমর্ম ভালভাবে না যাচাই করে এমনভাবে গ্রহন করছে, যেন এটা নির্ভুল শাশ্বত সত্য ও বৈধ বিদ্যা। এখানেই তারা ক্ষান্ত নয়, এরা আজ সমস্ত অদেখা জগতের কথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোকে ইসলামিক স্ট্যান্ডার্ডে ফেলে জাস্টিফাই করছে। কুরআন হাদিস দ্বারা সেসবকে সত্যায়নের অপচেষ্টা করছে, তেমনি সেসব দ্বারা কুরআন সুন্নাহর সত্যায়নের অপচেষ্টাও চালাচ্ছে। সম্মানিত আলিমগনও সেসবকে বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তদ্রুপ সেসবকে কেন্দ্র করে শত সহস্র কিতাব রচনা হচ্ছে। অথচ, আপনি যদি কথিত সাইন্টিস্টদের জীবনাচরণ,তাদের জ্ঞানের উৎস,তত্ত্বসমূহ ও তাদের আকিদার অনুসন্ধান করে তবে দেখবেন এরা সবাই শয়তানের কথা ও যাদুশাস্ত্রসমূহের অনুসারী এবং তারা সেসব অপবিদ্যা গুলোকে বিভিন্ন থিওরির নামে এবং গাণিতিক যুক্তির চাদরে জড়িয়ে 'বিজ্ঞানের' মোড়কে সাধারন মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে। আজ একেই আমরা পরম শ্রদ্ধায় গ্রহন করেছি; এমনকি এগুলোকে ইসলামাইজড করে প্রচার করছি। অথচ এসব অপবিজ্ঞানের তত্ত্বের সাথে রাসূলুল্লাহ(ﷺ)এবং তার সাহাবীদের(রাযি.) কথার সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই।

এ বিষয়গুলোই আমরা দীর্ঘ আর্টিকেল সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আপনারা দেখবেন কথিত র‍্যাশোনাল থিংকার স্মার্ট নাস্তিকগন গর্দভের ন্যায় সুডোসায়েন্স তথা অপবিজ্ঞানের অনুসরন করে দম্ভের সাথে রহমান আল্লাহকে অস্বীকার করছে। অতীতেও যখনই নবী রাসূলগন এদের কাছে তাওহীদের দিকে আহব্বান করত,এরা বলত এসব যাদু,পৌরানিক উপকথা। অথচ বাস্তবতা হলো এরাই যাদুর প্রকৃত অনুসারী।

এই ডকুমেন্টটি এমনই এক ডকুমেন্ট যার অনুরূপ কেউ কোথাও পাবেন না। এটা লেখার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হিসেবে এক আল্লাহ আযযা ওয়াযাল ছাড়া আর কেউ ছিল না। এজন্য এর পেছনে আমার ব্যক্তিগত কোন ক্রেডিট কিংবা যোগ্যতাবলকে অস্বীকার করি। আমি জানি এই আর্টিকেল সিরিজ পাঠের সময় অনেকের মনেই আমাদের শার'ঈ আকিদা জানার অভিপ্রায় জাগ্রত হবে। এজন্য শুরুতেই এ বিষয়টিকে প্রকাশ করতে চাই। আমাদের আকিদার বিষয়টি স্পষ্টভাবে নিচের লিংকের পিডিএফে দেয়া আছে: https://ia801509.us.archive.org/35/items/TamimAladnani_391/Aqeedah.pdf

পূর্ব প্রকাশিত অপর এক পিডিএফ : ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

URL : https://aadiaat.blogspot.com/2019/08/pdf.html

সূচি

[পর্বঃ১]

ডান পাশে আইনস্টাইন সাহেবের উক্তি পড়ছেন। এটা Quantum physics নামের একটা পেজে পাব্লিশ করেছে, যা উপরে দেখছেন।

"Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics"

তার উক্তিটি মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানপন্থীদের মধ্যে অনেককে সংশয়ে ফেলেছে। একটা দল, যারা কঠিন ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কন্সেপ্ট রাখে তারা মেনে নিতে পারে না,তারা অনেক খুজে ঘেটে বের করেছে এই উক্তিটি জনৈক ব্যক্তির দ্বারা বাশার নামের এক হায়ার স্পিরিট এন্টিটিকে চ্যানেল করে বলানো কথা। এটা কতটা হাস্যকর বুঝতে পারছেন। যাহোক, আরেকটা দল যারা কোয়ান্টাম ফিজিক্স বিশারদ, তারা আইনস্টাইন এর জ্ঞানের তারিফ করে বলে আইনস্টাইন যথার্থই বলেছেন। তারা এই উক্তির সপক্ষে যুক্তিও উপস্থাপন করে। আমি জানি, এই লেখা পাবলিশ করার পরেই অনেক থটলেস ব্রেইনওয়াশড গুগলিং শুরু করে দেবে, যদি এর বিপক্ষে কিছু পায়!
তাই তাদের যেন খুব কষ্ট না করতে হয়, এজন্য বলা।
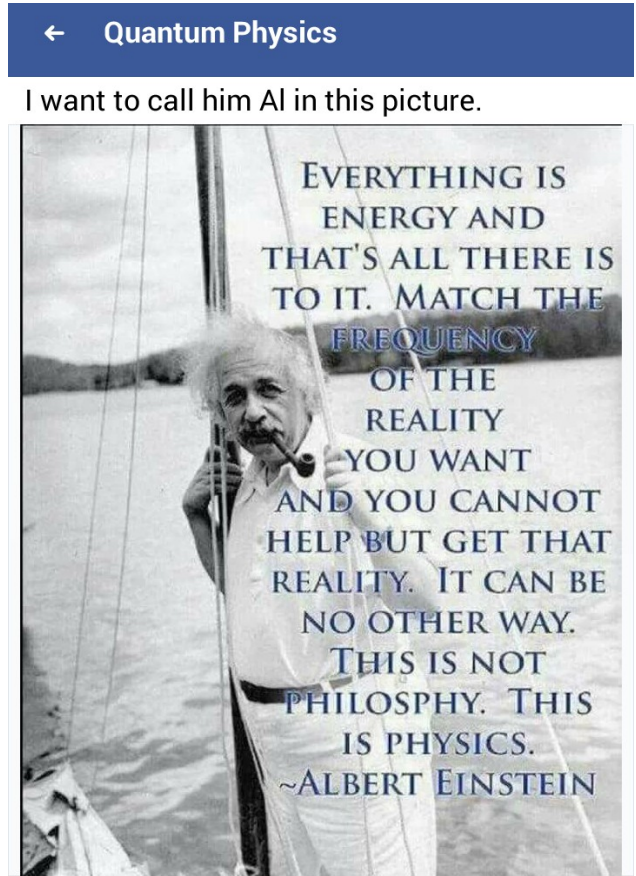
এবার আসুন জানা যাক কেনইবা এই বিখ্যাত উক্তিকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে! তিনি যে বিষয়টাকে জোর দিয়ে ফিলোসফি নয় বরং ফিজিক্স বলেছেন, সেটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? আশা করি কিছুই বোঝেন নি। কারন অধিকাংশেরই "Occultism", "mysticism" এর অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই। তার এই উক্তিটি ১০০% Occult mystical Quote! রহস্যবাদ/গুপ্তবাদের ব্যপারে যা অজ্ঞ, তারা এরকম অজস্র Quote বুঝতে পারে না, না বোঝার জন্য অন্ধ ভক্তি চলে আসে, মনে করে যে, এই মহাজ্ঞানী মনীষী না জানি কত গভীর জ্ঞানের কথাই বলছেন! Mysticism(রহস্যবাদ) বা অকাল্টিজম(গুপ্তবাদ) হচ্ছে অপবিদ্যার এক মহাসিন্ধু। আর এই অপবিদ্যা হচ্ছে জাদুবিদ্যা। অবাক হচ্ছেন! Magick, witchcraft, sorcery, astrology, alchemy প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অকাল্ট নলেজ(অতিপ্রাকৃত/গুপ্ত/গুহ্যজ্ঞান) বলে। occultism এর ইতিহাস অনেক পুরাতন। কখনো এর শিকড় পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় আবার কখনো বা ব্যবিলন,কখনো প্রাচীন গ্রীস,কখনো বা প্রাচীন ভারত। এর ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করলে হযরত সোলাইমান আলাইহিসালাম এর সময়কার জাদুবিদ্যার রিভাইভালের বৃত্তান্তও চলে আসে। আমরা সবসময় প্রাচীন জাদুকর, ভাগ্যগনক, ভবিষ্যতবক্তাদের কথা শুনেছি,শুনেছি ফ্রিম্যাসনিস্টদের কথা; তবে সবসময়েই একটা ব্যাপারে আধাঁরেই থাকতে হয়েছে,সেটা এই যে, তাদের বিশ্বাস/দর্শন বা মতাদর্শ কি!

তাদের বিশ্বাস বা দ্বীনটিই হচ্ছে Mysticism অথবা অকাল্টিজম। একজন মিস্টিক্স প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করে এবং তা manipulation এর দ্বারা লক্ষ্য হাসিল করবার জন্য গুপ্ত (অকাল্ট) বিষয়ে সাধনা করে যায়।মিস্ট্রি ক্রিডগুলোর মূলবক্তব্য একটিই। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি একাকার হয়ে যাওয়া। যখন বিশ্ব খ্রিষ্টানদের ডমিনেশনে ছিল, তখন জাদুকরদের এরকম বক্তব্য চরম শাস্তিযোগ্য ছিল। যাদুকররা বলতো, যেকেউ যেকোন ধর্মে থেকেই অথবা কোন ধর্ম পালন না করলেও সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা যায় আর এই যোগসূত্রের ঘনিষ্ঠতায় তার সাথে একাকার হওয়া যায়। ওই অবস্থায় সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার পার্থক্য থাকেনা। খ্রিষ্টানরা এরকম মতবাদ কখনোই সহ্য করতো না, তাই এরূপ কথক সকল উইচ/যাদুকরদের কঠিনশাস্তি দিয়ে হত্যা করত। হাজারো ডাকিনী নারীদেরকে আগুনে জ্বালিয়েছিল। এরূপ নির্মম অত্যাচারের দরুন জাদুবিদ্যা খুবই গোপন বিষয় হয়ে গিয়েছিল। এজন্য এই বিদ্যাকে occult knowledge (গুপ্তজ্ঞান) বা occultism বলে। আপনারা অনেকেই জানেন মানসুর হাল্লাজও একই(হুলুলের) কথা(আনাল হক্ক) বলতো। এবং এটাও বলত যে, সে জাদু করে মানুষদেরকে তার পথে ডাকত। তার পরিণতি কি হয়েছিল তা ভাল করেই জানেন। মিস্টিক্সরা প্রকৃতির সকল ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে চায়। অকাল্টিস্টদের আওতাভুক্ত অস্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়গুলির মধ্যে কালোজাদু/ন্যাক্রোমেসি,Astrology, Divination, Tarot card, Action at distance, physic ability- clairvoyance, Clairaudience, intuition, telepathy, teleportation,'Energy-

frequency,vibration' প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। অকাল্টিস্টদের কাছে এসব নিয়ে চিন্তাগবেষনাই হচ্ছে 'সাইন্স'। এজন্য তাদের মুখে অকাল্ট সাইন্স শব্দ দুটি শুনবেন।

এন্থ্রোপোলোজিস্ট এডওয়ার্ড টেইলর ১৮৭১ সালে তার 'প্রিমিটিভ কালচার' বইতে Occultism এর অপবিজ্ঞানকে 'ম্যাজিক' শব্দ দ্বারা synonym হিসেবে প্রকাশ করে। (_উইকিপিডিয়া)

শয়তান একটি কাজ সাফল্যের সাথে করেছে। সে প্রত্যেক ধর্মেই, হোক তা হক্ক বা বাতিল, সর্বত্রই জাদুবিদ্যার অভিন্ন মতবাদকে প্রবেশ করিয়েছে। ইহুদীদের মাঝে মিস্টিসিজম হচ্ছে 'কাব্বালা', খ্রিস্টানদের মধ্যে 'Gnosticism', ইসলামে 'সুফিবাদ'। এরপরে প্রত্যেক প্যাগানিজমেও এর শাখাপ্রশাখা রয়েছে।এ সময়ে mysticism কে প্রধান দুইভাগে ভাগ করা হয়:
১. Eastern mysticism
২.Western mysticism।
এই কুফরি মতবাদে সর্বাপেক্ষা বিশদ-সমৃদ্ধ হচ্ছে ইস্টার্ন মিস্টিসিজম বা পূর্বদিকের রহস্যবাদ । অর্থাৎ আমাদের অঞ্চলের কুফর। ওয়েস্টার্ন মিস্টিসিজম ঘাটলে দেখা যাবে, সেখানকার অধিকাংশই পূর্বাঞ্চল থেকে ধার করা। আর বর্তমানে ওয়েস্টার্নরাও ইস্টার্ন Esoteric tradition এর দিকে ঝুকে পড়েছে। এর কারনও আছে, পাশ্চাত্যে এসবের উপরে অনেক খড়গ গিয়েছে। আর প্রতিষ্ঠিত কোন প্যাগান দ্বীনও গড়ে ওঠেনি, কিন্তু পূর্বাঞ্চলে হিন্দুবৌদ্ধবৈষ্ণব শাস্ত্রলিপিসহ হাজারো বছর দাঁড়িয়ে আছে। নবী(সা) এর কথা সত্য, কুফরের জন্ম পূর্বদিকে।
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mysticism
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Occult

এবার আসুন জানি, কি(কুফরি আকিদা) বিশ্বাস করে যাদুকর-জ্যোতিষী-ভবিষ্যৎপ্রবক্তা ও ফ্রিম্যাসনিক নেটওয়ার্ক!

- ওদের প্রথম আকিদাই হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদ! Monism বা সৃষ্টি-স্রষ্টারর এক অস্তিত্বের বিশ্বাস।এরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।ওরা বলে সৃষ্টি যা স্রষ্টাও তাই। উভয়ের একে অপরের সাথে মিশে আছে। এখান থেকেই হিন্দুত্ববাদ বা ইস্টার্ন অকাল্ট প্যাগানিজমে incarnation(অবতারবাদ) এসেছে। আপনি সুফিবাদ থেকে শুরু করে ইহুদীদের কাব্বালা, খ্রিষ্টানদের নস্টিসিজম, পশ্চিমের পিথাগোরিয়ানিজম, স্টোইসিজম,নিও প্লেটোনিজম,রোজাক্রুশানিজম, হার্মেটিসিজম... যেখানেই যাবেন সর্বত্রই এই একই বিশ্বাস পাবেন!

Hermetic belief system এ 'mentalism' নামে এটাই প্রথম প্রিন্সিপ্যাল।দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=Yui-v8ykSk8

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েস্টার্ন অকাল্ট ধর্ম New Age Movement যার সাথে আমাদের দেশের অকাল্টিজম 'কোয়ান্টাম ম্যাথডের সংযোগ আছে, সেটার নেত্রী অপ্রাহ উইনফ্রের সাথে এক সুফি মিস্টিক্স সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে কি বলে দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=xVUvEy8BbkU

ভিডিওটিতে Llewellyn Vaughan|Lee নামের লোকটি একজন নকশাবন্দী-মুজাদ্দেদী তরিকার সুফি। অপ্রাহ উইনফ্রের সামনে বলছে, 'Everything is God,এটা একদমই মৌলিক বিষয় শুধু সুফিবাদেই নয়, সকল মিস্টিক্যাল পাথে...'। দুইটাই নিকৃষ্টতম কাফের।
এসম্পর্কে দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=uSv3UfRgcVg

অপ্রাহ উইনফ্রের দলসহ আধুনিক মিস্টিক্সরা তাদের সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাকে নতুন কিছু শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। সেটাকে বলে "Universal Consciousness", "collective Consciousness","cosmic intelligence" ইত্যাদি। এর কারন কি? এরমানেও বা কি? কনসাসনেস বলবার কারন এই যে, তারা বলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সবকিছুতেই(নাউজুবিল্লাহ),সৃষ্টি তার মধ্যেই,তার স্বকীয় অস্তিত্ব নেই!(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ)। তার কনসাসনেস সর্বত্র ছেয়ে আছে। আর আমরা নাকি এই কনসাসনেসের কল্পনা বা ফ্র্যাগমেন্টেড ড্রিম! অর্থাৎ ফিলোসফির দিক দিয়ে প্যানেন্ডেইজমকেও ইঞ্জিয়ারিং করে এরকম আকিদা তৈরি করেছে। এর নাম দিয়েছে হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স/রিয়েলিটি। এজন্য ওদের বলতে শুনবেন, Reality is just illusion,Are you wake up in your dream(?),We are One ইত্যাদি। এসবের ব্যাখ্যা তারাই বোঝে যারা ওদের কুফরির ব্যাপারে জ্ঞান রাখে।
দেখুনঃ What is consciousness?
https://m.youtube.com/watch?v=LmdMp4iLDUc
https://m.youtube.com/watch?v=LARXSPARbZU

এই ভিডিওটিতে এনডিঈ বা নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স এর উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যার উপরে আমার আর্টিকেল পূর্বেই পড়েছেন।যারা কনসাসনেস বা কসমিক ইন্টেলেক্টের ব্যাপারটি বুঝতেছেন না, তারা এই গ্রাফিক্যাল ছবি গুলো দেখুনঃ
https://i.pinimg.com/736x/d8/74/3c/d8743c47ffbbba6c3440165e1dce15b2--stars-tonight-spiritual-meditation.jpg

http://www.zoompondy.com/wp-content/uploads/2015/03/the-human-body-a-univers.jpg
http://www.scienceofspiritwellness.com/Unlimited%20mind%20imagesCAODG1XK.jpg

- এই সর্বনিকৃষ্ট স্তরের কাফেরদের বিশ্বাসব্যবস্থা এরূপভাবে ডিজাইন করা যে তাতে সৃষ্টিকর্তার কোন প্রয়োজনই থাকে না এবং ওরা এরকম আকিদা তৈরি করে বারবার আপডেট করছে। কালেক্টিভ কনসাসনেস এরূপ যে তা এক ইনভিজিবল এনার্জি ফিল্ডের ন্যায় সর্বত্রস্থিত। সবকিছুর অস্তিত্ব সাবএটমিক স্তরে এনার্জি, সেখানে স্পেস টাইম বলে ভিন্ন কিছু নাই। এমনকি খালি ভ্যাকুয়াম স্থানেও সেটা বিরাজমান। এই ইউনিভারসাল কনসাসনেসের বিভিন্ন ভাইব্রেশন ও ফ্রিকোয়েন্সির দরুন বিভিন্ন ম্যাটার আমাদের ডাইমেনশনে বিভিন্ন শেপে রয়েছে। ম্যাটার যতই ঘন তার সাবএটমিক লেভেলে এনার্জি ফিল্ডের কম্পাংক তত কম, যত সুক্ষ তত ভাইব্রেশন ও ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। হার্মেটিক প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কে যারা জানে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সেটাকে ল অব ভাইব্রেশন ও ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয়।   এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে বিভিন্ন আকৃতির বস্তুর পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ধরে রেখেছে, যেহেতু তা অভিন্ন এনার্জি ফিল্ড বা কনসাসনেস দ্বারা তৈরি। কাফেররা এর উত্তরে বলে, আমরা উচ্চতর ডাইমেনশনের higher intelligence দের কল্পনার ফসল। এজন্যই ওরা আমাদের রিয়েলিটিকে বলছে এটা ইল্যুশন, হলোগ্রাম। উই আর ওয়ান। ইত্যাদি। আরো ক্লিয়ার করি, কনসাসনেসের ব্যাপারে যে ছবি গুলো দেখেছেন, তাতে বোঝানো হয়েছে যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা মহাবিশ্ব নিজেই। এজন্য ইনফিনিট ইউনিভার্সকে মানুষের শরীরের আকারে পার্সোনিফাই করেছে। একইভাবে 'ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড' যেরকম কনসাস বুদ্ধিদীপ্ত ইউনিভার্সের কল্পনার ফসল বা ইল্যুশ্যন তেমনি আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেও এরকম উচ্চতর ডাইমেনশন আছে, অর্থাৎ ইনফিনিট পটেনশিয়ালিটি,সেটা শরীরের সাবএটমিক স্তরেও, আমাদের কল্পনার জগতেও। দেখুনঃ

 http://michellezarrin.com/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender-6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9ZiMBRSeysg/U0GyAj9nLqI/AAAAAAAABog/OcPgCblorgU/s1600/6a0133f0b2fdc2970b01901cb882b6970b.jpg

যেহেতু ইউনিভার্সের ম্যাটার তার ইমাজিমেশনের দ্বারা বিদ্যমান এনার্জির উপর প্রভাব বিস্তার করে তৈরি এজন্য আমাদের illusional Reality কে আমরাই নিজেদের ইমাজিনেটিভ ক্যাপাবিলিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম!! অর্থাৎ এনার্জি ফিল্ড অবজারভারের চিন্তা/কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত।আপনি যদি রিয়েলিস্টিক ইল্যুশন বা স্বপ্নে জাগ্রত(কনসাস) হন, তবে আপনিও রিয়েলিটির ম্যাটেরিয়ালাইজড এনার্জির পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। এজন্যই How matter behave, determined by the observer. সুতরাং, মিস্টিসিজমে অকাল্ট ওয়ার্ল্ড ভিউ এই যে, ইউনিভার্সের কনসাসনেস বা কল্পনা আমাদের ত্রিমাত্রিক রিয়েলিটি আর আমাদের Thought বা imagination অর্থাৎ কল্পনা রিয়েলিস্টিক ইল্যুশনে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ একটা ইমাজিনেশন অপর একটি ইমাজিনেশনকে পরিবর্তন করে। এজন্য ইমাজিনেশন অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন। ওরা বলে, আপনি যা কল্পনা করবেন বা চাইবেন সেটার দিকে কনসাস এনার্জি ফিল্ড রেস্পন্ড করবে। একে কাফেররা বলে Law of attraction। বর্তমানে আমাদের দেশীয় লোকাল অকাল্ট শিক্ষাকেন্দ্র- কোয়ান্টাম ম্যাথডে একেই শেখানো হচ্ছে একটু একটু করে। আমাদের দেশে এরকম শয়তানি পেজের লিংক-
https://m.facebook.com/LawOfAttractionBangla/?__tn__=%2Cg

ল অব এট্রাকশ্যন হার্মেটিসিজমের উপর দাঁড়িয়ে। বিস্তারিত জানুনঃ
https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/a.291781357945730.1073741828.282165055574027/343448226112376/

রন্ডা বাইরনের দ্যা সিক্রেট মুভিটিতে, মিল গিল নামের কাফেরটি বার বার ৭টি হার্মেটিক প্রিন্সিপ্যাল গুলাই বলছে। মুভির লিংকঃ https://m.youtube.com/watch?v=EC_YmdPy2h0

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কল্পনাশক্তি কতটা এবং গুরুত্বপূর্ণ। হৃদয়ের শক্তিঃ
https://m.youtube.com/watch?v=7c3AVj66ahg
https://m.youtube.com/watch?v=xmN2RL4VJsE

Mechanics of reality!! how mind creates matter:
https://m.youtube.com/watch?v=IGglrntR-9M

Manifest what you want
https://m.youtube.com/watch?v=SMIgyryyjak

https://m.youtube.com/watch?v=i7d5q31oIXc

যা কল্পনা করবেন তার দিকেই আকর্ষিত হবেনঃ
youtube.com/watch?v=rRYP8WGyR6Y
https://m.youtube.com/watch?v=4CJO93Q6DAU

এরূপ রিয়েলিটিকে পরিবর্তনের ফলপ্রসূ কল্পনা করতে সক্ষম তারা,যারা এই ইল্যুশনাল রিয়েলিটিতে কনসাস বা জেগেছে। সচেতন আলোকিত এই ব্যক্তিরা হচ্ছে এনলাইটেন্ড! এনলাইটমেন্টের জন্য আপনাকে মনকে স্থির করে কিছু কাজ করতে হয় যা আমরা ইয়োগা, মেডিটেশন শব্দ দ্বারা চিনি,সাইকাডেলিক ড্রাগ(ডিএমটি/এলএসডি/আইয়োয়াস্তকা) একাজে সাহায্য করে। যারা চিন্তা কল্পনা দ্বারা রিয়েলিটির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষিম তাদের কে জাগ্রত চেতনার মানুষ বলা হয়। এজন্য মিস্টিক্সদের বলতে শুনবেন,"Have you wake up in your dream?","What if this reality is a dream, and we die; we wake up"!

ওরা সৃষ্টিজগতের সাবএটমিক লেভেলে এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি ও ভাইব্রেশনের বিভিন্নতার প্রভাবে ম্যাটারের বিভিন্ন Shape ধারনের বিষয়টিকে মৌলিক কিছু কমপ্লেক্স জিওম্যাট্রিক স্ট্রাকচার দ্বারা প্রকাশ করে। এর মধ্যে 'ফ্লাওয়ার অব লাইফ','ফ্রুট অব লাইফ','ট্রি অব লাইফ(কাব্বালা)' রয়েছে, এসবকে বলা হয় Sacred Geometry । ওরা প্রকৃতির সকল অবজেক্টের একটি মৌলিক জিওম্যট্রিক প্যাটার্নকে বেছে নিয়েছে। সেটা মেটাট্রনকে কিউব।এর মধ্যে অন্য জ্যামিতিক পাচটি প্লেটোনিক সলিডও খাপ খায়। ওরা বলে এটাই হচ্ছে মহাবিশ্বের সকল ম্যাটারের বিল্ডিং ব্লক। বলা হয় Sub atomic স্তরে matter, energy রূপে এসকল বেসিক জ্যামিতিক আকৃতির উপর ভিত্তি করে রয়েছে। এজন্য দেখবেন সমস্ত এলিট ম্যাসনিস্টরা কিউবের পূজা করে। সর্বত্র কিউব সিম্বলিজম।
Sacred Geometry:
https://m.youtube.com/watch?v=FSmdSw9eEIA
https://m.youtube.com/watch?v=V3A9lKPKayI
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sacred_geometry

Cube symbolism:
https://m.youtube.com/watch?v=O12IBhMUlEM

এমনকি হলিউডও ছাড়ে নি এর প্রচার করতে, কিন্তু খুব কমই বোঝে।দেখুন পিটার কুলেনের ভারী গলায় অপটিমাস প্রাইম ট্রান্সফরমারের শুরুতে কি বলছেঃ https://m.youtube.com/watch?v=W3gegXFjISM

উপরে প্লেটোনিক সলিড নিয়ে সামান্য বলেছি, সেটা হচ্ছে চারটি(পৃথিবী,পানি,বায়ু,আগুন) জিওমেট্রিক প্যাটার্ন যা দ্বারা থ্রিডি ডাইমেনশন গঠিত বলেছেন প্লেটো। এরিস্টটল পাচ নম্বর যুক্ত করেন। সেটা হচ্ছে ইথার। ইংরেজিতে বলা হয়- cube, octahedron, icosahedron, tetrahedron,Dodecahedron। প্লেটনিক সলিড এস্ট্রলজির সাথে সংযুক্ত। দেখুনঃ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Astrology_and_the_classical_elements

সর্বোপরি জাদুচর্চায় প্লেটনিক সলিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যারা জাদুবিদ্যার ব্যপারে সামান্যও জানেন, তারা জানেন একজন জাদুকর যতই নিরক্ষর মূর্খ হোক না কেন, সে যাদু করার সময় এই প্লেটনিক সলিডের কনসেপ্ট ব্যবহার করে।সে নিজেও হয়ত এর ব্যাখ্যা জানে না কিন্তু ঠিকই এর চর্চা করে! টিভিতেও প্রায়ই কাফেররা এসব দেখায় কিন্তু অধিকাংশই জাদুবিদ্যার গুপ্তবিষয় গুলো ডিকোড করতে পারে না, ওরা সাবকনসাসলি ব্রেইনওয়াশ করে। দেখুনঃ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Classical_elements_in_popular_culture
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid

এত বিশাল একটা ব্যপার এতক্ষন লেখবার উদ্দেশ্য এই যাতে করে মহাজ্ঞানী আইনস্টাইনের উপরিউক্ত ছবিতে উল্লিখিত কথার মর্মোদ্ধার করতে পারেন। প্রথমেই বলেছিলাম, সেটা Pure Occult magical quote। আশা করি এখন বুঝতে পারছেন তিনি কি বলেছেন। তিনি ইউনিভার্সের গুপ্ততত্ত্ব যা যাদুকর-ম্যাসনিস্টরা জানেন তা ভাল ভাবেই জানেন এবং মানেন। উহাই ফিজিক্স! এজন্যই এনার্জি= এমসি স্কয়ার! যাহা ম্যাটার রূপে আমরা দেখি উহাই বস্তুত এনার্জি। তিনি বলেনঃ**“Concerning matter, we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. There is no matter.”**

এজন্যই তিনি Hermetic Law of attraction এর সুস্পষ্ট বর্ননা দিয়ে বলেছেনঃ **"Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want**

and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics."
সবকিছুই এনার্জি।আপনাকে শুধুমাত্র ইল্যুশনাল রিয়েলিটির ফ্রিকোয়েন্সি- ভাইব্রেশনের সাথে প্রত্যাশাকে ইমাজিনেশনের দ্বারা মেলাতে হবে,তবেই আপনি আকাঙ্ক্ষিত কল্পনাকে সত্যরূপে পাবেন। এটা কিন্তু কোন মিস্টীক্যাল অচল দর্শন নয়, এটাই ফিজিক্স ;) 😃। আসলেই তার অতল (occult)জ্ঞানের তুলনা হয় না :p । হোক না সে (অপ)বিদ্যাটা প্যাগান সর্সারারদের(যাদুকর), হোক না সেটা ফ্রিম্যাসনিস্ট বা শয়তানের পরোক্ষ পূজারীদের। এটাই ফিজিক্স। এটাকেই চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে :) ।

কিভাবে হার্মেটিক প্রিন্সিপ্যাল গুলো এপ্লাই করবেন সেটা আইনস্টাইন না বললেও আমি গোপন করব না। দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=iEGlZinHfMc

সুতরাং যাদুবিদ্যার ওয়ার্ল্ডভিউতে(Occult worldview) কল্পনা শক্তি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আইনস্টাইন ভাল মতই জানতেন। এজন্য বলেছিলেনঃ **"Imagination is more important than knowledge".**
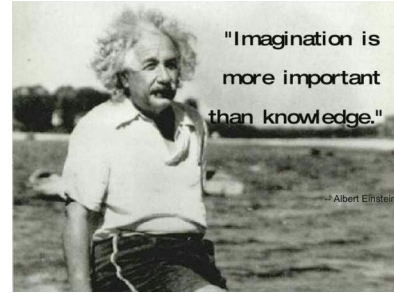
"Logic will get you from A to Z ; imagination will take you everywhere"

সত্যিই অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী ইহা ধ্রুবসত্য। কল্পনাই সবকিছু। এই মহামানবের জ্ঞানের পরিধি আচ করতে পারি যখন তার এই কথা পড়ি যে, **"Imagination is everything. It is the preview of the life's coming attractions"**
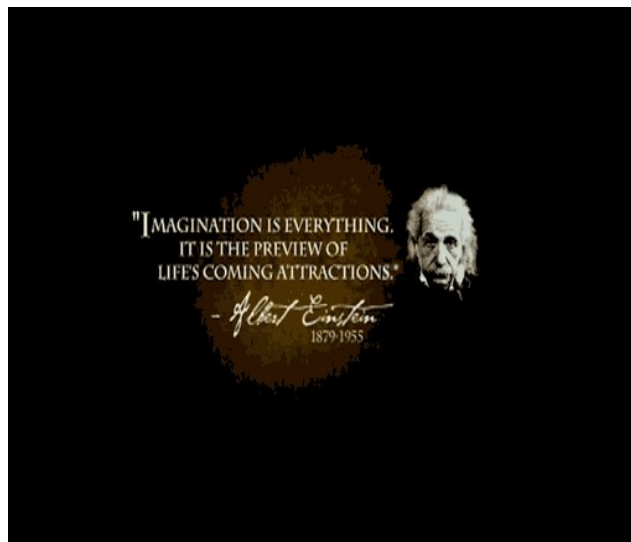
অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউতে ইউনিভার্সের কালেক্টিভ কন্সাসনেসের সমুদ্রে আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরের চেতনাই স্পেস টাইমের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং ম্যানিপুলেট করে, স্পেস টাইম আলাদা কোন অবস্থা নয়। আইনস্টাইন দাদা ভুল বলেননি।

"Space and time are not conditions in which we live, they are modes in which we think”

মডার্ন ফিজিক্সের এই মহান পথিকৃৎ জানতেন এই রিয়েলিটি নিছক ইল্যুশন। এজন্য তিনি বলতে ভুল করেন নি যে, "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one".

আরো এই ইল্যুসিভ রিয়েলিটির ব্যাপারে আরো বলেনঃ
"people like us, who understand physics know that the distinction between past present and future is only a stubbornly persistent illusion."

আমি কি একাই তার অগাথ জ্ঞানের তারিফ করব? আপনারা অংশ নেবেন নাহ? ওফ!!!
তিনি তার অপরিমেয় ধীশক্তি এবং অন্তর্নিহিত অগাথ জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন ইউনিভারসাল কনসাসনেসকে। এজন্য তিনি একথা বলতে ভুল করেননি যে, " A human being is part of a whole, called by us the ‘Universe’ —a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts, and feelings, as something separated from the rest—a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”

আরো সুস্পষ্টভাবে বলেনঃ “Our separation of each other is an optical illusion of consciousness.”
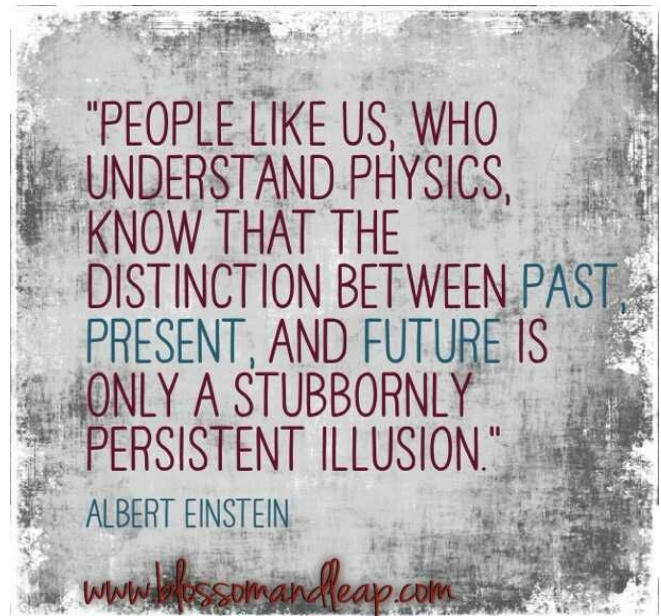
আসেন আমরা বলা শুরু করি "উই আর ওয়ান"। কি বলবেন না! আরে ভাই, ফিজিক্স মানতে হবে তো। দেখেন ওরা কতসুন্দর করে বলেঃ
https://m.youtube.com/watch?v=kNIbkVf_Lko
https://m.youtube.com/watch?v=pIJHJzDQcRM

সকল অকাল্ট(গুপ্তবিদ্যার/যাদুবিদ্যার) ট্রেডিশন একমত যে সাবএটমিক লেভেলে রিয়েলিটি একটাই। সব কিছুই এনার্জি। একক এনার্জেটিক ফিল্ড অব রিয়ালিটি!! স্ট্রিং থিওরি তো তা এখন ব্যাখ্যা সহ বলছে। এত জ্ঞান আইনস্টাইন কোথায় পেলেন! অবাক করে!! তিনি বলেনঃ **"Concerning matter, we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. There is no matter."**
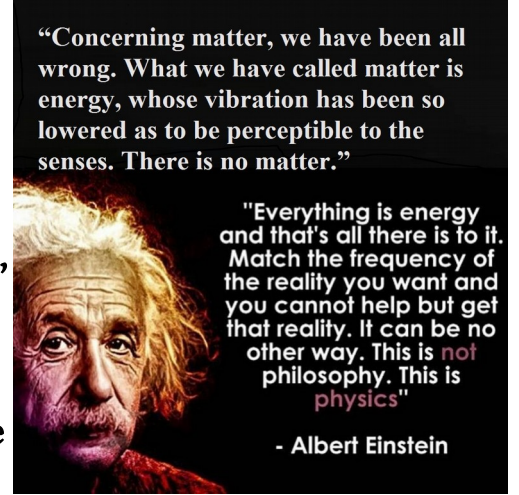
"There is no place in this new kind of physics for the field and matter, for the field is the only reality"

যে কারনে মিস্টিক্স - ফ্রিম্যাসনিস্ট- যাদুকররা বলে, এই ইল্যুশনাল কস্মিক কনসাস্নেসে আমাদের অবস্থা কিছু এনার্জির ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সির আলাদা স্বত্ত্বা যদিও এটা আসল 'এক' স্বত্ত্বার অংশ মাত্র। এই আলাদা স্বত্ত্বার জেলখানার ন্যায় সীমাবদ্ধ অনুভূতি থেকে কস্মিক কনসাস্নেসে নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে হবে। এটাই আসল ধর্ম, এজন্যই 'উই আর একচুয়াললি ওয়ান'! (নাউজুবিল্লাহ)। কত সুন্দরভাবে আইনস্টাইন সাহেব এর বর্ননা দিলেন! অপরিমেয় (কুফরি)জ্ঞান।

মিস্টিক্স-জাদুকরদের কাছে যে বিদ্যা। সেটা তাদের কাছে নয় শুধু, আইনস্টাইনের কাছেও! পার্থক্য শুধু এই যে, আইনস্টাইনরা ম্যাথ-ইকোয়েশন ব্যবহার করে,আর যাদুকররা তেমনটা করেনা।এজন্য তিনি বলেনঃ**"That which is impenetrable to us really exists. Behind the secrets of nature remains something subtle, intangible, and inexplicable. Veneration for this force beyond anything that we can comprehend is my religion."**

"True religion is real living; living with all one's soul, with all one's goodness and righteousness". - Albert Einstein

তিনি বলেনঃ**"No problem can be solved from the same level of consciousness that created it"**
এজন্যই কস্মিক কনসাসনেসই সব।

মিস্টিক্সরা কখনোই হতাশ হয় না। আপনি কি রন্ডা বাইরনের দ্য সিক্রেট মুভিতে দেখেননি কিভাবে ল অব এট্রাকশনের টিচাররা বিগ ড্রিমিং এর জন্য ইন্সপায়ার করেছেন। যা চান সেটার মনছবি আকুন, কল্পনা করুন। এটা কোয়ান্টাম ম্যাথডে গিয়েও শুনবেন।আপনার যা আছে তার চেয়েও কল্পনাশক্তি শক্তিশালী। কেন তা জানেন। কারন আপনার কনসাস থট এনার্জি কস্মিক এনার্জি ফিল্ডের ভাইব্রেশন পরিবর্তন করে আর আপনার প্রজেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সির দিকে আকৃষ্ট হয় এবং স্বপ্ন রিয়েলিটি তে রূপ নেয়। হার্মেটিক কোটেশনটা সুন্দর আইনস্টাইন ছাহেবের। 😄

"Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts."
-Albert Einstein

এখন হয়ত হালকা বুঝতে পারছেন, যে মিস্টিক্স বা যাদুকরদের কাছে ইউনিভার্স একটা কনসাস ব্রেইন। আর আমাদের রিয়েলিটি হচ্ছে এর কল্পনা। এজন্য এটা ইল্যুশন। আর এই রিয়েলিটিতে আমাদের খাচার ন্যায় এনার্জি-ফ্রিকোন্সি-ভাইব্রেশনের সমন্বয়ে গঠিত তনুমনটা হচ্ছে ইউনিভার্স নামের বিশাল তথ্যভাণ্ডার স্বরূপ ব্রেইনের তথ্যের রিসিভার। এজন্য intuition(স্বজ্ঞা) অত্যন্ত স্যাক্রিড, শক্তিশালী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস। intuitive mind শুধু অজানা অচেনা রহস্যবাদীদের কাছেই না, সুফি-বাতেনিয়্যাহদের কাছেও অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানের উৎস। ইমাম শানকিতী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাব আদওয়াউল বায়ানে বলেনঃ**"Al-Qurtubi (may Allaah have mercy on him) said:**
Our Shaykh, Abu'l-'Abbaas, said: some heretics who followed batiniyyah (esoteric teachings) wanted to follow a path that did not enjoin these shar'i rulings. They

said: these general shar'i rulings are obligatory upon the Prophets and the masses only. As for the awliyaa' and the elite, they do not need those texts. Rather what is required of them is what they receive in their hearts through intuition and the thoughts that dominate their minds. They said: this is because their hearts are free of anything that may cause distraction and of thoughts of anything other than Allaah. In this manner divine knowledge becomes manifest to them, and they discover the secrets of creation and learn the rulings concerning minor issues, thus they are no longer subjected to the holistic shar'i rulings. This is what happened in the case of al-Khidr who, by means of the knowledge that was made manifest to him was rendered independent of the knowledge that Moosa had. One of the things that they narrated was the words: "Consult your heart, no matter how many people give you fatwas and advice."
Our shaykh (may Allaah be pleased with him) said: These are the words of heresy and kufr; the one who says them should be executed without being asked to repent, because he has denied that which is known from the sharee'ah. For Allaah has set up the system by His wisdom in such a way that His rulings can only be known through His Messengers who are ambassadors between Him and His creation. They are the only ones who convey His Message and His words from Him, explaining His laws and rulings, and He has chosen them for that purpose."
বিস্তারিতঃ https://islamqa.info/en/22245

অতএব উলামাগনদের থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যায়, যারা এরূপ ইনটুইশনের কথা বলে তাদেরকে কোনরকম রিপেন্টেন্সের সুযোগ দেওয়া ছাড়াই হত্যা করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ।

অতএব intuitive mind যে কতটা পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ন(নিকৃষ্টতম কাফেরদের কাছে) তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাগুরু আইনস্টাইন বলেনঃ"The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift."
একা একাই কারন বিনা জ্ঞান অর্জন হচ্ছে অকাল্টিস্টদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইকিক এবিলিটি। আরো জানুনঃ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intuition .

'রিলিজিয়াস মিস্টিক আইনস্টাইন Isaac Newton এর মত অলটার্ড স্টেইট অব কনসাস্নেসে যেতেন। আইনস্টাইন এর নাম দেয়, 'মাইন্ড এক্সারসাইজ '। এর পরেই তিনি থিওরি ও ইকুয়েশন নিয়ে হাজির হতেন। দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=2BiTWFdnd7Q

mystic দের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য **altered state of consciousness** এর প্রয়োজনীয়তার বিকল্প নেই। এজন্য তারা যোগ-মেডিটেশন করে, সাইকাডেলিক ড্রাগ নেয় । অনেকসময় বিশেষ যন্ত্রে এমনি শব্দেরও সাহায্য নেয়।দেখুন ওরা কি করছে ও বলছেঃ
https://m.youtube.com/watch?v=eLSXYagAzUI
https://m.youtube.com/watch?v=SCJYK8x4cK4
https://m.youtube.com/watch?v=-3Q9oXd8m04

আইনস্টাইনের ফ্যানবয়রা যে কেন গুরুকে ভালভাবে অনুসরণ করে না, বুঝিনা।

অকাল্টিস্টরা নাস্তিক হয় না, তারা কোন ধর্ম পালন করেন না।এদের অল্প কিছু স্পিরিচুয়ালিস্ট বলেও দাবী করে। কনসাস ইউনিভার্সকেই এরা মা'বুদ বলে (নাউজুবিল্লাহ)। আগের যুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের খুব অল্প সংখ্যক নাস্তিক পাবেন। মিস্টিক্স বা এসোটেরিস্টরা আস্তিক বললেও প্রচলিত ধর্মের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা থাকে। এজন্য কোন ধর্ম পালনকে জরুরী মনে করেন না।আগেই বলেছিলাম মিস্টিক্সরা খ্রিষ্টান হাতে নিপীড়িত হয়েছিল এটা বলে যে সৃষ্টিকর্তার(ওদের বিশ্বাস অনুযায়ী -ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কনসাসনেস) সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে কোন ধর্মপালন করা লাগে না। (বস্তুত,এরা আস্তিক দাবি করলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করলে এদের বিশ্বাসগত অবস্থান নাস্তিক্যবাদী মুদ্রার অপর পিঠে। এরা নাস্তিকদের চেয়েও বড় শ্রেনীর কাফের এবং তাগুতের পর্যায়ভুক্ত। কারন-Monism/pantheism! এদের কিছু কিছু স্কুল অব থট শয়তানেরই পরোক্ষভাবে উপাসনা করে, কেউ বা ধর্মদ্রোহী তাগুত)। বিপরীতে নন মহাগুরু আইনস্টাইন। তিনি বলেনঃ
"Hence it is absurd for religion to proscribe Galileo or Darwin or other scientists. And it is equally absurd when scientists say that there is no God. The real scientist has faith, which does not mean that he must subscribe to a creed."

সাধারন প্যাগান মিস্টিক্সরা চায় প্রচলিত ধর্মগুলো ইলিমিনেট করে ওয়ানওয়ার্ল্ড কস্মিক রিলিজিয়ন থাকুক। ওরা সবচেয়ে বেশী ঘৃনা করে ইব্রাহীমের(আ) দ্বীনকে। সাথে পূর্বের আসমানী কিতাবগুলোর আদর্শকেও, সেসব তাদের চোখের বালি । মিস্টিক্যাল ডক্ট্রিন বিল্টিন যেসব প্যাগান ধর্মে আছে সেটাই তাদের পছন্দ, এজন্য পূর্বাঞ্চলীয় রহস্যবাদ(হিন্দু/বৌদ্ধমত), জাদুবিদ্যার্থীদের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি তাদের কাছে সমৃদ্ধ। তাই হিন্দুবৌদ্ধ ধর্মের জয়জয়কার। এরও অনেক কারন আছে। সেদিকে না যাই। শুনলে অবাক হবেন ইউএন বা ইউনাইটেড ন্যাশনও ইউনিভারসাল পিসের জন্য ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন গঠনের লক্ষ্যে কিছু ইস্টার্ন মিস্টিক্যাল স্কুলের সাথে কাজ করছে। ভারতের আনন্দমর্গ,ব্রহ্মকুমারী এরকম কিছু হিন্দুবৌদ্ধ(ইস্টার্ন মিস্টিসিজম) ধর্মাদর্শের এসোটেরিক(বাতেনি) ট্রেডিশন,যাদের সাথে ইউএন কাজ করছে। ইস্টার্ন মিস্টিসিজম বা অকাল্ট ডক্ট্রিনে সবচেয়ে এডভান্স হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। আমি ভেবে পাই না জ্ঞানের মহাভান্ডার আইনস্টাইন দাদা এত কিছু বলে কি করে। তিনি বলেনঃ **"The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description.... If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism."**
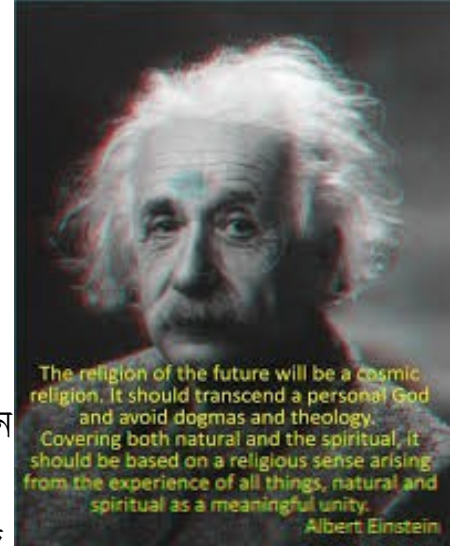
"The religious geniuses of all ages have been distinguished by this kind of religious feeling, which knows no dogma and no God conceived in man's image; so that there can be no church whose central teachings are based on it."

"But there is a third stage of religious experience which belongs to all of them, even though it is rarely found in a pure form: I shall call it cosmic religious feeling."

"The beginnings of cosmic religious feeling already appear at an early stage of development, Buddhism, as we have learned especially from the wonderful writings of Schopenhauer, contains a much stronger element of this."

—ALBERT EINSTEIN

(science and religion, New York times, 1930)

যাহোক, আইনস্টাইন সাহেবের ন্যায় আসুন আমরাও বৌদ্ধধর্ম(ইস্টার্ন মিস্টিসিজম) ভিত্তিক একটা কস্মিক ধর্মের প্রত্যাশা করি যেথায় কোন ধর্মীয় অনুশাসন নেই, নেই কোন সৃষ্টিকর্তা। করবেন না?? 😱 কেন বলুন তো! আপনি প্রত্যাশা না করলেও এসে গেছে। দুদিন পর কল্কিই আসছে স্বয়ং। জানেন তো বৌদ্ধধর্মের কালচক্রে ইসলামের ব্যপারে কি বর্ননা আছে? না জানলে পড়ুনঃ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385768245213707&

বৌদ্ধ প্রিয় আইনস্টাইন একাই নন। এই প্রীতি দ্বিপাক্ষিক। দেখুন একবৌদ্ধ আইনস্টাইনএর কথার উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্মের 'বৈজ্ঞানিকতা' জাহির করছে । https://www.wildmind.org/blogs/quote-of-the-month/quote-einstein-connectedness

আইনস্টাইন শুধু যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন তা নয়,ভগবত গীতাও তাকে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বকেও শেখায়,এবং অন্যান্য সকল জিনিস কে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় । এজন্য তিনি বলেন,**"When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe everything else seems so superfluous".**

এখানে তিনি গড শব্দটি ব্যবহার করেছেন। স্বল্পজ্ঞানী এবং মোডারেট মুসলিমরা এর এরকম গড শব্দের ব্যবহার দেখে প্রচার করে যে আইনস্টাইন একজন একেশ্বরবাদী বিজ্ঞানী ছিলেন। ইন্না লিল্লাহ! কিন্তু বাস্তবে এই "ঈশ্বর" শব্দ দ্বারা তিনি প্যান্থেইস্টিক গড বুঝিয়েছেন। তিনি পার্সোনাল গড বা একেশ্বরবাদ বা মুসা(আ) এর পালনকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম যে তিনি এমন এক কসমিক ধর্ম চান যেটা পার্সোনাল গড এবং যেকোন ধর্মীয় অনুশাসনকে ট্রান্সেন্ড করবে। এজন্য তিনি

বলেছিলেন"The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology.” পদার্থবিদ মিচিও কাকু বলেন,"**আমাকে বলতে দিন আমরা ফিজিসিস্টরা কিভাবে বিষয়টা দেখি, উদাহরনস্বরূপ, আইনস্টাইন বড় একটা প্রশ্ন করতেন, যে কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে কিনা,সব(সৃষ্টিজগতের) কিছুর মানে আছে কিনা,আর এভাবেই আইন্সটাইন এ প্রশ্নের জবাব দিতেন যে, দুই ধরনের ঈশ্বর(গড) আছে। আমাদেরকে অনেক বৈজ্ঞানিক চিন্তার হতে হবে, আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে আপনি গড দ্বারা বোঝেন। যদি গড বলতে হস্তক্ষেপ করার ঈশ্বরকে বোঝানো হয়, ব্যক্তিক সত্ত্বাগত ঈশ্বরকে বোঝায়,প্রার্থনা শোনার God কে বোঝায়, তাহলে আপনাকে সেটাকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে সৃষ্টিকর্তা কি সত্যিই আমাদের সকল প্রার্থনা শোনেন(?) যেমন ক্রিসমাসে বাই-সাইকেল চাওয়া, তিনি(আইনস্টাইন) ঈশ্বরের ব্যপারে ধারনায় এরকমটা মানতেন না,তিনি(আইনস্টাইন) বিশ্বাস করতেন নিয়ম-নীতির গড,হার্মোনি, সৌন্দর্যের, সিমপ্লিসিটি এবং আভিজাত্যতার গড, দ্য গড অব স্পিনৌজা(প্যান্থেইস্টিক)। এই ধরনের গডে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারন তিনি দেখতেন মহাবিশ্ব অত্যন্ত গর্জিয়াস, এসব ঐরকম থাকবার কথা নয়, এটা বরং হতে পারতো বিশৃঙ্খল, কদর্য, নোংরা।.."** ।

অপর এক বিতর্কে কাকু বলেন, "**আমার এই দিকে যারা আছেন ১০০% নিশ্চিতভাবে তারা বিশ্বাস করে,যে কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। আর এইদিকের গ্রুপ ১০০% বিশ্বাস করে যে জীবনের মানে আছে এবং একজন ঈশ্বর আছেন। একদিকের লোকেরা শুদ্ধ আরেকদিকের লোকেরা ভুল, তাই তো? আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে তারা উভয়েই ভুল। বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞান হচ্ছে ডিসাইডেবল স্টেইটমেন্ট, আমি যদি এখন সেলফোনটি নিচে ফেলে দেই, আমি জানি এটা ডিসাইডেবল, এটা নিচে পড়বে গ্রাভিটির জন্য। সাইন্স এমন সব স্টেটমেন্ট এর উপর প্রতিষ্ঠির যা পরীক্ষার যোগ্য, পুনঃপরীক্ষন যোগ্য, ডিসাইডেবল, ফলসিফাইয়েবল। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে কিনা এটা আনডিসাইডেবল(অনির্ধারনযোগ্য)। এটা বিজ্ঞানের অংশ নয়। এটা অনেকটা একটা (পৌরাণিক অলীক প্রানী)ইউনিকর্নের অস্তিত্বকে মিথ্যা প্রমান করার ন্যায়।... এখন, আমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আইন্সটাইনের একটা ইক্যুয়েশনের স্বপ্নকে সম্পূর্ন করা যা কিনা এক ইঞ্চির বেশি বড় হবেনা,যেটা সকল বস্তুগত জ্ঞানের সারাংশ বের করবে। এবং আমাদেরকে "ঈশ্বরের মনকে পড়তে" অনুমতি দেবে। তো তার(আইন্সটাইনের) কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঈশ্বরের প্রতি(?)। আইনস্টাইন বলেছেন দুই ধরনের ঈশ্বরের কথা। এটাই সকল কনফিউশন তৈরির কারন। প্রথম ধরনের ঈশ্বর হচ্ছে ব্যক্তিগতজীবন ঈশ্বর।এটা হচ্ছে প্রার্থনার ঈশ্বর, প্রতিশোধপ্রবন ঈশ্বর, ঐ ঈশ্বর যে প্রার্থনায় সাড়া দেয়, মূসা(আ), ইসহাক(আ),ইয়াকুব(আ) এর ঈশ্বর। আইনস্টাইন বলতেন আপনি এই ধরনের ঈশ্বরে বিশ্বাস**

করতে পারতেন না।কিন্তু আরেক ধরনের ঈশ্বর আছে। এটা হচ্ছে বারুচ স্পিনোজার ঈশ্বর(সর্বেশ্বরবাদ-প্রকৃতিপূজা), হার্মোনি বিউটি,simplicity, elegance এর ঈশ্বর। এগুলো থাকত না যদি ইউনিভার্স কোন এক্সিডেন্ট এর দ্বারা তৈরি হত।তাই আমি (আব্রাহামিক)ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন এভিডেন্স(সাক্ষ্যপ্রমাণ) পাইনা। এর মানে এই নয় তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না বা জীবনের কোন মানে বা অস্তিত্বই নেই। আমি শুধুমাত্র ফিজিক্সের ইক্যুয়েশনে এটা খুজে পাচ্ছিনা। তো, আমাদের নিকট 'ঈশ্বরের মনের' একজন ক্যান্ডিডেট আছে। ঐশ্বরিক মনের ক্যান্ডিডেট হচ্ছে এগারো ডাইমেনশনের হাইপার স্পেসের কস্মিক মিউজিক।"

সুতরাং বুঝতেই পারছেন আইনস্টাইন নামের এই মুশরিক কোন কি ধরনের "গডে" বিশ্বাসী ছিলেন!অনেক পাঠক 'গড অব স্পিনোজা' এর অর্থ বুঝতে পারছেন না। বারুচ স্পিনোজা নামের এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাফের সর্বেশ্বরবাদকে(ওয়াহদাতুল উজুদ/মনিজম) ফিলসফিতে ইংরেজিতে অফিশিয়াল নাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। একে এরপরে থেকে প্যান্থেইজম নামে ইংরেজিতে সহজে বোঝানো হয়। যদিও এই আকিদা ব্যবিলনীয়ান এস্ট্রলজি থেকে এসেছে, ইতোপূর্বে এর অর্গানাইজড ফর্ম ছিল না।এই বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকৃতিকেই গডে পার্সোনিফাই করে ডাকা হয়। প্রকৃতির 'ল ও অর্ডারকে ঈশ্বর বলা হয়। একেই স্পিনোজা'স গড, স্পিনোজিজম বলে। দেখুনঃ En.m.wikipedia.org/wiki/Spinozism
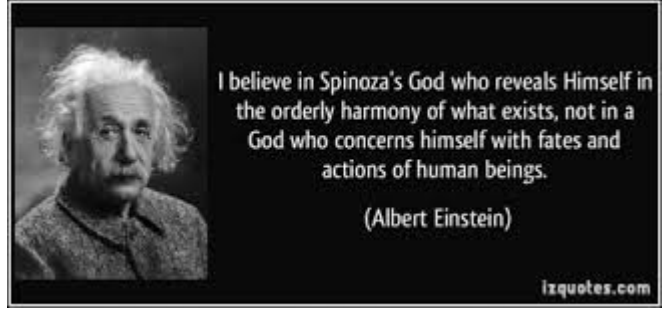
Einstein স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের আকিদায় বিশ্বাসের বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বলেন: **"আমি স্পিনোজার ঈশ্বরে(সর্বেশ্বরবাদে) বিশ্বাসী,যিনি সমস্ত অস্তিত্বের সুশৃঙ্খল ঐকতানে প্রকাশ করেন, ঐ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা যিনি মানুষের ভাগ্য এবং কর্মের ব্যপারে পরোয়া করেন। ...... আমরা স্পিনোজার অনুসারীরা ঈশ্বরকে প্রকৃতির সকল বস্তু ও এর আত্মার মধ্যকার বিস্ময়কর নীতি ও শৃঙ্খলা হিসেবে দেখি; যেটা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও প্রকাশ পায়।"**

আশা করি আর কোন অস্পষ্টতা নেই। প্রশ্ন আসতে পারে আইনস্টাইনের এরূপ আকিদার কারন কি? সহজ উত্তর হলো, তিনি একজন ইহুদী। ইহুদী যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ এই আকিদারই শিক্ষা দেয়। কাব্বালাহ সংক্রান্ত বিষয় সামনের পর্বগুলোয় বিস্তারিত আসছে।

সকল প্যাগানদের কাছে সর্বেশ্বরবাদী মতাদর্শ হচ্ছে শান্তিপ্রিয় এবং বৈজ্ঞানিক। আপনি অবশ্যই দেখবেন ওয়েস্টার্ন মিস্টিকের ইস্টার্ন প্যান্থেইস্টিক ধর্ম গুলো কত প্রিয়! এর কারন, হচ্ছে ওদের দ্বীন হচ্ছে তাওহীদের বিপরীতের দ্বীন। আল ইত্তেহাদ। এটাই কমন গ্রাউন্ড।কেন ওরা স্বজাতীয় জিনিসকে ভালবাসবে না বলুন! এজন্য 'রিলিজিয়াস মিস্টিক' আইনস্টাইনের পাওয়ারফুল ইস্টার্ন মিস্টিক্যাল রিলিজিয়াস ট্রেডিশন বৌদ্ধধর্মের প্রতি ভক্তি টি শতভাগ যুক্তিযুক্ত। তিনি মূলত আব্রাহামিক ফেইথের বিরোধী ছিলেন। সেটা সামনের আলোচনায় বুঝবেন।

কি করে আইনস্টাইন জানলেন ই=এমসিস্কয়ার? জনপ্রিয় প্যাগান মিস্ট্রি স্কুল "থিওসফির" অনুসারীরা একটি ঘটনা তুলে ধরেন। আইনস্টাইনের টেবিলে নাকি থিওসফির কিতাব "সিক্রেট ডক্ট্রিন" থাকতে দেখা যেত।সিক্রেট ডক্ট্রিন হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাস্তকির লেখা কুফরের ভান্ডার। থিওলজিকাল নলেজ তিনি লাভ করেন একাধিকবার দুইজন শয়তান জ্বীনের কাছে থেকে। সেসব নিয়ে সামনে আলোচনা হবে।আপাতত এই বিষয়টা বিস্তারিত পড়ুনঃ

How Did Albert Einstein Intuit (Grok) E = mc2 ?
Answer:
That ' s easy . . . He looked it up in The Secret Doctrine. (1)
Here' s the Background:
On the 20th Anniversary of Einstein ' s death (1975) , physicist Richard Feynman was quoted in Time magazine as saying , " I cannot understand how he arrived at the intuition (2) leading to E - mc ^ 2 , considering the level of scientific knowledge at the time . "(1905)
A niece of Einstein reported that a copy of the Secret Doctrine was always on his desk .
(3) Another witness , Jack Brown , reports similarly in an article , " I visited Professor Einstein . " (4)
Here' s the story as I got it :
Sometime , around the mid 1970 s , I was attending a lecture by a foreign visitor at the United Lodge of Theosophists in New York City . . . After the talk, a group of ULT associates and I met the speaker , Mrs . Wadia , the elderly British born

widow of a well known Indian theosophical writer and lecturer . She was accompanied by several other Indian women dressed in Saris .
Mrs . Wadia , or one of the other women with her (I do not remember their names) told us that when she was at the Theosophical Publishing Company in Adyar during the mid 1960 s , she met Einstein ' s niece , who said she had come to the TPC headquarters to offer their library the book that was at the bedside of her uncle when he died. Mrs . Wadia (or the speaker) said that she and several others at the Adyar Lodge gratefully accepted the worn out and dog - eared copy of the first edition of The Secret Doctrine - The Synthesis of Science , Religion and Philosophy by H . P . Blavatsky .
I asked whether she actually handled and opened the book . She answered that she had. When I specifically asked if there were any margin notes, she said that the book was heavily notated and underlined , and that the margins were covered with scribbles and other markings that none of them could make heads nor tails of . (What would we give to get a look at them?) When
someone else asked what happened to the book, she said, it was still in the library of the Lodge in Adyar .
Whether it could still be found there today , is anybody' s guess . . (If anyone gets to read its " scribbles " as a result of this lead , please let me know .)
This information, however , led me to re -evaluate the " Secret Doctrine " which I had been studying for the past many years (and which was already heavily underlined and margin notated - - but mostly of philosophical, occult , symbolical, and comparative religion significance) .
I immediately Purchased a new facsimile edition of The Secret Doctrine (The Theosophy Company , Los Angeles) with the intention of starting all over . . . But, this time , specifically to study its deeper scientific teachings with reference to the linkages between consciousness, mind and their associated biological organs and organisms (since most of its teachings in cosmology
and physics had already been culled and expanded by Einstein , Planck , Millikan , Heisenberg , Bohr , Gell - Mann , Feynman , Hawkings and many others) .

My continuing study since that time (and the margin notes it engendered) led me ultimately to the present holographic consciousness theory of Astro Biological Coenergetics and the beginnings of a new scientific paradigm and technology derived from it - - that I am still working on. . . Hopefully, " next year (or the year after : -) , Jerusalem. " ; -)>

Leon H . Maurer
New York , October 29 , 1997

P . S . I ' m not sure if my letter to Feynman in 1975 , (telling him where Einstein got his insight) pointed him to the SD . (He never responded.) But it wasn' t really necessary for his own work . . . Since , Einstein (and Millikan , for another - - but that ' s another story) had already been there. : -)
"You can tell the seriousness of a scientific theory by how much fun the discoverer had in writing about it . " - A . N . Onymous (or Al . Einstein :)
——————————————————————————

Notes :
(1) The Secret Doctrine - The Synthesis of Science Religion and Theosophy , H . P . Blavatsky , The Theosophy Company , London, Madras , 1888
(2) " . . . mass or substance is equivalent to energy and that time and space are integral parts of the substance - energy continuum . . . , " Cranston , S. L. , HPB ; : the
extraordinary life and influence of Helena Blavatsky , founder of the modern theosophical movement , G . P . Putnam ' s Sons , 1993 , 434 ; ibid, Ref : Notes , Part 7 , Note 21 , 606 " A. March and I . M Freeman , The New World of Physics, 1963 ; quoted in Sunrise , November 1975 , 81"
(3) " Iverson Harris , The Journal of San Diego History , San Diego (California) Historical Society, Summer , 1974 , 16. In checking this information it was learned that a niece of Einstein ' s , in India during the 1960 s , paid a visit to the

headquarters of the Theosophical Society at Adyar . She explained that she knew nothing of theosophy or the society , but had to see the place because her uncle always had a copy of Madame Blavatsky ' s
Secret Doctrine on his desk . The individual to whom the niece spoke was Eunice Layton , a world renowned theosophical lecturer who happened to be at the reception desk when she arrived . While in Ojai , California , in 1982 , Sylvia Cranston met Mrs . Eunice Layton , who confirmed the story. " (Cranston , S. L. , HPB ; :
the extraordinary life and influence of Helena Blavatsky , founder of the modern theosophical movement , G . P . Putnam ' s Sons 1993 , Notes , Preface, Note 11, 557)
(4) " Ohai Valley News , Ohai , California , September 28, 1983 . " (ibid, Notes , Preface, Note 12 . , 558 .)
Related Secret Doctrine references
Some references pertaining to Einstein ' s theory of relativity (E = MC 2) , Heisenberg ' s theory of indeterminacy, holographic universe , etc. From The Secret Doctrine by H . P . Blavatsky , 1888 , The Theosophical Press , Adyar , India (facsimile reprint, 1964, The Theosophy Company)
Book- Page Text
1 - 29 " Everything that exists has only a relative , not an absolute reality, since the appearance which the hidden noumenon assumes for any observer depends on his power of cognition (Ref : Indeterminacy theorem) but all things are relatively real , for the cogniser is also a reflection, and the things cognised are therefore as real to him as himself . "
1 - 45 " Metaphysical abstractions are the only conceivable cause of physical concretions a process of conversion of metaphysics into physics, analogous to that by which steam can be condensed into water , and the water into ice. " (Ref : General laws of Phase Change Also Chaos, Complexity, Universal Inflation , Symmetry , etc .)

1 - 75 " . . . there is but one universal element which is infinite , unborn , undying all the rest -as in the world of phenomena - are but so many various differentiated aspects and transformations (correlations as they are now called)" (Ref : Conservation of Matter / Energy , Special Relativity , General Relativity , etc .)
1 - 77 " It (occult philosophy) indicates existence of things imperceptible to our physical senses" (Ref : all sub - molecular physics and chemistry)
1 - 83 " Brahmâ (Sanscrit name of precursor of Universe) " expands " and becomes the Universe, woven out of its own substance . " (Ref : Big Bang theory , Inflationary theory , String Theory, etc .)
1 - 120 " The radical unity of the ultimate essence of each constituent part of compounds in nature is the one fundamental Law" (Ref : Unified Field theories , GUTs , High Energy physics, Quark theories, General Relativity , etc .
1 - 143 (footnote) * * " consider all the forces of nature as veritable , though super sensuous , states of matter " (Ref : General Relativity , E =MC2 , Quantum Chromodynamics , etc .)
1 - 146 " Electricity , Light , Heat , etc . (i . e. energy) i . e. supersensuous states of matter light is - a supersensuous state of matter in motion, a Nature Force " (Ref : General Relativity , E =MC2 , Special Relativity , Photoelectricity, Quantum Thermodynamics , etc .)`
1 - 147 " all the so called Forces of Nature , Electricity , Magnetism , Light , Heat are in esse i . e. in their ultimate constitution , the differentiated aspect of that universal motion discussed (earlier) (see Proem)" (Ref : General Relativity , E =MC2 , Special Relativity , Photoelectricity, Quantum Thermodynamics , etc .)

সূত্রঃ
http://theosophy.net/m/blogpost?id=3055387%3ABlogPost%3A29405
http://theosophy.wiki/w-en/index.php?title=Albert_Einstein

http://www.jasoncolavito.com/blog/gary-lachman-albert-einstein-and-the-rehabilitation-of-helena-blavatsky
http://theosophy.wiki/w-en/index.php?title=Albert_Einstein

মিস্টিক্স বা যাদুকরদের জ্ঞানের একটা সোর্স হচ্ছে তাদের সাথে থাকা 'হায়ার সেল্ফ'বা 'এক্সট্রা ডাইমেনশনাল হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল বিং'/'ইনভিজিবল স্পিরিচুয়াল বিং'(শয়তান জ্বীন/ক্বারিন)। ওরা এসব নামেই সম্বোধন করে। একাকিত্ব,নীরবে চিন্তা, এবং মেডিটেশনের দ্বারা তাদের সাথে তাদের আত্মাকে যুক্ত করে। জ্ঞান আহরন করে, জীবনের দিকনির্দেশনা নেয়। বুঝলাম না আইনস্টাইন কি বললেন নিচের বানীতে!! ইয়ে মানে.... থাক.. অনেক বলেছি...😂
"Although I am a typical loner in my daily life, my awareness of belonging to the invisible community of those who strive for truth, beauty, and justice has prevented me from feelings of isolation."

একটা সময় ছিল, যখন শয়তানের পূজারী এবং বামপন্থী অন্যতম শক্তিশালী মিস্টিক্স তথা থিওসফিস্টদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতাম। বিশেষ করে শয়তানের পূজারীরাদের(থেইস্টিক স্যাটানিস্ট) যখন বলতাম, কেন তোমরা তোমাদের সত্যিকারের সৃষ্টিকর্তাকে মান্য করো না(?)। ওরা উত্তর দিত যে, করুনাশীল সৃষ্টিকর্তা কি করে নিজেই সৃষ্টি করে নিজেই আবার শাস্তি দেন! সৃষ্টির কি দোষ! এরূপ পালনকর্তাকে আমরা মানি না। এজন্যই বিদ্রোহ করে শয়তানের উপাসনা করি। একই রকম একদল রহস্যবাদী/আধ্যাত্মবাদী বা অকাল্টিস্টরাও বলে। আমাদের দেশের এসোটেরিস্ট/মিস্টিক্স বাউলধর্মমতের অনুসারীদের গান নিশ্চয়ই শুনেছেন, "যেমনি নাচাও তেমনি নাচি, পুতুলের কি দোষ(?)"।
একই প্রশ্ন আইনস্টাইনেরও। এজন্যই তিনি তাওহীদের দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন! তিনি বলেনঃ
“I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, ... Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotism.
~ Albert Einstein, as quoted in his New York Times Obituary, April 19, 1955)

অতএব বুঝতেই পারছেন এই মহান বিজ্ঞানীর আকিদা/বিশ্বাস কি প্রকৃতির ছিল! এই অভিশপ্ত কাফির একে তো ঈসা, মুসা ,ইব্রাহীমদের (আঃ) পালনকর্তাকেই অস্বীকার করেই, এর উপরে পরকাল,সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং প্যান্থেইস্টিক বৌদ্ধ/হিন্দু ধর্মের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করে।

আজকের মুসলিমরা এরকম নিকৃষ্ট অপবিজ্ঞানীর বানী সর্বত্র ব্যবহার করে এমনকি নিজেদের ব্যক্তি জীবনের প্রিয় উক্তির তালিকাতেও রাখে। সবচেয়ে অবাক হই যখন দেখি এই লোকের কুফরি কথা গুলোকে মুসলিমরাই ব্যবহার করছে দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়কে জাস্টীফাই করতে। মা'আযাল্লাহ!!

কিছুদিন আগে হাইকোর্টের সামনে গ্রীক দেবীর মূর্তি নিয়ে কদিন তুলকালাম চলছিল। তখন টিভিতে এক মুর্তাদের ভিডিও কনফারেন্স সাক্ষাতকার নিতে দেখি। ও মূর্তির রাখবার পক্ষে বলছিল, সবার আগে বলে নেয়, 'আমি একজম ধর্মপ্রাণ মুসলিম, পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি...'। আরেক মুর্তাদ নারী পর্দাপ্রথা বিরুদ্ধে বলার শুরুতে বলে নেয়, 'আমি একজন মুসলিম নারী!

তেমনিভাবে,একজন বিচারক হিসাবে এক সৃষ্টিকর্তাকে এবং পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে আইনস্টাইন সাহেব প্রথমেই বলে নেয়, "আমি একজন গভীর ধার্মিক মানুষ "! তিনি বলেনঃ

I am a deeply religious man. I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures, or has a will of the type of which we are conscious in ourselves. An individual who should survive his physical death is also beyond my comprehension, nor do I wish it otherwise; such notions are for the fears or absurd egoism of feeble souls. Enough for me the mystery of the eternity of life, and the inkling of the marvelous structure of reality, together with the single-hearted endeavor to comprehend a portion, be it ever so tiny, of the reason that manifests itself in nature. [The World As I See It]

এজন্যই উপরে তার Abrahamic religion এর প্রতি চুলকানীর কথা বলেছিলাম। আইনস্টাইনের কাছে শেষ দিবসে আল্লাহর বিচার,জান্নাত ,জাহান্নাম, পরকাল,এমন এক পালনকর্তা যিনি বিচার করে সৃষ্টজীবকে শাস্তি দেয় ইত্যাদি বিশ্বাস হচ্ছে ভীতু, অযৌক্তিক অহমিকাপূর্ন বিকলাঙ্গ আত্নার ভ্রান্ত চিন্তা। অর্থাৎ টিপিক্যাল কাফের। রিয়েলিটির মার্ভেলাস স্ট্রাকচারের রহস্য উদঘাটন করবে কিন্তু এর স্রষ্টার বিধিবিধান মানতে নারাজ। আপনারা দেখেছেন তাওহীদের বিপরীত শিক্ষার ধর্ম তার কত প্রিয়, আর তাওহীদ ভিত্তিক বিশ্বাসে কতটা এলার্জি। আশা করি
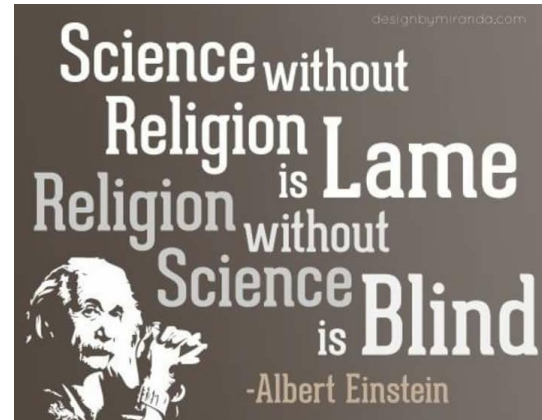
আপনারা বুঝতে পেরেছেন জনাব আইনস্টাইনের কাছে রিলিজিয়ন বা ধর্ম বিষয়টি কি। তার কাছে রিলিজিয়ন মানে কসমিক সর্বেশ্বরবাদী বৌদ্ধমত বা এরূপ দর্শন।তার একটি বিখ্যাত উক্তি আছে যে,"**Science without religion is lame ,Religion without science is blind**". এই উক্তিটিকে জাঁকির নায়েক সাহেবের মুখে শুনবেন। ঠিক তেমনি বিজ্ঞানকে ইসলামাইজড করা লেখনীগুলোতেও বিভিন্ন আধুনিক মোডারেট মুসলিমগণ ব্যবহার করেন। এখানে আইনস্টাইন অপবিজ্ঞানের সাথে শতভাগ কম্প্যাটিবল প্যান্থেইস্টিক বিশ্বাসকে(বৌদ্ধ,রহস্যবাদ ইত্যাদি) গ্লোরিফাই করে এবং তার বিশ্বাসবিরুদ্ধ (তার কাছে অযৌক্তিক/অবৈজ্ঞানিক) ধর্মগুলোকে হেয় করে বলেছেন। আগেই দেখেছেন আব্রাহামিক ধর্মগুলোর প্রতি তার চরম অবিশ্বাস, কারণ এগুলো তার দৃষ্টিতে আনসায়েন্টিফিক,অযৌক্তিক। কেননা এগুলো একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বলে,পরকালের কথা বলে, জাহান্নামের শাস্তির কথা বলে। এসবে বিশ্বাসে তার বিদ্রোহের কথা উপরিউক্ত উক্তি গুলোতেই পড়েছেন।
সুতরাং ভালকরেই দেখছেন এই আধুনিক মুসলিমরা ইসলামকে কথিত বিজ্ঞানের সাথে মেশাতে কোন অপবিজ্ঞানীর কোন উক্তিকে ব্যবহার করছে! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!!

সিলিসূত্র.কমে আইনস্টাইন ও স্বামী বিবেকানন্দের মিস্টিক্যাল ইডিওলজির কম্পারিজনটা সুন্দর।পড়ুনঃ https://sillysutras.com/einsteins-mystical-ideas-about-god-death-afterlife-and-reincarnation/

ঠাকুর ঘরে কে রে(?), আমি কলা খাই না! আসলেও, আমরাও স্পষ্টভাবে দেখছি আইনস্টাইনও ঠাকুর ঘরে ঢুকে কলা মুখে নিয়ে চিবিয়ে বলেন তিনি কলা খান না:"**mysticism is in face the only criticism that people can not level against my theory.**" 😆😆

গোটা মতাদর্শ এবং চিন্তা অকাল্টিস্ট, মিস্টিকদের। কিন্তু ঘোষনা দিচ্ছেন তিনি কলা সেবন করেন না!! হ্যা, আমিও তার সাথে একমত তার থিওরি মিস্টিসিজম নয়, বরং অকাল্টিজম। ;) নিউইয়র্ক টাইমসে আসা কিছু বাক্যাংশ অসত্য নয়: **Albert Einstein was not only a great scientist but a wise philosopher and a pragmatic "true mystic" ... "of a deeply religious nature."**

(New York Times Obituary, April 19, 1955)

এবার বলুন, আইনস্টাইনিয়ান রেলেটিভ ফিজিক্স কতটা গ্রহনযোগ্য!/? তিনি যেটাকে ফিজিক্স বলে জোর দিয়েছেন, সেটা মূলত প্রাচীন Occult belief system ছাড়া কিছুই নয়। এই এসোটেরিক নলেজ যুগে যুগে শয়তান মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে দিয়েছে। নিকৃষ্টতম কাফেররা যা বিশ্বাস করে এবং বলে, এটা তাই! তিনি 'মাইন্ড এক্সারসাইজে'র দ্বারা কি তবে.... (?), ইনভিজিবল কমিউনিটিও আছে যা তাকে একাকিত্বের অনুভূতি থেকে দূরে রাখে! যদি তার কথা গুলোর অরিজিন গুপ্তবিদ্যা/অধিবিদ্যার না হত তবে সেটা যাচাই পূর্বক গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখত। আফসোস হয়, আমাদের Fellow Brainless brainwashed, মূর্খ ভাইবোনদের দেখে, যারা এই Insects of Hell গুলোর কথায় রোমাঞ্চিত হয়,প্রলুব্ধ হয় এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করে। এদের দ্বারা বলা প্রকৃতির নীতি গুলো নিয়ে বুদ হয়ে থাকে, সাররিয়েল ফ্যান্টাসির মধ্যে থাকে এবং একে কেন্দ্র করেই সকল চিন্তাভাবনা করে। অবাক হই যখন দেখি, এদেরকেই প্রিয় ব্যক্তিত্বের তালিকার প্রথমে রাখে! How Stupid is that!

আপনি কি জানতেন আইনস্টাইন একজন ইহুদী? ইতিহাসে যেসব প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের নাম পাওয়া যায় এরা কোন না কোন ভাবে ইহুদীদের মিস্টিক্যাল নলেজ বা কাব্বালার দ্বারা প্রভাবিত এবং অনেকে সজ্ঞানে এর অনুসরন করেছে। কাব্বালিস্টিক কিতাবাদীর একটা বড় অংশ জুড়ে আছে অনুপরমাণু বিদ্যা নিয়ে কথা এবং পৃথিবীর বিচিত্র ফোর্স ফিল্ড,স্ফেরেসিটি এবং ডাইমেনশান নিয়ে আলোচনা। যে ইহুদি বিজ্ঞানের সাধনায় গীতা বেদ পর্যন্ত চলে এসেছে,সে কাব্বালিস্টিক টেক্সট স্পর্শ করেনি এরূপ ভাবাটাও অবান্তর। আজকের অনেক বিখ্যাত কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টরা পর্যন্ত ইজরাইলে কাব্বালিস্ট র‍্যাবাইদের কাছে আলোচনার জন্য চলে যান,সেসমস্ত আলোচনা সামনে আসছে।

বিঃদ্রঃ আইনস্টাইনের কথা গুলোর দলিলের বিশুদ্ধতার ব্যপারে, আমি জ্ঞাত আছি। এমনকয়েকটি উক্তিও আছে যার দলিল পাওয়া যায় না। সেসব বাদ দিলেও সামগ্রিকভাবে তার আকিদা অপরিবর্তিত অবস্থাতেই পাওয়া যায়, তাই, আশা করব তার মোডারেট অনুসারীরা যেন এরকম বলা শুরু না করে যে, অমুক উক্তিটি জঈফ, অমুক উক্তিটা জাল

যাহোক...Moving forward.

আরেকটি মৌলিক কুফরি আকিদা হচ্ছে **রিইনকারনেশন বা পুনঃজন্মবাদ**
বা **Transmigration of soul**! আপনারা জানেন আমাদের পাশের শয়তানের পূজারীরা অর্থাৎ হিন্দুবৌদ্ধরা অনেক আগে থেকেই এরকম আকিদা লালন করে। শুধু তারাই নয়, সকল মিস্টিক্যাল

অকাল্ট পাথ এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি ও বিশ্বাস করে।একে অস্বীকার করে এরকম প্যাগান যাদুকর বা আধ্যাত্ববাদীরা দুর্লভ। এটা শুধু বিশ্বাস করেই বসে থাকে না, এর যৌক্তিকতাও বিভিন্নভাবে বের করার চেষ্টা করে। দেখুনঃ https://m.facebook.com/groups/385459651564845?view=permalink&id=822875554489917&refid=18&_ft_=qid.6508153160136656076%3Amf_story_key.822875554489917%3Atop_level_post_id.822875554489917%3Atl_objid.822875554489917&__tn__=%2AW-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10207752940654417&id=1620624003&set=gm.822877347823071

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

[সতর্কবার্তাঃউপরে যা যা পড়লেন তা একটা অন্ধকার অপবিদ্যার জগতের গুপ্তকথার ক্ষুদ্রতম ফ্র্যাকশ্যন। সংগত অনেক কিছুই গোপন রাখছি, Occultism/সর্সারির কোন একটা বিষয়ে যদি কেউ বিশ্বাস করেন তবে, আল্লাহ ও তার রাসূলগন যা আনয়ন করেছেন তাতে সে মিথ্যারোপ করল এবং কাফের হয়ে গেল। একসিন্ধু আলোচনা ছোট নদীর উপরে প্রবাহিত করলে যা হয় হয়ত এখানেও তাই হয়েছে। অনেকেই কিছুই বোঝেন নি। না বোঝাই উত্তম, ইগ্নোরেন্স ইজ ব্লিশ। যারা বোঝেন না তাদের বুঝতে যাবার দরকার নেই । শুধু পড়ে যান। এতটুকুন জানুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এই পোস্টের কন্টেন্টে বহু রেফারেন্স আর লিংক দ্বারা পূর্ন, যাতে সাধারনের প্রবেশ একপর্যায়ে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যাদের মধ্যে তাওহীদের ইল্ম অপূর্ণাঙ্গ তাদের মধ্যে হক্ক বাতিল চেনার মাপকাঠিও অপূর্ণাঙ্গ। তাই সর্বোচ্চ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি, সেসব নিয়া ঘাটাঘাটি করা থেকে। মূর্খ জ্ঞানহীন ব্রেইনলেস ব্রেইনওয়াশরা যাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার মনে করে, তাদের কাছে অপবিদ্যা তথা অপবিজ্ঞানকে সমূলে দলিলসহ উপস্থাপনের জন্যই এই পর্বভিত্তিক লেখনী। ঐতিহাসিক দলিলসহ আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। যারা নিজেদের অন্তরের কুফরের ব্যপারে স্পষ্ট , যাদের অন্তর ব্যধি দ্বারা পরিপূর্ণ তারা এর দ্বারা উন্নততর কুফরের পথ পাবে। তারাই এসব বিষয় ঘাটতে ও বুঝতে চেষ্টা চালাবে। জাদুবিদ্যা থেকে সাবধান।। বস্তুত যারা সেসব চর্চা করে, এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে,পরকালে তাদের কোন অংশ নেই।]

[পর্বঃ২]

শয়তানের চার প্রতিশ্রুতি

আমাদেরকে ফিরতে হবে সমগ্র ইতিহাসের একদম শেকড়ে, যাতে করে সবকিছুর শুরু ও কারন ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। আপনারা জানেন ইবলিস[পূর্বনাম আযাযিল] ছিল জ্বীন সম্প্রদায়ের একজন, যাকে ফেরেশতাদের অনুরূপ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পিতা আদম আলাইহিসালামকে কাদামাটি দ্বারা তৈরি করলেন তখন ইবলিসের অন্তরে অহংকার তৈরি হলো। ইবলিস আগুনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি, একে এত মর্যাদাদানের বিষয়টি সে পছন্দ করলো না। এজন্য আল্লাহ তার অন্তরের ব্যাধিকে প্রকাশ করার জন্য পরীক্ষায় ফেললেন। নির্দেশ দেয়া হলো সবাই যেন আদমকে সিজদাহ করে। আগুনের তৈরি ইবলিস ব্যতিত সকল নূরের তৈরি মালাইকারা সিজদাহ করলো। ফলে ইবলিসের অহংকার প্রকাশিত ও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবার জন্য অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হলো।ইবলিস বিতাড়িত হবার সময় আদম সন্তানদেরকে বিভিন্নভাবে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টার কথা বলে যায়। আল্লাহ বলেন: **"আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব।অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো। তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল।কিন্তু ইবলীস-সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হল না।আল্লাহ বললেনঃ হে ইবলিস, তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হলে না? বললঃ আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বললেনঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত।**

সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল।সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।সে বললঃ হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব।"

[সূরাঃ হিজর ২৮-৩৯]

শয়তান পথভ্রষ্ট করার চেষ্টার শুরুটা করে আদম ও হাওয়া [আঃ] কে দিয়ে। সে চারটি জিনিস অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয়ঃ

১.অনন্ত জীবনপ্রদায়ী বৃক্ষ/সাজারাতুল খুলদ[Tree of life]

২.অমরত্বের[immortality]

৩.অবিনশ্বর স্বর্গরাজ্যের[Eternal utopian kingdom]

৪.ফেরেশতাদের অনুরূপ নূরের শরীরে[light beings]**রূপান্তর**[Angelic ascension]

আল্লাহ বলেন,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বললঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?

(সূরাঃ ত্বোয়া-হা, আয়াতঃ ১২০)

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।

(সূরাঃ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ২০)

অর্থাৎ শয়তানের আদি প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সাজারাতুল খুলদের অর্থাৎ Tree of life এর, অমরত্বের, অসীমতার, অবিনশ্বর স্বর্গরাজ্যের, কাদামাটির দেহের কাঠামো থেকে আলোকোজ্জ্বল দ্যুতিময় উন্নততর শরীরে রূপান্তর বা উন্নীতকরন। শয়তান আল্লাহর বলে দেয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষকে অনন্তজীবনপ্রদায়ী বৃক্ষ[tree of life] বলে উপস্থাপন করে। এই বৃক্ষ অমরত্বের সন্ধান দেবে বলে

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। আদম ও হাওয়া [আঃ] এই মিথ্যা ফাঁদে পা দিয়ে জান্নাত থেকে অপসারিত হন। আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

বাংলা অনুবাদঃ তিনি বললেনঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।

(সূরাঃ ত্বোয়া-হা, আয়াতঃ ১২৩)

এরপরে শয়তান আদমের[আঃ] পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে কিছু ভাল লোকেদের মূর্তি/ভাস্কর্য স্মৃতি হিসেবে রাখতে উৎসাহিত করে,পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এসব মূর্তিদেরকে পূজা[ancestry worship] করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন,**"তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।"**

(সূরাঃ নূহ, আয়াতঃ ২৩)

ফলে নূহের [আঃ] কওম এর উপর শাস্তি স্বরূপ মহাপ্লাবন হয়। পৃথিবীতে এরপরে সবকিছু নতুন করে শুরু হয়। নূহের[আঃ] পুত্র এবং তাদের সন্তানরা বাস করতে শুরু করে ব্যবিলনে। এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করেছি তার বিশদ দলিলভিত্তিক আলোচনা কিতাবাদিতে আছে। এবং এর প্রায় অধিকাংশই মানুষের জানা, এজন্য এসবের বিস্তর দলিল সমূহ টেনে দীর্ঘ আলোচনাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বাবেলে নূহের পুত্র ও পুত্রসন্তানদের বসতি স্থাপন ও এর পরবর্তী ঘটনার ব্যপারে ধর্মনিরপেক্ষ তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে আলোচনা করব যা শয়তানের সেই আদি প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তির শুরুকে স্পষ্ট করবে। পরবর্তী পর্বগুলোয় বিভিন্ন বিষয়ে বার বার ব্যবিলনীয়ান অরিজিনকে খুঁজে পাবেন। এজন্য আজ সবকিছুর শুরুকে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

মহাপ্লাবনের পর বাবেলে বসবাসরত নূহ[আঃ] এর তিন সন্তানের মাধ্যমে মানবজাতির বংশ বিস্তার ঘটে, যাদের মধ্যে শামের বংশ থেকে অধিকাংশ নবী রাসূল এসেছেন। ইয়াফিসের থেকে আসা বংশধর হলো ইয়াজুজ-মাজুজ। হামের এক সন্তানের নাম কুশ, কুশের থেকেই যাবতীয় শিরক-

কুফরের জন্ম হয়। অনেক বর্ননায় হামের পুত্র কেনান এবং কেনানের পুত্র কুশ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুশ হামের ইমিডিয়েট সন্তান না হয়ে নাতিও হতে পারে[আল্লাহ ভাল জানেন]। নন রিলিজিয়াস ডকুমেন্টস অনুযায়ী কুশ আল্লাহর অবাধ্য ছিল। তার স্ত্রীর দাবি ছিল সে জন্ম নেয় অলৌকিকভাবে, সে নিজেকে চন্দ্রদেবী দাবি করত। কুশ স্বপ্ন দেখতো সারাপৃথিবীর একছত্র আধিপত্যের। আসমানবাসীদেরকে দেখে নিতে সে উচু টাওয়ারের স্বপ্ন দেখত,তারা চিন্তা করত আরেকটা মহাপ্লাবন হলে এতে বাস করতে পারবে। তার ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডারে ভাষা, ধর্ম থাকবে কেবল একটি। এই ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্ট এর রাজধানী বাবেল শহর। বাবেলের টাওয়ার নির্মাণ কাজ শুরু করলে আল্লাহ ওদের একক ভাষার মধ্যে পরিবর্তন এনে দেন,সবাই এক ভাষায় কথা বলতে পারছিল না, ফলে কেউই কারও কথা বুঝতেছিল না। ফলশ্রুতিতে সবাই আলাদা হয়ে যেতে থাকে।

এরপর কুশের সন্তান নমরুদ ক্ষমতায় আসেন। নমরুদ ছিলেন শারীরিক ভাবে বলিষ্ঠ শক্তিধর শিকারী। অল্প সময়ের মধ্যে জন্তুজানোয়ার ও মানুষের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। নমরুদ তার পিতার স্বপ্ন সত্যি করেন বিশ্বের প্রথম ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তিনি হন গোটা পৃথিবীর সিংহাসনের বাদশাহ। আনপ্যারালাল্ড সুপ্রীম মোনার্কি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা গোটা পৃথিবীর সিংহাসনে ৪ জনকে বসবার সুযোগ দেন। চারজনের দুজন কাফির, দুজন মুসলিম। কাফির দুজনের প্রথমজন বাবেল সম্রাট নমরুদ, দ্বিতীয় জন বাবেল সম্রাট নেবুচাদনেজার[বুখত নসর]। বাকি দুইবার ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্ট গড়েন রাজা সুলাইমান[আঃ] এবং যুলকারনাঈন[আঃ]। বলা যায় কুফর ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে দুই দুই গোলে ড্র অবস্থায় আছে, আরেকবার যেই দেবে তারাই বিজয়ী। আর আমরা খুব ভাল করেই জানি ফাইনাল ওয়েভে ঈসা রুহুল্লাহ গোটা পৃথিবীতে তাওহীদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন।তাওহীদ ও ইত্তেহাদের চূড়ান্ত যুদ্ধে ইহুদীদের মিথ্যা মসীহ[দাজ্জাল] শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে।

অতীতে ফেরা যাক, নমরুদের সাথে বিরোধীদল শামের গোত্রের সাথে প্রায়ই সংঘাত লেগে থাকত। নমরুদ নিজের ক্ষমতা প্রতিপত্তি দেখিয়ে নিজেকে উপাস্য দাবি করতো। সে নরবলি দিতো। সবাই তার ধর্মের অনুসরন করত। শয়তান তাদেরকে এ বিশ্বাসে আকৃষ্ট করে যে, মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা নক্ষত্রে গিয়ে থাকে। নমরুদ কুশের স্বপ্ন পূরণ করেন বাবেল টাওয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এদিকে কুশের স্ত্রী সেমেরামিস ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিজের পুত্র

নমরুদকেই বিবাহ করে! নমরুদের শোচনীয় মৃত্যুর পর শামের বংশধররা বলতে থাকে নমরুদ কোনভাবেই উপাস্য নয়। জনগণও সেটা বিশ্বাস করতে শুরু করে। কিন্তু এদিকে শয়তানের অনুগত সহচর সেমেরামিস একটা বুদ্ধি বের করলো। সে নমরুদের মৃত্যুর পর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে প্রচার করে, নমরুদ মৃত্যুর পর সূর্যদেব হয়ে আকাশে আরোহন করেন। নমরুদের আত্মা তাকে অন্তঃসত্ত্বা করে ফেলে পুনর্জন্মলাভের জন্য। সেমেরামিসের সন্তানঃ তামুজ জন্মলাভের কিছুদিন পরই বন্য শূকরের

আক্রমণে মারা যায়। ফলে সেমেরামিস বলা শুরু করে সূর্যদেব নমরুদের আত্মার পুনর্জন্মলাভের পর সেটা আবারো উৎসে ফিরে গেছে। এখানে নমরুদ হয়ে যায় সূর্যদেব, সেমেরামিস হয় চন্দ্রদেব এবং সন্তান তামুজ হয় son of god! সেমেরামিস নমরুদ ও তার সন্তানের মৃত্যুর পরেও তাদের অনুসারীদের নিয়ে পূজা, শয়তানের চ্যানেলিং, যাদু এবং যাবতীয় উৎসর্গ অব্যহত রাখে। নমরুদ ও তার পুত্র এবং সূর্যনক্ষত্রকে ঘিরে তারা তাদের প্যাগান ফিলোসফিকে [শয়তানের সাহায্য নিয়ে]আরো ভালভাবে নির্মাণ করে। কিন্তু শামের তোপের মুখে তারা দুর্বল হয়ে তাদের কাল্ট লুকিয়ে পালন শুরু করে। সেই থেকে তাদের চর্চাগুলো হয়ে যায় অকাল্ট[গুপ্ত/লুক্কায়িত বিদ্যা/চর্চা]। সেখান থেকে শুরু হয় সিক্রেট সোসাইটির। সেই সাথে সারাপৃথিবী একক শাসনের নিচে থাকার জন্য সহজেই বিভিন্ন দেশ মহাদেশে তাদের গুপ্তচর্চা ছড়িয়ে পড়ে। দেশ ও ভাষাভেদে বিভিন্ন শব্দে এই তিন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়- সূর্যদেব-চন্দ্রদেব-সূর্যদেবের পুনর্জন্মপ্রাপ্ত পুত্র। মিশরে সূর্যদেব রা,চন্দ্রদেব আইসিস, পুত্র হোরাস। গ্রীসে সূর্যদেব জিউস, চন্দ্রদেবী আর্টেমিস এবং পুত্র এ্যাডোনিস। রোমে জুপিটার-ডিয়ানা-এ্যাপোলো। রোমান ক্যাথলিকদের ঈসা(আ) কে সন অব গড বানানোর চিন্তা এখান থেকেই এসেছে , নর্ডিক কাল্টে ওডিন-জর্ড-থর, হিন্দুদের মধ্যে বিষ্ণু-চন্দ্রা-কৃষ্ণ[বিষ্ণু অবতার]। সুতরাং বৈদিক ট্রেডিশন সহ আজকের যুগের সমস্ত অকাল্ট ট্রেডিশনের আদি উৎস গিয়ে মেলে বাবেল শহরে। বেদান্ত শাস্ত্র যেহেতু আর্যদের হাত ধরে ভারতের বাহির থেকে

আসে, সুতরাং জন্ম-পুনর্জন্ম চক্রের আদি বিশ্বাসের শেকড় সেমেরামিসদের থেকে অর্থাৎ বাবেল শহরে গিয়ে মেলে। আপনি যদি এ্যাসিরিয়ান সম্রাটদের নাম গুলোকে লক্ষ্য করেন, তাহলে সে সব শব্দের সাথে হিন্দুয়ানী সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন। এজন্যই গৌতম বুদ্ধ নিজেও বাবেলে গিয়েছিলেন জ্ঞানের অন্বেষণে। নমরুদের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও বাবেল শহর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ছিল[২১]।

শয়তান মূলত পিতা আদম[আঃ] কে দেয়া সেই প্রাচীন প্রতিশ্রুতিই সেমেরামিসদের থেকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। শয়তান শেখাচ্ছে জন্ম-পুনর্জন্মের ইটারনাল সাকসেসিভ সাইকেলকে যেখানে শেষ বলে কিছু নেই, সবাই অমর। প্রত্যেক জন্ম-পুনর্জন্ম চক্রে আগের জীবন অবস্থা থেকে

উন্নততর হবার প্রতিশ্রুতিও দেয়, যেটা বিংশ শতাব্দীর সকল আধ্যাত্মবাদী সংগঠনগুলো প্রচার করে। এরা প্রচার করে মানুষ অবশেষে অতিমানবে রূপান্তর হবে। পরিনত হবে এ্যাঞ্জেলিক বিং এ। এটা সেই শয়তানের আদি প্রতিশ্রুতির রিপ্যাকেজড ভার্সন। এসবের পার্থিব গোড়া খুঁজলে ফিরে যেতে হবে কুশ-নমরুদদের কাছে।

তাফসীরবিদ, ঐতিহাসিক ও বংশবিদদের মতে, এ রাজাটি ছিল ব্যাবিলনের রাজা। মুজাহিদ (র) তার নাম নমরূদ ইব্‌ন কিনআন ইব্‌ন কূশ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা তার বংশলতিকা বলেছেন এভাবে— নমরূদ ইব্‌ন ফালিহ্ ইব্‌ন আবির ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন আরফাখশাদ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেছেন, যেসব রাজা-বাদশাহ দুনিয়া জোড়া রাজত্ব করেছে, এ ছিল তাদের অন্যতম। ঐতিহাসিকদের মতে, এরূপ বাদশাহর সংখ্যা ছিল চার। দুজন মু'মিন ও দু'জন কাফির। মু'মিন দু'জন হলেন (১) যুলকারনায়ন ও (২) সুলায়মান (আ) আর কাফির দু'জন হল (১) নমরূদ ও (২) বুখ্‌ত নসর। ঐতিহাসিকদের মতে,

Contents

৩৪০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

নমরূদ চারশ' বছরকালব্যাপী রাজত্ব করেছিল। ফলে সে জুলুম-অত্যাচার, দাম্ভিকতা ও সীমালংঘনের চরমে গিয়ে পৌঁছে এবং পার্থিব জীবনকেই সে চরম লক্ষ্য বলে বেছে নেয়।

ইমাম আবু জাফর মুহম্মদ ইবনে জারির তাবারি রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন, মুজাহিদ [রহঃ] বলেন,**"নমরূদ ছিল Kan'aan এর পুত্র"**। কাতাদাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,"**তার নাম ছিল নমরূদ, সে ছিল বাবেল টাওয়ারের নির্মাতা এবং যমীনের উপর প্রথম অত্যাচারী বাদশাহ এবং তিনি ইব্রাহীম [আ] এর সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বাকবিতণ্ডা করে।"** আর রাবি (রহঃ), ইবনে জুরাইজও (রহ:) একই কথা বলেন। নমরূদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,**"তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যাক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইব্রাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সুর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।"**

(সূরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ ২৫৮)

মাসি বিন হিরান - 'আমর বিন হাম্মিদ আসবাত-আল-সুদ্দী-আবা সালিহ এবং আবু মালিক-ইবনে 'আব্বাস এবং মুররাহ আল-হামদানি-ইবনে মাসুদ এবং আরো কিছু সাহাবীদের[রাঃ] মতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গোটা পৃথিবীকে শাসনকারী প্রথম রাজা হলেন নমরুদ বিন কেনান বিন কুশ বিন শাম বিন নূহ এরকম মোট চার বাদশাহ, যারা সারাবিশ্ব শাসন করেছেন তারা হলেনঃ নমরুদ, সোলাইমান বিন দাউদ, যুলকারনাঈন এবং নেবুচাদনেজার - দুজন মু'মিন দুজন কাফির।

[ইবনে জারির তাবারির ইতিহাস]

Ibn Taymiyyah, Majmoo' al-Fataawaa (35/195) তে বলেন:**"For Nimrod bin Kan'aan was the king of those (star and planet worshippers), and the Scholars of the Sabeans were the astrologers and their likes. And have idols been worshipped overwhelmingly except on account of the viewpoint (teaching) of this vile faction who consume the wealth of people in falsehood and hinder (others) from the pathof Allaah."**

নমরুদের জীবদ্দশায় থাকা নবী ইব্রাহীম [আঃ] এর পুত্র ইসহাক[আঃ] এবং তার পুত্র ইয়াকুবের ১২ সন্তানের একজন ইউসুফ [আঃ]।তার ঈর্ষান্বিত ১১ ভাই ইউসুফ আলাইহিসালামকে ফেলে এসে বাঘ নিয়ে গেছে বলে মিথ্যা কাহিনী বানিয়ে পিতাকে জানায়। তারা ইউসুফকে কূপের মধ্যে ফেলে এসে ইয়াকুব[আঃ] এর সামনে এসে মায়াকান্না করে। পরবর্তীতে ইউসুফকে[আঃ] একটি কাফেলা পানি তুলতে গিয়ে কূপের মধ্যে থেকে পেয়ে মিসর নিয়ে যায়। কয়েক দিনারে দাস হিসেবে বেচে দেয়। আল্লাহ বলেন,**"যখন ইউসুফ পিতাকে বললঃ পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সুর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি।তিনি বললেনঃ বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য।এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। যখন তারা বললঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফ কে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। তারা বললঃ পিতাঃ ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না ? আমরা তো তার হিতাকাংখী।আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন-তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষন করব। তিনি বললেনঃ আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। তারা বললঃ আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম। অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। তারা বললঃ পিতাঃ আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেনঃ এটা**

কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। এবং একটি কাফেলা এল। অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। বললঃ কি আনন্দের কথা। এ তো একটি কিশোর তারা তাকে পন্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গনাগুণতি কয়েক দেরহাম এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমননিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।"

[সূরা ইউসুফ]

যৌবনে উপনীত হলে তাকে চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। তার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করবার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেখে মিসরের বাদশাহ তার খুব কাছের পদে নিয়োগ করে। পরবর্তীতে তিনি মিসরে কর্তৃত্ব লাভ করেন।তখন তাকে ছেলেবেলায় কূপের মধ্যে ফেলে আসা ষড়যন্ত্রকারী ভাইয়েরা মিশরে আসে খাদ্য শষ্য আহরণের উদ্দেশ্যে। ইউসুফ[আ] তাদের খুব সহজেই চিনে ফেলেন। তিনি প্রথমেই পরিচয় দেন না। আগে কৌশলে চুরির ঘটনা সাজিয়ে নিজ সহোদরকে কাছে নেন, এরপরে বাকি ভাইয়েদেরকে পরিচয় দেন। তারা এতে ভীষণভাবে লজ্জিত হয়। ইউসুফ তাদেরকে না তাড়িয়ে ক্ষমা করে দেন। ইউসুফ[আঃ] তার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে[সূর্য চন্দ্র] মিসরে নিয়ে আসেন, সিংহাসনে বসান। তখন বাকি ভাইয়েরা সম্মানে[১১টি নক্ষত্র] সিজদাবনত হয়। মিশরে ইয়াকুব[আঃ] ১২ পুত্র মহাপ্রতাপের সাথে বাস করতে থাকে। সেখানে বংশবিস্তার হতে থাকে। এরাই চিল্ড্রেন অব ইসরাইল[ইয়াকুব]।আল ইয়াহুদা। ইউসুফ আঃ এর মৃত্যুর শত বছর পরেও প্রতাপ ছিল। কিন্তু তখন স্থানীয় জনগন আর ইহুদী অভিবাসী দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আগে ইউসুফের জন্য কিছু বলা যায় নি, এরপরে স্থানীয় মিসরীয় রাজা ফেরাউন ক্ষমতায় আসে তখন তারা ইহুদীদের দমন করার কথা ভাবে , নাহলে হয়ত আবারো রাজ্য যাবে।ইহুদীদেরকে তারা সরাসরি আক্রমণও করতে যেত না, কারন ইয়াকুবের ১২ সন্তানের বংশটা বেশ ভারী। প্রায় ৪০০ বছরের মত মাথা নত করে সেখানে থাকতে হয় ইহুদিদের। এরপরে ইহুদীদের ভাগ্য বদলাতে আল্লাহ এক পরিবারে মূসা আলাইহিসালাম কে পাঠান। এরপরের ইতিহাস আপনারা জানেন। মূসা[আ] ইহুদীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পিছনে ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে ধাওয়া করে।আল্লাহ

সমুদ্রের মধ্যে পথ করে দিয়ে ইহুদীদের রক্ষা করেন। ফেরাউনরা ধ্বংস হয়। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখছি। ইহুদীদের নিয়ে আল্লাহ পবিত্রভূমি জেরুজালেমে প্রবেশ করতে বলেন। সেখানে থাকত দৈত্যাকার আমালিকা জাতি। ইহুদিদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হলে তারা বেয়াদবের মত মূসা[আঃ] ও আল্লাহকে জিহাদ করতে বলে এবং ছাগলের মত খামি দিয়ে বসে। আল্লাহ বলেন,**" তারা বললঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।**

[সূরাঃ আল মায়িদাহ, আয়াতঃ ২৪]

আল্লাহ তাদের প্রতি সব সময়ই করুণা করে গিয়েছেন। The Golden Calf এর ঘটনা আপনারা জানেন, যখন মূসার[আঃ] অনুপস্থিতিতে তারা গোবৎস বানিয়ে পূজা দেয়া শুরু করে। এরপরেও ক্ষমা করেন। এতসব অবাধ্যতার পরেও আল্লাহ তাদেরকে বিনা পরিশ্রমে খাবারের[আল মান্না ওয়াস সালওয়া] ব্যবস্থা করেছিলেন। ইহুদীরা অবশেষে পবিত্রভূমিতে ঢুকতে পারে। সেখানে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমালিকা দৈত্যাকার জাতি তাদের শত্রুতে পরিণত হয়। ইহুদীদের শিরক বিদআতের কারনে বার বার নবী প্রেরিত হতে থাকে। আমালিকা গোষ্ঠীর নেতা জালূতের অত্যাচার বারতে থাকে। এতে ইহুদীরা প্রতিহত করতে নবী শামুয়েল[স্যামুয়েল] এর কাছে বাদশাহ নির্ধারনের আবদার করে, যাতে করে জিহাদ করতে পারে। আল্লাহ বলেন,**"মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন।"**

(সূরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ ২৪৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দরিদ্র তালূত[আঃ] কে মনোনীত করলেন। এরপরে ঐতিহাসিক তালূত ও জালূতের যুদ্ধ মাঠে গড়ালো। যুদ্ধে কিশোর দাউদ[আঃ] জালূতকে হত্যা করে ফেলে। দাউদ[আ] চরম সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং অবশেষে রাজা মনোনীত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৯৭০ সালে দাউদের[আঃ] এর পুত্র সুলাইমান[আঃ] স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি চারজন বাদশাহর একজন যিনি

সারাবিশ্বব্যাপী রাজত্ব করলেন। আল্লাহ তার অধীনে করে দিয়েছিলেন বাতাসকে, সমস্ত প্রানীর ভাষা বুঝতেন। শয়তান জ্বীনরা তার বশীভূত হয়। এ নিয়ে তাফসীরের কিতাবগুলোয় সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। সুলাইমান[আঃ] সমস্ত শয়তান জ্বীনদের আবৃত্ত কুফরি কথা এবং যাদুবিদ্যাকে একত্রিত করে তার সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখেন যাতে সেসব কেউ না চর্চা করতে পারে। শয়তান জ্বীনরাও সেসব উদ্ধার করতে পারত না। তাই শয়তান সুলাইমানের মৃত্যুর পর ইহুদীদেরকে প্ররোচিত করতে থাকে নিষিদ্ধ গুপ্তজ্ঞান উদ্ধারের জন্য। ইহুদীরা সিংহাসন তলদেশ খুঁড়ে যাদুশাস্ত্রীয় জ্ঞান উদ্ধার করে বলতে শুরু করে, এই যাদুর বলেই সুলাইমান[আঃ] সব কাজ করত। এভাবে তারা যাদুচর্চাকে হালাল করে নিলো। কেউ কেউ এ নবীকে যাদুকর অপবাদ দিলো। তাদের অল্প সংখ্যকই এসব কাজের বিরোধীতা করত। এদিকে বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামের দুই ফেরেশতাকে পরীক্ষা হিসেবে যাদুবিদ্যা দিয়ে পাঠানো হলো,তারা যাদু শিক্ষা দেয়ার আগে সতর্ক করত যে এটা কুফরি কাজ। এরপরেও জেনেবুঝে মানুষ কুফর করত।

আল্লাহ বলেন,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

(সূরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ ১০২)

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘটনা এবং যাদুর মূল তত্ত্বের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট একটি আংটি ছিল। পায়খানায় গেলে তিনি ওটা তাঁর স্ত্রী জারাদার নিকট রেখে যেতেন। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পরীক্ষার সময় এলে একটি শয়তান জ্বীন তাঁর রূপ ধরে তাঁর স্ত্রীর নিকট আসে এবং আংটি চায়। তা তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সে তা পরে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনে বসে যায়। সমস্ত জ্বীন, মানব ও শয়তান তার খিদমতে হাজির হয়। সে শাসন কার্য চালাতে থাকে। এদিকে হযরত সুলাইমান (আঃ) ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীর নিকট আংটি চান। তাঁর স্ত্রী বলেনঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি সুলাইমান (আঃ) নও। সুলাইমান (আঃ) তো আংটিটি নিয়েই গেছেন।'

হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা হচ্ছে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর উপর পরীক্ষা। এ সময়ে শয়তানরা যাদু বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং ভবিষ্যতের সত্য-মিথ্যা খবরের কতকগুলো কিতাব লিখে এবং ওগুলো হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পরীক্ষার যুগ শেষ হলে পুনরায় তিনি সিংহাসন ও রাজপাটের মালিক হয়ে যান। স্বাভাবিক বয়সে পৌঁছে যখন তিনি রাজত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন শয়তানরা জনগণকে বলতে শুরু করে যে, হযরত সুলাইমানের (আঃ) ধনাগার এবং ঐ পুস্তক যার বলে তিনি বাতাস ও জ্বীনদের উপর শাসনকার্য চালাতেন তা তাঁর সিংহাসনের নীচে পোঁতা রয়েছে। জ্বীনেরা ঐ সিংহাসনের নিকটে যেতে পারতো না বলে মানুষেরা ওটা খুঁড়ে ঐ সব পুস্তক বের করে। সুতরাং বাইরে এর আলোচনা হতে থাকে এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের রহস্য এটাই ছিল। এমনকি জনগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করে বসে এবং তাঁকে যাদুকর বলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা অস্বীকার করেন এবং আল্লাহ্র ফরমান জারী হয় যে, যাদু বিদ্যার এ কুফরী শয়তানরা ছড়িয়ে ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) ওটা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একটি লোক আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'কোথা হতে আসছো?' সে বলেঃ 'ইরাক হতে।' তিনি বলেনঃ 'ইরাকের কোন্ শহর হতে?' সে বলেঃ 'কুফা হতে'। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'তথাকার সংবাদ কি?' সে বলেঃ 'তথায় আলোচনা হচ্ছে যে, হযরত আলী (রাঃ) মারা যাননি; বরং তিনি জীবিত আছেন এবং সত্বরই আসবেন।

একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কেঁপে উঠেন এবং বলেনঃ 'এটা সত্য হলে আমরা তাঁর মীরাস বন্টন করতাম না। আর তাঁর স্ত্রীগণকে বিয়ে করতাম না। শুন! শয়তানরা আকাশবানী চুরি করে শুনে নিতো এবং তাদের নিজস্ব কথা মিলিয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতো।

হযরত সুলাইমান (আঃ) ঐ সব পুস্তক জমা করে তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর জ্বীনেরা পুনরায় তা বের করে নেয়। ঐ পুস্তকগুলো ইরাকের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে এবং ঐ পুস্তকগুলোর কথাই তারা বর্ণনা করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে'। এ আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে।

সেই যুগে এটাও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, শয়তানরা ভবিষ্যত জানে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এই পুস্তকগুলো বাক্সে ভরে পুঁতে ফেলার পর এই নির্দেশ জারী করেন যে, যে একথা বলবে তার মাথা কেটে নেয়া হবে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর জ্বীনেরা ঐ পুস্তকগুলো তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে এবং ওর প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে রাখেঃ "এই জ্ঞানভাণ্ডার 'আসিফ বিন বরখিয়া' কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়েছে, যিনি হযরত সুলাইমান বিন দাউদের (আঃ) প্রধানমন্ত্রী, বিশিষ্ট পরামর্শ দাতা

এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।" ইয়াহূদীদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) নবী ছিলেন না, বরং যাদুকর ছিলেন। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্র সত্য নবী (সঃ) অন্য এক সত্য নবীকে (আঃ) কালিমামুক্ত করেন এবং ইয়াহূদীদের বদ-আকীদার অসারতা ঘোষণা করেন। তারা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নাম নবীদের নামের তালিকাভুক্ত শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠতো। এজন্যেই এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও একটা কারণ যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) কষ্টদায়ক প্রাণী হতে কষ্ট না দেয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাদেরকে ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই তারা কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকতো। অতঃপর জনগণ নিজেরাই কথা বানিয়ে নিয়ে যাদু মন্ত্র ইত্যাদির সম্বন্ধ হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। ওর অসারতা এই পবিত্র আয়াতে রয়েছে।

এখানে عَلٰى শব্দটি فِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা تَتْلُوْا শব্দটি تَكْذِبُ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি আছে যে, যাদু হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পূর্বেও ছিল। এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর পর যুগের নবী। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদুকরদের বিদ্যমানতা কুরআন মাজীদ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে এবং হযরত সুলাইমান

(আঃ)-এর আগমন হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে হওয়াও কুরআন কারীম দ্বারাই প্রকাশ পেয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) ও জালুতের ঘটনায় আছেঃ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى অর্থাৎ 'মূসা (আঃ)-এর পরে।' এমনকি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরও পূর্বে হযরত সালিহ্ (আঃ)কে তাঁর 'কওম' বলেছিলঃ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ অর্থাৎ 'তুমি যাদুকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত'। (২৬ঃ ১৮৫)

অতঃপর আল্লাহ বলেন وَ مَاۤ اُنْزِلَ কেউ কেউ বলেন যে, এখানে مَا শব্দটি না বাচক এবং ওর সংযোগ রয়েছে مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ-এর উপর।

ইয়াহূদীদের আর একটি বদ-আকীদা ছিল এই যে, ফেরেশতাদের উপর যাদু অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতে তাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। مَارُوْتَ ও هَارُوْتَ শব্দ দুটি شَيٰطِيْن হতে بَدَلْ হয়েছে। দ্বিবচনের উপরও বহু বচনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন- اِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ-এর মধ্যে রয়েছে। কিংবা তাদের অনুসারীদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের দু'জনের নাম খুবই অবাধ্যতার কারণে প্রকাশ করা হয়েছে।

কুরতুবী (রঃ) তো বলেন এটাই সঠিক ভাব। এছাড়া অন্য ভাব নেয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদু আল্লাহ্ নাযিল করেননি। রাবী' বিন আনাস (রঃ) বলেন যে, তাদের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ হয়নি। এর উপর ভিত্তি করে আয়াতের তরজমা হবে এইঃ 'ঐ ইয়াহূদীরা ঐ জিনিসের অনুসরণ করেছে যা শয়তানরা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগে পড়তো .

ইমাম রাযী যে যাদুর এই আটটি প্রকার বর্ণনা করেছেন তা শুধু শব্দ হিসেবে। কেননা আরবী ভাষায় سِحْرٌ বা যাদু প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয়, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল হয় এবং যার কারণসমূহ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। এজন্যেই একটি হাদীসে আছে যে, কোন কোন বর্ণনাও যাদু। আর এ কারণেই সকালের প্রথম ভাগকে 'সহূর' বলা হয়। কেননা, ওটা

মানুষের চক্ষুর অন্তরালে থাকে। আর ঐ শিরাকের 'সিহর' বলে যা আহার্যের স্থানে থাকে। আবু জেহেলও বদরের যুদ্ধে বলেছিল যে, তার খাদ্যের শিরা ভয়ে ফুলে গেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমার 'সিহর' ও 'নাহারের' মাঝে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহলে সিহ্রের অর্থ হচ্ছে খাদ্যের শিরা এবং নাহারের অর্থ হচ্ছে বুক। কুরআন পাকে আছেঃ 'তারা (যাদুকরেরা) মানুষের চক্ষু থেকে তাদের কার্যাবলী গোপন রেখেছিল। আবূ আবদুল্লাহ কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ 'আমরা বলি যে, যাদু আছে এবং এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্কে মঞ্জুর হলে তিনি যাদুর সময় যা চান তাই ঘটিয়ে থাকেন। যদিও মু'তাযিলা, আবূ ইসহাক ইসফিরাঈনী এবং ইমাম শফিঈ (রঃ) এটা বিশ্বাস করেন না।'

মন্ত্রী আবূল মুযাফ্ফর ইয়াহ্ইয়া বিন মুহাম্মদ বিন হাবীর (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আল আশরাফ্ আ'লা মাযাহিবিল আশরাফে' এর মধ্যে যাদু অধ্যায়ে লিখেছেনঃ 'এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যাদুর অস্তিত্ব আছে।' কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ওটা স্বীকার করেননি। যারা যাদু শিক্ষা করে ও ওটা ব্যবহার করে তাদেরকে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ), এবং ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল (র) কাফির বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) কয়েকজন শিষ্যের মতে যাদু যদি আত্মরক্ষার জন্যে কেউ শিক্ষা করে তবে সে কাফির হবে না। তবে হাঁ, যারা ওর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ওকে উপকারী মনে করে সে কাফির। অনুরূপ ভাবে যারা ধারণা করে যে, শয়তানরা এ কাজ করে থাকে এবং তারা এরকম ক্ষমতা রাখে, তারাও কাফির।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যাদুকরদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি তারা বাবেলবাসীদের মত বিশ্বস রাখে এবং সাতটি গতিশীল তারকাকে প্রভাব সৃষ্টিকারীরূপে বিশ্বাস করে তবে তারা কাফির। আর যদি এ না হয়, কিন্তু যাদুকে বৈধ মনে করে তবে তারাও কাফির। ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) অভিমত এও আছে যে, যারা যাদু করে এবং ওকে

ব্যবহারে লাগায় তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যে পর্যন্ত বারবার না করে কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে নিজে স্বীকার না করে সেই পর্যন্ত হত্যা করা হবে না।

তিনজন ইমামই বলেন যে, তার হত্যা হচ্ছে শাস্তির জন্যে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, এ হত্যা হচ্ছে প্রতিশোধের জন্য। ইমাম মালিক (রঃ),

হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) ও পূর্ব যুগীয় মনীষীদের একটি দল যাদু বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কাফির বলেছেন। কেউ কেউ কাফির তো বলেন না, কিন্তু বলেন যে, যাদুকরকে হত্যা করাই হচ্ছে তার উপযুক্ত শাস্তি। হযরত বাজালাহ বিন উবাইদ (রঃ) বলেনঃ 'হযরত উমার (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেনঃ 'যাদুকর পুরুষ বা স্ত্রীকে তোমরা হত্যা করে দাও।' এ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন যাদুকরের গর্দান উড়িয়েছি।'

সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রাঃ) উপর তাঁর দাসী যাদু করেছিল বলে তাকে হত্যা করা হয়। হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন যে, তিনজন সাহাবী (রাঃ) হতে যাদুকরকে হত্যা করার ফতওয়া রয়েছে। জামে' উত তিরমিযীর মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।' এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইসমাঈল বিন মুসলিম দুর্বল। সঠিক কথা এটাই মনে হচ্ছে যে, এ হাদীসটি মাওকুফ। কিন্তু তাবরানীর হাদীসের মধ্যে অন্য সনদেও এ হাদীসটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

ওয়ালীদ বিন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল, সে তার যাদু কার্য বাদশাহকে দেখাতো। সে প্রকাশ্যভাবে একটি লোকের মাথা কেটে নিতো। অতঃপর একটা শব্দ করতো, আর তখনই মাথা জোড়া লেগে যেতো মুহাজির সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে একজন মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী (রাঃ) ওটা দেখেন এবং পরের দিন তরবারি নিয়ে আসেন। যাদুকর খেলা আরম্ভ করার সাথে সাথেই তিনি স্বয়ং যাদুকরেরই মাথা কেটে ফেলেন এবং বলেনঃ 'তুমি সত্যবাদী হলে নিজেই জীবিত হয়ে যাও।' অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ 'তোমরা যাদুর নিকট যাচ্ছ ও তা দেখছো?' ঐ সাহাবী (রাঃ) ওয়ালীদের নিকট হতে তাকে হত্যা করার অনুমতি নেননি বলে বাদশাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং শেষে তাঁকে ছেড়ে দেন।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত উমারের (রাঃ) নির্দেশ ও হযরত হাফসার (রাঃ) ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন যে, ঐ হুকুম ঐ সময় কার্যকরী হবে যখন যাদুর মধ্যে শিরক যুক্ত শব্দ থাকবে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় যাদুর অস্তিত্বই মানে না। তারা বলে যে,যারা যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করে তারা কাফির। কিন্তু আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা স্বীকার করে যে, যাদুকর তার যাদুর বলে বাতাসে উড়তে পারে, মানুষকে বাহ্যতঃ গাধা ও গাধাকে বাহ্যতঃ মানুষ করে ফেলতে পারে; কিন্তু নির্দিষ্ট কথাগুলো মন্ত্রতন্ত্র পড়ার সময় ঐগুলো সৃষ্টিকারী হচ্ছেন

আল্লাহ তা'আলা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আকাশকে ও তারকাকে ফলাফল সৃষ্টিকারী মানে না। দার্শনিকেরা, জোতির্বিদেরা এবং বে-দ্বীনেরা তো তারকা ও আকাশকেই ফলাফল সৃষ্টিকারী মেনে থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রথম দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ 'তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করা। তৃতীয় দলীল হচ্ছে ঐ স্ত্রী লোকটির ঘটনা যা হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আরও এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে।

ইমাম রাযী (রঃ) বলেন যে, যাদু বিদ্যা লাভ করা দুষনীয় নয়। মাসয়ালা বিশ্লেষণকারীগণের এটাই অভিমত। কেননা, এটাও একটা বিদ্যা। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'যারা জানে এবং যারা জানে না, এরা কি সমান?' আর এ

জন্যেও যাদু বিদ্যা শিক্ষা দুষণীয় নয় যে, তার দ্বারা মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পূর্ণভাবে পার্থক্য করা যায় এবং মু'জিযার জ্ঞান ওয়াজিব ও ওটা নির্ভর করে যাদু বিদ্যার উপর, যার দ্বারা পার্থক্য বুঝা যায়। সুতরাং যাদু বিদ্যা শিক্ষা করাও ওয়াজিব হয়ে গেল। ইমাম রাযীর (রাঃ) একথা গোড়া হতে আগা পর্যন্ত ভুল। বিবেক হিসেবে যদি তিনি ওটাকে খারাপ না বলেন তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বিদ্যমান রয়েছে, যারা ওকে বিবেক হিসেবেও খারাপ বলে থাকে। আর যদি শরীয়তের দিক দিয়ে খারাপ না বলেন তবে কুরআন মাজীদের এ শারঈ আয়াত ওকে খারাপ বলার জন্যে যথেষ্ট। সহীহ্ হাদীসে রয়ছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন যাদুকর বা গণকের নিকট গমন করে সে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম রাযীর (র) উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর একথা বলা যে, 'মুহাককিকগণের অভিমত এটাই' এটাও ঠিক নয়।

মুহাক্কিকগণের এরূপ কথা কোথায় আছে? ইসলামের ইমামগণের মধ্যে কে এ কথা বলেছেন? অতঃপর 'যারা জানে এবং জানে না, তারা কি সমান?' এ আয়াতটিকে দলীলরূপে পেশ করা হঠধর্মী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, এ আয়াতের 'ইলম' এর ভাবার্থ হচ্ছে ধর্মীয় 'ইলম'। এ আয়াতে শারঈ আলেমগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তাঁর এ কথা বলা যে, এর দ্বারা মু'জিযার 'ইলম' লাভ হয়, এটা একেবারে বাজে কথা। কেননা, আমাদের রাসূল (সঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা বাতিল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু তাঁর মু'জিযা জানা যাদু জানার উপর নির্ভরশীল নয়। ঐ সব লোক যাদের যাদুর সঙ্গে দূরের সম্পর্ক নেই তাঁরাও এটাকে মু'জিযা বলে স্বীকার করেছেন। সাহাবীগণ (রাঃ), তাবেঈগণ, ইমামগণ এমনকি সাধারণ মুসলমানগণও একে মু'জিযা মেনে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যে কেউ কখনও যাদু জানা তো দূরের কথা, ওর কাছেই যাননি। তাঁরা ওটা নিজে শিক্ষা করেননি

এবং অপরকেও শিক্ষা দেননি। তাঁরা যাদু করেননি এবং করাননি। বরং এসব কাজকে তাঁরা কুফরই বলে এসেছেন। অতঃপর এ দাবী করা যে, মু'জিযা জানা ওয়াজিব এবং যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য যাদুর উপর নির্ভর করে, সুতরাং যাদু শিখাও ওয়াজিব হলো, এটা কতই না অর্থহীন দাবী!

(২০ঃ ৬৬) এ ঘটনা দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে 'বাবেল' শব্দ দ্বারা ইরাকের বাবেলকে বুঝানা হয়েছে, 'দুনিয়া অন্দের' বাবেল নয়। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তাবিল (রাঃ) বাবেলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আসরের নামাযের সময় হলে তিনি তথায় নামায আদায় করলেন না, বরং বাবেলের সীমান্ত পার হয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর বললেনঃ 'আমার প্রিয় রাসূল (সঃ) আমাকে গোরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং বাবেলের ভূমিতেও নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এটা অভিশপ্ত ভূমি।' সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এ হাদীসের উপর কোন সমালোচনা করেননি। আর যে হাদীসকে ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) স্বীয় কিতাবে নিয়ে আসেন এবং ওর সনদের উপর নীরবতা অবলম্বন করেন ঐ হাদীস ইমাম সাহেবের মতে হাসান হয়ে থাকে। এর দ্বারা জানা গেল যে, বাবেলের ভূমিতে নামায পড়া মাকরূহ। যেমন সামুদ সম্প্রদায়ের ভূমি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তাদের বাস ভূমিতেও যেয়ো না। যদি ঘটনাক্রমে যেতেই হয়, তবে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাও।'

আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূতের মধ্যে ভাল-মন্দ, কুফর ও ঈমানের জ্ঞান দিয়ে রেখেছিলেন বলে তারা কুফরীর দিকে গমনকারীদের উপদেশ দিতো। এবং তাদেরকে ওটা হতে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কিন্তু যখন কোনক্রমেই মানতো না তখন তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিখিয়ে দিতো। ফলে তাদের ঈমানের আলো বিদায় নিতো এবং যাদু চলে আসতো। শয়তান তাদের বন্ধু হয়ে যেতো। ঈমান বিদায় নেয়ার পর আল্লাহর অভিশাপ তাদের উপর নেমে আসতো। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন যে, কাফির ছাড়া আর কেউ যাদু বিদ্যা শিখবার সৎ সাহস রাখতে পারে না। فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ এখানে বিপদ, আজমায়েশ ও পরীক্ষা। এ আয়াতের মাধ্যমে এটাও জানা গেল যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা কুফরী। হাদীসের মধ্যেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন যাদুকরের নিকট গমন করে এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর নাযিলকৃত ওয়াহীর সাথে কুফরী করে।' (বায্যার)'। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং-এর সমর্থনে অন্যান্য হাদীসও এসেছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) একটি প্রসিদ্ধ উক্তিতে এ নির্দেশ আছে যে, যাদুকরকে তাওবাও করানো হবে না এবং তার তাওবা করার ফলে তার শাস্তি লোপ পাবে না।

ইমাম শাফিঈর (রঃ) মতে তার তাওবা গৃহীত হবে। একটি বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলেরও (রঃ) এ উক্তি আছে। ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মতে কিতাবীদের যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু অন্যান্য তিনজন ইমামের অভিমত এর উল্টো। লাবীদ বিন আসাম নামক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করেছিল, কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়নি। যদি কোন মুসলমান মহিলা যাদু করে তবে তার সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মত এই যে, তাকে বন্দী করা হবে। আর অন্যান্য তিনজন ইমামের মতে পুরুষের মত তাকেও হত্যা করা হবে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন।

হযরত যুহরীর (রঃ) মতে মুসলমান যাদুকরকে হত্যা করা হবে,কিন্তু মুশরিক যাদুকরকে হত্যা করা হবে না। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি কোন যিম্মীর যাদুর ফলে কেউ মারা যায় তবে যিম্মীকেও মেরে ফেলা হবে। তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, তাকে প্রথমে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা ভালই, নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে। আবার তাঁর হতে এও বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে হত্যা করা হবে।

যে যাদুকরের যাদুতে শিরকী শব্দ আছে, চারজন ইমামই তাকে কাফির বলেছেন। ইমাম মা'লিক (রঃ) বলেন যে, যাদুকরের উপর প্রভুত্ব লাভ করার পর যদি সে তাওবা করে তবে তার তাওবা গৃহীত হবে না। যেমন যিন্দীক সম্প্রদায়। তবে যদি তার উপর প্রভুত্ব লাভের পূর্বেই তারা তাওবা করে তা হলে তা গৃহীত হবে। আর যদি তার যাদুতে কেউ মারা যায় তবে তো তাকে হত্যা করা হবেই। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যদি সে বলেঃ 'আমি মেরে ফেলার জন্যে যাদু করিনি।' তবে ভুল করে হত্যার অপরাধে তার নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হবে। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) যাদুকরের দ্বারা যাদু উঠিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে। হযরত আ'মের শা'বীও এটাকে কোন দোষ মনে করেন না। কিন্তু খাজা হাসান বসরী (রঃ) এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আরয করেনঃ 'আপনি যাদু তুলিয়ে নেন না কেন? তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি লোকের উপর মন্দ খুলিয়ে নিতে ভয় করি।'

আবারো ইতিহাসে ফেরা যাক,

পবিত্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ইহুদীরা তাদের অপকর্ম দুর্নীতি চালিয়ে যেতে লাগলো। সেই সাথে হাজার হাজার নবী পাঠানো অব্যাহত থাকলো। এরা নবীদেরকে দিনে দুপুরে হত্যা করে ফেলতো। নবীদের হত্যা করা ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। আল্লাহর নবীদের ইহুদিরা ব্যতীত আর কেউ হত্যা করেনি। তারা জাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করেছিল। তিন তিনবার আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। এ ছাড়া বহু নবী-রাসুলকে তারা প্রহার করেছিল এবং হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের সেসব হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে বিবৃত হয়েছে। সুরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, **'তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত।'**

[সূরা বাকারা : ৬১]

সুরা মায়েদায় আল্লাহ বলেন, **'আমি বনি ইসরাইলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোনো রাসুল তাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আসে, যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে আর কতককে হত্যা করে।'** -

[মায়েদা : ৭০]

শুধু তাই নয়, নবী-রাসুল ছাড়াও তারা বহু ধর্মপ্রচারককে হত্যা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **'মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তারা তাদেরকে হত্যা করে।'**

[আল ইমরান : ২১]

ওই সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নবী হযরত ইরমিয়া(জেরেমায়াহ) [আঃ] এর মাধ্যমে ইহুদিদের কঠোরভাবে সতর্ক করলেন। তাদের উপর আযাবের সংবাদ দিলেন। তারা পাত্তাই দিচ্ছিলো না। পরিণামে তাদের উপর আযাব আসলো।

বায়তুল মুকাদ্দাসের ধ্বংস

এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَلاَّ تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلاً. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ. اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا. وَقَضَيْنَا اِلىٰ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا

* টীকা বাইবেলে তাকে লেবী বলা হয়েছে।

كَبِيْرًا. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُوْلِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلاَلَ الدِّيَارِ. وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلاً. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْءُا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا. عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا.

—আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্যে পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম "তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।" "হে তাদের বংশধর! যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।" এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম, "নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকার-স্ফীত হবে।" তারপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করেছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে। তারপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম। তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য করবে এবং মন্দ কর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্যে। তারপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্যে, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করবার জন্যে এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্যে। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব। জাহান্নামকে আমি করেছি কাফিরদের জন্যে কারাগার। (১৭ ইসরা ঃ ২-৮)

ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যখন অনাচার ও পাপবৃত্তি সর্বগ্রাসীরূপ লাভ করে তখন তাদের নবী আরমিয়ার নিকট আল্লাহ এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জানাও যে, তাদের হৃদয় আছে; কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না, চক্ষু আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে শুনে না। আমি তাদের পূর্ব-পুরুষদের উত্তম কর্মসমূহ স্মরণ করেছি--ফলে তাদের সন্তানদের উপর আমার করুণাধারা বর্ষিত হয়েছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমার আনুগত্যের সুফল তারা কিভাবে লাভ করেছে। আমার অবাধ্য হয়ে কেউ কি সৌভাগ্যবান হয়েছে, কিংবা আমার আনুগত্য করে কি কেউ দুর্ভাগা হয়েছে? সমস্ত প্রাণীই নিজ নিজ বাসস্থানের কথা স্মরণ করে এবং সে দিকেই ফিরে যায়। আর এই সম্প্রদায়ের

লোকেরা আমার সেই সব আদেশ লংঘন করেছে, যা মেনে চলার কারণে আমি এদের পূর্ব পুরুষদেরকে সম্মানিত করেছিলাম। এরা ভিন্ন পথে চলে সম্মান লাভ করতে চেয়েছে। তাদের ধর্মযাজকরা আমার হক বিস্মৃত হয়েছে। তাদের বিদ্বান ব্যক্তিরা আমার পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করেছে, তাদের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা নিজেদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়নি এবং তাদের শাসকরা আমার ও আমার রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। তাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে গভীর ষড়যন্ত্র আর মুখে আছে মিথ্যা বুলি। আমি আমার প্রতাপ ও মর্যাদার কসম করে বলছি, আমি তাদের উপর এমন এক জাতিকে চাপিয়ে দিব, যারা বুঝবে না এদের ভাষা, চিনবে না এদের চেহারা, বিগলিত হবে না তাদের অন্তর এদের কান্নায়। আমি তাদের মাঝে পাঠাব এমন এক জালিম বাদশাহ, যার সৈন্য-বাহিনীর বহর হবে মেঘমালার ন্যায়, সৈন্যদের সারিগুলোকে মনে হবে প্রশস্ত গিরিপথ, তাদের পতাকার শব্দ ধবনি শোনা যাবে শকুন পালের উড্ডয়নের ধ্বনির ন্যায়। তাদের অশ্ব বাহিনীর আক্রমণ হবে ঈগল পাখীর ছোবলের ন্যায়। তারা নগরসমূহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে এবং পল্লীগুলোকে করবে বিরান। হায়, কি দুর্ভাগ্য ঈলিয়া ও তার অধিবাসীদের। হত্যা ও বন্দীত্বের লাঞ্ছনা-রশিতে তাদেরকে আবদ্ধ করা হবে। সহসাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের আনন্দ-কোলাহল বীভৎস চিৎকার ধ্বনিতে।

অশ্বের হ্রেসা ধ্বনির স্থলে শ্রুত হবে হিংস্র শ্বাপদের তর্জন-গর্জন। সুরম্য ভবনাদি ঘেরা মনোরম শহর পরিণত হবে বন্য জীব-জন্তুর আবাস ভূমিতে। রাত্রিবেলা যে স্থান থাকত আলোর দীপ্তিতে সদা ঝলমল, সেখানে নেমে আসবে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। এদের ভাগ্যে জুটবে সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা, ঐশ্বর্যের পরিবর্তে দাসত্ব। তাদের স্ত্রীরা সুরভিত হওয়ার স্থলে হবে ধুলি ধূসরিত। উপাধান-আয়েশের স্থলে তারা চলবে নগ্নপদ উটের মত। তাদের দেহগুলো হবে মাটির খাদ্য, পরিণত হবে জঞ্জালে এবং সূর্যের তাপে হাড্ডিগুলো চকচক করবে। এগুলো ব্যতীত আরও বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দ্বারা আমি তাদেরকে নিষ্পেষিত করব। এরপর আমি আকাশকে হুকুম দিব। ফলে আকাশ লৌহস্তরে পরিণত হবে এবং যমীন বিগলিত তামায় পরিণত হবে। এমতাবস্থায় বৃষ্টি হলেও ফসল উৎপাদিত হবে না, যদি অল্প কিছু উৎপাদিত হয়ও তবে বন্য জীবজন্তুর প্রতি আমার অনুগ্রহের কারণে হবে। ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় আমি বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখব এবং ফসল উঠাবার সময় বৃষ্টিপাত ঘটাবো। এ সময়ের মধ্যে সামান্য পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে যদি তারা সক্ষমও হয় তবে ফসল নষ্ট করার বিভিন্ন দুর্যোগ আমি চাপিয়ে দেব। সে দুর্যোগ থেকে কিছু অংশ যদি রক্ষাও পায়, তা থেকে আমি বরকত উঠিয়ে নেব। যদি তারা আমার নিকট ফরিয়াদও করে আমি তাতে সাড়া দেব না। তারা আমার অনুগ্রহ কামনা করলেও আমি কিছুই দান করব না। তাদের কান্নাকাটিতেও আমি সদয় হব না। তাদের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও আমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। এটি ইব্ন আসাকিরের বর্ণনা।

ইসহাক ইব্ন বিশ্র..... ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ নবী আরমিয়াকে বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রেরণ করেন। তখন তাদের পাপের মাত্রা, অপরাধ প্রবণতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এমনকি বহু নবীকে তারা হত্যা করেছিল। তখন আল্লাহ্

বুখ্ত নসরের অন্তরে বনী ইসরাঈলের উপর হামলা করার ইচ্ছে জাগিয়ে দেন। তাই বুখ্ত নসর তাদেরকে আক্রমণ করার উদ্যোগ নেন। এ সময় আল্লাহ আরমিয়ার নিকট ওহী পাঠান। তিনি জানান, আমি বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করব; তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেবো। তুমি বায়তুল মুকাদ্দাসে সংরক্ষিত শুভ্র পাথরের উপর দাঁড়াও। সেখানে তোমার নিকট আমার ওহী ও নির্দেশ আসবে। আরমিয়া সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পরিধানের জামা ছিঁড়ে ফেললেন। আপন মাথায় ছাই মাখলেন। তারপরে সিজদায় গেলেন। সিজদায় পড়ে তিনি বলতে লাগলেন, হে আমার প্রতিপালক! কত ভাল হত যদি আমার মা আমাকে প্রসব না করতেন। কেননা আপনি আমাকে বনী ইসরাঈলের শেষ যুগের নবী বানিয়েছেন; আর আমার কারণেই বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস হবে এবং বনী ইসরাঈল নির্মূল হবে। আল্লাহ্ তাকে বললেন, সিজদা থেকে মাথা উঠাও। তিনি মাথা উঠালেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! বনী ইসরাঈলকে পরাভূত করবে কে? আল্লাহ জানালেন, তারা এক অগ্নিপূজারী সম্প্রদায়-তারা না আমার শাস্তির

ভয় করে, না পুরস্কার কামনা করে। আরমিয়া! তুমি উঠে দাঁড়াও এবং ওহী শ্রবণ কর! আমি তোমাকে তোমার নিজের ও বনী ইসরাঈলের সংবাদ দেবো। আমি তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তোমাকে মনোনীত করেছি। তোমার মায়ের পেটে তোমার আকৃতি দেওয়ার পূর্বেই তোমাকে পবিত্র করেছি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তোমাকে নিষ্কলুষ বানিয়েছি। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তোমাকে নবুওত দান করেছি, পূর্ণ যৌবনে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তোমাকে মনোনীত করেছি এবং এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যে তোমাকে আমি বাছাই করেছি। তুমি দেশের রাজার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সরল-সঠিক পথ দেখাও। এ আদেশ পেয়ে নবী রাজার সাথে মিলিত হন ও সঠিক পথ প্রদর্শন করতে থাকেন। আল্লাহর নিকট থেকে নবীর নিকট প্রয়োজনীয় ওহী আসতে থাকে।

এরপর বনী ইসরাঈলরা ক্রমান্বয়ে জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের শত্রু সান্‌হারীব ও তার সৈন্য বাহিনীর কবল থেকে আল্লাহ তাদেরকে যে রক্ষা করেছিলেন, সে কথাও তারা বেমালুম ভুলে যায়। তখন আল্লাহ নবীকে ওহীর মাধ্যমে জানান; আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিই তা তাদের নিকট ব্যক্ত কর। আমার অনুগ্রহের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও; তারা যে সব পাপাচার ও বেদআতে লিপ্ত হয়েছে তা তাদেরকে দেখিয়ে দাও। আরমিয়া নিবেদন করল ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি দুর্বল, যদি আপনি শক্তি না দেন; আমি অক্ষম, যদি আপনি ক্ষমতা প্রদান না করেন; আমি ভুল করব, যদি আপনি সঠিক পথে পরিচালিত না করেন, আমি অসহায় যদি আপনি সাহায্য না করেন; আমি লাঞ্ছিত যদি আপনি ইজ্জত না দেন।"

আল্লাহ তাঁকে জানালেন, হে আরমিয়া, তোমার কি জানা নেই যে, যাবতীয় ঘটনা আমারই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, সৃষ্টি ও নির্দেশ সবই আমার এখতিয়ারে। সকলের অন্তর ও জিহ্বা আমারই হাতে, যেমন ইচ্ছা আমি তা পরিবর্তন করি, সুতরাং আমারই আনুগত্য কর। আমার কোন সমকক্ষ নেই। আমার নির্দেশে আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে। একক সত্তা কেবল আমিই এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আমিই। আমার নিকট যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আমি ব্যতীত আর কেউই অবগত নয়। আমি এমন সত্তা যে,

সমুদ্রকে সম্বোধন করে বাক্যালাপ করেছি। সে তা বুঝতেও পেরেছে। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি, সে সেই নির্দেশ পালনও করেছে। আমি তাকে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। সে ঐ সীমানা অতিক্রম করেনি। সে পর্বতের ন্যায় সু-উচ্চ তরঙ্গমালা উত্থিত করে। তবে যখনই আমার নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখনই আমার আনুগত্য ও নির্দেশ পালনার্থে ভীত শংকিত হয়ে তা গুটিয়ে ফেলে। আমি তোমার সাথেই আছি। আমি যখন আছি তখন কোন কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তোমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের নিকট তুমি আমার বাণী পৌঁছিয়ে দাও। যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ ছওয়াব তুমিও লাভ করবে। এতে তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। তুমি সম্প্রদায়ের নিকট যাও। তাদেরকে সম্বোধন করে বল, আল্লাহ তোমাদের পূর্ব-পুরুষের উত্তম গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তোমরা নবী রাসূলগণের বংশধর। তাদের উত্তম কার্যাবলীর কারণেই তিনি তোমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন।

লক্ষ্য কর, তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ আমার আনুগত্য করার কি সুফল লাভ করেছে। আর আমার অবাধ্য হয়ে তোমাদের কি পরিণতি হয়েছে? ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, তারা কি দেখেছে কোন লোক আমার অবাধ্য হয়ে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে? কিংবা তারা কি জানে, কেউ আমার আনুগত্য করে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে? বনের পশুরাও যখন তাদের উত্তম বাসস্থানের কথা স্মরণ করে তখন তথায় যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। অথচ এই সম্প্রদায়টি অতি উৎফুল্ল চিত্তে ধ্বংসের গহবরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যেসব গুণাবলীর জন্যে সম্মানে ভূষিত করেছিলাম এরা সেগুলো পরিহার করে ভিন পথে মর্যাদা লাভে প্রয়াসী।

তাদের ধর্মযাজকরা আমার বান্দাদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আমার কিতাবের শিক্ষা উপেক্ষা করে তারা জনগণকে নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালিত করছে। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে এবং আমার কর্মনীতি ও স্মরণ থেকে তাদেরকে গাফিল করে রেখেছে। এরা জনসাধারণকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ফলে তারা আমার বান্দা হয়েও তাদের আনুগত্য করছে ও তাদের নৈকট্য লাভের প্রয়াসী হচ্ছে। অথচ এ ধরনের আনুগত্য পাওয়ার হক কেবল আমারই। এভাবে আমার অবাধ্য হয়ে লোকজন ধর্মযাজকদের আনুগত্য করছে।

তাদের শাসকবর্গ আমার অনুগ্রহ লাভ করে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করছে। এবং আমার নীতি-কৌশলের পরিণতি থেকে নিশ্চিত নিরাপদ থাকবে বলে ধারণা করছে। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারণার ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তারা আমার প্রেরিত কিতাবকে পরিত্যাগ করেছে। আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছে। আমার কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন করেছে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপের দুঃসাহস দেখিয়েছে। আমার পবিত্র সত্তা, সুউচ্চ মর্যাদা ও মহা প্রতাপ-প্রতিপত্তির জন্যে আমার রাজ্যের মধ্যে কারও অংশীদারিত্ব থাকা কি কখনও যুক্তিসংগত হতে পারে? আমার নির্দেশ উপেক্ষা করে অন্যের আনুগত্য করা কি কোন মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হতে পারে? আমার পক্ষে কি কোন বান্দাকে মানুষের পূজনীয় করা কিংবা কাউকে কোন মানুষের পূজা করার অনুমতি দেওয়া শোভা পায়? নিরঙ্কুশ আনুগত্য তো কেবল আমারই প্রাপ্য।

এদের মধ্যে আলিম-ফকীহ ও শিক্ষিত শ্রেণীর অবস্থা এই যে, তারা তাদের পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পড়াশুনা করে, শাসকবর্গের অনুগত হয়ে থাকে। ফলে শাসকদল যেসব বেদআতী কাজে লিপ্ত হয় এরা সন্তুষ্টচিত্তে তা-ই অনুসরণ করে চলে; আমার সাথে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা শাসকদেরকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে। এভাবে আলিম হয়েও তারা মূর্খের ভূমিকা পালন করছে। আমার কিতাবের যে জ্ঞান তারা অর্জন করেছিল তা থেকে তারা কোনভাবে উপকৃত হয়নি।

অপরদিকে নবীগণের বংশধরদের অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা অন্য শক্তির নিকট পরাজিত, বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় জর্জরিত। বিভ্রান্তিমূলক আলাপ-আলোচনায় তারা লিপ্ত, তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে আমি যেভাবে সাহায্য ও সম্মান দান করেছি এরাও সেইরূপ সাহায্য ও সম্মান পাওয়ার প্রত্যাশা করে। তাদের ধারণা আমার অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য অধিকারী কেবল তারাই, অন্য কেউ নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সততা ও সৎ চিন্তা নেই। তারা স্মরণ করে না তাদের পূর্ব-পুরুষ কিভাবে ধৈর্যধারণ করেছিল এবং অন্যেরা যখন প্রতারণার জালে আবদ্ধ হচ্ছিল তখন কত দৃঢ়তার সাথে তারা আমার নির্দেশ মেনে চলেছিল, কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ তারা করেছিল এবং রক্ত ঝরিয়েছিল। তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল এবং ঈমানের দাবিকে সত্য প্রমাণিত করেছিল। ফলে আমার বিধান মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং আমার দীন বিজয় লাভ করে। তাদের বদৌলতেই এ জাতিকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম। আশা ছিল এরা লজ্জিত হয়ে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

এদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছি। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছি, তাদের সংখ্যা ও আয়ু বৃদ্ধি করে দিয়েছি। তাদের কাকুতি-মিনতি কবুল করেছি--যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ফলে আকাশ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। যমীন খাদ্য উৎপাদন করেছে, সুস্থ দেহ ও স্বচ্ছন্দ জীবন তারা উপভোগ করেছে, শত্রুদের উপর জয়লাভ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আরও বেশি পাপাসক্ত হয়েছে। অপরাধের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং আমার নৈকট্য থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে। এ অবস্থা আর কতদিন চলতে দেয়া যায়? এরা কি আমার সাথে উপহাস করছে, নাকি আমার সাথে ধোঁকাবাজী করছে? তারা আমার সাথে প্রতারণা করছে, নাকি স্পর্ধা দেখাচ্ছে? আমার মর্যাদার কসম, তাদের জন্যে এমন এক ভয়াবহ বিপর্যয় আমি নির্ধারণ করে

রেখেছি--যার প্রচণ্ডতায় বিজ্ঞ-জ্ঞানী লোকও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবে, দার্শনিকের তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন লোকের বিবেক-শক্তি লোপ পাবে। তাদের উপর এক প্রতাপশালী, পাষাণ-হৃদয়, নির্দয় শাসক চাপিয়ে দেব। ভয়ংকর তার চেহারা, দয়া-মায়া শূন্য তার অন্তর। আঁধার রাতের ন্যায় বিশাল সৈন্য-বাহিনী অনুগামী হবে তার। সৈন্য-বাহিনীর ব্যূহগুলো হবে মেঘমালার ন্যায়।

ধোঁয়ার ন্যায় আচ্ছাদন করে চলবে সৈন্যদের খণ্ড খণ্ড মিছিলগুলো। বাহিনীতে ব্যবহৃত পতাকার শব্দ হবে শকুনপালের উড্ডয়নের শব্দের মত। অশ্বারোহীদের ধাবমান গতি হবে ঈগল পাখীর ঝাঁকের ন্যায় গতিশীল। তারা সমস্ত শহর ধ্বংস করবে, গ্রাম উজাড় করবে এবং যা-ই হাতের কাছে পাবে, তা-ই বিনাশ করে ছাড়বে। তাদের অন্তর হবে কঠিন, কোন কিছুই পরোয়া করবে না, কারও অপেক্ষা করবে না, কারও প্রতি অনুগ্রহ দেখাবে না, কোন দিকে তাকাবে না,

কারও কথা শুনবে না। সিংহের মত গর্জন করতে করতে এক বাজার থেকে অন্য বাজারে ঘুরে বেড়াবে। তাদের ভয়ংকর রূপ দেখে শরীর শিউরে উঠবে। তাদের কথা শুনে জ্ঞানীর জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। এমন ভাষায় কথা বলবে, যা কেউ বুঝবে না, এমন চেহারায় প্রকাশিত হবে, যা কেউ চিনবে না। আমার ইজ্জতের কসম, এরপরে আমি তাদের বাড়ি-ঘর আমার পবিত্র কিতাব থেকে বঞ্চিত করে দেব। তাদের সভা-সমিতি ও বৈঠকাদিতে কিতাবের পাঠ ও আলোচনা বন্ধ করে দেব, তাদের মসজিদগুলো ঐসব আগন্তুক ও পরিচর্যাকারী থেকে শূন্য করে ফেলব, যারা অন্যের উদ্দেশ্যে এগুলোকে সুসজ্জিত করে রাখত, এর মধ্যে শয়ন করত। পুণ্য লাভের পরিবর্তে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তারা ইবাদত করত, এখানে বসে দীনের পরিপন্থী চিন্তা-গবেষণা করত এবং এ মসজিদগুলোতে বসেই আমলবিহীন শিক্ষা গ্রহণ করত।

তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করব--শাসক শ্রেণীর সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা, নিরাপত্তার পরিবর্তে ভয়-ভীতি, ঐশ্বর্যের পরিবর্তে দারিদ্র্য, স্বচ্ছলতার পরিবর্তে অনাহার, অনাবিল সুখ-শান্তির পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার সংকট-সমস্যা, রেশমী পোশাকের পরিবর্তে জীর্ণশীর্ণ পশমী জামা, তেল-সুগন্ধি যুক্ত সংগীদের পরিবর্তে নিহত মানুষের লাশ এবং মাথায় রাজ-মুকুটের পরিবর্তে গলায় লোহার বেড়ি ও পায়ে শৃংখল পরিধানের দ্বারা আমি তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করব। তাদের সুরম্য অট্টালিকা ও দুর্ভেদ্য দুর্গকে ধ্বংসস্তূপে, নিশ্ছিদ্র গম্বুজ বিশিষ্ট শয়ন-কক্ষকে হিংস্র শ্বাপদের আবাস স্থলে, অশ্ব হ্রেসার স্থলে নেকড়ের গর্জন, প্রদীপের আলোর স্থলে আগুনের ধোঁয়া এবং কোলাহল-কলরবের স্থলে নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশে রূপান্তরিত করব। তাদের স্ত্রীদের হাতে চুড়ির বদলে বেড়ি, গলায় স্বর্ণ ও মুক্তার হারের বদলে লোহার শিকল, সুগন্ধি ও সুবাসিত তেলের বদলে ধুলি-বালি। কোমল বিছানায় উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে থাকার বদলে বাজার-ঘাটে রাত্রি-দিনে ঘুরে বেড়ানোর এবং অন্দর মহলে ঘোমটা দিয়ে থাকার বদলে অনাবৃত চেহারায় খর-তাপের মধ্যে ভবঘুরে জীবন যাপনে বাধ্য করব।

এরপর আমি এদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দিয়ে নিষ্পেষিত করব। কেউ যদি সু-উচ্চ কোন স্থানে আশ্রয় নেয়, তা হলে আমার শাস্তিও সেখানে গিয়ে পৌঁছবে। যে আমাকে সমীহ করবে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ দেখাব, আর যার দ্বারা আমার নির্দেশ পদদলিত হবে, আমি তাকে লাঞ্ছিত করব। এরপর আমার নির্দেশে আকাশ তাদের উপরে লোহার ঢাকনায় পরিণত হবে এবং মাটি গলিত তামার মত কঠিন হবে। ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে না এবং মাটি থেকে কিছুই উৎপন্ন হবে না। যদি অল্প কিছু বৃষ্টি হয়ও এবং তাতে যৎসামান্য ফসলও উৎপন্ন হয় তা হলে তা নষ্ট করার উপদ্রব সৃষ্টি করব। যদি কিছু ফসল রক্ষা পেয়ে যায় তবে তার থেকে আমি বরকত উঠিয়ে নেব। আমার নিকট প্রার্থনা করলে সাড়া দেব না, কিছু পাওয়ার আবেদন করলে দান করব না, কান্নাকাটি করলে দয়া দেখাব না, করজোড়ে অনুনয়-বিনয় করলে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখব।

তারপর আরমিয়া যখন বনী ইসরাঈলের নিকট গিয়ে এসব কথা জানালেন এবং সবকিছু খুলে বললেন, তখন তারা এ শাস্তি ও আযাবের কথা শুনে নবীর অবাধ্য হয়ে নবীকে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ এবং আল্লাহ্র উপরে মিথ্যা আরোপ করছ! তুমি কি মনে করছ যে, আল্লাহ তাঁর এ যমীনকে ও মসজিদসমূহকে নিজের কিতাব, তাঁর ইবাদত ও তাওহীদ থেকে শূন্য করে দেবেন ? এ সব চলে যাওয়ার পর তিনি এ পৃথিবীতে আর কাকে পাবেন ? তুমি আল্লাহ্র উপর জঘন্য মিথ্যা আরোপ করেছ, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুমি পাগল হয়েছ। এ কথা বলে তারা নবীকে ধরে বন্দী করল এবং জেলখানায় আবদ্ধ করল। আল্লাহ এ সময় তাদের বিরুদ্ধে বুখ্ত

নসরকে প্রেরণ করেন। বুখ্ত নসর সসৈন্যে বনী ইসরাঈলের এলাকায় উপনীত হয় এবং সকলকে অবরোধ করে রাখে। এ অবস্থার কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন : فَجَاسُوْا خِلَالَ الدِّيَارِ — "তারপর তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করেছিল।" (বনী ইসরাঈল : ৫)। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর বাধ্য হয়ে তারা বুখ্ত নসরের নিকট আত্মসমর্পণ করল এবং শহরের তোরণ খুলে দিল। সাথে সাথে বুখ্ত নসরের সৈন্যবাহিনী শহরের অলিতে-গলিতে এবং ঘরে-ঘরে প্রবেশ করল। বুখ্ত নসর তাদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর জাহিলী নীতি অবলম্বন করে এবং অত্যাচারী শাসকসুলভ কঠিন নির্দেশ জারী করে। ফলে বনী ইসরাঈলের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশকে হত্যা করা হয়। এক তৃতীয়াংশকে বন্দী করা হয় এবং পঙ্গু, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারপর নিহতদের মৃত দেহের উপর ঘোড়া চালিয়ে সেগুলোকে দলিত-মথিত করে। বুখ্ত নসর বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে, শিশু-বালকদেরকে ধরে নিয়ে যায়, নারীদেরকে ঘোমটামুক্ত করে বাজারে উঠায়, যুদ্ধক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করে, দুর্গসমূহ গুঁড়িয়ে ফেলে, মসজিদগুলো বিধ্বস্ত করে, তাওরাত কিতাব জ্বালিয়ে দেয় এবং দানিয়াল (আ)-কে খোঁজ করে, যার নিকট বুখ্ত নসর পূর্বেই পত্র লিখেছিল। কিন্তু দেখা গেল, তিনি ইতিপূর্বেই ইনতেকাল করেছেন। দানিয়ালের পরিবারবর্গ সে পত্রটি বের করে দিল। নিহত দানিয়ালের পরিবারে যারা জীবিত ছিলেন, তারা হলেন- হিযকীল-তনয় ছোট দানিয়াল, মিশাঈল, আযরাঈল ও মিখাঈল। উক্ত চিঠির মর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতি আচরণ করা হয়। দানিয়াল ইব্ন হিযকীল (ছোট দানিয়াল) বড় দানিয়ালের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

বুখত নসর তার সৈন্যবাহিনীসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে, সমগ্র সিরিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং বনী ইসরাঈলকে সমূলে বিনাশ করে। ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করে বুখ্ত নসর সংগৃহীত ধন-সম্পদ ও বন্দীদেরকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যায়। বন্দীদের মধ্যে কেবল ধর্ম-যাজক ও শাসক শ্রেণীর পরিবারভুক্ত শিশু-বালকদের সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার। বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত উপাসনালয়গুলো পাথর ছুঁড়ে ধুলিসাৎ করে দেয়া হয় এবং মসজিদের অভ্যন্তরে শূকর যবেহ্ করা হয়। বন্দী বালকদের মধ্যে সাত হাজার ছিল দাউদ পরিবারের, এগার হাজার ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ও তাঁর ভাই বিনয়ামীন এর বংশধর, আট হাজার ঈশা ইব্ন ইয়াকূব-এর বংশের, চৌদ্দ হাজার হযরত ইয়াকূবের দু'পুত্র যাবালূন ও নাফতালী-এর বংশের, চৌদ্দ হাজার দান ইব্ন ইয়াকূবের বংশের, আট হাজার ইয়াসতাখির ইব্ন ইয়াকূবের বংশ, দু'হাজার যাবালূন ইব্ন ইয়াকূবের অন্য এক শাখার, চার হাজার রূবেল ও লেবীয় বংশের এবং বার হাজার ছিল বনী ইসরাঈলের অন্যান্য শাখার। এসব কিছু সংগে নিয়ে বুখ্ত নাসর বাবিল শহরে গিয়ে পৌঁছে।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইমাম ইবনু কাসির আদ্ব দামেশকী রহিমাহুল্লাহ্]

এভাবেই আল্লাহ ইয়াফিসের সন্তানদেরকে পাঠালেন শামের সন্তানদেরকে শাস্তিদানের জন্য। এটা ছিল প্রতাপশালী বাবেল সম্রাট ২য় নেবুচাদনেজার[বুখত নাসর]। নেবুচাদনেজার বাহিনী ইহুদীদের উপর গনহত্যা চালায়। মসজিদের ভেতর শুকর জবাই করে। সবকিছু একদম ধ্বংস করে দিয়ে যায়। টোটালেটারিয়ান বাদশাহ নেবুচাদনেজার অল্প কিছু বছরে সারাবিশ্বের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। নমরুদের পর তিনিই কাফিরদের মধ্যে ২য় এবং শেষ ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়নকারী বাদশাহ। তিনি সমস্ত ইহুদিদেরকে বন্দী করে বাবেল শহরের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান। বন্দীদের মধ্যে ছিল হযরত দানিয়েলের(ড্যানিয়েল) [আঃ] এর মত অনেক নবী। হযরত হিজকিল[ইজিকিয়েল]

[আঃ] জেরুজালেমকে পুরো ধ্বংসস্তুপ হিসেবে দেখে আফসোস করেন এই চিন্তা করে এমন ধ্বংস স্তূপ আর কখনো আবাদ হবে কিনা! আল্লাহ বলেনঃ**"তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায় নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল-আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।"**

[সূরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ ২৫৯]

ইহুদীরা এভাবেই বাবেল শহরে শতবছর যাবৎ দাসত্ব বরণ করে। তারা একদিকে আল্লাহর বানীতে বিশ্বাসী ছিল না। এর উপর আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তিতে চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়লো। তারা শক্তির জন্য অলটারনেটিভ কিছুকে

খুজছিল। বাবেলশহরে তারা পায় হারুত মারুত এবং নমরুদের উত্তরসূরি ক্যালডিয়ানদের এডভান্স এস্ট্রলজিক্যাল সায়েন্স এবং নমরুদের সময়কার সাবেঈন প্যাগানদের বিদ্যার অংশবিশেষ । সব

মিলিয়ে র‍্যাবাঈগন কাব্বালাহ ডেভেলপ করেন। রচনা করে ফেলে ব্যবিলনীয়ান তালমূদ। তাওরাতকে ফেলে দিয়ে অনুসরন করা শুরু করে তালমূদ ও জোহারের মত যাদুশাস্ত্রীয় কিতাব। শয়তানের সাহচর্যে সুলাইমানের সময়কার শয়তানি শাস্ত্র এবং ব্যবিলনীয়ান ম্যাজাইদের জ্ঞানসমূহ সংকলন করে নিজেদেরকে অধিবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ আসনে নিজেদেরকে নিয়ে যায়।তাদের দখলে আছে সাবএ্যাটোমিক তথা মাইক্রো রিয়ালিটি থেকে হাইপার ডাইমেনশনাল ম্যাক্রো রিয়ালিটির সমুদয় জ্ঞান। তারা এই শাস্ত্রকে ডাকে কাব্বালাহ[To receive] শব্দ দ্বারা। এর ওরাল ট্রেডিশন টাই আসল জ্ঞান, যেটা র‍্যাবাই থেকে র‍্যাবাই চলে আসছে। তাদের এসব শাস্ত্রে Cosmology - Cosmogony ও metaphysics এর ব্যপারে আছে সমস্ত আব্রাহামিক শিক্ষার বিপরীত শিক্ষা। অর্থাৎ চিন্তা- দর্শন- আকিদা/ বিশ্বাস সবকিছুর বিকল্পধারার তাওহীদের বিপরীত শিক্ষা আছে। শয়তান অদৃশ্য-অদেখা জগতের বিষয়গুলোকে আল্লাহর সৃষ্টির ঠিক বিপরীতভাবে উপস্থাপন করেছে তার অনুসারীদের কাছে। পিথাগোরাস বাবেল শহরে গিয়েই হেলিওসেন্ট্রিক এ্যাস্ট্রনমির কথা বলেছেন। ইহুদীদের কাব্বালায় এ সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট বর্ননা আছে, যা সামনের পর্বগুলোয় দেখবেন। আপনি যদি ইহুদী কাব্বালিস্টদের সবচেয়ে বড় র‍্যাবাঈয়ের কাছে গিয়েও কাব্বালাহর বিদ্যার উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করেন, সে অকপটে উত্তরে বলবে ব্যবিলন। তালমূদ কিতাবটি বাবেলে রচিত হয় যা নিয়ে উইকিপিডিয়াতেও আলাদা আর্টিকেল পাবেন[২২]। ইহুদীরা এই কুফরি বিদ্যার উপর ভিত্তি করেই আল্লাহর রাসূল[সাঃ] এর উপর যাদু করেছিল। Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah বলেন,**"The first of when this saying was manifested was from al-Ja'da bin Dirham, and al Jahm bin Safwan took it from him, and he proclaimed, and the saying of the Jahmiyyah was attributed to him [thereafter]. And it has been said that al-Ja'd took his saying from Abbaan bin Sam'aan, and Abbaan took it from Talut, the nephew of Labeed bin al-A'sam, and Talut took it from Labeed bin al-A'sam, the Jew sorcerer who put magic upon the Prophet (sallallaahu alayhi wasallam), and al-Ja'd bin Dirham - in what has been said - was from the land of Harraan, and there used to be amongst them a great portion of the Sabeans and Philosophers from the remmants of the religion of Nimrod, and the Kan'aanites, and some of the later ones authored [works]**
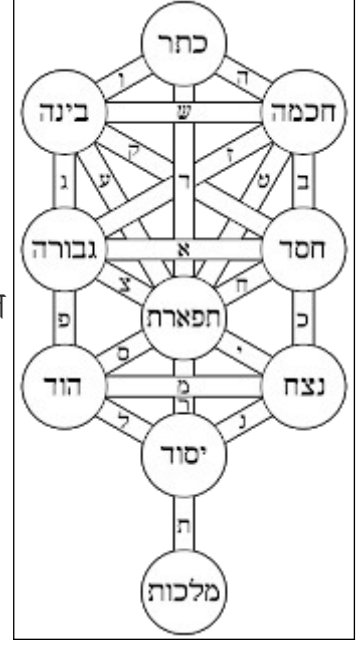
on the magic (sihr) of those people - and Nimrod is the King of the Chaldean Sabean Pagans."

(al-Hamawiyyah p. 13, Dar ul-Kutub al-Ilmiyyah)

শয়তান আবারো ইহুদীদের কাছে সেই প্রাচীন প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে যেটা করেছিল আদম-হাওয়া[আঃ] এর সাথে। সে আবারো দেখিয়েছে সাজারাতুল খুলদকে[Tree of Life/Eternity]। তবে এখনকার এ্যাপ্রোচ একটু ভিন্ন। শয়তান অমরত্ব অসীমতার সন্ধান দিচ্ছে যাদুশাস্ত্রের মধ্যে। ট্রি অব লাইফ বা অনন্ত জীবন প্রদায়ী বৃক্ষের কন্সেপ্ট কাব্বালার খুবই বেসিক একটা জ্ঞান। কাব্বালিস্টরা এর দ্বারা অস্তিত্বের হায়ারার্কির একটা ডায়াগ্রাম এর শিক্ষা দেয় যার সাধনা অমরত্ব দান করবে, মানুষকে উচ্চমাত্রিক অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন আলোকময় শরীরের অতিমানবে[angelic being] রুপান্তরের প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা রিয়ালিটির হাইপার স্পেসিয়াল মেকানিক্সের শিক্ষা দেয়, শিক্ষা দেয় এর সমস্ত নীতি সমূহের, যার উপর ভর করে বাস্তব জগত এবং সমগ্র অস্তিত্ব অপারেট করে, যার দ্বারা দেখায় এ্যাডভান্স টেকনলজির রাস্তা, যার দ্বারা পৃথিবীকে চির প্রাচুর্যময় স্বর্গরাজ্যের[ইউটোপিয়া] প্রতিশ্রুতি দেয়।তারা আপনাকে অমরত্বের সম্ভাবনা হিসেবে দেখাবে পুনর্জন্মের বিশ্বাসকে। প্রতিটা বস্তু অন্তহীন ফিডব্যাক লুপের মধ্যে থেকে চিরন্তন পুনরাবৃত্তি চক্রের মধ্যে আটকে আছে।

ILLUMINATION. (CONCLUSION)
YOU ARE THE MATHEMATICAL AND GEOMETRICAL CENTER OF ALL THE UNIVERSE, WHERE THE CENTRE IS YOU, AND RADIUS GOES INTO THE INFINITY. INSTEAD OF GOING AFTER THINGS COMMAND THEM TO COME TO YOU. YOU ARE THE LORD IN YOUR UNIVERSE WHICH IS THE UNIVERSE. DESIRE, WISH AND WILL; ORDER, DEMAND COMMAND.
THIS IS THE RIDDLE OF GOD - BEING EXISTING EVERYPLACE, EVERYWHERE AT THE SAME TIME.
THE MOMENT YOU REALIZE AND BECOME FULLY CONSCIOUS THAT YOU ARE THE CENTRE OF THE UNIVERSE, YOU ARE THAT CENTRE.

সবকিছুই সীমাহীন অনন্ত অসীম।জন্ম-পুনর্জন্মের অন্তহীন চক্র কেবল মানুষের জীবন নয়, এটা কস্মোলজিক্যাল স্কেলে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও অনবরত অন্তহীনভাবে হচ্ছে। এসব নিয়ে সামনের পর্বগুলোয় বিশদ আলোচনা পাবেন। প্রকৃত যাদুকরদের আকিদাহ এটাই। পূর্বাঞ্চলীয় কিংবা পাশ্চাত্যের সমগ্র হিন্দুয়ানি স্পিরিচুয়াল সোসাইটি সমূহও সেই অভিন্ন সুপ্রাচীন প্রতিশ্রুতি দেয়। এরা আরো শেখায় জন্ম-পুনর্জন্মের চক্রের প্রত্যেক successive cycle'এ সমস্ত কিছু ক্রমাগতভাবে উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এটা মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো সকল স্কেলে হচ্ছে। আধ্যাত্মবাদীরা আপনাকে এনলাইটমেন্টের[২৩]কথা বলবে।শয়তানের একান্ত অনুগত ভৃত্য হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাস্তস্কির থিওসফিক্যাল সোসাইটি সরাসরি চার্ট একে বোঝায় কিভাবে মানুষ ক্রমাগত উন্নতির দিকে যেতে যেতে অবশেষে [ফেরেশতাদের অনুরূপ] এঞ্জেলিক বিং এ রূপান্তর হচ্ছে।

অর্থাৎ এরা সকলেই শয়তানের প্রতিশ্রুতির অনুসারী। কাব্বালিস্টদের ইল্ম যখন রেনেসাঁর সময় পশ্চিমা বিশ্বে প্রবেশ করে তখন থেকে ক্রমাগত সবাই শয়তানের প্রতিশ্রুতি, শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্র সমূহকে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস করে নিল। এর উপরে গড়ে উঠেছে পদার্থবিজ্ঞান মহাকাশবিজ্ঞান। একথা আজ কাব্বালিস্টরাও বলে। আজকের এডভান্স ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি সমূহকে পদার্থবিজ্ঞানীগন স্পষ্টভাষায় বলেন, এসব কাব্বালিস্টিক কুফরি শাস্ত্রেরই প্রতিফলন। এসমস্ত বিষয় নিয়ে সামনের পর্বগুলোয় সুবিস্তর আলোচনা পাবেন ইনশাআল্লাহ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন সমস্ত শয়তানি কুফরি আকিদার ভিত্তিপ্রস্তর গিয়ে মেলে নমরুদের বাবেল শহরে। শয়তানের প্রতিশ্রুতি কে পূর্নতা দিতে আসছেন ইহুদীদের মসীহ। তাকে ঘিরেই মূলত সকল আয়োজন। ইহুদীরা অপেক্ষায় আছে ৩য় মন্দির গড়বার অপেক্ষায়। সুতরাং, সোলাইমান [আ] এর রাজত্বের শয়তানের আবৃত্ত কথার অনুসরন এবং ইহুদীদের বাবেল শহরে বন্দী জীবনে ন্যাচারাল ফিলসফির কম্পাইলেশন-রিকন্সট্রাকশন এবং পরবর্তীকালে সেসব বিজ্ঞান বলে প্রতিষ্ঠালাভের ইতিহাস বোধকরি আর অস্পষ্ট নয়। আমরা এসব অকাল্ট ফিলসফি ও ম্যাজিককে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভের সিকোয়েন্সের সুবিস্তর ইতিহাসভিত্তিক আলোচনায় প্রবেশ করার আগে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কিছু মৌলিক বিষয়ের আলোকপাত করা হবে। সম্ভবত আগামী ১০ পর্ব পর্যন্ত এ সংক্রান্ত আলোচনা চলবে। এরপর থেকে আশাকরি সবকিছু বুঝতে অনেক সহজ হবে।

চেতনার ওপারে - Altered State of consciousness

সারা পৃথিবীতে প্যাগান বিলিফ সিস্টেমের পুনর্জাগরন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই অবস্থা মূলত এ মুহূর্তে প্রয়োজন সাধারন মানুষকে কুফরে আকবরের দিকে নেওয়ার জন্য, শয়তানের আনুগত্য এমনকি পূজার জন্য। এজন্য আজকে প্যাগান স্পিরিচুয়ালিটির দিকে সারা পৃথিবীকে ঝুকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকায় ওয়াননেসের(ওয়াহদাতুল উজুদ) আহব্বান/ইনফিনিট লাভ রিলিজিয়নের ছড়াছড়ি। এমনকি নায়ক-নায়িকা গায়ক-গায়িকারা থেকে শুরু করে ফিজিসিস্ট সকলেই এ পথে আহব্বান করে। তাদের বিশ্বাস ব্যবস্থার সত্যতার সবচেয়ে বড় দলিল হচ্ছে 'চেতনার ওপারের' অভিজ্ঞতা অথবা অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাসনেস[১৮]। এটা সেই মিস্টিক্যাল অনুভূতি যার জন্য অনেক সংগঠন ধ্যান-যোগসাধনা এবং প্যাগান স্পিরিচুয়ালিটির দিকে আহব্বান করে।

চেতনার অপরদিকের অভিজ্ঞতা লাভের পর অজস্র হার্ডকোর নাস্তিকও থেইজমে ফিরে আসার নজির আছে। এটা এমন এক অভিজ্ঞতা যেটা অর্জনের পর প্যাগান স্পিরিচুয়ালিটির সত্যতাকে অস্বীকার করা কষ্টকর হয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা লাভের পথ অনেক। গভীর ধ্যান সবচেয়ে সস্তা পথ। একটু খরচার পথও খোলা আছে। বিভিন্ন সাইকাডেলিক ড্রাগ(এলএসডি/ফিলোসাইবিন/ডিএমটি/সাইকাডেলিক ম্যাজিক মাশরুম/আয়োহুয়াস্তকা ইত্যাদি)

খুব সহজেই এই অভিজ্ঞতার দ্বারে নিয়ে যাবে। আরো ব্যায়বহুল পথও আছে। সেন্সরি ডিপ্রাইভেশন চেম্বার[১১] বা আইসোলেশন চেম্বার। ১২ ইঞ্চি লবন পানির স্তরের অন্ধকার চেম্বারে শুয়ে থাকলেই হবে। সাব্জেক্ট কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত সচেতন অনুভূতিগুলো অচেতন হয়ে যাবে এবং অজানা জগতে

প্রবেশ করবে। অনেকে বিষাক্ত প্রানীর বিষের(যেমন জেলিফিশ) প্রভাবেও ওই অনুভূতি লাভ করেছে শোনা যায়। এটা কাউকে NDE[১৯] এর অভিজ্ঞতা দান করে। পশ্চিমাদের মুখে Astral Projection,Outer body experience, clairvoyance ইত্যাদি যত শব্দই শোনেন না কেন, প্রায় তার সবই 'চেতনার ওপারের' ভিন্ন ভিন্নমাত্রার অভিজ্ঞতা। অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাসনেসে সবাই যে একই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করবে,তেমনি নয়। সবচেয়ে সাধারন(কমন) অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটা স্বপ্নিল ঘোরে পৌঁছানো, যেটা আলো দ্বারা পরিপূর্ন। সমস্ত বস্তুর রঙ খুব উজ্জ্বল এবং মনে হয় সেসব থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সমস্ত বস্তুকে যেন ভেদ করে যাওয়া যায়। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই যেন ননসলিড পেনেট্রেবল এনার্জি।

অসংখ্য স্পাইরাল,ফ্র্যাক্টাল ইনফিনিট প্যাটার্ন,বিভিন্ন জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার ইত্যাদি। এই অভিজ্ঞতা লাভকারী সমস্ত বস্তু এবং নিজের ব্যক্তি স্বত্ত্বার মধ্যে একটা বন্ধন অনুভব করে, যেটা মহাবিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত। একধরনের অকৃত্রিম ভালবাসার যেন সমস্ত বস্তুকে ছেয়ে আছে। এরকম অবস্থায় গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকিছুকে সচেতন বলে মনে হয়। অর্থাৎ যেন সব কিছুর জীবন আছে। নিজেকে মহাবিশ্বের একপ্রাণ বা একস্বত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হয়। এক পিউর ওয়াননেসের(ওয়াহদাতুল উজুদ) অনুভূতি। এ

অনুভূতি ওই অভিজ্ঞতালাভকারী ব্যক্তি স্বত্ত্বাকে এই সৃষ্টিজগতের Co-Creator(সহযোগী স্রষ্টা) বা নিজেকে ডিভাইন বা সরাসরি সৃষ্টিকর্তা ভাবতে বাধ্যকরে। এজন্য এদের মুখে I Am অনুভূতির কথা শুনবেন।এমনও হয়েছে যে কোন সাইকাডেলিক ড্রাগ গ্রহণকারী এমন দেখেছে যে গাছপালা যেন তার সাথে কথা বলছে[১৭]। অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে আশির্বাদ করছে।

মিস্টিক/অকাল্টিস্টদের ভাষায় এই অভিজ্ঞতার জগত হচ্ছে ইনার স্পেস বা স্পিরিচুয়াল রেল্ম। অনেকে এটাকে হায়ার ডাইমেনশনাল জার্নি, সাইক্যাডেলিট ট্রিপ বলে।

এ অভিজ্ঞতা গভীর প্রকৃতিবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের দিকে নিয়ে যায়। এ বিশ্বাস বা আকিদা হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। আব্রাহামিক ধর্মের কোন টিতে থাকলে সেটার উপর আর বিশ্বাস থাকে না। কারন তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় বিপরীত মতাদর্শের সত্যতাকে চোখে দেখে। এ অভিজ্ঞতা যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক মিথ্যা কুফরি আকিদাকে অনেক শক্ত করে। যাদুকররা এ অভিজ্ঞতা লাভের দরুন বলত, স্রষ্টার সাথে এক(সংযোগ/সান্নিধ্য) হতে কোন ধর্ম লাগে না। খ্রিষ্টান ইহুদী কিংবা মুসলিম হবার কোন প্রয়োজন নেই।
খ্রিষ্টান ডমিনেটেড শতকে খ্রিষ্টানরা যখন এরূপ ধর্মদ্রোহীতামূলক কথা যাদুকরদের থেকে শুনলো, তাদেরকে ধরে ধরে কচুকাটা করতে লাগলো। হাজারো ডাকিনী বিদ্যা চর্চাকারীদেরকে পুড়িয়ে মারারও ঘটনা বিগত হয়েছে।
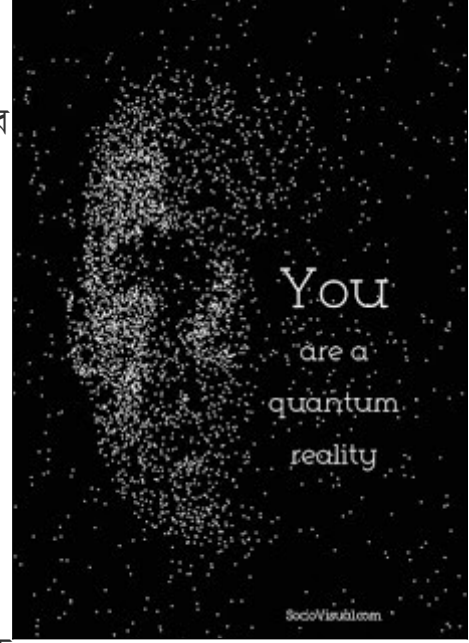
এই মিস্টিক্যাল অভিজ্ঞতাকে গ্রীক সর্বেশ্বরবাদী দর্শন থেকে আসা সুফিবাদে ফানাফিল্লাহ বলা হয়। সুফিদের ভাষায় ওই মেডিটেটিভ স্তরে গিয়ে সুফিসাধক আল্লাহর সাথে একাকার(ফানা) হয়ে যায়। সালাফি অনেক আলিম বলেন ওটা ফানাফিল্লাহ নয় বরং ফানাফিশাইত্বন(অর্থাৎ শয়তানের সাথে একাকার হওয়া।) এ ব্যাপারে সালাফি আলিমগনের অবস্থান শুদ্ধ। এই মিস্টিক্যাল অভিজ্ঞতা আরবি শব্দানুসারে আল আকিদাতুল ওয়াহদাতুল উজুদ-হুলুল ওয়াল ইত্তেহাদের বিশ্বাস হৃদয়ে সৃষ্টি করে। আহমাদ রেজা বেরেলভী সাহেবের অনুসারী সকল বুজুর্গগন এজন্য
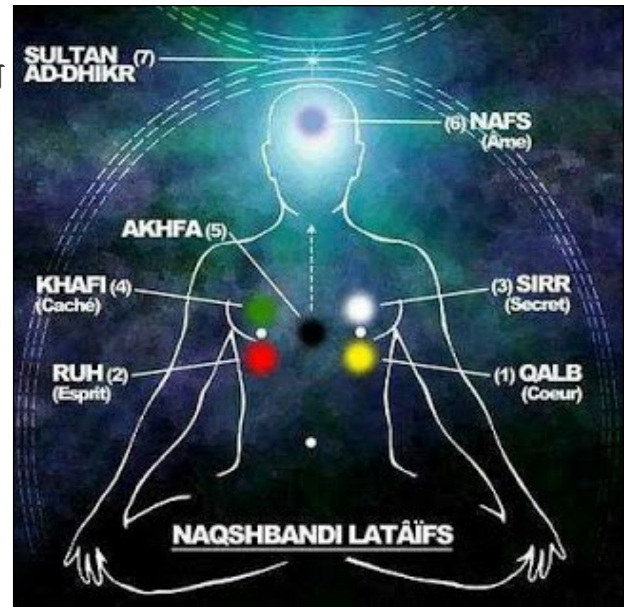
মেডিটেইশনে গুরুত্বারোপ করেন। তাদের অভিধানে সমস্ত প্যাগান কার্যক্রমের আরবি ভার্শণ আছে। আছে ষড়চক্র বা লাতাইফের যিকির, প্রনয়ানম, দমের সাধনা,মোরাকাবা ইত্যাদি। এগুলো তারা মারেফাত এর ইল্মের স্তরে রেখেছে। অর্থাৎ ইল্মে মারেফাতুল্লাহর(আল্লাহর পরিচয়) নামে শয়তানের পরিচয়/দীদার লাভের শিক্ষা দিচ্ছে। বেরেলভী কারা যারা বোঝেন না তাদের বুঝতে সুবিধা হবে, যদি বলি মেইনস্ট্রিম পীর-মুরিদগনের নেটওয়ার্ক।

যাহোক, অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাস্নেস শুধু সুডোসায়েন্টেফিক পরিমণ্ডলেই ছেয়ে আছে এমনটি নয়। আইজ্যাক নিউটন থেকে আইনস্টাইন প্রত্যেকেই চেতনার এই স্তরে পৌছতেন, যাতে নতুন থিওরি প্রসব করতে পারেন। আইনস্টাইন চেতনার ওপারে যাবার প্রক্রিয়াকে নাম দিয়েছেন মাইন্ড এক্সারসাইজ! যখনই ওই স্তরে পৌছতেন, ফিরে আসতেন নতুন কোন থিওরি বা ইক্যুয়েশন নিয়ে। ম্যাটারকে ভাইব্রেটরি এনার্জেটিক ফিল্ডের তত্ত্বটিও এই হ্যালুসিনোজেনিক এক্সপেরিয়েন্স থেকেই এসেছে। এর প্রেক্ষাপটে আজ পদার্থবিজ্ঞানীগন বলছেন,Everything physical is really non physical!

এবার আসি,চেতনার ওপারে এমন কি হয় যার দরুন এরূপ মিস্টিক্যাল অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়!?

ব্যাপারটা বোঝা খুবই সহজ। এসকল ড্রাগের প্রভাবে অথবা মেডিটেটিভ স্তরের (অল্টার্ড)মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা শয়তান জ্বীনদের একটা দরজা তৈরি করে দেয় Enlightenment seeker'দের মস্তিষ্কের উপর[২০]। শয়তান চাইলে ওদের জগতের সাথে মানব চেতনার সংযোগ ঘটাতে পারে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রনহীনতার সময়ে শয়তান পুরোপুরি মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়।
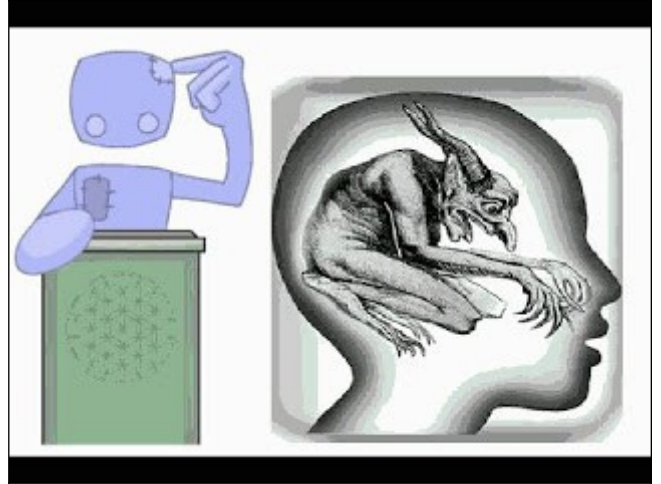
তখন শয়তানের ইচ্ছেমত স্বপ্নীল ঘোর সৃষ্টি করে যা ইচ্ছা দেখায়, অকৃত্রিম অনুভূতি সৃষ্টি করে। শয়তান জ্বীনদের ফিজিক্যাল ডাইমেনশন যেরূপ দেখতে সেইরূপ প্রজেকশন তৈরি করে মাথায়, অথবা সরাসরি জ্বীনদের চোখে ওদের জগত যেরূপ, সেটাই মানব মস্তিষ্কে দেখায়। মেডিটেশনের মাধ্যমে একবারেই ওই পর্যায়ে পৌছানো একটু কষ্টসাধ্য। মেডিটেশন বা যোগ ধ্যানে এজন্য ধীরে

ধীরে ওই অবস্থায় যাওয়া হয়। ইয়োগা প্র্যাক্টিশনাররা ধ্যানের এক এক ধাপকে চক্র বা এনার্জি এক্সেস পয়েন্ট সক্রিয় করা বলে।

তারা কুণ্ডলিনী এনার্জিও বলে যা কিনা মানুষের গোপনাঙ্গের দিকে সুপ্তাবস্থায় থাকে, সেই এনার্জিকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করে পেট,এরপরে বুক এরপরে গলা এবং সবশেষে মাথা পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হয়। মস্তিষ্কে সে এনার্জি পৌছানো তথা তাদের ভাষায় ক্রাউন চক্রকে সক্রিয়করনের দ্বারা যোগী আত্মউপলব্ধি লাভ করে বা সিদ্ধিলাভ করে। অর্থাৎ সে 'চেতনার ওপারে' পৌছে ইনফিনিট ওয়াননেস অনুভব করে। ওয়াহদাতুল উজুদ বা Monism এর আকিদা হৃদয়ে প্রোথিত হয়। ইতোপূর্বে থার্ড আই, ধ্যান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তাই আবারো একই কথায় ফিরতে চাই না[১]। যাইহোক,পরিষ্কার দেখছেন ধ্যানযোগে চেতনার ওপারে পৌছানো একটু কষ্টসাধ্য বিষয় কিন্তু hallucinogenic drugs/সাউন্ড ওয়েভ বা বাইনিউরাল বিটস[১৫] দিয়ে খুব সহজেই পৌছানো যায়। ধ্যানের মাধ্যমে যে ব্যক্তি নিজের আসল অস্তিত্বের প্যান্থেইস্টিক স্বরূপ অনুভব করতে সক্ষম হয়, সেই লোক Know Thyself এর আসল হাকিকত বুঝতে পারলো। ঐ লোককে তখন এনলাইটেন্ড বলা হয়। আত্মসিদ্ধি লাভ করেছে।

সুফিদের এক গুরু ওই অনুভূতি লাভ করেই আনাল হাক্ক(আমিই সত্য/আল্লাহ্) বলত। একইভাবে হিন্দু যোগীরা নিজেকেই পরমাত্মা বলে। আমার কাছে একজন বাবা লোকনাথের ব্যপারে কিছু তথ্য দিয়ে তার কথার ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। তিনি খুব সম্ভবত ঈমানি ব্যপারে সন্দেহে নিপতিত হয়েছিলেন। লোকনাথ নিজেকে পরমাত্মা দাবি করত, তাছাড়া অনন্ত অসীম,সর্বত্রব্যাপী সৃষ্টিকর্তাও বলত এমনকি রনে বনে জঙ্গলে বিপদে পড়লে তাকে স্মরণ করার কথাও বলতেন(উইকিপিডিয়া)। তার এরূপ কথার ব্যাখ্যা আশা করি বুঝতে পারছেন। ওই চেতনার ওই স্তরে পৌছে তার মধ্যে প্যান্থেইস্টিক
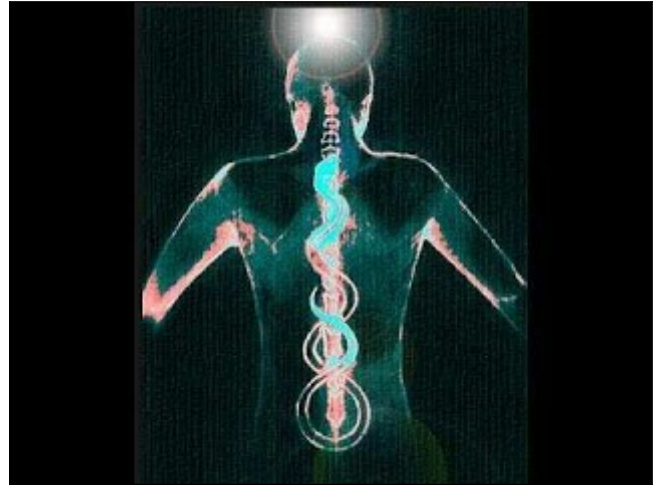
ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য নিজেকে পরমাত্মা, সর্বত্রবিরাজমান ঈশ্বর দাবি করে। তার এরূপ দাবি শুনে খুব বেশি অবাক হবার কিছু নেই।

আমাদের দেশের কোয়ান্টাম ম্যাথড চেতনার ওই স্তরে নিয়ে "গড রিয়েলাইজেশন" এর কোর্স করায় বলে জানিয়েছিল Law of attraction[২] এর প্রচার কারী এক শয়তান। যারা কোয়ান্টাম ম্যাথডের সাথে সম্পৃক্ত তারা "কমান্ড সেন্টার" টার্মের সাথে খুব পরিচিত। তিনি প্রথমে ভিজ্যুয়ালাইজ করতে বলেন এক ব্যক্তিকে, পরবর্তীতে আপনাআপনিই ধ্যানের মধ্যে এক লোক হাজির হয় যাবতীয় দিক নির্দেশনার জন্য। হয়ত এটাই সক্রেটিসের বলা Daemon! এসব ব্যপারে ওদের অফিশিয়াল কিতাবেই বিস্তারিত আছে।

প্রাচীন জংলি শামানরা গাছগাছড়া এবং মাশরুম দিয়ে চেতনার ওপারে যেত ওদের পূর্বপুরুষদের কথিত আত্মাদের সাথে যোগাযোগ এর জন্য। এই বিষয়টিকেই সুন্দরভাবে দেখিয়েছে ব্ল্যাক প্যান্থার মুভিতে। ফিল্মের নায়ককে একরকমের লতানো উদ্ভিদ পিষে খাওয়ানো হয় ঐতিহ্যগত কারনে মৃত পূর্বপুরুষের সাথে দেখা করার জন্য। ম্যাট্রিক্স ফিল্মেও শামানদের চিন্তাধারার প্রতিফলন রয়েছে। থাকাটাই স্বাভাবিক, কারন নির্মাতার পিতা একজন শামানিস্ট।

আম্রিকান হিপ্পিদের মধ্যে প্যাগান আধ্যাত্মিকতার বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি কারন ওদের কাছে ড্রাগ ডালভাত। অনেক হতাশাগ্রস্ত বিষন্ন মাদকাসক্ত সাইকাডেলিক পান করে জীবনকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে শুরু করে। এদের মধ্যেই এখন আধ্যাত্মিকতা বেশি। ওরা যে মেডিটেশনে যে থার্ড আই এ্যাক্টিভেশনের কথা বলে সে অবস্থায় পৌছবার আগেই 'চেতনার ওপারে' যেতে হয়। এ গোটা ব্যপারটি যে স্যাটানিক এতে কোন সন্দেহ নেই কারন বহু নিউএজার মেডিটেশন প্র্যাক্টিশনার ধ্যানের ঘোড়ে শয়তান জ্বীনদের ভয়ংকর চেহারাতেই দেখেছে। কেউ বা শয়তানের আক্রমনের স্বীকারও হয়েছে!

অসাধারন একটি টেস্টিমোনি দেখুন, যেখানে এক স্পিরিচুয়ালিস্ট চেতনার ওপার ভ্রমনের অভিজ্ঞতা বলছে সাইকাডেলিক ব্যবহারের পর,তিনি সেখানে অসংখ্য এলিয়েনদেরকে দেখে[৪]। তারা নাকি মানুষের উপকারী বন্ধু। এলিয়েন নিয়েও ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি[৩]।

DMT[৫] কে স্পিরিচুয়াল কমিউনিটিতে Spirit Molecule বলেও ডাকা হয়। ওরাই বলে এটা নাকি সহজে স্পিরিটদের জগতে যাবার দরজার মত[২০]। ডিএমটিকে বলা হয় Dimethyltryptamine। এটা সবচেয়ে শক্তিশালী ড্রাগ যেটা গভীরভাবে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। মানুষ,কিছু প্রানী এবং কিছু গাছপালায় এই উপাদান পাওয়া যায়। ডিএমটি অন্য যেকোন হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগের চেয়ে শক্তিশালী। এক ম্যাথম্যাটিশিয়ান তার ডিএমটি ট্রিপ নিয়ে বলেন, ডিএমটি পান করে তিনি মাতাল অবস্থায় এমন এক জগতে পৌছান যেখানে শুধুই ফ্র্যাক্টাল কম্পিউটার গ্র্যাফিক্সের মত কিছু দেখতে পান। সেগুলো খুবই দ্রুতগতির ছিল। অর্থাৎ তার অস্তিত্বগত চেতনা ওইরকম জগতে যায়। তার মনে হয়েছে কোন ইন্টেলিজেন্স এন্টিটির ধারাবাহিক

স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সব হয়। অর্থাৎ হলোগ্রাফিক ভিজুয়ালাইজেশনের মত যা দেখেন তা যেন কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আশপাশটা জীবন্ত প্রানী জাতীয় কিছু দ্বারা পরিপূর্ন। এরপরে বললেন, ম্যাজিক মাশ্রুম খুব গভীর কিছু দেখায় না, সেগুলো আমাদের অর্ডিনারি রিয়ালিটিকেই স্বাভাবিকভাবে দেখায়, পার্থক্য হচ্ছে সমস্ত বস্তুকে ভাইব্রেটরি এনার্জি মনে হয়। এলএসডি ব্যবহারে তিনি অনেক জিওমেট্রিক প্যাটার্ন দেখেন, যেগুলো দেখে মনে হয়েছে এগুলো কিছুটা ইউক্লিডীয়ান জিওমেট্রি[৬]।
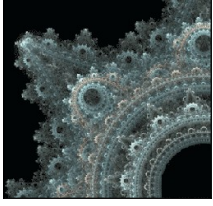
সুতরাং আজ আমরা যে ফ্রাক্টাল ম্যান্ডেলব্রটের ইনফিনিট এ্যানিমেশন/ম্যাথম্যাটিকস দেখতে পাই সেটা অরিজিন কি সেটা খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে। সেদিন কম্পিউটারে লিনাক্স মিন্ট ইন্সটল করে অবাক হই, ওরা প্রোগ্রাম তালিকায় এটাকে ডিফল্টভাবে দিয়েছে।

ডাকোটা নামের জনৈক স্পিরিচুয়ালিস্ট(সাবেক নাস্তিক) সরাসরি ওই জগতে দেখা প্রানী বা ইন্টেলিজেন্ট বিংদেরকে সরাসরি Demon(শয়তান) বলেন। তার পরামর্শ হচ্ছে চেতনার ওই পর্যায়ে পৌছে তাদের কাছে নিজেকে সমার্পন করতে হবে, কমপ্লিট সাবমিশন অর্থাৎ পুরোপুরি আত্মসমার্পণ। ইগো বলে কোন কিছুই রাখা যাবেনা। তিনি বলেন, যারাই সাইকাডেলিক ট্রিপে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা

লাভ করে তারা নিজেদেরকে সমার্পন করেনি ওই spirit being দের কাছে। তার এক বন্ধু আত্মসমার্পন না করায় মনে হয়েছে জাহান্নামের মধ্যে আটকে গেছে, পাজল্ড লুপের মধ্যে পড়ে

গিয়েছে। ডিএমটি পান করে ডাকোটা অজস্র এলিয়েন বিংদের দেখেছে, তিনি বলেন এই ডিএমটি বিংদের সাক্ষাৎ লাভ খুবই একটা সাধারন ব্যপার।

অনেকে এদেরকে স্পিরিট গাইড, এলিয়েন,elf, elves ইত্যাদি অনেক নামেই ডাকে। তিনি ওই অবস্থায় কিছু সর্পিল প্রানীদেরকে দেখেন যারা নাকি তার পেটেও প্রবেশ করে! তার মতে এই স্বত্ত্বারাই আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে ভূত বা শয়তান হিসেবে ম্যানিফেস্ট করে, শুধু মাত্র আমাদের ইগোর জন্য। এই বিং বা সত্ত্বা গুলো আমাদের অস্তিত্বের মতই সত্য। আমরা তাদের ভয় পাই বলে আমাদের নেগেটিভ ইন্টেনশন ওরা গ্রহন করে শক্তি পায় এবং পজেস করে। এদেরকে ভয় করা যাবে না, বরং গোটা রিয়ালিটি কিরূপ তা জানতে হবে নিজের অস্তিত্বের ব্যপারে আসলটা জানতে হবে, যখন নিজেদের ইগো থেকে সম্পূর্ন মুক্ত হওয়া যাবে তখন অশুভ বলে কোন কিছুই থাকবে না। তখন এই এলিয়েন বা স্পিরিট বিংদের কাছেও নিজেদের সমার্পনের মাধ্যমে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার ধারনা থেকে বের হওয়া যাবে। আমরা যে ত্রিমাত্রিক সলিড রিয়ালিটি এবং বস্তু দেখি, সেসব আসলে মিথ্যা।

এগুলো শুধুই মেন্টাল প্রজেকশন। রিয়ালিটির এই স্ট্যান্ডার্ড শুধুই মানব মস্তিস্কের ট্রান্সলেশনের ফল।গাছপালা, পশুপাখি, জড়বস্তু সমস্তকিছুর থেকে নিজের সত্ত্বাকে আলাদা মনে হয় বাহির থেকে, কিন্তু আসলে সবকিছু এক। এক অস্তিত্ব(ওয়াহদাতুল উজুদ)। এই ডিএমটি বিংরাই হচ্ছে বাইবেলে উল্লিখিত ডিমন(শয়তান)। আমরাই এই পার্থক্য এবং ভাল মন্দের,ঘৃনা ভালবাসার পার্থক্য তৈরি করছি ইগোর কারনে। আসলে ওই এলিয়েন বা স্পিরিট বিং আমার আপনারই অংশ। তাদেরকে মন্দভাবে ধরলে তারা আপনার কাছে মন্দভাবেই ধরা দেবে। খ্রিষ্টান ধর্ম এই

ইগোই জাগ্রত করে। এই ইগোর মৃত্যু সম্ভব আত্মসমার্পনের মাধ্যমে [৭]। রিয়ালিটি আমাদের চোখের দেখা দৃশ্যের মত সলিড না বরং সব কিছু নন ফিজিক্যাল এনার্জেটিক। এই ত্রিমাত্রিক ম্যাটেরিয়াল জগতে যেরূপ সবকিছু আলাদা,আসল জগতে সব কিছু ইন্টারকানেক্টেড, এর থেকে অদ্ভুত এক ওয়াননেসের অনুভূতি জাগ্রত হয়। আমরা আছি একরকমের সিমুলেশনের মধ্যে[১৪]। তার মতে এই অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত কারন এটা সমস্ত ধর্মীয় মতবাদগত পার্থক্যকে ধবংস করে মানবতাকে এক করে। সবাইকে একক সত্যের(ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদার) দিকে নিয়ে যায়।[৮]

সুতরাং আশাকরি পাঠকরা বুঝতে পারছেন সায়েন্টিফিক, ফিলোসফিক্যাল ফাউন্ডেশন কোথা থেকে এসেছে, কোথা থেকে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা এসেছে, যেটায় আজ দেওবন্দি/কওমী আলিমরা পর্যন্ত বিশ্বাস করে। একদম খাটি স্যাটানিক এক্সপেরিয়েন্স থেকে এসব আকিদা ও বিশ্বাসব্যবস্থার উন্মেষ।

ট্যারেন্স ম্যাকানার ডিএমটি ট্রিপে সার্পেন্ট/রেপ্টিলিয়ান এবং টিকটিকি সদৃশ কিছু প্রানীদেরও দেখা হয়, এদের কেউ কেউ অসমম্ভব উন্নত সভ্যতা/প্রযুক্তির ধারক।ভিডিওতে সরাসরি শয়তান জ্বীনদেরকেই দেখানো হয়েছে[৯]। ম্যাকান্না খুব হতাশ এ ব্যপারে যে মানুষ কোটিটাকা খরচ করে এলিয়েনদের দেখা পেতে বর্হিজগতে খুজছে, অথচ এই জগতে দাড়িয়েই এলিয়েনদের দেখা পাওয়া যায়। আউটার স্পেস বাদ দিয়ে ইনার হায়ার ডিমেনশনাল স্পেস নিয়ে গবেষনা করা উচিত।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই আউটার স্পেস ও এলিয়েন কন্সেপ্ট হয়ত এই ইনার ডিমেনশনাল স্পেস থেকেই এসেছে। সাতটি ইউনিভারসাল হার্মেটিক প্রিন্সিপ্যাল এর একটি হচ্ছে As Above so below। অর্থাৎ ভেতর যা বাহির তাই, বাহির যা ভেতরও তাই। সে অনুযায়ী প্রাচীন প্যাগান ফিলসফাররা যখন এই স্পিরিচুয়াল রেল্ম ভ্রমন করে তখন তাদের মনে ম্যাক্রো পর্যায়েও একই কল্পনার অবতারণা ঘটায়। একইভাবে আউটার স্পেসে এলিয়েন ফ্যান্টাসিও একইভাবে আছে। ট্রান্সেনশন হাইপোথেসিস[১০] অনুযায়ী, এখন আর এলিয়েনদের খুজে না

পাওয়ার কারন, তারা উন্নত হতে হতে এখন আউটার স্পেসে এক্সিস্ট করা বাদ দিয়ে ইনার স্পেসে চলে গেছে। সুতরাং সাইকাডেলিক[১২] জার্নিতে দেখা শয়তানদেরকে এলিয়েন বললেও সমস্যা নেই।

শয়তান এর থেকে আসা অভিজ্ঞতাই আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু এবং উৎস। হিন্দু বৌদ্ধ বৈষ্ণব(ধর্মচক্র) এবং সিক্রেট সোসাইটিগুলোর নিগূঢ় তত্ত্বের মূলভিত্তি[১৩]। সমগ্র বাতেনিয়্যাহ সম্প্রদায়গুলোর মূল ভিত্তি। আপনার কি মনে হয়, আজকে যে সিমুলেশন হাইপোথেসিস জেগে উঠেছে, হাশেম আল ঘাইলির মত সেলিব্রেটি বিজ্ঞানবোদ্ধারা ভিডিও ফিল্ম বানাচ্ছে, এসবের ভিত্তি কি[১৬]?

যাদুবিদ্যা,যাদুকরদের সাথে সাইকাডেলিক এক্সপেরিয়েন্সের গভীর সখ্যতা আছে। তাদের কুফরি দর্শন,বিশ্বাস এবং কর্মের ব্যপারে আত্মবিশ্বাসী এবং যাদুবিদ্যার কার্যনীতি বোঝার জন্য এই অভিজ্ঞতা লাভের বিকল্প নেই। শামান,উইক্কানরা স্পিরিট মলিকিউল বিভিন্ন গাছগাছড়া থেকে নিয়ে এরূপ হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ তৈরি করে। এক হলিউড ফিল্মে চমৎকারভাবে দেখিয়েছিল এক লোকের মৃত স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য এক ডাইনীর কাছে গিয়ে এরকম হ্যালুসিনোজেণীক ড্রাগ সেবন করে। একইভাবে "এ ডার্ক সং" ফিল্মে কাব্বালার চেয়েও ইন্টেন্স ম্যাজিক্যাল আর্ট ওয়ার্কের শরণাপন্ন হয় এক এক সন্তানহারা মা, সন্তানকে ফিরে পেতে। অবশেষে চেতনার ওপারে গিয়ে শয়তানের কাছে নিজেকে সমার্পন করে। চেতনার ওপারে গিয়ে উইচক্র্যাফট প্র্যাক্টিশনার রিয়ালিটিকে জ্বীন শায়াত্বীনের চোখে দেখতে পায়। শয়তান জ্বীনজাতির কাছে ম্যাটারের সলিডিটি বলে কিছু নেই। এদের কাছে সবকিছুই এনার্জি। একজন উইচ বা সর্সারার চেতনার ওই ঘোরে গিয়ে বস্তু/মানুষ এবং প্রকৃতির সমস্তকিছুর মধ্যে ইন্টারকানেকশন দেখতে পায়, বায়ুমণ্ডলের যে ভ্যাকুয়াম আমরা আশপাশে দেখি, ওই অবস্থায় সেটার অনুপস্থিতি নিজেকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে সচেতন একক অভিন্ন স্বত্ত্বা ভাবায়। যেহেতু ইগো আমিত্বের বিশ্বাসকে ভেঙ্গে ফেলতে হয় এবং নিজের চেতনাকে সমগ্র এনার্জেটিক প্যাটার্নে দেখা সৃষ্টির চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবতে বাধ্য করে, তখন নিজের ইন্টেনশান বা অভিপ্রায় ব্যবহার করে প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটানোর বিশ্বাস জন্মায়, তারা ন্যাচারকে হাইলি প্রোগ্রামেবল মনে করে। নিজেকে তখন ন্যাচারের পার্টিসিপেন্ট না রেখে নিজেই প্রকৃতিকে চালনা বা ম্যানিফেস্ট করবার সম্ভাবনা এবং বিশ্বাস তৈরি হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রোগ্রাম হয়ে না থেকে নিজেই প্রোগ্রামার হয়ে প্রকৃতির নীতিতে হস্তক্ষেপ করে নিজের স্বার্থানুযায়ী কাজ করার বিশ্বাস তৈরি করে। তবে এসব অভিজ্ঞতা/অনুভূতির সবার আগে নিজেকে প্রকৃতি এবং শয়তান জ্বীনদের(DMT plasma being) কাছে আত্মসমার্পন করতে হবে। আমিত্ব

বলে কিছু রাখা যাবে না, কোন ধর্ম বিশ্বাসে আবদ্ধ থাকা যাবে না। অর্থাৎ কাফির হতেই হবে। মারভেলের ডক্টর স্ট্রেঞ্জ মুভিতে সর্সারার সুপ্রীম ডক্টর স্টিভেন স্ট্রেঞ্জকে যাদুবিদ্যার প্রথমেই বলে, "আপনি নদীর স্রোতকে কিছুতেই পরাস্ত করতে পারবেন না। আপনাকে অবশ্যই ওর স্রোতকে ব্যবহার করতে হবে নিজের জন্য। এজন্য অবশ্যই আত্মসমার্পন করতে হবে", "Silence your ego, and your power will rise"। এজন্য সাধারন কেউ কাফির না হয়ে হাজার ইন্টেনশান আর রিচুয়াল করলেই যাদু সফল হতে হবে না। কুফরি করতে হবে। আল্লাহকে অস্বীকার করতে হবে। হয়ত যাদুবিদ্যা কুফরি হবার পিছনে এটা অন্যতম একটা কারন।অধিকাংশ যাদুকররা নির্বোধ হয়, এরা বিশ্বাস করে না যে "أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً"। ওরা তো সবার আগেই আল্লাহকে অবিশ্বাস করে কেননা ওয়াহদাতুল উজুদ,হুলুল, ইত্তেহাদ এদের কোর টেনেট। এরা নিজেরাই তো নিজেদের এবং প্রকৃতির ইলাহ মনে করে, মা'বুদ মনে করে। এদের আকিদাই হচ্ছে 'আনা আল হাক্ক', নাউজুবিল্লাহ্। এজন্য এক কাব্বালিস্ট র‍্যাবাইকে বলতে দেখি কাব্বালার অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে নিজেকে জায়ান্ট বা তার চেয়েও ক্ষমতাশালী ভাবা, আমরা নাকি ফুল পটেনশিয়ালিটির ব্যপারে অজ্ঞ, যাদুকররা এ ব্যপারে অজ্ঞ না। আমরা আসলে সুফি মরমীদের কথা ও বিশ্বাসের আন্ডারলেইং তাৎপর্য বুঝিনা তাই অনেকে এদের কথায় বিভ্রান্ত হয়, কেউবা বিশ্বাস করে, কেউবা এদেরকে অন্ধভাবে সম্মান করে।
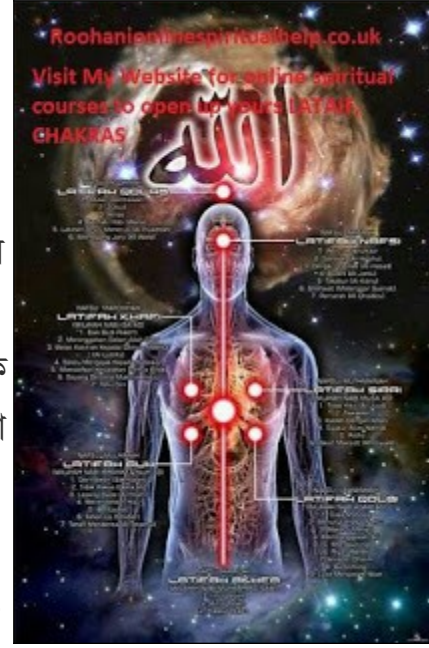
যাদুর ব্যপারে সত্য হচ্ছে কাফিররা যতকিছুই করুক না কেন, সব কিছুর পরিবর্তনকারী এবং সবকিছুর ক্ষমতা এক আল্লাহরই। যাদুও তারই নির্দেশ ব্যতিত কার্যকরী হয় না।
আজ মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও প্যাগানিজমের প্রতি বেশ আকর্ষন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকে জ্ঞানী ভাব নেওয়ার জন্য কিংবা স্রেফ তাওহীদের অবিশ্বাসের দরুন ওয়াহদাতুল উজুদকে বেছে নিয়েছে। সুফিবাদের কথা না-ই বা বললাম। ওরা তো খাটি শয়তানি শিক্ষাকে আরবি শব্দে মুড়িয়ে শতশত বছর মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করে চলছে। শয়তানের দেওয়া অনুভূতি অভিজ্ঞতাকে বানিয়েছে ফানাফিল্লাহ বাকাফিল্লাহ। শয়তানের সাথে সম্পর্ক, শয়তানের পরিচয়লাভের তরিকাকে বানিয়েছে ইল্মে মারিফাতুল্লাহ(মারেফাতের ইল্ম)। শয়তানের কাছে আত্মসমার্পনের জন্য এখন এসে গেছে কোয়ান্টাম ম্যাথড, যারা সরাসরি জানিয়ে শুনিয়েই অকাল্ট প্যাগান ফিলসফির প্রচার চালাচ্ছে। 'মুসলিম' শব্দের অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমার্পনকারী। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি

ধ্যান/সাইকাডেলিক ড্রাগ প্রভৃতির দ্বারা সরাসরি শয়তানের নিকট আত্মসমার্পনের জন্য আহব্বান করা হয়। শয়তানের কাছে এবং সমস্ত প্রকৃতির কাছে আত্মসমার্পনের মাধ্যমে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার অংশ মনে করাকে শেখানো হয়। অর্থাৎ এরা শুধু কাফিরই বানায় না, বরং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম তাগুতে পরিনত করে। তাগুত হচ্ছে সে যে নিজেকে ইলাহ মনে করে, নিজেকে রবের আসনে বসায়।

> *وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ*

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মানুষের মধ্যে শয়তান (তার) শিরা-উপশিরায় রক্তের মধ্যে বিচরণ করে থাকে। [১]

[১] সহীহ : বুখারী ২০৩৮, মুসলিম ২১৭৪,

আবূ দাঊদ ৪৭১৯, আহমাদ ১২১৮২।

হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

অকাল্ট সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারনা

গত পর্বে অকাল্টিজম নিয়ে খানিকটা আলোচনা হয়েছিল। আইনস্টাইনকে অনেকেই নতুন করে চিনেছেন। আরবি 'কুফর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ গোপন করা বা ঢেকে রাখা। occult শব্দের অর্থও

গোপন করা বা গুপ্ত/লুক্কায়িত/গুহ্য/লুকিয়ে রাখা/দুর্জ্ঞেয় প্রভৃতি। অকাল্টিজম হচ্ছে হচ্ছে কুফরি মতাদর্শের প্যাকেজ অথবা অংশবিশেষ। অকাল্টিজমের মধ্যে যাদুবিদ্যা/জিওম্যান্সি/ন্যাক্রোমেন্সি /এস্ট্রলজি/আলকেমি/ভাগ্যগণনা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

1871, book Primitive Culture, the anthropologist Edward Tylor used the term "occult science" as a synonym for "magic"

(Wikipedia).

গত পর্বে অকাল্টিস্ট/মিস্টিকদের বিশ্বাস বা মতাদর্শ খানিকটা আলোচনা হয়েছিল। আজও তাদের মৌলিক আকিদার বিষয়গুলিই সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে,ইনশাআল্লাহ।

Astrology:

প্রত্যেক স্বঘোষিত মিস্টিক/জাদুকররা যে যে মাজহাবেরই হোক না কেন, এস্ট্রথিওলজিক্যাল ডক্ট্রিন তাদের কমন গ্রাউন্ড। এটা থাকবেই। আল্লাহর রাসূল(স) এমনিই তো বলেননি যে এস্ট্রলজি কালোজাদুবিদ্যারই একটি শাখা।

It was narrated that Ibn 'Abbaas (may Allaah be pleased with him) said: the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Whoever seeks knowledge from the stars is seeking one of the branches of witchcraft..."

Narrated by Abu Dawood with a saheeh isnaad

ব্যবিলনে গজিয়ে ওঠা এই জ্যোতিষবিদ্যায় গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান মানুষের উপর প্রভাব ফেলে, বলা হয়। বলা হয়, ওরা নাকি মানুষের জীবনযাত্রা, মানসিকতা এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করে! এরূপ বিশ্বাসের কারন সকলে বলতে পারে না। এর গোপন কারন হচ্ছে সেই ওয়াননেসের আকিদা! অর্থাৎ Monism। গ্রহ নক্ষত্র এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যদি একই উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং উভয়ের মধ্যে উপাদানগত এবং স্বত্ত্বাগত পার্থক্য না থাকে তবে একটি অপরটিতে ফিজিক্যাল প্রভাব ফেলতে পারবে। যেমনটি,পাশাপাশি দুটি চুম্বক একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। আর যদি এর উপরে মহাবিশ্ব যদি 'ইউনিভার্সাল সি অব কনসাস্নেস' হয় তাহলে তো কথাই নেই। একটি এনটিটির পরিবর্তন

অন্যটিতে স্বাভাবিক পরিবর্তনই আনবে। সাবএটোমিক লেভেলে সব কিছুই এনার্জি ও ভাইব্রেশন, এটা সব অকাল্টিস্টরা জানে ও মানে। তাই যত দূরেই হোক না কেন একটি সেলেস্টিয়াল বস্তু অপরটিতে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে কেউ:
http://www.askamathematician.com/2012/11/q-how-much-of-a-direct-effect-do-planets-and-stars-have-on-us-is-astrology-reasonable-or-plausable/

আমাদের অস্তিত্বের সাথে তারকাগ্রহ একই উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট কথাটি কেমন! এর সরল ব্যাখ্যা এই যে, আমাদের অস্তিত্বের পূর্বে নক্ষত্র - গ্রহসমূহ ধীরে ধীরে গঠিত হয় অনেক বছর ধরে। এরপরে মহাকাশের গ্রহনক্ষত্রেরই কোন না কোন অংশ থেকে ধীরে ধীরে আমাদের অস্তিত্ব যাত্রা শুরু করে। সুতরাং তারকা-গ্রহরা মূলত আমাদেরই Ancestors! আমাদের বাপদাদা!! প্রাচীন এস্ট্রোল্যাট্রিতে প্যাগানরা এটাই বলতো যে আমরা তারকাদের খসে পড়া অংশ, মৃত্যুর পরে পূর্ন রূপে এনলাইটেন্ড হলে সেখানেই(Home)ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ তাদের কাছে পরকাল নেই। পড়ে দেখুন এস্ট্রোলজাররা কি বলছেঃ http://starseedastrology.tumblr.com ।
অর্থাৎ উইটোল্ড পুরুসযকোস্কির 'ফলিং স্টারে' বর্নিত, আমাদের ফিজিক্যাল কারেন্ট ফর্মেশনের পূর্বে আমরা তারকারাজি সর্বপরি মহাবিশ্বে সাথে একাকার হয়ে ছিলাম। পরে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে যাই। ঠিক এ কথাটাই বর্নিত আছেঃ ***"Before being granted a physical form, we were one with the universe, dissolved in its starry, scintillating waters. This is represented by the 12th house, where universal consciousness links all existing things together as if they were one and the same, despite physical attributions and tangible limits. In the 12th house, we were everything. We had nothing to separate us from everything else; no identity. We had no end — and no beginning....."***।

এজন্য এখনো সেই পূর্বপুরুষ তারকাদের গতিবিধি আমাদের তনুমনে প্রভাব ফেলে। এই শিক্ষা আপনি হলিউড বলিউডের ফিল্ম গুলোতেও প্রচার করতে দেখবেন। মা-হারা সন্তানকে পিতা বলে তার মা স্টার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এরূপ বিশ্বাসযুক্ত কাফেরদের মধ্যে যারা ক্ষমতাধর এবং বিশ্বের কুফরি শক্তি গুলোর কর্ম ও চিন্তাব্যবস্থার দিকনির্দেশক,তাদের একান্ত চেষ্টা থাকবে এমনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঢেলে সাজানো, যাতে করে আপনাকে নামে এস্ট্রোনমি শিখলেও এস্ট্রলজিই শিখতে হয়।সামনের পর্বে এ বিষয়টি আবারো আসবে ইনশাআল্লাহ! সামনের পর্বগুলোয় দেখবেন আজকের সায়েন্টিস্টগন বলছেন তারা নক্ষত্রেরই ফসল। তারকারাজি আমাদেরই পূর্বপুরুষ। এস্ট্রলজিতেও ক্লাসিক্যাল ইলিমেন্টস এর

ব্যবহার আছে। এস্ট্রোলজাররা ১২ টি এস্ট্রোলজিক্যাল সাইনকে প্রতিটায় তিনটি করে ৪টি ক্লাসিকাল ইলিমেন্ট এ (পানি,বায়ু,আগুন,পৃথিবী) অন্তর্ভুক্ত করে। মূলত এর ব্যবহার জাদুবিদ্যায়। একথা উইকিপিডিয়াতেও উল্লিখিত- *"These associations are not given any great importance in modern astrology, although they are prominent in modern Western Ceremonial Magic,neopaganism,druidism and wicca"*

-Wikipedia

বিস্তারিত দেখুনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Astrology_and_the_classical_elements

একটা বিষয় অবাক করে, আপনি উদয়াচল থেকে অস্তাচল, দক্ষিন থেকে উত্তরে যেদিকেই যান না কেন প্রত্যেক সভ্যতায় এস্ট্রলজির নীতিমালা একই। সুতরাং এক স্থান থেকে এ বিদ্যার জন্ম,অতঃপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তারকা ও আমাদের স্বত্ত্বাকে অভিন্ন করতে গেলে এর শুরুর দিকে যেতে হয়। আর সেটা অবশ্যই বস্তু/বিন্দু/উৎস হবার কথা। যা থেকে সবকিছুর সৃষ্টি। এখানেই মনিজমের(সৃষ্টি-স্রষ্টার অভিন্ন অস্তিত্বের) শুরু। একে Pandeism বা panentheism শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা হয়। পড়ুনঃ
m.wikipedia.org/wiki/Pandeism
m.wikipedia.org/wiki/Panentheism

সুতরাং সৃষ্টি শুরু হয়েছে একক বস্তু/ঘনবিন্দু থেকে। হ্যা, sounds like BigBang! ইহুদীদের কাব্বালা যেন বিগব্যাং এরই কথা বলে। পড়ুনঃ
https://m.wikipedia.org/wiki/Tzimtzum
http://www.kosmic-kabbalah.com/big-bang

কাব্বালিস্টরা শক্তভাবেই জাহির করে যে, বিগব্যাং এর কথা কাব্বালায় বলা হয়েছে। পড়ুনঃ
http://www.levity.com/alchemy/luria.html
http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/97305?/eng/content/view/full/97305&main
http://www.revealingscienceofgod.com/index.php?page=anticipations

এমুহূর্তে আলোচ্য বিষয় বিগব্যাং নয় বরং আলোচ্য বিষয় 'এক অস্তিত্ব ' থেকে শূন্য থেকে সৃষ্টি'র কল্পনা!

সৃষ্টির শুরুর পদ্ধতিকে রোজাক্রুশানিজম(Equivalent: Freemason/theistic Satanism/mysticism) 'Cosmic Egg' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। রোজাক্রুশানিজমের সিক্রেট ডক্ট্রিনে উল্লেখ আছে:***"The Germ within the Cosmic Egg takes unto itself Form. The Flame is re-kindled. Time begins. A Thing exists. Action begins. The Pairs of Opposites spring into being. The World Soul is born, and awakens into manifestation. The first rays of the new Cosmic Day break over the horizon."***
দেখুনঃ http://www.sacred-texts.com/sro/sdr/sdr04.htm

'কস্মিক এগ' বিষয়টি মাথায় রাখুন। সামনে হয়ত আলোচনায় পুনরায় আসবে। ইনশাআল্লাহ।

*'একক অস্তিত্ব/বিন্দু' থেকে সৃষ্টি হলে বর্তমান সময়ে মহাবিশ্বের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এরূপ অবস্থার ব্যাখ্যাও অকাল্টিস্টদের কাছে আছে। আর সেটা হচ্ছে- ক্রমাগত বিবর্তন। আমি সরাসরি মেইনস্ট্রিম সাইন্সের বিবর্তনবাদের আলোচনা করছি না। বরং এই মতবাদের শেকড়ে যাচ্ছি।

বিবর্তনবাদঃ

অকাল্টিজমে বিবর্তনবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক প্যাগান অকাল্টিস্টরা হার্ডকোর বিবর্তনবাদী হয়। তাদের কাছে এর ব্যপারে জ্ঞান এত সমৃদ্ধ যে আপনার কাছে মনে হবে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান অর্ধেক বিবর্তনবাদের শিক্ষা দেয়! বাকিটা গোপন রাখে। থিওসফির প্রতিষ্ঠাতা H.P Blavatsky তার সিক্রেট ডক্ট্রিনে বিবর্তনের ধারাবাহিকতার বিশদ বিবরন দিয়েছেন। তিনি এই বিবর্তন প্রক্রিয়াকে "রুট রেস" শব্দ দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এরমধ্যে আছে লুমেরিয়ান, হাইপারবোরিয়ান, আটলান্টিয়ান, আরিয়ান(আর্য), সিক্সথ রেস ও সেভেন্থ রেস। এক কোষী এ্যামিবা থেকে শুরু করে বিপুল সাইকিক সুপারপাওয়ার সম্পন্ন এনলাইটেন্ড বিং পর্যন্ত সবগুলো ধাপই আছে!

দেখুনঃ m.wikipedia.org/wiki/Root_race
https/en.m.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Doctrine
উপরের যে বিবর্তনবাদী ছবি দেখছেন সেটা এই প্যাগান মিস্টিকদেরই তৈরি। তারা পূর্নবিবর্তন প্রক্রিয়াকে দেখিয়েছে। এবং সর্বোচ্চ চূড়ায় দেখিয়েছে অরোবোরাস বা Self eating snake যার দ্বারা ওরা ইনফিনিট চক্রকে বোঝায়। অর্থাৎ স্টার ডাস্ট থেকে বিবর্তিত হতে হতে মানবে রুপান্তর, অতঃপর সুপারহিউম্যান..Complete Enlightened! এটা শুধু বিশ্বাসই না। অকাল্টিস্টদের অকাল্ট টিচিংয়েও যুক্তিপ্রমান দিয়ে বিবর্তনের প্রমানও বুঝিয়ে দিচ্ছে। এমনকি কনফিডেন্সের সাথে বলছে আমরা এখনো পরিবর্তিত হচ্ছি! সরাসরি ভিডিও দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=ha_9Omn9obk

সুতরাং, এবার বুঝতে পারছেন Occult knowledge এর কমপ্লেক্স মেকানিক্স এবং বিলিফ! সেক্রিড জিওম্যাট্রি দ্বারা বিবর্তনকে বুঝিয়ে দিল! আর সেই সাথে ব্যাকআপ হিসেবে এ্যালাইড বৈজ্ঞানিক তথ্য তো ছিলোই। আমাদের ডিএনএ'র স্ট্রেইন প্যাটার্ন নাকি ডাবল হেলিক্স থেকে ট্রিপল হেলিক্সে যাচ্ছে। আমরা নাকি অদূর ভবিষ্যতে হলিউডের ফ্যান্টাসটিক ফোরের ন্যায় সুপার হিউম্যানে রুপান্তরিত হতে যাচ্ছি,😄 অনেক অতিমানবিক ক্ষমতাও নাকি এজন্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

বিবর্তনবাদের চিন্তা অতিপ্রাচীন। প্রাচীন ব্যবিলনের ইতিহাসে এর গোড়া পাওয়া যায়। ব্যবিলনের গিলগামেশের মহাকাব্যে বিবর্তনবাদী চিন্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপরে পিথাগোরিয়ান স্কুল অব থট দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড বিখ্যাত অকাল্টিস্ট/দার্শনিক Anaximander কে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বিবর্তনকে বর্ননা করতে দেখা যায়। এনাক্সিম্যান্ডার ছিলেন যাদুবিদ্যার ক্ল্যাসিক্যাল চার ইলিমেন্টের(পানি,বায়ু, আগুন, পৃথিবী) একজন অন্যতম প্রবক্তা। তার সময়টাতে তিনি একে ফিজিক্স বলতেন।তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে, পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসছে! তিনি অলৌকিকতামুক্ত মেকানিক্যাল আকাশ ব্যবস্থার বিশদ বর্ননা দেন। সেই সাথে আংশিকভাবে পানিচক্রেরও বর্ননা দিয়েছেন। বিবর্তনবাদের কথক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। তিনি বলতেন সকল প্রাণীজগৎ এর পূর্বাবস্থা হচ্ছে মাছ। ৩য় শতাব্দীর রোমান লেখক Censorinus তার ব্যপারে বলেন: ***"Anaximander of Miletus considered that from warmed up water and earth emerged either fish or entirely fishlike animals. Inside these animals, men took form and embryos were held prisoners until puberty; only then, after these***

animals burst open, could men and women come out, now able to feed themselves".

[সূত্র:উইকিপিডিয়া]

পিথাগোরিয়ান অকাল্টিজমে বিশ্বাসী Empedocles একই বিবর্তনবাদের কথা বলে গেছেন। তিনিই ন্যাচারাল সিলেকশনের প্রথম প্রবক্তা।কস্মোজনী সেকশন পড়ুনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Empedocles

লুক্রেটিয়াস নামের আরেক গ্রীক দার্শনিক ঈসা(আ) এর জন্মের ৯৯ বছর পূর্বে আসেন তিনিও বিবর্তনের জ্ঞান বিতরন করে গেছেন। সুতরাং বুঝতে পারছেন বিবর্তনবাদের গপ্প কোথা থেকে এসেছে।

স্যাক্রিড জিওমেট্রিঃ

অপবিদ্যার জ্ঞানে 'জ্ঞানী' যাদুকরদের অপর এক বিশ্বাস- মহাবিশ্ব সম্পূর্ন নাম্বার এবং কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক প্যাটার্ন দ্বারা তৈরি। আর এসবের বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে চারটি প্লেটোনিক সলিড তথা পানি, বায়ু,আগুন ও পৃথিবী। একদম সস্তা তান্ত্রিক-যাদুকররাও এর সাথে ভালভাবেই পরিচিত।

চারটি ক্লাসিকাল ইলিমেন্ট বা প্লেটোনিক সলিড বা ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক তথা যাদুকরদের চারটি উপাদান ও 'অপবিত্র' জিওমেট্রি এবং বিবর্তনবাদ এর কম্বিনেশন আরো ভাল করে বুঝতে চাইলে পড়ুনঃ
https://buddyhuggins.blogspot.in/2012/08/spirit-science-18-four-elements.html?m=1

আগের পর্বেই বলেছিলাম অকাল্ট নলেজ অনুযায়ী এই রিয়েলিটি ইল্যুশন। ফিজিক্যাল সকল ম্যাটারই কালেক্টিভ কনসাসনেসের অংশ। ইউনিভারসাল কালেক্টিভ কনসাসনেসের ড্রিম(বা হলোগ্রাফিক সিমুলেশন) বা কল্পনাই হচ্ছে আমাদের রিয়েলিটি। ওরা এও বলে যে, এই ইল্যুশন-রিয়েলিটির ম্যাটারের ক্ষুদ্রতম স্তরটি ইনফরমেশন দ্বারা পরিপূর্ণ। এদের কেউ বলে, একদম বাইনারী ডিজিট দ্বারা পরিপূর্ণ। সেক্রিড জিওমেট্রি, ফিবোনাক্কি সিকোয়েন্স, গোল্ডেন রেশিও ইত্যাদির কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারের সমন্বয়ে সুসংগঠিত! বাইনারী ডিজিটে ভরা রিয়েলিটির উদাহরণ ম্যাট্রিক্স মুভি। না বুঝতে পারলে চিত্রটি(ডানে) দেখুনঃ

http://images.google.com/url?q=https://s3-us-west-1.amazonaws.com/yeti-site-media/uploads/.thumbnails/matrix_2.gif/matrix_2-497x377.gif&sa=U&ved=0ahUKEwjksZGU0unYAhVMx2MKHfD0CkwQ5hMIBA&usg=AOvVaw3qVkJflht0mgUl12FaOpat

দ্য ম্যাট্রিক্স অজস্র Occult ম্যাসেজে পরিপূর্ন একটি movie! যারা দেখেছে অধিকাংশ মানুষই সেটার ম্যাসেজ বুঝতে পারেনা,কেননা তাদের কাছে Occult Belief এর ব্যপারে কোন জ্ঞান নেই। একারনে শুধু একশ্যনগুলোই ইঞ্জয় করে কিন্তু এতে কি ম্যাসেজ দেওয়া হয়েছে, তা ডিকোড করতে পারেনা।

পড়ুনঃ

http://disinfo.com/2015/08/esoteric-symbolism-hidden-meaning-uncovered-matrix-film/

power of Maya....

Proof We Live In A Computer Simulation: Artificial Computer Code Found In Str...

Suppose you spent your whole life as a character in the computer game The Si...

thespiritscience.net

আজ হলিউডের সিংহভাগ চলচ্চিত্র নির্মাতারাই বিভিন্ন বামপন্থার পথিক। ৯৫% ফিল্মেই এসোটেরিক ইনিসিয়েশন আছে। কখনো স্যাটানিজম, কখনো অকাল্ট ম্যাসনিক সিম্বলিজম, কখনো অন্যান্য Mystical belief কে প্রমোট করে। যাহোক, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

ম্যাট্রিক্স মুভির পরিচালক লিলি ও লানা ওয়াচোস্কি। দুজনই ট্রান্সজেন্ডার! ওদের পিতা একজন কট্টর নাস্তিক। মা এক্স ক্যাথলিক এবং বর্তমানে শামানিস্ট 😃! এজন্যই 'দ্য ম্যাট্রিক্স' এরকম শামানিস্টিক অকাল্ট বিলিভবেজড ফিল্ম! https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Wachowskis

New Age গুরু দীপক চোপরা ইনফরমেশন বেজড কনসাস সিমুলেটেড রিয়েলিটির ব্যাপারে কিছু বলছেন। দেখুনঃ http://youtube.com/watch?v=cf_x5Vz-bRo

আগের পর্বে উল্লেখ করেছিলাম কেন অকাল্টিস্টদের মতে 'ল অব এট্রাকশন কাজ করবে। এ বিষয়ে অবশ্য আলাদা আর্টিকেলও আছে। আরো দেখুন, সিমুলেটেড ইল্যুশন রিয়েলিটি বা ম্যাট্রিক্স বা কালেক্টিভ কনসাসনেসে আকর্ষনের নীতি কিভাবে কাজ করে।
https://m.youtube.com/watch?v=795NcKABpUM

যাদুবিদ্যা ও এস্ট্রলজির থিওলজিকাল শিক্ষার বিখ্যাত চ্যানেল 'কই ফ্রেস্কো' কি বলছে দেখুন...! সত্যি সত্যি Red পিল গ্রহন করবেন না আবার। সাবধান!
https://m.youtube.com/watch?v=OxsLVwM9ewQ

এ ব্যাপারে আরেকটি মিস্টিকদের চ্যানেলে(এস্ট্রো সোল সিন) দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=FKhtzRT6Pdg

Reality= illusion(মায়া)/consciousness। এই ধারনা সবার প্রথম আসে ইস্টার্ন অকাল্টিজম থেকে। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের কিছু গ্রন্থে এর ব্যাপারে উল্লেখ আছে। https/en.m.wikipedia.org/wiki/Maya_(illusion)

Monier William এর মতে মায়া হলো- **"wisdom and extraordinary power" in an earlier older language, but from the Vedic period onwards, the word came to mean "illusion, unreality, deception, fraud, trick, sorcery, witchcraft and magic"**.
একই (ব্যবহারিক)অর্থ তান্ত্রিক বৌদ্ধদের মতেও।(Wikipedia)

আর এটার উপর ভিত্তি করে অকাল্টিস্ট HP. Blavatsky তার সিক্রেট ডক্ট্রিন(১৮৮৮) কিতাবে রিয়েলিটির অভিন্ন ব্যাখ্যা দেন, যা আজ সকল এসোটেরিস্টদের মধ্যে কমন।
দেখুনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Doctrine এর "Cosmic evolution: Items of cosmogony" সেকশনে ৪ ও ৫ নং।

কাব্বালাহ:

ইহুদী যাদুবিদ্যা কাব্বালাহ নিয়ে উপরে খানিকটা উল্লেখ করেছি। এর পেছনে আছে বাবেল শহরের নমরুদ ও সুলাইমান[আ:] এর সময়কার বিস্ময়কর ঘটনা।বাবেল শহরে জন্মানো এ বিদ্যার অরিজিন এর স্বীকৃতি দিয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহত্তম কাব্বালা গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'Bnei Baruch kabbalah institute' এর founder র‍্যাবাই মিকাঈল লেইটম্যানের যা বলেন তা তার মুখ থেকেই শুনুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=pCXAvRoE2OY

মজার একটি বিষয় হচ্ছে, উনি নিষেধ করছেন প্রাচীন বাবেল শহর থেকে আসা এই বিদ্যাকে যাদুবিদ্যা বলতে। এটা নাকি 'সাইন্স'! যা অনেক বছর গোপন অবস্থায় ছিল। এই কাব্বালিস্টিক সাইন্সের পার্স্পেক্টিভে গবেষনার জন্য অনেক ফিজিসিস্ট/মেডিসিন/সাইকোলজিস্টরা নিয়োজিত আছেন! তিনি বলেন, **"এখন এই (যাদু)বিদ্যার ইভলভড হচ্ছে কারন, এটা আমাদের দরকার। এই কাব্বালায় আছে প্রকৃতির নীতি গুলো,আমরা কিভাবে সেটা কাজে লাগাতে পারি এবং মানুষের জীবনের সাথে প্রকৃতির হার্মোনি তৈরি করতে পারি"। উনি আরো বলেন, আমাদের প্রয়োজন নতুন ধরনের অর্ডার বা আইন যা হবে গ্লোবাল ইন্টিগ্রাল! তিনি বলেন," কাব্বালায় সংযুক্ত হবার সাথে সাথে**

আমরা দেখছি মহাবিশ্বের সকল বস্তুই ট্রান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ, এবং আমরা দেখছি ওই শক্তিকে যা মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি, সেটা কি করে মহাবিশ্বে চালিকাশক্তিরূপে কাজ করছে। এটা অনেকটা একটি এমব্রয়ডারি করা কাপড়ের ন্যায় যার একদিক দিয়ে আপনি ছবির ন্যায় দেখছেন, অপর দিক দিয়ে দেখা যায় এর সুতার বুনন। এখানে কাব্বালা যেটা করে সেটা হলো,কাব্বালা আমাদেরকে ওই বুনন সমূহ যা পৃথিবীর ছবি(রিয়েলিটি) তৈরি করছে তা জানতে সাহায্য করে এবং কিভাবে আমরা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সঠিক ভাবে ছবিকে(রিয়েলিটিকে) আটকে(নিয়ন্ত্রন করতে) দিতে পারি।...."! তিনি শেষাংশতে বিভিন্ন সমস্যার সাথে সাথে 'গ্লোবাল টেররিজম' যা প্রকৃতি চায় না সেটার ব্যপারে ব্যবস্থা নিয়ে ন্যাচারের সাথে হার্মোনি আনতেই কাব্বালার উত্থান। গ্লোবাল টেররিজম বলতে এই ইহুদী কি বুঝিয়েছে সেটা বুঝদারদের জন্য ইশারাই কাফি। https/en.m.wikipedia.org/wiki/Bnei_Baruch

এই প্রথম পর্যায়ে ইহুদীদের মধ্যে যাদুবিদ্যা খুব গোপণীয়ভাবে প্রচলিত ছিল। বলা হয় প্রাচীন সময়কার যাদুবিদ্যার ট্রেডিশনের নাম মার্কাভা[এ নামে ইসরাইলের শক্তিশালী ট্যাঙ্ক আছে,এটা পৃথিবীর পাঁচটি সবচেয়ে শক্তিশালী ট্যাঙ্কের একটি]।ঈসা(আ) এর জন্মের ১০০০ বছর পূর্বে প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি ইহুদীরা প্রকাশ্যে যাদুবিদ্যার জ্ঞান চর্চা করত। অল্প কিছু খুবই উচুমানের র‍্যাবাইদের কাছে এই রহস্যময় যাদুবিদ্যার জ্ঞান থাকত। সেসব ওরাল ট্রেডিশনে এক গুরুর থেকে শিষ্যের কাছে পৌছতো। ওদের ভাষায় কাব্বালাকে 'হোয়াইট ম্যাজিক'ও বলা হতো। *"Practical Kabbalah properly involved white-magical acts, and was censored by kabbalists for only those completely pure of intent. "*

[Wikipedia]

সুতরাং ওদের কাছে এই যাদুবিদ্যাটি বৈধরূপে ছিল। ওদের যাদুচর্চা ইহুদী কমিউনিটির মধ্যে থাকার অবস্থা ১৩ শতক পর্যন্ত ছিল। এর পরেই তাদের গুপ্তবিদ্যা প্রকাশ্যে চলে আসতে শুরু করে। মোসেস ডেলিওন নামের এক র‍্যাবাই 'জোহার' নামের একটা বই ১৫ শতকে প্রকাশ করেন। জোহার শব্দের অর্থ Radiance! এটা এরামেইক ভাষায় লেখা হয় যাতে কাব্বালার বেশ কিছু কুফরি মতাদর্শ লিপিবদ্ধ হয়। এতে পৃথিবী গোলাকৃতি,বিগব্যাং ও বিবর্তনবাদের ব্যপারেও উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে এটাই কাব্বালার একটি বেসিক কিতাবে রুপান্তরিত হয়। https/en.m.wikipedia.org/wiki/Zohar

রেনেসাঁ বিপ্লবের সময় থেকে কাব্বালা ইহুদীদের বাহিরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। নস্টিক খ্রিষ্টান ও হার্মেটিক যাদুবিদ্যার্থীরা কাব্বালিস্টিক টেক্সট গুলো হিব্রু থেকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ শুরু করে। সকল অকাল্টিস্টরা একে "Universal Ancient Wisdom" বলে ঝাপিয়ে পড়ে কাব্বালার

মধ্যে। তৈরি হয় 'হার্মেটিক ক্বাবালা'! যাদুবিদ্যা,আলকেমি আরো ব্রড স্কেলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মানুষের মধ্যে ইহুদীদের যাদুবিদ্যার জ্ঞানকে এত বছর চেপে রাখার বিষয়টা নেতিবাচক ধারনা দেয়। মানুষ জানতে শুরু করে Golem এর মত বিষয় গুলো।

কাব্বালাহ তৎকালীন জ্ঞান- বিজ্ঞান ও দর্শনে চরম প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বর্তমানের স্বীকৃত অনেক বিজ্ঞানীও কাব্বালার অন্ধকার জ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলেন।সেসব সামনে আলোচনায় আসবে। কাব্বালার ব্যপারে দাবী ওঠে যে এটার সূচনা হয় 'জান্নাতুল আদন' থেকে। *"When read by later generations of Kabbalists, the Torah's description of the creation in the Book of Genesis reveals mysteries about God himself, the true nature of Adam and Eve, the Garden of Eden(Hebrew:* ***גַּן עֵדֶן****), the Tree of Knowledge of Good and Evil (Hebrew:****עֵץ הַדַּעַת שֶׁל טוֹב וָרַע****), and the Tree of Life (Hebrew:* ***עֵץ חַיִּים****)"*

[Wikipedia]

কাব্বালায় 'ট্রি অব লাইফের' কনসেপ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়। কাব্বালায় কেউ প্রবেশ করতে চাইলে সর্বপ্রথম তাকে এই শিক্ষা দ্বারাই শুরু করা হয়। দেখুনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah)

সুতরাং আশা করি বুঝতে পারছেন মেটাফোরিক্যালি ইহুদীদের এই কাব্বালা কোথাকার কথা বলছে। অর্থাৎ কাব্বালা এমনই জ্ঞান যা মানুষকে অনন্ত জীবনের এবং ভালমন্দের আকল সৃষ্টিকারী বিদ্যা দেয়। যার রাস্তা জান্নাতে আমাদের আদি পিতামাতাদের কাছেও শয়তান বাতলে দিয়েছিল। সেটা কতখানি সত্য ছিল, তা আপনারা ভালকরেই জানেন। একই রকমেরই জিনিস কাব্বালাতেও দিচ্ছে কিন্তু ভিন্নভাবে।। বস্তুত, শয়তান মানুষকে মিথ্যা ওয়াদাই দেয়।কাব্বালিস্ট র‍্যাবাইরাও জনসাধারনকে ইবলিসের মতই বলে এই ট্রি অব লাইফের জ্ঞান অর্জন করলে লাভ করবে এঞ্জেলিক সাইকিক এবেলিটি,এই জ্ঞান পেলেই জানতে পারবে কিভাবে evolve হয়ে complete Enlightenment অর্জন করবে! Be god of yourself! উপরেই উল্লেখ করেছি র‍্যাবাই লেইটম্যান এর কথা। তিনি এটাও বলেছিলেন, কাব্বালা একটি গ্লোবাল ইকোনমিক পলিসির কথাও শেখায়, আরো দেয় নতুন গ্লোবাল আইন বা সংবিধান (নিউ অর্ডার)। হয়ত আপনারা জানেন সকল মিস্টিক, জায়োনিস্টরা একটি Utopia(New World Order) এর স্বপ্ন দেখে। অর্থাৎ একটি অনন্ত রাজত্বের। গড়তে চায় Babylon CE[অর্থাৎ ঈসা মসিহ পরবর্তী আরেক নমরুদের স্বর্গরাজ্য]। কমপ্লিট এনলাইটমেন্ট/এঞ্জেলিক বিং এ ট্রান্সফর্মেশন,অনন্ত রাজ্যের আশা

প্রভৃতি সকল প্যাগান যাদুবিদ্যা অন্বেষী কাফেরদের এক অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা । এজন্যই মাইকেল লাইটম্যান অন্যান্য স্পিরিচুয়ালিস্ট কমিউনিটির মত ইএসপি(এক্সট্রাসেন্সরি পার্সেপশন),সাইকিক এবিলিটির(অতিমানবীয় ক্ষমতার) প্রমোট করছেন বিভিন্ন যুক্তি তর্কের দ্বারা। দেখুনঃ
http://youtube.com/watch?v=vOOBNFwVZUs
শয়তানও একই প্রতিশ্রুতি প্রথম মানব মানবীদের দিয়েছিল।
দেখুনঃ https://www.rabbidavidcooper.com/cooper-print-index/2010/11/7/2364-the-mystical-garden-of-eden.html

কাব্বালিস্টরা আকিদাগতভাবে সর্বেশ্বরবাদ (ওয়াহদাতুল উজুদ), পূর্নজন্মবাদে(রিইনকারনেশন) বিশ্বাসী। ওদের মধ্যেও ধ্যানচর্চা ব্যাপকভাবে রয়েছে।ওরা ধ্যানকে ওদের ভাষায় হিতবোনেতুত বলে। দেখুনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Hitbonenut

ওয়াহদাতুল উজুদকে যারা প্রমোট করে এবং বিশ্বাস করে, তাদের উচিৎ এই কাব্বালিস্টের কাছে থেকে তাদের কুফরি আকিদা আরো গভীরভাবে শিখে অভিশপ্ত কাফির হয়ে জাহান্নামে যাওয়া অথবা এর বিষয়ে সচেতন হয়ে তাওবা করে ফিরে আসা। সত্যিই 'এক অস্তিত্বের' ব্যপারে ব্যাখ্যা আমি কাব্বালিস্ট ইহুদীদের চেয়ে প্রফাউন্ড আর কোথাও পাইনি।দেখুনঃ http://youtube.com/watch?v=vPP0Mt-RO8M

ওরা সাধারন সকল অকাল্টিস্টদের ন্যায় বলে, যে কেউ যেকোন ধর্মে থেকে বা ধর্ম পালন না করে সৃষ্টিকর্তার সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এর কারন সেই মনিজম বা ওয়াহদাতুল উজুদ। অর্থাৎ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন সৃষ্টিগতভাবে সে স্রষ্টার সাথেই যুক্ত আছে(নাউজুবিল্লাহ)।

কাব্বালা নন জিউইশ কমিউনিটিতেও অকাল্টিজমের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অকাল্ট কমিউনিটির সুবিধার্থে কাব্বালার র‍্যাবাই গুরুদের মধ্যে ইউনিভার্সালিস্টরা বিভিন্ন দেশে কার্যালয় খুলেছে। এখনো ইহুদীদের কিছু গ্রুপ ৪০ বছরের নিচের কাউকে কাব্বালার অপবিদ্যার কাছে ঘেষতে দেয় না। কিন্তু অধিকাংশ র‍্যাবাইরা এখন বলছে, সব বয়সীদের জন্য এটা উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। অ-ইহুদী সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন রহস্যবাদী আধ্যাত্মিক দল, ফ্রিম্যাসন, রোজাক্রুশানিজম, গোল্ডেন ডন, নিউএজ ইত্যাদির কাছে কাব্বালা সহায়ক জ্ঞানের উৎস।
"A third way are non-Jewish organisations, mystery schools, initiation bodies, fraternities and secret societies, the most popular of which

are Freemasonry, Rosicrucianism and the Golden Dawn, although hundreds of similar societies claim a kabbalistic lineage."[Wikipedia]

কাব্বালা আমাদেরকে পূর্বোল্লিখিত রিয়েলিটির ব্যপারে অভিন্ন অকাল্ট ধারনা দেয় যে, এটা একটা ইল্যুশনাল ম্যাট্রিক্স। তাছাড়া প্যারালাল ইউনিভার্স, ম্যাটারের এটমিক,পৃথিবীর স্পেরিক্যাল আকৃতিরও ধারনা দেয়। এর বিখ্যাত গ্রন্থ জোহারে উল্লিখিতঃ **"The Whole world roll around like a ball,so that some people are above and some are below"[Zohar]**।

וּבְסִפְרָא דְּרַב הַמְנוּנָא סָבָא, פָּרִישׁ יַתִּיר, דְּהָא כָּל יִשּׁוּבָא מִתְגַּלְגְּלָא בְּעִגּוּלָא כַּכַּדּוּר, אִלֵּין לְתַתָּא, וְאִלֵּין לְעֵילָּא, וְכָל אִינּוּן בִּרְיָין מְשַׁנְיָין בְּחֶזְוַוְייהוּ מִשִּׁנּוּיָא דַּאֲוִירָא. כְּפוּם כָּל אֲתַר וַאֲתַר, וְקַיְימִין בְּקִיּוּמַיְיהוּ כִּשְׁאָר בְּנֵי נָשָׁא.

English: Rav Hamnuna Saba (the elder) explains further in his book that the entire inhabited land rolls around like a ball, so that some are up and some are down. TO WIT, THE CREATURES AROUND THE GLOBE ARE OPPOSITE EACH OTHER AND THE SEVEN SECTIONS OF THE GLOBE ARE SEVEN LANDS. (The Seven Continents) All of the creatures OF SIX OF THE LANDS are different in their appearance according to the difference in the atmosphere in each place, and they live like any other man.

[English Zohar Vayikra Volume 14 vs. 141]

וְעַל דָּא אִית אֲתַר בְּיִשּׁוּבָא, כַּד נָהִיר לְאִלֵּין, חָשִׁיךְ לְאִלֵּין, לְאִלֵּין יְמָמָא, וּלְאִלֵּין לֵילְיָא. וְאִית אֲתַר דְּכוּלֵּיהּ יְמָמָא, וְלָא אִשְׁתְּכַח בֵּיהּ לֵילְיָא, בַּר בְּשַׁעֲתָא חֲדָא זְעֵירָא. וְהַאי דְּאָמַר בְּסִפְרֵי קַדְמָאֵי, וּבְסִפְרָא דְּאָדָם הָרִאשׁוֹן הָכִי הוּא.

English: There is an inhabited place, so that when there is light on some - ON THAT SIDE OF THE GLOBE - it is dark for others ON THE OTHER SIDE OF THE WORLD. THUS when it is day for one group, it is night for the others. There is an inhabited place where there is day only and no night, save for a little while. (Antarctica)

[English Zohar Vayikra Volume 14 vs. 142]

" The world is as round as a ball. When the sun comes out in the east, it goes in a circle until it reaches below the earth, and then it becomes evening. At that time, it gradually descends by circles of certain steps, descending and circling the whole earth and the whole world.

When the sun comes down and is covered by it, it grows dark upon us and lights up to those who are dwelling below us, those who are on the other side of the earth, below our feet. And so it grows dark on one side and shines on the other side, below it, following the world and circle of the earth, round and round."

[New zohar, beresheet:619-620]

"That the world is round, as it is said in the Jerusalem Talmud of Alexander of Macedon, who rose up and up until he saw the world as a ball and the sea as a bowl; 'the sea' is the ocean which surrounds the whole world."

[Tosafot on tractate Avodah Zarah 41a, s.v.k'kadur]

অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচলিত স্ফেরিক্যাল গ্লোব মডেলের সুস্পষ্ট বর্ননা দিচ্ছে এই যাদুশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে আজকের এস্ট্রোনমি/এস্ট্রোফিজিক্স শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্রের বিকৃত কথা ছাড়া আর কিছু নয়। শয়তান সবসময় ফিতরাতকে বিকৃত করতে পছন্দ করে। আল্লাহ যা বলেন তার বিপরীতটাই বলবে। রাসূল(সাঃ) ও তার সাহাবাগন তাওহীদের(একত্ববাদ) কথা বললে, শয়তান শেখাবে ইত্তেহাদের কুফরি কথা।ও এমন এক কস্মোলজি আবৃত্তি করবে যা থেকে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব এবং অবশেষে তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা যায়।

কাব্বালা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় প্রকৃতির ডাইমেনশাল নলেজে। কাব্বালা শিক্ষক বিলি ফিলিপ্স বলেন, "জোহার আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে রিয়েলিটি ১০টি ডাইমেনশন দ্বারা তৈরি। একপার্সেন্ট আমরা দেখছি এবং ৯৯%ই আমাদের থেকে গোপন।" কাব্বালার ডাইমেনশনের শিক্ষা ট্রি অব লাইফের চার্টেই রয়েছে। বিস্তারিত দেখুনঃ
http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/86657?/eng/content/view/full/86657&main

http://www.zohar.com/article/10-dimensions-reality
http://youtube.com/watch?v=4mlKd1BA6BM
http://youtube.com/watch?v=0drT_L4G8w8

সরাসরি যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে কাব্বালা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় 'নজর'ভিত্তিক যাদু। ওরা গতানুগতিক সকল প্যাগান অকাল্টিস্টদের মত রিয়েলিটিকে অবজারভারকেন্দ্রিক তথা নিউথটের 'ল অব এট্রাকশন'কে মানে। অর্থাৎ রিয়েলিটিতে ম্যাটারের পরিবর্তনে অবজারভার দায়ী থাকে বলে বিশ্বাস করে। এ নিয়ে প্রথম পর্বে বিস্তারিত ভেঙ্গে আলোচনা হয়েছিল।কয়েক লাইনে আবারো উল্লেখ করি, প্যাগান যাদুকররা বিশ্বাস করে, প্রকৃতির সবকিছুই বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ও ভাইব্রেশনের এনার্জি। সলিডিটি বলে কিছু নেই। সাবএটমিক পর্যায়ে সবই এনার্জি। আর ইউনিভার্সের গোটা এনার্জি ফিল্ডকে একত্রে বলা হয় কালেক্টিভ কনসাসনেস[Ein Sof]। এই ইউনিভার্সাল কনসাসনেসের ইল্যুশন হচ্ছে রিয়েলিটি যা প্রকৃতিকে বিভিন্ন ম্যাটারে আলাদাভাবে রেখেছে। সাবএটমিক পর্যায়ে মানুষের চিন্তা বা Thought ও এনার্জি। তাই Human Consciousness এর thought Energy(অবজারভার) , universal unified energy field এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এজন্য রিয়েলিটি একদম ভিত্তিগত পর্যায়ে অবজারভার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। https://kabbalah.com/en/concepts/consciousness-creates-reality
https://kabbalah.com/en/concepts/476-creating-our-reality
এমতাবস্থায় নিয়ন্ত্রনকরতে সক্ষম যারা তারা সিদ্ধিলাভকারী(এনলাইটেন্ড)। কাব্বালিস্টরা অবজারভারের শুধু নযরকে ব্যবহার করে হত্যা করার বিদ্যাও শেখায় এবং ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রন করা শেখায়। ইসলামে আমরা নযর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে 'বদনযর'(Evil Eye) বলে থাকি।

কাব্বালার(হার্মেটিক ট্রেডিশন) ব্যপারে স্পিরিট সাইন্স চ্যানেলঃ
https://m.youtube.com/watch?v=DZnUXa4CIa4
https://m.youtube.com/watch?v=7D-W9XyJ_BA
https://m.youtube.com/watch?v=eQx4q9nBonE

কাব্বালার ইতিহাসের ব্যপারে বিস্তারিতঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
https://m.youtube.com/watch?v=ibuSPtXG5dg

http://www.conspiracyschool.com/kabbalah
http://www.howardnema.com/2015/07/19/secrets-of-the-kabbalah-ancient-babylonian-mysticism/
https://m.youtube.com/watch?v=mtslmfYg3bI
https://m.youtube.com/watch?v=DQ3ByjMtmx4

বিঃদ্রঃ সঙ্গত কারনে কাব্বালার ভেতরের এসোটেরিক অপবিদ্যার স্বরূপ বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা বিরত থাকছি। উপরে অনেক তথ্যের ওয়েব লিংক, ডকুমেন্টারি ভিডিও ইত্যাদি উল্লেখ করেছি। সাধারনকে কৌতূহল প্রশমনের অনুরোধ করি। যারা তাওহীদের গভীর জ্ঞান রাখে না তাদের জন্য এইসব যাদুশাস্ত্র-রহস্যবাদ নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটা মহাবিপদের। এসব ইল্ম কাফের করে দিতে সমূহ সম্ভাবনা রাখে। মনে রাখা উচিৎ মধ্যযুগে অনেক মুসলিম নামধারীরা এসব অন্ধকার বিদ্যার চর্চা করেই 'বিজ্ঞানী' নাম কামিয়েছিল, কিন্তু কুফরি থেকে বের হতে পারেনি,অধিকাংশই কাফের হয়ে মরে।

অনেকে এখনো বুঝতে পারছেন না কেন এই বামপন্থী আধ্যাত্মবাদ ও যাদুবিদ্যার আলোচনা গুলো বার বার আসছে। অতিসত্বর বুঝতে পারবেন। যখন কোন মানুষ মদ ও অন্য সাধারন পানীয় এর মধ্যে তফাৎ করতে না পারে, তখন সে উভয়কেই হালাল মনে করে গ্রহন করে। এমতাবস্থায় তাকে আচমকা এলকোহলিক পানীয় বর্জন করতে বললে সে উলটো বেপরোয়া হয়ে যায় এবং তা উলটো আঁকড়ে ধরতে সংকল্প করে। প্রচলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাই সীমানা স্পষ্টকরনের জন্য অনেক কথাই লিখতে হচ্ছে। মূল আলোচনা এখনো শুরু হয়নি। ১ম-১০ম পর্ব সামনে আসন্ন বিষয়গুলো বুঝতে ও সংযোগ করতে সাহায্য করবে।

এখন যারা দম্ভের সাথে বিজ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ গ্রহনযোগ্য সত্যরূপে মানে,বিশেষ করে এদের মধ্যে যারা নিজেদের 'মুসলিম' দাবি করে, তাদের মুখের অবস্থা ভাবছি, যখন হক্ক ও গোমরাহি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষই পথভ্রষ্টতা ও শয়তানের ফাঁদেই আটকে আছে, অথচ ভাবে তাদের অবস্থানই শুদ্ধ।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

[চলবে বিইযনিল্লাহ]

Sources:

১.https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/chakra-third-eye-yoga_10.html

২.https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/law-of-attraction_29.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/law-of-attraction_10.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_8.html

৩.https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_30.html

৪.https://m.youtube.com/watch?v=qb-PgFwPwhc

https://m.youtube.com/watch?v=jgxu3GBhnSk

https://m.youtube.com/watch?v=wrfOo7m6wlo

৫.https://m.youtube.com/watch?v=LtT6Xkk-kzk

৬.https://m.youtube.com/watch?v=AYDgmpiE-U0

৭.https://m.youtube.com/watch?v=Gqij_2kjJcg

https://m.youtube.com/watch?v=wDJIsscCoGE

৮.https://m.youtube.com/watch?v=Xy9-AM6QE70

৯.https://m.youtube.com/watch?v=3FqmVlTeiwQ

১০.https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_41.html

১১.https://steemit.com/life/@ericvancewalton/altered-states-of-conscious-my-fifth-float-in-the-sensory-deprivation-tank

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2190/IC.29.2.d

https://bigthink.com/21st-century-spirituality/the-altered-states-of-sensory-deprivation

১২.https://m.youtube.com/watch?v=kRF9n7U1G3w

১৩.https://m.youtube.com/watch?v=SQjd535lLx0

https://m.youtube.com/watch?v=kiAc408Yk78

১৪.https://m.youtube.com/watch?v=Z1HJVA7BjDU

১৫.https://m.youtube.com/watch?v=VCeNUH4RY0M

https://m.youtube.com/watch?v=np_to6OghXE

https://m.youtube.com/watch?v=WYQwYrUMnrI

https://m.youtube.com/watch?v=pgj_b_pW3Zw

https://m.youtube.com/watch?v=22vOkSWiNwQ

১৬.https://aadiaat.blogspot.com/2019/05/hashem-al-ghaili-occult-worldview_28.html

১৭.https://m.youtube.com/watch?v=jgxu3GBhnSk

https://m.youtube.com/watch?v=5uGtTamBNUA

১৮.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness

১৯.https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/near-death-experiencende_10.html

২০.https://smokeymirror.com/magic-mushrooms-or-ancient-aliens/

https://www.evolveandascend.com/2017/02/21/are-magic-mushrooms-a-gateway-to-a-different-world-elves-spirits-and-extraterrestrials/

https://patch.com/california/santacruz/can-psychedelic-drugs-help-us-speak-to-aliens

https://www.huckmag.com/perspectives/activism-2/psychonauts-drugs-aliens/

https://grahamhancock.com/51560-2/

https://qz.com/1196408/scientists-studying-psilocybin-accidentally-proved-the-self-is-an-illusion/
https://www.mcgilldaily.com/2017/10/as-above-so-below
[২১]Book of Jasher Compendium of World History Vol 1. By Herman Hoeh
History of Freemasonry by Albert Mackey
The Rise and Fall of King Nimrod by Dudley Cates Athena and Kain
The True Meaning of Greek Myth by Robert Bowie Johnson, Jr Semiramis, Queen of Babylon, 2 Bryce Self (http://www.ldolphin.org/semir.html) Nimrod and Babylon, Lesson Four: Nimrod and Babylon: The Birth of Idolatry
[২২]https://en.wikipedia.org/wiki/Talmud#Babylonian_Talmud
[২৩]https://lightbeingmessages.com/transformation-to-a-light-body-during-ascension/
https://www.gaia.com/article/what-is-a-light-body
https://medium.com/@StarseedsRise/ascension-we-are-becoming-5th-dimensional-crystalline-solar-light-beings-531e7e02c17b

[পর্বঃ৩]

অকাল্ট সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারনা

আজ ৩য় পর্বেও আমরা পূর্বের ন্যায় আংশিকভাবে প্যাগান ধর্ম/সংগঠন নিয়ে আলোচনা করব ও ধীরে ধীরে "বৈজ্ঞানিক" অরিজিনের শেকড়ে ফিরব, সেই সাথে Global Scientific illumination এর মহান পথিকৃৎদের নিয়ে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

Eastern Occultism:

Occult philosophy গুলোতে সবচেয়ে এডভ্যান্স হচ্ছে Eastern occultism বা Eastern Mysticism। গ্লোবাল প্যাগান রিভাইভালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে পূর্বাঞ্চলীয় আধ্যাত্মবাদ। বলা যায়, পশ্চিমা প্যাগানিজমের চালিকাশক্তিই এই পূর্বাঞ্চলীয় মিস্টিসিজম। খোদ আমেরিকায় ইস্টার্ন অকাল্টিজমের প্রভাব লক্ষ্য করবার মত। আমেরিকায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ভারতবর্ষ থেকে আগত বহু সাধু-গুরুজীদের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের গুপ্তদর্শন প্রচারের জন্য। জাতিসংঘ এবং মার্কিন সরকারের নিবিড় পৃষ্ঠপোষকতায় আজ আমেরিকার প্রতি চার জনে একজন নাগরিক ভারতীয় অকাল্ট স্পিরিচুয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডভিউ লালন করে। সেখানকার স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক ইয়োগা শিক্ষাও চালু করেছিল সরকার। বর্তমানে ব্যাঙের ছাতার মত আমেরিকার এখানে সেখানে মেডিটেশন-ইয়োগা ট্রেনিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা সবচেয়ে বেশি ইস্টার্ন স্পিরিচুয়ালিজমের ফাদে পড়েছে। টেলিভিশন প্রোগ্রামে তো করছেই, এমনকি হলিউডের ক্যারেক্টারদের
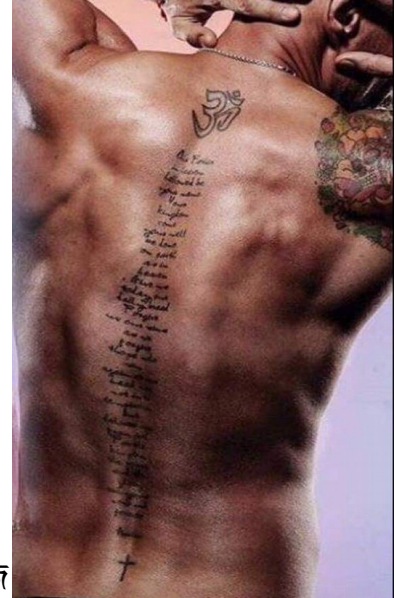
দ্বারাও প্রোমোট করা হচ্ছে। আমি অবাক হয়েছিলাম 'ডেথ রেস থ্রি' এর হিরো Luke Goss এর পিঠে 'Om' সিম্বল দেখে। দেখুনঃ
https://a3-images.myspacecdn.com/images02/81/e30edbaad4a14db6ad1feb1aa5ce0fdc/full.jpg

তেমনিভাবে ম্যাডোনার বিখ্যাত মিউজিক ভিডিও ফ্রোজেন এ দেখা যায় Sirius নক্ষত্র থেকে আলো ভূপৃষ্ঠে পড়ে কাল পদার্থে রূপ নিয়ে ম্যাডোনার হাতে প্রবেশ করে এবং দেখা যায় তার হাতেও 'ওঁ' লেখা। এটা সম্পূর্ন শয়তানি মিউজিক ভিডিও যাতে বিভিন্ন ব্ল্যাক আর্ট,ম্যাজিক,ডিমোনোলজিকে implicitly প্রকাশ করে।

এটা বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা ট্রেন্ড। কেউ হাতে, কেউ বুকে, কেউবা পিঠে এরকম ইস্টার্ন Esoteric symbol এর উল্কি/ট্যাটো করে থাকে। ইস্টার্ন মিস্টিসিজম বলতে মেইনস্ট্রিম বৌদ্ধ,হিন্দু,জৈন,বৈষ্ণবদের বোঝায়। আমরা যখনই সর্বেশ্বরবাদ(monism) ও পুনঃজন্মবাদের আকিদার কথা শুনি তখন প্রথমেই মনে হিন্দুবৌদ্ধদের কথা চলে আসে। অথচ এটা শুধু তাদের একার বিশ্বাসই না।বরং পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল প্যাগানদের এবং সকল গুপ্তজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অভিন্নভাবে বিদ্যমান। সেজন্য পূর্বাঞ্চলীয় কুফরি মতাদর্শগুলোকে সাধারন ধর্মের কাতারে রাখা ভুল।

এগুলো মূলত Ancient Indian philosophical school of thought! এদের যারা বৈদিক ডোমিনিয়ন মানে তাদেরকে আস্তিক বলে আর যারা বেদকে মূল হিসেবে মানে না তাদেরকে নাস্তিক স্কুল অব থট বলা হয়। বৌদ্ধ,জৈন মতবাদ 'নাস্তিক' শাখাভুক্ত। উভয়ের মাঝেই অকাল্ট ট্রেডিশন হিসেবে 'তন্ত্র'কে মান্য করা হয়।'তন্ত্র' ইস্টার্ন মিস্টিসিজম বা অকাল্ট ফিলোসফির প্রধান পথ। আপনারা জানেন তান্ত্রিকরা যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। অনেক হিন্দু তন্ত্রকে দূরে ঠেলে দিতে চায় কিন্তু ভারতের সব মতবাদই আসলে একে অপরের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।কেউ তান্ত্রিক ট্রেডিশন বাদ দিয়ে ষড়চক্রের উন্নয়ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না কেননা সেটা তন্ত্র থেকেই এসেছে।বেদ প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল শাস্ত্র। বেদ লেখা
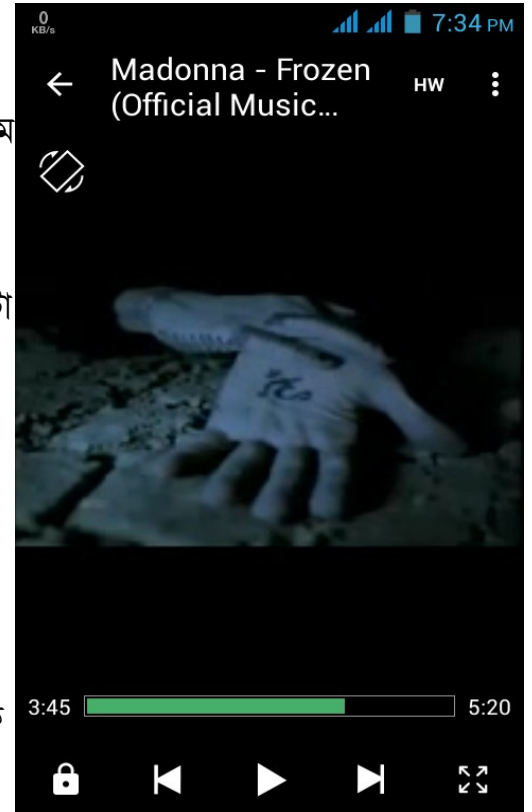
হত কথিত মূনীঋষিদের দ্বারা। তারা ধ্যানের মাধ্যমে Altered State of Consciousness এ গিয়ে উচ্চতর ডাইমেনশনে থাকা স্পিরিচুয়াল স্বত্ত্বাদের থেকে অনেক জ্ঞান আহরন করতেন। পরবর্তীতে সেগুলো কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয় (স্মৃতি/শ্রুতি ভাগে) পবিত্রশাস্ত্র হিসেবে।

"The Veda, for orthodox Indian theologians, are considered revelations seen by ancient sages after intense meditation, and texts that have been more carefully preserved since ancient times."

(Wikipedia)

তাছাড়া লেফট হ্যান্ড পাথের(বামপন্থার) সাথেও ইস্টার্ন মিস্টিসিজমের সুদৃঢ় সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এথিস্টিক স্যাটানিজম এবং অকাল্ট এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন সেক্ট অব দ্য হর্ন গডের প্রধান Thomas LeRoy বলেন, হিন্দুধর্ম বামপন্থার একটি অন্যতম পথ। শিবকেও তিনি গ্লোরিফাই করেন একটি ভিডিওতে। তার পেজ লিংকঃ m.facebook.com/TheSectOfTheHornedGod
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Left-hand_path_and_right-hand_path
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Vedanta
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Āstika_and_nāstika
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Śramaṇa
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Veda
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Tantra

বেদকে সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ গুলোর একটি হিসেবে ধরা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব সর্বোচ্চ ১৭০০ বছর আগে বেদ ভারতে আসে। বেদ ছিল আর্যদের ধর্মশাস্ত্র। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সাল বা তার কিছু আগে আর্যরা ব্যবিলনের আশেপাশের কোন অঞ্চল থেকে ভারতে আসা শুরু করে। ধীরে ধীরে কালের পরিক্রমায় ভারতীয়রা বৈদিক দর্শনকে গ্রহণ করা শুরু করে। সেই থেকে হিন্দুত্ববাদীদের একটা ভ্রান্ত অহমিকা তৈরি হয় যে তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী। এটা সত্য যে ওদের প্যাগান মতাদর্শ সর্বাধিক সময় ধরে একই ভাবে টিকে আছে, তাই বলে এই নয় যে সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন 'ধর্ম'। নতুবা, হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার সময় হিন্দুত্ববাদ কোথায় ছিল(?)! আগেই উল্লেখ করেছি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি কোন রিলিজিয়াস ট্রেডিশন না। বরং ইস্টার্ন অকাল্ট ফিলোসফিক্যাল ট্রেডিশন।

বেদের মূল জ্ঞানের অংশ উপনিষদ।উপনিষদেই আধ্যাত্মবাদের মূল আলোচনা করা হয়েছে।বেদের মূল প্রানকেন্দ্র উপনিষদ। তান্ত্রিক এসোটেরিক ট্রেডিশন থেকে এসেছে ষড়চক্র ও দেহতত্ত্ববাদী নানা সাধনা রিচুয়াল। সেসবের উপর ভিত্তি করেই ধ্যান-ইয়োগা(যোগসাধনা) করা হয়। আপনারা অবগত যে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ যাদুবিদ্যার জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত। যারাই যাদুবিদ্যা,গুপ্তজ্ঞানের খোজে ছুটেছেন তারা ভারতে একবার হলেও এসেছেন। আধুনিক ওয়েস্টার্ন এসোটেরিক পাথের এক জননী ম্যাডাম এইচ.পি ব্লাভাস্তস্কি ভারত ও তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছেন এবং অনেক যাদুকর তান্ত্রিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, এরপরে তিনি নিজেই থিওসফিক্যাল সোসাইটি গঠন করেন।

গোটা বৈদিক শাস্ত্র যাদুবিদ্যা/ spell casting এর শিক্ষা দেয়। দেখুনঃ
http://astrologyfutureeye.com/mantra-108
http://www.vedanta-occult-spells.com/karma-in-hinduism.html
http://www.vedanta-occult-spells.com/spell-caster.html
http://www.vedanta-occult-spells.com
https://baalkadmon.com/portfolio-item/vedic-magick/
https://vicdicara.wordpress.com/2017/01/24/magic-spells-from-atharva-veda/

মন্ত্র বা Spell casting খুবই সাধারণ একটা ব্যপার এই পূর্বাঞ্চলের প্যাগান 'ধর্মচক্রে'।
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Mantra

"Mantras come in many forms, including ṛc (verses from the Rigveda for example) and sāman (musical chants from the Sāmaveda for example).[3][7] They are typically melodic, mathematically structured meters, believed to be resonant with numinous qualities. At its simplest, the word ॐ (Aum, Om) serves as a mantra. In more sophisticated forms, mantras are melodic phrases with spiritual interpretations such as a human longing for truth, reality, light, immortality, peace, love, knowledge, and action.[3][12] Some mantras have no literal meaning, yet are musically uplifting and spiritually meaningful."(Wikipedia)

আগেই আপনাদেরকে বলেছিলাম মিস্টিকদের কথিত রিয়েলিটি=ইল্যুশন বা মায়া তত্ত্ব সর্বপ্রথম এসেছে এই ইন্ডিয়ান প্যাগানিজম থেকে। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের কিছু গ্রন্থে এর ব্যপারে উল্লেখ আছে।বিস্তারিত দেখুনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Maya_(illusion)

Monier William এর মতে মায়া হলো- *"wisdom and extraordinary power" in an earlier older language, but from the Vedic period onwards, the word came to mean "illusion, unreality, deception, fraud, trick, sorcery, witchcraft and magic".*

(Wikipedia)

ইস্টার্ন অকাল্ট বিলিফ সিস্টেম আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ও ভাইব্রেশনের দ্বারা প্রকৃতির গঠনের কথা বলে, যে বিশ্বাস সকল মিস্টিকদের মধ্যে বিদ্যমান।। *"Creation consists of vibrations at various frequencies and amplitudes giving rise to the phenomena of the world."*

(Wikipedia)

এস্ট্রলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্র যা ইসলামী শারী'আ যাদু বিদ্যার একটি শাখা হিসেবে সাব্যস্ত করে সেটাও পূর্বাঞ্চলের অকাল্টিজমের মৌলিক বিষয়। *"The foundation of Hindu astrology is the notion of bandhu of the Vedas, (scriptures), which is the connection between the microcosm and the macrocosm."*

(উইকিপিডিয়া)

"Jyotiṣa is one of the Vedāṅga, the six auxiliary disciplines used to support Vedic rituals."

(উইকিপিডিয়া)

*"The Vedāṅga Jyotiṣa, or Jyotiṣavedāṅga (Devanagari **वेदाङ्ग ज्योतिष**) is one of earliest known Indian texts on astronomy and astrology (Jyotisha).[1] The present form of the text is dated to the 700 BCE to final centuries BCE, but it is based on a tradition reaching back to about 1400 BCE."*

(উইকিপিডিয়া)

বিস্তারিতঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Vedanga
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Vedanga_Jyotisha

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে যাদুবিদ্যার শাখাভুক্ত জ্যোতিষশাস্ত্র পূর্বাঞ্চলীয় 'আস্তিক ট্রেডিশনে'রই অবিচ্ছেদ্য বিষয়। তাহলে 'নাস্তিক দর্শনের' অন্তর্ভুক্ত বৌদ্ধ/জৈন/ Cārvāka/ Ājīvika গুলোর কি অবস্থা!/? আপনারা জানেন বৌদ্ধমত সবচেয়ে বেশি স্পিরিচুয়াল। এদের মধ্যে যোগসাধনা,যাদু-তন্ত্র-মন্ত্র, আধ্যাত্মিক এনলাইটমেন্টের মনোযোগ বেশি। আপনারা ভাল করেই জানেন বৌদ্ধদের কালচক্রতন্ত্রে কি উল্লেখ আছে।
জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যপারে আল্লাহর রাসূল(সা) কি বলেন?
ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, **مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ...**
‘যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা থেকে কিছু অংশ শিখল সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখল। এ (জ্যোতির্বিদ্যা) যত বাড়বে যাদুবিদ্যাও তত বাড়বে’।

(আবূদাঊদ হা/৩৯০৭; ইবনু মাজাহ হা /৩৮৫৮, সনদ হাসান)

কুফরের মূল কেন্দ্র পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন এস্ট্রোনোমিকাল আইডিয়া এতটাই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল যে তা গ্রীস পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জ্ঞানের অন্যতম চর্চাকেন্দ্র গ্রীসেও ভারতবর্ষের অপবিদ্যা প্রভাবিত করে।*"Indian astronomy also influenced Greek astronomy beginning in the 4th century BCE[6][7][8] and through the early centuries of the Common Era, for example by the Yavanajataka[6] and the Romaka Siddhanta, a Sanskrit translation of a Greek text disseminated from the 2nd century"(Wikipedia)*

https/en.m.wikipedia.org/wiki/Indian_astronomy

ভারতীয়দের বিশ্বাস তারা প্রাচীনকাল থেকেই ওদের ধর্মীয়শাস্ত্র থেকে জানতো যে পৃথিবী বর্তুলাকার। তবে একদম বলের ন্যায় গোলাকার নয়। স্ফেরিক্যাল আকৃতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রমান সংস্কৃত "ভূগোল" শব্দটি। দেখুনঃ
https://hinduism.stackexchange.com/questions/12365/what-is-the-shape-of-earth-according-to-hindu-scriptures

শুধু গ্রীসেই নয় ইউরোপেও জেসুইট মিশোনারীর সহযোগীতায় ভারতীয় আকাশবিদ্যা পৌছে যায়। হিন্দু বৈদিক শাস্ত্রে এমনকি মধ্যাকর্ষন বলের কথাও আছে। জেসুইট মিশোনারীদের নিয়ে সামনে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। *"Some scholars have suggested that knowledge of the results of the Kerala school of astronomy and mathematics may have been transmitted to Europe through the trade route from Kerala by traders and Jesuit missionaries. [51] Kerala was in continuous contact with China, Arabia and Europe".*

(উইকিপিডিয়া)

সবচেয়ে অবাক করে হিন্দুশাস্ত্রে সর্বপ্রথম 'পরমানুর' ব্যাপারে সংজ্ঞা। যার উপর গোটা পদার্থবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে সেটার ব্যাপারে সর্বপ্রথম বর্ননা পাওয়া যায়:

caramaH sad-visheShANAm aneko .asaMyutaH sadA |
paramANuH sa viGYeyo nR^iNAm aikya bhramo yataH || 3.11.1

The material manifestation's ultimate particle, which is indivisible and not formed into a body, is called the atom. It exists always as an invisible identity, even after the dissolution of all forms. The material body is but a combination of such atoms, but it is misunderstood by the common man.

sata eva padArthasya svarUpAvasthitasya yat |
kaivalyaM parama-mahAn avisheSho nirantaraH | |3.11.2

Atoms are the ultimate state of the manifest universe. When they stay in their own forms without forming different bodies, they are called the unlimited oneness. There are certainly different bodies in physical forms, but the atoms themselves form the complete manifestation.
The Parama-Mahan is still more subtler than Paramanu.
The Parama Mahan is unique, has no difference, no spacing and leaves behind nothing.
However, majority of Hydrogen atoms have only electrons and protons, but no neutrons.

evaM kAlo .apy anumitaH saukShmye sthaulye ca sattama |
saMsthAna-bhuktyA bhagavAn avyakto vyakta-bhug vibhuH || 3.11.3

In the same way time also has its discrete divisions, which comprise its gross form and this can be measured by the movement and combination of particles; viShNu is that which is unmanifest, existing in movement and in potential.

sa kAlaH paramANur vai yo bhu~nkte paramANutAm |
sato .avisheSha-bhug yas tu sa kAlaH paramo mahAn || 3.11.4

Those discrete units of time, which are verily further indivisible, correspond to the time required by a paramANu to cover the space equivalent to a paramANu; this is verily the primal, supreme time.

aNur dvau paramANU syAt trasareNus trayaH smRtaH |
jAlArka-rashmy-avagataH kham evAnupatan agAt || 3.11.5

Two paramANus are combine to form an aNu, and 3 combine to form a trasareNu; the rays of light emerging from a mesh can make these [trasareNus] move up in empty space.

[ভগবত পুরান]

ব্যাখ্যা- *Bhagavata states that the Paramanus never join each other, only by coming close together they produce an illusion of a solid matter, which has specific properties. It is now accepted by the science that an atom of an element has some specific properties but its Subatomic particles have no such properties.*

Its is now proved by the science that the subatomic particles are not really joined to each other, they are far away from each other. Proton of an atom is at a distance of 40,000 [forty thousand] times the diameter of it from its Electron. Bhagavata Purana has correlated the matter with the time, just like the space-time continuam of the modern science. Time is unmanifested (Avyakta), but it enjoys the manifest world (Vyaktabhuk). It comes into existence in a special way, so it is called as ‘ Vibhu’. The finest unit of time is named as Paramanu, which equals to a millionth of a second. To be precise, a Paramanu of time is 0.000032 seconds, according to the Bhagavata.
The theory of the Paramanus proposed by the Bhagavata is now accepted by the modern science, but the ‘Parama Mahan’ is not yet accepted by the science. A
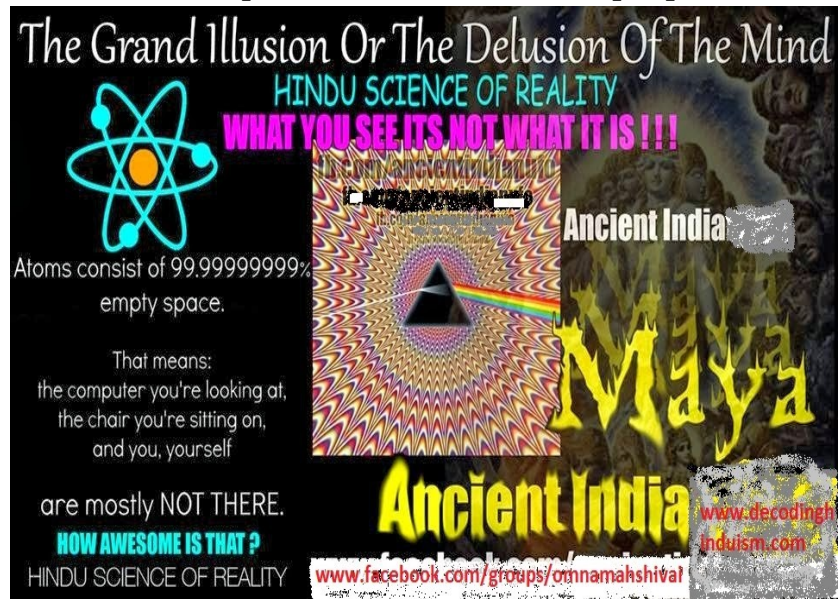
Paramanu keeps behind some ‘ thing ’, if broken ; but the Parama Mahan will not keep any ‘thing ’ behind, except itself. That Unique thing is called as ‘ Kaivalya’ (nirvana/salvation/moksha), which is the unique, ultimate Reality.
Vishnu Sahasranama (written in the Shanti Parva of the Mahabharata) gives the meaning of Vishnu as : Veveshti Vyaapnoti iti Vishnuh – That which pervades everywhere is Vishnu.It is known that atoms don’t exist independently and they exist as molecules, which are spread everywhere to make up the matter appear in different shapes and forms.
Siva is described in Tantra books as the one who is in Anu-Poorva sthiti (pre-atomic stage).In pre-atomic stage, an unstable atom has an excess electron or proton and this means, Siva exists in the form of atomic energy which flows, and these atoms makeup molecules, which ultimately appears like matter.
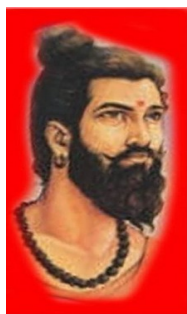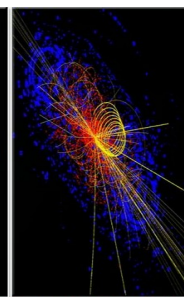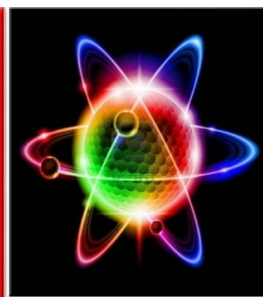
This clearly explains the line ‘Sivaya Vishnu Roopaya, Siva Roopaya Vishnave | Sivascha hridayam Vishnor, Vishnascha hridayam Sivaha ||’
Ancient literature like Lakshmi Tantra also suggests that Paramatma , the Supersoul in the heart of everyone through whom all Avatars come to material universe, is lying on that Milk ocean (Milky Way/Galaxy). So Paramatma is in every atom and heart of all souls in 8400000 kinds(species) of material bodies, with two souls in each heart called jivaatma and Paramatma

তথ্যসূত্রঃ
https://www.booksfact.com/puranas/atomic-molecular-knowledge-in-bhagavata-purana.html

ভগবত পুরানকে মাঝেমধ্যে 'পঞ্চম বেদ' বলেও অভিহিত করা হয়।

"The Bhagavata is widely recognized as the best-known and most influential of the Puranas and, along with the Itihasa and other puranas, is sometimes referred to as the "Fifth Veda".(উইকিপিডিয়া)

Kaṇāda Kashyapa এর প্রবর্তিত একটি বৈদিক ফিলোসফি Vaisheshika। এতে এটমিক কন্সেপ্টকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

"Vaisheshika school is known for its insights in naturalism,[4][5] it is a form of atomism in natural philosophy.[6] It postulated that all objects in the physical universe are reducible to paramāṇu (atoms), and one's experiences are derived from the interplay of substance (a function of atoms, their number and their spatial arrangements), quality, activity, commonness, particularity and inherence."

"According to the Vaiśeṣika school, the trasareṇu are the smallest mahat (perceivable) particles and defined as tryaṇukas (triads). These are made of three parts, each of which are defined as dvyaṇuka (dyad). The dvyaṇukas are conceived as made of two parts, each of which are defined as paramāṇu (atom). The paramāṇus (atoms) are indivisible and eternal, they can neither be created nor destroyed.[31] Each paramāṇu (atom) possesses its own distinct viśeṣa (individuality)."

The measure of the partless atoms is known as parimaṇḍala parimāṇa. It is eternal and it cannot generate the measure of any other substance. Its measure is its own absolutely.(উইকিপিডিয়া)

যাদুবিদ্যার ক্লাসিক্যাল ইলিমেন্টস(পানি বায়ু পৃথিবী আগুন) এই এটমিক দর্শন espouse করে।
"Vaisheshika espouses a form of atomism, that the reality is composed of four substances (earth, water, air, fire). Each of these four are of two types, explains Ganeri,[6]atomic (paramāṇu) and composite. An atom is that which is

indestructible (anitya), indivisible, and has a special kind of dimension, called "small" (aṇu). A composite is that which is divisible into atoms. Whatever human beings perceive is composite, and even the smallest perceptible thing, namely, a fleck of dust, has parts, which are therefore invisible.[6] The Vaiśeṣikas visualized the smallest composite thing as a "triad" (tryaṇuka) with three parts, each part with a "dyad" (dyaṇuka). Vaiśeṣikas believed that a dyad has two parts, each of which is an atom. Size, form, truths and everything that human beings experience as a whole is a function of atoms, their number and their spatial arrangements.

Vaisheshika postulated that what one experiences is derived from dravya (substance: a function of atoms, their number and their spatial arrangements), guna (quality), karma (activity), samanya (commonness), vishesh a (particularity) and samavaya (inherence, inseparable connectedness of everything)."

তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া।
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Vaisheshika

সুতরাং হয়ত অবাক হচ্ছেন আজকের এডভ্যান্স অনু-পরমানুবিদ্যা ৩১০০ BCE তে লেখা(ভগবত পুরান) পূর্বাঞ্চলীয় প্যাগানধর্মীয় গ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্রে দেখে। এ কথাও স্পষ্ট হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদী ভারতীয় কথিত ধর্ম গুলো যেসব দেব-দেবতার পূজা করে সেসব মূলত প্রকৃতির মৌলিক বিল্ডিং ব্লকেরই পার্সোনিফিকেশন। এজন্য ভগবত পুরানে উপরে বর্নিত বিষ্ণু সর্বত্র বিরাজমান, অনুপ্রভাস্থিতিকে(প্রি এটোমিক স্টেজ)শিব,পরমআত্মা লক্ষ্মী। সুতরাং এটা শক্তিশালী মনিস্টিক ফিলোসফি। মূর্খ হিন্দুরা প্রকৃতির নিগূঢ় অবস্থাকেই দেব দেবীদের বিচিত্র আকার বানিয়ে পূজা করছে। আর জ্ঞানীর মত বৌদ্ধরা কস্মিক ধর্মের স্বাদ আস্বাদন করছে যোগসাধনায় সিদ্ধির দ্বারা। এদের কেউ স্বামী বিবেকান্দ হয়, কেউ হয় যিদ্দুকৃষ্ণমূর্তি কেউবা হয় রজনীশ। ওরা Oneness এর সাথে একাকার হবার জন্য সাধনা করে যায়! এজন্য ওরা আগেই জানে যে এই পৃথিবীর বস্তুর সলিডনেস শুধুই মরীচিকা। পরমানুই রিয়েলিটিতে কঠিন অথবা সুক্ষ্ম বস্তুর ইল্যুশন তৈরি করে। এই পূর্বদিকের গুপ্তজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষিত যাদুকর-অকাল্টিস্টরা বলে রিয়েলিটি হচ্ছে মায়া বা ইল্যুশন,কনসাসনেসের কথা বলে, ফ্রিকোয়েন্সি, ভাইব্রেশন ও এনার্জির কথা

বলে,বলে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা, বলে -কি করে ব্যক্তি নিজেই রিয়েলিটি ম্যানিপুলেট করতে পারে তার ইচ্ছা ও কল্পনা এবং চিন্তার দ্বারা(ল অব এট্রাকশন),বলে পর্যবেক্ষকের উপরই রিয়েলিটি(পরিবর্তন) নির্ভর করে।। আমরা দেখছি, পারমানবিক বিদ্যার প্রথম শেকড় পাওয়া যায় এই ইস্টার্ন অকাল্ট মিস্টিসিজমে।বস্তুত, এই বিদ্যা এক মহা-অন্ধকার পথের, যাকে আজ মানুষ মূর্খতা অথবা কুফরির দরুন মহাআলোর(জ্ঞান-বিজ্ঞানের) পথ মনে করে। সুপ্রাচীন কুফরি যাদুবিদ্যার জ্ঞান ভান্ডারে বর্নিত প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যের বর্ননাই আজকের প্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ ফিজিক্স!!

কখনো কি ভেবেছেন, কেন পার্টিকেল ফিজিক্স রিসার্চ ল্যাব - CERN এর সামনেই শিবমূর্তি(উপরের ছবিতে)বসানো?! [সার্নের ব্যাপারে যারা মোটেই জানেন না তাদেরকে বলি, সার্ন হচ্ছে ইউরোপীয় পরমানু গবেষনা ল্যাবরেটরি। এটাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পার্টিকেল ফিজিক্সের গবেষনা ল্যাব। ২২ টি দেশ সংযুক্ত এবং মজার বিষয় হচ্ছে ইজরাইল অ-ইউরোপিয়ান দেশ হলেও পূর্ন মেম্বারশিপ পায়। জাতিসংঘও এর সাথে যুক্ত আছে।
(তথ্যসূত্রঃউইকিপিডিয়া)
বিস্তারিতঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/CERN]
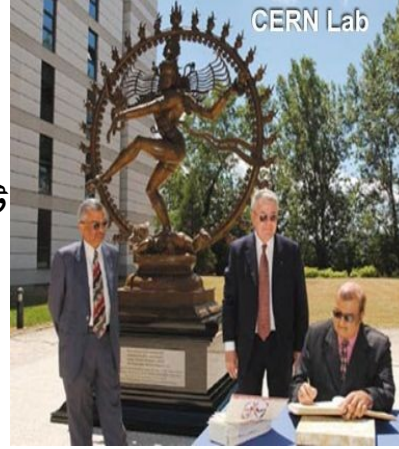
এজন্যই দার্শনিক, লেখক ও ইতিহাসবেত্তা ভলটেয়ার ইস্টার্ন অকাল্টিজমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিতাব 'বেদের' ব্যাপারে বলেন,**"The Veda was the most precious gift for which the West had ever been indebted to the East."**

(Wikipedia)

এখানেই শেষ নয়, বেদ-উপনিষদের স্তুতিগান আমরা সামনের আলোচনায় আরো বড় বড় মুখ থেকে দেখতে পাবো ।

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

[পর্বঃ৪]

অকাল্ট সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারনা

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষে পৌছেছে ১০০ বছরও পার হয় নি। আর এই বিজ্ঞানের অফিশিয়াল অগ্রযাত্রাও শুরু খুব আগের নয়। রেনেসাঁ পিরিয়ড থেকেই হঠাৎ করে অন্ধকার যুগ থেকে বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওয়ার যাত্রা শুরু হয়। যেন কোন এক অদৃশ্য অস্পৃশ্য পরশ পাথরের স্পর্শে রাতারাতি সবকিছুতে আমূল পরিবর্তন আসে। কি সেই জিনিস! সেই পরশপাথর ছিল দীর্ঘদিন ঢেকে রাখা মিশরীয় থোথ/ বা গ্রীক হার্মিস ট্রিসম্যাজিস্টাসের কিছু নিষিদ্ধ গুপ্তজ্ঞানের কিতাব। যা আজ হার্মেটিসিজম বলে পরিচিত। একে কেন্দ্র করেই আজকের আলোচনা।

Hermeticism:

Hermeticism সবচেয়ে জনপ্রিয় Western occult Esoteric tradition। এটা Sorcery/magick এর প্যাকেজ। এস্ট্রলজি,আলকেমি, যাদু-উইচক্র্যাফট,দর্শন সব আছে এতে। পাশ্চাত্যের যাদুকররা এই নিষিদ্ধ বিদ্যার চর্চা করেই নিজেদের যাদুবিদ্যাকে শাণিত করেন। হার্মেটিক শব্দের আক্ষরিক অর্থ অকাল্ট /গোপন করা/ বা 'কুফর'! " *the term "hermetic" is also equivalent to "occult" or hidden.[21]"[Wikipedia]*

হার্মেটিসিজমের জনক হার্মিস ট্রিসম্যাজিস্টাস আজ গ্রীক দেবতা বলে পরিচিত।
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistus
। বলা হয়, হার্মিস হার্মেটিক গুপ্ত জ্ঞান পেয়েছেন মেডিটেটিভ প্র্যাকটিস থেকে। অনেকে এই ব্যপারে একমত যে মিশরীয় প্যাগানিজমে হোরাসের পুত্র যাদুবিদ্যার দেবতা থোথই(Thoth) হচ্ছে

হার্মিস।*"According to Geza Vermes, Hermeticism was a Hellenistic mysticism contemporaneous with the Fourth Gospel, and Hermes Tresmegistos was "the Hellenized reincarnation of the Egyptian deity Thoth, the source of wisdom, who was believed to deify man through knowledge (gnosis)."[উইকিপিডিয়া]*

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে Hermetism বা hermeticisim কে অনেকেই ধর্মের কাতারে ফেলে পালন করে। *Tobias Churton, Professor of Western Esotericism at the University of Exeter, states, "The Hermetic tradition was both moderate and flexible, offering a tolerant philosophical religion, a religion of the (omnipresent) mind, a purified perception of God, the cosmos, and the self, and much positive encouragement for the spiritual seeker, all of which the student could take anywhere."[55] Lutheran Bishop James Heiser recently evaluated the writings of Marsilio Ficino and Giovanni Pico della Mirandola as an attempted "Hermetic Reformation".[56] (Wikipedia)*

ধারনা করা হয় হার্মিস সত্যিই মিশর অথবা ব্যবিলনিয়ান প্রাচীন যাদুকর ছিলেন। তাকে "Thrice Great" বা ট্রিসম্যাজিস্টাস নামেও ডাকা হয়। তিনি যাদুবিদ্যা,জ্যোতির্বিদ্যা ও আলকেমিশাস্ত্র তিনটি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । *"An account of how Hermes Trismegistus received the name "Thrice Great" is derived from the Emerald Tablet of Hermes Trismegistus, wherein it is stated that he knew the three parts of the wisdom of the whole universe.[13] The three parts of the wisdom are alchemy, astrology, and theurgy."[Wikipedia]*

হার্মেটিক নলেজের প্রচলনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় অনেক প্রাচীন লেখক-দার্শনিকরা হার্মেটিক বিদ্যার সাথে পরিচিত ছিল। আইয়ামব্লিকাস,প্লুটার্ক,পরফিরি প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিক-সাহিত্যিকরা তাদের যুগেই হার্মেটিসিজমের সাথে পরিচিত ছিলেন।বর্তমানে টিকে থাকা প্রাচীন হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের কিতাবের মধ্যে Corpus Hermeticum,এমারেল্ড ট্যাব্লেট অন্যতম। তবে এর শেকড় প্রাচীন মিশরে। *"In 1945, Hermetic texts were found near the Egyptian town Nag Hammadi. One of these texts had the form of a conversation between Hermes and Asclepius. A second text (titled On the Ogdoad and Ennead) told of the Hermetic mystery schools. It*

was written in the Coptic language, the latest and final form in which the Egyptian language was written.[31]

"[উইকিপিডিয়া]

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/HermeticMagic
http://www.hermeticfellowship.org/HFHermeticism.html

Hermetic Belief:

হার্মেটিক বিশ্বাস ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য এসোটেরিক মিস্টিক্যাল ট্রেডিশনের(কাব্বালা,ইস্টার্ন মিস্টিসিজম ইত্যাদি) থেকে খুব বেশি পার্থক্য নেই। ওরাও সর্বেশ্বরবাদ, পুনঃজন্মবাদ এবং অন্যান্য প্রায় সকল আধ্যাত্মিক সাধনায় সাদৃশ্য রয়েছে।

1908 সালে এক অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক দ্য কিবালিয়ন নামে একটি বই পাবলিশ করা হয়, যাতে দাবি করা হয় হার্মিসের শিক্ষার এসেন্স বর্নিত হয়েছে। বইটিতে হার্মিসের প্রাচীন বইগুলো অবলম্বনে সাতটি হার্মেটিক প্রিন্সিপ্যাল উল্লেখ করা হয়।

১.Principle of Mentalism

২.Principle of Correspondence

৩.Principle of Vibration

৪.Principle of Polarity

৫.Principle of Rhythm

৬.Principle of Cause and Effect

৭.Principle of Gender

প্রিন্সিপ্যাল অব মেন্টালিজম হচ্ছে সৃষ্টি স্রষ্টার অভিন্ন অস্তিত্বের বিশ্বাস। অর্থাৎ আরবিতে যাকে ওয়াহদাতুল উজুদ বলে,যা সুফি পীরপন্থীদের অফিশিয়াল আকিদা। এটা বলে, রিয়েলিটি হচ্ছে একটি ম্যাসিভ মাইন্ডের কল্পনা অথবা রিয়েলিটি হচ্ছে কালেক্টিভ কনসাসনেস,জাইগ্যান্টিক মাইন্ড https://m.youtube.com/watch?v=Yui-v8ykSk8 । এসব নিয়ে গত পর্বগুলোয় বিশদ আলোচনা হয়েছিল। প্রিন্সিপ্যাল অব ভাইব্রেশন দ্বারা বোঝায় সকল এনার্জি পার্টিকেলই ভাইব্রেশনরত। এনার্জির এই ভাইব্রেশনের তারতম্যই একেক ম্যাটারের একেক শেপে রূপ দেয়।

https://m.youtube.com/watch?v=c0YDaXjppr8

এই মিস্টিক্যাল কন্সেপ্টটিও আগে আলোচনা করেছি ব্যাপকভাবে। হার্মেটিসিস্টরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদাকে। ওরা বলে, যাদুবিদ্যায় অধিকতর সাফল্য পেতে মেন্টালিজমের প্রিন্সিপ্যাল অবশ্যই মানতে হবে। এটা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, বর্তমান 'নিউথট' এর অনুসারী গ্লোবাল Mystics দের এনার্জি-ভাইব্রেশনের তত্ত্বের শেকড় গ্রেসীয়-ইজিপশিয়ান যাদুবিদ্যার শাস্ত্রে ছিলো। আজ তারই প্রচারণা চলছে।

বিস্তারিত দেখুনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/The_Kybalion

ভাইব্রেশন ও ফ্রিকোয়েন্সি
https://m.youtube.com/watch?v=_aeeNMk04l0
https://m.youtube.com/watch?v=vqM3TE5TDw8

everything is vibrating:
https://m.youtube.com/watch?v=0XZG2dWxsT8

7 hermetic principles:
https://m.youtube.com/watch?v=c0YDaXjppr8

how apply hermetic principle
https://m.youtube.com/watch?v=iEGlZinHfMc
https://m.youtube.com/watch?v=A2sukRtdwGE

manifest what you want
https://m.youtube.com/watch?v=SMIgyryyjak
https://m.youtube.com/watch?v=i7d5q31oIXc

law of polarity
https://m.youtube.com/watch?v=bbJlNtI_GH0

becoming magician kabbalah hermetic

https://m.youtube.com/watch?v=713Cvql35Ss
https://m.youtube.com/watch?v=uSv3UfRgcVg

Hermetic & alchemical teaching :
https://m.youtube.com/watch?v=ZJZFeIPoswY

hermetic ট্রেডিশনের অনুসারীরা কস্মিক কনসাসনেস অর্জনের কথা বলে, যে লক্ষ্যে তারা সকল সাধনা চালায়। হ্যা, এটা ঠিক সেটাই যার উপর ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা ও যাদুবিদ্যা গড়ে উঠেছে। এটা ঠিক সেই 'কস্মিক রিলিজিয়াস ফিলিং' যেটা এলবার্ট আইনস্টাইন সাহেব অনুভব করতেন। ঐ একই জিনিস যাকে নেইল ডিগ্র্যাস টাইসন 'কস্মিক পার্স্পেক্টিভ' শব্দ দ্বারা কথায় কথায় প্রকাশ করে থাকেন।একই ধ্যানকেন্দ্রিক সাধনা যা সকল এসোটেরিক পথে রয়েছে। দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=f9qfcCQBEK8
https://m.youtube.com/watch?v=8ny_XCBIffI

হার্মেটিসিজম অনুযায়ী মহাবিশ্বের সমস্ত জ্ঞানকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। জ্ঞান এই তিনের মাঝেই সীমাবদ্ধ।
১.আলকেমি
২.এস্ট্রলজি(জ্যোতিষবিদ্যা)
৩.যাদুবিদ্যা(ম্যাজিক/সর্সারি)

আলকেমি শুধু লোহাকে সোনায় রুপান্তরের প্রসেসই না বরং 'এতে রুহানি একটা ব্যপার আছে'! কোটেড কথাটা এক সুফিপন্থী ভাইয়ের। উনি মিথ্যা বলেন নি। আসলেই আছে। আর এই আলকেমিক্যাল রুহানি ব্যপারের সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছে Become one with God বা ফানাফিল্লাহ(বস্তুত ফানাফিশাইত্বন)!
"Alchemy is not merely the changing of lead into gold.[40] It is an investigation into the spiritual constitution, or life, of matter and material existence through an application of the mysteries of birth, death, and resurrection. Furthermore, alchemy is seen as the "key" to theurgy,[46] the ultimate goal of which is to

become united with higher counterparts, leading to the attainment of Divine Consciousness."

[Wikipedia]

যাদুবিদ্যা আর যাদুবিদ্যার শাখা জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপারে কিছুই বলবার নেই।সেসব একদমই স্পষ্ট কুফর। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারছেন, হার্মেটিক নলেজের তিনটি বেসিক বিষয়বস্তু। হার্মেটিক আকিদানুযায়ী সমস্ত জিনিস চারটি ক্লাসিকাল ইলিমেন্ট(পানি,বায়ু,পৃথিবী এবং আগুন) দ্বারা গঠিত। যাদুবিদ্যার ইলিমেন্ট অনুযায়ী এ আকিদা স্বভাবতই থাকবার কথা।

ঈসা(আ) আসমানে গমনের পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন খ্রিস্টানরা হার্মেটিক নলেজকে 'ফরবিডেন নলেজের' কাতারে ফেলে এর বিরুদ্ধে চড়াও হয়। তখন অনেক যাদুকর, ডাকিনীরা ওদের নির্মম নিধনের স্বীকার হয়। তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করা হত। ওই সময়ে এই মিস্টিক্যাল ট্রেডিশন গুপ্ত বিষয়ে পরিনত হয়। অকাল্ট নলেজ বলে সম্বোধন করা শুরু হয় তখন থেকে। খ্রিস্টানদের নিপীড়নের জন্য হার্মেটিক সাহিত্যিকঃ পরফিরি, আইয়ামব্লিকাসরা খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে অনেক লেখালিখি করে। প্রত্যেক গ্রীক দার্শনিক হার্মেটিক জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিল। Great library Alexandria তে হার্মেটিক কিতাব গুলোর কিছু সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এই লাইব্রেরী ধ্বংস হবার জন্য অধিকাংশ শাস্ত্রই বিলুপ্ত হয়ে যায়। টিকে থাকা কিছু কিতাবের মধ্যে আছে কর্পাস হার্মেটিকাম,এমারেল্ট ট্যাবলেট আরো দু একটি। খ্রিষ্টান সভ্যতা আনুমানিক ৩১২ সাল থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হার্মেটিক অকাল্টিজমের উপর অত্যাচার চালিয়ে যায়। এর পরে ইসলামিক পরাশক্তির জাগরণে, ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের পরে গ্রীকদের থেকে হার্মেটিক শাস্ত্রগুলো মুসলিমরা হাতে চলে আসে। আরব এসবের ব্যাপারে একদমই অন্ধকারে ছিল। তারা কৌতূহলপ্রবণ হয়ে সেসব কিতাব আরবি ভাষায় অনুবাদ করে। সর্বপ্রথম এমারেল্ড ট্যাবলেটের অনুবাদ করে জাবির ইবনে হাইয়্যান। এরপরে যা শুরু হয় আপনারা ভাল করেই জানেন। গ্রীক এস্ট্রোনমি মুসলিমদের উপরে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তৈরি হয় ওয়াহদাতুল উজুদ(সৃষ্টি স্রষ্টার এক অস্তিত্বের আকিদা),সুফিবাদ। আলকেমির চর্চা করে ও ইতিহাসে নাম লেখায় নামধারী মুসলিমরা।জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৎকালীন সময় চরম উৎকর্ষে পৌছায়। "During the Middle Ages and the Renaissance the Hermetica enjoyed great prestige and were popular among alchemists"(Wikipedia)
পড়ুনঃ http://henrybayman.com/hermeticism-and-sufism/

জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে সিনা, ইবনে আরাবি, আল কিন্দিরা এখনো ইতিহাসে লেজেন্ড। তারা আলেমসমাজের একটা দল সবসময়ই গ্রেসিয়ান চিন্তার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন। আরব

এস্ট্রোনমিতেও কঠিন প্রভাব ফেলে গ্রীক এস্ট্রনমি(বস্তুত-এস্ট্রলজি)। সেটা ভালভাবে বোঝা যায় ইমাম ইবনে কাসির(রঃ) এর কিতাবগুলো পড়লে। এমনকি গ্রীক সেলেস্টিয়াল অবজেক্টগুলোর ভাস্কর্যও নির্মিত হয়। গ্রীকরা যাদুকর(কথিত বিজ্ঞানী) পিথাগোরাসের কল্যাণে বহু আগেই বিশ্বাস করত যে পৃথিবী গোলাকার। সেই প্রভাব আরবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। যেখানে 'পৃথিবী গোলাকার নাকি সমতল' এরূপ কোন প্রশ্নই কখনো ওঠে নি, যেখানকার মানুষ অনাদিকাল থেকে কোনরূপ প্রশ্ন ছাড়াই সমতল জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিতে বিশ্বাস করত,সেই ভূমিতে স্ফেরিক্যাল মডেল ও ফ্ল্যাট মডেলের প্রশ্ন তৈরি হয়। ভূতত্ত্ববিদগন তখন স্ফেরিক্যাল আর্থের কথা বলতেন। এমনকি আলেমরাই গোল/সমতলের প্রশ্নে সচেতনভাবে চিন্তা করার অবকাশ পান, এতে করে একদল আলেম কুরআন সুন্নাহ এর আক্ষরিক সরল অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন এবং দলিলের মধ্যে অসাংঘর্ষিকতা বজায় থাকে এবং প্রাচীন ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের উপর থেকে সমতল মডেলকে কামড় দিয়ে ধরে রাখলেন। অন্য দিকে আলেমদের অপর একটি পক্ষ অজান্তেই পীথাগোরিয়ান চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে সেটার ফেভারে থেকে সেই পিথাগোরিয়ান ম্যাজিক্যাল বিলিফ কে কেন্দ্র করে সবকিছু চিন্তা করতে থাকেন, তখন কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলোতে যুক্তি এবং নিজস্ব আকল দ্বারা বিবেচনা করে স্ফেরিক্যাল মডেলের পক্ষে চলে গেলেন। তবে মজার বিষয় হলো, যারা যাদুকর পিথাগোরিয়ান স্ফেরিকাল মডেলকে পছন্দ করলেন,তাদের বলা অন্যান্য এস্ট্রোনোমিকাল ডেস্ক্রিপশনগুলো পরবর্তীতে স্ট্যাবলিশড এস্ট্রোনোমিকাল সিস্টেমের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে চলে যায়। আমার ব্যক্তিগত মত যে, তাদের আগমন আরও পরে হলে সেসময়কার স্ট্যাবলিশড এস্ট্রোনোমিকাল স্ট্যান্ডার্ড এর পাশেই থাকতেন। ওয়াল্লাহু আলাম। সুতরাং বলতেই হয় যে, হার্মেটিক গুপ্ত বিদ্যা কেমন যেন পরশ পাথর! সেটা যাদের কাছে যায় তারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম শিখরে পৌছে যায়।

সে সময় আরবে হার্মিসের বিদ্যানুরাগী আলকেমি, জ্যোতিষবিদ্যার চর্চাকারীরা বলতে শুরু করে, এই হার্মিসই (থ্রাইস গ্রেট) নাকি ইদ্রিস আলাইহিসালাম! (নাউজুবিল্লাহ)। এই দাবিকারীরা অধিকাংশই মূলত শিয়া,সুফি ফের্কাভুক্ত ছিল। ইদ্রিস আলাইহিসালাম এর নাম ভাঙ্গিয়ে যাদুবিদ্যাকে হালাল হিসেবে প্রচার করত তারা, ইহুদীরা যেমনি সুলাইমান(আ) এর নাম ভাঙ্গিয়ে কাব্বালা যাদুবিদ্যার অনুসরণ করত,এরাও তেমনি করত।

পাশ্চাত্যে এই গুপ্তবিদ্যা ১৪৬০ সালের আগপর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকে।ততদিন পর্যন্ত ওরা অন্ধকার যুগেই ছিল।তখন পর্যন্ত রসায়ন,আকাশবিদ্যায় মুসলিম নামধারীদের নাম জ্বলজ্বল করত।*"After centuries of falling out of favor, Hermeticism was reintroduced to the West when, in 1460, a man named Leonardo de Candia Pistoia[25] brought the Corpus Hermeticum to Pistoia"[উইকিপিডিয়া]*

এরপরে রেনেসাঁ যুগে আবারো পাশ্চাত্যে সেসব বিদ্যার চর্চা শুরু হয়। উদার নামধারী খ্রিষ্টান শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় আবারো গুপ্তজ্ঞান প্রকাশ্যে জেগে ওঠে। রসায়ন, মহাকাশবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানে সমৃদ্ধি শুরু হয়। হার্মেটিক প্রিন্সিপ্যাল গুলোর একটিঃ "As above so below" থেকে মহাকাশ গবেষকরা আউটার স্পেসের(মহাশূন্যের) ধারনা পায়। অর্থাৎ, উপরে যেমনি আকাশ নিচেও আকাশ। সেই সাথে ম্যাক্রোকোজম, মাইক্রোকোজমের বিদ্যাও উন্নত হতে শুরু হয়।

আধুনিক আকাশবিজ্ঞান,রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা যার কল্যানে এত উৎকর্ষে পৌছেছে সেটা হার্মিস ট্রিসম্যাগিস্টাসেরই অবদান। রেনেসাঁ- রিফর্মেশন পিরিয়ডে পাশ্চাত্যে দর্শন, বিজ্ঞান,সাহিত্যেও হার্মেটিক বিপ্লব ঘটে। মানুষের মধ্যে এই নিষিদ্ধ বিদ্যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কবি সাহিত্যিকরাও মিস্টিক্যাল কাব্য-সাহিত্য রচনা শুরু করে। W.B Yeats,ফ্রান্সিস বেকন'রা হার্মেটিসিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়। *"Many writers, including Lactantius, Cyprian of Carthage,[8]Augustine,[9]Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Campanella, Sir Thomas Browne, and Ralph Waldo Emerson, considered Hermes Trismegistus to be a wise pagan prophet who foresaw the coming of Christianity."[Wikipedia]*

যাদের হাতে বিজ্ঞানের ইমারত বিনির্মিত তাদের সিংহভাগই ছিলেন হার্মেটিক যাদুবিদ্যার নিষিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত। *"Much of the importance of Hermeticism arises from its connection with the development of science during the time from 1300 to 1600 AD. The prominence that it gave to the idea of influencing or controlling nature led many scientists to look to magic and its allied arts (e.g., alchemy, astrology) which, it was thought, could put Nature to the test by means of experiments. Consequently, it was the practical aspects of Hermetic writings that attracted the attention of scientists."[Wikipedia]*

এমনকি যার কথা মোতাবেক মেইনস্ট্রিম ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স(নিউটোনিয়ান মেকানিক্স) চলছে, তিনিও হার্মেটিক যাদুবিদ্যায় ডুবে ছিলেন। জ্বি আমি আইজ্যাক নিউটন সাহেবের কথা বলছি। *"Many of Newton's manuscripts—most of which are still unpublished[17]—detail his thorough study of the Corpus Hermeticum, writings said to have been transmitted from ancient times, in which the secrets and techniques of influencing the stars and the forces of nature were revealed, i.e. As Above, So Below."[Wikipedia]*

সুতরাং প্রচলিত বিজ্ঞানের অরিজিন সম্পর্কে আশা করি আঁচ করতে পারছেন। সেসব আলোচনা পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আসছে ইনশাআল্লাহ।
দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=Z98XhbQFXwo

বর্তমান সাইন্টিফিক নোশন হার্মেটিক অকাল্টিজমের উপরে জন্ম গ্রহন করলেও হঠাৎ করে অকাল্টিজম এবং সুপারন্যাচারাল বিষয়গুলোকে এভোয়েড করতে শুরু করে। অর্থাৎ, দুইটি চ্যানেল তৈরি হয়। একদিকে র‍্যাশোনাল সাইন্টিফিক মোড়কে 'মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান' যদিও যাদুশাস্ত্রের উপর দাঁড়ানো। আরেকদিকে হার্মেটিক ফাউন্ডেশন এর উপর গড়ে ওঠে Freemasons, Rosicrucians, Hermetic Order of the Golden Dawn, Thelema, neo paganism, and Wicca,Ordo templi orientis(oto),Hermetic Qabala,New thought, New age ইত্যাদি নামের গুপ্তসংগঠন, যারা নিজেদের অকাল্ট বিলিফ ও প্রাকটিসের ব্যপারে এপোলোজেটিক না। এলিস্টার ক্রোওলিরা থেলেমা, ওটিওর ফান্ডামেন্টাল নলেজ এই হার্মেটিক মিস্ট্রি থেকেই নিয়েছিলেন। এইচপি ব্লাভাস্তকি ইস্টার্ন যাদুবিদ্যার পাশাপাশি এই হার্মেটিক কিতাবাদি দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন।

পড়ুনঃ
https://spacedoutscientist.com/2015/06/01/hermeticism-the-nexus-between-science-philosophy-and-spirit/
http://www.newdawnmagazine.com/Reviews/occultism-magick/the-forbidden-universe-the-occult-origins-of-science-and-the-search-for-the-mind-of-god/
http://www.academia.edu/7072076/
The_Influence_of_Renaissance_Hermeticism_on_the_Scientific_Revolution
https://medium.com/hermetic-satanism/on-occultism-58a78b43f5e6
https://www.newdawnmagazine.com/articles/from-ancient-egypt-to-modern-science-the-forgotten-link
https://spacedoutscientist.com/2015/05/16/alchemy-how-a-tradition-spanning-millennia-became-modern-chemistry/
https://ultraculture.org/blog/2016/04/19/hermetic-initiates-magick-study-reality/

http://thespiritscience.net/2016/09/07/amazing-discovery-hermeticism-explained-by-cutting-edge-physics-breakthrough/
https://spiritsciencecentral.com/hermeticism-history-science/

আমরা অনেকেই 'ফ্রিম্যাসন,ইল্যুমিনাতি ইত্যাদি শব্দের সাথে পরিচিত। এদের ব্যপারে নেতিবাচক প্রচারণাও দেখে থাকি। কিন্তু এসব গুপ্তসংগঠন গুলোর বিলিফ সিস্টেম বা আকিদা কি তা সম্পর্কে অজ্ঞাত। এরা সবাই হার্মেটিক এসোটেরিক ট্রেডিশনের দ্বারা প্রভাবিত এবং নির্মিত । সকল ফ্রিম্যাসনরা হার্মেটিক প্রিন্সিপ্যালগুলো মেনে চলেন।*"Many Hermetic, or Hermetically influenced, groups exist today. Most of them are derived from Rosicrucianism, Freemasonry, or the Golden Dawn"[Wikipedia]*

'Hermetic Order of Golden Dawn' সংগঠনটি তৈরি করে তিন ফ্রিম্যাসন। *"The three founders, William Robert Woodman, William Wynn Westcott, and Samuel Liddell Mathers, were Freemasons."[Wikipedia]*

Golden Dawn একদমই ফ্রিম্যাসনিক স্টাইলের সংগঠন যার মূল শিক্ষাই হলো যাদুবিদ্যা।
"Hermetic Order of Golden Dawn Known as a magical order, the Hermetic Order of the Golden Dawn was active in Great Britain and focused its practices on theurgy and spiritual development. Many present-day concepts of ritual and magic that are at the centre of contemporary traditions, such as Wicca[1][2]and Thelema, were inspired by the Golden Dawn, which became one of the largest single influences on 20th-century Western occultism."

"The Golden Dawn system was based on hierarchy and initiation like the Masonic Lodges; however women were admitted on an equal basis with men. The "Golden Dawn" was the first of three Orders, although all three are often collectively referred to as the "Golden Dawn". The First Order taught esoteric philosophy based on the Hermetic Qabalah and personal development through study and

awareness of the four Classical Elements as well as the basics of astrology, tarot divination, and geomancy. The Second or "Inner" Order, the Rosae Rubeae et Aureae Crucis (the Ruby Rose and Cross of Gold), taught magic, including scrying, astral travel, and alchemy. The Third Order was that of the "Secret Chiefs", who were said to be highly skilled; they supposedly directed the activities of the lower two orders by spirit communication with the Chiefs of the Second Order."
বিস্তারিতঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn

প্রাচীন হার্মেটিক স্কুল গুলোর সাথে ফ্রিম্যাসনের খুব বেশি পার্থক্য নেই। Pre-common Era তে ফ্রিম্যাসনের মত হার্মেটিক সিক্রেট সোসাইটি ছিল। Gilles Quispel বলেন, *"It is now completely certain that there existed before and after the beginning of the Christian era in Alexandria a secret society, akin to a Masonic lodge.[উইকিপিডিয়া]*
সুতরাং বলা যেতে পারে যে প্রাচীন হার্মেটিক স্কুল/শ্রিন আজকের ফ্রিম্যাসন ও ম্যাসনিক লজ। যারা এখনো সারাবিশ্বে হার্মেটিক প্যাগান নিষিদ্ধ অপবিদ্যার দৌরাত্ম কি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তারা জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর পতাকার দিকে তাকিয়ে দেখুন(Staff of Asclepius)। মেডিকেল ও বিজনেসের অফিশিয়াল সিম্বলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কি দেখছেন? ডিএনএ এর ন্যায় প্যাঁচানো সাপ! জ্বি এটাকে বলা হয় কাডুসিয়াস বা স্ট্যাফ অব হার্মিস। না বুঝলে পড়ুনঃ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=324937487963450&id=282165055574027
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Caduceus
https://m.youtube.com/watch?v=KjZvzDaDqvo
m.wikipedia.org/wiki/Hermeticism

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

[চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব সংক্ষেপে আর্টিকেলটি শেষ করতে। ইচ্ছা ছিল আরো দুটি বিষয় এখানে টানবো। কিন্ত ফেসবুকের বেধে দেওয়া সর্বোচ্চ শব্দসীমা অতিক্রম করায় সম্ভব হচ্ছে না। ইনশাআল্লাহ সামনে আরো অনেক কিছুই আসছে যা আজকের কট্টর বিজ্ঞানপন্থী মুসলিম দাবিদার ভাইবোনদেরকে বিব্রত অথবা লজ্জিত করবে। জ্ঞান ও অপবিজ্ঞান(pseudo science) এর মধ্যে পার্থক্য আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। উপরে যেসব দলিল প্রমান এবং ইতিহাসকেন্দ্রিক তথ্য প্রমান আনা হয়েছে, সেসব দ্ব্যর্থহীন এবং অখণ্ডনীয়। আমি আগের পর্বগুলোতে তর্ককারীদের যেমন কোন রেস্পন্স পাইনি তেমনি এবারো পাব বলে আশা করি না। আগেরবারের ন্যায় বলবো উপরে আনিত কিছু রেফারেন্স, লিংকের কন্টেন্ট অনেক সেন্সেটিভ যা বিদ্যমান দুর্বল আকিদা চিন্তাকে পাল্টে কুফরের দিকে চালিত করতে পারে। তাই এসব ভালকরে বুঝতে চাওয়া থেকে সাবধান করছি, মনে রাখবেন আরবের প্রথমে যাদের হাতে এই নিষিদ্ধ শাস্ত্র পৌছায়, তারা সেসব স্রেফ কৌতূহলে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।]

[পর্বঃ৫]

ন্যাচারাল ফিলসফি এবং ইসলাম

আজকের দুনিয়ায় Science এর নামে যেটা চলছে সেটা pseudoscience বা অপবিজ্ঞান। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপক্ষে নই,তবে সুডোবিজ্ঞানের বিরোধিতা করি। এ যুগে এরকম বক্তব্য বাড়াবাড়ি শোনাতে পারে কিন্তু মাঝেমধ্যে সত্য ফিকশনকেও হার মানায়। পূর্ববতী সংখ্যাগুলোয় যাদুকর,জ্যোতিষী প্রভৃতি বামপথের আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি জানি, সেসব দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় শোনায়। বস্তুত, প্রাচীন কালের যাদুকর, জ্যোতিষী, ভাগ্যগনক প্রভৃতি অকাল্টিস্টদের আকিদা, দর্শনই বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান! বিশ্বাস করতে কষ্টকর হলেও ইহাই সত্য! ফিলোসফি বা দর্শনের গোড়াপত্তনকারী ছিলেন যাদুকর ও মাস্টারম্যাসন পিথাগোরাস। তিনিই সর্বপ্রথম Love of wisdom বা ফিলোসফিয়ার(গ্রীক) সর্বপ্রথম প্রবক্তা।*'Philosophy (from Greekφιλοσοφία, philosophia, literally "love of wisdom"[1][2][3][4]) is the study of general and fundamental problems concerning matters such as existence, knowledge, values, reason, mind, and language.[5][6] The term was probably coined by Pythagoras (c. 570–495 BCE).'*

[wikipedia]

ফিলসফি শব্দটা গ্রীক শব্দ ফিলো+সফিয়া থেকে উদ্ভুত যার গোড়াপত্তনকারী মহান যাদুকর পিথাগোরাস। *al-Mawsoo'ah al-Muyassarah fi'l-Adyaan wa'l-Madhaahib al-Mu'aasirah* এর ২/১১১৮-১১২১ তে বর্নিত, *"Philosophy is a Greek word composed of two words. Philo originally meant selflessness, but Pythagoras turned it to mean love; and sophia which means wisdom. The word philosopher is derived from philosophy and means the lover of wisdom. But the meaning changed and came to mean wisdom."*

[islamqa.info]

অতএব, উৎপত্তিগত দিক থেকে জ্ঞানের সাধকদেরকে দার্শনিক বা ফিলোসফার বলা হতো। পাশ্চাত্যের দর্শন দাঁড়িয়ে আছে গ্রীক দর্শনের উপর যার শুরু হয় পিথাগোরাস থেকে।*Western philosophy is the philosophical tradition of the Western world and dates to Pre-Socratic thinkers who were active in Ancient Greece in the 6th century BCE such as Thales (c. 624–546 BCE) and Pythagoras (c. 570–495 BCE) who practiced a "love of wisdom" (philosophia)[33] and were also termed physiologoi (students of physis, or nature).*

[উইকিপিডিয়া]

সুতরাং পিথাগোরাস পরবর্তী সকলে ছিলেন স্টুডেন্ট অব 'ফিজিস'/ ন্যাচার। মহাঋষি পিথাগোরাসের ব্যপারে পরবর্তী পর্বে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

আজ যদি ফিলোসফির বা দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তু কি তা প্রশ্ন করা হয়। সাধারন যেকেউ বলবে, দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে-এথিকস, মোরালিটি, থিওলজিকাল আকিদা-বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা,আইন,রাজনৈতিক আদর্শ বড়জোর কস্মোজোনী... প্রভৃতি। কিন্তু আসলে কি এটাই দর্শনের সমুদয় বিষয়বস্তু? ইতিহাস ঘাটলে ভিন্ন কিছু দেখা যায়, উনিশ শতক এর পরে থেকে ফিলোসফি বলতে এসবই বোঝানো হয়। কিন্তু এর আগে আরো অনেক কিছু দর্শনের আওতাভুক্ত ছিল, যা আজকে অধিকাংশের অজানা। তখন 'বিজ্ঞান' গজিয়ে ওঠে নি।প্রাচীন যুগ থেকে আসা ফিলসফিকে তিন অথবা মতান্তরে চার অংশে ভাগ করা যায়।
১.ন্যাচারাল ফিলসফি,
২.মোরাল ফিলসফি,
৩.মেটাফিজিক্যাল ফিলসফি।

'In Classical antiquity, Philosophy was traditionally divided into three major branches:
1.Natural philosophy ("physics") was the study of the physical world (physis, lit: nature);
2.Moral philosophy ("ethics") was the study of goodness, right and wrong, beauty, justice and virtue (ethos, lit: custom);

3.Metaphysical philosophy ("logic") was the study of existence, causation, God, logic, forms and other abstract objects ("meta-physika" lit: "what comes after physics").[28]

[Wikipedia]

ইমাম গাজ্জালী তার *al-Ihya' (1/22) তে বলেন: Philosophy is not one branch of knowledge, it is actually four:*

1 – Geometry and mathematics: these are permissible as stated above, and there is no reason why they should not be studied unless there is the fear that one may overstep the mark and indulge in forbidden branches of knowledge, because most of those who study them overstep the mark and go on to innovations, thus the weak should be protected from them.

2 – Logic, which deals with the way in which evidence is to be used, the conditions of evidence being valid, the definition of what constitutes evidence and guidelines on the use of evidence. These come under the heading of 'ilm al-kalaam .

3 – Theology, which is discussion of the essence and attributes of Allaah, which also comes under the heading of 'ilm al-kalaam . The philosophers did not have any other kind of knowledge that was unique to them, rather they had some views and ideas which were unique to them, some of which constitute kufr and some bid'ah (innovation).

4 – Natural sciences, some of which go against sharee'ah, Islam and truth, so it is ignorance, not knowledge that may be mentioned alongside the other branches of knowledge. Some of it involves the discussion of the attributes of different elements and how one can be changed to another. This is similar to the way in which doctors examine the human body in particular, from the point of view of what makes it sick and what makes it healthy. They look at all the elements to see how they change and move. But medicine has an edge over the physical body in that it is needed, but there is no need for the study of nature. End quote.

[Islamqa.info]

সুতরাং আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পারছি, ন্যারাচাল ফিলোসফিতে ইমাম গাজ্জালী(রঃ) এর যথেষ্ট আপত্তি আছে। তিনি একে ignorance বলেছেন, জ্ঞান নয়।। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুর চুম্বকাংশ এখানেই। আমরা দেখছি দর্শনের একটা শাখায় মনগড়া নীতি নৈতিকতা,আদর্শ,মূল্যবোধের মতবাদের ছড়াছড়ি। অন্য একটি শাখায় সৃষ্টিতত্ত্ব,আধ্যাত্মিকতা, স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে আকিদাগত শাখা, অন্যটি পৃথিবী-প্রকৃতির রহস্য বা মেকানিক্স নিয়ে চিন্তা ও গবেষনাগত শাখা যা ফিজিক্স/কেমিস্ট্রি/ বায়োলজি/কস্মোলজির ইকুইভ্যালেন্ট, এতে জিওমেট্রি, ম্যাথম্যাটিকস,লজিক প্রভৃতিও থাকতে পারে।

ইসলামে দর্শনের গ্রহণযোগ্যতাঃ

আসুন, আগে জেনে নিই, উলামাগন দর্শনশাস্ত্রের ব্যপারে কি বলেন। বস্তুত অতীতের উলামাকেরামগন ফিলসফি কি জিনিস বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য তারা যাদুবিদ্যা,জ্যোতিষবিদ্যার পাশাপাশি এটাকেও ফরবিডেন সেক্টরে ফেলেছেনঃ *The majority of fuqaha' have stated that it is haraam to study philosophy. Among their comments on that are the following:*

*1 – Ibn Nujaym (Hanafi) said in al-Ashbaah wa'l-Nazaa'im : Acquiring knowledge may be an individual obligation, which is as much as one needs for religious commitment to be sound; or it may be a communal obligation, which is in addition to the previous and is done for the benefit of others; or it may be recommended, which is studying fiqh and 'ilm al-qalb (purification of the heart) in depth; or it may be haraam, which is learning philosophy, magic (sleight of hand), astrology, geomancy, natural science and witchcraft. End quote from **al-Ashbaah wa'l-Nazaa'ir ma'a Sharhiha: Ghamaz 'Ayoon al-Basaa'ir by al-Hamawi (4/125)**.*

*2 – al-Dardeer (Maaliki) said in **al-Sharh al-Kabeer** , discussing the kind of knowledge which is a communal obligation: Such as studying sharee'ah, which is not an individual obligation, and which includes fiqh, tafseer, hadeeth and 'aqeedah, and things that help with that such as (Arabic) grammar and literature, tafseer, mathematics and usool al-fiqh – not philosophy, astrology or 'ilm al-kalaam, according to the most sound opinion.*

Al-Dasooqi said in **Haashiyah (2/174)***: His phrase "according to the most sound opinion" means that it is forbidden to read the books of al-Baaji, Ibn al-'Arabi and 'Iyaad, unlike the one who says that it is essential to learn it in order to understand 'aqeedah and basic religious issues. But al-Ghazaali said that the one who has knowledge of 'ilm al-kalaam knows nothing of religious beliefs except the beliefs that the common people share, but they are distinguished by their ability to argue and debate.*

3 – Zakariya al-Ansaari (Shaafa'i) said in **Asna al-Mataalib (4/182)***: As for learning philosophy, magic (sleight of hand), astrology, geomancy, natural science and witchcraft, it is haraam. End quote.*

[islamqa.info]

আলহামদুলিল্লাহ যাকারিয়্যা আল আনসারি(রঃ) স্পষ্টভাবে 'ন্যাচারাল ফিলোসফি'কে আলাদাভাবে হারাম করেছেন। 4 – al-Bahooti (Hanbali) said in Kashshaaf al-Qinaa' (3/34): The opposite of shar'i knowledge is knowledge that is haraam or makrooh. Haraam knowledge is like 'ilm al-kalaam in which they argue on the basis of pure reason or speak in a manner that contradicts sound, unambiguous reports. If they speak on the basis of reports only or on the basis of texts and rational thought that is in accordance with them, then this is the basis of religion and the way of ahl al-sunnah. This is what is meant by the words of Shaykh Taqiy al-Deen. In his commentary he explains that even better. [Haraam knowledge also includes] philosophy, magic (sleight of hand), astrology and geomancy, as well as alchemy and natural sciences. End quote.

[islamqa.info]

ইমাম শাফে'ঈ বলেন : *The people did not become ignorant and begin to differ until they abandoned Arabic terminology and adopted the terminology of Aristotle.*

[islamqa.info]

এরিস্টটল বলতেন ফিলোসফারগন নবীগনের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন(নাউজুবিল্লাহ),আর এর সাথে আল ফারাবিও একমত ছিলেন! *In Aristotle's view, the philosopher is of a higher status than a prophet, because the prophet understands things by means of imagination whereas the philosopher understands things by means of reason and contemplation. In their view, imagination is of a lower status than contemplation. Al-Faraabi agreed with Aristotle in viewing the philosopher as being of higher status than a prophet.*

[islamqa.info]

অতএব, *In this sense philosophy is opposed to wisdom, which in Islamic terminology refers to the Sunnah as defined by the majority of muhadditheen and fuqaha', and in the sense of judgement, knowledge and proficiency, alongside moral guidelines which control the whims and desires of the self and keep it from doing haraam things. The wise man is the one who has these characteristics, hence philosophy, as defined by the philosophers, is one of the most dangerous falsehoods and most vicious in fighting faith and religion on the basis of logic, which it is very easy to use to confuse people in the name of reason, interpretation and metaphor that distort the religious texts.*

[islamqa.info]

বিস্তারিতঃ
https://islamqa.info/en/88184

অতএব,স্পষ্টরূপে দেখছেন ফিলসফির ব্যপারে উলামা-ফক্বীহদের অবস্থান। অত্যাশ্চর্য এবং চরম মজার বিষয় হচ্ছে সময়ের পরিক্রমায় কুফরের ডেভেলপমেন্টের এক পর্যায়ে হঠাৎ এই তিন বা চার অংশবিশিষ্ট 'দর্শন'এর কিছু অংশ আলাদা হয়ে সাইন্স হয়ে যায়। দর্শনের যে অংশটি আলাদা হয়ে আজকের 'সাইন্স' শব্দের আওতায় এসেছে, সেটা হচ্ছে 'ন্যাচারাল ফিলসফি'।এমনকি মেটাফিজিক্সের কিছু অংশও (Atomism) প্রকাশ্যে সাইন্স হয়ে যায়। *This (three)division is not obsolete but has changed. Natural philosophy has split into the various natural sciences, especially astronomy, physics, chemistry, biology, and cosmology. Moral philosophy has*

birthed the social sciences, but still includes value theory (including aesthetics, ethics, political philosophy, etc.). Metaphysical philosophy has birthed formal sciences such as logic, mathematics and philosophy of science, but still includes epistemology, cosmology and others.

[উইকিপিডিয়া]

অতএব,বুঝতেই পারছেন কি ঘটেছে। Natural Philosophy ভেঙ্গে আজকের Astronomy, physics, chemistry, biology এবং cosmology বানানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন যাদুকর, জ্যোতিষী,গনক (অকাল্টিস্ট) বা সোকল্ড দার্শনিকদের জ্ঞানের একটা অংশকেই আলাদাভাবে 'সাইন্স' মোড়কে নিয়ে আসা হয়েছে! আমার কথা নয়। উইকিপিডিয়াতেই উল্লিখিত, যা পড়ছেন। :)

পিথাগোরিয়ান দার্শনিক এরিস্টটলের সময় থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত 'ন্যাচারাল ফিলসফি' বলবৎ ছিল। ওই সময় পর্যন্ত astronomy, medicine ও physics ছিল ন্যাচারাল ফিলোসফির বিষয়বস্তু। যেমনটা উইকিপিডিয়ায় উল্লিখিত: *From the time of Ancient Greek philosopher Aristotle to the 19th century, "natural philosophy" encompassed astronomy, medicine, and physics.[15] For example, Newton's 1687 Mathematical Principles of Natural Philosophy later became classified as a book of physics. In the 19th century, the growth of modern research universities led academic philosophy and other disciplines to professionalize and specialize.[16][17]Other investigations closely related to art, science, politics, or other pursuits remained part of philosophy.*

[উইকিপিডিয়া]

চমৎকার একটি উদাহরণও দেওয়া হয়েছে যে,ফ্রিম্যাসনিস্ট (কথিত বিজ্ঞানী)নিউটনের 'ম্যাথম্যাটিক্যাল প্রিন্সিপ্যাল অব ন্যাচারাল ফিলসফি' গ্রন্থটি পরবর্তীতে ফিজিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ্ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এজন্য আমরা প্রাচীন যুগ থেকেই দার্শনিকদের বিভিন্ন তত্ত্ব,গবেষণা দেখতে পাই যা আজ সাইন্সের আওতাভুক্ত। অতএব সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট পিথাগোরাসেরও আগে মিশর-ভারত-বাবেল শহরথেকে শুরু হয় যাকে ন্যাচারাল ফিলোসফি বলা হত। ১৯ শতকের পর থেকেই মূলত যাদুকরদের কুফরি আকিদা/ওয়ার্ল্ডভিউকে আলাদাকরে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। আর দর্শনের অন্যান্য শাখা বা অংশগুলো অপরিবর্তিত থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে দর্শন এর অংশ থেকে বাইরে আনা ফিজিক্স,বায়োলজি,কেমিস্ট্রি, এস্ট্রোনমি নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা করে আলাদা একটা টার্মের মধ্যে ঢোকানো হয়। সেটা -'ফিলসফি অব সাইন্স'! তখন থেকেই সাইন্টিফিক মেথডের যাত্রা শুরু। সব কিছু লজিক্যাল এবং অবজারভেবল মেথডলজিতে নিয়ে আসা হয়। *While philosophical thought pertaining to science dates back at least to the time of Aristotle, philosophy of science emerged as a distinct discipline only in the middle of the 20th century in the wake of the logical positivism movement, which aimed to formulate criteria for ensuring all philosophical statements' meaningfulness and objectively assessing them. Thomas Kuhn's landmark 1962 book The Structure of Scientific Revolutions was also formative, challenging the view of scientific progress as steady, cumulative acquisition of knowledge based on a fixed method of systematic experimentation and instead arguing that any progress is relative to a "paradigm," the set of questions, concepts, and practices that define a scientific discipline in a particular historical period.[1] Karl Popper and Charles Sanders Peirce moved on from positivism to establish a modern set of standards for scientific methodology.*

(উইকিপিডিয়া)

This branch explores the foundations, methods, history, implications and purpose of science. Many of its sub-divisions correspond to a specific branch of science. For example, philosophy of biology deals specifically with the metaphysical, epistemological and ethical issues in the biomedical and life sciences. The philosophy of mathematics studies the philosophical assumptions, foundations and implications of mathematics.

[উইকিপিডিয়া]

বিংশ শতাব্দীতে দার্শনিকগন প্রাথমিকভাবে সর্বত্র শিক্ষক বা পণ্ডিতরূপে ভূমিকা রাখেন।আর দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়নকারী সকলে আইনশাস্ত্র,জার্নালিজম,রাজনীতি,ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান,ব্যবসায়,শিল্পকর্মে ভূমিকা রাখে। *Since the 20th century, professional philosophers contribute to society primarily as professors. However, many of those who study philosophy in undergraduate or*

graduate programs contribute in the fields of law, journalism, politics, religion, science, business and various art and entertainment activities.[26][উইকিপিডিয়া]

আপনাদের আগেই বলেছিলাম মেটাফিজিক্সেরও কিছু অংশ আজ 'সাইন্স' হয়ে গেছে।*Important topics covered by the Greeks included metaphysics (with competing theories such as atomism and monism), cosmology, the nature of the well-lived life (eudaimonia), the possibility of knowledge and the nature of reason (logos). [উইকিপিডিয়া]*

এটোমিক থিওরি ভারতীয় যাদুকরদের পাশাপাশি গ্রীক জ্ঞানবাদী occultist'দের মধ্যে অনেক আগেই ছিল। *"In the West, atomism emerged in the 5th century BCE with Leucippus and Democritus."[উইকিপিডিয়া]*

আর monism বা ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদাটি অতীতের প্রত্যেক দার্শনিকদের অভিন্ন আকিদা যা আজকের মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানের আল্টিমেট essence, যা সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

৪র্থ পর্বে বলেছিলাম, গ্রীক হার্মেটিক ফিলোসফির revival ঘটে রেনেসাঁ পিরিয়ডে। ওইসময় হার্মেটিক ওয়ার্ল্ডভিউ সেকুলারিস্টিক হিউম্যানিজমের উত্থান ঘটায়। স্পিরিচুয়াল দর্শন র‍্যাশোনাল দৃষ্টিভঙ্গিতে ডাইভার্ট হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে ন্যাচারাল ফিলসফিকে ১৯ শতকের পরবর্তীতে 'সাইন্স' এ রুপান্তরিত করে।*The Renaissance (1355–1650) period saw increasing focus on classic Greco-Roman thought and on a robust Humanism.*

[Wikipedia]

Following the rise of natural science, Modern philosophy was concerned with developing a secular and rational foundation for knowledge and moved away from traditional structures of authority such as religion, scholastic thought and the Church. Major modern philosophers include Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, and Kant. [Wikipedia]

আপনি কি Baruch Spinoza এর নাম শুনেছেন? প্রথম পর্বেই সামান্য বলেছিলাম। তিনিই অতি প্রাচীন আধ্যাত্মিক ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদাকে র‍্যাশোনাল প্যান্থেইজমে কনভার্ট করে সর্বপ্রথম সংজ্ঞায়িত করেন। https/en.m.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza

19th-century philosophy is influenced by the wider movement termed the Enlightenment, and includes figures such as Hegel a key figure in German idealism, Kierkegaard who developed the foundations for existentialism, Nietzsche a famed anti-Christian, J.S. Mill who promoted Utilitarianism, Karl Marx who developed the foundations for Communism and the American William James.
[Wikipedia]

অর্থাৎ ওই সময় থেকেই অনেক সেকুলার-কমিউনিস্টিক ডক্ট্রিন গজিয়ে ওঠে। যার অগ্রযাত্রা আজও চলছে। আজ তা 'গনতন্ত্রে' রূপ নিয়ে 'নোভাস অর্দো সেকলোরামের' দিকে যাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীতে দর্শনের আরো বিভক্তি ঘটেঃ*The 20th century saw the split between Analytic philosophy and Continental philosophy, as well as philosophical trends such as Phenomenology, Existentialism, Logical Positivism, Pragmatism and the Linguistic turn.[উইকিপিডিয়া]*

ওদিকে, ইসলামিক শক্তির উত্থানের পরে তাদের মধ্যেও গ্রীক কুফরি আকিদা চলে এসেছিল।।আগের পর্বে উল্লেখ করেছিলাম হার্মেটিক টেক্সট গুলো ইবনে হাইয়্যান কর্তৃক অনুবাদিত হয়। এর পরে থেকে বিভিন্ন গ্রীক ফিলোসফিক্যাল স্কুলের প্রচলন শুরু হয়। নামে এরিস্টটলিয়ান বা নিওপ্লেটনিক আসলে সবই ছিল পিথাগোরাসের অনুসারী। কেননা প্লেটো, এরিস্টটল পিথাগোরাসেরই আধ্যাত্মিক শিষ্য ছিল। *After the Muslim conquests, Early Islamic philosophy developed the Greek philosophical traditions in new innovative directions. This Islamic Golden Age influenced European intellectual developments. The two main currents of early Islamic thought are Kalam which focuses on Islamic theology and Falsafa which was based on Aristotelianism and Neoplatonism. The work of Aristotle was very influential among the falsafa such as al-Kindi (9th century), Avicenna (980 – June 1037) and Averroes (12th century). Others such as Al-Ghazali were highly*

critical of the methods of the Aristotelian falsafa. Islamic thinkers also developed a scientific method, experimental medicine, a theory of optics and a legal philosophy. Ibn Khaldun was an influential thinker in philosophy of history.

[Wikipedia]

সুতরাং মেইনস্ট্রিম সাইন্টিজমকে বলা যায়, 'নতুন বোতলে পুরাতন পানি'।আজ 'সাইন্সের' চরম উৎকর্ষে পৌঁছানোর পরে 'বিজ্ঞানের' নিয়ন্ত্রক এজেন্ডারা মাঝেমধ্যে সায়েন্সফিকশনের নামে চলচ্চিত্র তৈরি করে তাদের অরিজিন বা শেকড়ে থাকা আগের ওয়ার্ল্ডভিউটাকে দেখিয়ে দিচ্ছেঃ *The Matrix(movie) makes numerous references to philosophy including Buddhism, Vedanta, AdvaitaHinduism, Christianity, Messianism, Judaism, Gnosticism, existentialism a nd nihilism.(উইকিপিডিয়া)*
বিস্তারিতঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Philosophy

উপরিউক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বললে ভুল হবে না, এই মডার্ন বিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শ, স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ডভিউ বা দর্শন। স্বতন্ত্র ধর্মবিশেষ। একটি সম্পূর্ন ভিন্ন ট্র্যাকের বিষয়বস্তু, যা দীর্ঘদিন খ্রিষ্টীয় এবং পরবর্তীতে ইসলামিক সভ্যতার ডমিনেশনে লুক্কায়িত ছিল। সিস্টেমেটিক্যাললি একে আলোয় নিয়ে আসা হয়েছে।সমাজকে গ্রহন করানোর জন্য অন্য মোড়কে প্রবেশ করানো হয়েছে। অতঃপর এই গুহ্যজ্ঞানকে বিকশিত করা হয়েছে। আজ এমন পর্যায়ে একে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাকে ডিনাই করলে সমাজে মূর্খ-নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়ে হয়। আজ এই ন্যাচারাল ফিলসফিক্যাল নিষিদ্ধশাস্ত্রের থিওরেটিকাল ও র‍্যাশনাল প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। আজ 'ওরা' পূর্বাঞ্চলীয় দর্শনের শিবমূর্তির সামনে অনু-পরমানুর গবেষণা অথবা এই নামে কি যেন করছে! সেটাই নাকি পৃথিবীর সর্ববৃহত্তম পার্টিকেল ফিজিক্স রিসার্চ ল্যাব!

শিবমূর্তি রেখে তো ভুল করেনি, ইস্টার্ন অকাল্ট ফিলোসফিতে ভগবত পুরানায় পরমানুর বিষয়টি সুন্দরভাবেই সংজ্ঞায়িত আছে,তা আগের পর্বে আলোচনা করেছি। সুতরাং,পূর্বাঞ্চলীয় দর্শনের প্রতি মেইনস্ট্রিম সাইন্টিফিক কমিউনিটির সে-কি অপার আনুগত্য! বাহ!!

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

[পর্বঃ৬]

মনে করুন, এক অমুসলিম ব্যক্তি আপনার নিকট এলো। তার মাথায় লম্বা জটাধরা চুল, হাতে-গলায় বিচিত্র কবচ মাদুলি, হাতে কিসব জ্যামিতিক আঁকিবুঁকি, কানে দুল, ললাটে কিসব চিহ্ন। শরীর থেকে গাজা বা সেরকম কোন অচেনা কিছুর কটু গন্ধ। আপনি জানেন, তিনি একজন সুপরিচিত যাদুকর-গনক ও জ্যোতিষী। তিনি আপনাকে আসমান-যমীন সৃষ্টিতত্ত্ব এবং প্রকৃতির রহস্য নিয়ে এমন কিছু বললেন যা আপনি কখনো শোনেন নি। তিনি এত কনফিডেন্সের সাথে সেসব বলছেন, যেন সেসব গায়েবের জ্ঞান তার কাছে সবিস্তর বিদ্যমান। এমতাবস্থায় আপনি সে যাদুকরের কথা কিরূপ মূল্যায়ন করবেন? আপনার নিকট সে রহস্যবাদী গুপ্তজ্ঞানের দাবিদার যাদুকরের কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

বস্তুত, এর উত্তর আপনার স্বীয় মতাদর্শের উপর নির্ভর করে।

তদ্রূপ আরেকটি দৃশ্যকল্পঃ
ঐ যাদুকর তার সকল গুপ্তজ্ঞান(Occult knowledge) গ্রন্থাকারে সংরক্ষন করলেন। তার মৃত্যুর পরে অনেক বছর পরে কিছু অমুসলিম ব্যক্তি ওই গ্রন্থশাস্ত্র হাতে পায় এবং নিবিড় অধ্যয়ন শুরু করে। একপর্যায়ে তারা সমাজে ধীরে ধীরে তাদের ঐ গুপ্তগ্রন্থ লব্ধ জ্ঞান প্রচার করতে শুরু করে। প্রথম দিকে সেসব তথ্য হেরেটিক হবার জন্য সমাজপতি ও মৌলবাদী ধর্মপন্থীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে ছিল। এজন্য ওই গুপ্তবিদ্যা প্রচারকারীদের অনেকের জীবনও খুয়াতে হয়েছে। কিছু বছর যাবার পরে সেসব শাসকদের বিদায় হলে এবং ধর্মপন্থীদের দৌরাত্ম্য কমলে সেই গুপ্তবিদ্যার প্রসার বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে যাদুকরের
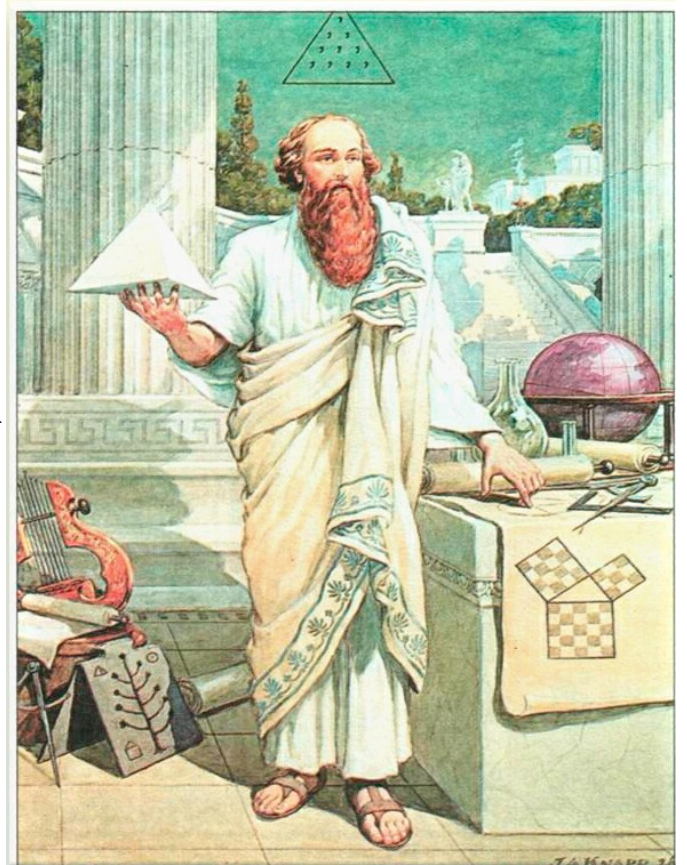
সেসব গুপ্তশিক্ষাই হয়ে গেল সমাজের 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের' কেন্দ্রবিন্দু। অতঃপর চার-পাঁচ শতাব্দীর পরে এমন একটা সময় আসলো, যখন ওই প্রাচীন গুপ্তজ্ঞানের পরিবর্ধিত অবস্থার ব্যবহার ছাড়া মানুষ ভিন্ন কিছু চিন্তা করতে পারে না। হাজারে একজন যদি ওই জ্ঞানের সামান্য বিরুদ্ধেও কিছু বলে, তবে তাকে নিয়ে শুরু হয় উপহাস-ঠাট্টা ও তামাশা। তাকে বাতুল-মূর্খ- কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা হেয় করতেও বাকি রাখে না।

আপনার কাছে আবারো একই প্রশ্ন, মৃত যাদুকরের গুপ্তবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টি রহস্য সংক্রান্ত কথিত জ্ঞান-বিজ্ঞান কতটুকুন গ্রহণযোগ্য আপনার নিকট? বিশেষ করে আপনি যদি ইব্রাহীম(আ:) ধর্মের অনুসারী হন, তবে?

জ্বি, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও উপরের দৃশ্যকল্পগুলো বস্তুত আজকের সময়েরই রূপক বর্ননা! আমরা ইতোপূর্বে বিগত পর্বগুলোয় Occultist(যেমনঃফ্রিম্যাসনিস্ট,স্যাটানিস্ট,স্পিরিচুয়ালিস্ট ইত্যাদি) দের আকিদা বা বিশ্বাস এবং সেসবের অরিজিন এবং যাদুবিদ্যার কিছু জনপ্রিয় স্কুল বা ট্রেডিশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এ বিষয়গুলো জানা এজন্যই প্রয়োজন ছিল, যাতে করে পরবর্তীতে যে বিষয়গুলো আনা হবে সেসবের সাথে সম্পর্কটা বুঝতে পারেন। আমাদের এ সময়টায় আমাদের অবস্থা এরকম যে, রূপকার্থে, আমরা মদ কোনটি আর ফলের রসের কোনটি, তা চিনতে পারছি না,পার্থক্যও করতে পারছিনা। আমরা নির্বোধের মত শেকড় সম্পর্কে কিছু না জেনেই গ্রহন করছি। নিষিদ্ধ সাব্জেক্টের মূল সম্পর্কে অনবহিত রেখেই সেসব গ্রহনের জন্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এজন্য নিষিদ্ধ বস্তু চেনার জ্ঞান থাকা জরুরী, যাতে করে ফলের রসের থেকে পার্থক্য করা যায় এবং অজ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহনের ফাঁদ থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

গতপর্বে আমরা দেখেছি দর্শনশাস্ত্রের ভেতরের চিত্র। আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীপূর্ব ন্যাচারাল ফিলসফিই পরবর্তী সময়ে 'মডার্ন সায়েন্স' এর মর্যাদা লাভ করে। এজন্য আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু এমন এক মহান ব্যক্তিত্বকে ঘিরে, যিনি এই গোটা দর্শনশাস্ত্রের জনক; গনিত ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের মহান আলোকবর্তিকা । নিউমেরলজি,সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র, এস্ট্রলজি,ডিভিনেশন, যাদুবিদ্যার শ্রেষ্ঠসাধক! তিনি আমাদের সকলের সুপরিচিত- পিথাগোরাস! *Pythagoras of Samos (570–495 BC)[Notes 1][4] was an IonianGreekphilosopher and the eponymous founder of the Pythagoreanism movement. His political and religious teachings were*

extremely influential in Magna Graecia and exerted a profound impact on the philosophies of Plato, Aristotle, and, through them, Western philosophy.

(উইকিপিডিয়া)

পিথাগোরাস ছিলেন প্রথম জ্ঞানের সাধক(লাভার অব উইসডোম-ফিলোসোফিয়া),সকল গ্রীক দার্শনিকদের মহাগুরু,পিথাগোরিয়ানিজমের আধ্যাত্মিক প্রবর্তক। পাশ্চাত্য ও আরব দর্শন পিথাগোরিয়ানিজম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। *It was said that he was the first man to call himself a philosopher ("lover of wisdom") and that he was the first to divide the globe into five climatic zones.(উইকিপিডিয়া)*

মহাঋষি পিথাগোরাসের সংক্ষিপ্ত বর্ননা প্রথম দেন হেরোডোটাস। তিনি বলেছেন, যাদুকর পিথাগোরাস তার অনুসারী শিষ্যদেরকে অমরত্ব সিদ্ধির শিক্ষা দিতেন। *The first concise early description of Pythagoras comes from the historian Herodotus of Halicarnassus (c. 484–c. 420 BC),[18] who describes Pythagoras as "not the most insignificant" of Greek sages[19] and states that Pythagoras taught his followers how to attain immortality.[18]*

(উইকিপিডিয়া)

অতএব, খুব ভাল করেই দেখছেন, তার দর্শন কিছুটা ইস্টার্ন মিস্টিসিজম(হিন্দু-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব) এর সাথে মিলে যায়। কেমন যেন একই ওয়ার্ল্ডভিউ এর প্রচারকারী! একারনে ঈসা আলাইহিসালাম এর আগমনের ৫০০ বছর আগে আসা পিথাগোরাসের জ্ঞানতত্ত্ব শুরু থেকেই আদি খ্রিষ্ট্র সমাজে গ্রহণযোগ্য হচ্ছিলো না। খ্রিষ্টানরা ৩০০ CE এর পরে বিকৃত ও পথভ্রষ্ট কাফেরে পরিনত হবার পরেও ওরা এই বিষয়ে সচেতন ছিল। পিথাগোরিয়ান আকিদা ছিল যে, যেকোন মানুষ যে কোন ধর্ম থেকেই স্রষ্টার সাথে একাত্ম হতে পারে, মৃত্যু বলে কিছু নেই, পুনরুত্থান বিচার দিবস এসবও কিছু নেই(নাউজুবিল্লাহ), আছে রিইনকারনেশন বা পুনর্জন্ম।স্রষ্টার সাথে সিদ্ধিলাভকারীরা মিলে যায় ফলে অমরত্ব পায় এবং পুনর্জন্মচক্র অবসান হয়! স্রষ্টা সৃষ্টির মাঝেই বিদ্যমান বলে নিজেকে আগে জানতে হবে, নতুবা ইম্মরটালিটি সম্ভব

নয়। সম্ভবত, এই দর্শন সর্বপ্রথম পিথাগোরাসই গ্রীক দর্শনে নিয়ে আসে।যা অনেক দেরীতে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের পরে ওয়াহদাতুল উজুদ নামে ইসলামে প্রবেশ করে।

পিথাগোরাসের কুফরি দর্শন অথবা অপবিদ্যার উৎসঃ

বলা হয়,পিথাগোরাস মিশরে গিয়ে যাদুবিদ্যা শিখে আসেন। মিশরে তার একজন প্যাগান যাদুকর গুরুও ছিল। পিথাগোরাস সেখানে ব্যবিলনীয় যাদুবিদ্যার জ্ঞানের বাহক ক্যালডীয় ম্যাজাইদের সান্নিধ্যও লাভ করেন।সেখান থেকেই যাবতীয় গুপ্তজ্ঞান নিয়ে গ্রীসে ফেরেন।

According to Diogenes Laërtius, Pythagoras not only visited Egypt and learnt the Egyptian language (as reported by Antiphon in his On Men of Outstanding Merit), but also "journeyed among the Chaldaeans and Magi." Later in Crete, he went to the Cave of Ida with Epimenides, and entered Egyptian sanctuaries for the purpose to learn information concerning the secret lore of the different gods.[69]

The Middle Platonist biographer Plutarch (c. 46–120 AD) writes in his treatise On Isis and Osiris that, during his visit to Egypt, Pythagoras received instruction from the Egyptian priest Oenuphis of Heliopolis (meanwhile Solon received lectures from a Sonchis of Sais).[70] Other ancient writers also mention Pythagoras's visit to Egypt.[71]

According to the Christian theologianClement of Alexandria (c. 150–215 AD), "Pythagoras was a disciple of Soches, an Egyptian archprophet, as well as Plato of Sechnuphis of Heliopolis."

Following a similar logic, the Egyptians are said to have taught him geometry, the Phoenicians arithmetic, the Chaldeans astronomy, and the Magi the principles of religion and practical maxims for the conduct of life.[68](উইকিপিডিয়া)

ম্যাজাই শব্দটি দ্বারা ব্যবিলনীয় সভ্যতা পরবর্তী যাদুকরদের বলা হত। ম্যাজাই শব্দটি দ্বারা ম্যাজিক/ম্যাজিয়ান/ম্যাজেশিয়ান বোঝায়।প্রাচীন দার্শনিক, পণ্ডিত, ইতিহাসবিদ কারো মধ্যেই এ ব্যপারে সন্দেহ নেই। হয়ত, ক্যালডিয় ম্যাজাইরা বাবেল শহরের আসা যাদুশিক্ষার প্রথম বাহক ছিলেন, তাদের থেকেই ইহুদীদের মধ্যে যাদুবিদ্যা ছড়িয়ে পড়ে যাকে বর্তমানে কাব্বালা বলা হয়।এই ক্যালডিয় ম্যাজাই তথা যাদুকররা প্রথমদিকে মিশরে অবস্থান করে, পরবর্তীতে গ্রীসসহ নানা দিকে ওদের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। তারা ছিলেন, ভাগ্যগনক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বক্তা। ক্যালডিয় ম্যাজিয়ানদের খ্যাতি ছিল যে, তারা শয়তান জ্বীনদের(Demonic Being) সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতো।।

বিস্তারিত জানুনঃ
https://www.themystica.com/mystica/articles/m/magus.html
http://www.unexplainedstuff.com/Magic-and-Sorcery/Magi.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magi
http://www.wisdomworld.org/additional/ListOfCollatedArticles/TheChaldeanLegend.html

কিছু ইতিহাসবিদ,পন্ডিত এও দাবি করেন যে পিথাগোরাস সরাসরি বাবেল শহর ভ্রমণে যান,অতঃপর সেখানকার ইহুদীদের থেকে গভীর জ্ঞান নিয়ে ফেরেন। যেমনটা Hermippus পিথাগোরাস এর ব্যপারে বলতেন, ***"imitation of the doctrines of the Jews and the Thracians, which he transferred to his own philosophy."***

Josephus বলেন, ***"For it is truly affirmed of Pythagoras that he took a great many of the laws of the Jews into his own philosophy."***

এরিস্টটলের শিষ্য এরিস্টোক্সাস বলেন, **পিথাগোরাস তার মৌলিক জ্ঞান লাভ করেন ইরাকের বাবেল শহর থেকে।** ব্যবিলনকে বলা হত ল্যান্ড অব ম্যাজাই। গুপ্তজ্ঞানের সন্ধানে তখনকার মানুষ ওই অভিশপ্ত শহরে যেত। ব্যবিলনে জ্যোতিষশাস্ত্রের অপবিজ্ঞান তৈরির সাথে সাথে মনিজমের কুফরি আকিদারও জন্ম হয়।

و حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ لَا تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ بِهَا تِسعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ

মালিক (রহঃ) উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) ইরাক গমন করতে ইচ্ছা করলেন। আহবার তাঁকে বললেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সেই দিকে গমন করবেন না। কারণ সেই দেশে নয়-দশমাংশ যাদু আছে, সেখানে দুষ্ট প্রকৃতির জ্বিন আছে এবং সেখানে এক প্রকারের (মারাত্মক) রোগ আছে যার কোন চিকিৎসা (ঔষধ) নেই। (হাদীসটি ইমাম মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন)

সুলায়মান ইবনু দাউদ .... আবূ সালেহ্ আল-গিফারী (রহঃ) হতে বর্ণিত। একদা . আলী (রাঃ) বাবেল শহরে যান। তিনি সেখানে সফর করার সময় মুআয্যিন এসে আসরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চায়। তিনি ঐ শহর ত্যাগ করে বাইরে এসে মুয়াজ্জীনকে- ইকামতের নির্দেশ দিলে সে ইকামত দেয়। অতঃপর নামায শেষে তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কবরস্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবেল শহরেও নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ঐটা অতিশপ্ত স্থান।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে,জনাব পিথাগোরাস প্রাচীন ব্যবিলন ও মিশর গিয়ে মিশরীয় ও ব্যবিলনীয়ান যাদুকরদের (ম্যাজাইদের) কাছে থেকে এস্ট্রোলজি,স্যাক্রিড জিওমেট্রি, occultism প্রভৃতি বিচিত্র অপবিদ্যা অর্জন করেন। সেখান থেকেই সিক্রেট টিচিং বহন করে আনেন। সুতরাং তার অর্জিত জ্ঞান কতটা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য?....সেটার বিবেচনা সম্মানিত পাঠকদের উপরেই থাক...!

এজন্য অনেকে তার(পিথাগোরাসের) টিচিং এর সাথে ইজিপশিয়ান প্যাগানিজমের সাদৃশ্যতা পায়।তাছাড়া ওর্ফিক রহস্যবাদ ও গ্রীক পৌত্তলিকতার সাথেও তার শিক্ষার সাদৃশ্যতা বিদ্যমান।*Some say his training was almost entirely Greek, others exclusively Egyptian and Oriental*

[উইকিপিডিয়া]

Ancient authorities furthermore note the similarities between the religious and ascetic peculiarities of Pythagoras with the Orphic or Cretan mysteries, [66] or the Delphic oracle.

(উইকিপিডিয়া)

<u>পিথাগোরাসের যাদুবিদ্যাঃ</u>

আপনারা জানেন, বিজ্ঞান, দর্শন ও গনিতবিদ মহান পিথাগোরাস মিশর থেকে যাদুশিক্ষা অর্জন করেন, এবং সেই প্যাগান মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। কুফফার নিয়ন্ত্রিত মেইনস্ট্রিম তথ্যকোষও তার ম্যাজিক্যাল এবিলিটির কথা এটা চেপে রাখে নি। এই দাবি এরিস্টটল থেকেও এসেছেঃ

Magical powers were also attributed to the famous mathematician and philosopher Pythagoras (c. 570 – 495 BCE), as recorded in the days of Aristotle.[20][21] Some of the magical acts attributed to him include:
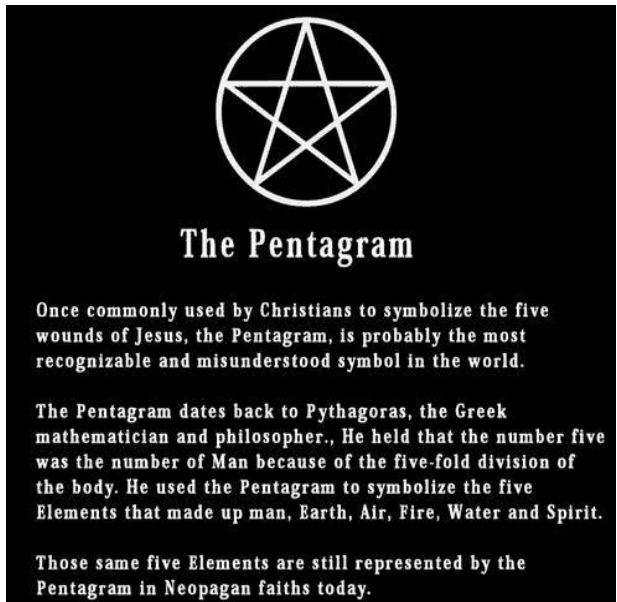
Being seen at the same hour in two cities.A white eagle permitting him to stroke it.A river greeting him with the words "Hail, Pythagoras!"Predicting that a dead man would be found on a ship entering a harbor.Predicting the appearance of a white bear and declaring it was dead before the messenger reached him bearing the news.Biting a poisonous snake to death (or in some versions driving a snake out from a village).[notes 2] These stories also hint at Pythagoras being one of these "divine man" figures, theios aner, his ability to control animals and to transcend space and time showing he has been touched by the gods.

Aristotle described Pythagoras as a wonder-worker and somewhat of a supernatural figure.[136] In a fragment, Aristotle writes that Pythagoras had a golden thigh,[136] which he publicly exhibited at the Olympic Games[136][137] and showed to Abaris the Hyperborean as proof of his identity as the "Hyperborean Apollo".

Supposedly, the priest of Apollo gave Pythagoras a magic arrow,[139] which he used to fly over long distances and perform ritual purifications.[139] He was once seen at both Metapontum and Croton at the same time.[140][23][137] When Pythagoras crossed the river Casas, "several witnesses" reported that they heard it greet him by name.[137] In Roman times, a legend claimed that Pythagoras was the son of Apollo.

Pythagoras was said to have had extraordinary success in dealing with animals.[23][145][137] A fragment from Aristotle records that, when a deadly snake bit Pythagoras, he bit it back and it died.[139][137]Both Porphyry and Iamblichus report that Pythagoras once persuaded a bull not to eat beans[23][145] and that he once convinced a notoriously destructive bear to swear that it would never harm a living thing again, and that the bear kept its word.(সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

বিস্তারিত: https/en.m.wikipedia.org/wiki/Magic_in_the_Graeco-Roman_world

পিথাগোরাসের জ্ঞানের উৎসই ছিল কিছু ইজিপশিয়ান যাদুকরের মিস্টিক্যাল টিচিং। অতএব, এর ধারক পিথাগোরাস স্বভাবতই যাদুকর হবেন, এটাই স্বাভাবিক। আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই!

পিথাগোরাস সারাবিশ্বের অকাল্ট নলেজের সিনথেসিজে 'ফিলোসফি'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বাবেল শহরের নাম্বারিং সিস্টেমকে সেক্রিড সাইন্সে রূপান্তর করেন। আর অনেক পরে, এরিস্টটল তার সকল শিক্ষাকে 'ন্যাচারাল ফিলোসফি' বা সাইন্স হিসেবে স্ট্যাবলিশ করেন। দেখুনঃ. মূলউৎসঃ'হিস্টরি অব ম্যাজিক- ডকুমেন্টারি'। শুরুতেই পিথাগোরাসঃ Pythagoras secret teaching all age - https://m.youtube.com/watch?v=RwxZ21qRdMg

পিথাগোরাসের বিশ্বাস/জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রদত্ত শিক্ষাঃ

এই মহানসাধক ক্রোটনে তার গোপন আস্তানা তৈরি করেন। আর তিনি সেখানে সাধু-স্যন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করতেন। তার কিছু শিষ্য ছিল যারা তার কাছে গোপনে আসতো গুপ্তজ্ঞান লাভের জন্য। *in around 530 BC, he travelled to Croton, where he founded a school in which initiates were sworn to secrecy and lived a communal, ascetic lifestyle. (উইকিপিডিয়া)*

তিনি থাকতেন গুহায়, এবং সেখানেই যাবতীয় সাধনা চালাতেন।*Pythagoras himself dwelled in a secret cave,[31][34] where he studied in private.[31][34](উইকিপিডিয়া)*

ক্রোটনে তিনি ইজিপশিয়ান ও ব্যবিলনিয়ান অকাল্টিজমের উপরে ভিত্তি করে নিজস্ব যে দার্শনিক স্কুল অব থটের প্রতিষ্ঠা করেন তা আজ পিথাগোরিয়ানিজম নামে পরিচিত।তার সাগরেদদেরকে বলা হত ম্যাথম্যাটিকয়। যেখানে সাগরেদগন অত্যন্ত কঠোর নীতিনিয়ম ভরা জীবন যাপন করতেন।*At Croton, he founded the philosophical school of Pythagoreanism,[26]whose practitioners adhered to a strict, disciplined way of life.*

(উইকিপিডিয়া)

The organization Pythagoras founded at Croton was called a "school",[152] [153] but, in many ways, resembled a monastery.[154] The adherents were bound by a vow to Pythagoras and each other, for the purpose of pursuing the religious and ascetic observances, and of studying his religious and philosophical theories.[155] The members of the sect shared all their possessions in common[156] and were devoted to each other to the exclusion of outsiders.[157][158] One Pythagorean maxim was "koinà tà phílōn" ("All things in common among friends").[156] Both Iamblichus and Porphyry provide detailed accounts of the organization of the school, although the primary interest of both writers is not historical accuracy, but rather to present Pythagoras as a divine figure, sent by the gods to benefit humankind.[159] Iamblichus, in particular, presents the "Pythagorean Way of Life" as a pagan alternative to the Christian monastic communities of his own time.(উইকিপিডিয়া)

পিথাগোরাসের সন্ন্যাস আশ্রমে তার শিষ্য-সাগরেদদেরকে কঠিন পণ করতে হত গুরু পিথাগোরাসের নিকট যে, তারা কেউই বাহিরের লোকেদের কাছে যেসকল আর্ট এন্ড সিম্বলিজমের শিক্ষা প্রকাশ করবেনা। কেউ অমান্য করলে তাকে বহিষ্কার করা হতো এবং কাল্পনিকভাবে মৃত হিসেবে ধরে বহিষ্কৃতের সমাধিস্তম্ভ নির্মান করা হতো। গুরু পিথাগোরাসের শিষ্যত্ব লাভের জন্য ৫ বছর নিশ্চুপ থাকতে হতো!!!!

এর পরে আরো পাচ বছর শিক্ষার পরে প্রকৃতির সবচেয়ে গুপ্তরহস্য সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের জন্য শিষ্যরা প্রস্তুত হতো। *Pythagorean teachings were known as "symbols" (symbolon)[48] and members took a vow of silence that they would not reveal these symbols to non-members.[160][48][149]Those who did not obey the laws of the community were expelled[161] and the remaining members would erect tombstones for them as though they had died.[161] New initiates were allegedly not permitted to meet*

Pythagoras until after they had completed a five-year initiation period,[34] during which they were required to remain silent.[34][wiki]

পিথাগোরাস পূর্বাঞ্চলের পৌত্তলিক প্যাগানদের মত বিশ্বাস করতেন সঙ্গীত আত্মাকে শুদ্ধ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন সঙ্গীতের মধ্যে গাণিতিক ও জ্যামিতিক তাৎপর্য নিহিত আছে।
The Pythagoreans believed that music was a purification for the soul, just as medicine was a purification for the body.[9][wiki]

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধকরা ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্স দৈহিক ক্ষয় বা দুর্বল হবার পথ বলে মনে করে। পিথাগোরাসও ব্যতিক্রম ছিলেন নাঃ*Diogenes Laërtius states that Pythagoras "did not indulge in the pleasures of love"[50] and that he cautioned others to only have sex "whenever you are willing to be weaker than yourself".[51][wikipedia]*

মহাগুরু পিথাগোরাস তার দেয়া অন্যান্য সকল শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন **'পুনঃজন্মবাদে'!** রিইনকারনেশন(ট্রান্সমাইগ্রেশন অব সোল) বা পুনঃজন্মবাদকে তিনি মেটেমসাইকোসিস বলতেন। জ্বি, কুফরের কেন্দ্রবিন্দু পূর্বাঞ্চলের হিন্দু-বৌদ্ধদের মতই। *The teaching most securely identified with Pythagoras is metempsychosis, or the "transmigration of souls", which holds that every soul is immortal and that, upon death, enters into a new body. He may have also devised the doctrine of musica universalis, which holds that the planets move according to mathematicalequations and thus resonate to produce an inaudible symphony of music. (উইকিপিডিয়া)*

One of Pythagoras's main doctrines appears to have been metempsychosis,[78][79][35][80] the belief that all souls are immortal and that, after death, a soul is transferred into a new body.[78] This teaching is referenced by Xenophanes, Ion of Chios, and Herodotus.(উইকিপিডিয়া)

অর্থাৎ, পিথাগোরাস এর মূল শিক্ষাই ছিল পুনঃজন্মবাদকেন্দ্রিক যা আসমানি কিতাবিধারী সকলের আকিদা-'পুনরুত্থান দিবস' এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

পিথাগোরাস Reincarnation নিয়ে এতটাই indulged ছিলেন যে,তিনি তার পূর্বের জীবনের ঘটনাও নাকি স্মরণ করতে পারতেন!*Empedocles alludes in one of his poems that Pythagoras may have claimed to possess the ability to recall his former incarnations.*

[wikipedia]

তিনি নাকি 'পিথাগোরাস' হবার পূর্বে আরো চারবার জন্মেছিলেন। আর সেসব জীবনের ঘটনাও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরন করতে পারতেন! প্রথম জীবন ছিল হার্মিসের পুত্ররূপে, পরের জীবনে ছিলেন Euphorbus, এরপরে Hermotimus, এবং Pyrrhus!! *"Diogenes Laërtius reports an account from Heraclides Ponticus that Pythagoras told people that he had lived four previous lives that he could remember in detail.[83][84][85] The first of these lives was as Aethalides the son of Hermes, who granted him the ability to remember all his past incarnations.[86] Next, he was incarnated as Euphorbus, a minor hero from the Trojan War briefly mentioned in the Iliad.[87] He then became the philosopher Hermotimus,[88] who recognized the shield of Euphorbus in the temple of Apollo.[88] His final incarnation was as Pyrrhus, a fisherman from Delos.[88] One of his past lives, as reported by Dicaearchus, was as a beautiful courtesan.[89][79]*
"

[উইকিপিডিয়া]

তিনি টিপিক্যাল ভারতীয় পৌত্তলিক সাধুদের ন্যায় নিরামিষভোজী ছিলেন।কিন্তু অজ্ঞাত কারনে সিম খেতে বারণ করতেন!*He probably prohibited his followers from eating beans(Wikipedia)*

অনেকের ধারনা তিনি মেটেমসাইকোসিস বা পুনর্জন্মবাদের বিশ্বাসের জন্যই নিরামিষভোজী ছিলেন।
Some ancient writers present Pythagoras as enforcing a strict vegetarian diet, [Notes 5][149][168] which may have been motivated due to the doctrine of metempsychosis.[169][149][168]

(উইকিপিডিয়া)

পিথাগোরাসকে নিউমেরোলজি ও মিউজিক্যাল শিক্ষার উন্নয়নের জনক হিসেবে ধরা হয়। তাছাড়া তাকে এখনো পিথাগোরিয়ান থিওরাম,পিথাগোরিয়ান টিউনিং, প্রাচীন ফিজিক্স বা যাদুবিদ্যায় ব্যবহৃত পাচটি সলিড বা ক্লাসিকাল ইলিমেন্ট এবং পৃথিবীর গোলাকৃতি(spherical Earth) তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কারকর্তা হিসেবে স্মরণ করা হয়। তাছাড়া তিনি গোটা পৃথিবীকে পাঁচটি ক্লাইমেটিক জোনে বিভক্ত করেছিলেন।

Scholars debate whether Pythagoras himself developed the numerological and musical teachings attributed to him. In antiquity, Pythagoras was credited with many mathematical and scientific discoveries, including the Pythagorean theorem, Pythagorean tuning, the five regular solids, the Theory of Proportions, the sphericity of the Earth, and the identity of the morning and evening stars as the planet Venus.(উইকিপিডিয়া)
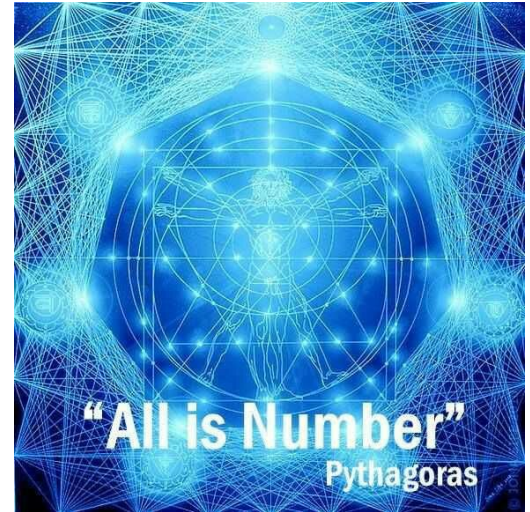
সঙ্গীত ও সংখ্যাজ্যোতীষ তত্ত্বের সাক্ষ্য আরোপ করেন পিথাগোরিয়ান স্কুল অব থটের দার্শনিক Philolaus। পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন সংগীত বা মিউজিকে অসাধারণ নিউম্যারিক্যাল প্যাটার্ন রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে তিনি বাদ্যযন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

The writings attributed to the Pythagorean philosopher Philolaus of Croton, who lived in the late fifth century BC, are the earliest texts to describe the numerological and musical theories that were later ascribed to Pythagoras.

সংখ্যাতত্ত্ব(numerology) বা সংখ্যাজ্যোতিষ হলো মহাঋষি পিথাগোরাসের আরেকটি মতবাদ। তিনি বলতেন মহাবিশ্বের সকল বস্তুই সংখ্যা বা নাম্বারের কম্পোজিশন। প্রত্যেকটি বস্তুই সংখ্যা। অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ বা দর্শনের সাথে পরিচয়পর্বে আমরা পূর্বেই ' নিউমেরিক্যাল সিমুলেটেড ম্যাট্রিক্স রিয়েলিটি' সম্পর্কে উল্লেখ করেছি।*According to Aristotle, the Pythagoreans used mathematics for solely mystical reasons, devoid of practical application.[98] They believed that all things were made of numbers.[99][100][wikipedia]*

পিথাগোরাস নিউমেরোলজির সাধক ছিলেন। নিউমেরোলজি কিছুটা জ্যোতিষশাস্ত্র ধরনের। একেক সংখ্যায় একেক significance আরোপ করা হয়।*The number one (the monad) represented the origin of all things[101] and the number two (the dyad) represented matter.[101] (Wikipedia)*

The number three was an "ideal number" because it had a beginning, middle, and end[102] and was the smallest number of points that could be used to define a plane triangle, which they revered as a symbol of the god Apollo.[102]
The number four signified the four seasons and the four elements(পানি,বায়ু,আগুন,পৃথিবী).

(Wikipedia)

পিথাগোরাস সংখ্যা ও ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনকে সকল অদেখা বা অপর্যবেক্ষনযোগ্য জিনিসের উপর আরোপ করতেন। বলতেন আকাশস্থিত সকল গ্রহ-নক্ষত্ররাজিদেরকে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন মেইনটেইন করে আবর্তনের কথা বলতেন।*Another belief attributed to Pythagoras was that of the "harmony of the spheres",[90] which maintained that the planets and stars move according to mathematical equations, which correspond to musical notes and thus produce an inaudible symphony.[90] According to Porphyry, Pythagoras taught that the seven Muses were actually the seven planets singing together.[91] In his philosophical dialogue Protrepticus, Aristotle has his literary double say:*
'When Pythagoras was asked [why humans exist], he said, "to observe the heavens," and he used to claim that he himself was an observer of nature, and it was for the sake of this that he had passed over into life

"The so-called Pythagoreans, who were the first to take up mathematics, not only advanced this subject, but saturated with it, they fancied that the principles of mathematics were the principles of all things."— Aristotle, Metaphysics 1–5, c. 350 BC

[উইকিপিডিয়া]

পিথাগোরাস শুধু যাদুকরই ছিলেন না, তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাও ছিলেন। *Pythagoras was said to have practised divination and prophecy.[93]*
মুসলিম ভাইবোনেরা ভাল করেই জানেন কিভাবে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ভবিষ্যদ্বাণী করে। :)

ইল্যুমিনাতির পিরামিড সিম্বলের তাৎপর্যটাও পিথাগোরিয়ানরা জানে। কারন ওটা গুরু পিথাগোরাস এরই আবিষ্কার। এর সিগ্নিফিকেন্স একদমই গোপন। Iamblichus কি বলেছেন পড়ুনঃ *Pythagoras was credited with devising the tetractys, the triangular figure of four rows which add up to the perfect number, ten.[95]The Pythagoreans regarded the tetractys as a symbol of utmost mystical importance.[95][96]Iamblichus, in his Life of Pythagoras, states that the tetractys was* **"so admirable, and so divinised by those**

who understood [it]," *that Pythagoras's students would swear oaths by it.[108][73][96](উইকিপিডিয়া)*

দেখুনঃhttp://illuminati.site/illuminati-pythagorean-tetractys/amp/

পিথাগোরিয়ান থিওরাম যদিও বাবেল শহরে আর কুফরের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে[পূর্বামঞ্চলে] ব্যবহার হত, হয়ত সেটা গ্রীসে সর্বপ্রথম পৌছেছেন এই মহান-গনিত সম্রাট পিথাগোরাস।

Many mathematical and scientific discoveries were attributed to Pythagoras, including his famous theorem,[114] The Pythagorean theorem was known and used by the Babylonians and Indians centu ries before Pythagoras,[122][120][123][124]but it is possible that he may have been the first one to introduce it to the Greeks.
(উইকিপিডিয়া)
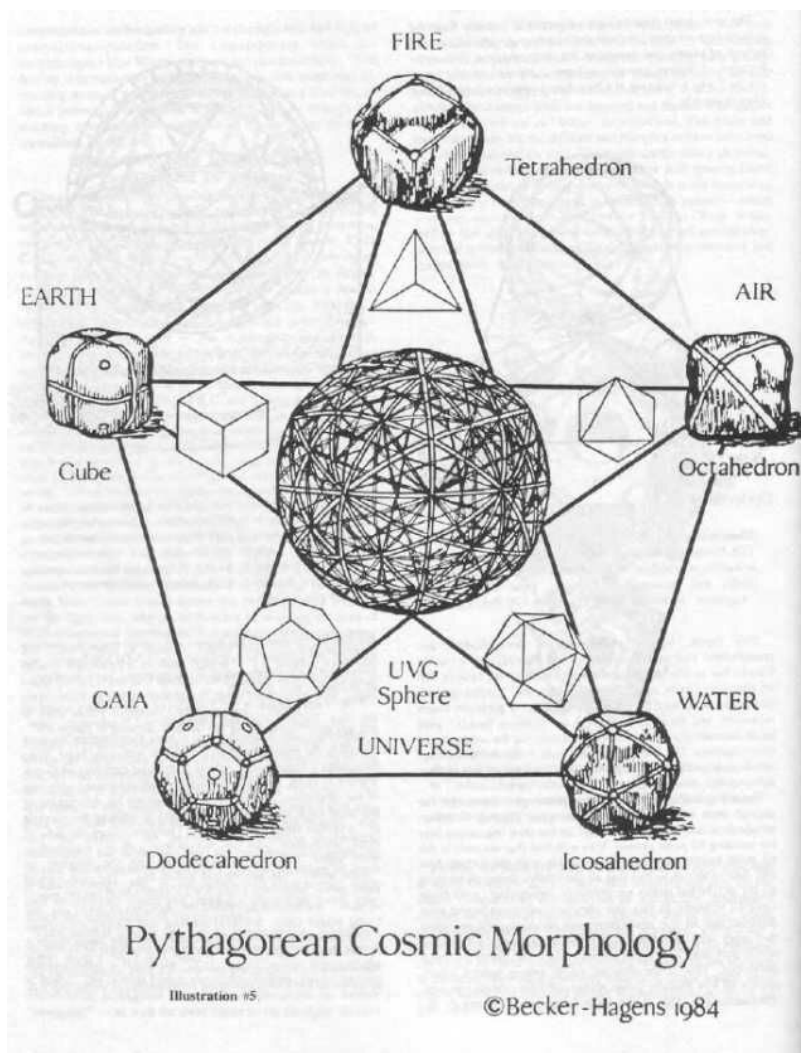
বলা হয় এই জ্ঞানপ্রেমী সাধুই প্রথম ৫ রেগুলার সলিড/ক্লাসিকাল ইলিমেন্টস এর কথক!

Pythagoras's biographers state that he also was the first to identify the five regular solids[97] and that he was the first to discover the Theory of Proportions.[97]

(উইকিপিডিয়া)

সেসব রেগুলার সলিডগুলো হচ্ছেঃ পানি,আগুন, পৃথিবী, বায়ু,প্রান/ইথার/আকাশ। এগুলোর তাৎপর্য যাদুকররা জানে। এটা ছাড়া যাদুবিদ্যার বেশ কিছু শাখা একদম অচল! দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=sG1gtgA7OVQ
যাদুকর পিথাগোরাসের সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ও যুগান্তকারী মতবাদ হচ্ছে "পৃথিবীর আকার- গোল বা স্ফেরিক্যাল"। পাশ্চাত্যে পিথাগোরাসের এই থিওরি বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। এটাই গোটা বিশ্বকে পালটে দেয়। স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেল পরবর্তীতে হেলিওসেন্ট্রিক মডেল,বিগ ব্যাঙ,আউটার স্পেস,বাসযোগ্য গ্রহ,এলিয়েন তত্ত্বসহ হাজারো থিওরি,মতবাদের জন্ম দেয়।

In ancient times, Pythagoras and his contemporary Parmenides of Elea were both credited with having been the first to teach that the Earth was spherical,[130] the first to divide the globe into five climactic zones,[130]and the first to identify the morning star and the evening star as the same celestial object.[131]

(উইকিপিডিয়া)
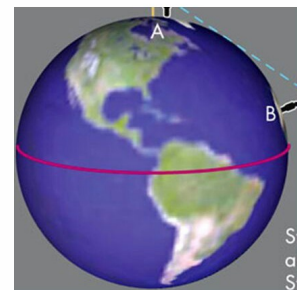
একজন পৌত্তলিক যাদুকরের(পিথাগোরাসের) অন্যান্য মনগড়া বিশ্বাসগুলোর একটি হচ্ছে 'পৃথিবী গোলাকৃতি' যা আজকের মেইনস্ট্রিম এস্ট্রোনমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। তার শিক্ষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল 'পুনর্জন্মবাদ'(!); বস্তুত এটা যতখানি সত্য ততখানি সত্য 'পৃথিবী গোলাকার'!

৩৩ ডিগ্রি মাস্টার ফ্রিম্যাসন এলবার্ট পাঈক বলেনঃ*"Pythagoras refused the title of sage, which means one who knows. He invented, and applied to himself that of*

philosopher, signifying one who is fond of or studies things secret and occult. The astronomy which he taught, was astrology: his science of numbers was based on Kabbalistic principles. Everything is veiled in numbers."

-Albert pike, (33rd degree Freemason)

-Morals and dogma

একজন শয়তানের পূজারি(ফ্রিম্যাসন) আরেক শয়তানের অনুসারী যাদুকরের(পিথাগোরাস) ব্যপারে উত্তম রূপেই জানে।**পিথাগোরাসের শিখানো এস্ট্রোনমি(পৃথিবীর স্ফেরিক্যাল মডেল) আসলে এস্ট্রলজি! আর তার সংখ্যাকেন্দ্রিক বিজ্ঞান, মূলত যাদুবিদ্যা কাব্বালারই নীতি!**
অতএব, যারা পিথাগোরাসকে ঘৃনা করবে কিন্তু তার শিক্ষাকে ঘৃনা না করে আগলে রাখবে, তারা কোন বিদ্যাকে আগলে রাখছে?.... প্রশ্ন থাকলো!

পিথাগোরাসের ৫০০ বছর পরে ঈসা(আ) এর আগমন ঘটে, তার অনুসারীরা ট্রেডিশনাললি যাদুকর/গুহ্যবাদী/জ্যোতিষীদের উপর চড়াও ছিল। তখন থেকেই পিথাগোরাসের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া অনুসারীরা গা ঢাকা দিয়ে সেসব চর্চা করতো। ওরাও ট্রেডিশনাল মিস্টিকদের ন্যায় 'পুনরুত্থান দিবসকে' অস্বীকার করে বলতো 'পুনর্জন্মবাদ' সত্য, যেমনি পিথাগোরাসের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এটা। তেমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির এক অস্তিত্বের আকিদা প্রচার করত। ওরা বলতো,যে কেউ যেকোন ধর্মে থেকেই সৃষ্টিকর্তার সাথে একাকার হতে পারে(বি ওয়ান উইথ গড-ফানাফিল্লাহ)।তাছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্র ও যাদু চর্চার জন্য এদেরকে প্যাগান হেরেটিক বলা হত। ওদের কোন আকিদাকেই গ্রহন করা হত না। যখন ত্রিনীতি তৈরি করে তাওহীদ থেকে বেরিয়ে নাসারারা কাফের হয়ে গেল,এর অনেক পরেও যাদুকরদের প্রতি কঠোরতা বিদ্যমান ছিল। গ্রীক সাহিত্যিক ও দার্শনিক পরফিরি ও আইয়ামব্লিকাস প্যাগানদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের জন্য খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখি চালান। ইসলামিক শক্তির উত্থানের অনেক পরে ষোড়শ শতকে ক্ষমতাসীন খ্রিষ্টানরা আগের নীতি থেকে একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায় ওরা হঠাৎ প্যাগান স্ফেরিক্যাল আর্থকে প্রচারে নামে এবং অন্যান্য পিথাগোরাসের মতবাদকেও বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করে। জ্যোতিষবিদ্যা, যাদুবিদ্যাকেও প্রমোটিং শুরু করে। ওরা ছিল ক্যাথলিক খ্রিষ্টান(জেসুইত)।

আরবে পিথাগোরাসের দর্শন ও কথিত গিথাগোরিয়ান বিজ্ঞানের প্রবেশঃ

ইসলামিক সভ্যতার জাগরণের শুরুর কিছু পরেই (৭০০ খ্রিষ্টাব্দে) পিথাগোরিয়ান গ্রীক জ্ঞান ভান্ডার আরবে পৌছায়। আলকেমিস্ট ও জ্যোতিষী জাবির ইবনে হাইয়্যান সাহেব বিপুল সংখ্যক কিতাবকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তৎকালীন খলিফাও (হয়ত কৌতূহল বশত) এসব কাজে সহনশীল ও সাহায্যপরায়ণ ছিলেন।৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভারতীয় এস্ট্রোনমির গ্রন্থ গুলো ফার্সী ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়, এটা খুব সাড়া না জাগালেও ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে চলে আসে জ্যোতিষী টলেমীর Almagest কিতাব। অনুবাদ হবার পরেই আরব এস্ট্রোনমিক্যাল প্রাক্টিসে বিপ্লব ঘটে। গ্রীক- ভারতীয় দর্শন আরবে প্রবেশের পূর্বে 'পৃথিবীর আকৃতি কিরূপ' সে ব্যপারে কোন প্রশ্ন ওঠে নি। যেহেতু পিথাগোরাসের থেকেই স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেলের ধারনা গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রবেশ করে, এটা আরবে আবির্ভাবের পরে স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেলের ধারনা আরবে চলে আসে। প্রথমদিকে গ্রীক কুফরি জ্ঞান ও দর্শনের বিরুদ্ধে চরম বিরোধীতা করেন আলেমসমাজের কনজারভেটিভ অংশ। মুতাজিলারা গ্রীকদর্শনের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন।শিয়াদের মধ্যেই এর অনুসারীদের বেশি পাওয়া যায়। এর পরে কয়েক শতক অতিবাহিত হলে কিছু প্রজন্ম চলে গেলে পৃথিবীর আকৃতির ব্যপারে দুই ধরনের মতামত তৈরি হয়।তখন আরব থেকে স্ফেরিক্যাল মডেলের আইডিয়ার গ্রীক অরিজিনকে ভুলে যাওয়া হয়। কনফিউশনটা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে যায়। অধিকাংশ আলেম উলামাগন এ বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে যান। যখন একদল আলেমরা গোল পৃথিবীর পক্ষে থেকে কুরআন দ্বারা সত্যায়নের যুক্তিকেন্দ্রিক চেষ্টা চালান,হয়ত তারাও এই স্ফেরিক্যাল ধারনা বা বিশ্বাসের অরিজিনকে সজ্ঞানে ভেবে এর পক্ষপাতিত্ব করতেন না। খুব সম্ভবত তারাও আজকের কিছু আলেমদের ন্যায় তাদের কন্টেম্পরারী 'সাইন্সের' দিকে তাকিয়ে এর স্ট্যান্ডার্ডে কুরআন সুন্নাহর বিশুদ্ধতা প্রমানে তেমনটি করেছেন।আর সেই নিরপেক্ষ উলামাগন দ্বিমত করেন নি, হয়ত ফিতনার আশংকায়। কারন, সেসময়ে জ্যোতিষী, আলকেমিস্টদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় সাথে তাদের কনফিডেন্স,এদের অনেকে আল্লাহর অস্তিত্বেও সন্দেহ করেও কথা বলত। পরবর্তিতে একদল স্বল্প সংখ্যক আলেম অনেক দেরীতে দুনিয়াতে এসেও প্রিমিটিভ আসমান-জমিনের কন্সেপ্টকে সমর্থন করেন। তারা এ ব্যপারে আনএপোলোজেটিক। এমনকি তারা কুরআন সুন্নাহর দলিল তুলে ভূতাত্ত্বিক/এস্ট্রোনমারদের গোলবাদের চিন্তাকে রিফিউট করতেন। তবে মেজরিটি অশিক্ষিত জনসাধারণ অনেক দেরীতেও ট্রেডিশনাল প্রিমিটিভ কস্মোলজি থেকে বের হতে আসতে পারে নি। যার জন্য গ্লোবিউলার মডেলের সপক্ষে প্রাচীন স্কলারদের মধ্যে সাড়া ফেলানো ইমাম ইবনে

হাজম(1063 CE) বলেন, ***"They say: the evidences are true that the Earth is spherical, but public (normal people) say other than that. Our answer, and by Allah we reach success, is: Indeed, someone among imams of Muslims who deserve the name "imam" by knowledge (may Allah be pleased with them) NEVER denied the sphere-ness of the Earth, and it is not recorded in rejecting that for one of them a single word. Nay, the proofs from the Quran and Sunnah is about its sphere-ness."***

অর্থাৎ,তার সময় পর্যন্ত, পূর্ববর্তী ২০০ বছরের আলেম উলামাদের নিরপেক্ষতার কথা বলেছেন যারা বিরুদ্ধে বলেন নি। কিন্তু তার সময়ের সাধারন মানুষ তখনও উলটো বলত। এজন্য বলেছেন, ***'but public (normal people) say other than that.'!***

মজার বিষয় হলো, ইমাম ইবনে হাজমের প্রায় চার-পাঁচশো বছর পরে এসেও কিছু আলেম সুস্পষ্টভাবে প্রিমিটিভ জিওস্টেশনারী কস্মোলজির কথা বলেছেন। তাদের অধিকাংশই বাঘা বাঘা মুফাসসীরিন! একটা বিষয় হলো ইসলামের ইতিহাসের শুরুর দিকের এরকম আইডিওলজিক্যাল ডিস্টর্শনের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছে। মধ্যযুগীয় কিছু আলেমদের কল্যানে খানিকটা পাওয়া যায়। সেটাও আজকের বিজ্ঞানপ্রেমী মুসলিম ও উলামাগন কেমন যেন ঢেকে রাখেন। যেমন একটি হাদিস উল্লেখ করিঃ
Ibn Abi Hatim recorded that Ibn 'Abbas said, "The sun is like flowing water, running in its course in the sky during the day. When it sets, it travels in its course beneath the earth until it rises in the east." He said, "The same is true in the case of the moon." Its chain of narration is Sahih.
[Tafsir ibn Kathir for 31:29]

দেখুনঃ http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1784

ইবনে কাসীর(রঃ) এই হাদিসের চেইনকে সহীহ বলেছেন,কিন্তু 'বিশেষ কারনে' এটা চেপে রাখা হয়েছে। যেহেতু হাদিসটি মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানের সম্পূর্ন বিপরীতে চলে যায়, তাই এ ব্যপারে জানতে চাওয়া হলে একদল মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানপ্রিয় আলেমগন মানতে না পেরে কি বলেছেন পড়ুন(হাসি চেপে রাখুন) -

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=336679

এরকম আরো অজস্র দলিল প্রমান আছে, এবং সর্বোপরি রহমানের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ।
আজও আরবের মধ্যেই মৌলবাদী মুসলিমদের একটা বিরাট অংশ প্রিমিটিভ কস্মোলজিকেই সত্য বলে মানেন। আর মুসলিমদের মধ্যে এই মতাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবই।

সামনে এসব নিয়ে আরো আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।। একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন যে, কোন মুসলিম ভাইবোনকে আমরা কাফেরদের কুফর কেন্দ্রিক এস্ট্রোনমি বা তেমনি বিজ্ঞানের অন্য কোন অস্পষ্ট বা সুস্পষ্ট কুফরকে বিশ্বাসের জন্য গনহারে পথভ্রষ্ট কিংবা তাকফির করি না। যদিও, শতাব্দী শ্রেষ্ঠ উলামাদের একজন শায়খ বিন বাজ(রহঃ) সুস্পষ্টভাবে হেলিওসেন্ট্রিজমকে জেনেবুঝে বিশ্বাসীদেরকে তাকফির করেছেন!
কিছু ফতওয়া অবশ্য শোনা যায় তিনি চাপে পড়ে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে সৌদির রাজপুত্রের কথিত স্পেসে ভ্রমনের পরে!

যাদুকর পিথাগোরাসের আদর্শে যারা বা যে সংগঠন গুলো প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছেঃ

Philolaus,Alcmaeon,Parmenides,Plato,Archytas,Euclid,Empedocles,Hippasus,Eudorus of Alexandria,Philo, Apollonius of Tyana,Moderatus of Gades,Nicomachus,Numenius of Apamea,Plotinus,Dante Alighieri,Nicolaus Copernicus,Johannes Kepler, Isaac Newton,Robert Fludd, John Dee,Henry, David Thoreau প্রমুখ পিথাগোরাসের অনুসারী।
মহান যাদুকর পিথাগোরাসের আদর্শে প্রভাবিত ও পরিচালিত সংগঠনঃ **Rosicrucianism, Freemasonry এবং Illuminat!** [সূত্রঃউইকিপিডিয়া]

এরিস্টটলের মতে প্লেটো চরমভাবে পিথাগোরাসের মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন।
Aristotle states that the philosophy of Plato was heavily dependent on the teachings of the Pythagoreans.[183][184]

(উইকিপিডিয়া)

প্লেটো, প্রথম ম্যাসনিক গুরু পিথাগোরাসের থেকে গনিত,চিন্তা-দর্শন, নীতি নৈতিকতা গ্রহন করেন। ব্যবিলনিয়ান অপশিক্ষাকে জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারনে তিনিও ম্যাসনিক কমিউনিটিতে যথেষ্ট সম্মানিত।*Additionally, Plato may have taken from Pythagoras the idea that mathematics and abstract thought are a secure basis for philosophy, as well as "for substantial theses in science and morals".[187]*

(উইকিপিডিয়া)

Bertrand Russell বলেন, প্লেটো ও অন্যান্য দার্শনিক- বিজ্ঞানীদের উপর পিথাগোরাসের প্রভাব এত বেশি ছিল যে তাকে সকল সময়ের সবচেয়ে বড় প্রভাবক দার্শনিকরূপে গন্য করা উচিৎ। Bertrand Russell অন্য কাউকে জানেন না যিনি তার মতাদর্শ দ্বারা এত প্রভাব ফেলেছেন।*Bertrand Russell, in his A History of Western Philosophy, contends that the influence of Pythagoras on Plato and others was so great that he should be considered the most influential philosopher of all time.[188] He concludes that* ***"I do not know of any other man who has been as influential as he was in the school of thought."***[189]

(উইকিপিডিয়া)

পিথাগোরাস তার উত্তরসূরি সকল দার্শনিক, গবেষকের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিলেন।। প্লেটো,এরিস্টটল কেউই তার প্রভাবমুক্ত ছিলো না। তারা যে শিক্ষা ও দর্শন প্রচার করতেন তা ছিল পিথাগোরাসের শিক্ষা থেকে উৎসারিত। *Pythagoras exerted a massive influence on Plato, whose dialogues, especially his Timaeus, exhibit Pythagorean teachings. Pythagorean ideas about mathematical perfection also impacted ancient Greek art. (উইকিপিডিয়া)*

Aristotle writes at length about the teachings of the Pythagoreans,[77] but without mentioning Pythagoras directly.

(উইকিপিডিয়া)

অকাল্টিস্ট পিথাগোরাস তার দর্শন,গবেষণা ও মতবাদ শুধু তার অঞ্চলের দার্শনিকদেরই প্রভাবিত করেনি, তার অঞ্চল ছাপিয়ে পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারক বাহকদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছিল। মডার্ন এস্ট্রোনমির ডিজাইনার নিকোলাস কোপার্নিকাস, জোহানেস কেপলার, আইজ্যাক নিউটন সকলেই মহান যাদুকর পিথাগোরাসের মতাদর্শের অনুসারী ছিল। বিজ্ঞান তার স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করেই এগিয়েছিল। একই তালে কন্টেম্পরারী স্পিরিচুয়ালিস্টরাও তার শ্রদ্ধায় পিথাগোরিয়ান সিম্বলিজম বহন করত। বস্তুত, কথিত ওইসব বিজ্ঞানীরাও গুপ্তবাদী এবং ম্যাজিক-উইচক্র্যাফটের বিদ্যা বা জ্ঞানের অনুসরণ করত। এ বিষয় গুলো ক্রমান্বয়ে সামনে আসছে। ইনশাআল্লাহ।

"Pythagoras continued to be regarded as a great philosopher throughout the Middle Ages and his philosophy had a major impact on scientists such as Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, and Isaac Newton. Pythagorean symbolism was used throughout early modern European esotericism and his teachings as portrayed in Ovid's Metamorphoses influenced the growth of the vegetarian movement."[উইকিপিডিয়া]

ঈসা আলাইহিসালাম এর জন্মের একশত বছর আগেই দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরিয়ান শিক্ষার ব্যাপক ছড়াছড়ি ছিল। আজ পর্যন্ত গ্রীসের প্রায় প্রত্যেক দার্শনিকই তার আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

A revival of Pythagorean teachings occurred in the first century BC[190] when Middle Platonist philosophers such as Eudorus and Philo of Alexandria hailed the rise of a "new" Pythagoreanism in Alexandria.[191] At around the same time, Neopythagoreanism became prominent.[192] (উইকিপিডিয়া)

রেনেসাঁ(14th -17th century) যুগে যখন কুফরি অপবিদ্যার এক্সপ্লোশন হয়,তখন কন্টেম্পরারী সকল দার্শনিক(বিজ্ঞানী),জ্যোতিষী, যাদুকরদের নিকট পিথাগোরাস সমাদৃত ও সম্মানিত ছিল। তাকে দেখা হত গনিত ও সঙ্গীতবিজ্ঞানের জনক। *During the Middle Ages, Pythagoras was revered as the founder of mathematics and music, two of the Seven Liberal Arts.[215][Wikipedia]*

মধ্যযুগীয় কথিত বিজ্ঞানীদের যারা বর্তমান কুফফারদের প্রিফার্ড কস্মোলজির প্রায় পুরোটার গোড়াপত্তন ঘটায়, তারা সকলেই ছিল পিথাগোরিয়ানিজমে বিশ্বাসী।*In his preface to his book On the Revolution of the Heavenly Spheres (1543), Nicolaus Copernicus cites various*

Pythagoreans as the most important influences on the development of his heliocentric model of the universe,[215][217](উইকিপিডিয়া)

জ্বি হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির কথক নিকোলাস কোপার্নিকাসও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। বস্তুত হেলিওসেন্ট্রিক আউটার স্পেসযুক্ত ইউনিভার্সের মূল হচ্ছে স্ফেরিক্যাল আর্থ। যেসব প্যাগানরা স্ফেরিক্যাল বা গোলাকার পৃথিবীকে বিশ্বাস করত তারা পিথাগোরাসের শিক্ষার উপরেই ছিল। আর ওরা শুধুমাত্র হেলিওসেন্ট্রিক থিওরি দ্বারা সে মূল গোল পৃথিবীর মতবাদের ডালপালা তৈরি করেছে মাত্র।

জোহানেস কেপলার আরেকজন। :) ইনি তো সরাসরি নিজেকে পিথাগোরিয়ান বলে দাবিই করেছে। ওর কাল্পনিক প্ল্যানেটারী মোশনের আবিষ্কারও যাদুকর পিথাগোরাসের কথার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। *Johannes Kepler considered himself to be a Pythagorean.[218][215][219] He believed in the Pythagorean doctrine of musica universalis[220] and it was his search for the mathematical equations behind this doctrine that led to his discovery of the laws of planetary motion.[220]*

[Wikipedia]

পিথাগোরাসের মতবাদকে কেন্দ্র করে টাইটেল বানিয়ে বইও প্রকাশ করেছিল Kepler । শুনলে অবাক হবেন কেপলার হার্মেটিসিজমেও নিমগ্ন ছিল। *Kepler titled his book on the subject Harmonices Mundi (Harmonics of the World), after the Pythagorean teaching that had inspired him.[215][221] Near the conclusion of the book, Kepler describes himself falling asleep to the sound of the heavenly music, "warmed by having drunk a generous draught... from the cup of Pythagoras."[222](Wikipedia)*

আপনাদের স্যর আইজ্যাক নিউটনও পিথাগোরিয়ান অকাল্টিজমে বিশ্বাস করত। Isaac Newton firmly believed in the Pythagorean teaching of the mathematical harmony and order of the universe.[223][Wikipedia]

নিউটন সহজে কাউকে ক্রেডিট দিত না, সে গুরুজি পিথাগোরাসের সাথে বেয়াদবি করেননি। পিথাগোরিয়ান স্ফেরিক্যাল আর্থ বা গ্লোব আর্থে গ্রাভিটি না থাকলে, সেটা একদমই অগ্রহণযোগ্য।

Though Newton was notorious for rarely giving others credit for their discoveries, [224]he attributed the discovery of the Law of Universal Gravitation to Pythagoras. [224](Wikipedia)

দার্শনিক আল্ফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড মতে প্লেটো পিথাগোরাস, এরিস্টটলরা মডার্ন (সুডো)বিজ্ঞানের খুব নিকটবর্তী। আর পদার্থবিদ এলবার্ট আইনস্টাইনসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিশুদ্ধ পিথাগোরাসের মতবাদকেই অনুসরণ করছে! আসলে অবাক হবার কিছু নেই।। উনি ঠিকই বলেছেন। প্রথম পর্বেই আমরা দেখেছি এলবার্টআইনস্টাইন সাহেবের আসল চেহারা। আর বাবেল শহরের শয়তানদের প্রচারিত মতাদর্শের কথাগুলো মডার্ন ফিজিক্স/এস্ট্রোনোমিকাল সাইন্স প্যাকেটে আসায় পিথাগোরাস আর প্লেটোর উচিৎ নয় এ থেকে দূরে থাকা। *The English philosopher Alfred North Whitehead argued that "In a sense, Plato and Pythagoras stand nearer to modern physical science than does Aristotle. The two former were mathematicians, whereas Aristotle was the son of a doctor".[226] By this measure, Whitehead declared that Einstein and other modern scientists like him are "following the pure Pythagorean tradition."[225][227]*

[উইকিপিডিয়া]

পাশ্চাত্যে প্যাগানিজম, যাদুবিদ্যা ও এসোটেরিক নলেজের (ইল্মুল লাদুনী) বৃদ্ধিতে প্রথম ম্যাসনিক টিচার হিসেবে পিথাগোরাসের বিশাল ভূমিকা ছিল। জোহানেস রুচলিন মতানুযায়ী পিথাগোরাস কাব্বালিস্টও বটে। কাব্বালা ও পিথাগোরিয়াসের আকিদাগত শিক্ষা অভিন্ন। দর্শন-বিজ্ঞানও এক। উভয় বিদ্যার উৎসও একঃ ইজিপশিয়ান ম্যাজাই→ব্যাবিলন। কাব্বালা নিয়ে আলোচনা গত হয়েছে। *Early modern European esotericism drew heavily on the teachings of Pythagoras.[215]The German humanist scholar Johannes Reuchlin (1455-1522) synthesized Pythagoreanism with Christian theology and*
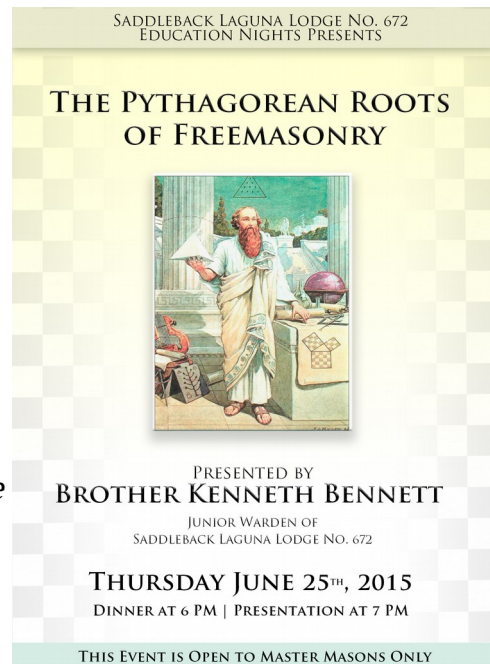
Jewish Kabbalah,[234] arguing that Kabbalah and Pythagoreanism were both inspired by Mosaic tradition[235] and that Pythagoras was therefore a kabbalist.[235]

[উইকিপিডিয়া]

তিন খন্ড বিশিষ্ট অকাল্ট ফিলসফি কিতাবে Heinrich পিথাগোরাসকে রিলিজিয়াস ম্যাজাই বলেন। বাহ।
Heinrich Cornelius Agrippa's popular and influential three-volume treatise De Occulta Philosophia cites Pythagoras as a "religious magi"[236] and indicates that Pythagoras's mystical numerology operates on a supercelestial level.[236]

[উইকিপিডিয়া]

আর ফ্রিম্যাসন? ওরা তো নিজেদের অকাল্ট সোসাইটির মডেলের প্রাচীন রেফারেন্স হিসেবে ক্রোটনে পিথাগোরাসের সংগঠনকে দেখায়!!
The freemasons deliberately modeled their society on the community founded by Pythagoras at Croton.[237]

[উইকিপিডিয়া]

পিথাগোরাসকে ফ্রিম্যাসনিস্টরা ম্যাসনিক বিদ্যার জনক হিসেবে দেখে। পিথাগোরিয়ান অকাল্টিজম ঠিক তাই যা ফ্রিম্যাসনিস্টরা অর্জন করে ৩৩ডিগ্রি(complete enlightenment) লাভ করে।
পিথাগোরিয়ান ফ্রিম্যাসনারির ব্যপারে বিস্তারিত দেখুনঃ
http://www.freemasons-freemasonry.com/freemasonry_pythagoras.html
http://www.masonicworld.com/education/articles/pythagorean_tradition_in_fre.htm
http://www.midnightfreemasons.org/2013/06/pythagorean-views-of-divinity_6541.html?m=1
http://universalfreemasonry.org/en/history/pythagoras
http://freemasoninformation.com/masonic-education/books/the-beginning-of-masonry/pythagoras-and-freemasonry/amp/
http://www.masonicdictionary.com/pythagoras.html

ফ্রিম্যাসন এর ন্যায় আরেকটি শয়তানের আরাধনা,যাদুবিদ্যা অর্থাৎ অকাল্ট সোসাইটির নাম- রোজিক্রুশিয়ানিজম, যারা পিথাগোরাসের সিম্বলিজমকে গ্রহন করেছে।
Rosicrucianism used Pythagorean symbolism,[215] as did Robert Fludd (1574-1637),[215] who believed his own musical writings to have been inspired by Pythagoras. Wolfgang Amadeus Mozart incorporated Masonic and Pythagorean symbolism into his opera The Magic Flute.[241](সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

বিখ্যাত জ্যোতিষী/যাদুকর জন ডি'ও পিথাগোরাসের ফ্যান ছিলেন। তিনি ম্যাট্রিক্স মুভির ন্যায় পিথাগোরাসের নিউমেরিক্যাল রিয়েলিটির মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।*John Dee was heavily influenced by Pythagorean ideology,[238][236]particularly the teaching that all things are made of numbers.* [উইকিপিডিয়া]

ইল্যুমিনাতির প্রতিষ্ঠাতা Adam weishaupt পিথাগোরাসের ভূয়সী প্রশংসাকারী। তিনি তার 'পিথাগোরাস' নামের বইতে পিথাগোরাসের সাধুসন্ন্যাসের কমিউনিটির ন্যায় বর্তমান সমাজকে বিনির্মাণের ঔচিত্যবোধ প্রকাশ করেন। *Adam Weishaupt, the founder of the Illuminati, was a strong admirer of Pythagoras[239] and, in his book Pythagoras (1787), he advocated that society should be reformed to be more like Pythagoras's commune at Croton.[240]*

(উইকিপিডিয়া)

Pythagoras origin of illuminati
https://m.youtube.com/watch?v=6zMStfhy2Qg

cult of Pythagoras
https://m.youtube.com/watch?v=9AdtSF-TpB0

Sylvain Maréchal এর মতানুযায়ী সকল সময়ের সকল বিপ্লব গুলো পিথাগোরাসের জন্যই হয়েছে। আসলেই, ঋষিজ্বির কাছে বড্ড ঋণী মডার্ন সমাজব্যবস্থা। *Sylvain Maréchal, in his six-volume*

1799 biography The Voyages of Pythagoras, declared that all revolutionaries in all time periods are the "heirs of Pythagoras". [উইকিপিডিয়া]

সাধারন মানুষ পেন্টাগন বা পঞ্চভুজকে স্যাটানিক সিম্বলিজমের কাতারে ফেলে। বস্তুত,যাদু-উইচক্রাফটে এই এই প্রতীকের ব্যবহার হয়। এর পাচ কোণে সাধারণত পাঁচটি রেগুলার সলিড ও মোমবাতি রাখা হয়। এই প্রতীকের যাদুকরী তাৎপর্য পিথাগোরাসের কাছে বিদ্যমান। গণিত ও সঙ্গীতেরবাদ্যযন্ত্র এবং মিউজিকের গুপ্ত তাৎপর্যপূর্ন যোগসূত্র এতে আছে।পিথাগোরাসের কাছে ঋণী কুফফারদের মিডিয়া আজ শিশুদেরকে পিথাগোরাসের গণিত ও সঙ্গীতকেন্দ্রিক গুপ্তজ্ঞানকে(অকাল্ট নলেজ) কে 'যাদু' টাইটেলেই প্রকাশ্যে শিশুদেরকে কার্টুনে দেখাচ্ছে,যাতে নিষিদ্ধ বিদ্যাকে সেরূপে গ্রহন করে যেভাবে পৃথিবীর আকৃতির ব্যপারে করেছে!

ভিডিওঃ Pythagorean mathmagick
https://m.youtube.com/watch?v=2eC_4L89EIw

sacred geometry Pythagoras mathmagick full :
https://m.youtube.com/watch?v=kVTPwPh7ioU

উইকিপিডিয়াতেও উল্লিখিত, ইহা নাকি 'Educational'!
Donald in Mathmagic Land is a 27-minute Donald Duck educational featurette released on June 26, 1959.
সূত্রঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Donald_in_Mathmagic_Land

এ আর্টিকেলটিতে বর্নিত সকল তথ্যের রেফারেন্স পাবেনঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Pythagoras

<u>মুসলিম ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা ও প্রশ্নঃ</u>

আজ আপনারা জানলেন মডার্ন এস্ট্রোনমি ও দর্শনশাস্ত্রের জন্মদাতার ব্যপারে। তিনি কাফের ছিলেন বটে, তবে সাধারণ কাফের নন। বরং তিনি ছিলেন যাদুবিদ্যার অনুসারী যাদুকর। আপনারা দেখেছেন, তার মতবাদ, আকিদা ও দর্শন ছিল বাবেল শহরের শয়তানী যাদুবিদ্যা,ও সেখানকার কাফেরদের মতবাদ, যা তিনি মিশরের যাদুকরদের(ম্যাজাই) শিষ্যত্ব বরণ করে অর্জন করেন।
তিনি ছিলেন Occult worldview এর বিপ্লবের পথিকৃৎ। আপনারা দেখেছেন অপর এক বিখ্যাত ফ্রিম্যাসন তার এস্ট্রোনমিক্যাল টিচিং এর ব্যপারে কি বলেছেন।বস্তুত, তিনি ছিলেন যাবতীয় নিকৃষ্টতম কুফরের প্যাকেজের ধারক ও বাহক।কেমন যেন All in one! আফসোসের বিষয়, সেই ইসলামের শুরুর দিকে গ্রীক শাস্ত্রের অনুপ্রবেশের পরে থেকে অজ্ঞাত কারনে আলেমসমাজের একটা অংশ অবচেতনেই গায়েবের কিছু ক্ষেত্রে সেটার(গ্রীক হেলেনিস্টিক এস্ট্রোনমির) কিছু কিছু বিষয়কে আদর্শগত মানদণ্ড হিসেবে নিয়ে নেয়। অথচ ওইসকল গায়েবের বিষয়ে কুরআন, হাদিস, সাহাবী(রাযি.) এর বর্ননার বাহিরে গিয়ে ব্যক্তিগত অজ্ঞারভেশন ও খেয়াল কেন্দ্রিক মতামত চাপানোটাও অনুচিত। এজন্যই ইমাম ইবনে হাজম(রঃ) থেকে এরকম মতামত পাওয়া যায়ঃ ***the proof of the Earth's sphericity is that the Sun is always vertical to a particular spot on Earth.***

ইমাম আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে জাফর ইবনে আল মুনাদী(র)[855 CE] ইন্ডিয়ান ও গ্রীক হেলেনিস্টিক এস্ট্রোনমির রিভাইভ্যালের অনেক পরে বলেন,
"Similarly they were unanimously agreed that the Earth, with all that is contains of land and sea is like a ball. He said: That is indicated by the fact that the sun, moon and stars do not rise and set over those who are in different parts of the earth at the same time; rather that occurs in the east before it occurs in the west."

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফিঃ) তার islamqa.info ওয়েবে ৭১:৭৯ নং আয়াতকে আগের যুগের একই চিন্তার আলেমদের কথা দ্বারা পিথাগোরিয়ান গ্লোবিউলার মডেলকে 'Reconcile' করেন। দেখুনঃ
https://islamqa.info/en/211655

এখানে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি জালালউদ্দীন সূয়ূতী(রহঃ) এর তাফসীর জালালাঈন পাঠ করে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে কন্ট্রাডিকশ্যন দেখতে পান। তার প্রশ্নটিঃ *'Could you please explain these Quranic verse. Actually one Non Muslim asked me to explain these verses. Quran 71:19 And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out). Quran 78:6 Have We not made the earth as a wide expanse, What does it mean ? Quran 15:19 And the earth We have spread out (like a carpet); set thereon mountains firm and immovable; and produced therein all kinds of things in due balance. Does it mean that Earth is flat? Tafsir Jalalayn says that EARTH is flat. But it is against Established Science.'*

'Tafsir Jalalayn says that EARTH is flat. But it is against Established Science' এই বাক্যটি লক্ষ্য করুন। কেমন যেন মনে হয় কিছু মুসলিম ভাইদের কাছে কুরআন সুন্নাহকে কাফেরদের হাতে স্ট্যাবলিশড সাইন্সের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে! মা'আযাল্লাহ।
চলুন তাফসির জালালাইনে গিয়ে দেখি কি ছিলো সেখানেঃ

As for His words sutihat 'laid out flat' this on a literal reading suggests that the earth is flat which is the opinion of most of the scholars of the revealed Law and not a sphere as astronomers (ahl al-hay'a) have it

Tafsir al-Jalalayn for Qur'an 88:20

এবার আসুন দেখি উত্তরে শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফিঃ) কি বলেছেন-
পিথাগোরিয়ান এস্ট্রোনমির পক্ষে ইবনে হাজম(র) এর কিছু ambiguous মনগড়া logical স্টেটমেন্ট আনলেন। আয়াতের অদ্ভুত ব্যাখা দিলেন। অতঃপর অবাক করে ইমাম ইবনু কাসির (রহঃ) এর তাফসীরের বর্ননা আনলেন!! এটা আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছে! ইমাম ইবনে কাসির(রঃ) প্রিমিটিভ জিওস্টেশনারী এনক্লোজড কস্মোলজির বর্ননা দিয়েছেন এস্ট্রোনোমিকাল প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যায়। আর তিনি যেরূপ তাফসীর করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেসব কুরআন সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি তিনি অনেক দুর্লভ হাদিসও আনেন প্রিমিটিভ জিওসেন্ট্রিসিটির সপক্ষে যা সুস্পষ্ট মেইনস্ট্রিম এস্ট্রোনোমিকাল সাইন্সের(ন্যাচারাল ফিলসফির) উল্টো।
সালেহ আল মুনাজ্জিদ যে তাফসীর গুলো আনেনঃ *"Secondly: The verse (interpretation of the meaning)*

“And Allah has made for you the earth wide spread (an expanse)” [Nooh 71:19] indicates that it is spread out and shaped so that people can feel settled in it and be able to live and prosper in it. Ibn Katheer said: That is, He spread it out, prepared it, made it stable and made it firm by means of the mountains. Tafseer Ibn Katheer , 8/247

Similarly, the verse (interpretation of the meaning) “ Have We not made the earth as a bed” [an-Naba’ 78:6] means that it is spread out and prepared for you and for your benefit, so that you can cultivate it, build dwellings in it and travel through it.

Ibn Katheer said: That is, it is prepared for people in such a way that they can live in it, and it is firm, stable and steady. Tafseer Ibn Katheer , 8/307

And the verse (interpretation of the meaning) “And the earth We spread out, and placed therein firm mountains, and caused to grow therein all kinds of things in due proportion” [al-Hijr 15:19] means We spread it out and placed firm mountains therein. This is like the verse in which Allah says (interpretation of the meaning): “And it is He Who spread out the earth, and placed therein firm mountains and rivers” [ar-Ra‘d 13:3] .

There is no contradiction between saying that it is round and saying that it was spread out, because in fact in its totality it is round, but to the one who stands on it and looks at it, it appears flat, as it appears to everyone."
ইমাম ইবনে কাসির(র) যেখানে প্রাচীন জিওস্টেশনারী সমতল পৃথিবী কেন্দ্রিক এস্ট্রোনোমিকাল অর্ডারের বর্ননা দিয়েছেন, সেগুলোকেই পুঁজি করে সালেহ আল মুনাজ্জিদ(হাফি) পিথাগোরিয়ান স্ফেরিক্যাল আর্থের প্রমান করছেন!অত্যন্ত সূক্ষ্ম করাপশন,সম্পূর্ন ভিন্নমাত্রার তথ্যকে ব্যবহার করে নিজের মতের দিকে টেনেছেন! বলছেনঃ ***"There is no contradiction between saying that it is round and***

saying that it was spread out, because in fact in its totality it is round, but to the one who stands on it and looks at it, it appears flat, as it appears to everyone."

এর পরে ইমাম আর রাযি(রহঃ) এর কনফিউজড ব্যাখ্যা আনলেনঃ*Ar-Raazi (may Allah have mercy on him) said: If it is said: Do the words "And the earth We spread out" indicate that it is flat? We would respond: Yes, because the earth, even though it is round, is an enormous sphere, and each little part of this enormous sphere, when it is looked at, appears to be flat. As that is the case, this will dispel what they mentioned of confusion. The evidence for that is the verse in which Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning): "And the mountains as pegs" [an-Naba' 78:7] . He called them awtaad (pegs) even though these mountains may have large flat surfaces. And the same is true in this case.*

End quote from Tafseer ar-Raazi , 19/13

দেখলেন ওইসময়ে হেলেনিস্টিক(গ্রীক) এস্ট্রোনমি কি করেছিলো! যার জন্য বলতেন-"even though it is round"! এরপরে শায়খ মুনাজ্জিদ(হাফিঃ) ইমাম শানকিতী(রহঃ) এর কথা আনলেন। ইমাম আস শানকিতী স্ফেরিকাল আর্থের সপক্ষের আগেরকার আলেমদের সাথে একমত হলেনই, কিন্তু মেইনস্ট্রিম স্ফেরিক্যাল মডেলকে কোন এক কুরআনিক আয়াতের বর্ননার সাথে যুক্ত করতে গেলে অন্যান্য অনেক আয়াতে কনফ্লিক্ট করে, ইমাম শানকিতী পিথাগোরাসের স্ফেরিক্যাল বিশ্বাসকে কুরআনের সাথে আরো ভালভাবে খাপ খাওয়ানোর জন্য যুক্তিকেন্দ্রিক বর্ননা /ব্যাখ্যা দিলেনঃ *Shaykh ash-Shanqeeti (may Allah have mercy on him) said: If the scholars of Islam affirm that the earth is round, then what would they say about the verse in which Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning):*

"Do they not look at the camels, how they are created?
And at the heaven, how it is raised?
And at the mountains, how they are rooted and fixed firm?
And at the earth, how it is spread out?"

[al-Ghaashiyah 88:17-20] .

Their response will be the same as their response concerning the verse in which Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning): "Until, when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy (or hot) water" [al-Kahf 18:86] – that is, as it appears to be in the eye of the beholder, because the sun sets on one country, but remains up in the sky for another, until it rises from the east on the following morning. So the earth looks flat in every region or part of it, because of its immense size.

এখানে একটা মজার বিষয় আছে। শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (হাফিঃ) ইমাম শানকিতির(রঃ) যে ব্যাখ্যাটি আনলেন সেখানে তিনি ১৮:৮৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।এর আগে শায়েখ মুনাজ্জিদ(হাফিঃ) ইবনে কাসীরেরও (রঃ) তাফসীর এনেছেন স্ফেরিক্যাল আর্থের সপক্ষে। যা উপরে দেখেছেন।এবার আপনাকে সামান্য একটু কষ্ট করে তাফসীর ইবনে কাসীরের ১৮:৮৬ এর ব্যাখ্যায় যেতে বলবো। কি দেখলেন!/? জ্বি একাধিক সাহাবীদের কনভারসেশন। একদমই এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থটাই সত্য এবং শুদ্ধ। মহান আল্লাহ এই আয়াতের পরবর্তীতে বলেনঃ

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।(১৮:৯১)

প্রসংগের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি হাদিস পড়ুনঃ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَقَالَ " هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ " .

আবূ যার (রাঃ)

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে একই গাধার পিঠে বসা ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেনঃ "এটা উষ্ণ পানির এক ঝর্ণায় অস্তমিত হয়" (সূরাহ কাহ্‌ফঃ ৮৬)। [৪০০২]

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০০২

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

বিজ্ঞানের অনুসারী মুসলিমগন বিব্রতকর অবস্থায় না পড়বার জন্য চমৎকার একটা ফিল্টারিং ব্যবস্থাকে নিয়েছে,তারা 'সহীহ' হাদিস ছাড়া আর কোন হাদিসকে গ্রহন করবেন না। অধিকাংশ প্রিমিটিভ সমতল পৃথিবীকে সমর্থনকারী দলিলগুলো দুর্বল। কিন্তু এখানে এটা সহীহ হাদিস।এখন কিভাবে এটাকে বাতিল /অগ্রহণযোগ্য বা ভুল প্রমান করা যায়??!!আসুন দেখে আসি, এ হাদিসের ন্যায় একাধিক স্থানে আসা এরূপ বর্ননা মানতে না পেরে,একে অগ্রহণযোগ্য বা বাতিল প্রমানের জন্য, ওদের প্রচেষ্টাঃ http://www.letmeturnthetables.com/2012/09/weak-hadith-sun-spring-warm-water.html?m=1

বস্তুত, ইমাম ইবনে কাসীর(র) সেটাই মানতেন যা সাহাবী(রাযি.) বিশ্বাস করতেন।আমরাও করি। তো এবার বুঝতে পারছেন সালেহ আল মুনাজ্জিদের(হাফিঃ) কেমন পক্ষপাতপূর্ন ফতওয়া! আলেমসমাজ ও সাধারন জনগনের একটা দল এরূপ যে, যেভাবেই হোক কুরআনের মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানবিরুদ্ধ আয়াতগুলোকে এই পিথাগোরিয়ান এস্ট্রোনমির সাথে মেলাতেই হবে।সেটা যেভাবেই হোক, যেকোন যুক্তিতে। অথচ ঔচিত্য এই যে কুরআন সুন্নাহর এর দলিল দ্বারা মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানকে জাস্টিফাই করা। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আহলুল হায়াগন(এস্ট্রনমার) সকলেই পিথাগোরাসের অনুসারী। এই আর্টিকেলের মাঝামাঝিতে তো দেখেছেন, এলবার্ট আইনস্টাইন,নিকোলাস কোপার্নিকাস, কেপলার,নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানের ঝান্ডাধারীরা সকলেই পিথাগোরাসের মতবাদের অনুসারী। অথচ আজ উম্মাহর সিংহভাগ এদের বক্তব্যের খাপে খাপে ইসলামকে মেলানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত।
মোডারেট এবং অন্যান্য জ্ঞানহীন অথবা বিজ্ঞান দ্বারা ব্রেইনওয়াশড ভাইবোনদের আরেকটি ঢাল,কোথাও এরূপ তর্ক পেলেই এই দুই লিংক ধরিয়ে দেয়ঃ https://islamqa.info/en/118698

এই লিংকের ফতওয়াতেও একই অবস্থা। ধরে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এই পর্বের আর্টিকেলকে আরো দীর্ঘ করবে,শেষে ফেসবুকে বেধে দেওয়া সর্বোচ্চ শব্দসীমাকে অতিক্রম করবে।। তারা সূরা আয যুমারের ৫ নং আয়াতের দূরবর্তী অস্পষ্ট যুক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা করে পৃথিবীকে গোল বানিয়েছে। বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা দেখুন, তাফসীর তাবারী,তাফসীর ইবনে কাসীর এবং তাফসীর জালালাঈনে...। ইবনে উসাইমীন(র) এর বক্তব্যও এনেছেন। *And at the earth, how it is spread out?"*
[al-Ghaashiyah 88:17-20]

Because the Earth is huge and its curvature cannot be seen from a short distance, it appears to be spread out and one cannot see anything that would make one fear living on it, but this does not contradict the fact that it is round, because it is very big. However they say that it is not evenly round; rather it is indented or pushed in at the north and south poles. Hence they say that it is egg-shaped. End quote from Fataawa Noor 'ala ad-Darb

তিনি ৮৮:২০ এর সুতিহাতের যুক্তিভিত্তিক আধুনিক বিজ্ঞানকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, গোলাকার পৃথিবী এত বৃহৎ যে কার্ভাচার চোখে ধরা পড়ে না, তাই পার্স্পেক্টিভ অনুযায়ী মানুষ সমতল দেখে।এর পরে মুর্তাদ-নব্যুয়তের দাবিদার খলিফা রাশাদের কথা মোতাবেক ডিম্বাকার বানিয়েছেন। অন্ধ অনুসরণ না করলে বলব, এ আয়াতের তাফসীরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত দিয়েছেন ইবনে কাসীর(র) , সুয়ূতি(র), ইমাম তাবারী (র)। সুয়ূতি(র) সুস্পষ্টভাবে গোটা পৃথিবীকে সমতল বলেছেন। বস্তুত, এটা এজন্যই শুদ্ধ যে,এ আয়াতের ٱلْأَرْضِ শব্দটির অর্থ 'পৃথিবী'। পৃথিবীর খন্ডাংশ নয়,জমিনের অংশ বিশেষ বা মানুষের চোখের পার্স্পেক্টিভে আসা পৃথিবীর হোরাইজনও নয়। কিন্তু যারা পিথাগোরাসের এস্ট্রোনমির সপক্ষে কথা বলছেন তারা যা নয় তাই যুক্তি দ্বারা প্রমানের চেষ্টা করেছেন।

সবশেষে মুনাজ্জিদ (হাফি) সাহেব বলেন,*Thus it is known that the Earth is round, and that is not contradicted by the fact that it is like an egg. Rather the false view is that which claims that it is flat, as the Church used to believe and for that reason used to* **curse and burn** *those* **scientists** *who said that it was round.*

কুরআনকে সমস্ত কাফেররা আজ 'ফ্ল্যাট আর্থ বুক' বলছে। একই ভাবে কাফেররা, কুরআনে জিহাদের আহব্বানকারী আয়াতের জন্য বলছে 'কুরআন টেররিজমের কিতাব'। আমরা এপোলোজেটিক স্টাইলে বলছি, না না, এটা প্রাচীন খ্রিষ্টান মতবাদ ছিল, আমাদের নয়, আর জিহাদের ব্যপারে বলি -কুরআন শান্তির কথা বলে, ওসব আয়াত সে যুগের জন্য আজকের নয়।। বর্তমান ক্ষমতাসীন খ্রিষ্টান কাফেররাও আমাদের দিকে বিদ্রুপ করে একই কথা বলছে(এন্সারিং ইসলাম ওয়েবসাইট এ দেখুন)। শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফিঃ) সাহেবও ওইভাবে অস্বীকার করে এটা ওদের উপর চাপিয়েছেন। 'ফ্ল্যাট আর্থ মডেল' বিষয়টা কেমন যেন একটা লজ্জাজনক ব্যাপার হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর কারন পিথাগোরিয়ান সাইন্টিজমের সাফল্য। আপনারা দেখলেন শায়খ মুনাজ্জিদ (হাফিঃ) সাহেব কাদেরকে সাইন্টিস্ট বলে সম্মান করছেন! ওরা যে যাদুকর,ডাকিনী ছিল সেটা সবাই জানত! অদ্ভুতভাবে শাইখ প্রাচীন ন্যাচারাল

ফিলসফার(তখনকার 'সাইন্টিস্ট'), এস্ট্রোলজার ও গুহ্যবাদীদের হত্যাকে নিন্দাজনক দৃষ্টিতে দেখেন। (ইসলামে গুপ্তবাদ্যি যাদুকরদের শাস্তির হুকুম সংক্রান্ত দলিল আনছি না) এ আর্টিকেলের মধ্যভাগে বর্ননা করেছি কেন স্ফেরিক্যাল আর্থের কথকদেরকে ইসলাম পূর্ব খ্রিষ্টানরা শাস্তি দিত। আবারো বলছি - প্রাচীন স্ফেরিক্যাল মডেলের জনক পিথাগোরাসের অনুসারীরাও তার মত দর্শন লালন করত। ওরাও ট্রেডিশনাল মিস্টিকদের ন্যায় 'পুনরুত্থান দিবসকে' অস্বীকার করে বলতো 'পুনর্জন্মবাদ' সত্য, যেমনি পিথাগোরাসের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এটা। তেমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির এক অস্তিত্বের আকিদা প্রচার করত। ওরা বলতো,যে কেউ যেকোন ধর্মে থেকেই সৃষ্টিকর্তার সাথে একাকার হতে পারে(বি ওয়ান উইথ গড-ফানাফিল্লাহ)। তাছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্র ও যাদু চর্চার জন্য এদেরকে প্যাগান হেরেটিক বলা হত। ওদের কোন আকিদাকেই গ্রহন করা হত না। তখন ওরা লুকিয়ে রাখতো, কিন্তু ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড হতো। আজকের পিথাগোরিয়ান ফ্রিম্যাসনিক লিনিয়েজও একই বিষয় প্রকাশ্যে চর্চা করে, এবং তাদের মতবাদই প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের উম্মাহর একটা বড় অংশ সেসবকে কুরআন দ্বারা জাস্টিফাই করতে লেগে আছে। মা'আযাল্লাহ।

আমাদের(আমার) হাতে প্রচুর ইসলামিক দলিল প্রমান আছে যা সুস্পষ্টভাবে পিথাগোরিয়ান ন্যাচারাল ফিলোসফিকে গুড়িয়ে দেয়, সেসব নিয়ে পরবর্তীতে অনেকগুলো আর্টিকেল আনবার ইচ্ছা আছে..... ইনশাআল্লাহ।

আশাকরি বিবেকসম্পন্ন ভাইবোনদের কাছে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হচ্ছে। তারা অবশ্যই দুটি Stream দেখতে পাচ্ছেন। একটি Acceptable ও Unacceptable। একটির অরিজিন কুফর ও নিষিদ্ধ অপবিদ্যা। সেটাই আজ 'সাইন্টিফিক' এবং প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণত হেলিওসেন্ট্রিজম ও স্ফেরিক্যাল আর্থ + এভারএক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স তত্ত্বে বিশ্বাসকারীগন স্বল্পজ্ঞান,অন্ধ অনুসরণ,মেইনস্ট্রিম সাইন্স দ্বারা ব্রেইনওয়াশড, আত্মসম্মানবোধ অথবা ইগোর জন্য করে থাকে যা আজ পাঠকরা অনুধাবন করছেন। আমরা কাউকেই জোর করে স্ফেরিক্যাল মডেলকে বর্জন করে বলব না। আমরা হক্ক-বাতিলকে সুস্পষ্ট করব, অতঃপর যার ইচ্ছা,সে সেটা বিবেচনাপূর্বক বর্জন করল, অথবা কাফেরদের মতাদর্শকে পছন্দ করে আকড়ে রাখলো। 'এ মুহুর্তে', যেসব মুসলিম দাবিকারী ভাইয়েরা এ পর্বটি পাঠের পড়েও হেলিওসেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল পৃথিবীযুক্ত কস্মোলজির সপক্ষে দাঁড়িয়ে ইসলামিক স্ট্যান্ডার্ডে তা জাস্টিফাই করে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছেন, তারা কতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে করছেন, তার ব্যপারে রহমান ওয়াকিবহাল আছেন। তাদের উচিৎ আল্লাহকে ভয় করা। কারন তারা যা

করছে সেটা যেকোন প্রহসনকেও হার মানায়। নাপাক কিছুকে কুরআন সুন্নাহ দ্বারা legitimate করার চেষ্টার শামিল।

যে সকল সম্মানিত উলামাগন হেলেনিস্টিক পিথাগোরিয়ান এস্ট্রোনমি দ্বারা অবচেতনে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর সপক্ষে কথা বলেছেন অথবা ফিতনার আশংকায় নিরব থেকেছেন, তাদের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে একারনেই তাদের এরূপ অবস্থানের জন্য প্রশংসা করি যে, অকাল্টিজমের জাগরণে তাদের প্রাচীন মতবাদে আঁকড়ে থাকাটা হয়ত কোন ফিতনার কারন হতে পারতো। যেমনটা আজ দেখা যাচ্ছে। আজ কাফেরদের প্রতিষ্ঠিত occult based science দ্বারা সিংহভাগ মুসলিম প্রভাবিত এবং এটাকেই 'ফ্যাক্ট' বলে জানে। এর বিরুদ্ধে শারঈ ডগমা সহজে বিশ্বাসের আসনে আনা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ভ্রান্ত বিষয়ের চরম বিরুদ্ধাচরণ সুদূরপ্রসারী ফিতনার কারন হতে পারে। এজন্য আল মুনাদি(র) থেকে শুরু করে সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফি), জাকির নায়েকসহ (হাফি) সকল আলিম ও দাঈদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করি।আল্লাহ সকলকে রহমত ও হেফাজতে রাখুন। আমিন।তবে যেসব উলামায় সু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামে হেলেনিস্টিক এস্ট্রোনমি ঢুকিয়েছে বা ইচ্ছা করে সজ্ঞানে এর অরিজিনকে যেনে বুঝে সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন,সে যেই হোক, আল্লাহ যেন তাদের উত্তম বিচার করেন। আমিন। এত কিছু জানবার পরেও যারা বিপক্ষে থেকে বিতর্ক করতে উৎসাহী, তাদের নিকট প্রশ্ন থাকবে, কোন বিষয়টি তাদেরকে পিথাগোরাসের মতাদর্শকে সত্য মানতে বাধ্য করে!/?

রিয়েলিটির সাথে কন্ট্রাডিক্টরি এমন অনেক এভিডেন্স আমাদের হাতে আছে যার একেকটি আলাদাভাবে পিথাগোরিয়ান নোশনকে ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রমান করে। এবং সত্য প্রমান করে সাহাবীদের ব্যাখ্যা- হাদিস ও আল কুরআন। সেসব factual concrete evidence প্রাচীন জিওস্টেশনারী সমতল পৃথিবীকে সত্যায়ন করে; যে বিশ্বাসের উপরে, 'গ্রীক ও ইন্ডিয়ান এস্ট্রোনমিক্যাল কিতাবাদি' আসার পূর্বে সমগ্র আরব বিশ্বাস করত,সাহাবীগন(রাযি.) বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বর্ননা করেছেন এবং যার বর্ননা কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে এসেছে।

যারা জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার দরুন 'সমতল পৃথিবীর' মডেলটি খ্রিষ্টীয় মতবাদ বলে উল্লেখ করে, আর বলে আমরা খ্রিষ্টানদের মতবাদ প্রচার করি,তাদের অবগতির জন্য বলি, মাত্র ৫০০ বছর আগে বিশ্বব্যাপী পিথাগোরিয়ান স্ফেরিক্যাল(গোল) পৃথিবীর মডেলের প্রতিষ্ঠাতা কারা? জ্বি, ক্যাথলিক খ্রিষ্টান কুফফাররা। আপনি জেসুইট(Society of Jesus) মিশনারির ব্যপারে কোন জ্ঞান রাখেন? এরা গোটা বিশ্বে মাত্র ৫০০ বছর পূর্বে অফিশিয়ালি স্ফেরিক্যাল মডেলকে প্রতিষ্ঠিত করে। এরা ছিল কথিত প্রগতিবাদী বিজ্ঞানবাদী

কাফের,যারা সারা পৃথিবীব্যাপী প্রাচীন (esoteric) গুপ্তজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে মেইনষ্ট্রিমে এনে প্রতিষ্ঠিত করে। এমনকি চীন প্রথম দিকে সেটা গ্রহন না করলেও জেসুইটের চাপের মুখে সর্বশেষে অফিশিয়াল প্রিমিটিভ কস্মোলজিকে বাদ দিয়ে ১৭০০ সালে পিথাগোরিয়ান স্ফেরিক্যাল আর্থের এস্ট্রোনমিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

As late as 1595, an early Jesuit missionary to China, Matteo Ricci, recorded that the Ming-dynasty Chinese say: "The earth is flat and square, and the sky is a round canopy; they did not succeed in conceiving the possibility of the antipodes."[55] The universal belief in a flat Earth is confirmed by a contemporary Chinese encyclopedia from 1609 illustrating a flat Earth extending over the horizontal diametral plane of a spherical heaven.[55]

In the 17th century, the idea of a spherical Earth spread in China due to the influence of the Jesuits, who held high positions as astronomers at the imperial court.[132]

Although mainstream Chinese science until the 17th century held the view that the earth was flat, square, and enveloped by the celestial sphere,

In the 17th century, the idea of a spherical Earth, now considerably advanced by Western astronomy, ultimately spread to Ming China, when Jesuit missionaries, who held high positions as astronomers at the imperial court, successfully challenged the Chinese belief that the Earth was flat and square.[79][80][81]

[সূত্রঃউইকিপিডিয়া]

https/en.m.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus

ক্যাথলিকরা খ্রিষ্টানদের মধ্যে নিকৃষ্টতম অংশ, ওরা ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষন করে এবং আজও ইহুদীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে এক হয়ে কাজ করছে।
এরা সকল কুফরের পৃষ্ঠপোষক। অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা এদেরকে নকল খ্রিষ্টান বলে আখ্যায়িত করে।
এবার কি আমরা গোলবাদীদের বলবো, 'আপনারা ক্যাথলিক খ্রিষ্টান মিশনারিদের মতবাদ প্রচার করে থাকেন, ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মতাদর্শ ইসলামের সাথে মিশিয়ে অপব্যাখ্যা করছেন'??

নাহ। খুব সম্ভবত, আমরা মূর্খদের ন্যায় আচরণ অপছন্দ করি, যেমনটা অল্পবিদ্যা নিয়ে পিথাগোরানিজমকে একদল প্রমোট করে! বস্তুত, পিথাগোরিয়ানিজম এমন এক বিশ্বাস ব্যবস্থা, যা তাওহীদের দ্বীনের সম্পূর্ন বিপরীত। ওরা 'ইত্তেহাদে'(মনিজম/প্যান্থেইজম) বিশ্বাসী আর আমরা তাওহীদে(একত্ববাদ),ওদের শিক্ষা হচ্ছে যেকেউ গুপ্তজ্ঞানের সাধনা করে স্রষ্টার সাথে এক হতে পারে,সান্নিধ্যলাভ করতে পারে, আর আমরা জানি ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন(৩:১৯), বাকাফিল্লাহ ও ফানাফিল্লাহ গ্রীস থেকে আগত কুফরি আকিদা। ওরা পুনর্জন্মবাদকে সত্য বলে ও পুনরুত্থান দিবসের অস্বীকার করে, আর আমরা উল্টোটা। কুরআনের আয়াত ও সাহাবীগনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পৃথিবী সমতল কিন্তু পিথাগোরাসের কাছে গোলকার। ইসলামে নিউমেরলজি/জ্যোতিষবিদ্যা হারাম ও কুফরি কাজ। ওদের কাছে এটা পবিত্র জ্ঞান ও শিক্ষা(Sacred knowledge)। অতএব, বলুন, কার পক্ষপাতিত্ব করেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন? আকিদা-মতাদর্শগত দিক দিয়ে এটা তো সুস্পষ্ট যে পিথাগোরাস সকল শয়তানের পূজকদের গুরু এবং এক মানব শয়তান! কুরআন ও সাহাবীদের এর ব্যাখ্যা(হাদিস) এর নিকটবর্তী যে উলামাগন কথা বলেন, এ বিষয়ে আমরা তাদের পক্ষপাতিত্ব করবো এবং প্রচার করে যাবো.... ইনশাআল্লাহ। পড়ুন, ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব: https://aadiaat.blogspot.com/2019/08/pdf.html

আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন।

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

আজ পরিচিত করা হয়েছে, ফিলোসফি তথা সমগ্র মেইনষ্ট্রিম বিজ্ঞানের এক মহান পথিকৃৎ এর জীবন-আকিদা ও শিক্ষা। এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাসভিত্তিক সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্টের মূল আলোচনায় প্রবেশ করলাম। সামনে কথিত প্রমিনেন্ট বিজ্ঞানীদের আকিদা ও শিক্ষা এবং সে শিক্ষার উৎস সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা আসবে। ধীরে ধীরে আমরা মোস্ট এডভ্যান্স পদার্থবিজ্ঞান তথা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের দিকে যাব। অবশেষে কথিত বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতির চিত্র। বিইযনিল্লাহ।]

[পর্বঃ৭]

ব্যবিলনিয়ান প্যাগান-এস্ট্রোথিওলজি, ম্যাজিক্যাল(occult) ওয়ার্ল্ড ভিউ এবং সর্সারি প্রাচীন মিশর থেকে যাদুকরদের শিষ্যত্ব বরণ করার মাধ্যমে অর্জন করে পিথাগোরাস গ্রীসে ফিরে গ্রীসকে অপবিদ্যা এবং অপবিজ্ঞানের বিশাল কেন্দ্রে পরিণত করেন। আমাদের কাছে অপবিদ্যা হলেও সেটা কাফেরদের কাছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান। বস্তুত তৎকালীন সমস্ত কাফেরদের কাছে Astro-theological/Astrological occultism এর সুডো সাইন্সই ছিল মহাবিজ্ঞান, যার গোড়াপত্তন ঘটে ব্যবিলনে জ্বীন-শয়তানদের দ্বারা।

এর বিরোধিতাই করেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ, সাহাবা (রাযি.) এবং তাদের পরবর্তী সত্যিকারের আলিম, 'উলামাগন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, দাজ্জালের নিকটবর্তী সময়ে এসে আমরা সেই প্রাচীন কথিত 'এস্ট্রোলজিক্যাল' সাইন্সের এডভান্স ভার্সন মেইনস্ট্রিম সাইন্টিজমকে গ্রহন/প্রমোশন এমনকি কুরআন হাদিসের সাথেও কম্প্যাটিবল করছি, এর ব্যপারে গভীরভাবে না জেনেই।
আজ মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান তথা কুফফারদের ন্যাচারাল ফিলসফির আরো বেশি উন্নত করা হয়েছে, আজ এই প্রাচীন এস্ট্রোথিওলজিকে একরকম ভ্রান্তবিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করে আরো হার্ডকোর যাদুশাস্ত্রের কুফরি তত্ত্বের দিকে নিয়ে গিয়েছে। ওরা সাময়িকভাবে(১৯ শতকের পর থেকে) এজন্যই ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছিল যে সেটা নিয়ে অর্থোডক্স খ্রিষ্টান/মুসলিমদের আপত্তি ছিল। এটাকে বর্জনের দ্বারা নতুন ম্যাথডে ক্রমান্বয়ে Hegelian Dialectic নীতি অনুসরণ করে সেই প্রাচীন মিষ্টিসিজমের দিকে আবারো ডাইভার্ট করেছে। উপর দিক দিয়ে লম্বা একটা সময়ব্যাপী এস্ট্রোলজিকে(জ্যোতিষবিদ্যা) ভ্রান্ত বলে রাখলেও এর এর নিগূঢ় কুফরি তত্ত্বকেই(গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব) সাইন্টিফিক সাব্যস্ত করছে, যেটা আবারো এস্ট্রলজিকেই ফিরিয়ে আনছে। এজন্য আগে থেকেই মেইনষ্ট্রিম বিজ্ঞানীগন বলা শুরু করছেন যে 'আমরা স্টারডাস্ট', 'নক্ষত্ররা আমাদের পূর্বপুরুষ' ইত্যাদি ইত্যাদি... । এসব বিষয় আর্টিকেল সিরিজের শেষ দিকে নিয়ে আসা হবে ইনশাআল্লাহ।

যাহোক, পিথাগোরাস ছিলেন 'ফিলোসফিয়ার' প্রবর্তক। এসব নিয়ে গত পর্বে আলোচনা হয়েছে। তার চেষ্টাতেই দর্শনশাস্ত্রে সিদ্ধি অর্জনের জন্য অফিসিয়াল স্ট্রাকচার তৈরি হয়। অনেক নতুন প্রফেশনাল দার্শনিক তৈরি হতে শুরু হয়। তিনি ছিলেন ব্যবিলনিয়ান মিস্টিসিজম দ্বারা প্রভাবিত। যা প্রচার করতেন সেটা বস্তুত ব্যবিলনিয়ান অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ এবং ওর্ফিক মিস্টিসিজম। তবে তার আগেও ব্যবিলনিয়ান মিস্ট্রি স্কুল তথা যাদুবিদ্যা, ব্যবিলনিয়ান এস্ট্রলজি ও এস্ট্রোনমি দ্বারা প্রভাবিত কথিত জ্ঞানী বিদ্বান ছিলেন। যেমন:Thales । তিনি ছিলেন একজন বনিক। ব্যবসায় কার্যে ব্যবিলনে পাড়ি জমাতেন। তিনি ঠিক সেসব অঞ্চলে ভ্রমন করতেন যেখানে ইহুদী পণ্ডিতগন থাকতেন। তাদের সহায়তায় তিনি পিরামিডের উচ্চতা,ভূমি পরিমাপ প্রভৃতি জ্যামিতিক জ্ঞান অর্জন করেন।যেমনটা উইকিপিডিয়াতে এসেছে।***'Influences: Babylonian astronomy,Ancient Egyptian mathematics,Ancient Egyptian religion'!***

Later scholastic thinkers would maintain that in his choice of water Thales was influenced by Babylonian or Chaldean religion,(উইকিপিডিয়া)
তিনি ছিলেন একজন ন্যাচারিস্ট বা প্রকৃতি পূজারী। তাছাড়া রিডাকশনিজমও তার দর্শনে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবকিছুর ওয়াননেসে(মনিজম/প্যান্থেইজম) বিশ্বাসী ছিলেন। তাকেও আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রদূত বলা

হয়। তাছাড়া তিনি ছিলেন গ্রীক সপ্তর্ষির একজন। *Thales is recognized for breaking from the use of mythology to explain the world and the universe, and instead explaining natural objects and phenomena by theories and hypotheses, in a precursor to modern science. [উইকিপিডিয়া]*

Thales একজন বস্তুবাদী, প্রকৃতিবাদী এবং দেহতত্ত্ববাদী ছিলেন। এরিস্টটল তাকে পদার্থবিদও বলতেন। *The most natural epithets of Thales are "materialist" and "naturalist", which are based on ousia and physis. The Catholic Encyclopedia notes that Aristotle called him a physiologist, with the meaning "student of nature."[51] On the other hand, he would have qualified as an early physicist, as did Aristotle. They studied corpora, "bodies", the medieval descendants of substances.*

(উইকিপিডিয়া)

Thales সর্বপ্রথম পিরামিডের উচ্চতার হিসাব বের করেন। তিনি মনে করতেন প্রকৃতির সকল বস্তুই জীবন্ত এবং আত্মাযুক্ত। পানিকে বলতেন primal substance। তিনি ব্যবিলনিয়ান জ্যোতিষীদের সহযোগীতায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৫ তে Eclipse prediction এ সফল হয়েছিলেন। বাবেল শহর থেকে ফিরে তিনি Monism(Everything is one) এর শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। তার দ্বারাই গ্রীসে ব্যবিলনিয়ান(Judaic) এস্ট্রোনোমিকাল আইডিয়া,জ্যামিতিক জ্ঞান, ম্যাথম্যাটিকস, পরিমাপের ইউনিট,সময়ের একক সমূহ চলে আসে।

Thales পিথাগোরাসকে ম্যাজিয়ানদের কাছে বাবেল শহরের যাদুবিদ্যা/মতবাদ এবং গনিত শিক্ষার জন্য মিশর ভ্রমনের উপদেশ দিয়েছিলেন।*Thales had a profound influence on other Greek thinkers and therefore on Western history. Some believe Anaximander was a pupil of Thales. Early sources report that one of Anaximander's more famous pupils, Pythagoras, visited Thales as a young man, and that Thales advised him to travel to Egypt to further his philosophical and mathematical studies.*

[উইকিপিডিয়া]

এরপরের দর্শন সম্রাট **পিথাগোরাস**। তিনিও বণিক ছিলেন। Babylonia, Judah তে বানিজ্য কাজে যেতেন। অতঃপর Thales এর মত বিপুল বাবেল শহরের গুপ্তজ্ঞান নিয়ে ফিরতেন। তাছাড়া মিশরীয় যাদুকর ক্যালডিয় ম্যজিয়ানদের শিষ্যত্বও বরন করেছিলেন। বিস্তারিত পড়ুন ৬নং পর্বে।

পিথাগোরাস হোক বা Thales অথবা Anaximander, প্রত্যেক গ্রীক ফিলসফারগনই বাহ্যত কিছুটা মতাদর্শগত পার্থক্য দেখালেও তারা প্রত্যেকেই একই আদর্শের উপরে অটল ছিলেন। তাদের হাতের সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট যেন এক সুতোয় গাথা। তারা সকলেই ন্যাচারালিজম-Monism ভিত্তিক অকাল্ট ফিলসফিকে বিভিন্নভাবে ডেভেলপ করেছেন এবং প্রচার করতেন।

যেমনটা John Burnet (1892) থেকে পাওয়া যায়ঃ***Lastly, we have one admitted instance of a philosophic guild, that of the Pythagoreans. And it will be found that the hypothesis, if it is to be called by that name, of a regular organisation of scientific activity will alone explain all the facts. The development of doctrine in the hands of Thales, Anaximander, and Anaximenes, for instance, can only be understood as the elaboration of a single idea in a school with a continuous tradition.***

(উইকিপিডিয়া)

পিথাগোরাসের ব্যপারে **তেত্রিশ ডিগ্রি ফ্রিম্যাসন ম্যানলি পি হল** বলেনঃ***"Pythagoras was one of the first teachers to establish a community wherein all the members were of mutual assistance to one another in the common attainment of the higher sciences. He also introduced the discipline of retrospection as essential to the development of the spiritual mind. Pythagoreanism may be summarized as a system of metaphysical speculation concerning the relationships between numbers and the causal agencies of existence." -Manly P. Hall***

বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা Herodotus খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ সালে বাবেল শহর সফর করে আসেন, তিনি নিশ্চয়তার সাথে বলেন, গ্রীক মহাকাশ বিজ্ঞান পুরোটাই বাবেল শহর থেকে আহরণ করা। অন্যান্য

অনেক ইতিহাসবিদদের ন্যায় হেরোডোটাস এ কথা স্বীকার করেন যে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান এসেছে বাবেল শহরের ইহুদীদের থেকে। Hermippus পিথাগোরাস এর ব্যপারে বলতেন, ***"imitation of the doctrines of the Jews and the Thracians, which he transferred to his own philosophy."***

Josephus একথা জোর দিয়ে বলেন, ***"For it is truly affirmed of Pythagoras that he took a great many of the laws of the Jews into his own philosophy."***

এরিস্টটলের শিষ্য এরিস্টোক্সাস বলেন, পিথাগোরাস তার মৌলিক জ্ঞান লাভ করেন ইরাকের বাবেল শহর থেকে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বের একটি পর্বে গত হয়েছে।

Atomism:

এরপরে ব্যাবিলন সফর থেকে ফেরত আসা দার্শনিক গন গ্রীসে পরমাণুবাদের দর্শন চালু করেন। *"Atomism (from Greek ἄτομον, atomon , i.e. "uncuttable", "indivisible" [1][2][3]) is a natural philosophy that developed in several ancient traditions. The atomists theorized that nature consists of two fundamental principles: atom and void. "*

[উইকিপিডিয়া]

একই উৎস(ব্যবিলন) থেকে ভারতেও চলে যায়। যার ফলে আমরা আজও ভগবত পুরাণে পরমানুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ননা পাই। এই আলোচনা ৩য় পর্বে গত হয়েছে। ভারতে অনুপ্রবেশকারী আর্যদের অরিজিন নিয়ে অন্যতম শক্তিশালী ইতিহাস সক্রান্ত মতামত হচ্ছে- ব্যাবিলনের শাসকদের একটি দল ভারতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সালের দিকে বা তারও আগে আসা শুরু করে। এদের অনেকে ব্যবিলনীয় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ইরান-ইরাকের বিভিন্ন এলাকা থেকেও চলে আসে। হিন্দুদেরই একটা দল শক্তভাবে দাবি করে

ওই বাবেল শহরের শাসকগোষ্ঠী তথা অনুপ্রবেশকারীদের ভাষা ছিল সংস্কৃত! তারা বলে থাকে, উত্তর ভারতীয় হিন্দুদের পূর্বসূরিরা ব্যবিলনীয়ান ছিলেন। এই আর্যগনই ছিল ব্যবিলনীয়ান মিত্তানি বংশধর। এজন্য ভারতীয় এবং ব্যবিলনীয়ান ও গ্রেসিয়ান(গ্রীক) এস্ট্রোনমি, এস্ট্রলজি, ম্যাথম্যাটিকস ইত্যাদি দিকগুলোয় পার্থক্য পাওয়া যায় না। কারন সেসব বাবেল শহর থেকেই এসেছে।
পড়ুনঃ http://www.merinews.com/article/indias-babylon-connection/147891.shtml
https://scroll.in/article/699603/golden-age-of-indian-mathematics-was-inspired-by-babylon-and-greece-amartya-sen
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Journals/ISIS/54/2/Astronomy_and_Astrology_in_India_and_Iran*.html
http://zeenews.india.com/news/sci-tech/ancient-india-exchanged-ideas-with-babylon-greece-rome-amartya-sen_1525452.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_migration

বৌদ্ধদের মাঝেও এ ব্যবিলনীয়ান এটোমিক নলেজ পৌছেছিল।
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Rupa-kalapa

যাহোক গ্রীক প্রসঙ্গে ফেরা যাক। Leucippus কে Atomism এর প্রবর্তকদের একজন হিসেবে ধরা হয়। *Aristotle and his student Theophrastus , however, explicitly credit Leucippus with the invention of Atomism.[উইকিপিডিয়া]*

বাকি সকলের ন্যায় তিনিও বাবেল শহর থেকে যাবতীয় জ্ঞান লাভ করেন।
বর্তমানে ডেমোক্রিটাসকে এটোমিজমের আদি গুরু হিসেবে গন্য করা হলেও মূলত এই জ্ঞান ডেমোক্রিটাসের গুরুজী Leucippus এর থেকেই সূত্রপাত বলে দাবি করা হয়। ডেমোক্রিটাস জন্মগ্রহণ করেন Thrace এর Abdera শহরে। স্মরন করা প্রয়োজন যে, Hermippus বিবৃত করেছিলেন Pythagoras তার মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন ওই Thracians এবং Jews দের থেকে। থ্রেশিয়ানগন কোথা থেকে জ্ঞান আহরন করেছিলেন? জ্বি, ইহুদীদের মত বাবেল শহর থেকে। অর্থাৎ সবকিছুই ঘুরেফিরে ব্যবিলনিয়ান শেকড়।

Chambers Biographical Dictionary'তে পাওয়া যায়ঃ ***"[Democritus] traveled in the East, showed ceaseless industry in collecting the works of other philosophers."*** । অর্থাৎ অন্যান্য দার্শনিকদের জ্ঞান সংগ্রহ করার জন্য তিনিও পূর্বে(ব্যবিলনে) ভ্রমন করেন।

ডেমোক্রিটাসের চিন্তাগুলোর অধিকাংশই গুরু Leucippus থেকে নেওয়া। *Most sources say that Democritus followed in the tradition of Leucippus and that they carried on the scientific rationalist philosophy associated with Miletus. Both were thoroughly materialist , believing everything to be the result of natural laws. (উইকিপিডিয়া)*

ডেমোক্রিটাসকে অনেকে আধুনিক বিজ্ঞানের পিতা বলে থাকে(সূত্রঃউইকিপিডিয়া)। তিনি ব্যবিলন, মিশর এমন কি ভারত পর্যন্ত ভ্রমন করেছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি তার ভ্রমনের অভিজ্ঞতায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকার কথাও নিজেই বলেছেন। তিনি মিশরীয় গাণিতিক শিক্ষার প্রশংসা করেছেন। ক্যালডীয় যাদুকরদের সহচর্যে থেকেও বিশেষ জ্ঞান(এক শ্রেণীর বিজ্ঞান) অর্জন করেন।*It is known that he wrote on Babylon and Meroe; he visited Egypt , and Diodorus Siculus states that he lived there for five years. [15] He himself declared[16] that among his contemporaries none had made greater journeys, seen more countries, and met more scholars than himself. He particularly mentions the Egyptian mathematicians , whose knowledge he praises. Theophrastus , too, spoke of him as a man who had seen many countries. [17] During his travels, according to Diogenes Laërtius, he became acquainted with the Chaldean magi. " Ostanes", one of the magi accompanying Xerxes , was also said to have taught him. [18]*

[উইকিপিডিয়া]

অতঃপর ব্যবিলনীয়ান প্রাকৃতিক দর্শন বা সেসময়ের ফিজিক্স নিয়ে ফিরে এসেই 'ন্যাচারাল ফিলসফি' শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। *"After returning to his native land he occupied himself with natural philosophy "*[উইকিপিডিয়া]
ন্যাচারাল ফিলসফি কি জিনিস তার আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

ডেমোক্রিটাস যে পরমানুবাদের কথা প্রচার করেন সেটা ছিল 'Materialism' এর ভিত্তিপ্রস্তর। একে নিষ্পাপ বস্তুবাদ বলা ভুল, বরং সেটা ছিল Materialistic monism অর্থাৎ 'একঅস্তিত্ব' (ওয়াহদাতুল উজুদ) তত্ত্বের যৌক্তিক(rational) রূপ। সেই গুরু ও সাগরেদ এটোমিক থিওরি আনেন একটি মতানৈক্য পুনর্মিলনের জন্য। ডেমোক্রিটাস ছিলেন পার্মেনেডিসের সর্বেশ্বরবাদী বা 'এক অস্তিত্ববাদ'(Monism) দর্শনের পক্ষে, যেমনি উইকিপিডিয়াতেও আছেঃ*In the 5th century BCE, Leucippus and his pupil Democritus proposed that all matter was composed of small indivisible particles called atoms, in order to reconcile two conflicting schools of thought on the nature of reality. [11]*
[12] On one side was Heraclitus , who believed that the nature of all existence is change. On the other side was Parmenides , who believed instead that all change is illusion. Parmenides denied the existence of motion, change and void. He believed all existence to be a single, all-encompassing and unchanging mass (a concept known as monism), and that change and motion were mere illusions. Democritus accepted most of Parmenides' arguments, except for the idea that change is an illusion. [উইকিপিডিয়া]

পারমেনিডিস নিজে ছিলেন পিথাগোরারিয়ান। তার জীবনাচরণও সেরকম ছিল। পিথাগোরিয়ান কস্মোলজির বর্ননা পাওয়া যায় এই দার্শনিক কবির কবিতায়ঃ

Bright in the night with the gift of his light,
Round the earth she is erring,
Evermore letting her gaze
Turn towards Helios' rays[Wikipedia]

Popper বলেনঃ***So what was really new in Parmenides was his axiomatic-deductive method, which Leucippus and***
Democritus turned into a hypothetical-deductive method, and thus made part of scientific methodology.[উইকিপিডিয়া]

সুতরাং পারমেনিডিস অবশ্যই সাইন্টিফিক মেথডলজিতে প্রভাবশালী একজন। বিস্তারিতঃ

https/en.m.wikipedia.org/wiki/Parmenides
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Atomism

Epicurus আরেক এটোমিস্ট দার্শনিক। তিনি ডেমোক্রিটাসের ব্যবিলনিয়ান চিন্তা-দর্শন ও শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেনঃ *Epicurus's teachings were heavily influenced by those of earlier philosophers, particularly Democritus.[উইকিপিডিয়া]*

তিনিও ডেমোক্রিটাসের পারমানবিক জ্ঞানেরই প্রচার করতেনঃ *Like Democritus, he was an atomist, believing that the fundamental constituents of the world were indivisible little bits of matter (atoms ; Greek: ἄτομος atom os, "indivisible") flying through empty space (Greek: κενόν kenon). Everything that occurs is the result of the atoms colliding, rebounding, and becoming entangled with one another.*
[উইকিপিডিয়া]

তিনিই প্রথম দার্শনিক যিনি তৎকালীন মুশরিক জনগণকে দেবতাদের ভয় করতে নিষেধ করতেন। তিনি মৃত্যুর ব্যপারেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে নিষেধ করতেন। কারন তার মতে মৃত্যুর পরে কিছু নেই। মৃত মানুষ সকল প্রকার অনুভূতি থেকে মুক্তি পায়। তাই একে ভয় করার কিছু নেই। যেহেতু তিনি এটোমিস্ট ছিলেন তাই বস্তুবাদী চিন্তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। পরমানুবিদগন বিভিন্ন দেবতাদের নাম বলতেন, তারা সেসবকে সুপারন্যাচারাল ডেইটি হিসেবে দেখত না, বরং ফিজিক্স ও ন্যাচারাল বিভিন্ন ফোর্সেরই পার্সোনিফিকেশন রূপে নিতেন। তারা মুশরিকদের কে বোঝাতেন যে এই রিয়েলিটি কোন সুপারন্যাচারাল স্বত্ত্বার সৃষ্ট নয় বরং অনন্ত অবিনশ্বর পরমানু কণার কিছু নীতির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট। দেবতাদের অস্তিত্ব যদিও থাকেও, মহাবিশ্বজগতে তাদের কোন প্রভাব বা কর্তৃত্ব কিছুই নেই। কেমন যেন স্টিফেন হকিংয়ের মত কথা! তাই না? রোমান পরমানু-দার্শনিক এবং কবি লিউক্রিটিয়াস তার কবিতায় ডেমোক্রিটাসের পরমাণুকেন্দ্রীক চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করেন।*To the Greek philosopher Epicurus , the unhappiness and degradation of humans arose largely from the dread which they entertained of the power of the deities , from terror of their wrath. This wrath was supposed to be displayed by the misfortunes inflicted in this life and by the everlasting tortures that were the lot of the guilty in a future*

state (or, where these feelings were not strongly developed, from a vague dread of gloom and misery after death). Epicurus thus made it his mission to remove these fears, and thus to establish tranquility in the minds of his readers. To do this, Epicurus invoked the atomism of Democritus to demonstrate that the material universe was formed not by a Supreme Being , but by the mixing of elemental particles that had existed from all eternity governed by certain simple laws. (উইকিপিডিয়া)

বিস্তারিতঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Epicurus
https/en.m.wikipedia.org/wiki/On_the_Nature_of_Things

আরেকজন সিক্রেটিস পূর্ব দার্শনিক এবং mystic **Heraclitus**। হয়ত গ্রীক জ্ঞানবাদী এই লোকগুলোর মাঝে ইনিই সবচেয়ে দুর্বোধ্য দর্শনের প্রচার করতেন। তিনি সময় ও রিয়েলিটির মিস্টিক্যাল ব্যাখ্যা দিতেন। অনেকে একে আজকের কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সাথে সংযোগ করেন। তিনিও অন্যান্যদের মত Monism এর আকিদা প্রচার করতেন।
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

এভাবেই বস্তুবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশঃ আজকের পরমানুবিদ্যা সেই বাবেল শহর এবং মিশরীয় ম্যাজাইদের থেকে ভারতের বেদ এবং গ্রীক দার্শনিকদের হাতে আসে, অতঃপর এই সৃষ্টিজগতের অকাল্ট নলেজ ১৭শতকে আবারো অন্য সকল যাদুবিদ্যা চর্চার পুনঃজাগরনের সাথে শুরু হয়। রেনে ডেসকার্টিস,রবার্ট বয়েল,পিয়েরে গাসেন্ডি,গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রভৃতি অকাল্টিস্ট(তৎকালীন জ্যোতিষী/বিজ্ঞানী) ইপিকিউরিয়ান(গ্রীক) এ্যাটোমিজমের প্রতি তখন ঝুকে পড়েন। অতঃপর ১৮০৮ সালের পর থেকে জন ডালটন উহাকে পদার্থবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দান পূর্বক প্রকাশ করতে শুরু করেন। পৃষ্ঠপোষকতায় তার পেছনে ছিল ফ্রিম্যাসনিক রয়্যাল সোসাইটি। আজ সেটা "ফিজিক্স"!

আজ প্রি-সক্রেটিক কিছু দার্শনিক/(প্রাচীন)বিজ্ঞানীদের(ন্যাচারাল ফিলসফার) কয়েকজনকে নিয়ে আসলাম। অনেকে কিছুটা বিব্রত হচ্ছেন সারাক্ষন দার্শনিকদেরকে নিয়ে আলোচনার জন্য। তারা কি জানেনা ওদের(দার্শনিকদের) 'প্রাকৃতিক দর্শন'ই তো আজকের 'সাইন্স'! উনিশ শতক পর্যন্ত এই বিজ্ঞানকে ন্যাচারাল ফিলসফিই বলেই ডাকা হত।

অতএব, যাদুকরদের ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউ বা দর্শনকে বিজ্ঞান নামে রিপ্যাকেজ করে সামনে আনা হয়েছে। কখনো সেটা ফিজিক্স কখনো বা এস্ট্রোনমি! আজকে বিজ্ঞানী তথা ন্যাচারাল ফিলসফারগন এই বিষয়টিকে সত্যায়ন করছেন,সেসব সামনের পর্বগুলোতে আনা হবে ইনশাআল্লাহ। প্রি-সক্রেটিক অকাল্ট ন্যাচারাল ফিলসফির সকল শিক্ষাগুলো সরাসরি যাদুশাস্ত্রের সাথে গভীরভাবে মেশানো ছিল। যেমনি উইকিপিডিয়াও উল্লেখ করেছেঃ *Pre-Socratic philosophers in Ancient Greek culture brought natural philosophy a step closer to direct inquiry about cause and effect in nature between 600 and 400 BC, although an element of magic and mythology remained(উইকিপিডিয়া)*

এ সকল মহান গ্রীক দার্শনিকগন যে দর্শন বা মতবিশ্বাসের প্রচার করতেন তার মূলই ছিল সর্বেশ্বরবাদ। এ আকিদা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা কোন ভিন্ন স্বত্ত্বা নন, বরং সকল প্রাকৃতিক law এবং force এর pervasive manifestation । অর্থাৎ সহজ কথায়,তাদের কাছে সৃষ্টিকর্তা বলতে সকল প্রাকৃতিক নীতি ও শক্তি এবং উপাদানেরই পরিব্যাপক বিকাশ (নাউজুবিল্লাহ)। এজন্য আরবে যখন গ্রীক দর্শন প্রবেশ করে,অনেকে আত্মশুদ্ধির নামে ইসলামে এই আকিদাকেই মূল tenet রূপে শিক্ষা দেয়। কুফরের মূল অভিশপ্ত বাবেল শহরের কুফরি মতবিশ্বাস গুলো খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সালের দিকে কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যবিলনিয়ানদের(আর্য) ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের দ্বারা ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শন/মেটাফিজিক্সের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। একই উৎস তথা Judaic Babylon(ব্যবিলনিয়ান ইহুদী) এথেন্স এর বিজ্ঞান-দর্শনকে কথিত 'সমৃদ্ধির' দিকে নিয়ে যায়। এ কারনেই Monism(সৃষ্টি স্রষ্ট্রার এক অস্তিত্ব - ওয়াহদাতুল উজুদ) আকিদাটি ভারতবর্ষ এবং গ্রীসের দর্শন বা ধর্মতত্ত্বে মিলবে। জুডাইক ব্যবিলনিয়ান যাদুশাস্ত্রেরই(Occult mysticism) প্রিন্সিপ্যাল এবং মতাদর্শ গুলো গ্রীস-ভারতের তৎকালীন সাইন্স হয়ে যায়।

ব্যবিলনের ইহুদীগনের জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল জাদুবিদ্যা এবং শয়তানের কুফরি কথা(i.e:Recital,spell, incantations,philosophical worldview,occult belief system etc.)। এদের থেকেই পিথাগোরাসগন সেই বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। গত পর্বে উইকিপিডিয়ার

রেফারেন্সেই পিথাগোরাসের যাদুশাস্ত্র শিক্ষা-চর্চার কিছু তথ্য এনেছিলাম। তিনি ছিলেন ফ্রিম্যাসনিক অকাল্ট সোসাইটি গুলোর প্রাচীন পিতা। তার পুনঃজন্মবাদ,মিউজিক্যাল কন্ট্রিবিউশন, পিথাগোরিয়ান সলিড, Spherical Earth model ইত্যাদি এর সমূদয় বিষয়গুলো ছিলো ব্যবিলনের শয়তান জ্বীন ও মানুষের আবৃত্ত মতাদর্শ/ফিলসফি/আকিদা/ওয়ার্ল্ডভিউ/প্র্যাকটিস/কগনিশন। অর্থাৎ তার(পিথাগোরাসের) আনিত আসমান-জমিনের তথ্য গুলো ছিল অভিশপ্ত বাবেল শহরের জ্যোতিষশাস্ত্রেরই অংশ। তিনি বাবেল ও মিশর ঘুরে যাদুশাস্ত্র নিয়ে গ্রীসে ফেরেন সেটাকে তার শিষ্য এবং অনুসারীদের(পিথাগোরিয়ানস) মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তার অনুসারীরা এ সকল কুফরি ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউগুলো দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেন। সকল গ্রীক জ্যোতিষী ব্যবিলনিয়ান এস্ট্রোনমির উপরেই চিন্তা-গবেষনা করেন। অতঃপর তার কিছুটা যখন আরবে পৌছায় শিয়া মুতাজিলারা তো ভালভাবে এর পুরোটা গ্রহন করেই, পাশাপাশি ইবনে হাজমের(রহ.) এর মত আলেমরাও সেখান থেকে এস্ট্রোনোমিকাল আইডিয়া অজ্ঞাত কারনে গ্রহন করেন অথবা এর দ্বারা প্রভাবিত হন। আজকের মুসলিমরা তাদের রেফারেন্সই প্রদান করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবিলনীয়ান এস্ট্রোনমির প্রতি বিশ্বাস এবং সম্মান প্রদর্শন করে। এবং সেই সাথে এর গ্রহণযোগ্যতায় কোন প্রশ্ন তোলে না। অথচ আসমান জমিনের বর্ননায় কুরআন ও আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগনের(রাযি.) কথা ছিল সেসবের সম্পূর্ন বিপরীত। আজ কুরআনের আয়াতগুলোকে বাবেল শহরের জ্যোতিষবিদ্যার সাথেই তারা খাপ খাওয়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে।

আজকের ইহুদীরা তাদের সকল ম্যাজিক্যাল প্রাক্টিস,ইন্টারপ্রিটেশন, বিলিফ সিস্টেমগুলোকে কাব্বালার ছায়াতলে গুছিয়ে এনেছে। আজকের বিজ্ঞানীগন এই যাদুশাস্ত্রকেই নাম ধরে বলছেন,মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান যেন সেই যাদুশাস্ত্রেরই প্রতিফলন। তেমনি ইসরাইলে অবস্থিত ইহুদীদের সর্ববৃহৎ কাব্বালা ইন্সটিটিউট এর চেয়ারম্যানও বলছেন, 'যদি আমরা সাধারণভাবে যেভাবে কোন কিছু দেখি তা থেকে বের হই, তাহলে আমরা ওই সত্য কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌছবো, যা কাব্বালিস্টগন(ইহুদী যাদুকরগন) আমাদের বলে থাকে,যা (সাধারনের)আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত; ওই বিজ্ঞানীগন যারা কোয়ান্টাম ফিজিক্স গবেষণা করেন,তারা কেন (কাব্বালিস্টদের মত) আজ এই একই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন(?)...."

প্রিয় পাঠক,এতে অবাক হবার কিছু নেই। ওরা একে অন্যকে সত্যায়ন করছে। সত্য কথাই বলছে। ওরা আজ বিজ্ঞানের মোড়কে সর্সারি এবং ম্যাজিক্যাল কুফরি থিওলজির শিক্ষা দেয়, তা আজ অকপটেই স্বীকার করছে। সামনে আমরা এসব ব্যপারে দলিল প্রমানের সাথে আরো বিস্তারিত জানব,ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্রঃ

http://www.hebrewhistory.info/factpapers/fp016_science.htm
https://www.ancient.eu/Greek_Philosophy/
http://www.spaceandmotion.com/Greek-Philosophy-Philosophers.htm
https://explorable.com/ancient-physics
http://www.ancient-origins.net/human-origins-science/ancient-babylonian-use-pythagorean-theorem-and-its-three-dimensions-005199
https://www.ancient.eu/Greek_Philosophy/
http://www.hebrewhistory.info/factpapers/fp016_science.htm

এবং **উইকিপিডিয়া**।

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

[পর্বঃ৮]
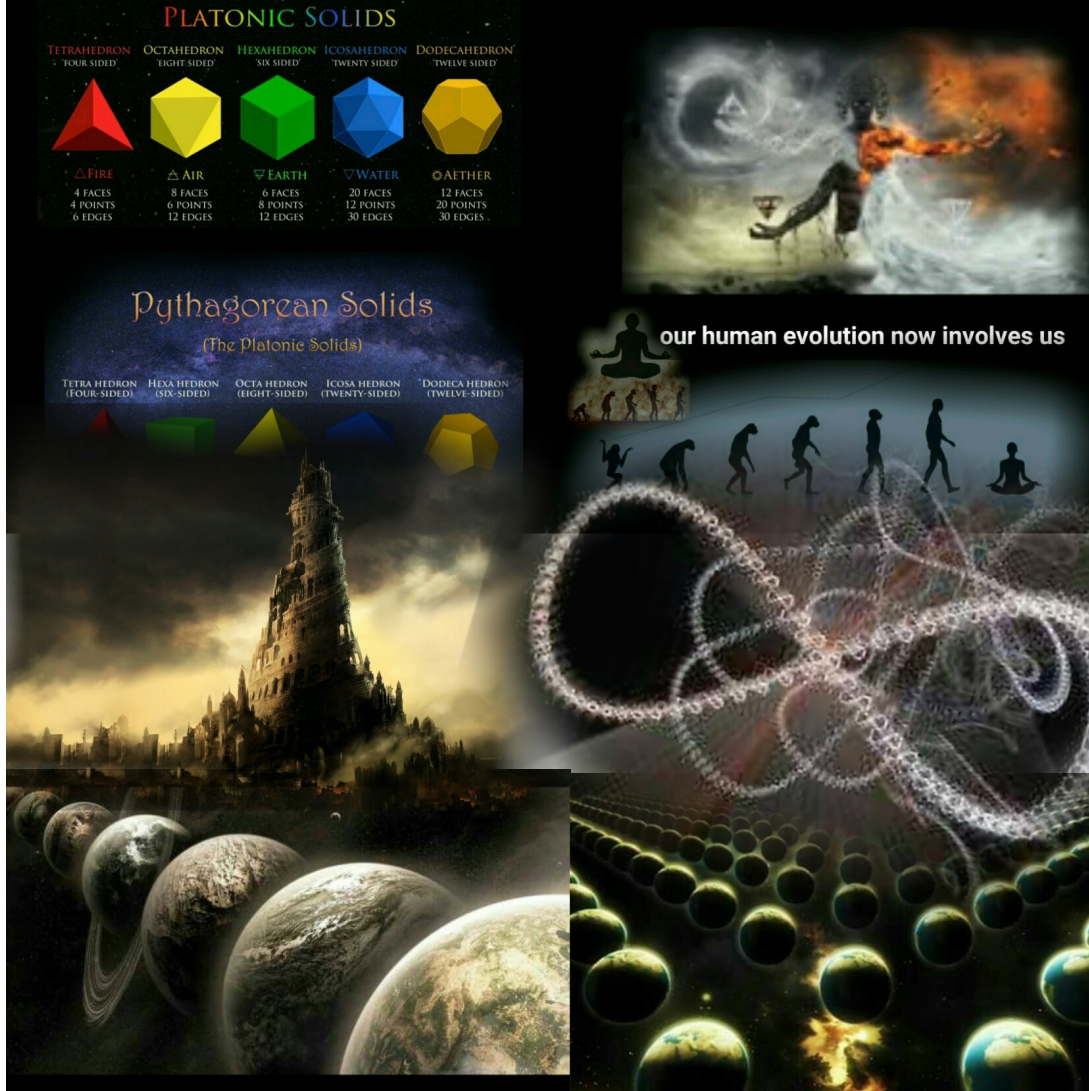
গ্রীক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত যাদুকরদের তালিকায় প্রথমেই ছিলেন **Orpheus**। এরপরে ছিলেন পিথাগোরাস ও এমপিডোক্লিস। অরফিয়াসের থেকেই **Orphic mystery** চলে আসে। পিথাগোরাস ছিলেন অরফিয়াসের অনুসারী। তার চিন্তাধারা অর্ফিক ম্যাজিক্যাল ট্রেডিশন দ্বারা গভীরভাবে

প্রভাবিত ছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্বে সেসব নিয়ে আলোচনা গত হয়েছে। পিথাগোরাসের ন্যায় এমপিডোক্লিসও ছিলেন অর্ফিজমের অনুসারী। তিনি ছিলেন একজন natural philosopher ও যাদুকর এবং একজন Pythagorean । তিনি যাদুশাস্ত্র দ্বারা অনেক অতিমানবীয় ক্রিয়া করে দেখাতেন বলে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। *His brilliant oratory, [7] his penetrating knowledge of nature, and the reputation of his marvellous powers, including the curing of diseases, and averting epidemics, [8] produced many myths and stories surrounding his name. In his poem Purifications he claimed miraculous powers, including the destruction of evil, the curing of old age, and the controlling of wind and rain.(উইকিপিডিয়া)*

Empedocles (c. 490 – c. 430 BCE) too has ascribed to him marvelous powers associated with later magicians: that is, he is able to heal the sick, rejuvenate the old, influence the weather and summon the dead. (উইকিপিডিয়া)

E.R. Dodds তার বইয়েও এমপিডোক্লিসের যাদুবিদ্যার ব্যপার উল্লেখ করেন।তার মতে তিনি ছিলেন যাদুকর, কবি এবং বিজ্ঞানীঃ[23] *:XXXVI:27 E.R. Dodds in his 1951 book, The Greeks and the Irrational , argued that Empedocles was a combination of poet, magus, teacher, and scientist. [9] :42 Dodds argued that since much of the acquired knowledge of individuals like Pythagoras or Empedocles was somewhat mysterious even to those with a rudimentary education, it might be associated with magic or at least with the learning of a Magus. [24] :145–46[not in citation given]*

বিস্তারিত দেখুনঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Magic_in_the_Graeco-Roman_world
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Empedocles

এম্পিডোক্লিস ছিলেন একজন পিথাগোরাগিয়ান ন্যাচারাল ফিলোসফার। পিথাগোরাসের মতাদর্শ দ্বারা তিনি ব্যাপক প্রভাবিত ছিলেন। তিনিও পিথাগোরাসের ন্যায় নিরামিষভোজী ছিলেন এবং গভীরভাবে পুনঃজন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। তার মতে দুরাচার মানবাত্মা শাস্তিস্বরূপ পশুপাখির আত্মারূপে অবস্থান

করে,অর্থাৎ মৃত্যুর পরে পশুপাখি রূপে পুনর্জন্মলাভ করে আর যে জ্ঞানীলোকেরা সাধনার দ্বারা সৃষ্টিজগতের গুপ্তরহস্য জানতে পারে,তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বের হয়ে আত্মার অমরত্ব লাভ করে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, এটা যেন একদমই হিন্দুবৌদ্ধদের দর্শন।
Influenced by the Pythagoreans, Empedocles was a vegetarian who supported the doctrine of reincarnation . since the bodies of animals are the dwelling places of punished souls. [50] Wise people, who have learned the secret of life, are next to the divine , [51] and their souls, free from the cycle of reincarnations, are able to rest in happiness for eternity.(উইকিপিডিয়া)

Like Pythagoras , Empedocles believed in the transmigration of the soul , that souls can be reincarnated between humans, animals and even plants. [47]
(উইকিপিডিয়া)

এখানে হিন্দুবৌদ্ধদের দর্শনের সাথে সাদৃশ্যতা দেখে অবাক হবার কিছু নেই। এম্পিডোক্লিস ব্যবিলন সফর করে যাবতীয় জ্ঞান-দর্শন আহরন করে আসেন[there are also fanciful reports of him travelling far to the east to the lands of the Magi.16(উইকিপিডিয়া)]। ইতোপূর্বে বর্ননা করেছি যে ব্যবিলনীয়ান শাসকদের একদল উত্তর ভারতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সালে আসা শুরু করে। এদেরকে আর্য বলা হত, যাদের ধর্মশাস্ত্র ছিল বেদ। তাছাড়া এমন দলিল প্রমানও রয়েছে যে, গৌতম বুদ্ধ ব্যবিলন সফর করে ম্যাজাইদের থেকে গুপ্তজ্ঞান নিয়ে ভারত আসেন। এ ঘটনা উপরে বিস্তারিত বইও প্রকাশ হয়েছে "Buddha from Babylon" নামে। দেখুনঃ
http://www.buddhafrombabylon.com/blog-buddhism-insights-wisdom/2014/2/27/who-was-the-buddha-from-babylon

এম্পিডোক্লিস, পিথাগোরাসের ন্যায় যাদুকর অর্ফিয়াসের অর্ফিক রহস্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন,পাশাপাশি তিনি ছিলেন আদি বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ এবং পদার্থবিদ্যার আদিজনকদের একজন। তার সাথে ডেমোক্রিটাস কর্তৃক বাবেলের ইয়াহুদীদের থেকে আনা পরমাণুবাদের গভীর সম্পর্ক ছিল।
He was a firm believer in Orphic mysteries , as well as a scientific thinker and a precursor of physics. Aristotle mentions Empedocles among the Ionic

philosophers, and he places him in very close relation to the atomist philosophers and to Anaxagoras . [28] (উইকিপিডিয়া)

এম্পিডোক্লিস সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন, বস্তু সৃষ্টির মৌলিক চার উপাদান বা যাদুশাস্ত্রের চার উপাদানের আদি প্রবক্তা হিসেবে। *Empedocles' philosophy is best known for originating the cosmogenic theory of the* ***four classical elements*** *.*

তার মতে এই চার উপাদানই বাস্তবজগতের সৃষ্টির মূল উপাদান(fundamental building blocks of nature)। সেগুলো ছিলঃআগুন, পানি,বায়ু এবং পৃথিবী। সেগুলোকে আজ একটু ঘুরিয়ে পদার্থবিজ্ঞান 4 state of matter বলে থাকে।*"Empedocles established four ultimate elements which make all the structures in the world—fire , air , water , earth[31] — in other words, the several states of matter are represented, being energies, gasses, liquids, and solids."(উইকিপিডিয়া)*

witchcraft/sorcery তে যাদুবিদ্যার চার উপাদানের তাৎপর্য এবং ব্যবহার সম্পর্কে দেখুনঃ
http://wiccaliving.com/classical-elements-wicca/
https://lynetteecreswell.wordpress.com/2014/05/22/the-four-classical-elements-earth-fire-air-and-water-and-how-they-affect-our-lives/
http://www.witchipedia.com/element:earth
http://www.wicca.in/the-wiccan-elements/
https://www.thoughtco.com/four-classical-elements-2562825

ব্যবিলনীয়ান এই জ্ঞান এর পরবর্তী ২০০০ বছরের (অপ)বিজ্ঞানরূপে(ন্যাচারাল ফিলসফি) প্রতিষ্ঠিত থাকে।*This theory of the four elements became the standard dogma for the next two thousand years.(উইকিপিডিয়া)*

এম্পিডোক্লিস শুধুমাত্র ক্লাসিক্যাল ইলিমেন্ট(৪ উপাদান) মানুষের কাছে প্রকাশ করেন নি, তিনি ডরউইনিয়ান বিবর্তনবাদের 'ন্যাচারাল সিলেকশন' এর ব্যপারেও জানিয়ে গেছেন।*It is possible to see this theory as an anticipation of Charles Darwin 's theory of natural selection , although Empedocles was not trying to explain evolution . [39]*

[উইকিপিডিয়া]

আরেকজন pre-socretic গ্রীক প্রকৃতির দার্শনিক তথা বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি গোটা বিবর্তনবাদকেই বর্ননা করে গেছেন ডারউইনের জন্মেরও হাজার বছর আগে। তিনি **Anaximander!** এন্যাক্সিমেন্ডার শুধু বিবর্তনবাদীই ছিলেন না, তিনি বৃহৎ পরিসরের কস্মোলজিক্যাল ইভল্যুশন তথা বিগব্যাং এর মহাবিস্ফারণপূর্ব space,time,matter এর মহাঘনবিন্দুতে কেন্দ্রিভূত অবস্থার(initial singularity) বিস্তারিত বর্ননা করেন। এছাড়া ওই ঘনবিন্দু থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং পৃথিবী- সূর্যের মত অজস্র গ্রহ-নক্ষত্রের(cosmological pluralism) অস্তিত্বের বর্ননা দেন। তিনি তার তত্ত্ব-মতাদর্শ বাবেল শহরের জ্যোতিষীদের থেকে নিয়ে প্রচার করতেন। তাছাড়া Thales এর মতাদর্শ দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন, যিনি কিনা সেই ব্যবিলন থেকেই শিক্ষা গ্রহন করে আসেন।*Anaximander's theories were influenced by the Greek mythical tradition, and by some ideas of Thales – the father of philosophy – as well as by observations made by older civilizations in the East [dubious] (especially by the Babylonian astrologers). [14] All these were elaborated rationally.*

(উইকিপিডিয়া)

সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকগন প্রকৃতির সৃষ্টির উপাদান গুলোর ব্যপারে আগ্রহশীল ছিলেন। তারা প্রকৃতির মেকানিক্স জানতে চাইতেন। এটা এরিস্টটলই বলেন। আর এজন্য এম্পিডোক্লিস-এন্যাক্সিম্যান্ডারকে আমরা দেখেছি যাদুশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তথা চার উপাদানকে প্রকাশ করতে।*Aristotle writes (Metaphysics , I III 3–4) that the Pre-Socratics were searching for the element that constitutes all things.*

এন্যাক্সিম্যান্ডার ছিলেন বিজ্ঞানের আদি প্রবক্তা। মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে তার আগ্রহ ছিল।

He was an early proponent of science and tried to observe and explain different aspects of the universe, with a particular interest in its origins , claiming that nature is ruled by laws, just like human societies, and anything that disturbs the balance of nature does not last long. [7](উইকিপিডিয়া)

তার সৃষ্টিতত্ত্বের চিন্তাধারা ছিল Monism এর আকিদা ভিত্তিক। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি-স্রষ্টার এক অস্তিত্বের কথা বলতেন।। এই দর্শনই বাবেল শহরের যাদুবিদ্যার বর্তমান সংস্করণ কাব্বালার ওয়ার্ল্ডভিউ।
One thing that is not debatable is that even the ancient Greeks considered Anaximander to be from the Monist school which began in Miletus, with Thales followed by Anaximander and finished with Anaximenes . [11] (উইকিপিডিয়া)
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Anaximander

যাদুকর এম্পিডোক্লিসের পরে এন্যাক্সিমেন্ডারও প্রাচীন ফিজিক্সের চার উপাদানের কথা বলেন।।তিনি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। কিভাবে চার উপাদান মহাবিশ্বের সকল বস্তুকে গঠন করে এর ব্যাখ্যা দেন তিনি। এন্যাক্সিমেন্ডার শেখাতেন যে, মহাবিশ্বের সকল বস্তু একক primordial substance থেকে উৎপন্ন। তিনি একে aperion শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতেন। এন্যাক্সিমেন্ডার এ aperion এর বর্ননায় বলেন, এর ভেতরে সকল বস্তু শুষ্ক,আর্দ্র,বায়বীয় এবং উষ্ণ অবস্থায় ছিল। এর থেকেই মহাবিশ্ব এবং অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি ঘটে।*Anaximander explains how the four elements of ancient physics (air , earth, water and fire) are formed, and how Earth and terrestrial beings are formed through their interactions. Unlike other Pre-Socratics, he never defines this principle precisely, and it has generally been understood (e.g., by Aristotle and by Saint Augustine) as a sort of primal chaos . According to him, the Universe originates in the separation of opposites in the primordial matter. It embraces the opposites of hot and cold, wet and dry, and directs the movement of things; an entire host of shapes and differences then grow that are found in "all the worlds" (for he believed there were many). [12][wikipedia]*

এন্যাক্সিম্যান্ডারের এপেইরনকে একদিক থেকে মেইনস্ট্রিম কাব্বালিস্টিক এস্ট্রোফিজিক্সের শুরু তথা বিগব্যাং এর ইনিশিয়াল সিঙ্গুলারিটির সাথেও তুলনা করা যায়, অর্থাৎ যে ঘনবিন্দু বিস্ফোরণের দ্বারা মহাবিশ্ব একা একাই সৃষ্টি হয়! এই বিগব্যাং তত্ত্বটিই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মনিজম। এন্যাক্সিম্যান্ডারের মতে

সমস্ত সৃষ্টি এপেইরন থেকে হয়েছে যা বস্তুত সকল গ্রীক দার্শনিকদের 'এক অস্তিত্বের'(Monism) বিশ্বাস। তিনি এই এপেইরন এর দ্বারা মনিজম(ওয়াহদাতুল উজুদঃUnity of existence) ভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রকাশ করেন। *Anaximander posited a monism which he described as "apeiron", meaning boundless, unlimited, or indefinite.*

(উইকিপিডিয়া)

https/en.m.wikipedia.org/wiki/Indefinite_monism
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Material_monism

এপেইরন থেকেই অসীম মহাবিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং ধবংসের হলেও এপেইরনে ফিরে যাবে। অর্থাৎ এটা শুনতে অনেকটা এরূপ যে, মহাবিশ্ব বিগব্যাং এর আগে যে ঘনবিন্দুতে(ইনিশিয়াল সিঙ্গুলারিটি) কেন্দ্রীভূত ছিল তাতে ধবংসের পরে আবারো তাতে ফিরে যাবে। *Everything is generated from apeiron and then it is destroyed by going back to apeiron , according to necessity. [5] He believed that infinite worlds are generated from apeiron and then they are destroyed there again. [6](উইকিপিডিয়া)*

প্রাচীন যাদুশাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত সৃষ্টির মৌলিক চার উপাদানের(পানি,বায়ু,পৃথিবী,আগুন) কোনটিকেই এন্যাক্সিম্যান্ডার সৃষ্টির মূল হিসেবে নেন নি যেমনটা Thales পানিকে গ্রহন করেছিলেন। বরং তিনি(এন্যাক্সিম্যান্ডার) সম্পূর্ন ভিন্ন জিনিসকে(এপেইরন) গ্রহন করেন। *Simplicius comments that Anaximander noticed the mutual changes between the four elements (earth, air, water, fire), therefore he did not choose one of them as an origin, but something else which generates the opposites without experiencing any decay.*

(উইকিপিডিয়া)

রোমান যোদ্ধা Aetius এন্যাক্সিম্যান্ডারের এপেইরনের ব্যপারে ভিন্নধর্মী উদ্ধৃতি প্রদান করেনঃ*Aetius (1st century BC) transmits a different quotation:"Everything is generated from*

apeiron and there its destruction happens. Infinite worlds are generated and they are destructed there again. And he says (Anaximander) why this is apeiron . Because only then genesis and decay will never stop."

— Aetius I 3,3<Ps.Plutarch; DK 12 A14.>
(উইকিপিডিয়া)

∞infinity সকল অকাল্টিস্ট/যাদুকরদের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর একটি। তারা যেহেতু সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, সেজন্য একটি ব্যালেন্সড বিশ্বাসব্যবস্থা তৈরি করতে চেষ্টা করে। এপেইরনের ব্যপারটি এরকমই। এপেইরন শব্দের অর্থই অনন্ত,অসীম ইত্যাদি।যাদুকরদের নিকট এপেইরনঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Infinity

এপেইরনের আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, উহা প্রত্যেক বস্তুতে থাকা ইলিমেন্টারি পার্টিকেল।অনেক যাদুকর এরকমও বলে যে, এটাই সেই শক্তি যা পরমানুদের একে অন্যের সাথে সংযুক্ত রাখে। https://msu.edu/~harri283/eternity/apeiron.htm

কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের ধারনা অনুযায়ী ইলিমেন্টারি পার্টিকেল কে দেখা হয়,বিভিন্ন রূপে,বিভিন্ন অবস্থায়,যা কিনা একই আদিম মৌলিক উপাদান। পদার্থবিদ ম্যাক্স বর্ন বলেন এই আদি মৌলিক উপাদানই এপেইরন! *Physicist Max Born , in commenting upon Werner Heisenberg 's arriving at the idea that the elementary particles of quantum mechanics are to be seen as different manifestations, different quantum states, of one and the same "primordial substance,"' proposed that this primordial substance be called apeiron . [31](উইকিপিডিয়া)*

তার মানে এই প্রাচীন যাদুকর বা প্রাচীন ফিজিসিস্টের একটি মৌলিক মেটাফিজিক্যাল কন্সেপ্ট হচ্ছে আজকের এডভ্যান্স কোয়ান্টাম ফিজিক্সের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়!চমৎকার!!
শুধু এন্যাক্সিম্যান্ডারই নন পিথাগোরিয়ান(পিথাগোরাসের অনুসারী) দার্শনিকগনও একই cosmogenesis এর আকিদা(বিশ্বাস) রাখতেন। এই প্রাচীন চিন্তাধারাকেই bigbang : cosmological evolution এ redefine করা হয়। *For the Pythagoreans (in particular, Philolaus), the universe had begun as an apeiron , but at some point it inhaled the void from outside, filling the cosmos with vacuous bubbles that split the world into many different parts.*

[wikipedia]

যাহোক, এন্যাক্সিমেন্ডার অন্যান্য এটোমিস্ট ন্যাচারাল ফিলসফার(১৯শতক পূর্ব বিজ্ঞানী)যেমনঃ ডেমোক্রিটাস, লিউকিপাস,ইপিকিউরাসের মত Cosmological pluralism এ বিশ্বাস করতেন। এই pluralism মানে, পৃথিবীর মত হাজারো গ্রহ/দুনিয়ার অস্তিত্বে বিশ্বাসকে বোঝায়।*According to Simplicius, Anaximander already speculated on the plurality of worlds , similar to atomists Leucippus and Democritus, and later philosopher Epicurus . (উইকিপিডিয়া)*

তৎকালীন সময় সাধারন মানুষ জিওসেন্ট্রিক সমতল জমিনে বিশ্বাস করত। আকাশ গম্বুজাকৃতির ছাদ এবং তারকারা আকাশে গাথা। মূর্তির উপাসনা করলেও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বে সাধারন কেউ অস্বীকার করত না। তখনকার যুগে নক্ষত্রদের সূর্যের সমতূল্য ভাবা, পৃথিবীর গোলাকৃতি এবং এর মত হাজারো গ্রহজগত, সমান্তরাল মহাবিশ্বের ধারনা সাধারন মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল। প্যান্থেইস্টিক, বিবর্তনবাদী,হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিক্যাল প্লুরালিজমের আকিদাগুলো একমাত্র যাদুশাস্ত্রে বিশ্বাসীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। *Cosmic pluralism , the plurality of worlds , or simply pluralism, describes the philosophical belief in numerous " worlds " (planets , dwarf planets or natural satellites) in addition to Earth (possibly an infinite number), which may harbour extraterrestrial life .The debate over pluralism began as early as the time of Anaximander (c. 610 – c. 546 BC) as a metaphysical argument , [1] long predating the scientific Copernican conception that the Earth is one of numerous planets. It has continued, in a variety of forms, until the modern era.(উইকিপিডিয়া)*

অর্থাৎ, অগনিত জগত(গ্রহ),মহাজগতের দর্শন বা বিশ্বাস সর্বপ্রথম এই প্রাচীন বাবেল শহর ভ্রমণকারী গ্রীক দার্শনিক এনাক্সিম্যান্ডারের থেকে প্রকাশ পায় যা কিনা (অপ)বৈজ্ঞানিক অগনিত গ্রহ নক্ষত্রের বিশ্বাসে বিপ্লব সৃষ্টিকারী নিকোলাস কোপার্নিকাসেরও বহু কাল পূর্বে। এবং এটা এই আধুনিক যুগে এই দর্শন আরো গভীরভাবে সর্বত্র প্রোথিত হয়েছে।*Cosmic pluralism was a corollary to notions*

of infinity and the purported multitude of life-bearing worlds were more akin to parallel universes (either contemporaneously in space or infinitely recurring in time) than to different solar systems. After Anaximander opened the door to an infinite universe, a strong pluralist stance was adopted by the atomists , notably Leucippus, Democritus , and Epicurus .Eventually the Ptolemaic-Aristotelian system was challenged and pluralism reasserted, first tentatively by scholastics and then more seriously by followers of Copernicus . (উইকিপিডিয়া)

Cosmic Pluralism(many worlds/parallel universe/planetary system) এন্যাক্সিম্যান্ডারের থেকে প্রকাশিত হবার পরে সেটা পরমাণুবাদী যাদুকর/দার্শনিকদের মধ্যে লিউকিপাস,ডেমোক্রিটাস, ইপিকিউরাসগন গভীরভাবে গ্রহন করেন। এবং কেপলার, কোপার্নিকাসের অনুসারী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল পরমানু (অপ)বিজ্ঞানীদের,দার্শনিক,লেখকদের মধ্যে এর শতভাগ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। *Thinkers such as Johannes Kepler were willing to admit the possibility of pluralism without truly supporting it.(উইকিপিডিয়া)*

ব্যবিলনীয়ান এস্ট্রোথিওলজিঃপ্যান্থেইজম প্রচারের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত ব্রুনোর লেখনীতেও pluralism এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়।*Giordano Bruno introduced in his works the idea of multiple worlds instantiating the infinite possibilities of a pristine, indivisible One. Bruno (from the mouth of his character Philotheo) in his De l'infinito universo et mondi (1584) claims that "innumerable celestial bodies, stars, globes, suns and earths may be sensibly perceived therein by us and an infinite number of them may be inferred by our own reason." [7](উইকিপিডিয়া)*

আগেই উল্লেখ করেছিলাম, pluralism এর বিশ্বাস প্রাচীন ও মধ্য যুগে সাধারন মানুষের আজকের মত পৌছায় নি। তখন শুধুমাত্র দার্শনিক/ ন্যাচারাল ফিলসফার, যাদুকর,জ্যোতিষীদের বাহিরে এতে খুব বেশি লোক বিশ্বাস রাখত না। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের(1543-1600) যুগে সাধারন জনগনের মাঝে এ অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ প্রবেশ করানোর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রচারণা শুরু হয়। *During the Scientific Revolution and the later Enlightenment , cosmic pluralism became a mainstream*

possibility. Bernard Le Bovier de Fontenelle 's Entretiens sur la pluralité des mondes (Conversations on the Plurality of Worlds) of 1686 was an important work from this period, speculating on pluralism and describing the new Copernican cosmology. [9] Pluralism was also championed by philosophers such as John Locke, astronomers such as William Herschel and even politicians, including John Adams and Benjamin Franklin .(উইকিপিডিয়া)

অবশেষে অনেক চেষ্টার পরে pluralistic আকিদা সাধারন মানুষের কাছে স্বাভাবিক করা হয় এবং তা সাধারণ বিশ্বাসে পরিনত হয় উনিশ শতকে।*In the late nineteenth and twentieth centuries the term "cosmic pluralism" became largely archaic as knowledge diversified and the speculation on extraterrestrial life focused on particular bodies and observations.(উইকিপিডিয়া)*

অতঃপর এখন তা(pluralism) কথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ মঙ্গল, বুধ,বৃহস্পতি, শুক্র নক্ষত্রদেরকে আমরা এন্যাক্সিম্যান্ডারের(সর্বোপরি কাব্বালিস্টিক কস্মোলজি) অনুসরনে গ্রহজগত বলে বিশ্বাস করি এবং কোটি কোটি,বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি!
আজকের মুসলিমদের অধিকাংশই কস্মোলজিক্যাল প্লুরালিজমের বাহিরে চিন্তাই করতেই পারে না।
বিস্তারিতঃ https/en.m.wikipedia.org/wiki/Frank_Drake
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Cosmic_pluralism
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Apeiron_(cosmology)

চিন্তা করুন, বাবেল শহরের ইহুদী যাদুকরদের(এস্ট্রলজার) থেকে পিথাগোরাস এস্ট্রোনমিকাল আইডিয়া(গোলাকৃতি পৃথিবীর তত্ত্ব) নিয়ে আসেন(হার্মিপাস,এরিস্টোক্সাস,জোসেফাস,এরিস্টোবুলাস প্রমুখদের মত অনুযায়ী), আর এন্যাক্সিম্যান্ডার সেখান থেকেই 'পৃথিবীর বাহিরের মিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র এবং গ্রহ এবং মাল্টিভার্সের'(কস্মিক প্লুরালিজম) তত্ব নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। হাজার বছর পরে একই মতাদর্শের ন্যাচারাল ফিলসফারদের(কেপলার/কোপার্নিকাস/নিউটন) প্রচেষ্টায় আজ এই ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট বিলিফ সাইন্সের মোড়কে প্রতিষ্ঠিত।

মাল্টিভার্স তত্ত্বটি তো ইন্ডিয়ান বৈদিক শাস্ত্রেও রয়েছে। এটা খুবই প্রত্যাশিত, যেহেতু আকিদা-দর্শন ও তত্ত্বের জন্মস্থান অভিন্ন। মাল্টিভার্স বা many world theory আজকের কোয়ান্টাম ফিজিক্সেরও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

প্রকৃতির দার্শনিক তথা প্রকৃতি পূজারী ইপিকিউরাস ঐশ্বরিক শক্তির নিষ্ক্রিয়তা এবং মানুষকে মৃত্যুর পরের পুনরুত্থান হবে না বলে অভয় দিত, এবং তিনি রিয়েলিটিতে (তৎকালীন বিশ্বাস অনুযায়ী) ঐশ্বরিক শক্তির হস্তক্ষেপহীনতার ব্যাপারেও অভয় দিতেন, তেমনি এন্যাক্সিম্যান্ডারও বিভিন্ন দুর্যোগ এবং অদ্ভুত ঘটনাগুলোকে স্রেফ প্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে বুঝিয়েছেন। তিনিও প্রচার করতেন যে, এতে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ বা শাস্তি বলে কোন তাৎপর্য নেই।*Anaximander attributed some phenomena, such as thunder and lightning , to the intervention of elements, rather than to divine causes. [45](উইকিপিডিয়া)*

সেই থেকেই (অপ)বিজ্ঞানের সবকিছুতে মেকানিক্যাল ইন্টারপ্রেটেশন ট্রেডিশন চালু হয়, এজন্য আজও সর্বত্র দুর্যোগ দুর্দশাকে সাধারন তাৎপর্যহীন সাধারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, স্থানীয় মানবরচিত বিধান প্রতিষ্ঠাকারী শাসকদের আজ দুর্যোগ মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহনের ঘোষনা দিতেও শোনা যায়! ইন্না লিল্লাহ!!

Biological Evolution এর কথা ভাবলেই ডরউইনের ছবি আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে। অথচ তার জন্মের হাজার বছর আগেই এন্যাক্সিম্যান্ডার বিবর্তনবাদের কথা বলেছেন।*he claimed that animals sprang out of the sea long ago.*

(উইকিপিডিয়া)

The 3rd century Roman writer Censorinus reports: Anaximander of Miletus considered that from warmed up water and earth emerged either fish or entirely fishlike animals. Inside these animals, men took form and embryos were held prisoners until puberty; only then, after these animals burst open, could men and women come out, now able to feed themselves.

(উইকিপিডিয়া)

অতএব বানর থেকে মানবে রূপান্তরের থিওরি/হাইপোথেসিস নতুন কিছু নয়, বরং অনেক প্রাচীন ম্যাজিক্যাল অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ। শয়তানের অনুগত যাদুকর কাফেররা গোটা সৃষ্টিতত্ত্বকে পালটে ফেলতে চায়। তারা যেহেতু সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, তাই তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রানের সৃষ্টি এবং হাজারো প্রজাতির ভিন্নতা সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিতে বিকল্প কুফরি এবং মিথ্যা সৃষ্টিতত্ত্বকে দাড় করাতে চেষ্টা করে। এর শুরু হয়েছিল বাবেল শহরের শয়তানদের দ্বারা অতঃপর আজকে তা শক্তিশালী একটি মেইন্সট্রিম(অপ)বৈজ্ঞানিক মতবাদ!

বিবর্তনবাদ তত্ত্বটির দেখা মেলে বাবেল শহরের কবি Gilgamesh এর কবিতায়। বাবেল শহরের এই কুফরি মতবাদ এর পরে ন্যাচারাল ফিলসফারঃএন্যাক্সিম্যান্ডারের ও যাদুকর এম্পিডোক্লিসের মুখে শোনা যায়, অতঃপর এই অকাল্ট বিলিফ সমস্ত অকাল্টিস্ট এবং সিক্রেট সোসাইটি গুলোয় সঞ্চালিত হয়। চার্লস ডরউইনের দাদা(Erasmus Darwin) ছিলেন একজন ফ্রিম্যাসন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই ব্যাবিলনীয়ান প্রাচীন occult worldview অনুযায়ী বিবর্তনবাদী হবার কথা, বস্তুত ছিলেনও তাই। আর তার থেকেই তার নাতি চার্লস ডারউইন evolution/natural selection গ্রহন করে মডার্ন সাইন্সে নিয়ে আসেন। তেমনিভাবে cosmological evolution শুরু হয় Bigbang এর মাধ্যমে। এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল সব কিছু এরপরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়ে এবং তৈরি হয় অজস্র জগত, গ্রহ, নক্ষত্র(cosmic plurality)। মহাবিশ্ব আজও সম্প্রসারিত হচ্ছে বিগব্যাং এর পর থেকে, একদিন সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন শুরু হবে এবং আবারো সৃষ্টির শুরুর পর্যায়ের ন্যায় সবকিছু ইনিশিয়াল সিঙ্গুলারিটিতে চলে আসবে। এরই বর্ননা দিয়েছিলেন এন্যাক্সিম্যান্ডার, ঈসা(আ) এর জন্মেরও শত শত বছর আগে। এই অকাল্ট ফিলসফি আজকের সাইন্স/এস্ট্রোফিজিক্স/এস্ট্রোনমি!! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

আজকে বিজ্ঞানপন্থীদের বিশ্বাসকে র‍্যাশনালাইজ করার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই বিবর্তনবাদ। দুঃখের বিষয় আজকে একটি বিশেষ শ্রেনীর মুসলিমদেরকেও বিবর্তনবাদের একটা অংশকে সমর্থন করতে দেখা যায়।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আলোচ্য যাদুকর এবং ন্যাচারাল ফিলসফারদের মতবাদ গুলো শুনলে সহজেই অনুধাবন করা যায়, সেসব মূলত প্রোটো-সাইন্টিফিক থিওরি। আর এসব তারা গ্রহন করেছেন ব্যাবিলন ও ইজিপশিয়ান ম্যাজাইদের(যাদুকর) থেকে। তৎকালীন ব্যাবিলন ছিল আজকের প্রচলিত সাইন্সের(ন্যাচারাল ফিলসফির) প্রাণকেন্দ্র। সমস্ত অকাল্টিজমের গোড়া খুজলে ব্যাবিলনকে পাওয়া যায়।

সেখানে এ সকল sacred knowledge এর ধারক বাহক ছিল স্থানীয় জ্যোতিষী,যাদুকর। যাদের অধিকাংশই ছিল ইহুদী। ইতিহাসে সকল অপবিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র হিসেবে ব্যবিলন শহরকে পাওয়া গেলেও কিভাবে এর শুরু হয়েছিল বা Babylonian Jew'রা কোথা থেকে পেয়েছিল তার উল্লেখ (সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআন ছাড়া) কোথাও পাওয়া যায় না। তারা এ সকল অপবিদ্যা,এস্ট্রলজি,বিকৃত এস্ট্রোনমি ও কুফরি দর্শনগুলো(আকিদা), লাভ করেছিল শয়তান জ্বীনদের থেকে। 'তারা(ইহুদীরা) ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত।'[২:১০২]

এজন্য স্বাভাবিকভাবেই এই তথ্যগুলো কোন ইতিহাসের পাতায় রাখার কথা নয়,নতুবা অধিকাংশ সাধারন মানুষই তো সেসব মতবাদগুলোকে গ্রহন করবে না। তবে আজকের পদার্থবিজ্ঞানীগন একদম চেপে রাখছেন নাহ, বলেই ফেলছেন এই আধুনিক এস্ট্রোফিজিক্স/কস্মোলজি সবই কাব্বালার প্রতিফলন! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!!

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

[পর্বঃ৯]

"People are so alienated from their own soul that when they meet their soul they think it comes from another star system."
- Terence McKenna
KNOW Thyself
Man know thyself; then thou shalt know the Universe and God.
Pythagoras
THE KINGDOM OF GOD IS WITHIN YOU!
Know thyself if ye would know thy God, if ye would be of a service to thy brother.
KNOW THYSELF
27
THIS SERPENT, SATAN, IS NOT THE ENEMY OF MAN, BUT HE WHO MADE GODS OF OUR RACE KNOWING GOOD AND EVIL; HE BADE 'KNOW THYSELF!' AND TAUGHT INITIATION.
- ALEISTER CROWLEY -
The Luciferian Society
May 29 at 09:44
Perhaps, forget the useless and the obscure, and come to know thyself...
"Socrates says, as he did in Phaedrus, that people make themselves appear ridiculous when they are trying to know obscure things before they know themselves. Plato also alluded to the fact that understanding 'thyself,' would have a greater yielded factor of understanding the nature of a human being."

"Know thyself!" "নিজেকে জানো"

শব্দগুলো আজকে অনেকের কাছেই গভীর ব্যক্তিত্বের। অনেকে এ শব্দগুলোকে নিজেদের 'প্রিয়বাক্যের' স্থানে রেখে অত্যন্ত স্মার্ট অনুভব করে। কিন্তু এই নির্বোধগুলো এর দ্বারা কি বোঝায় সেটাই ভাল করে বোঝে না।

সমস্ত mystic/যাদুকর এই বিষয়ে একমত। তাদেরকাছে গেলে আপনাকে নিজেকে জানবার কথা বলবে। ওদের ভাষায় সৃষ্টিকর্তাকে আপনার ভেতর খুজতে বলবে। নিজেকে জানা বা সৃষ্টিকর্তাকে নিজের মধ্যে খোজার প্রক্রিয়াই হচ্ছে ধ্যান। ওরা বলতে চায়, আপনিই আপনার নিজের সৃষ্টিকর্তা। নিজের ঘুমন্ত আমিকে জাগ্রতকরনের মাধ্যমে জানতে হয়! সুফি কবি রুমি বলেনঃ

“It’s you yourself that hide your own treasure”

দেহতত্ত্ববাদি থেকে শুরু করে সকল ডাকিনী, যাদুকরদের একই বার্তা। একে ফিলসফি অব সেল্ফ বা আত্মদর্শনও বলে। আমি জানি know thyself বললে সর্বপ্রথম সক্রেটিসের নাম মনে আসে। জ্বি সক্রেটিস mystic দেরই একজন ছিলেন। যোগসাধক ও মিস্টিকরা মূলত ধ্যান ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কিছু প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য সহচর জ্বীনকে আহব্বান করে এবং নিজেকে হায়ার ডাইমেনশনাল এই এন্টিটির কাছে সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে নিজেকে জানার উপলব্ধি লাভ করে।

বিস্তারিত পড়ুনঃ

http://mysticson.blogspot.com/2010/08/know-thyself.html
http://www.witchipedia.com/class:witch-know-thyself
https://www.hermetik-international.com/en/media-library/occultism/moina-mathers-know-thyself/
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_self
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Know_thyself

সক্রেটিসকে অন্যান্য দার্শনিকদের থেকে আলাদাভাবে দেখা হয়। কারন তাকে পূর্ববর্তী ন্যাচারাল ফিলসফারদের ন্যায় প্রকৃতি,আকাশ,ফিজিক্স নিয়ে ভাবতে তেমন দেখা যায় না। বস্তুত, তিনিও তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস,এন্যাক্সিম্যান্ডারদের অনুসরন করেছেন। আর সেটা তার জীবনের চল্লিশ বছর পর্যন্ত। কিন্তু দর্শনের এ শাখায় তিনি চরম ব্যার্থ ছিলেন। তিনি মেঘ বর্ষনের ব্যাখ্যা দিতেন, কিন্তু তা হত অত্যন্ত হাস্যকর। যেমন, জিউসের প্রস্রাব হচ্ছে বৃষ্টির কারন। অবশেষে তিনি ফিজিক্স, এস্ট্রোনমির দর্শন ছেড়ে এথিকস, মোরালিটির দর্শন চর্চায় মগ্ন হন, এবং এতেই সফল হন। সিক্রেটিসের সাথে একজন উপদেষ্টা ছিল।একে সে ডিমন(daemon) বলত। সেটা তাকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ,পরামর্শ দিয়ে থাকত। পাশ্চাত্যে ডিমনকে, ডীমন(demon),ডেভিল, ইভিল স্পিরিট ইত্যাদি বলা হয়। আরবিতে যাকে শয়তান জ্বীন বলে। গ্রীসে এই শয়তানদেরকে ডেমিগডের সম্মান দেওয়া হত।*In other words, daimons are demi-Gods, with divine power, existing between heaven and earth, playing the role of intermediaries, between humans and gods.[wiki]*
http://greekerthanthegreeks.blogspot.com/2016/10/lost-in-translation-word-of-day-demon.html

সক্রেটিস নিজেই দাবি করতেন যে তার সাথে সারাজীবন একজন শয়তান ছিল যা তাকে সতর্ক করত ভুল, অবিচার থেকে, বিপদ থেকে। *In Plato'sThe Apology, Socrates claimed to have his own, life-time daimon, a favour from the Gods,that frequently warned him, in the form of a"voice", if he was about to make a mistake, of bad judgment, or danger, but never told him how to act, just advised Socrates, so to speak.*

“You have often heard me speak of an oracle or sign which comes to me, and is the divinity which Meletus ridiculesin the indictment. This sign I have had ever since I was a child. The sign is a voice which comes to me and always forbids me to do something which I am going to do, but never commands me to do anything, and this is what stands in the way of my being apolitician.”

—Socrates, Plato’sApology

এক আলজেরীয় নিওপ্লেটনিস্ট লেখক ডিমনদেরকে ভাল আশীর্বাদপুষ্ট আত্মা বলে দাবি করেন। এরা স্বপ্ন দেখায় এমনকি ভবিষ্যদ্বক্তা গনকদের কাজে সহযোগীতা করে! ওরাকল বা দৈববানী গুলোও ডিমনদের থেকে হয়। http://disinfo.com/2017/07/socrates-daemon-ancient-oracles/

স্টোয়িক,হিরাক্লিটাস প্রমুখ বিশ্বাস করত যে প্রত্যেক মানুষের সাথে ডিমন থাকে। জিউস প্রত্যেকের সাথে একজন করে ডিমন দিয়েছেন। **"Live with the gods. And he does live with the gods who constantly shows to them, his own soul is satisfied with that which is assigned to him, and that it does all that the daemon wishes, which Zeus hath given to every man for his guardian and guide, a portion of himself. And this is every man's understanding and reason. "**

—Book Five of the Meditations

According to Stoicism, the whole universe was Zeus (or Deus), and destined for a never ending cycle of destruction and rebirth, eternal recurrence. The portion of ourselves that was capable of rationality was thought to be a portion of Zeus, of divinity. This was a pantheistic type ofdeity, not to be confused with the Zeus of every myth and tale told from antiquity. The idea that a pantheistic, universal divinity which they gave the name of the 'highest of gods" of their time, but which they also called the Logos; the all pervasive active intelligence that animated the world. The daemon, in this system of thought, was a shard of the Logos intrinsic to humanity that gave us the ability to reason.[wiki]

Demon/Daemon এর বন্ধু সক্রেটিসের ব্যপারে আরো জানুনঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Socrates
https://andreaskluth.org/2010/01/02/was-socrates-an-atheist/

প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। প্লেটো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী দার্শনিক এবং অকাল্টিস্ট। তিনিও ঐতিহ্যগতভাবে মনিস্ট ছিলেন।

https://www.quora.com/Was-Plato-a-monist-or-dualist

ইউরোপীয় ফিলসফিক্যাল ট্রেডিশন প্লেটোর মতাদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। আজ পর্যন্ত তাকেই সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা হয়। **Alfred North Whitehead once noted: "the safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato."**

The Stanford Encyclopedia of Philosophy describes Plato as "...one of the most dazzling writers in the Western literary tradition and one of the most penetrating, wide-ranging, and influential authors in the history of philosophy ."

প্লেটো সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে গনিত এবং বিজ্ঞানে। প্লেটোই ব্যবিলনিয়ান গাণিতিক বিদ্যাকে সাধারন মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। **Plato's influence has been especially strong in mathematics and the sciences[wiki]**

প্লেটোর দর্শন চিন্তা প্রভাবিত হয়, সক্রেটিস,পারমেনিডিস, হিরাক্লিটাস এবং পিথাগোরাস এর দ্বারা। *Plato's own most decisive philosophical influences are usually thought to have been Socrates, Parmenides ,Heraclitus and Pythagoras , although few of his predecessors' works remain extant and much of what we know about these figures today derives from Plato himself.[7][wikipedia]*

প্লেটো প্রথম শিক্ষা গ্রহন করেন হিরাক্লিটাসের এক শিষ্যের কাছে থেকে। এজন্য হিরাক্লিটাসের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। এরপরে সরাসরি সক্রেটিসের সান্নিধ্য লাভ করেন। এরপরেও তিনি গ্রীক অন্যান্য দার্শনিকদের ন্যায় পিথাগোরাস ও পিথাগোরিয়ানদের দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত ছিলেন।*Although Socrates influenced Plato directly as related in the dialogues, the influence of Pythagoras upon Plato also appears to have significant discussion in the philosophical literature. Pythagoras, or in a broader sense, the Pythagoreans, allegedly exercised an important influence on the work of Plato.[wikipedia]*

এরিস্টটল দাবি করেন, প্লেটোর দর্শন পিথাগোরাসের শিক্ষা দ্বারা নিবিড়ভাবে অনুসৃত। *Aristotle claimed that the philosophy of Plato closely followed the teachings of the Pythagoreans, [54] [wikipedia]*

একইভাবে, Cicero repeats this claim: "They say Plato learned all things Pythagorean" (Platonem ferunt didicisse Pythagorea omnia). [55][wiki]

R.M Hare পিথাগোরাসের দর্শনের প্রভাব তিনটি পয়েন্টে ভাগ করে উল্লেখ করেনঃ
According to R. M. Hare , this influence consists of three points: (1) The platonic Republic might be related to the idea of "a tightly organized community of like-minded thinkers", like the one established by Pythagoras in Croton. (2) There is evidence that Plato possibly took from Pythagoras the idea that mathematics and, generally speaking, abstract thinking is a secure basis for philosophical thinking as well as "for substantial theses in science and morals ". (3) Plato and Pythagoras shared a "mystical approach to the soul and its place in the material world". It is probable that both were influenced by Orphism . [51] [52][wiki]

পিথাগোরাসের চিন্তায় প্রকৃতি হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ম্যাট্রিক্স বা একরকম সংখ্যা/কোডের সিমুলেশন, সেই বিশ্বাস প্লেটোও রাখতেন। Pythagoras held that all things are number, and the cosmos comes from numerical principles. The physical world of becoming is an imitation of the mathematical world of being. This ideas were very influential in Heraclitus, Parmenides and Plato. [53][wiki]

প্লেটোর বিশ্বাস বা আকিদার মধ্যে অন্যতম ছিল, পুনঃজন্মবাদ এবং সৃষ্টি স্রষ্টার অভিন্ন অস্তিত্ব (নন ডুয়ালিজম- ওয়াহদাতুল উজুদ/মনিজম)। আরেকটি বিশ্বাস ছিল যা আজকের বিজ্ঞান গ্রহন করে নিয়েছে। সেটা হচ্ছে প্লেটোনিক আইডিয়ালিজম। এই ধারনাটি সক্রেটিসের মাঝেও ছিল। এই চিন্তাধারা বলে যে, এই প্রকৃতির যে রূপ দেখে আমরা অভ্যস্ত, এটাই এর আসল রূপ নয়। বরং আমরা হয়ত আসল বাস্তবতার শুধু ছায়াটাকেই দেখি। একে থিওরি অব ফর্ম বা থিওরি অব আইডিও বলে।

The theory of Forms (or theory of Ideas) typically refers to the belief that the material world as it seems to us is not the real world, but only an "image" or "copy" of the real world. In some of Plato's dialogues, this is expressed by Socrates, who spoke of forms in formulating a solution to the problem of universals. The forms, according to Socrates, are archetypes or abstract representations of the many types of things, and properties we feel and see around us, that can only be perceived by reason (λογική). (That is, they are universals .) In other words, Socrates was able to recognize two worlds: the apparent world, which constantly changes, and an unchanging and unseen world of forms, which may be the cause of what is apparent.

According to Socrates, physical objects and physical events are "shadows" of their ideal or perfect forms, and exist only to the extent that they instantiate the perfect versions of themselves. [wiki]

বিস্তারিতঃ
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Plato
https://https-en-m-wikipedia-org/wiki/Platonic_realism

প্লেটো একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলে গিয়েছেন। তাতে রাজাকে দার্শনিক হতে হবে। আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যাতে একদল হবে শ্রমিক,আরেকদল সামরিক এবং আরেকভাগ শাসনব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রতত্ত্ব অনেকটা সেকুলারিজম ও কমিউনিজমের হাইব্রীড রূপ। সেখানে বৈবাহিক এবং পারিবারিক ব্যবস্থা বলে কিছু থাকবে না। কিছুটা ইউটোপিয়ান পলিটক্যাল সিস্টেমের জন্য এজেন্ডা ২১,প্রস্তাবিত ওয়ান ওয়ার্ল্ড গর্ভামেন্ট এর মহা পরিকল্পনার সাথে যুক্ত থিংকট্যাঙ্করা এটাকে পছন্দ করে। এটা মডেল হিসেবে দ্বার করিয়ে ডকুমেন্টারিও তৈরি করে Zeitzeist movement, Venus project এর মত 'আসন্ন মিথ্যা মসীহের' অনুসারী সংগঠন গুলো।

প্লেটোর দর্শন এবং শিক্ষা ঈসা আলাইহিসালাম চলে যাবার ৩০০ বছর পরে জাগতে শুরু করে প্লোটিনাস এবং তার ছাত্র আয়ামব্লিকাস ও পরফিরির দ্বারা। পরে পঞ্চম শতকে সিরিয়া আলেকজান্দ্রিয়া, এথেন্সে পৌছায়।

প্লটিনাস ইজিপশিয়ান ছিলেন যিনি প্লেটোরধর্ম চালু করেন(neoplatonism), তিনি হিন্দু,পারস্য,প্রাচীন মিশরীয় প্যাগানিজম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তারই মেটাফিজিক্যাল চিন্তাধারা পরবর্তীতে খ্রিষ্টান, সুফি,ইহুদীদেরকে প্রভাবিত করে।প্লোটিনাস এসব জ্ঞান পায় তার শিক্ষক এমোনিয়াস সাক্কাস নামের এক গুরুর থেকে। *While he was himself influenced by the teachings of classical Greek , Persian and Indian philosophy and Egyptian theology, [15] his metaphysical writings later inspired numerous Christian, Jewish , Islamic and Gnostic metaphysicians and mystics over the centuries.[wiki]*

নিওপ্লেটনিস্ট আইয়ামব্লিকাস ও পরফিরি ছিলেন চরম খ্রিষ্টান বিদ্বেষী এবং প্যাগানিজমের ডিফেন্ডার এবং জ্যোতিষী। তারা ছিলেন পিথাগোরাসের অন্যতম অনুসারী। *Porphyry stated in On the One School of Plato and Aristotle , that Ammonius' view was that the philosophies of Plato and Aristotle were in harmony.[wiki]*

পরফিরির বলেন ওই গুরুর(আমোনিয়াস) দর্শন ছিল প্লেটো এরিস্টটলের একত্রিত দর্শন। তিনি আরো বলেন, তিনি প্রথমে খ্রিস্টানধর্মের ছিল। পরে তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে পিথাগোরিয়ান-ইজিপশিয়ান-ব্যবিলনিয়ান প্যাগান দর্শন কে আলিঙ্গন করেন।

তো, প্লেটোর শিক্ষার অনুসারীরা, তার দর্শনের যে পুনর্জাগরন ঘটিয়ে ছিল পঞ্চম শতকে, তাকে নিওপ্লেটনিজম বলে।পরবর্তীতে খ্রিষ্টানদের চাপে নিওপ্লেটনিস্টদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। *Neoplatonists revived the Academy in the early 5th century but there was no institutional continuity with Plato's school, and it operated until 529 AD, when it was closed by Justinian I of Byzantium . [42] [wiki]*

প্যাগান ডক্ট্রিনের জন্য Justinian I ক্লাসিকাল নিওপ্লেটনিজমের অবসান ঘটান। যখন জাস্টিনিয়ানের(১ম) দ্বারা এথেন্সের প্লেটনিক একাডেমী বন্ধ হয়ে গেল, উহা আলেকজান্দ্রিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান রইল। পরবর্তীতে এক নিওপ্লেটনিস্ট স্টিফেনাস, সেসব শিক্ষা ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। সেখানে এরিস্টটল ও প্লেটনিক দর্শন খুবই সক্রিয় অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোয় চলতে থাকে।*After the closure of the Platonic academy in Athens, neoplatonic and/or secular philosophical studies continued in publicly funded schools in Alexandria. In the early seventh century, the neoplatonist Stephanus brought this Alexandrian tradition to Constantinople, where it would remain influential, albeit as a form of secular education. [51] The university maintained an active philosophical tradition of Platonism and Aristotelianism, with the former being the longest unbroken Platonic school, running for close to two millennia until the fifteenth century*

(উইকিপিডিয়া)

কি ছিল নিওপ্লেটনিক শিক্ষা? নিওপ্লেটনিজমে প্রথম শিক্ষাই হচ্ছে আল আকিদাতুল ওয়াহদাতুল উজুদ। যেটাকে মনিজম বলা হয়। অর্থাৎ সৃষ্টি-স্রষ্ট্রার অস্তিত্ব অভিন্ন। ননডুয়ালিজম বা অদ্বৈতবাদ।

আরেকটি মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে পুনঃজন্মবাদ metempsychosis বা transmigration of soul।
The neoplatonists believed in the principle of reincarnation . Although the most pure and holy souls would dwell in the highest regions, the impure soul would undergo a purification, [29] before descending again, [34] to be reincarnated into a new body, perhaps into animal form. [35] Plotinus believed that a soul may be reincarnated into another human or even a different sort of animal. However, Porphyry maintained, instead, that human souls were only reincarnated into other humans. [36] A soul which has returned to the One achieves union with the cosmic universal soul [37] and does not descend again, at least, not in this world period.[উইকিপিডিয়া]

জ্বি এ যেন ধর্মচক্রেরই(হিন্দু/বৌদ্ধ) প্রতিফলন। সেই সাথে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদার একদম প্রকৃত বিশুদ্ধ শিক্ষা। যে আত্মা মৃত্যুর পরে 'এক' এর সাথে মিশে যায়, সেটা ইউনিভারসাল কস্মিক আত্মার(মহাবিশ্ব/ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কনসাসনেস) সাথে একীভূত হয়ে যায়। এগুলো সুফি,মারেফাত পন্থী পীর ও তাদের অনুসারীরা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে শেখায় অথচ ইব্রাহীম আলাইহিসালাম এর দ্বীন পুনরুত্থান দিবসের কথা বলে। এজন্য ওই আকিদা সম্পূর্নই কুফরি এবং শয়তানি। একদমই তাওহীদের বিপরীতে অবস্থান। *Neoplatonism's mystical perspectives: Plotinus' system has similar content to Islamic mysticism, like Islamic Sufism .(উইকিপিডিয়া)*

নিওপ্লেটোনিজম সর্বাপেক্ষা লম্বা সময় যাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে প্রভাব সৃষ্টিকারী মতবাদ। মধ্যযুগে আরবে যে গ্রীক শাস্ত্রের প্রবেশ করে, তার অধিকাংশই এই নিওপ্লেটনিক টেক্সট।
মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের একদল সেসব শয়তানি শিক্ষাকে যার যার ধর্ম ও চিন্তার সাথে সমন্বয় করতে শুরু করে। *Neoplatonism had an enduring influence on the subsequent history of philosophy. In the Middle Ages , Neoplatonic ideas were studied and discussed by Islamic, Christian, and Jewish thinkers. In the Islamic cultural sphere, Neoplatonic texts were available in Arabic translations, and notable thinkers such as al-Farabi , Solomon ibn Gabirol (Avicebron),Avicenna , and Moses Maimonides incorporated neoplatonic elements into their own thinking. [3] [wiki]*

আপনাদের পূর্ববর্তী পর্বগুলোয় একাধিকবার বলেছিলাম পারস্য এবং আরবে যখন গ্রীক কুফরি শাস্ত্রগুলো পৌছালো, তখন কিছু পণ্ডিত(যেমনঃজাবির ইবনে হাইয়্যান প্রমুখ) কর্তৃক অনুবাদিত হলো। *During the early Islamic era, Persian and Arab scholars translated much of Plato into Arabic and wrote commentaries and interpretations on Plato's, Aristotle's and other Platonist philosophers' works (see Al-Farabi ,Avicenna , Averroes, Hunayn ibn Ishaq). Many of these comments on Plato were translated from Arabic into Latin and as such influenced Medieval scholastic philosophers.[wiki]*

প্লেটোনিক দর্শনের উপরে অনেক আরব-পারস্যের কথিত সুফিদের দ্বারা স্বীকৃত 'মুসলিম' দার্শনিকরা সেসবের নানারূপ ব্যাখ্যা মন্তব্য তৈরি করত। এমনকি সেসব আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় যা মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ইবনে সিনা, আরাবি, কিন্দি,ফারাবি, হিমসিরা নিওপ্লেটনিজমের অকাল্ট দর্শনকে গ্রহন করেছিল। এরা একত্ববাদের নাম ভাঙ্গিয়ে সর্বশ্বরবাদী কুফরি আকিদার দিকে আহব্বান করত।*Various Arabic scholars and philosophers, including Avicenna (Ibn Sina), Ibn Arabi , al-Kindi , al-Farabi , and al-Himsi , adapted neoplatonism to conform to the monotheistic constraints of Islam. [53] The translations of the works which extrapolate the tenets of God in neoplatonism present no major modification from their original Greek sources, showing the doctrinal shift towards monotheism . [54] Islamic adapted the concepts of the One and the First Principle to Islamic theology, attributing the First Principle to God. [55] God is a transcendent being, omnipresent and inalterable to the effects of creation. [54] Islamic philosophers used the framework of Islamic mysticism in their interpretation of Neoplatonic writings and concepts.[wikipedia]*

আজকের মর্ডানিস্ট মুসলিমদেরকে যেভাবে আধুনিক কুফরি আকিদা তথা সাইন্টিজমকে ইসলামাইজ(ইসলামিকিকরন) করতে দেখা যায়, যেমনিভাবে ইবনে সিনা, ফারাবি,ইবনে আরাবিরা গ্রীক নিওপ্লেটনিক দর্শনকে ইসলামাইজ(ইসলামিকিকরন) করবার চেষ্টা করে, তৎকালীন বিজ্ঞানকে(ন্যাচারাল ফিলসফি) খ্রিস্টধর্মের সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে অনেক পাদ্রী। *The earliest Christian philosophers, such as Justin and Athenagoras , who attempted to connect Christianity with Platonism , and the Christian Gnostics of Alexandria , especially Valentinus and the followers of Basilides , also mirrored elements of neoplatonism, albeit without its rigorous self-consistency[wiki]*

প্লেটোর পুনর্জন্মবাদের আকিদাটি খুবই সমস্যার ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে সমন্বয়করনের ক্ষেত্রে। বেসারিওন প্লেটোর আকিদা ও খ্রিষ্টান ধর্মটিকে একীভূত করনের চেষ্টা করেন।*More problematic was Plato's belief in metempsychosis , transmigration of the soul, as well as his ethical views (on polyamory and euthanasia in particular), which did not match those of Christianity. It was Plethon's student Bessarion who reconciled Plato with Christian theology, arguing that Plato's views were only ideals, unattainable due to the fall of man.[wiki]*

বাইজেন্টাইনের দার্শনিক পণ্ডিতদের দ্বারা রেনেসাঁ পিরিয়ডে প্লেটনিক জ্ঞান পাশ্চাত্যে পরিচয় করানো হয়।*During the early Renaissance, the Greek language and, along with it, Plato's texts were reintroduced to Western Europe by Byzantine scholars.[wiki]*

নিওপ্লেটনিজমের সাথে হিন্দু বেদান্তবাদ/বৌদ্ধদের সাথে রহস্যময় সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। জন্য ধারনা করা হয় যেকোনভাবে প্লোটিনাসের গুরু এমোনিয়াস সাক্কাস ভারতীয় দর্শনের অনুসারী ছিলেন। যেমনটা উইকিপিডিয়াতেঃ *The similarities between neoplatonism and the Vedanta philosophies of Hinduism have led several authors to suggest an Indian influence in its founding, particularly on Ammonius Saccas , the teacher of Plotinus.[wiki]*

শুধু বেদ/হিন্দু/বৌদ্ধধর্মই নয়, নিওপ্লেটনিজমের মাঝে গ্রীক অন্যান্য দর্শনগুলোরও সিন্থেসিজ লক্ষ্য করা যায়। এমনি পিথাগোরিয়ানিজমও। এজন্যই নিওপ্লেটনিজম অসংখ্য ফিলোসফিক্যাল ট্রেডিশনের একটা সমন্বিত রূপ।*Neoplatonism synthesized ideas from various philosophical and religious cultural spheres. The most important forerunners from Greek philosophy were the Middle Platonists, such as Plutarch , and the neopythagoreans, especially Numenius of Apamea[wiki]*

পশ্চিমে একটু দেরীতে নিওপ্লেটনিক অকাল্ট টেক্সট গুলোর ল্যাটিন অনুবাদগুলো পৌছায়। নবম শতকে পৌছানোর পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে সবকিছুতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান/বিজ্ঞানী সবার মাঝে। টমাস একুইনাস, মার্সিলিও ফিচিনো,পিকো ডেলা প্রভৃতিদের মাঝে। এমনকি এটা চলতে থাকে উনিশ শতকের ইউনিভার্সালিজম থেকে শুরু করে আজকের স্পিরিচুয়ালিস্টিক সংগঠন/মুভমেন্টগুলোর(যেমনঃ থিওসফি/নিউএজ/কোয়ান্টাম ম্যাথড) মধ্যে।
আজকের প্যান্থেইস্টিক নন ডুয়ালিস্ট সমস্ত দর্শন, সংগঠনগুলো কোন না কোনভাবে নিওপ্লেটনিজমের সাথে সম্পৃক্ত। *Latin translations of late ancient neoplatonic texts were first available in the Christian West in the ninth century, and became influential from the twelfth century onward. Thomas Aquinas had direct access to works by Proclus , Simplicius and Pseudo-Dionysius the Areopagite , and he knew about*

other Neoplatonists, such as Plotinus and Porphyry , through secondhand sources. [4] The mystic Meister Eckhart (c. 1260 – c. 1328) was also influenced by Neoplatonism, propagating a contemplative way of life which points to the Godhead beyond the nameable God. Neoplatonism also had a strong influence on the Perennial philosophy of the Italian Renaissance thinkers Marsilio Ficino and Pico della Mirandola, and continues through nineteenth century Universalism and modern-day spirituality and nondualism.[wiki]

শুধু আধ্যাত্মবাদী সংগঠনই এর দ্বারা প্রভাবিত নয়, এর দ্বারা প্রভাবিত আজকের ফিজিক্স/ফিজিসিস্ট এবং এস্ট্রোনমি। রেনেসাঁর যুগে নিওপ্লেটনিজম এর পুনঃবিপ্লব ঘটে। সমস্ত শিক্ষার্থী, দার্শনিকদের মধ্যে বিরাজ করে। আর এ নিওপ্লেটোনিজম মানে শুধুই প্লেটোর একারই দর্শন/বিদ্যা/জ্ঞান নয় বরং এতে আছে এরিস্টটল,পিথাগোরাস এবং অন্যান্য পিথাগোরিয়ান দার্শনিকের কুফরি শিক্ষা। নিওপ্লেটোনিজমের বিস্তারে মার্সিলিও ফিচিনো নামের এক যাদুকর গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তিনি অনেকগুলো প্লেটোনিক/পিথাগোরিয়ান শাস্ত্রগুলো গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে ইজিপশিয়ান-ব্যবিলনিয়ান কুফরি যাদু বিদ্যা এবং অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ প্রচার ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে দেওয়ার দরজা খুলে দেন। আজকে নাস্তিকতায় বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মের স্থানে 'হিউম্যানিজম' বা 'মানবধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। বস্তুত, নিওপ্লেটনিজম এর গভীরভাবে হিউম্যানিজমের কথাই বলে। নিওপ্লেটনিজমের পৃষ্ঠপোষক কয়েকজন পূর্বে থেকেই হিউম্যানিস্ট ছিলেন। স্পিরিচুয়াল হিউম্যানিজম মানুষকেই ডিভিনিটি দিয়ে দেয়। এ কারনে প্যান্থেইজম(সর্বেশ্বরবাদ) মূলত atheism নামের রূপক একটি মুদ্রারই অপর পিঠ।

রেনেসাঁ পিরিয়ডে পিথাগোরিয়ান-প্লেটোনিক অকাল্ট ফিলোসফির বিস্ফোরনের সাথে সাথে তৎকালীন খ্রিস্টধর্মের সাথে প্লেটোনিক দর্শনগুলোকে মেশানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। যেমনটা উইকিপিডিয়াতে পাওয়া যায়ঃ*"Of all the students of Greek in Renaissance Italy, the best-known are the Neoplatonists who studied in and around Florence" (Hole). Neoplatonism was not just a revival of Plato's ideas, it is all based on Plotinus' created synthesis, which incorporated the works and teachings of Plato, Aristotle, Pythagoras, and other Greek philosophers. The Renaissance in Italy was the revival of classic antiquity, and this started at the fall of the Byzantine empire, who were considered the "librarians of the world", because of their great collection of*

classical manuscripts and the number of humanist scholars that resided in Constantinople (Hole).
Neoplatonism in the Renaissance combined the ideas of Christianity and a new awareness of the writings of Plato.
Marsilio Ficino (1433–99) was "chiefly responsible for packaging and presenting Plato to the Renaissance" (Hole). In 1462, Cosimo I de' Medici, patron of arts, who had an interest in humanism and Platonism, provided Ficino with all 36 of Plato's dialogues in Greek for him to translate. Between 1462 and 1469, Ficino translated these works into Latin, making them widely accessible, as only a minority of people could read Greek. And, between 1484 and 1492, he translated the works of Plotinus, making them available for the first time to the West.[wiki]

মার্সিলিনো ফিচিনো এবং পিকোর ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্মের সাথে হার্মেটিক যাদুশাস্ত্র এবং অকাল্ট ফিলসফিকে হার্মেটিক রিফর্মেশনও বলা হয়।*The efforts of Ficino and Pico to introduce neoplatonic and Hermetic doctrines into the teaching of the Roman Catholic Church has recently been evaluated in terms of an attempted "Hermetic Reformation".[wiki]*

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্লেটোনিক দর্শন আরো শক্ত অবস্থান লাভ করে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোও গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এর দ্বারা। কোলরিজ বলেন, তারা মূলত প্লেটনিস্ট নয় বরং প্লোটনিস্ট। আগেই উল্লেখ করেছি প্লটিনাস হিন্দু বেদান্তবাদ তথা ভারতীয় অকাল্ট ফিলসফি দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর পন্ডিতদের ধারাবাহিকতায় আজকে দাজ্জালে আবির্ভাব পূর্ব সময়ে আরো ব্যাপকতা লাভ করে। *In the seventeenth century in England, neoplatonism was fundamental to the school of the Cambridge Platonists , whose luminaries included Henry More, Ralph Cudworth, Benjamin Whichcote and John Smith, all graduates of the University of Cambridge . Coleridge claimed that they were not really Platonists, but "more truly Plotinists": "divine Plotinus", as More called him. Later, Thomas Taylor (not a Cambridge Platonist) was the first to translate Plotinus' works into English. [58][59][wiki]*

আজকের Unitarianism , Transcendentalism , and Universalism, new age প্লেটনিক/পিথাগোরিয়ান/হার্মেটিক occult philosophy-occult metaphysics এর উপর গড়ে উঠেছে। আজকে এসব সংগঠন গুলো আগের মত লুকিয়ে লুকিয়ে প্রচারণা চালায় না। বরং প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র জাতিসংঘের মদদে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্যই আজকে পাশ্চাত্যের ইউনিভার্সালিস্ট/ইউনিটেরিয়ানরা নিজেদের হিন্দু বলেও দাবি করে। দেখুনঃ

https://m.youtube.com/watch?v=549mT-vU1Vk

https/en.m.wikipedia.org/wiki/Neoplatonism

আমরা হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনোমিকাল মডেলের জন্য কোপার্নিকাসের স্তুতি গাই। তিনিই কি এর প্রথম প্রবক্তা? নাহ, কোপার্নিকাসের জন্মেরও বহু বছর আগে প্যাগান Occult philosopher হাইপাথিয়া হেলিওসেন্ট্রিজমের কথা বলতেন। আজকের কথিত বিজ্ঞান শুধুই প্রাচীন occultism, occult philosophy/worldviews আধুনিকতার নামে বিজ্ঞানের মোড়কে সামনে নিয়েছে। আগেই দেখিয়েছিলাম পিথাগোরাস কিভাবে ব্যবিলন ও ইজিপ্ট থেকে শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্র(স্যটানিক ডক্ট্রিনস) গুলো এনে নিজ ভূমিতে এনে মহাজ্ঞানের বিষয়ে পরিনত করে। তার অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ এবং মেটাফিজিক্স অনুযায়ী পৃথিবীটা গোলাকার, যা হাইপাথিয়ার হেলিওসেন্ট্রিক বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=_S-bmMrJTFE

হাইপাথিয়া ছিলেন একজন প্যাগান প্লেটনিক নারী ফিলসফার। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় নিওপ্লেটনিজমের প্রসারে গুরুর বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তিনি সেখানে একজন দার্শনিক ছিল। তিনি সেখানে প্লেটোনিক প্যাগান দর্শন(আকিদা), গনিত ও এস্ট্রনমি শিক্ষা দিতেন ।
তিনিও পরফিরি,আইয়ামব্লিকাসের ন্যায় খ্রিষ্টধর্মের বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি ইসলাম পূর্ব প্যাগানবিদ্বেষী খ্রিষ্টানদের হাতে পরবর্তীতে নির্মমভাবে নিহত হন।*Hypatia (c. 360 – 415) was a Greek woman who served as head of the Platonist school in Alexandria, Egypt, where she taught philosophy, mathematics and astronomy prior to her murder by a mob of anti-pagan Christians because she was defending the Christian ruler of Alexandria Orestes .Hypatia was a Neoplatonist, [22] but, like her father, she rejected the teachings of Iamblichus and instead embraced the original Neoplatonism formulated by Plotinus. [22] [wiki]*

https/en.m.wikipedia.org/wiki/Hypatia

সুতরাং খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছেন, আজকের কস্মোলজিক্যাল যেসকল বিবরণ জানেন তা আদৌ কোন কথিত বিজ্ঞানীর নব-আবিষ্কৃত তত্ত্ব নয় বরং এ সমস্ত বিষয় অত্যন্ত প্রাচীন mystery school এরই occult belief. Occult worldview! এসব তত্ত্বগুলো প্রাচীন প্রকৃতিপূজারী যাদুকরদের মনগড়া আকিদা এবং শয়তানের শিক্ষা। কিন্তু আপনাকে কখনোই জানানো হয় না এসব শিক্ষার অরিজিন সম্পর্কে। এসব দার্শনকেন্দ্রিক বিশ্বাসগুলোর উৎসগুলোকে গোপন রাখা হয়। দেখানো হয়, হঠাৎ করে অমুক বিজ্ঞানী অমুক তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন। অমুক বিজ্ঞানী কি আদৌ "বিজ্ঞানী" ছিলেন কিনা সেটাও আপনাকে জানানো হয় না। আপনি কি জানেন স্যার আইজ্যাক নিউটন ছিলেন একজন উচ্চমানের ফ্রিম্যাসন ও যাদুকর। এরকমভাবে কেপলার, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও,ভিঞ্চি, আইনস্টাইনরা সবাই ছিলেন মিস্টিক এবং বিচিত্র অকাল্ট টেক্সট দ্বারা প্রভাবিত। ওরা যা বলে রিয়েলিটি একদমই এরকম নয়। অথচ এগুলোকে আজ ম্যাথম্যাটিকস/টেকনোলোজি এবং মিডিয়াকে ব্যবহার করে অকাট্য সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। মিস্টিক, অকাল্টিস্ট এবং শয়তানের কথাগুলোকে সত্য বলে শেখানো হচ্ছে। এর অন্যতম কারন, ওরা সব কিছুকে ওদের (মিথ্যা)মসীহের আবির্ভাবের উপযোগী করে তুলছে।

প্লেটোর ব্যপারে আগামী পর্বে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকছে। পরবর্তী পর্বগুলোয় উইকিপিডিয়ার রেফারেন্স কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থাকবে, কারন এতগুলো ইংরেজি বাক্য অনেকের কাছে বিরক্তিকর। যাদের কাছে ইংরেজি সহজবোধ্য না, তারা নূন্যতম বাংলা পড়লেও সবকিছুই বুঝতে পারবেন বলে মনে করি।

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

[পর্বঃ১০]

গত পর্বে[১] দেখেছেন প্লেটোর মধ্যে যাদুকরদের সকল দর্শন গুলো মওজুদ ছিল। এর কারন শুধু পিথাগোরাসের অনুসরনই নয় বরং এর পাশাপাশি ছিল ইহুদীদের কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রের অনুসরণ। তিনি কাব্বালার প্রাচীন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে ইহুদিদের কাছেও সমাদৃত[২]। তাছাড়া তার গুরু পিথাগোরাস ব্যবিলনিয়ান ইহুদী ও ক্যালাডিয়ান ম্যাজাইদের থেকেই যাবতীয় বিদ্যা নিয়ে গ্রীসে আসেন। এ জন্য তাদের সকল দর্শন ও প্রচারিত মতবাদগুলো একই হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্লেটো সেসকল ম্যাজিক্যাল টেক্সট এবং শয়তানি শাস্ত্রগুলো থেকে কিছু অপবিদ্যাকে আলাদাভাবে গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যাকারে প্রচার করা শুরু করে। এগুলো স্যাটানিক মেটাফিজিক্সের(Origin of existence) মূল ভিত্তিস্বরূপ। একেবারে ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। আজকের (সুডো)সায়েন্টিফিক কমিউনিটির মূল বক্তব্য এই প্লেটোনিক ডক্ট্রিন ছাড়া কিছু নয়। এরা এসব প্লেটোনিক বিদ্যাকে আড়ালে রেখেই এত বছর যাবৎ বিচিত্র থিওরি আর গণিতের জট পাকিয়ে এর দিকেই সমাধান হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে ইন্দ্রজালের দিকে!

ইন্দ্রজালের বিষয়টি আদৌ রূপকার্থে বলিনি, পদার্থবিদগন প্লেটোনিক মতবাদের দিকে ফিরে এসে এসেছেন আরো প্রায় ৫ দশক আগে। এ বিষয় গুলোকে এই ডকুমেন্টারি আর্টিকেল সিরিজের শেষ দিকে সবিস্তারে প্রকাশ করব, ইনশাআল্লাহ। তখন আজকের এ পর্বটি ২য় বার পাঠের প্রয়োজনীয়তা পড়বে পুরো বিষয়টি সহজে বুঝবার জন্য।

কাব্বালিস্টিক বিদ্যাগুলো থেকে গ্রহণ করা প্লেটোর অন্যতম বড় শিক্ষা ছিল Theory of forms, Platonic Idealism এবং প্লেটোনিক সলিডস। থিওরি অব ফর্মের দ্বারা প্লেটো বলেছেন প্রকৃতির সমস্ত বস্তুর ফর্ম বা আকৃতির যে বৈচিত্র আমরা চোখে দেখি তা আসলে একই বস্তুর বিচিত্র রূপ। অর্থাৎ, সমস্ত বস্তুর মূলে এক ও অভিন্ন Energy, essence হিসেবে আছে। সব কিছু একক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ[৩]। আরো সহজ করে বললে প্রতিটি বস্তু একই substance দ্বারা তৈরি, অনেকটা এ্যানাক্সিম্যান্ডারের এপেইরনের মত কিছুটা। তার এই তত্ত্বের সাথে যুক্ত আছে আইডিয়ালিজম। এটা প্লেটোর একটি যুগান্তকারী শিক্ষা যা আজকের ফিজিক্স আঁকড়ে ধরেছে। এই মতবাদ মূলত

পিথাগোরাসের দ্বারা বাবেল ও মিশর থেকে ধার করে আনা আকিদারই রিকন্সট্রাক্টেড ফর্ম। আর নিওপ্লেটনিজম আইডিয়ালিজম ভিত্তিক দর্শন। আইডিয়ালিজম অনুযায়ী Nous(মন/বুদ্ধি/চেতনা) হচ্ছে সকল ম্যাটারের মূল ভিত্তি। এই এনার্জির দ্বারাই সকল ম্যাটার গঠিত যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে।*Nous is the most critical component of idealism , Neoplatonism being a pure form of idealism. [note 3] The demiurge (the nous) is the energy, or ergon (does the work), which manifests or organises the material world into perceivability.(Wikipedia)*

প্লেটোর Idealism[8] দ্বারা বোঝানো হয় আমরা চোখে আশপাশের জগতকে যেরূপে দেখি এটাই সবটা নয়। এগুলো আদৌ বাস্তব রূপ নয়। বরং চারপাশের দৃশ্যমান সমস্ত বস্তু উপরের মাত্রাগুলোর ছায়া। আসল রিয়ালিটি বা বাস্তবতা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে। প্রকৃতির সমস্ত বস্তু

একটি অপরটির অংশ, সবকিছু মিলিয়ে একটা কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক শেইপ তৈরি করে। এই জটিল বাস্তবতার মাত্র ১% এর মত আমরা ত্রিমাত্রিক রিয়ালিটিতে দেখি। বিষয়টি বোঝাতে প্লেটো বিখ্যাত Allegory Of Cave[৫] ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বোঝানো হয়, বাহিরের পরিবেশে যায়নি এরকম কিছু লোককে প্রায় সারাজীবন গুহার মধ্যে দড়ি দ্বারা আটকে রেখে পিছনে মশাল ধরিয়ে আলোকিত করলে তারা তাদের ছায়াকে শুধু দেখতে পাবে, এক পর্যায়ে এই ছায়াকেই তারা নিজেদের বাস্তবতা মনে করবে। বাহিরের ত্রিমাত্রিক পৃথিবীর ব্যপারে তারা বেখবর। কখনো যদি তারা ওই বন্ধন ছিন্ন করে গুহা থেকে বের হয়, তবে তারা ত্রিমাত্রিক বাস্তবতাকে নিজেদের আসল বাস্তবতা বলে মেনে নিতে পারবে না, তাদের কাছে খুব অস্বস্তিকর মনে হবে। তাদের কেউ দৌড়ে গুহায় আবারো প্রবেশ করে ওই ছায়ামূর্তির জীবনে ফিরে যেতে চাইবে, খুব কমই পারবে সেটাকে মেনে নিতে। যারা সেই ছায়ার বাস্তবতা থেকে নিজেদের বের করে নিতে পারে, তারা বোঝে ওই ছায়ার বাস্তবতা সত্য নয়। প্লেটো বুঝিয়েছেন, মানুষও তেমনি ত্রিমাত্রিক এই বাস্তবতার শেকলে আবদ্ধ, অথচ আমরা যা চোখে দেখছি এটা সত্য নয়(reality is illusion), এটা আসল বাস্তবতার অনেকটা ছায়ার মত।আমাদের ইউক্লিডীয়ান ত্রিডি বাস্তবতা ছয় বা আটমাত্রার ছায়ার মত। আমরা সারাজীবন এই ত্রিমাত্রিক অভিজ্ঞতার মায়াজালেই আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করি, খুব কম লোকই এর উপরের মাত্রাসহ প্রকৃত রিয়ালিটির কথা জানতে এবং মানতে পারে। যারা মানতে পারে এরা Mystic বা Philosopher! এজন্যই উচ্চতর মাত্রার অভিজ্ঞতা পেতে অনেকেই চেতনার ওপারে[Altered State of Consciousness] বেড়াতে যায় hallucinogenic psychedelic drugs এর মাধ্যমে। সক্রেটিসও বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন।
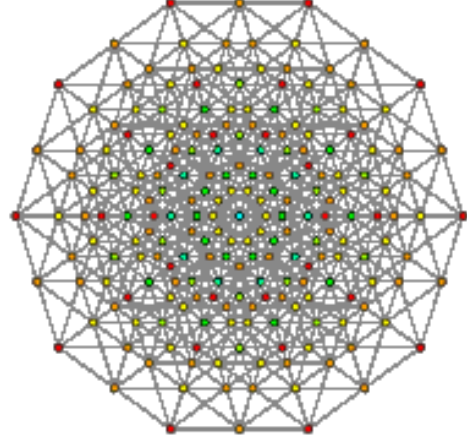
Socrates explains how the philosopher is like a prisoner who is freed from the cave and comes to understand that the shadows on the wall are not reality at all, for he can perceive the true form of reality rather than the manufactured reality that is the shadows seen by the prisoners. The inmates of this place do not even desire to leave their prison, for they know no better life. The prisoners manage to break their bonds one day, and discover that their reality was not what they thought it was.[Wikipedia]

গুহার দেয়ালের ছায়াকে দ্বারা রূপকার্থে ত্রিমাত্রিক দুনিয়াকে বোঝানো হয়েছে, শিকল বা দড়ি দ্বারা বাধা দ্বারা বোঝানো হয়েছে মানুষের সীমিত পারসেপশানকে। বাধা ছিন্ন করে বাহিরে যাওয়া দ্বারা বোঝানো হয়েছে Higher Realm বা আরো উচ্চতর plain of existence এর জ্ঞান এর সন্ধানে বের হওয়া। সেই নতুন সূর্যালোক, আকাশ, চাঁদ সূর্যকে মেনে নেওয়া দ্বারা বোঝানো হয়েছে হাইপার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটিকে বিশ্বাস করা এবং আগের ত্রিমাত্রিক জগতের ধারনাকে মিথ্যা বা illusion বলে স্বীকৃতি দেওয়া। *The allegory contains many forms of symbolism used to instruct the reader in the nature of perception. The cave represents superficial physical reality. It also represents ignorance, as those in the cave live accepting what they see at face value. Ignorance is further represented by the darkness that engulfs them because they cannot know the true objects that form the shadows, leading them to believe the shadows are the true forms of the objects. The chains that prevent the prisoners from leaving the cave represent that they are trapped*

in ignorance, as the chains are stopping them from learning the truth. The shadows cast on the walls of the cave represent the superficial truth, which is the illusion that the prisoners see in the cave. The freed prisoner represents those who understand that the physical world is only a shadow of the truth, and the sun that is glaring the eyes of the prisoners represents the higher truth of ideas. The light further represents wisdom, as even the paltry light that makes it into the cave allows the prisoners to know shapes.

(উইকিপিডিয়া)

অর্থাৎ ধারনা বা idea, perception অনুযায়ী পালটায়। Hollywood আইডিয়ালিজমের উপর ভিত্তি করে ফিল্ম তৈরি করেছে। The Conformist,The Matrix,Dark City,The Truman Show, Jordan Peele's,Us and City of Ember ইত্যাদিতে Plato's Allegory of the Cave কে মডেলরূপে দেখানো হয়েছে। প্লেটোর মতাদর্শ প্রথম অবস্থায় প্লেটোনিজমে রূপ দেওয়া হয় যেটা ছিল প্রধানত গাণিতিক দর্শন,বলা যায় গণিতের ভিত্তিমূল রচনা সেখান থেকেই হয়। *Platonism is considered to be, in mathematics departments the world over, the predominant philosophy of mathematics, especially regarding the foundations of mathematics.[Wikipedia]*

প্লেটো ছিল বাবেল ও মিশর থেকে যাদুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য নিয়ে আসা পিথাগোরাসের মতাদর্শের অনুসারী। পিথাগোরাস ছিলেন নিউমেরলজি, গানিতিক অধিবিদ্যার আদি শিক্ষক। পিথাগোরাস বাস্তবতা এবং সমগ্র জগতকে সংখ্যা দ্বারা গঠিত মনে করত। একইরকমের এ্যাবস্ট্রাক্ট বিশ্বাস তার অনুসরনে প্লেটোর মধ্যেও ছিল। প্লেটোর আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটির তত্ত্ব সে কথাই বলে। পিথাগোরাসকে নিয়ে করা আলোচিত পর্বে বলেছিলাম পিথাগোরাস ক্ল্যাসিক্যাল ইলিমেন্টসের কথা

বলে গিয়েছেন। প্লেটোও এ পথ থেকে সরে নি। তিনি আরো গভীরভাবে ৫ পদার্থ এবং তাদের জিওম্যাট্রিক শেইপ নিয়ে বিস্তারিত কাজ করে গেছেন। এগুলোকে বলা হয় Platonic Solids। প্লেটোনিক সলিডস হচ্ছে কিছু জিওমেট্রিক শেইপ যেগুলোকে কল্পনা করা হয় রিয়ালিটির ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক। এটাই প্রাচীন যাদুকররা বিশ্বাস করত। এজন্য যাদুবিদ্যায় এসকল জিওমেট্রি এবং এর সাথে করেস্পন্ড করা ইলিমেন্টস(পানি,আগুন,বায়ু,পৃথিবী) ব্যবহার করে। প্লেটোর আগের যাদুকর বিজ্ঞানী/দার্শনিকদের(ন্যাচারাল ফিলসফার) মধ্যেও ক্লাসিক্যাল ইলিমেন্টস এবং প্লেটোনিক সলিডগুলোর অস্তিত্ব ছিল। প্লেটনিক সলিড হচ্ছে পাঁচটি।

১.অক্টাহিড্রন(বায়ু)
২.টেট্রাহিড্রন(আগুন)
৩.ডোডেকাহিড্রন(ইথার)
৪.আইকোসোহিড্রন(পানি)
৫.হেক্সাহিড্রন(পৃথিবী)।

নিওপ্লেটোনিক চিন্তাধারা এবং প্রাচীন গ্রেসীয়ান-ব্যবিলনিয়ান যাদুকরদের ভাষায় এই জিনিসগুলো দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টি গঠিত। আর প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক অবস্থায় প্লেটনিক সলিডের এই পাঁচ ধরনের জিওমেট্রিক আকারে অবস্থান করে। বোঝার সুবিধার্ধে ধরুন অনু-পরমানুর সাথে ওই মৌলিক পাচ বস্তু এবং ওই বস্তুগুলো ঐরূপ পাচ প্লেটনিক সলিডের মত দেখতে হয়। এগুলোকে বলা হত fundamental building blocks of nature। এসকল প্লেটোনিক সলিডগুলো দ্বারা পৃথিবীর সব ধরনের কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক আকার দেওয়া যায়। ওই পাচ প্রকার হচ্ছে একদম ভিত্তিগত। যেমন ধরুন মেটাট্রন কিউব, তাতে পাচ সলিডের প্রত্যেকটিই আছে। সবগুলো মিলে একটা জটিল জিওমেট্রি তৈরি করেছে। সমস্ত জিওমেট্রির একদম মৌলিক আকৃতি হচ্ছে

টেট্রাহিড্রন(Tetrahedron)। এই টেট্রাহিড্রনের সমন্বয়ে সকল শেইপ গঠিত। সকল জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার যে জিওমেট্রিতে ফেলে করা যায় তাকে নাম দেওয়া হয়েছে, Flower of life। ফ্লাওয়ার অব লাইফ এর উপর যেকোন জিওমেট্রি তৈরি সম্ভব। এজন্য প্রাচীন ন্যাচারাল ফিলসফার বা বিজ্ঞানীদের ধারনা ছিল, বস্তু জগতের সমস্ত কিছু যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, যার উপর নির্মিত সেটার শেইপ 'ফ্লাওয়ার অব লাইফের' অনুরূপ বলে কল্পনা করা হয়। এটাই সেই ইন্দ্রের মায়াজাল।

flower of life এর চেয়েও আরো ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে Tree of life এরপরে fruit of life এবং আরো মৌলিক হচ্ছে seed of life। সমস্ত মৌলিক স্ট্রাকচার এবং জিওমেট্রি ফ্লাওয়ার অব লাইফের ভেতরে খাপে খাপে বসতে পারে। ট্রি অব লাইফের সিম্বলও ফ্লাওয়ার অব লাইফের অন্তর্গত বিষয়। এই ফ্লাওয়ার অব লাইফ নতুন কিছু নয়, সেটাও অত্যন্ত পুরোনো। মিশরের ওরিসিসের আবিদো মন্দিরের নিচে খোদাই করা বহু প্রাচীন এ জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার এখনো রয়েছে। একইসাথে হিন্দু-বৌদ্ধদের বহু মন্দিরেও এই জ্যামিতিক প্যাটার্ন খুজে পাওয়া যায়। সমস্ত অকাল্ট ট্রেডিশনে এই সমস্ত সেক্রিড জিওম্যাট্রিক স্ট্রাকচারের শিক্ষার প্রচলন আছে।

ফ্লাওয়ার অব লাইফ, ট্রি অব লাইফ(সাজারাতুল খুলুদ), ফ্রুট অব লাইফ(নিষিদ্ধ ফল) প্রভৃতিতে আদম ও হাওয়া (আ) এর ঘটনা এবং নিষিদ্ধ জ্ঞানের implication রয়েছে। প্রত্যেকটি জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার একটির সাথে আরেকটি যুক্ত। একটির মধ্যে আরেকটি চমৎকারভাবে মিশে যায়। এসমস্ত জিওমেট্রিক শেইপ যাদুশাস্ত্রের অনুসারীদের ত্রিমাত্রিক এবং বহুমাত্রিক জগতের ব্যপারে ধারনা দেয়। বিভিন্ন রহস্যময় শক্তির(seductive force of nature) ব্যবহারের বিদ্যা শিখতে সাহায্য করে। অকাল্ট স্কুল গুলো বলে থাকে সমস্ত স্যাক্রিড জিওমেট্রির ধারক ও বিদ্যা এসেছে "Lord Melchizedek" নামের এক মহাগুরুর থেকে। তিনি পৃথিবীতেই আছেন তবে যেকেউই তার সাথে দেখা করতে পারে না।
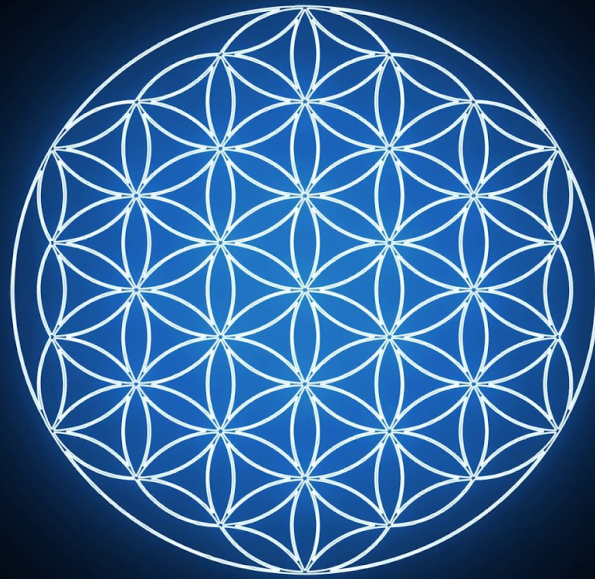
'Flower of Life Sphere' under the paw of the "Guardian Lions" at the ancient Imperial Palace in the Forbidden City Beijing.

The flower of life at the Golden Temple, Amritsar, India, one of the holiest shrines of the Sikh religion.

The 'Flower of Life' mosaic in Turkey.

The Flower of Life / Sacred Geometry

সুতরাং প্লেটোর মূল শিক্ষাগুলো ছিল আইডিয়ালিস্টিক হাইপার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটির(বাস্তবতার), যে বাস্তবতা অত্যন্ত জটিল জিওমেট্রিক কন্সট্রাকশনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে প্লেটো এইসব বিদ্যা কোথা থেকে পেয়েছে। প্রথমত আমরা পিথাগোরাসের ব্যাপারে জানি যে সে ব্যবিলনিয়ান ম্যাজাইদের থেকে সব শিক্ষা নিয়ে গ্রীসে প্রচার করেছে কিন্তু প্লেটো এতসব complex geometric knowledge কোথা থেকে পেল?
উত্তর হচ্ছে ইহুদীদের যাদুশাস্ত্র বা Jewish Mysticism। ইহুদীদের গুহ্যবাদী অধিবিদ্যাগত শাখা গুলোর একটি হচ্ছে Merkabah[৬]। এটা ঈসা(আ) আগমনের ১০০ বছর আগেও ছিল। বর্তমানে মার্কাভা নামে ইজরাইল একটি ট্যাংক বের করেছে যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ট্যাঙ্কগুলোর একটি। Merkabah mysticism এর ব্যবহৃত সিম্বলটা লক্ষ্য করলে দুইটা star tetrahedron দেখবেন। এটা গভীর তাৎপর্যবাহী অকাল্ট সিম্বল। এটাকে মার্কাভাও বলে ডাকা হয়। এর দ্বারা বোঝানো হয় পার্থিব এনার্জি ফিল্ডকে আসমানের দিকে এবং আসমানের শক্তিকে পৃথিবীর দিকে

চালিত করা। এটাকে Light body vehicle বলেও ডাকা হয়। এর দ্বারা স্পিরিচুয়াল এন্টিটির দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। Higher Dimension এ transcend এবং ascended masters(শয়তানের) এর সাথে যোগাযোগের দ্বার খুলে দেয়। Platonic solids গুলোর সমন্বয়ে আরেকটি জটিল জিওমেট্রিক শেইপ হচ্ছে Metatron Cube। এর মধ্যেও পাঁচটি প্লেটোনিক সলিড আছে। ফ্লাওয়ার অব লাইফের মাঝেও এটা মিশে যায়। ফ্রুট অব লাইফের প্রতিটি পয়েন্টকে এটা স্পর্শ করে। মেটাট্রন কিউবের অরিজিনও ইহুদীরা। ইহুদীদের মতে কাব্বালিস্টিক এ্যাঞ্জেল মেটাট্রন তার রূহ দ্বারা এই ফর্ম সৃষ্টি করে। প্রাচীন Jewish Alchemical Tradition এ Metatron cube এর ব্যবহার ছিল। এছাড়াও ইহুদীদের কাব্বালিস্টিক মিস্টিক্যাল ট্রেডিশনের
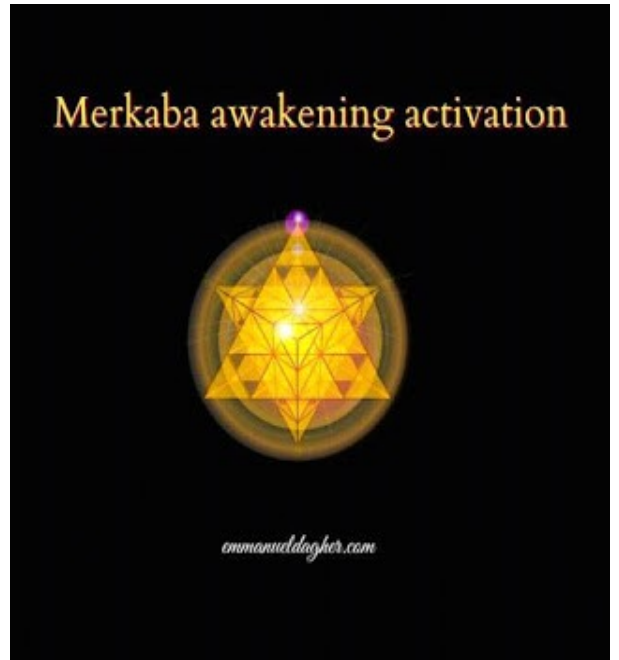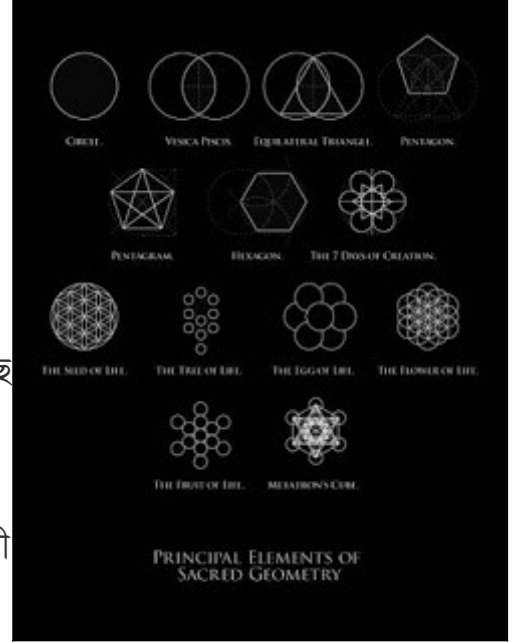
'অনন্ত জীবন প্রদায়ী বৃক্ষ'(Tree of life), Sacred Geometry এর অংশ। Flower of life এরই অংশ সেটা। ৬ টি tree of life এর জিওমেট্রিকে একত্রিত করলে ৬৪ Star Tetrahedron তৈরি হয়। প্রতিটি ট্রি অব লাইফ মেটাট্রন কিউবের অংশবিশেষ। কাব্বালার সাজারাতুল খুলদ বা tree of life এর জিওমেট্রিক শেইপ বাস্তবতাকে ১০ মাত্রার বলে। কাব্বালা মাত্রাগুলোকে বর্ননা করে, এবং রিয়ালিটির মৌলিক এনার্জি ও শক্তির পরিচয় এবং সেসবকে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়[৭]।
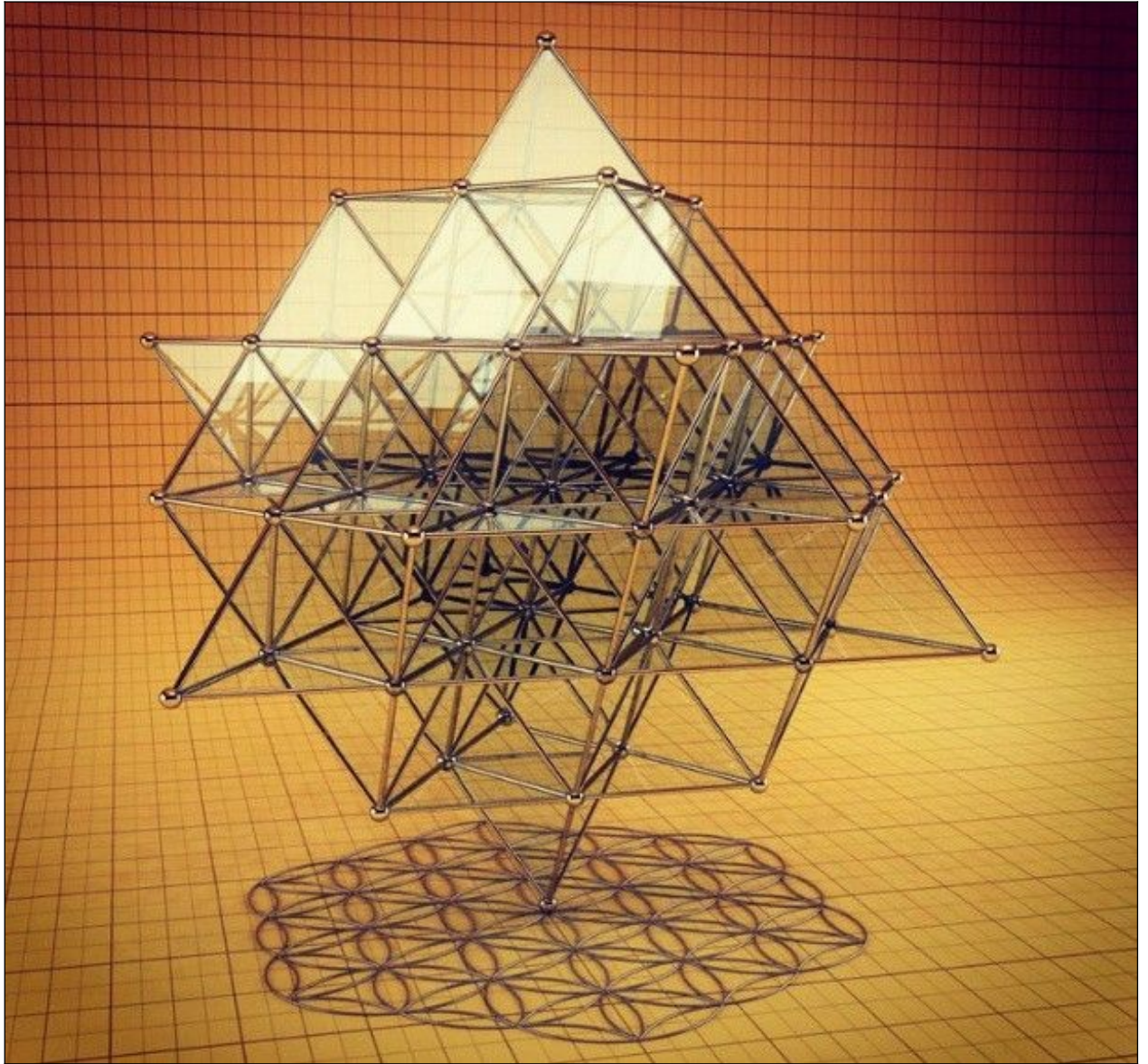
ইহুদী র‍্যবাঈ বিলি ফিলিপ্স বলেনঃ **"কাব্বালা এমন সব জ্ঞানের কথা বলে যা শুধু শতাব্দীর দ্বারাই এগিয়ে নয় বরং সেই সময়কার চেয়ে হাজার বছর এগিয়ে। (কাব্বালার)জোহার কিতাবটি ২০০০ বছর আগে আমাদেরকে বলে সত্যিকারের reality(বাস্তবতা) ১০ টি মাত্রার(যেটা tree of life) দেখেব। আপনি কল্পনা করতে পারেন হাজার বছর আগে আমাদেরকে এই কথা বলা হয়েছে। এটা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে কাব্বালা বলে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মাত্র ১% রিয়ালিটিকে দেখতে পারি, অবশিষ্ট ৯৯% বাস্তবতা আমাদের চোখে অদৃশ্য।"**

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন প্লেটোনিক শিক্ষাগুলো কোথা থেকে এসেছে। প্লেটোনিক সলিডস/স্যাক্রিড জিওম্যাট্রি থেকে শুরু করে আইডিয়ালিস্টিক হাইপার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটির সবটাই ইহুদীদের যাদুশাস্ত্রের থেকে আসা। এখন আমি যদি শুধু সাদৃশ্য পেয়েই কাব্বালিস্টিক ডক্ট্রিন থেকে প্লেটোর জ্ঞান আরোপ করি,তাহলে সেটা সত্য হয়ে যাবে না। চলুন এবার দেখি ইহুদী র‍্যবাঈরা কি বলছে। আমরা গত পর্বেই সামান্য আলোচনা করেছি। আবারো সামান্য কিছু উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

Leone Ebreo ছিলেন খুবই বড় মাপের কাব্বালিস্ট। তিনি প্লেটোকে প্রাচীন কাব্বালিস্টদের শিষ্য হিসেবে দেখতেন। ইহুদি র‍্যাবাই Yehudah messer leon প্লেটোনিজম এবং কাব্বালার সাদৃশ্যতা নিয়ে অনেক সমালোচনা করেন। তার পুত্র প্লেটোকে দেবোপম মহাগুরু হিসেবে দেখত।

গ্রীক দর্শন এবং কাব্বালার মধ্যে সাদৃশ্যতার ব্যপারে র‍্যাবাঈ আব্রাহাম ঈয়াগেল বলেন, **"এটা খুব সুস্পষ্ট, যারা ডেমোক্রিটাস এবং বিশেষ করে প্লেটোর দর্শন এবং মতবাদ গুলোকে পড়বে, যেগুলো দেখে একদমই মনে হবে সেই মতাদর্শ একদমই ইজরাইলের ঋষিদের অনুরূপ এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বলা বক্তব্য যেন তাদের নিজেদের ভাষায় কাব্বালিস্টদেরই কথা। এবং কেনই বা**

আমরা তাদের চিন্তা গুলোকে ধারন করব না যেখানে তারা আমাদেরই, এবং (যেখানে)আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেই গ্রীকরা জ্ঞান গ্রহন করেছে! এই দিন পর্যন্ত অনেক অনেক বড় বড় ঋষিগন প্লেটোর ওই মতাদর্শকে লালন করত এবং অনেক ছাত্ররা তাদের অনুসরন করত, এটা তাদের কাছে খুবই জানা ঘটনা যারা ঋষিগনের সেবায় নিয়োজিত ছিল, তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছে,যে শিক্ষা প্রত্যেক ভূমিতে পাওয়া গিয়েছে।"

History of Western Philosophy তে Bertrand Russell বলেন, **"পিথাগোরাসের মাধ্যমে অর্ফিক (বিশ্বাস) জিনিসগুলো প্লেটোর দর্শনে প্রবেশ করেছে এবং প্লেটো থেকে পরবর্তী দর্শন**

গুলোয় এগুলো কিছুটা ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করে।"

খ্রিষ্ট পূর্ব ৩য় শতকের ইহুদী দার্শনিক Aristobulus বলেন, **"এটা প্রমাণিত যে প্লেটো আমাদের (দর্শনগত)নীতিমালা গুলোকে অনুকরন করে যা সে খুব গভীরভাবে অন্বেষণ করেছিলেন। এগুলো আলেকজান্ডার ও পারসিয়ানদের জবড় দখলের আগে Demetrius, Phalereus এর পূর্বেও অনুবাদ হয়েছিল। যেমন হিব্রু Exodus, আমাদের গোত্রীয় ভাই,এবং তাদের ভূমির জবরদখল এবং সমস্ত আইন-কানুন অনুবাদিত হয়। তাই এটা খুবই পরিষ্কার বিষয় যে যে দার্শনিককে নিয়ে কথা হচ্ছে তিনি আমাদের থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন।তিনি পিথাগোরাসের মত অনেক বেশি জ্ঞানঅর্জন করেছিলেন, যিনি আমাদেরই অনেক মতবাদ গ্রহন করেছেন এবং নিজের বিশ্বাসের সাথে মিশিয়েছেন।"**

যাহোক, গ্রীক ভাষায় সবচেয়ে বড় কাব্বালিস্টিক মতাদর্শের উপর লেখা গ্রন্থ হচ্ছে প্লেটোর Timaeus। এটাতে প্লেটো সময়, সর্বেশ্বরবাদ, পুনর্জন্মবাদ, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং চার ইলিমেন্টস গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন। তিনি মহাবিশ্বের আত্মা বা চেতনার কথা বলেছেন। বলেছেন সবকিছুতেই চেতনা বিদ্যমান। তিনি একে World Soul বলেছেন। তারকা চাঁদ সূর্য পৃথিবী সব কিছুই জীবন্ত দেবতা সদৃশ। তার মতে আত্মা সমূহ তারকা থেকে সৃষ্টি। মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যেতে হবে। যারা ভালভাবে জীবন যাপন করেছে তারা যেতে পারবে যারা করেনি তারা পুনর্জন্মলাভ করবে হয় কোন প্রানী,জন্তু হয়ে অথবা মহিলা হিসেবে। তিনি মানব জীবন ও প্রকৃতির সাথে হার্মোনি তৈরি করে সমৃদ্ধ জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তার মতে অসুস্থতা আসে ক্ল্যাসিক্যাল ইলিমেন্টস এবং আত্মার অথবা বস্তু জগতের মধ্যে ঘটা দূষনের জন্য। তার মতে মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত কাব্বালিস্টিক মতাদর্শ জানা এবং ধারন, তিনি Timaeus এ শান্তি ও সমৃদ্ধি কল্পনা করে একটি ইউটোপিয়ান টোটালেটেরিয়ান রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন। এর রাজা হবে একজন দার্শনিক এবং এর এলিটরা অবশ্যই কাব্বালার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে[৮]। এই প্লেটোর কাব্বালিস্টিক স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কাফিরদের মহাপরিকল্পনা নিয়ে অবশ্যই শেষ পর্বগুলোয় বিস্তারিত আলোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং আপনারা ভালভাবে দেখতে পারছেন প্লেটো এবং প্লেটনিজম/নিওপ্লেটোনিজমের বিশ্বাস এবং শিক্ষা এবং এসবের উৎস সমূহ। ইউক্লিডিয়ান ত্রিমাত্রিক জগতের বাহিরের মাত্রার বিদ্যা এবং fundamental building blocks of reality এর যাবতীয় শিক্ষা সমূহের মূল উৎপত্তিস্থল সেই বাবেল শহর। এ্যাডভান্স হাইপার ডাইমেনশনাল ক্রিস্টালাইন রিয়ালিটির শিক্ষা কাব্বালা থেকেই

আসা। সমস্ত Sacred Geometry, Numerology, astrotheology ইহুদীদের যাদুশাস্ত্র থেকেই আসা। এসব হচ্ছে ফিজিক্স অব ব্যবিলন! যদি এসবের দিকেই আজকের এ্যাডভান্স ফিজিক্স ফিরে যায়, যদি দেখেন আজকের ফিজিসিস্টরা ফিরে যায় এসব অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এ সকল শিক্ষার দিকে,খুব অবাক হবেন!? অবাক হবার তো কিছুই নেই। কারন এটাই তো বিজ্ঞান!! উকসিমু বিল্লাহিল আজিম, অবশ্যই আমি দেখাবো আজ ফিজিসিস্টগন ইজরাইলের কাব্বালিস্ট র্যাবাইদের সাথে এক টেবিলে বৈঠক করছেন তাদের এই মহা(অপ)বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে। গালে গাল মিলিয়ে ছবি তুলছে অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টারিতে কাব্বালা এবং এর শিক্ষাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সবই দেখবেন। বিইযনিল্লাহি তা'য়ালা।

Ref:

[১]

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_16.html

[২]

http://grahamhancock.com/phorum/read.php?6,876793,876862

[৩]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theory_of_forms

https://course.ccs.neu.edu/com3118/Plato.html

[৪]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Platonic_idealism

[৫]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allegory_of_the_Cave

[৬]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Merkabah_mysticism

http://www.patinkas.co.uk/Merkaba_Feature_Article/merkaba_feature_article.html

[৭]

https://hermetic.com/caduceus/articles/2/4/the-tree-of-life-projected-in-the-third-dimension

https://freemason90xy.wixsite.com/quantume8/single-post/2018/01/20/10-dimensions-of-energy-light-consciousnesstree-of-life-kabbalah

[৮]

https://saxonmessenger.christogenea.org/article/plato-and-kabbalah

https://snowconenyc.com/2014/08/27/sacred-geometry-in-platos-timaeus/

বিগত পর্বসমূহের লিংকঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

চলবে ইনশাআল্লাহ...

পর্বঃ১১

প্লেটোর পর তার শিষ্য এরিস্টটল প্রাকৃতিক দর্শনকে(natural philosophy) বিজ্ঞানে রূপ দান করেন। তিনি ফিজিক্স,মেটাফিজিক্স, বায়োলজি,জুওলজি,নিউমেরোলজি,ম্যাথম্যাটিকস প্রভৃতিতে আলাদাভাবে অবদান রাখেন। যদিও তিনি কাব্বালা এবং হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের অনুসরণ করেন অন্যান্যদের মত(আলেকজান্ডার এর শিক্ষক থাকাকালে হার্মেটিক লাইব্রেরীও খুলেছিলেন), কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে তিনি নিজস্ব পর্যবেক্ষণের দ্বারা কিছু তত্ত্ব উত্থাপন করেন যা কিছুটা যাদুশাস্ত্রের জ্ঞানের বিপরীতেও চলে যায়। যেমন কাব্বালাসহ মিস্টিক্যাল ট্রেডিশনগুলো হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির ধারণা দেয়, কিন্তু তিনি জিওসেন্ট্রিক এস্ট্রনমির সপক্ষে থেকেছেন। তাছাড়া চাঁদকে মসৃণ বস্তু বলেছেন যা রেনেসাঁ বিপ্লবের পরবর্তীতে কথিত বিজ্ঞানীদের ধারণার বিপরীতে যায়। এছাড়া তিনি 5th elements হিসেবে ইথারকে ধরেছেন। তিনি বলতেন স্পেস ইথার দ্বারা পরিপূর্ন, স্পেস তার মতে ভ্যাকুয়াম অবস্থায় থাকতে পারেনা। তার এই বিশ্বাস রেনেসাঁ পরবর্তী যাদুশাস্ত্রের বিপ্লবের পর অকাল্টিস্টদের ডিজাইনকৃত occult worldview এর বিরুদ্ধে যায়। এ সমস্ত কারনে রেনেসাঁর পর এরিস্টটলিয়ান ফিজিক্স খুব একটা জনপ্রিয়তা থাকেনা। গতির সূত্রটিও আধুনিক অকাল্ট ডিরাইভড সূত্রের সাথে মেলে না। কিন্তু রেনেসাঁর পূর্বে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান এবং আরবের বিজ্ঞান তথা প্রাকৃতিক দর্শনের আদর্শ হিসেবে এরিস্টটল বহুদিন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিল। এ্যারিস্টোটলের অনুসরণ খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ বছর থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ২৩০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এত দীর্ঘ সময় যাবৎ কোন বিজ্ঞানীর অনুসরণ এরিস্টটলের ২য় আর কেউ নেই। কিন্তু বিংশ শতকের শুরু থেকে তিনি খুবই সমালোচিত হতে থাকেন। বিশেষ করে টলেমিয়ান জিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমিতে বিশ্বাসের জন্য বেশি সমালোচিত হন।

দার্শনিক Bertrand Russell বলেন, ***"almost every serious intellectual advance has had to begin with an attack on some Aristotelian doctrine".[উইকিপিডিয়া]***

এরপরেও এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা, এথিক্স, পলিটিক্স অনেক আধুনিক দার্শনিক গ্রহন করেন।

জিওলজিতে তার অবদানকে এখনো অনেকে স্বীকার করে।

এরিস্টটল পরবর্তী হেলেনিস্টিক ওই পিরিয়ডে যাদুশাস্ত্রগুলো ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। সেসব শাস্ত্রের প্রাচুর্য বা সমৃদ্ধির জন্য সবার ঝোঁক আরো বেশি ছিল।*The Hellenistic period (roughly the last three centuries BCE) is characterized by an avid interest in magic, though this may simply be because from this period a greater abundance of texts, both literary and some from actual practitioners, in Greek and in Latin remains.*

[উইকিপিডিয়া]

এরিস্টটলের মৃত্যুর ৩২২ বছর পর হযরত ঈসা(আ) আসেন। তখন এবং ঈসা(আ) এর চলে যাবার পর নাসারাদের অবস্থা ভাল ছিল না। গ্রীক-রোমান সম্রাজ্যের অধীনে থাকা খ্রিষ্টানদের উপর চালানো হত অবর্ণনীয় নির্যাতন। আমরা অনেকেই আজ আরাকান ফিলিস্তিনের অসহায় মুসলিমদের দেখে মনে করি শুধুমাত্র মুসলিমদের উপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দুঃখ দুর্দশা রেখেছেন। খ্রিষ্টানদের উপর যখন নির্যাতন গনহত্যা চলত তখনও যমীনে কুরআনের আলো আসেনি। খ্রিষ্টানদেরকে ওই সময় স্টেডিয়ামের মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহের দ্বারা খাইয়ে বিনোদনের খোরাক করত তৎকালীন রোমান পৌত্তলিকরা। তাছাড়া খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ছিল নিষিদ্ধ, দ্বীন প্রচারকারীদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করত, আগুনে জ্বালিয়ে দিত। এজন্য খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচারক আলিমরা লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্ম প্রচারের কাজ করত। তখনও ত্রিতত্ত্ববাদের উত্থান ঘটেনি অর্থাৎ তখনকার খ্রিষ্টানরা তাওহীদের দ্বীনের উপর ছিল। পৌত্তলিকদের ছিল মূর্তিপূজা এবং যাদুশাস্ত্র। সেসব ব্যবিলনিয়ান বিদ্যার অনুসরণ তখন ভালরূপেই চলছিল। নাসারাদের উপর নির্যাতন চলে ৩১৩ সাল পর্যন্ত। এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেন। সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিস্ট ধর্মগ্রহন করলে রোমান সম্রাজ্যে খ্রিষ্টান নিপীড়ন পুরোপুরি বন্ধ হয়। খোলা হয় anti pagan act। সহস্রাধিক পৌত্তলিক যাদুকরদের হত্যা করা হয়। এরপরে কনস্টানটাইনের মৌলবাদী পুত্র কনস্টানটিয়াস সিংহাসনে বসলে যাদুশাস্ত্রের অনুসারী প্যাগানদের উপর দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ছেয়ে যায়। শুরু হয় যাদুকরদের উপর আগ্রাসন। পৌত্তলিকদের মন্দির তীর্থস্থানগুলোকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। যাদুশাস্ত্র পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। মুশরিকদের ধর্মকর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়।*The first anti-pagan laws by the Christian state started with Constantine's son Constantius II,[4][5] who was an opponent of paganism; he ordered the closing of all pagan temples, forbade pagan sacrifices under pain of death,[2] and removed the traditional Altar of Victory from the Senate.*

[উইকিপিডিয়া]

যাদুকরদের ধরে ধরে যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতন এবং হত্যা ব্যাপকহারে শুরু হয় ৭৮৫ সালে। যাদুকরদের যাদুবিদ্যার অজস্র কিতাবাদি ধ্বংস করা হয়। এর আগে থেকেই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত যাদুশাস্ত্রের লাইব্রেরী অনেকটাই ধ্বংস করে ফেলা হয়। পিথাগোরিয়ান-প্লেটোনিক বিশ্বদর্শন, শাস্ত্র, বিদ্যা এবং তত্ত্বসমূহ যেখানে প্রকাশ্যে গর্বের সাথে এতদিন প্রচারিত হত, চারদিকে প্রসার লাভ করেছিল,জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম আরাধ্যের স্থান দখল করে ছিল, সেসব হয়ে গেল পালিয়ে বেড়ানো সামান্যকিছু সংখ্যকদের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বিষয়।

অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা যাদুকরদের উপর এত বেশি চড়াও হবার একটি কারন ছিল যে, তারা(যাদুকররা) বলত সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য পেতে কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই, সমস্ত সৃষ্টি স্রষ্টার সাথে এক(Monism - ওয়াহদাতুল উজুদ) ত্রিনীটিতে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা নেই, সকলেই সৃষ্টিকর্তার স্বত্তারই অংশ(ততদিনে Trinity এর কুফরি আকিদা খ্রিষ্টানরা বানিয়ে নেয়),পুনরুত্থান দিবস বলে কিছু নেই কিন্তু মানুষের পুনর্জন্ম হয়। যাদুকর বা পিথাগোরিয়ান দার্শনিক/ মুনী-ঋষিরা চরম ত্রাসের মুখে সমস্ত যাদুবিদ্যার কিতাবাদি

লুকিয়ে ফেলে,নিজেরাও গুহা-বনজঙ্গলমুখী হয়। ওই সময়ে যাদুকররা তাদের নিষিদ্ধ বিদ্যাগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা গোপন করবার জন্য ওইসমস্ত শাস্ত্রকে বলা হয় অকাল্ট(Occult) বা গুপ্ত/লুক্কায়িত শাস্ত্র। আরবিতে 'কুফর' শব্দটিরও প্রায় একইরকম অর্থ। সেটার অর্থও ঢেকে রাখা,গোপন করা।

এভাবে দীর্ঘ একটা সময় যাবৎ যাদুশাস্ত্র এবং যাদুশাস্ত্র নির্ভর বিশ্বাসব্যবস্থার উপর কালো পর্দা স্থায়ী হয়। Apostle Paul, Ephesian দের যাদুকরদের শাস্ত্রসমূহকে পুড়িয়ে ফেলতে উৎসাহিত করতেন। হ্যান্স ডাইটার বেটজ বলেনঃ*"As a result of these acts of suppression, the magicians and their literature went underground. The papyri themselves testify to this by the constantly recurring admonition to keep the books secret. [..] The religious beliefs and practices of most people were identical with some form of magic, and the neat distinctions we make today between approved and disapproved forms of religion-calling the former "religion" and "church" and the latter "magic" and "cult" - did not exist in antiquity except among a few intellectuals. It is known that philosophers of theNeo-pythagorean and neoplatonic schools, as well as Gnostic and Hermetic groups, used magical books and hence must have possessed copies. But most of their material vanished and what we have left are their quotations."[উইকিপিডিয়া]*

[Betz, Hans Dieter (1992). The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells, Volume 1]

মধ্যযুগের শুরুতে যাদুকরদের সাজা ছিল না। ৭৮৫ সালে জার্মানির কাউন্সিল যাদুকরদের বিশ্বাস ও সমস্ত কর্মকাণ্ডকে বাতিল ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সম্রাট Charlemagne এটাকে বৈধতা দেন। প্রথম দিকে অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা যাদুকে কুসংস্কার বলত। ৯ম ১০ম শতকে এটাকে heresy বলত। মধ্যযুগের শেষে যাদুচর্চার প্রচলন কিছুটা বেড়ে যায়, তখন যাদুকরদেরকে শয়তানের বন্ধু হিসেবে দেখা হত। তখনই শুরু হয় witch hunt! ডাকিনীবিদ্যা চর্চাকারীদেরকে খুঁজে খুঁজে ধরে হত্যা করা হত। উইকিপিডিয়াতেও উল্লেখ আছে-*Witch hunts among early Protestants which lasted about 200 years, and in some countries, particularly in North-Western Europe, thousands of people were accused of witchcraft and sentenced to death.(উইকিপিডিয়া)*

The Inquisition within the Roman Catholic Church had conducted trials against supposed witches in the 13th century, but these trials were to punish heresy, of which belief in witchcraft was merely one variety.[5]Inquisitorial courts only became systematically involved in the witch-hunt during the 15th century: in the case of theMadonna Oriente, the Inquisition of Milan was not sure what to do with two women who in 1384 and in 1390 confessed to have participated in a type of white magic.

(উইকিপিডিয়া)

যাদুকরদের ব্যাপারে মার্টিন লুথারের মত তৎকালীন খ্রিষ্টান পাদ্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তারা যাদুবিদ্যার ব্যাপারে একদম ক্ষমাহীন ছিল। এমনকি তারা যাদুকরদের ব্যাপারে সহমর্মিতা,দয়া প্রদর্শন করতেও নিষেধ করত।*Martin Luther shared some of the views about witchcraft that were common in his time.[7]When interpreting Exodus 22:18,[8] he stated that, with the help of the devil, witches could steal milk merely by thinking of a cow.[9] In hisSmall Catechism, he taught that witchcraft was a sin against the second commandment[10] and prescribed the Biblical penalty for it in a "table talk"(উইকিপিডিয়া)*

On 25 August 1538, there was much discussion about witches and sorceresses who poisoned chicken eggs in the nests, or poisoned milk and butter. Doctor Luther said: "One should show no mercy to these [women]; I would burn them myself, for we read in the Law that the priests were the ones to begin the stoning of criminals."

[উইকিপিডিয়া][২]

মডার্ন ইউরোপের শুরু থেকে অর্থাৎ ১৪৫০ থেকে ১৭৫০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩০০ বছরে উইচহান্টিং এ হত্যা করা হয় প্রায় ১০ লক্ষ যাদুকর[Wikipedia]!!ইংল্যান্ড, জার্মানি,ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড,নরওয়ে,ফিনল্যান্ড কোথাও যাদুকরদের উপর আগ্রাসন নিপীড়ন থেকে মুক্ত ছিল না।
In Denmark, the burning of witches increased following the reformation of 1536. Christian IV of Denmark, in particular, encouraged this practice, and hundreds of people were convicted of witchcraft and burnt. In the district of Finnmark, northern Norway, severe witchcraft trials took place during the period 1600–1692.[49] A memorial of international format, Steilneset Memorial, has been built to commemorate the victims of the Finnmark witchcraft trials.[50] In England, the Witchcraft Act of 1542 regulated the penalties for witchcraft. In the North Berwick witch trials in Scotland, over 70 people were accused of witchcraft on account of bad weather whenJames VI of Scotland, who shared the Danish king's interest in witch trials, sailed to Denmark in 1590 to meet his betrothed Anne of Denmark. The Pendle witch trials of 1612 are among the most famous witch trials in English history.[উইকিপিডিয়া]

In England, witch-hunting would reach its apex in 1644 to 1647 due to the efforts of Matthew Hopkins.[উইকিপিডিয়া]

তৎকালীন সময়ে অনেক যাদুকরদের একসাথে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হত। কোন কোন সময়

১০০জনকেও একসাথে হত্যা করা হয়েছিল। খ্রিষ্টানরা তাওহীদ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে কাফির হয়ে গেলে আল্লাহ দুনিয়াতে ইসলামের আলো পৌছান। দ্বীন পরিপূর্নতা লাভ করে। ৬৪২ সালের দিকে আলেকজান্দ্রিয়া মুসলিম সেনাবাহিনীর দখলে যায়। এরকমটা শোনা যায় যে খলিফা উমার(রাঃ) এর নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার প্যাগানদের যাদুশাস্ত্রের লাইব্রেরীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করা হয়। হযরত উমার(রাঃ) এরূপ বলেছেন বলে শোনা যায় যে,***"যদি ওই বইগুলো কুরআনের অনুকূলে থাকে তবে সেসব আমাদের প্রয়োজন নেই, আর যদি কুরআনের বিরোধিতা করে তবে ধ্বংস করে ফেলো"!*** *In AD 642, Alexandria was captured by the Muslim army of 'Amr ibn al-'As. Several later Arabic sources describe the library's destruction by the order of Caliph Omar.[118][119] Bar-Hebraeus, writing in the thirteenth century, quotes Omar as saying toYaḥyā al-Naḥwī: "If those books are in agreement with the Quran, we have no need of them; and if these are opposed to the Quran, destroy them."[উইকিপিডিয়া]*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে হক্কের পথে যারা ছিল তাদের কুফরি শাস্ত্রের ব্যপারে অবস্থান। কিন্তু যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা ঠিকই কুফরি যাদুশাস্ত্রগুলোকে গ্রহন করে নিয়েছিল।

অনেক যুদ্ধ-সংঘাতের পর যমীনের বুকে ইসলামিক শক্তির উত্থান ঘটে এবং মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের পরিধি বাড়তে থাকে। মুসলিমরা যখন মিশর ও পূর্বাঞ্চল ইরাক প্রবেশ করলো, তারা সেখানে তাদের কাছে বহু অপরিচিত রহস্যময় কিতাবাদি উদ্ধার করলো। ইজিপ্ট বা মিশর ছিল বাবেল শহরের অনুরূপ যাদুবিদ্যার আরেকস্বর্গভূমি। যে বইগুলোকে মুসলিমরা সংগ্রহ করে সেগুলো ছিল খ্রিষ্টান আগ্রাসন পরবর্তীতে টিকে থাকা যাদুশাস্ত্রের ধ্বংসবাশেষ। সেসব কিতাবগুলোর অধিকাংশই যাদুবিদ্যার হার্মেটিক শাস্ত্র। এগুলো আরবরা অনুবাদ করে পরবর্তীতে এসবে উৎকর্ষ সাধনের পর ইউরোপীয়দের কাছে আবারো পৌঁছায়।*Arabic logicians had inherited Greek ideas after they had invaded and conquered Egypt and the Levant. Their translations and commentaries on these ideas worked their way through the Arab West into Spain and Sicily, which became important centers for this transmission of ideas.[উইকিপিডিয়া]*

এটা সত্য কথা যে, যাদের কাছেই গ্রেসিয়ান অকাল্ট ফিলসফিক্যাল এবং ম্যাজিক্যাল শাস্ত্রগুলো ছিল তারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভ করে।যতদিন এসব বাবেল ও মিশরে ছিল, বাবেল মিশর ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ শহর। পিথাগোরাসরা সেখানে যেত গুহ্যজ্ঞানের সন্ধানে। এরপরে খ্রিষ্টান পূর্ব রোমান ও গ্রীকদের দখলে যখন ছিল, ততদিন ওরা প্রসিদ্ধ ছিল। এরপরে যখন সেসব আরবে পৌছায়, আরব হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তীতে আরবদের থেকে যখন রেনেসাঁর সময় আবারো পশ্চিমে চলে যায় ওরা সেসবের প্রত্যক্ষ অনুসরনে আবারো জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং সেই ধারা অব্যাহত আছে। *The Byzantine Empire initially provided the medieval Islamic world with ancient and early Medieval Greek texts on astronomy, mathematics and philosophy for translation into Arabic as the Byzantine Empire was the leading center of scientific scholarship in the region at the beginning of the Middle Ages. Later as the Caliphate and other medieval Islamic cultures became the leading centers of scientific knowledge(উইকিপিডিয়া)*
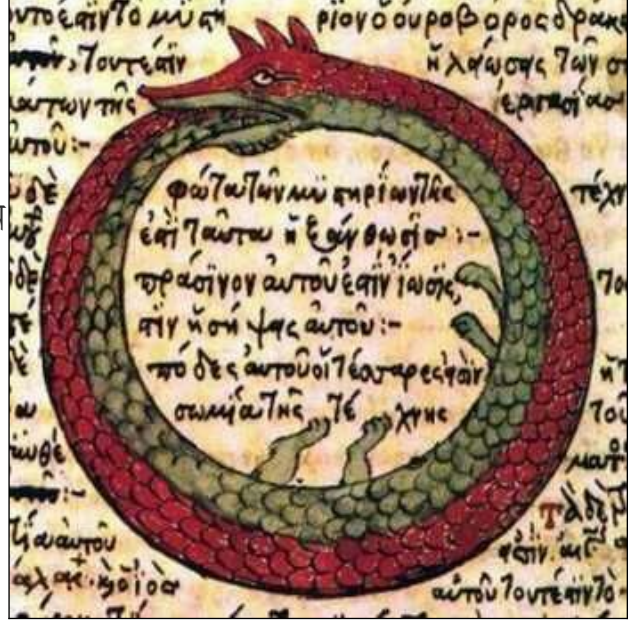
যাদুশাস্ত্রের এবং গ্রীক কুফরি দর্শনের কিতাবাদি বাইজেন্টাইনদের থেকে উমাইয়্যাদের সময়ই সংগ্রহ শুরু হয়, আব্বাসিয়া খিলাফতের সময় পর্যন্ত অব্যহত থাকে। আব্বাসিয়্যাহ খিলাফতের সময় সেসমস্ত কিতাবাদি অনুবাদ শুরু হয়। খলিফা মনসুর এ কাজে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেন। তার নির্দেশে বাগদাদে গ্রীক,পারস্য ভাষার বিভিন্ন যাদুশাস্ত্র ও কুফরি দর্শনের কিতাবের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। তার নির্দেশে সেসমস্ত কিতাব আরবিতে অনুবাদও শুরু হয়। ষষ্ঠ শতকে

পারসিয়ান রাজা অনেক গ্রীক কিতাবাদি পারস্যে নিয়ে আসেন। আরবরা সেগুলোও হাতে পেয়ে যায়। খলিফা মানসুরের পর খলিফা মামুনও যাদু ও দর্শনশাস্ত্র অনুবাদে গুরুত্বারোপ করেন। *The main period of translation was during Abbasid rule. The 2nd Abbasid Caliph al-Mansur moved the capital from Damascus to Baghdad.[20] Here he founded the great library with texts containing Greek Classical texts. Al-Mansur ordered this rich fund of world literature translated into Arabic. Under al-Mansur and by his orders, translations were made from Greek, Syriac, and Persian, the Syriac and Persian books being themselves translations from Greek or Sanskrit.21[উইকিপিডিয়া]*

The 6th-century King of Persia, Anushirvan (Chosroes I) the Just, had introduced many Greek ideas into his kingdom.[22] Aided by this knowledge and juxtaposition of beliefs, the Abbasids considered it valuable to look at Islam with Greek eyes, and to look at the Greeks with Islamic eyes.[19] Abbasid philosophers also pressed the idea that Islam had from the very beginning stressed the gathering of knowledge as important to the religion. These new lines of thought allowed the work of amassing and translating Greek ideas to expand as it never before had
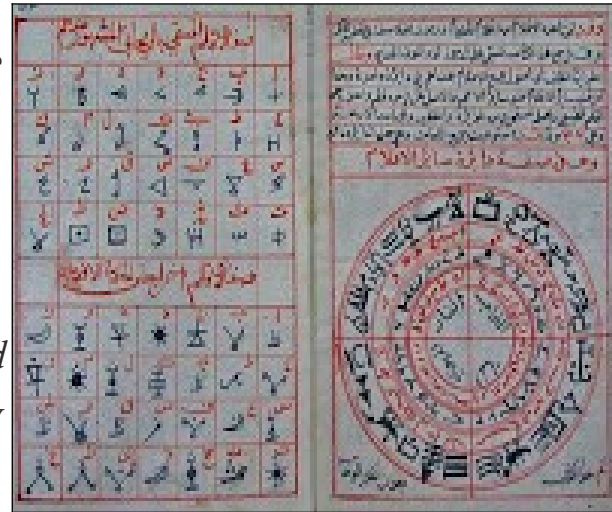
[উইকিপিডিয়া]

The Caliph al-Mansur was the patron who did most to attract the Nestorian physicians to the city of Baghdad which he had founded, and he was also a prince who did much to encourage those who set themselves to prepare Arabic translations of Greek, Syriac, and Persian works. Still more important was the patronage given by the Caliph al-Ma'mun, who in A.H. 217 (= A.D. 832) founded a school at Baghdad, suggested no doubt by the Nestorians and Zoroastrian schools already existing, and this he called the Bayt al-Hikmaor "House of Wisdom", and this he placed under the guidance of Yahya ibn Masawaih (d. A.H. 243 = A.D. 857), who was an author both in Syriac and Arabic, and learned also in the use of Greek. His medical treatise on "Fevers" was long in repute and was afterwards translated into Latin and into Hebrew[উইকিপিডিয়া]

যখন সেইসব গ্রীক নিওপ্লেটনিক,পিথাগোরিয়ান, ব্যবিলনিয়ান-হার্মেটিক কিতাবাদি অনুবাদ হয়ে গেল, আরব ভূখণ্ডে নতুন ফিতনার জন্ম নিলো। গ্রীক দর্শন এবং যাদুবিদ্যা, বিশেষ করে হার্মেটিক টেক্সটের অনুসরন শুরু হয়ে গেল। ইতোপূর্বে বিগত পর্বগুলোয় দেখিয়েছি পিথাগোরাস, প্লেটোদের বিশ্বাস, কর্ম, ও জ্ঞানের উৎসগুলো কি ছিল। সেসমস্ত কিতাবাদির অনুসরনের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত দুরাত্মার লোকগুলো আল্লাহর সাথে অবাধ্যতার রাস্তা পেয়ে গেল। এরা আলকেমি, জ্যোতিষশাস্ত্র, নিউমেরোলজিসহ সমস্ত নিষিদ্ধ বিদ্যাগুলো চর্চা শুরু করে দিল। পিথাগোরাস/প্লেটোদের Unity of existence(monism) বা ওয়াহদাতুল উজুদ,হুলুল এবং ইত্তেহাদের আকিদা আরবরা গ্রহন করলো। যাদুকরদের যেসমস্ত কুফরি আকিদাগুলো ইসলাম পূর্ব মুশরিকদের মধ্যেও ছিল না, সেগুলোকে ধারন করা শুরু করলো। জন্ম হলো বাতেনিয়্যাহ ফের্কার। সুফিজমের নামে যাদুশাস্ত্র থেকে আসা আকিদাগত কুফর ও শিরকের বীজ ইবনে আরাবিদের সহযোগীতায় সর্বত্র ছড়াতে

লাগলো। আল কিন্দিকে বলা হতো আরবে দর্শনের জনক। তিনি গ্রীক পিথাগোরিয়ান কুফরি আকিদা এবং ন্যাচারাল ফিলসফিকে ইসলামাইজ করবার জন্য বিশাল ভূমিকা পালন করেন। এ সকল পণ্ডিতগন গ্রীক দর্শন শিক্ষার অপরিহার্যতার কথা প্রচার করেন, জ্ঞান এবং বিদ্যার আধার হিসেবে দেখিয়ে যাদুশাস্ত্রের দিকে লোকেদের আহব্বান করে। তৈরি হয় মু'তাযিলা আশ'আরি ফির্কা। আল কিন্দির পর আর রাযি.,আল ফারাবি এই কুফরের পথে হাটেন। আল কিন্দি এরিস্টটলিয়ান দর্শন এবং আর রাযি. ছিলেন প্লেটোনিক চিন্তাদর্শনের অনুসারী।

আল ফারাবি ছিল নিওপ্লেটনিজমের অনুসারী এবং প্রচারক। এদের পর ইবনে সিনা শয়তানি আকিদার প্রচার শুরু করে। ইমাম গাজ্জালি(রহ) পর্যন্ত এই যাদুবিদ্যার অন্ধকার পথে হাটা শুরু করেন, পরবর্তীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা হিদায়াত করেন। এরপরে তাওবা করে তিনিই সেসবের বিরুদ্ধে কথা বলেন, ইবনে সিনাদের তাকফির করেন। তখন সেসব ব্যবিলনিয়ান কুফরি শাস্ত্রের অনুসরনের ফলে এত ধৃষ্টতা তৈরি হয় যে ওরা ইসলামের বিরুদ্ধেই কিতাবাদি লেখা শুরু করে। বিভিন্ন আকিদা খণ্ডন করা শুরু করে। মোট কথা, এক মহাফিতনার সময় পার করছিল মুসলিমরা। তবে সবসময়ই হক্বপন্থী আলিমরা ছিলেন। তারা সেসমস্ত যাদুশাস্ত্রের অনুসরনের বিরোধিতা করে গেছেন, তাদের সব যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন,কুফরের চর্চাকারীদের তাকফির করেছেন। এই লম্বা ইতিহাস নিয়ে আলাদা বই লেখাও সম্ভব। উইকিপিডিয়াতেও একইরকম তথ্য এসেছে-
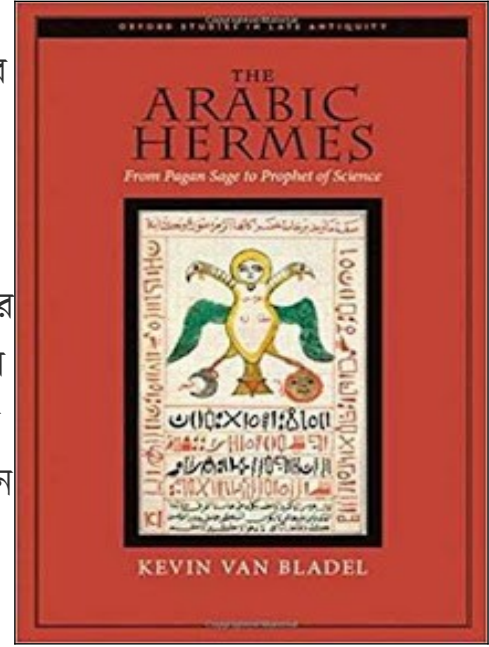
Al-Kindi (Alkindus), a famous logician and prominent figure in the House of Wisdom, is unanimously hailed as the "father of Islamic or Arabic philosophy". His synthesis of Greek philosophy with Islamic beliefs met with much opposition, and at one point he was flogged by those opposed to his ideas. He argued that one could accept the Koran and other sacred texts, and work from that point to determine truth. Whenever he ran into an impasse, he would abandon the Greek ideas in favor of the Islamic faith.[22][28] He is considered to be largely responsible for pulling the Arab world out of a mystic and theological way of thinking into a more rationalistic mode.

[28]Previous to al-Kindi, for example, on the question of how the immaterial God of the Koran could sit on a throne in the same book, one theologist had said, "The sitting is known, its modality is unknown. Belief in it is a necessity, and raising questions regarding it is a heresy." Few of al-Kindi's writings have survived, making it difficult to judge his work directly, but it is clear from what exists that he carefully worked to present his ideas in a way acceptable to other Muslims.

After Al-Kindi, several philosophers argued more radical views, some of whom even rejected revelation, most notably the Persian logician, Al-Razi or "Rhazes." Considered one of the most original thinkers among the Persian philosophers[by whom?], he challenged both Islamic and Greek ideas in a rationalist manner. Also, where Al-Kindi had focused on Aristotle, Al-Rhazi focused on Plato, introducing his ideas as a contrast.[28]

After Al-Kindi, Al-Farabi (Alpharabius) introduced Neoplatonism through his knowledge of the Hellenistic culture of Alexandria. Unlike Al-Kindi or Al-Rhazi, Al-Farabi was hesitant to express his own feelings on issues of religion and philosophy, choosing rather to speak only through the words of the various philosophies he came across.[28]

Decades after Al-Farabi, Ibn Sina (Avicenna) compiled the ideas of many Muslim philosophers of the previous centuries and established a new school which is known as Avicennism.[22][28] After this period, Greek philosophy went into a decline in the Islamic world. Theologians such as Al-Ghazali argued that many realms of logic only worked in theory, not in reality.[28]

His ideas would later influence Western European religious ideas.[22] In response to Al-Ghazali's The Incoherence of the Philosophers, theAndalusian philosopher Ibn Rushd (Averroes), the most famous commentator on Aristotle and founder of Averroism, wrote a refutation entitled The Incoherence of the Incoherence.

By 1200, when philosophy was again revived in the Islamic world, Al-Kindi and Al-Farabi were no longer remembered, while Ibn Sina'scompilation work still was. [29] Ibn Sina, otherwise known as Avicenna, would later heavily influence European philosophical, theological and scientific thought, becoming known as "the most famous scientist of Islam" to many Western historians [উইকিপিডিয়া]
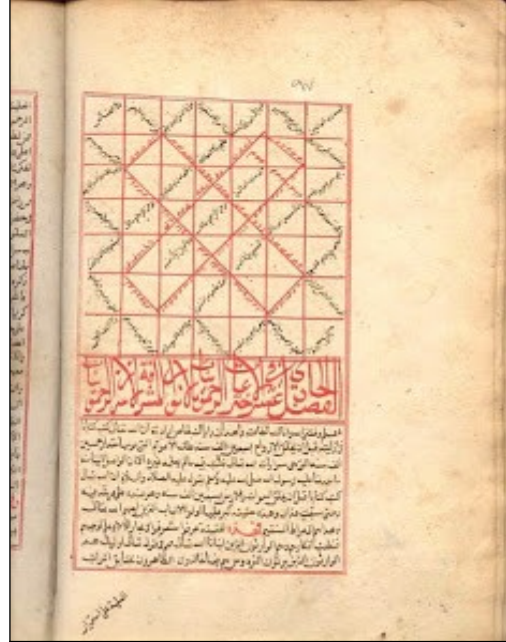
১৩ শতকে ইবনে সিনার নামে কুফরি আকিদা এবং যাদুচর্চার উত্থান ঘটে। ইবনে সিনা পরবর্তীতে রেনেসাঁর সময় কাফিরদের কাছে খুবই প্রশংসিত ছিল। যারাই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরন করেছে তাদের খুব অল্পই ঈমান নিয়ে সেসব থেকে বের হতে পেরেছিল। গ্রীক/পারসিয়ান/ইন্ডিয়ান জ্যোতিষবিদ্যা,দর্শন ও যাদুশাস্ত্র আরবে প্রবেশ এবং অনুবাদের আগ পর্যন্ত আরবের সকলে বিশ্বাস করত যমীন সমতলে বিস্তৃত, আসমান গম্বুজাকৃতির ছাদ, আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, এই আকিদা আরব মূর্তিপূজারীরাও অস্বীকার করত না। পৃথিবীর অবস্থান আকৃতি নিয়ে বিতর্ক করবার মত প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের অস্তিত্বই সাধারন মানুষের মধ্যে ছিল না। সাহাবী এবং আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এর বলা সমস্ত হাদিস এবং কুরআনের আয়াতগুলো এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতীয়, টলেমিয়ান ও পিথাগোরিয়ান জ্যোতিষশাস্ত্রের (অ)কল্যানে আরবের সাধারন মানুষের চিন্তায় পরিবর্তন এবং প্রভাব আসা শুরু হয়। তখনকার গণিতজ্ঞ, বিদ্বান আলকেমিস্ট-জ্যোতিষী যাদুকরগন পৃথিবীর ও যমীনের ব্যাপারে পিথাগোরিয়ান তত্ত্ব প্রচার করা শুরু করলে সাধারণ মানুষ

প্রথম দিকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। অনেক আলিমরাও সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আসমান যমীনের প্রকৃতির ব্যপারে তৎকালীন বিজ্ঞান বা ইল্মুল কালামের দ্বারা প্রভাবিত হন। যার জন্য ইবনে হাযম এমনকি ইবনে তাইমিয়া(রহঃ) পর্যন্ত যমীনের ব্যপারে বক্রতার ধারনা দিতে শুরু করেন। আইরনিক্যালি তাদেরই অনেকে আবার গ্রীক দর্শনের ফিতনার বিরুদ্ধে বলেছেন।

গ্রেসিয়ান নিওপ্লেটনিক এবং এ্যারিস্টটলিয়ান ন্যাচারাল ফিলসফি এবং হার্মেটিক যাদুশাস্ত্র থেকে ধারকৃত আকিদাগুলোর মধ্যে যেটা আজও সমাদৃত সেটা হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদ(Monism/another interpretation of pantheism) ও ইত্তেহাদের(pantheism) আকিদা। এই সর্বেশ্বরবাদি বিশ্বাসের শিক্ষা হার্মেটিক gnosis'ও দেয়। বিগত পর্বগুলোয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে এই কুফরি আকিদা গুলো যাদুশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে উৎসারিত। এছাড়া ওয়াহদাতুল উজুদ(monism) এর সর্বেশ্বরবাদী আকিদা হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। এর প্রিস্কা থিওলজিয়া এর মধ্যে বলা আছে সমস্ত ধর্ম গুলো একই প্রাচীন প্যাগান(mystery school) শেকড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম হার্মেটিক নীতিই হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদ বা মনিজম, এর প্রথম শিক্ষা হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টি স্রষ্টার সাথে এক অস্তিত্বে একাকার হয়ে আছে। প্রাচীন যাদুকরগনের অপবৈজ্ঞানিক শাস্ত্র গুলো বাস্তবতা(reality) এবং এর সমগ্র নীতির(laws) ব্যপারে জ্ঞানদানের পাশাপাশি মেটাফিজিক্যাল(origins of existence) বিশ্বাস তথা সৃষ্টি জগতের উৎপত্তি এবং এর অরিজিন এবং একেই(যাদুশাস্ত্রকে) কেন্দ্র করে জীবন-বিশ্ব দর্শন এবং বিশ্বাস ব্যবস্থাকে তৈরি করত। পাশাপাশি চেতনার ওপারে(Altered state of consciousness) গিয়ে শয়তানের থেকেও এই আকিদা বা বিশ্বাস ব্যবস্থা গ্রহন করত, যার দরুন এরূপ জঘন্য আকিদা বা বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। ওয়াহদাতুল উজুদ বা ইত্তেহাদের বিশ্বাস দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার অস্তিত্বকে একরকম বাদ
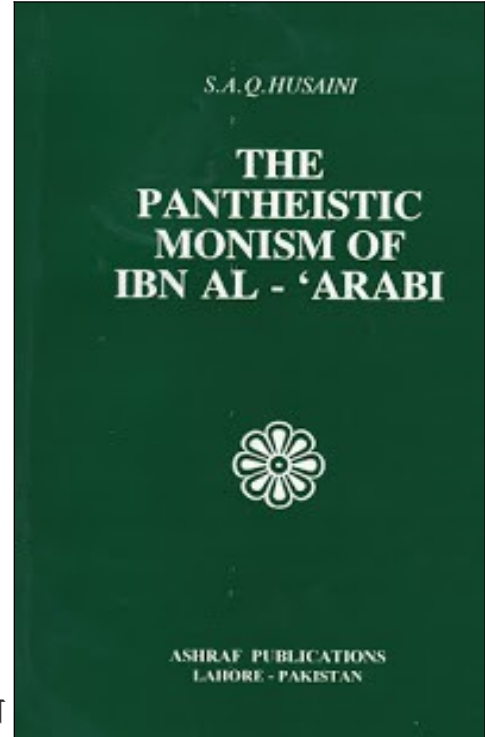
দেওয়া হয়। তাছাড়া একে যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ন অপ্রয়োজনীয় করা হয়। এজন্য অনেক আলিমরা এ আকিদার ব্যপারে এরূপ বলেন যে এই আকিদা ফেরাউন/হামানদের বিশ্বাসের চেয়েও নিকৃষ্ট কুফরি বিশ্বাস। যাদুকরদের মতে বাবেল শহর থেকে আসা জ্যোতিষশাস্ত্র থেকেই এই আকিদার জন্ম। আল্লাহর রাসূল(সা) এই জ্যোতিষশাস্ত্রের অপবিজ্ঞানকে যাদুবিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত বলেছিলেন। আজকে সুফিবাদের নামে মারেফতের নামে বাতেনি ইল্মের নামে এই কুফরের বীজ; বিদ'আতি বেলেরভীরা শক্তভাবে বহন করছে। দেওবন্দের অনেক বড় ইমামদের মধ্যেও এই আকিদা সঞ্চালিত আছে, তবে এরা যুক্তি ব্যবহার করে এ কুফরি আকিদাকে সহীহ আকিদা সাব্যস্ত করতে চায়,অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এটাকে গোপন রাখে। অনেক দেওবন্দী আলিমও এর ব্যপারে ভাল জ্ঞান রাখে না। এজন্য দেওবন্দি আলিমদেরকে এ আকিদার জন্য ঢালাওভাবে তাকফির বা মুশরিক বলা নিন্দনীয় কাজ, এমনকি আহমদ রেজা বেলেরভীর আওয়াম অনুসারী; পীর মাজার পন্থীদেরকেও তাকফির করা যায় না। যেহেতু পাঠকরা এ আকিদার অরিজিনসহ বিস্তারিত জানেন, আমার মনে হয়না কোন অপব্যাখ্যা বিষয়গুলোকে আবারো অস্পষ্ট করতে পারে। সুফিপন্থীদেরকে আজকের আধুনিক যাদুকররা ভালবাসে, ফেসবুকের বিভিন্ন প্যাগানিজম ও উইচক্র্যাফটের গ্রুপে এই সকল সুফিপন্থী এবং তাদের প্রাচীন উস্তাযগন অনেক সমাদৃত। যেমন নিচের ছবিগুলো ভাল করে লক্ষ্য করুনঃ

Nick Lawrence ▶ Witchcraft, Magick, and Esotericism

As some of you may know, I have had an obsession with finding an English translation of Ahmad al-Buni's book Shams al Ma'arif (The Book of the Sun of Gnosis).
This book has been highly regarded as one of the most influential, yet least well known contributions to occult literature to date, AND no known translation of it to English from the ORIGINAL Aramaic/Arabic version has ever been available. Until now.
Using modern methods I am decoding Buni's work in Shams and what I have found is both perplexing and exciting. I now believe that Buni may be one of the first mathematicians to discover quantum mechanics in a unified way, and that Shams is not, in fact, a grimoire, but a treatise on how traditional magic relates to this mathematical phenomenon, and how these forces work in tandem to generate our observable universe.
This is some of the most exciting work that I have ever had the privilege of taking on, and I will keep you all updated as more information comes to light!

Nick Lawrence

Update: Looks like my initial suspicions may have been more dead on than I first realized. I'll spare you the butchered text, but it appears that Al-Buni was attempting to describe subatomic processes using occult language so that ONLY people who were DEEPLY aware of certain terms and phrases would begin to grasp what he was after, along with the scope and complexity of its meaning.

Upon further examination, a relatively unassuming talisman from the book with supporting text in all likelihood appears to be an early attempt at the Quark Model, mixed with what appears to be Cosmologic/Cosmonogic Qabalistic influence, and how they work together to produce Malkuth in Assiyah (Kingdom, the Material Universe within the 4th Qabalistic world) through the Yetzirah (World of formation, directly before this one).

This would make sense, as part of the title of the original volume: "wa Lata'if al-'Awarif," translates to "the Subtleties of Elevated Things."

Al-Buni took it a step further than modern

science, while not being as precise (without proper instrumentation and theorum) he hints at a connection with this "Divine Will", that allows these mechanics to operate within the Yitzirah, and produce the material world in Assiyah.

I will continue to update as I can. Stay tuned ;D

Bill Hegeman
When was it written? Any historical information about the boom and the person?
2 · Like · React · More · 9 hours ago

Nick Lawrence
So the translations were penned sometime in the 13th century, but the original Arabic/Aramaic manuscript probably originated much earlier than that. What's weird about Al-Buni is that, for being a Sufi master, not much is known about him, nor has been written, which defies conventional Sufi practices and Arabic practices in general, of keeping detailed historical records.

It is almost as if someone, or a group of people, had him intentionally erased from the better part of most master temple records.

Even more interesting is that some Islamic circles still regard him and his work as some of the most legitimate, and influential treatises on their respective topics to this day.

The more I dig, the more questions I have.

উপরের ছবি দ্বারা সহজেই বুঝতে পারছেন, এই কথিত সুফিদের প্রাচীন শিক্ষকরা অর্থাৎ ইবনে আরাবিদের সমসাময়িক সুফি বুজুর্গগন ছিলেন অভিশপ্ত যাদুকর, এদের বাতেনি বিদ্যাগুলো সবই হার্মেটিক কিংবা কাব্বালার উপর ভিত্তি করে দ্বার করানো। যাহোক,আমি এরকম যাদুকর কাফিরদেরও দেখেছি যারা তাদের রিলিজিয়াস ভিউতে "সুফিবাদ" লিখে রেখেছে! মুসলিমদের মধ্যে এরূপ অনেক মূর্খ আছে যারা আল ইত্তেহাদ, ওয়াহদাতুল উজুদ, হুলুল, ফানাফিল্লাহ,বাকাফিল্লাহ প্রভৃতি মারেফতি আরবি শব্দ দেখে সম্মান প্রদর্শন করে, হক্ক ভাবতেও শুরু করে। অথচ সবই গ্রীক,পারসিয়ান বিচিত্র ভাষায় আসা শয়তানি আকিদারই আরবি অনুবাদ। মুসলিমদের মধ্যে সঞ্চালনের জন্য আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, অনেক মুসলিম আজ এসবকেই হক্ক ভেবে অনুসরন করে। এই ওয়াহদাতুল উজুদ, ইত্তেহাদের শয়তানি আকিদা আসে যাদুশাস্ত্র, মানব ও জ্বীন শয়তানদের থেকে যা আজ মুসলিমদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। এটাই মূলত অপবিজ্ঞানের মূল আকিদাগত শয়তানি বার্তা। আজকের বিজ্ঞানও এরই কথা বলে।

আরবে গ্রীক মিস্টিক্যাল টেক্সট প্রবেশের পর কিছু মুসলিমরা কালাম শাস্ত্রের নামে সেসব চর্চার জন্য এই যুক্তি দ্বার করায় যে তারা এই সব জ্ঞান নিয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ব্যপারে নাস্তিক মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে খন্ডন করবে, তর্ক বিতর্কে হারাবে। এর দ্বারা আশআরি, মু'তাযিলা চিন্তাধারার জন্ম হয়। এই ফিতনার জন্ম তখনই এবং এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার স্রোত আজ পর্যন্ত প্রবহমান। আপনি আজ একদল মুসলিমদেরকে পাবেন যারা ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা যুক্তি দ্বারা প্রমান করতে চায়। কাফির মুর্তাদদের কাছে দাওয়াহ এবং অন্তরে সংশয়ের ব্যাধিতে আক্রান্ত মুসলিমদের ঈমানে দৃঢ়তা আনয়নে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে, এজন্য তারা প্রচলিত (অপ)বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে। এরা বিজ্ঞানকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে দ্বার করায়, কাফিরদের কুফরি শাস্ত্রগুলোকে(অপবিজ্ঞান) সত্যের স্কেল হিসেবে নিয়ে তা দিয়ে কুরআন সুন্নাহকে মাপার ধৃষ্টতা দেখায়। এরপরে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যশীলতা বিভিন্ন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করে, কাফিরদের কাছে 'বিজ্ঞানসম্মত ধর্মের' সার্টিফিকেট পেতে চায়। নাস্তিকদেরকে এর দ্বারা ইসলাম গ্রহনের আহব্বান করে। সংশয়বাদী মুসলিমদের সংশয়

বিলোপনের চেষ্টা করে। তারা একদিকে যেভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ইসলামকে যাচাই বা বিচার করে তেমনি বিপরীতে কুরআন সুন্নাহর বিভিন্ন দলিলের বাজে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে চায়,'এই বিজ্ঞানের কথা কুরআনেই বলা হয়েছে, কুরআন থেকেই বিজ্ঞান হয়েছে...'! গভীরভাবে ভেবে দেখুন এটা কতটা গোমরাহিপূর্ন চিন্তাধারা! যেই কুফরি তত্ত্ব বা বিদ্যা শয়তানের থেকে এসেছে, সেসবকে কুরআনে আছে বা কুরআন থেকে এসেছে বলা কত বড় মূর্খতা এবং অজ্ঞতা! একইভাবে এই শয়তানি অপবিদ্যা অপবিজ্ঞানকে সত্যের মাপকাঠি বানিয়ে ইসলামকে বিচার করা এবং গ্রহণযোগ্যতা তৈরিও চরম গোমরাহি। ইতিহাস আমাদেরকে বলে এই গোমরাহি নতুন কিছু নয়, বরং অনেক অনেক পুরোনো। এদের পূর্বসূরীরাও একই কাজ করেছিল। গ্রীক-ব্যবিলনিয়ান ও ইজিপশিয়ান যাদুশাস্ত্রের কুফরি মতবাদ এবং অপবিদ্যাকে ওরাও গ্রহন করে নিয়েছিল, অতঃপর একইভাবে অনেক বিদাতি যুক্তিতর্ক দ্বার করিয়ে দ্বীনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করত। অনেকে এই পথে চলতে চলতে অবশেষে কাফিরই হয়ে গিয়েছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আজও হচ্ছে। জেনারেলে পড়াশুনা করে ক'দিন ইসলাম নিয়ে ঘাটাঘাটি করে বিরাট ফক্বিহ - মুজতাহিদ মনে করছে, অতঃপর দাওয়াতের নামে ইসলাম ও (অপ)বিজ্ঞানকে মিলিয়ে যুক্তি দিয়ে দ্বীন মানানোর জন্য বই রচনা করে ফেলছে অতঃপর বইগুলো হচ্ছে মু'তাযিলা, কাদারিয়াসহ অনেক বাতিল ফির্কার আকিদার সংমিশ্রনে জগাখিচুড়ি। এরা তাকদীরের ব্যপারে কাদারিয়ার সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা নিয়ে আসছে, অন্যদিকে অনেক অভিশপ্ত মালউন অপবিজ্ঞানীদের স্তুতি এমনভাবে গাইছে যেন এরা অনেক বড় বড় একেকজন তাওহীদে বিশ্বাসী বুজুর্গ!! একই চিত্র আরবের ওই সময়টাতে পাওয়া গিয়েছে, গ্রীক অপবিদ্যা গ্রহনকারী লোকগুলো একপর্যায়ে বলা শুরু করেছিল যে, 'দার্শনিকদের সম্মান নবীগনেরও উপরে'! নাউজুবিল্লাহ!

ওই যুগের ন্যায় বর্তমান সময়ের এ সকল লেখকগনের কিতাব অল্প সময়ের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা পায়, কিন্তু অল্পকিছুদিনের মধ্যেই ফিতনায় পরিনত হয়। মূর্খ জ্ঞানহীন জাহিল প্রকৃতির মুসলিমরা জগাখিচুড়ি আকিদা গ্রহন করে, সংশয়বাদী মুসলিমরা অল্প কিছুদিনের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও পরিবর্তনশীল অপবিজ্ঞান যখন কোন একটা তত্ত্বকে ভুল বলে নতুন কিছুর দিকে হাটে

তখন যুক্তিতে ভরা সেসব বইগুলোর content কোনরূপ খণ্ডন ছাড়াই বাতিল হয়ে যায়। এদিকে সংশয়বাদী অজ্ঞেয়বাদী অন্তরে রোগেভরা মুসলিমরা যখন এরকম অবস্থা দেখে তারা ওইসমস্ত লেখকদের কারনেই তাদের অজ্ঞতার চোখে শারঈ দলিলের দুর্বলতা অযৌক্তিকতা খুজে পায়। তাছাড়া ওইসব বইয়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক থিওরিগুলোর অসাড়তা যেসব সংশয়বাদী মুনাফিকদের জানা থাকে, তারা সেসব থিওরি দ্বারা কুরআনকে সত্যায়নের চেষ্টা দেখে জমে থাকা সংশয় আরো বেড়ে যায়। অতঃপর হয়ে যায় মুর্তাদ! এরকম একটা ঘটনা গতকালকেই একটা শুনেছি[৩]। এরকমটাও হয় যে প্রশ্নগুলো সংশয়বাদী মুসলিম করে থাকে সেসব যারা জানে না, ইসব বইয়ের মাধ্যমে জানতে পেরে নতুন ভাবে সংশয়ের ফাঁদে পড়বার সুযোগ পায়। সবার ব্যাখ্যা বা যুক্তি সবার মনমত হয় না, এভাবেই নতুন আরেক ফিতনায় নিপতিত হয়। আমি এরকম কথা একাধিক লোকের থেকে জেনেছি। অনেকে এই ভয়েই ওইসব অসাড় যুক্তিভরা বইয়ের থেকে দূরে থাকে। যেমনটা ডানের স্ক্রিনশটে দেখছেন।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ তারিক
শুরুর দিকে এসব বই খুব ভালো লাগত। কিন্তু এসবের কারণে অনেক সময় ওয়াসওয়াসায় পড়ে যেতাম। পরে আল্লাহ হেফাজত করেছেন। এখন এসব বই ছুঁয়েও দেখি না।

তাজওয়ার সাদিক
এক সময় খোদা প্রেমী ছিলাম, নামাজ রোজাসহ বিভিন্ন ইবাদত একাগ্রচিত্তে আদায় করতাম, ভয় থাকতো আখেরাতের, কবরের। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহর উপর, আখেরাতের উপর।

কিন্তু গেল কয়েক মাস থেকে সেই বিশ্বাস আকিদায় লোপ পাচ্ছে। আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারছি না,সন্দেহ হয়। আখেরা কবর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে প্রায়। ভয়ভীতি নাই চললেই বলে। এবাদত বন্দেগী কিছুইতেই মন বসে না। খালি সন্দেহ হয়। দ্বীনের কোন বিষয় দীলে বসাতে পারছিনা, খালি সন্দেহ হয়। ফাউ মনে হিয়। আখেরাত কবর জগত সব ভুয়া মনে হয়। আর এই পরিস্থিতি হয়েছে নাস্তিক আস্তিক এক গ্রুপের পক্ষের বিপক্ষের পোস্টগুলো পড়ে। মাযহাবি লা মাযহাবিদের বাড়াবাড়ি দেখে আরো সন্দেহ শুরু হয়েছে এই দ্বীন নিয়ে।

এখন আমার করণীয় কি, কিভাবে এই ফেত্না থেকে বের হতে পারি? কিভাবে আগের মত আকিদা বিশ্বাস আসতে পাতে।? সে পরামর্শের আশাবাদী।

------ জনৈক এক ব্যক্তি।

View previous comments...

Hosain Al Mamun
আপনার কথার যুক্তি আছে।
আমি নিজেও বইগুলো পড়তে গিয়ে আরো সংশয়ে পড়তেছি বলে মনে হচ্ছিলো,তাই পড়া বাদ দিয়ে দিছি। একেবারেই বাদ।
এসব বই যারা সংশয়বাদী বা নাস্তিক হয়ে গেছে তাদের পড়া ভালো,কিন্তু যারা আগে থেকেই আস্তিক সামান্য হলেও তাদের না পড়াই ব্যাটার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার স্বত্ত্বাগত অস্তিত্ব এবং অন্যান্য অজস্র গায়েবের বিষয় মানবীয় চিন্তাভাবনায় আনা যেকোন যুক্তির উর্ধ্বে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যুক্তি দ্বারা ঈমান বা বিশ্বাস আনয়নকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ নিঃশর্তে গায়েবের বিষয়ে ঈমানকে পছন্দ করেন। যুক্তিবাদী অপবিজ্ঞানপন্থী নিওমুতাযিলা চিন্তাধারীদের অবস্থান সূরা বাকারার শুরুর আয়াত দ্বারাই খণ্ডিত হয়। আল্লাহ বলেনঃ

الم
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

আলিফ লাম মীম।এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করেএবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।[২:১-৪]

আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলছেন এই কিতাবে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই, এটা তাদের জন্য যারা পরহেজগার, গায়েবের বিষয়ে বিনা যুক্তিতে নিঃশর্তে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের ব্যপারে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসকারী। যারা অবিশ্বাসই করে, যারা সন্দেহপোষন করে, তাদেরকে কুরআনের দলিলের অপব্যাখ্যা এবং কুফরি তত্ত্বগুলোর সাথে কুরআন সুন্নাহর দলিলগুলোর খাপ খাইয়ে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা কতটা সমীচীন সেটা ভাববার অবকাশ আছে। যারা (অপ)বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের দ্বারা মোহাবিষ্ট এরা অধিকাংশই তাদের অনুসৃত পরম পূজনীয় বিজ্ঞানের origin ও development এর ইতিহাসের ব্যপারে অজ্ঞ। এই মূর্খরাই বিভিন্ন স্থানে লিখে থাকে যে,'আধুনিক বিজ্ঞান 'মুসলিমদের' থেকেই এসেছে। গ্রাভিটি, অমুক তমুক থিওরি অমুক মুসলিম মধ্যযুগে আবিষ্কার করেছিল, অমুক পশ্চিমা বিজ্ঞানী অমুক মুসলিমের থেকে শিখে নিজের নামে চালাচ্ছে...।' এরা ইবনে সিনা, আল ফারাবি, রুশদ,হাইয়্যানদের কথা গর্বের সাথে প্রচার করে। এই সমস্ত অজ্ঞ লোকগুলো জানে না যাদের কথা বলছে তারা আদৌ মুসলিম কিনা, এরা আরবি নাম দেখেই মুসলিম বানিয়ে ফেলছে। এরা তাও জানেনা, অমুক আরব গণিতবিদ/আলকেমিস্ট কোন বিদ্যার অনুসরণ করে এত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে। অধিকাংশই জানলেও মু'তাযিলাদের ন্যায় যুক্তি দিয়ে অনুসরণের বৈধতা দ্বার করানোর চেষ্টা করে। এরা আপনাকে বলবে পশ্চিমা সাদাচামড়ার কাফিররা তাদেরকে অনুসরন করে উন্নত হয়েছে, সেখানে আমরা তাদের বিদ্যা অনুসরন করলে সমস্যাটা কোথায়!? এরা অনেকে স্বপ্ন দেখে কাফিরদের ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে কাফিরদেরকে intellectually dominate করার। হোক সেটা যাদুশাস্ত্র-ফরবিডেন নলেজ! তাতে কি যায় আসে! এদের মধ্যে শাসনব্যবস্থায় কাফিরদের অনুসরনে গনতন্ত্রের প্রতিও ভক্তি দেখবেন, এরা এর দ্বারা শান্তিপূর্নভাবে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামিক সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখে। একদিকে গনতন্ত্র, অন্যদিকে শয়তানি শাস্ত্র উৎসারিত বিদ্যা; উভয়ের সংযোগে কাফিরদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রগতিশীল আধুনিক ইসলাম অধ্যুষিত সুন্দর স্বপ্নিল সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন। মূল সমস্যাটা হচ্ছে হৃদয়ের বক্রতা এবং ব্যাধি! স্বভাবতই ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা ব্যাধিগ্রস্তদের বক্র পথকেই পছন্দ করবে।

প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা হক্কের উপর অবিচল সামান্যকিছু আলিমদেরকে রাখেন। যখন আরবে আরবে যাদুশাস্ত্রের প্রবেশ ঘটে তখনও একদল আলিম ছিলেন যারা সেসব যাদুশাস্ত্রের চর্চার বিরোধিতা করতেন, সতর্ক করতেন, এমনকি কুফরি আকিদার প্রচারকারী কথিত 'মুসলিম দার্শনিক'দের তাকফিরও করতেন। অধিকাংশ কথিত মুসলিম দার্শনিকরা ছিল শিয়া এবং অনুরূপ বাতিল ফির্কার অনুসারী। সম্ভবত তাদের বাতিল মতাদর্শগুলো শয়তানি শাস্ত্রের অনুসরনে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। এরা অবশ্যই কোন ভাল মুসলিম ছিল না। আজ পর্যন্ত অনেক আলিম সেসব বিদ্যার চর্চাকে হারাম এবং তৎকালীন কালাম শাস্ত্রের অনুসারীদের কাফির সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম যাহাবি বলেনঃ***"ইবনে সিনার 'আশ-শিফা' সহ অন্যান্য কিতাব এবং এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা সহ্য করার মত নয়।***
ইমাম গাযালি তার 'আল মুনকিয মিনাজ জলাল' কিতাবে ইবনে সিনা ও আল ফারাবিকে কাফির বলেছেন!"
[সিয়ারু আলামিন নুবালা (ইমাম যাহাবি)
খণ্ড- তের, পৃষ্ঠা- দুইশ]

৫ম পর্বে বিষয়গুলো আলোচনা হলেও আবারো দলিলগুলো প্রাসঙ্গিকতার জন্য আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। উনিশ শতকের পূর্বে বর্তমান বিজ্ঞানকে 'Natural Philosophy' নামে ডাকা হত। এটা ফিলোসফিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপরে 'বিজ্ঞান' বা 'সায়েন্স' নাম দেওয়া হয় যাতে করে সব শ্রেণী ধর্মমতের লোকেদের কাছে কৌশলে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মুজাহিদীনকে যদি হঠাৎ করে 'জঙ্গি' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয় এবং স্থায়ীভাবে নাম বদলে এই নামেই ডাকা হয়, বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জন্য সেটা বিশেষ সুবিধা ও সন্তুষ্টির কারন, তেমনি 'ন্যাচারাল ফিলসফি' শব্দটিকে 'science' শব্দ দ্বারা বদলে স্থায়ীভাবে ডাকার মধ্যেও তদ্রুপ বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ হয়। অধিকাংশ বরেণ্য আলিম-উলামাদের মতামত হচ্ছে ফিলসফি বা দর্শনশাস্ত্র নিষিদ্ধবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং এটা শিক্ষা করা হারাম।*The majority of fuqaha' have stated that it is haraam to study philosophy. Among their comments on that are the following:*
1 – Ibn Nujaym (Hanafi) said in al-Ashbaah wa'l-Nazaa'im : Acquiring knowledge may be an individual obligation, which is as much as one needs

for religious commitment to be sound; or it may be a communal obligation, which is in addition to the previous and is done for the benefit of others; or it may be recommended, which is studying fiqh and 'ilm al-qalb (purification of the heart) in depth; or it may be haraam, which is learning philosophy, magic (sleight of hand), astrology, geomancy, natural science and witchcraft. End quote from al-Ashbaah wa'l-Nazaa'ir ma'a Sharhiha: Ghamaz 'Ayoon al-Basaa'ir by al-Hamawi (4/125).

2 – al-Dardeer (Maaliki) said in al-Sharh al-Kabeer , discussing the kind of knowledge which is a communal obligation: Such as studying sharee'ah, which is not an individual obligation, and which includes fiqh, tafseer, hadeeth and 'aqeedah, and things that help with that such as (Arabic) grammar and literature, tafseer, mathematics and usool al-fiqh – not philosophy, astrology or 'ilm al-kalaam, according to the most sound opinion.

Al-Dasooqi said in Haashiyah (2/174): His phrase "according to the most sound opinion" means that it is forbidden to read the books of al-Baaji, Ibn al-'Arabi and 'Iyaad, unlike the one who says that it is essential to learn it in order to understand 'aqeedah and basic religious issues. But al-Ghazaali said that the one who has knowledge of 'ilm al-kalaam knows nothing of religious beliefs except the beliefs that the common people share, but they are distinguished by their ability to argue and debate.

3 – Zakariya al-Ansaari (Shaafa'i) said in Asna al-Mataalib (4/182): As for learning philosophy, magic (sleight of hand), astrology, geomancy, natural science and witchcraft, it is haraam. End quote.

[islamqa.info]

আলহামদুলিল্লাহ যাকারিয়্যা আল আনসারি(রহঃ) স্পষ্টভাবে 'ন্যাচারাল ফিলোসফি'কে আলাদাভাবে হারাম করেছেন।

4 – al-Bahooti (Hanbali) said in Kashshaaf al-Qinaa' (3/34): The opposite of shar'i knowledge is knowledge that is haraam or makrooh. Haraam knowledge is like 'ilm al-kalaam in which they argue on the basis of pure reason or speak in a manner that contradicts sound, unambiguous reports. If they speak on the basis of reports only or on the basis of texts and rational thought that is in accordance with them, then this is the basis of religion and the way of ahl al-sunnah. This is what is meant by the words of Shaykh Taqiy al-Deen. In his commentary he explains that even better. [Haraam knowledge also includes] philosophy, magic (sleight of hand), astrology and geomancy, as well as alchemy and natural sciences. End quote.[islamqa.info]

এরিস্টটল বলতেন ফিলোসফারগন নবীগনের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন(নাউজুবিল্লাহ),আর এর সাথে আল ফারাবিও একমত ছিলেন!
In Aristotle's view, the philosopher is of a higher status than a prophet, because the prophet understands things by means of imagination whereas the philosopher understands things by means of reason and contemplation. In their view, imagination is of a lower status than contemplation. Al-Faraabi agreed with Aristotle in viewing the philosopher as being of higher status than a prophet.[islamqa.info]

ইমাম শাফে'ঈ বলেন : ***The people did not become ignorant and begin to differ until they abandoned Arabic terminology and adopted the terminology of Aristotle.[islamqa.info][8]***

এবার আসুন দেখি ন্যাচারাল ফিলসফির তথা যাদুর ব্যপারে হাদিসে কিরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। আরবে গ্রীক যেসব যাদুশাস্ত্র প্রবেশ করে তা প্রধানত হার্মেটিক ট্রেডিশন(আলকেমি), Gnosis। আলকেমির ব্যপারে অনেকের ধারনা এর দ্বারা শুধুই স্বর্ণে রুপান্তরের চেষ্টা করা হত, কিন্তু এটাই মূল কাজ না।

এটাকে ছোট একটা Alchemical experiment এর অংশ ধরা যায়। আলকেমির মূল লক্ষ্য হচ্ছে যাদুকরদের physical perfection, immortality(অমরত্ব), physical transmutation,anti aging এবং spiritual transcendence! অর্থাৎ যাদুকরদের থিওরিটিক্যাল বা তাত্ত্বিক বিশ্বাসের বিষয়গুলোকে বস্তুজগতে বাস্তবে ঘটানোর চেষ্টা। নিজেদেরকে অতিমানবে রূপান্তর, দীর্ঘায়ু লাভ, অন্য dimension গুলোয় নিজেদেরকে পৌছানোর জন্য উপযুক্ত করবার জন্য ফিজিক্যাল ট্র্যান্সমিউটেশনের চেষ্টা। ধরুন,জ্বীন জাতি যে মাত্রায় বসবাস করে সেখানে পৌছানোর জন্য শরীরকে তৈরি করে নেওয়া। হার্মেটিক ট্রেডিশনের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রেরও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। প্রত্যেক আরব দার্শনিক, যারাই সেসব বিদেশী কিতাবাদি গ্রহন করেছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসরণ করত। এটা তাদের প্রাথমিক বিজ্ঞানের মত ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জ্যোতিষশাস্ত্রকে যাদুবিদ্যারই একটি শাখা বলেছেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومسدد، - المعنى - قالا حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحرزاد ما زاد " .

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর জ্ঞান শিক্ষা করলো সে যাদু বিদ্যার একটা শাখা শিক্ষা করলো। তা যতো বৃদ্ধি পাবে যাদুবিদ্যাও ততো

বাড়বে।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৯০৫
হাদিসের মান: হাসান হাদিস

যাদুকররা প্রকৃতির নিয়মনীতি(physics) ভালভাবে জানার চেষ্টা করে এবং এরা নিজেদের নফসের চরম অভিপ্রায়ের দ্বারা সেসব নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের উদ্দেশ্য বা কার্য হাসিল করে। যাদুকররা আল্লাহর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রন যেসব সৃষ্টির নীতিতে সেসবে নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে, নিজেদেরকে আকিদাগতভাবে ইলাহের আসনে বসিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এটা আল্লাহর উপর ভরসা করে দু'আ করার বিপরীত কার্য।যাদুকরা হচ্ছে ঈমান বিধ্বংসী বিষয়ের একটি। যাদু করবার পূর্বে অবশ্য কাফির হতে হয়, প্রকৃতির সমস্ত নীতির সাথে ইগো বা আমিত্বকে বিলীন করবার জন্য(আপনি না বুঝলেও যাদুকররা এই বাক্যগুলোর অর্থ বুঝবে)। এজন্য Monism বা ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা তাদের জন্য অপরিহার্য। যাদুকরদের ব্যপারে হাদিসে কিরূপ আচরণের হুকুম এসেছে?

মুহাম্মাদ ইব্নু আবদির রহমান ইব্নু সা'দ ইব্নু যুরারাহ (র) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, তাঁর কাছে রেওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) এক দাসীকে হত্যা করেছিলেন, যে দাসী তাঁর উপর জাদু করেছিল। এর পূর্বে তিনি উহাকে মুদাব্বার করে ছিলেন। পরে তাকে হত্যা করলেন। (হাদীসটি ইমাম মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন)
মালিক (র) বলেন, যে জাদু জানে এবং জাদু করে, তাকে হত্যা করাই উচিত।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৭১

عن بجالة بن عبدة أنه قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة.
বাজালাহ ইবনু আবাদাহ থেকে বর্ণিতঃ:

ওমর (রাঃ) মুসলিম গভর্নরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় বলেছিলেন, 'তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা কর' (বুখারী, বায়হাক্বী, আল-কাবায়ির ২৬ পৃঃ)।

উপদেশ, হাদিস নং ১৫৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা এবং এর চর্চা করা মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার মতই গর্হিত কার্য। অতীতের খ্রিষ্টানদেরকে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যাদুকরদের সাথে অবশ্যই উত্তম আচরণ করেছিলেন। হাদিসগুলোয় নির্দেশনা পাওয়া যায় যাদুকরদের সাথে কিরূপ করা উচিত ছিল এবং বর্তমান যাদুশাস্ত্র নির্ভর বিদ্যার এবং সেসব বিদ্যার mechanical প্রায়োগিক ব্যবহারের স্থানগুলোয় কি করা উচিত। এই শার'ঈ হুকুম সঠিকভাবে প্রাচীনকাল থেকেই পালন করা হলে এবং আজ পর্যন্ত এটা বলবৎ হলে অবশ্যই কাফিরদের সাথে ওইসব বিদ্যার অনুসরণ করে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রশ্নই ওঠে না। আফসোসের বিষয় আজ মুসলিম উম্মাহ যাদু শাস্ত্রের ব্যপারে মু'তাযিলাদের চিন্তাধারা লালন করে। এদের কাছে supernatural sorcery বলে কিছু নেই। Reality এর Law manifestation,manipulation কে হালাল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্যদিকে শয়তান জ্বীনের possession কে একমাত্র যাদুর প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করেছে,মা'আযাল্লাহ! এই ফিতনাও শুরু হয় ইবনে সিনা, জাবির ইবনে হাইয়্যান, আল ফারাবি, কিন্দিদের থেকে। এরাই সর্বপ্রথম যাদুশাস্ত্রকে স্বতঃসিদ্ধ বৈধ বিদ্যা বা বিজ্ঞান হিসেবে নিয়ে চর্চা শুরু করে। আজও এই চিন্তাধারার স্রোত প্রবহমান। অধিকাংশ মুসলিমরা আজ একই বিশ্বাস বা আকিদা লালন করে, অথচ এদিকে ঠিকই নিজেদের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি রাখছে।[৫]

ইবনে সিনা, ইবনে রুশদদের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া কুফরি শাস্ত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে সুফিবাদের নামে ইবনে আরাবি, রুমিরা মোটামুটিভাবে বিখ্যাত হয়। কিন্তু আলকেমিক্যাল হার্মেটিক যাদুচর্চাগুলোর প্রসার ও জনপ্রিয়তা প্রকাশ্যে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ততদিনে পশ্চিমারা আবারো ওইসব কিতাবাদি নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করা শুরু করে।
The Scholastic philosophers and theologians of the Middle Ages such as Aquinas later called Averroes "The Commentator," andMichael the Scot

translated several of Averroes' works within fifty years of the Arab's death. However, Averroes' reception in Western Europe contrasted with his ultimate rejection by Arabs in Spain.[33] Soon after Averroes, Greek ideas in the Arab world were largely opposed by those who disliked anything not "truly Arab."[উইকিপিডিয়া][৬]

রেনেসাঁ[The Occult Resurgence]

এরপরে ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে যাদুশাস্ত্রের কিতাবাদি সাথে করে ইউরোপে নিয়ে যায়। এ কাজে নাইট টেম্পলারদের[১৪] ভূমিকাও ছিল।

শোনা যায় এরা আল আকসা মসজিদ সংলগ্ন স্থান থেকে ওইসমস্ত নিষিদ্ধ যাদুবিদ্যার কিতাবাদির অংশবিশেষ সংগ্রহ করে যা হযরত সুলাইমান(আঃ) মাটিতে পুঁতে রাখেন। বাইজান্টাইন সম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে পশ্চিমা দেশগুলোয় আরবিতে অনুবাদিত অকাল্ট টেক্সট গুলোকে অনুবাদ করা শুরু হয়। শুরু হয় ১৫০০ বছর খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে নিষিদ্ধ লুক্কায়িত শাস্ত্রগুলোর পুনঃজাগরন। যে যুগে এসব পুনর্জীবিত হয় সেটাকে নাম দেওয়া হয় রেনেসাঁ[৮] যুগ(অকাল্ট নলেজের পুনঃজাগরনের যুগ)। সমাজের জ্ঞানীগুণী, উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে গ্রীকদর্শন এবং যাদুশাস্ত্রগুলো খুবই গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে। এ সময়টাকে যাদুশাস্ত্রের পুনঃবিপ্লবের যুগ বলা হয়। তখনই হিউম্যানিজমের (মানবতাবাদের আড়ালে নাস্তিকতা বা সর্বেশ্বরবাদ/মানুষকে deification) জাগরন[৭] শুরু হয়, যেটা আজ পর্যন্ত চলছে। Humanism, Pantheism(সর্বেশ্বরবাদ/আল ইত্তেহাদ), atheism, Monism(ওয়াহদাতুল উজুদ) এগুলো সবই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সেসময় এই humanism এর দর্শন হার্মেটিক ও গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এগুলোর বিবর্ধিত রূপ আজকের থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং নিউএজ মুভমেন্ট[১৫]।

The Renaissance began in the 14th century inFlorence, Italy.[8] Various theories have been proposed to account for its origins and characteristics, focusing on a variety of factors including the social and civic peculiarities of Florence at the time: its political structure, the patronage of its dominant family, the Medici,[9][10] and the migration of Greek scholars and their texts to Italy following the Fall of Constantinople to the Ottoman Turks.

AsRenaissance occultism gained traction among the educated classes, the belief in witchcraft, which in the medieval period had been part of the folk religion of the uneducated rural population at best, was incorporated into an increasingly comprehensive theology of Satan as the ultimate source of all maleficium.

The intellectual basis of the Renaissance was its version of humanism, derived from the concept of Roman Humanitas and the rediscovery of classical Greek philosophy, such as that of Protagoras, who said that "Man is the measure of all things." [উইকিপিডিয়া]

Two noteworthy trends in Renaissance humanism were Renaissance Neo-Platonism and Hermeticism, which through the works of figures like Nicholas of Kues, Giordano Bruno,Cornelius Agrippa, Campanella and Pico della Mirandola sometimes came close to constituting a new religion itself. Of these two, Hermeticism has had great continuing influence in Western thought, while the former mostly dissipated as an intellectual trend, leading to movements in Western esotericismsuch as Theosophy and New Age thinking.[18]The "Yates thesis" of Frances Yates holds that before falling out of favour, esoteric Renaissance thought introduced several concepts that were useful for the development of scientific method, though this remains a matter of controversy.[উইকিপিডিয়া]

রেনেসাঁয়[১২] আবারো যাদুবিদ্যার প্রসার বাড়লে চার্চকর্তৃক আবারো উইচ হান্ট চালু হয়। এর অনেক আগে থেকে থমাস এ্যাকুইনাসের মত পাদ্রীদের মধ্যেও আড়ালে আবডালে Gnostic দর্শন চর্চা শুরু হয়।*In the revival of neo-Platonism Renaissance humanists did not reject Christianity; quite the contrary, many of the Renaissance's greatest works were devoted to it, and the Church patronized many works of Renaissance art..[উইকিপিডিয়া]*

রেনেসাঁর সময় আজকের বিজ্ঞান,আর্ট(i.e: occult),আধ্যাত্মিকতা সব কিছু একই ছিল। তখন যাদুশাস্ত্র থেকে আধুনিক কস্মোলজির বিভিন্ন ধারনা(মহাশূন্য এবং সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ) গ্রহন শুরু হয়, টলেমি ও এরিস্টটল এর বিদ্যা থেকে দূরে সরে যাওয়া শুরু হয়।*Science and art were intermingled in the early Renaissance, with polymath artists such as Leonardo da Vinci making observational drawings of anatomy and nature.*

The rediscovery of ancient texts and the invention of printing democratized learning and allowed a faster propagation of more widely distributed ideas. In the first period of the Italian Renaissance, humanists favoured the study of humanities over natural philosophy or applied mathematics, and their reverence for classical sources further enshrined the Aristotelian and Ptolemaic views of the universe. Writing around 1450,Nicholas Cusanus anticipated the heliocentric worldview of Copernicus, but in a philosophical fashion.[উইকিপিডিয়া][১০]

যাদুবিদ্যার ইতিহাস এবং যাদুকরদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইয়ের লেখক যেমনঃ Christine Payne Tovler, Richard Kaczynski, David A. Shugarts, James Wasserman,Dan Brustein এর এক সাক্ষাতভিত্তিক ডকুমেন্টারিতে নিম্নলিখিত ইতিহাস উঠে আসেঃ

'যারা প্রাচীন গুপ্তবিদ্যাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাদের একজন ১৪৯৩ তে জন্মানো জার্মান ফিজিশিয়ান প্যারাসালসাস। তিনি চিকিৎসক হলেও আলকেমি চর্চায় মন দিয়েছিলেন। এরপরে দীর্ঘ একটা সময় জ্যোতিষশাস্ত্র এর উপর সময় দেন। তিনি তখন ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান বিক্ষিপ্ত অকাল্ট নলেজগুলো একত্রিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি অসংখ্য যাদুকর, ডাকিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার মিনারেল এবং কেমিকেলের উপর করা এক্সপেরিমেন্টগুলো আধুনিক ওষুধপথ্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

পরবর্তী শতাব্দীতে আরো অনেক কিছু অকাল্ট কিতাবাদি থেকে সমাজে চলে আসে যা পলিটিক্যাল এবং ধর্মব্যবস্থার বিপরীতে চলে যায়।

মার্সিলিনো ফিচিনো তার পৃষ্ঠপোষক কসিমো ডি মেডিচিকে সাথে নিয়ে ইতালিতে ১৫ শতকে অকাল্ট শাস্ত্রের উপর কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমেই মিশরীয় যাদুশাস্ত্র হার্মেটিক শাস্ত্রগুলো অনুবাদ করা শুরু করেন। বলা হয় বই গুলো হার্মিস ট্রিস্মাজিস্টাস নামের এক লোকের থেকে আসা। হার্মিসকে মাঝেমধ্যে মিশরের যাদুবিদ্যার দেবতা(যাদুশিক্ষার শয়তান) থোথ এর অন্যনাম বলা হয়। তিনি প্রায় হার্মেটিক ১২ টি কিতাব পান। সেগুলোকে পরবর্তীতে হার্মেটিকাম নামে ডাকা হয়। এসব কিতাবে মূল বিষয় ছিল, কিভাবে চেতনাকে বিস্তৃত করে সিদ্ধিলাভ(enlightenment) করা যায়, বিভাবে স্রষ্টার সমতুল্য অনুভব করা যায়(সুফিবাদের ওয়াহদাতুল উজুদ নির্ভর ফানাফিশাইত্বন)। কিতাবগুলোর মধ্যে একটার নাম ছিল এমারেল্ড ট্যাবলেট(Emerald Tablet), যেটা রেনেসাঁর সময়কার অকাল্টিস্টদের (অপবিজ্ঞানীদের) কাছে বাইবেলের(ভক্তিপূর্ন কিতাব) ন্যায় হয়ে যায়।
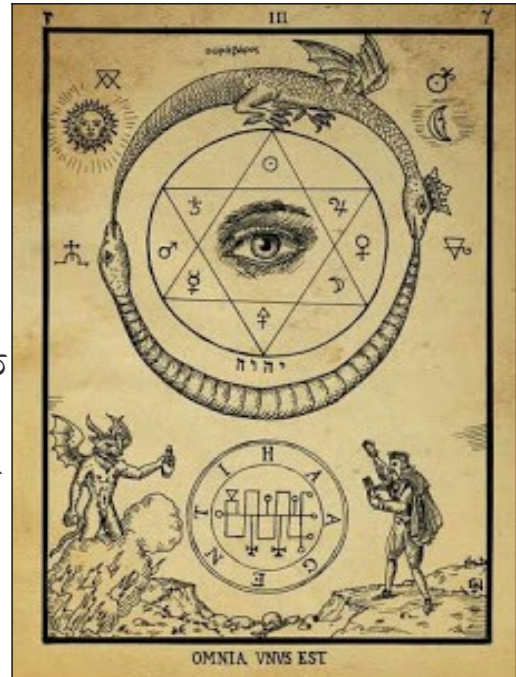
সেটায় ১৩-১৪ লাইনবিশিষ্ট বিশেষ অংশের শুরুতেই আছে,"As above, so below"। এখান থেকেই আধুনিক আকাশবিজ্ঞানের ধারনার ভিত্তিমূল রচিত হয়। (এটা থেকে বোঝানো হয়, যেরূপ উপরে তদ্রুপ নিম্নে অর্থাৎ পৃথিবীর নিচেও ঠিক এরকমই আছে অর্থাৎ স্ফেরিক্যাল পৃথিবী অপরদিকেও মানুষ থাকে, উপরে যেমন তারকা পৃথিবীর নিচের দিকে অপরপাশেও এরকম আকাশ ও তারকা আছে। অর্থাৎ স্পেসের বিশ্বাস এখান থেকেই আসা।) রেনেসাঁর সময়

হার্মেটিকামের দ্বারা নতুন প্রজন্মের অকাল্টিস্ট(যাদুকর/নিষিদ্ধ শাস্ত্রের অনুসারী) তৈরি হয়, যারা আবারো বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব(বিশ্বাসব্যবস্থা), যাদুবিদ্যা,গণিত সবকিছুকে এক সুতোয় বাধতে চেয়েছিলেন। এদের একজন ছিলেন জন ডি(John Dee)। জন ডি'কে পিথাগোরাসের মত অনুসরন ও সম্মান করা হত গুপ্তবিজ্ঞানের জন্য। জন ডি প্যারাসালসাসের পথ অনুসরন করে। তিনিও যাদুবিদ্যাগুলোকে পরীক্ষানিরীক্ষার দিকে নিয়ে যান, যা তাকে পরবর্তীতে মেধাবী ক্রিপ্টোগ্রাফার, গণিতবিদ এবং নেভিগেশনবিদ্যার পথিকৃৎ হিসেবে সমাদৃত হন। ডি ছিলেন রানী এলিজাবেথের ব্যক্তিগত কোর্ট জ্যোতিষী। ১৫৫৮ সালে রানী এলিজাবেথ যখন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন, তিনি তাকে কোর্টের জ্যোতিষীর পদ প্রদান করেন। এতে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তাছাড়া একজন গুপ্তচরের দায়িত্বও ছিলেন।

তাকে দিয়ে তৎকালীন চার্চের ক্ষমতা সরিয়ে প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানিটির প্রসারে ব্যবহার করা হত। জন ডি এর চেষ্টা এবং কুইন এলিজাবেথের সহযোগীতায় আলকেমিকে রাজ্যে বৈধ বিদ্যার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আলকেমি শুরুতে ছিল প্রাচীন মিশরের বিদ্যা। কিন্তু রেনেসার বিজ্ঞানীদের সহায়তায় একে নতুন মাত্রায় উন্নীত করা হয়। এটাকেই পরবর্তীতে নতুন নাম 'কেমিস্ট্রি' দেওয়া হয়। আলকেমি থেকে কেমিস্ট্রি। বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা যাই করিনা কেন সবকিছুই developed হয় আলকেমিদের হাতে। অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষন এবং বর্তমান সায়েন্টিফিক ম্যাথড(বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি) আলকেমিরই সন্তান। আলকেমিস্টরা আবিষ্কার করে ফসফরাস, জিংক, এ্যালকোহল শোধন, অসুস্থতার পেছনের জিবানুর অস্তিত্ব এবং এমনকি কিভাবে রক্ত সারাদেহে সঞ্চালিত হয় সে জ্ঞানও তাদের থেকে আসে।
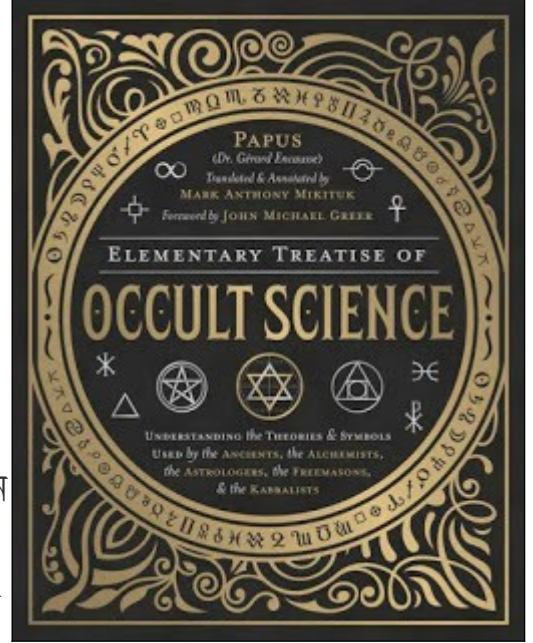
ডি এর আলকেমির পাশাপাশি আকর্ষন ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর বিদ্যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি এমন কোন বৈজ্ঞানিক উপায় ব্যবহার করতে পারেন যার দ্বারা অতিপ্রাকৃত স্বত্ত্বাগুলোর (শয়তান/জ্বিন) সাথে যোগাযোগ করা যায়।প্রাচীন সময় ট্যারটের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচলন ছিল কিন্তু জনডি এর পদ্ধতিটা ছিল স্ক্রাইং। এটা হচ্ছে কাচের গোলকে তাকিয়ে থেকে তা থেকে অতিপ্রাকৃত বার্তা গ্রহন। এসবকাজে এডওয়ার্ড ক্যালি অনেক সাহায্য করেন। এর মাধ্যমে তারা নতুন একটা ভাষা শিক্ষা করেন, একে নাম দেওয়া হয় ইনকিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ(Enoch: ইদ্রিস)।(এরা আসলে

সুলাইমান(আঃ) এর মত হযরত ইদ্রিস(আঃ) কেও যাদুবিদ্যার সাথে যুক্ত করেছে।) চ্যানেলিং বা শয়তানের সাথে ওইভাবে যোগাযোগের দ্বারা শেখা ওই ভাষায় নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, গ্রামার সবই ছিল। এডওয়ার্ড ক্যালি ও জন ডি তাদের এইভাবে শয়তানের সাথে যোগাযোগের খবরকে নতুন আবিষ্কার হিসেবে ইউরোপে গিয়ে প্রচার করতে গিয়ে মৌলবাদী খ্রিষ্টানদের দ্বারা বিপদে পড়ে। ডি ইংল্যান্ডে গিয়ে আবিষ্কার করেন তার লাইব্রেরী ও অকাল্ট সায়েন্স ল্যাবকে জনগন হামলা করে একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে। রেনেসাঁর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী জন ডি এরপরে যাদুকর সাব্যস্ত হয়ে কারাগারে বন্দিত্ব বরন করেন। জন ডি এর কারাবন্দীর পর গনহারে আবারো যাদুকরদের ধরপাকড় শুরু হয়। শুরু হয় উইচ হান্টিং। প্রায় ৪০০০০ যাদুকরদেরকে ১৪-১৬ শতকে হত্যা করা হয়। তখন অকাল্ট বিজ্ঞানের ধারকরা তাদের (গুপ্তবিদ্যাকে বাচিয়ে রাখতে) গোপনীয়তা বজায় রাখতে "Secret Society" গঠন শুরু করে। এরকমই সিক্রেট সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ফ্রিম্যাসন এবং রোজাক্রুশানিজম। (অজ্ঞতার জন্য আজকে সবকিছুর জন্য শুধুমাত্র ফ্রিম্যাসন নামের সিক্রেট সোসাইটিকেই সমস্ত কিছুর দায় দেওয়া হয়। অথচ সিক্রেট সোসাইটি মানে ওই একটাই নয়।) সিক্রেট সোসাইটি গুলো আবারো ইউরোপে বেশ বিস্তৃতি লাভ শুরু করে।১৭০০ শতকের Age of Enlightenment এর জন্য কারিগরের ভূমিকা পালন করে এই সিক্রেট সোসাইটি। এমনকি আমেরিকার গনতন্ত্র স্থাপনেও এই সিক্রেট সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'[৯]

রেনেসাঁর সময় মার্সিলিনো ফিচিনোদের জীবদ্দশায় তার পাশাপাশি আরো কিছু মহান ব্যক্তিরা এই যাদুশাস্ত্রের অনুসরন করেন, তাদের মধ্যে আছেন গ্যালিলিও,ফ্রান্সিস বেকন,নিকোলাস কোপার্নিকাস, জোহানেস কেপলার, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এবং স্যার আইজ্যাক নিউটন! তাদের নিয়ে বিশদ আলোচনা সামনে আসছে।

রেনেসাঁ যুগের পর কাফির খ্রিষ্টানদের হৃদয়কে আল্লাহ আরো বক্র করে দেন, এরা যাদুকরদের হত্যা বন্ধ করে। যাদুশাস্ত্রগুলোকে ধবংসের বদলে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। সিক্রেট সোসাইটিগুলো হয়ত তখনকার মৌলবাদী খ্রিষ্টানদের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে সেকুলার উদারচেতা খ্রিষ্টানদেরকে ক্ষমতায় বসানো শুরু করে। খ্রিষ্টানরা যাদুকরদের বিদ্যাগুলোকে সম্মান দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, তারা ওয়াহদাতুল উজুদ ও হুলুলের আকিদা অর্থাৎ Gnostic শিক্ষায় দীক্ষিত হতে শুরু করে। এরা অনেকে পুনর্জন্মবাদকেও বিশ্বাস শুরু করে।
The Church sponsored great Renaissance artists like Michelangelo and Leonardo da Vinci, who created some of the world's most famous artworks.

eincarnation was accepted by most of Gnostic Christian sects such as V alentinianism and Basilidians , but denied by the proto-orthodox one.

he study of the occult arts remained widespread in the universities across E urope up until the Disenchantment period of the 17th Century.[citation n eeded] At the peak of thewitch trials, there was a certain danger to be a ssociated with witchcraft or sorcery, and most learned authors take pains to learly renounce the practice of forbidden arts. Thus, Agrippa while a dmitting that natural magic is the highest form of natural philosophy u nambiguously rejects all forms ofceremonial magic (goetia or necromancy). I ndeed, the keen interest taken by intellectual circles in occult topics p rovided one driving force that enabled the witchhunts to endure beyond t he Renaissance and into the 18th century.[citation needed] As the i ntellectual mainstream in the early 18th century ceased to believe in w itchcraft, the witch trials soon subsided[উইকিপিডিয়া]

Age Of Enlightenment[অপবৈজ্ঞানিক বিপ্লব]

এরপরে রেনেসাঁ যুগের শেষে ১৭০০ সালে মিশর-ব্যবিলনিয়ান(হার্মেটিক/কাব্বালা) যাদুশাস্ত্রের অপবিদ্যা থেকে আহরিত (অপ)বিদ্যার দ্বারা (অপ)বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই নবযুগকে বলা হয় Age Of Enlightenment। রেনেসাঁ যুগ ছিল অপবিদ্যার পুনর্বিপ্লবের যুগ, সেটা

বিকশিত হয়ে পরিপূর্নতা লাভের যুগকে নামকরণ করা হয় Enlightenment এর যুগ। অর্থাৎ কুফরি অপবিদ্যা দ্বারা সিদ্ধ হবার যুগ, অপবিদ্যার আলো দ্বারা আলোকিত হবার যুগ! এ যুগকে Scientific Revolution নামেও ডাকা হয় বর্তমানে। এই যুগের সবচেয়ে বৈপ্লবিক ধারনাগত পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত মহাকাশব্যবস্থাকে পালটে প্রাচীন প্যাগান বিশ্বাসকে গ্রহন। অর্থাৎ টলেমিয়ান ধারনা থেকে বের হয়ে যাদুশাস্ত্র উৎসারিত আকিদা:সৌরকেন্দ্রিক আকাশব্যবস্থাকে বিশ্বাসের আসনে বসানো,সমতল পৃথিবীর বিশ্বাস থেকে বের হয়ে যাদুকর পিথাগোরাসের spherical পৃথিবীর বিশ্বাসকে গ্রহন। এজন্য কোপার্নিকাসের হার্মেটিক শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে লেখা একটি বই প্রকাশের সময় থেকে এই Age of enlightenment বা scientific revolution[১৩] এর যুগ শুরু হয় বলে অনেকে মনে করে। এই (অপ)বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের দ্বারা প্রাচীন যাদুকর ও প্যাগান ফিলসফারদের(পিথাগোরিয়ান) আকিদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

আবারো যাদুশাস্ত্র উৎসারিত মহাকাশতত্ত্বকে বিশ্বাসের আসনে বসানো হয়। কাব্বালিস্টিক কিতাব জোহারেও পৃথিবীর বর্তুলাকারের বর্ননা এসেছে। হাইপাথিয়াসহ আরো প্যাগান যাদুবিদ্যার অনুসারী দার্শনিকরা সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর কথা বলেছেন। তাছাড়া হার্মেটিক শাস্ত্রগুলোও সরাসরি হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির শিক্ষা দেয়, যেখান থেকে কোপার্নিকাস সরাসরি গ্রহন করেছিলেন(দলিল প্রমাণ সামনে আসছে)। (অপ)বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জোয়ারকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় ওই সময়কার গুপ্তসংগঠন(secret society) ফ্রিম্যাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংগঠন রয়্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই Royal Society তে ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন ও নিউটনের মত যাদুকর/intellectual গন। বেকন এবং নিউটন উভয়ই ছিল ফ্রিম্যাসন(Freemason)!*The Scientific Revolution took place in Europe towards the end of the Renaissance period and continued through the late 18th century, influencing the intellectual social movement known as the Enlightenment.*

The Scientific Revolution is traditionally assumed to start with the Copernican Revolution (initiated in 1543) and to be complete in the "grand synthesis" of Isaac Newton's 1687 Principia. Much of the change of attitude came from Francis Bacon whose "confident and emphatic announcement" in the modern progress of science inspired the creation of scientific societies such as theRoyal Society, and Galileo who championedCopernicus and

developed the science of motion.

While its dates are debated, the publication in 1543 of Nicolas Copernicus's De revolutionibus orbium coelestium (On the Revolutions of the Heavenly Spheres) is often cited as marking the beginning of the Scientific Revolution. [উইকিপিডিয়া]

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রথম দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রাচীন occult শাস্ত্র গুলোতে থেকে (নিষিদ্ধ)জ্ঞানকে পুনরুদ্ধার করা। এই কাজের সমাপ্তি হয় ওইসব শাস্ত্র গুলো থেকে উৎসারিত বিদ্যার উপর লেখা গ্যালিলিও, নিউটনদের নতুন ধরনের মহাকাশতত্ত্বের ব্যপারে গ্রন্থ্ প্রকাশের মাধ্যমে। সেসময় পৃথিবীর গতি, সৌরকেন্দ্রিকতার পাশাপাশি গ্রাভিটিকেও আবিষ্কার করা হয়। গ্রাভিটিকে তৎকালীন সাধারন magical force বলে আখ্যাদানের ভয়ে নিউটন সেসব একটু দেরীতে প্রকাশ করে। কারন যাদুশাস্ত্রের বিদ্যাগুলো সাধারন জনগনের মধ্যে স্বাভাবিকীকরনের(নর্মালাইজেশন) একটা বিষয় ছিল।*The beginning of the Scientific Revolution, the Scientific Renaissance, was focused on the recovery of the knowledge of the ancients; this is generally considered to have ended in 1632 with publication of Galileo's Dialogue Concerning the Two Chief World Systems.[8] The completion of the Scientific Revolution is attributed to the "grand synthesis" of Isaac Newton's 1687Principia. The work formulated the laws of motion and universal gravitation thereby completing the synthesis of a new cosmology.*

Great advances in science have been termed "revolutions" since the 18th century. In 1747,Clairaut wrote that "Newton was said in his own life to have created a revolution".[উইকিপিডিয়া]

এখন যেভাবে ওই যুগের সাথে 'সায়েন্স' বা বিজ্ঞান শব্দটিকে ব্যবহার করে বলা হচ্ছে 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব(scientific revolution)', এই বিজ্ঞান শব্দটি তখনো ছিল না। তখন তারা একে ন্যাচারাল

ফিলসফি এবং প্রাচীন অকাল্ট জ্ঞানের বিপ্লব বলা হত। উনিশ শতকে 'বিজ্ঞান' বা সায়েন্স শব্দটি তৈরি করার পর বিংশ শতকে এসে ওই যুগকে সায়েন্টিফিক রেভুল্যুশন এর যুগ নাম দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন সময়ে মৌলিক পরিবর্তন চলে আসে গাণিতিক, পদার্থবিদ্যা,মহাকাশতত্ত্ব, জীববিদ্যায়। কিন্তু তখনও এসব বিদ্যাকে প্রাচীন নাম 'ন্যাচারাল ফিলসফি' বলেই ডাকা হত। বিজ্ঞান(science) শব্দটির আবিষ্কার আরো অনেক পরে(এ বিষয়টা নিয়ে ৫ম পর্বে আলোচনা করেছি)। তখন সবকিছু দ্রুত বদলে যেতে শুরু করে। নিষিদ্ধবিদ্যার নবজাগরণে যেরূপে ওইসময় হয়েছে ওইরূপ আর কোন যুগেই হয়নি। হঠাৎ করে মানুষ উন্নয়নের আলো দেখতে পায়। এতে করে ন্যাচারাল ফিলসফারদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি জনগনের পালটে যেতে শুরু করে। অধিকাংশের মধ্যে যাদুবিদ্যার ব্যপারে সংকীর্ণ মনোভাব কমতে শুরু করে।*In the 20th century, Alexandre Koyréintroduced the term "scientific revolution", centering his analysis on Galileo. The term was popularized by Butterfield in his Origins of Modern Science.*

The period saw a fundamental transformation in scientific ideas across mathematics, physics, astronomy, and biology in institutions supporting scientific investigation and in the more widely held picture of the universe. The Scientific Revolution led to the establishment of several modern sciences. In 1984, Joseph Ben-David wrote:
"Rapid accumulation of knowledge, which has characterized the development of science since the 17th century, had never occurred before that time. The new kind of scientific activity emerged only in a few countries of Western Europe, and it was restricted to that small area for about two hundred years. (Since the 19th century, scientific knowledge has been assimilated by the rest of the world)".[উইকিপিডিয়া]
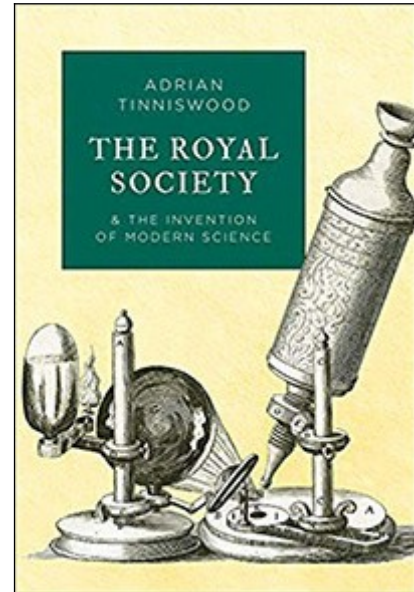
যাদুশাস্ত্রের বিপ্লবের পর বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সাথে সাথে মানুষের ধ্যানধারণা ও বিশ্বদর্শনে আসা

হঠাৎ পরিবর্তনের ব্যাপারে ওইসময়কার অনেক লেখক, ইতিহাসবিদ বলেন। তাদের মধ্যে এমনকি কবি John Donne আছেন। *Many contemporary writers and modern historians claim that there was a revolutionary change in world view. In 1611 the English poet, John Donne, wrote:*
[The] new Philosophy calls all in doubt,
The Element of fire is quite put out;
The Sun is lost, and th'earth, and no man's wit Can well direct him where to look for it.
[উইকিপিডিয়া]
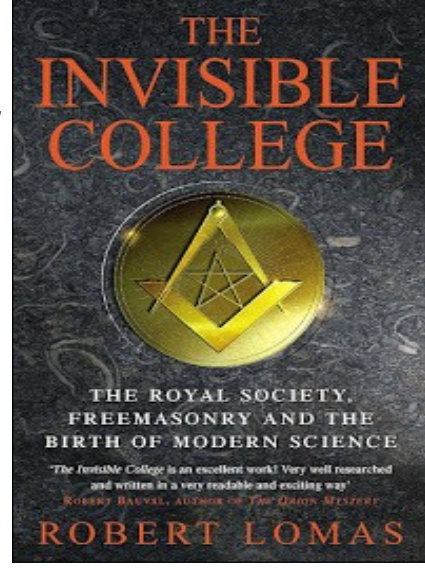
সায়েন্টিফিক রেভুল্যুশনের যুগে কথিত বিজ্ঞানের বিপ্লব টি ছিল আসলে প্রাচীন যাদুশাস্ত্রগুলোর পরিবর্ধন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের এই অকাল্ট বিদ্যার পুনরুত্থানে মধ্যযুগের আরব দার্শনিকদের(যাদুকর) অবদান অনস্বীকার্য। আলকেমিক্যাল বিদ্যার উপরেই নিউটনরা অনেক কাজ করে নতুন রূপ দান করে। তেমনি কোপার্নিকাস, কেপলাররা গ্রীক যাদুকর এবং মিশরীয় যাদুবিদ্যার দেবতা Thoth এর শাস্ত্রকে বর্ধিত করে হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রনমিকে সমৃদ্ধ এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ সেই প্রাচীন অকাল্ট প্যাগান ওয়ার্ল্ডভিউ এর আবারো রিভাইভাল হয়। প্রথমেই বলেছি ওই সময়ে এরিস্টটলের নিজস্ব অবজারভেশনের উপর দ্বার করনো বিদ্যায় ত্রুটি ধরা শুরু করে তাকে বর্জন করা হয় এবং অনুসরণ করা হয় সরাসরি খাটি যাদুশাস্ত্রকে।
এ কথা সরাসরি উইকিপিডিয়াতেও এসেছেঃ *It is also true that many of the important figures of the Scientific Revolution shared in the general Renaissance respect for ancient learning and cited ancient pedigrees for their innovations. Nicolaus Copernicus (1473–1543),[25] Galileo Galilei (1564–1642),[1][2][3][26]Kepler (1571–1630)[27] and Newton (1642–1727),[28] all traced different ancient and medieval ancestries for the heliocentric system.*

It is important to note that ancient precedent existed for alternative theories

and developments which prefigured later discoveries in the area of physics and mechanics; but in light of the limited number of works to survive translation in a period when many books were lost to warfare, such developments remained obscure for centuries and are traditionally held to have had little effect on the re-discovery of such phenomena; whereas the invention of theprinting press made the wide dissemination of such incremental advances of knowledge commonplace. Meanwhile, however, significant progress in geometry, mathematics, and astronomy was made in medieval times.
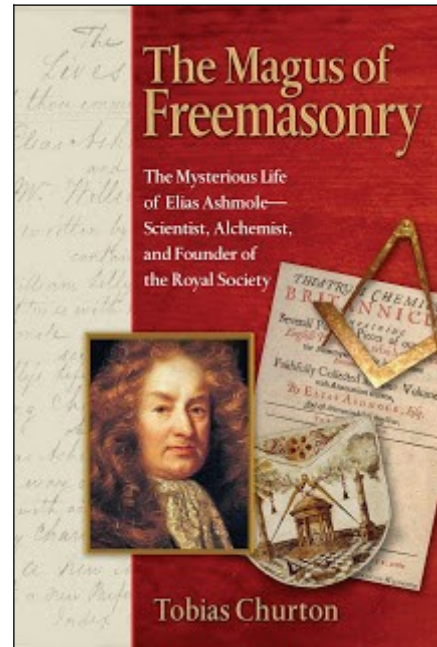
The Scientific Revolution was built upon the foundation of ancient Greek learning and science in the Middle Ages, as it had been elaborated and further developed byRoman/Byzantine science and medieval Islamic science. [6]

The "Aristotelian tradition" was still an important intellectual framework in the 17th century, although by that time natural philosophers had moved away from much of it.Key scientific ideas dating back to classical antiquity had changed drastically over the years, and in many cases been discredited.

[উইকিপিডিয়া]

সে সময়ে ন্যাচারাল ফিলসফার বা যাদুকরগন(scientist) যাদুশাস্ত্রভিত্তিক আকিদাকে সাধারন জনগণের মধ্যে সঞ্চালনের জন্য আরেকটি বিশাল পরিবর্তন আনেন। আগেরকার ন্যাচারাল

ফিলসফিতে আধ্যাত্মিকতার একটা অংশ ছিল। অকাল্ট সৃষ্টিতত্ত্বকে আকিদা বা বিশ্বাসের আসনে বসালে সেটাকে ঘিরে সর্বেশ্বরবাদী বা প্যাগান বিশ্বাসগত মেটাফিজিক্যাল থিওরি, বিজ্ঞান বা ন্যাচারাল ফিলসফিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ছিল। এখানেই পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। নিউটন, কোপার্নিকাসরা বস্তুজগতের ব্যপারে মেক্যানিক্যাল ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। এতে করে স্পিরিচুয়ালিটি এবং ন্যাচারাল ফিলসফি বাহ্যত আলাদা করে ফেলা হয়। এতে করে খ্রিষ্টান মুসলিমসহ সমস্ত ধর্ম মতাদর্শ তাদের চিন্তাধারা বা natural philosophy কে স্বতঃসিদ্ধ বৈধ বিদ্যা বা জ্ঞান হিসেবে গ্রহন করা শুরু করে। যখন থেকে spirituality কে বাদ দেওয়া হয় তখন থেকে Reductionism বা materialism(বস্তুবাদ) এর উত্থান ঘটে। মানুষের চিন্তাধারা বস্তুজগৎকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। এতে করে নাস্তিকতার জন্ম হয়। আগের যাদুশাস্ত্রের প্যান্থেইস্টিক ওয়ার্ল্ডভিউ-টিও ছিল এই নাস্তিকতার মুদ্রারই অপর পিঠ। পার্থক্য হচ্ছে Pagan Pantheism বা Monism এর প্রাচীন শয়তানী আকিদায় সবকিছুর উপর deify(ঐশ্বরিকতা) করা হয়। এতে করে প্রাচীন ন্যাচারাল ফিলসফিতে মানবকে ডিভাইন-পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বত্ত্বা হিসেবে দেখা হত,এনলাইটমেন্ট এবং জন্ম মৃত্যুর সাইকেল থেকে মুক্তি জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ছিল,কিন্তু আধুনিক ন্যাচারাল ফিলোসফি অনুযায়ী মানুষকে অসীম মহাশূন্যের ক্ষুদ্র ধুলিকণার মত পৃথিবীর বুকে ছোট্ট মাংস চামড়ার মূল্যহীন এবং উদ্দেশ্যহীন প্রকোষ্ঠ হিসেবে দেখা হয়। জীবনের কোন মানে নেই। এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফিলসফি থেকে spiritualistic worldview বাদ দেওয়ার ফসল। এখান থেকেই এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, কার্পিডিয়েম মতাদর্শ, ভোগবাদ(Epicurism) এবং পুঁজিবাদের এর উত্থান। Natural Philosophy কে নতুন শব্দের মোড়কে আবৃত করা হয়। একে নাম দেওয়া হয় 'Science'(বিস্তারিত পড়ুন ৫ম পর্বে)।

এরই মধ্যে কোপার্নিকান হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি ক্যাথলিকদের জেসাস সোসাইটি(জেসুইট অর্ডার) গ্রহন এবং ব্যাপক প্রচার শুরু করে। খুব শীঘ্রই জেসুইটদের প্রভাব অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো সমতল পৃথিবীর বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে বর্তুলাকার সূর্যকেন্দ্রিক আকাশবিজ্ঞানকে গ্রহন করে। ইউরোপের বাইরের কিছু কিছু অঞ্চল অবশ্য তাদের প্রচার

প্রচারণা মেনে নিতে অস্বীকার করে,কিন্তু পরবর্তীতে অনেক চাপের মুখ গ্রহন করতে বাধ্য হয়। এই জেসুইটের পেছনে ছিল সিক্রেট সোসাইটি (Freemason)[১১]। আসলে সিক্রেট সোসাইটিগুলো খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। এরা অকাল্ট ফিলোসফিকে আবারো পুনর্জাগরন

ঘটিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সেই হাতিয়ারকেই ব্যবহার করেছে, যেটা একটা সময়ে অকাল্টিজমের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত করেছিল। অর্থাৎ সেই খ্রিষ্টান প্রিস্টদেরকেই ব্যবহার করেছে। ওরা সেই কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলেছে।

অপবিজ্ঞানকে যখন 'বিজ্ঞান' শব্দ দ্বারা সবাইকে খাওয়ানো হলো তখন চরম ম্যাটেরিয়ালিজম বা বস্তুবাদী চেতনার উত্থান ঘটলো। আকাশ ও পৃথিবীর ব্যাপারে সৃষ্টিজগতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত এই প্রথমবারই যাদুশাস্ত্র ভিত্তিক অসত্য তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হলো, এরপরে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে দেখানো হলো যে পিথাগোরাস, হাইপাথিয়া ও হার্মেটিক-কাব্বালায় বলা যাদুশাস্ত্রের বর্নিত অদেখা জগতের বিবরণই সত্য। তাওরাত ইঞ্জিল কুরআন যা বলে তা পুরোনো দিনের উপকথা। এতে বর্নিত সৃষ্টিতত্ত্ব মিথ্যা। এক বিজ্ঞান প্রিচার সরাসরি বলেন, "৬ দিনের সৃষ্টিতত্ত্ব এর অবাস্তব কল্পকথায় আপনারা এতে বিশ্বাস করেন ভাল কথা,কিন্তু আপনাদের সন্তানদের এসব শেখাবেন না, কারন তাদেরকে আমাদের প্রয়োজন"!

এরপরে মিথ্যা নাটকের দ্বারা আসমান জয় করে বুঝানো হয়েছে আসমানের ব্যাপারে ভয়ের কিছু নেই, উপরে কেউই নেই। সত্যিই এক নভোচারী এ কথাই বলেছেন(সেটা উপরের ছবিতে

দেখছেন)। আকাশ ও পৃথিবীর ব্যপারে ধারনা পাল্টানোর পর আরেকটি অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ বা বিশ্বাস ব্যবস্থাকে পরিচিত করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেটা ছিল বিবর্তনবাদ। বিবর্তনবাদ যাদুকরদের খুবই প্রাচীন কুফরি আকিদা। সেই বাবেলের গিলগেমিশের কাব্য থেকে গ্রীক যাদুকর, এরপরে সরাসরি সায়েন্টিফিক theory! আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যপারেও এরপরে যাদুশাস্ত্রের প্যাগান বিশ্বাস বা কুফরি ওয়ার্ল্ডভিউ প্রতিষ্ঠা করা হয়। চলে আসে বিগব্যাং! এটা হচ্ছে cosmological evolution! অর্থাৎ আসমান-যমীন ও প্রান সৃষ্টিতে কোনকিছুরই হাত নেই, সবই আপনাআপনিই সৃষ্ট! বিখ্যাত ম্যাটেরিয়ালিস্ট পদার্থবিজ্ঞানী বিল ডকিংস বলেনঃ***"যদি কাউকে পান যে বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেনা,সে হচ্ছে নির্বোধ, মূর্খ। তাকে জনসমক্ষে বিদ্রুপ করুন, উপহাস করুন!"***

মুসলিম, খ্রিষ্টানদের অধিকাংশই এই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক বিবর্তনবাদী বিগব্যাং কস্মোলজির অপবিজ্ঞানকে সত্য হিসেবে গ্রহন করে ধর্মের সাথে এভাবে মিশিয়েছে যে,এরা বলে বিগব্যাং এর আগে আল্লাহ ছিলেন, তিনিই বিগব্যাং এর দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এভাবে (অপ)বৈজ্ঞানিক থিওরিকে ধর্মের সাথে মেশানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু আপনি কি মনে করেন(?) অকাল্টিজমের উপর দাঁড়ানো এই অপবিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের এই পথ অনন্তকাল খোলা রাখবে!? তারা তো অল্প কয়েক শতকের জন্য আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শনকে আলাদা রেখেছে সমস্ত মানুষের মধ্যে সেটা সঞ্চালনের জন্য। সকলের গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য। সেটা তারা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছে। এবার আবারো অকাল্টিজমের প্রত্যাবর্তনের পালা। এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া গত দুইশত বছরের বেশি সময় ধরে শুরু হয়ে গেছে। এবার যাদুকরদের কুফরি আকিদা পুরোপুরিভাবে গ্রহন করানোর সময় হয়ে গেছে। পিথাগোরাসদের যুগে যাদুবিদ্যা ছিল তার যুগের কথিত বিজ্ঞান বা ন্যাচারাল ফিলসফারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ,সেসব কখনোই সাধারন গনমানুষের বিশ্বাসের বিষয় হয়নি,আওয়াম জনগনের আকিদায় স্থান পায়নি। কিন্তু এবার নাইট টেম্পলার, ফ্রিম্যাসনদের চেষ্টায় নিউটন, গ্যালিলিওদের আন্তরিক শ্রমের দ্বারা যাদুশাস্ত্র থেকে 'বিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠার দ্বারা সবার বিশ্বাসের স্থানে কৌশলে বসানো হয়েছে। এবার occult worldview আওয়াম সাধারনের আকিদায় কৌশলে বসানোর পালা। এতে করে বৈজ্ঞানিকভাবেই যৌক্তিক ভাবেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নূন্যতম দুয়ারটিও রাখা হবে না। আপনি আর বলতে পারবেন না বিগব্যাং আল্লাহ ঘটিয়েছে বা তার পূর্বে আল্লাহ ছিল। ওরা যাদুকরদের অভিশপ্ত আকিদাকেই গ্রহন করাবে। বাবেলের সেই অপবিদ্যায় ফেরানোর জন্য গত ২০০ বছরের চেষ্টার পর সেই কাজ আজ একদম শেষভাগে। দাজ্জালকে রবের আসনে বসানোর জন্যই এত কিছু করা, তার আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আজ যারা যাদুশাস্ত্র ভিত্তিক সায়েন্টিফিক থিওরিগুলোকে অর্ধেকটা দেখেই

ইসলামাইজ করছে তারা নিকট ভবিষ্যতে কোথায় যাবে সেটা দেখবার বিষয়।

আজকের বিজ্ঞান আবারো প্রাচীন প্লেটোনিক পিথাগোরিয়ান যাদুশাস্ত্রের বিশ্বদর্শনের পথে ফিরে এসেছে। যাদুবিদ্যাকে পরম আরাধ্য বিজ্ঞানরূপে পূজা করবার এ যুগে চার-পাঁচশ বছর আগেও যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হত, সেই যাদুকরদের হত্যা করাকে মানব অধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে কুফফারসংঘ(জাতিসংঘ) স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে।
উইকিপিডিয়াতে এসেছেঃ*Witch-hunts in modern times are continuously reported by the UNHCR of the UNO as a massive violation of human rights.*
[উইকিপিডিয়া]

সুতরাং আজ দেখলেন কিরূপে মিশর ব্যবিলনের নিষিদ্ধ বিদ্যা এবং সেগুলোতে উল্লিখিত ফিজিক্স ও এস্ট্রোনমি অর্থাৎ ন্যাচারাল ফিলসফি বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, লুকায়িত বিদ্যাসমূহ প্রকাশ্যে সমাদৃত হয়। ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মেক্যানিক্যাল রিডাকশনিজম সবসময়ই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের ব্যপারে অস্বীকারের দর্শনই প্রচার করেছে। সেটার চূড়ান্ত ও প্রকৃত রূপ হিসেবে স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যপারে বিশ্বাসের যৌক্তিক দুয়ারটিও এবার বন্ধ করবার পালা। অর্থাৎ এই যাদুবিদ্যা উৎসারিত অপবিজ্ঞান আসলে কখনোই ভাল কোন দর্শনের শিক্ষা দেয় নি। সৃষ্টিকর্তার সাথে বিদ্রোহ করা যাদুশাস্ত্র গুলো থেকে আসলে সেটা আশাও করা যায় না।

[আজকের আলোচিত বিষয়গুলো এত বিশাল ঘটনাপূর্ণ যে সেসবের যেকোন একটির উপরেই আলাদাভাবে বই রচনা করা সম্ভব। এই সুবিশাল ঘটনাপ্রবাহ একদম সংক্ষিপ্তভাবে আজকের পর্বে বর্ননা করেছি। বলা যেতে পারে আজকের ১১তম পর্বের দ্বারা "বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান" আর্টিকেল সিরিজের শিরোনাম সমাপ্ত হলো। সামনে বিখ্যাত (অপ)বিজ্ঞানীদের নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু ইনশাআল্লাহ।]

Ref:
[১]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_pagans_in_the_late_Roman_Empi
re
https://www.learnreligions.com/what-is-persecution-700685
[২]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_magic
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Witch-hunt
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Witch_trials_in_the_early_modern_period
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Religion_in_ancient_Rome#Transition_to_Christi
an_hegemony
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_pagans_in_the_late_Roman_Empi
re
[৩]
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=409260446396654&id=359439831378716
[৪]
https://islamqa.info/en/88184
[৫]
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_24.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_68.html
[৬]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transmission_of_the_Greek_Classics
[৭]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism
[৮]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renaissance
[৯]
https://m.youtube.com/watch?v=wtXN1IYoVTk
[১০]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renaissance_magic
https://spacedoutscientist.com/2015/06/01/hermeticism-the-nexus-between-science-philosophy-and-spirit/
[১১]
https://www.truerestoration.org/the-suppression-of-the-jesuits/
[১২]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renaissance_magic
[১৩]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scientific_Revolution
[১৪]
https://crusaderhistory.wordpress.com/2017/07/31/knights-templar-the-occult/
http://www.knightstemplarorder.org/templar-treasure/
[১৫]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism
[১৬]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alchemy_and_chemistry_in_the_medieval_Islamic_world

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

পর্বঃ ১২

আলোচ্য বিষয় কোন কন্সপাইরেসি থিওরি না। বরং স্বীকৃত সত্য। আপনি কন্সপাইরেসি থিওরি হিসেবে এ বিষয়গুলো নিয়ে কোথাও কোন আর্টিকেল বা ভিডিও পাবেন না। এ স্বীকৃত সত্যের ব্যাপারে কাফিরদের কোন দ্বিমত নেই। অথচ আপনি কিছুই জানেন না, আপনাকে জানানো হয়নি। সবসময় প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোকে আপনার সামনে খুবই জ্ঞানগম্ভীর বিষয়রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এখনো হচ্ছে। আপনাকে কখনোই সুস্পষ্টভাবে প্রচলিত বিজ্ঞানের অকাল্ট অরিজিন্স এর স্বীকৃত সত্যের ব্যাপারে জানানো হবে না। এটাকে ঢেকে রাখা হয়, কারন আপনি এসব জানলে সম্ভবত আর মানতে চাইবেন না। সাধারণভাবে ধার্মিক কেউই তা মানতে চাইবে না, অন্তরে ব্যাধি যাদের, তাদের কথা আলাদা।

Scientific revolution নাকি hermetic revolution?

কসিমো ডি মেডিচি ও মার্সিলিনো ফিচিনো কর্তৃক আনিত, সংকলিত এবং অনুবাদিত হার্মেটিক (Hermeticism / Hermetic Qabala) কিতাবাদি রেনেসাঁ যুগে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজকে যাদেরকে বিজ্ঞানী বলে সম্মান দেখানো হয় এরা প্রত্যেকেই সেসব থেকে নিষিদ্ধ জ্ঞান আহরণ করে আকাশবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানে সেসবকে রূপ দিয়েছে। আমি যা বলছি, অনুরূপ ঐযুগের এবং ঐ যুগ পরবর্তী অনেক ইতিহাসবিদরাও বলেছেন। তাদের অনেকে এও বলেছেন, ***যদি পাশ্চাত্যে নিষিদ্ধ শাস্ত্র গুলো না প্রবেশ করত,এবং নিউটন, কেপলার, কোপার্নিকাসরা তার না অনুসরণ করত, তবে হয়ত আজকের এই কথিত বৈজ্ঞানিক বিপ্লব হত না।***

Many authors have written at length about the Hermetica's influence that inspired the great flowering of art and literature that is the Renaissance.

Historians of science, however, such as Lynn Thorndike, Frances Yates, Walter Pagel, and Eugenio Garin argued, in fact, that the influence of Hermetic, magical, and Neoplatonic thought on science and medicine was felt well into the first half of the 18th century and is reflected in the work of such luminary scientific figures as Copernicus, Kepler, Galileo, Boyle, Newton, and others.

আমি প্রায়ই শুধু হার্মেটিক শাস্ত্রগুলোর নাম উপর দিয়ে বলে যাই, সেখান থেকে রেফারেন্স না দেওয়ায় অনেকের কাছে সম্পূর্ন বিশ্বাসযোগ্য মনে নাও হতে পারে। আজ সেসব থেকে সামান্য কিছু উল্লেখ না করলেই নয়। এসব যাদুশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে কুফরি আকিদা, সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাধারা এবং মহাবিশ্বের ব্যাপারে হেলিওসেন্ট্রিক মডেল, infinite space, planetary notion, পৃথিবীসহ সমস্ত কস্মোর(cosmo) আবর্তন ইত্যাদি অনেক কুফরি আকিদা দ্বারা ভর্তি কথোপকথন। যেমনঃCorpus Hermeticum এর ২য় খণ্ড(পড়বার প্রয়োজন নেই)-

---

> *1. Hermes: All that is moved, Asclepius, is it not moved in something and by something?*
> *Asclepius: Assuredly.*
> *H: And must not that in which it's moved be greater than the moved?*
> *A: It must.*
> *H: Mover, again, has greater power than moved?*
> *A: It has, of course.*
> *H: The nature, furthermore, of that in which it's moved must be quite other from the nature of the moved?*
> *A: It must completely.*

2. H: Is not, again, this cosmos vast, [so vast] that than it there exists no body greater?

A: Assuredly.

H: And massive, too, for it is crammed with multitudes of other mighty frames, nay, rather all the other bodies that there are?

A: It is.

H: And yet the cosmos is a body?

A: It is a body.

H: And one that's moved?

3. A: Assuredly.

H: Of what size, then, must be the space in which it's moved, and of what kind [must be] the nature [of that space]? Must it not be far vaster [than the cosmos], in order that it may be able to find room for its continued course, so that the moved may not be cramped for want of room and lose its motion?

A: Something, Thrice-greatest one, it needs must be, immensely vast.

4. H: And of what nature? Must it not be, Asclepius, of just the contrary? And is not contrary to body bodiless?

A: Agreed.

H: Space, then, is bodiless. But bodiless must either be some godlike thing or God [Himself]. And by "some godlike thing" I mean no more the generable [i.e., that which is generated] but the ingenerable.

5. If, then, space be some godlike thing, it is substantial; but if 'tis God [Himself], it transcends substance. But it is to be thought of otherwise [than God], and in this way.

God is first "thinkable" <or "intelligible"> for us, not for Himself, for that the thing that's thought doth fall beneath the thinker's sense. God then cannot be "thinkable" unto Himself, in that He's

thought of by Himself as being nothing else but what He thinks. But he is "something else" for us, and so He's thought of by us.
6. If space is, therefore, to be thought, [it should] not, [then, be thought as] God, but space. If God is also to be thought, [He should] not [be conceived] as space, but as energy that can contain [all space].
Further, all that is moved is moved not in the moved but in the stable. And that which moves [another] is of course stationary, for 'tis impossible that it should move with it.
A: How is it, then, that things down here, Thrice-greatest one, are moved with those that are [already] moved? For thou hast said the errant spheres were moved by the inerrant one.
H: This is not, O Asclepius, a moving with, but one against; they are not moved with one another, but one against the other. It is this contrariety which turneth the resistance of their motion into rest. For that resistance is the rest of motion.
7. Hence, too, the errant spheres, being moved contrarily to the inerrant one, are moved by one another by mutual contrariety, [and also] by the spable one through contrariety itself. And this can otherwise not be.
The Bears up there <i.e., Ursa Major and Minor>, which neither set nor rise, think'st thou they rest or move?
A: They move, Thrice-greatest one.
H: And what their motion, my Asclepius?
A: Motion that turns for ever round the same.
H: But revolution - motion around same - is fixed by rest. For "round-the-same" doth stop "beyond-same". "Beyond-same" then, being stopped, if it be steadied in "round-same" - the contrary stands firm, being rendered ever stable by its contrariety.
8. Of this I'll give thee here on earth an instance, which the eye

can see. Regard the animals down here - a man, for instance, swimming! The water moves, yet the resistance of his hands and feet give him stability, so that he is not borne along with it, nor sunk thereby.
A: Thou hast, Thrice-greatest one, adduced a most clear instance.
H: All motion, then, is caused in station and by station.
The motion, therefore, of the cosmos (and of every other hylic <i.e., material> animal) will not be caused by things exterior to the cosmos, but by things interior [outward] to the exterior - such [things] as soul, or spirit, or some such other thing incorporeal.
'Tis not the body that doth move the living thing in it; nay, not even the whole [body of the universe a lesser] body e'en though there be no life in it.
9. A: What meanest thou by this, Thrice-greatest one? Is it not bodies, then, that move the stock and stone and all the other things inanimate?
H: By no means, O Asclepius. The something-in-the-body, the that-which-moves the thing inanimate, this surely's not a body, for that it moves the two of them - both body of the lifter and the lifted? So that a thing that's lifeless will not move a lifeless thing. That which doth move [another thing] is animate, in that it is the mover.
Thou seest, then, how heavy laden is the soul, for it alone doth lift two bodies. That things, moreover, moved are moved in something as well as moved by something is clear.
10. A: Yea, O Thrice-greatest one, things moved must needs be moved in something void.
H: Thou sayest well, O [my] Asclepius! For naught of things that are is void. Alone the "is-not" is void [and] stranger to subsistence. For that which is subsistent can never change to void.

A: Are there, then, O Thrice-greatest one, no such things as an empty cask, for instance, and an empty jar, a cup and vat, and other things like unto them?
H: Alack, Asclepius, for thy far-wandering from the truth! Think'st thou that things most full and most replete are void?
11. A: How meanest thou, Thrice-greatest one?
H: Is not air body?
A: It is.
H: And doth this body not pervade all things, and so, pervading, fill them? And "body"; doth body not consist from blending of the "four" <elements>? Full, then, of air are all thou callest void; and if of air, then of the "four".
Further, of this the converse follows, that all thou callest full are void - of air; for that they have their space filled out with other bodies, and, therefore, are not able to receive the air therein. These, then, which thou dost say are void, they should be hollow named, not void; for they not only are, but they are full of air and spirit.
12. A: Thy argument (logos), Thrice-greatest one, is not to be gainsaid; air is a body. Further, it is this body which doth pervade all things, and so, pervading, fill them. What are we, then, to call that space in which the all doth move?
H: The bodiless, Asclepius.
A: What, then, is Bodiless?
H: 'Tis Mind and Reason (logos), whole out of whole, all self-embracing, free from all body, from all error free, unsensible to body and untouchable, self stayed in self, containing all, preserving those that are, whose rays, to use a likeness, are Good, Truth, Light beyond light, the Archetype of soul.
A: What, then, is God?

> *13. H: Not any one of these is He; for He it is that causeth them to be, both all and each and every thing of all that are. Nor hath He left a thing beside that is-not; but they are all from things-that-are and not from things-that-are-not. For that the things-that-are-not have naturally no power of being anything, but naturally have the power of the inability-to-be. And, conversely, the things-that-are have not the nature of some time not-being....*

[Corpus Hermeticum:ii Asclepius]

এতে macrocosm, microcosm সহ অনেক আলোচনা দেখছেন। আজকের বৈজ্ঞানিক থিওরি যেন এসব যাদুশাস্ত্রের মধ্যে compressed অবস্থায় রাখা ছিল।স্পেসের ধারনা থেকে শুরু করে, সমস্তকিছুর আবর্তন এবং গোটা হেলিওসেন্ট্রিক থিওরিটিও এসব শাস্ত্র থেকে এসেছে।
Hermetica এর ১৬তম treaties এ সরাসরি সূর্যকে সকল গ্রহসমূহের মাঝে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। সব গ্রহগুলো একে কেন্দ্র করে ঘুরবার কথাও আছে।
"For the sun is situated in the center of the cosmos, wearing it like a crown" "Around the sun are eight spheres that depend from it : the spheres of the fixed stars and six of the planets; and the one that surrounds the earth."

[Hermetica, xvi treaties]

অতএব, দেখতেই পাচ্ছেন যে এই আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ও মতবাদ এসেছে এ সমস্ত যাদুশাস্ত্র থেকে। এখানে কোনরূপ অস্পষ্টতা নেই। রেনেসাঁর পর যাকে সায়েন্টিফিক রেভ্যুলুশন বলা হয় সেটা মূলত 'হার্মেটিক রেভ্যুলুশন'। এর উপর ভিত্তি করে পদার্থবিদ্যার যাবতীয় তত্ত্ব দাঁড়ানো, যেমন নিউটনিয়ান গ্রাভিটি,শক্তির নিত্যতা প্রভৃতি।
কোপার্নিকাস, কেপলার,গ্যালিলিওদের ব্যাপারে আপনার কি ধারনা? সম্ভবত এক বাক্যে বলে দিচ্ছেন - "মহান বিজ্ঞানী"! আসলেই কি তারা বিজ্ঞানী ছিল(?) নাকি তারা যা বিজ্ঞানের নামে এনেছে তা শয়তানি যাদুশাস্ত্র উৎসারিত অপবিজ্ঞান? তাদেরকে নিয়েই মূলত আজকের পর্ব।

(অপ)বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের বিকাশে রেনেসাঁ যুগ থেকে যাদের ভূমিকা ছিল তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপঃ

People and key ideas that emerged from the 16th and 17th centuries:

Nicolaus Copernicus (1473–1543) published On the Revolutions of the Heavenly Spheres in 1543, which advanced the heliocentric theory of cosmology.

Tycho Brahe (1546–1601) made extensive and more accurate naked eye observations of the planets in the late 16th century. These became the basic data for Kepler's studies.

Sir Francis Bacon (1561–1626) publishedNovum Organum in 1620, which outlined a new system of logic based on the process of reduction, which he offered as an improvement over Aristotle's philosophicalprocess of syllogism. This contributed to the development of what became known as the scientific method.

Galileo Galilei (1564–1642) improved thetelescope, with which he made several important astronomical observations, including the four largest moons of Jupiter(1610), the phases of Venus (1610 – proving Copernicus correct), the rings ofSaturn (1610), and made detailed observations of sunspots. He developed the laws for falling bodies based on pioneering quantitative experiments which he analyzed mathematically.

Johannes Kepler (1571–1630) published the first two of his three laws of planetary motion in 1609.

René Descartes (1596–1650) published hisDiscourse on the Method in 1637, which helped to establish the scientific method.

Isaac Newton (1643–1727) built upon the work of Kepler, Galileo and Huygens. He showed that an inverse square law for gravity explained the elliptical orbits of the planets, and advanced the law of universal gravitation. His development ofinfinitesimal calculus (along with Leibniz) opened up new applications of the methods of mathematics to science. Newton taught that scientific theory should be coupled with rigorous experimentation, which became the keystone of modern science.[উইকিপিডিয়া]

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি(১৪৫২-১৫১৯):
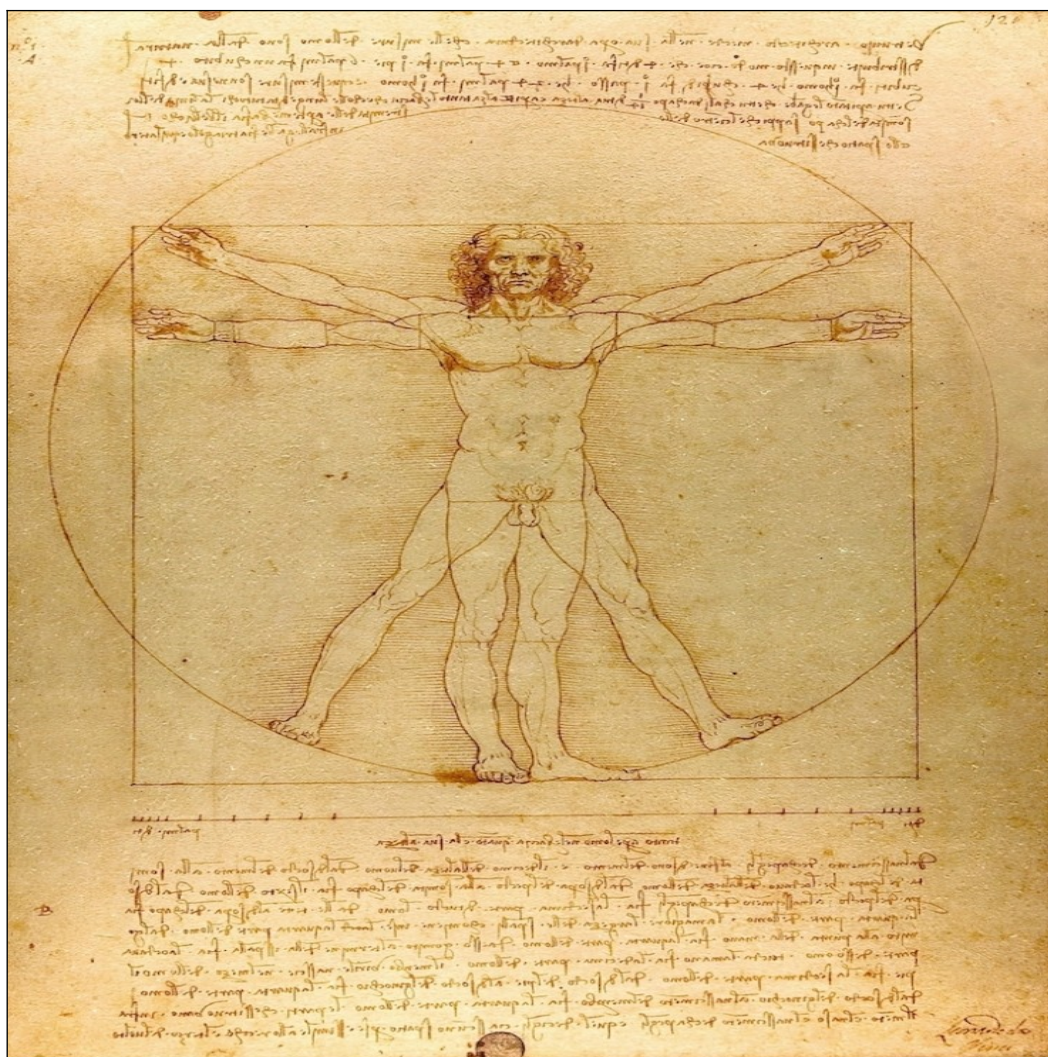
"Universal Genius" ও "Renaissance Man" খ্যাত লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিকে আমরা চিনি শুধুমাত্র মোনালিসার চিত্রকর হিসেবে। তিনি শুধুই চিত্রকর ছিলেন না। তিনি ছিলেন রেনেসাঁ যুগের প্রথমসারির একজন (অপ)বিজ্ঞানী। তিনি হার্মেটিক, জ্যোতিষশাস্ত্র, কাবালাহ(Qabalah) সহ সব ধরনের যাদুশাস্ত্রের অনুসরন করতেন[১৩]। তাছাড়া গ্রীক দার্শনিক-যাদুকরদের শাস্ত্র কিতাবাদির উপরেও অনেক গবেষণা করেন। অনেকে তাকে সিক্রেট সোসাইটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করে। তিনি প্রাচীন কুফরি বিদ্যা অনুসরণের অপরিহার্যতার ব্যপারে বলেনঃ***"Those who study the ancients and not the words of Nature are stepsons and not sons of Nature, the mother of all good authors."***
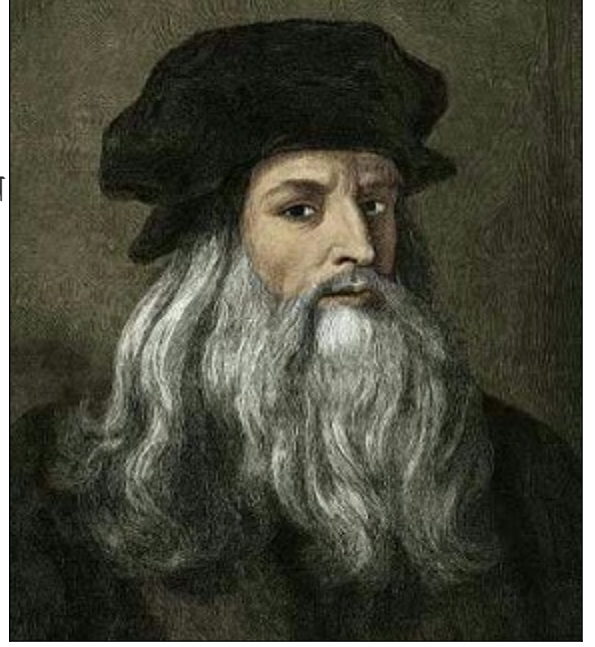
ভিঞ্চির ব্যবিলনিয়ান অকাল্ট টেক্সটের গভীর অনুসরণের বিষয়টা আজকে তার টিকে থাকা গবেষনাধর্মী অনুচ্ছেদে প্রকাশ পায়। তিনি Sacred Geometry নিয়ে গভীরভাবে ডুবে ছিলেন। তিনি কাব্বালিস্টিক Flower of life, platonic solids,Fibonacci spiral, golden ratio ইত্যাদি অকাল্ট আইডিয়ার সাথে প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যের সম্পর্ক উদ্ধারের কাজ করতেন। বামে flower of life নিয়ে তার obsession দেখছেন। Flower of life হচ্ছে sacred geometry এর মা। এর ভেতরেই সমস্ত প্লেটোনিক সলিডস, কাব্বালার ট্রি অব লাইফ, সিড অব লাইফ,ফ্রুট অব লাইফ! তিনি চেষ্টা করতেন প্রাকৃতিক সৃষ্টিকে অনুকরণ করে mechanical meaning এ সেসব বিদ্যাকে harness করতে।

তিনি পাখি/কীটপতঙ্গ উড্ডয়নের প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করে উড়োজাহাজের থিওরিটিক্যাল
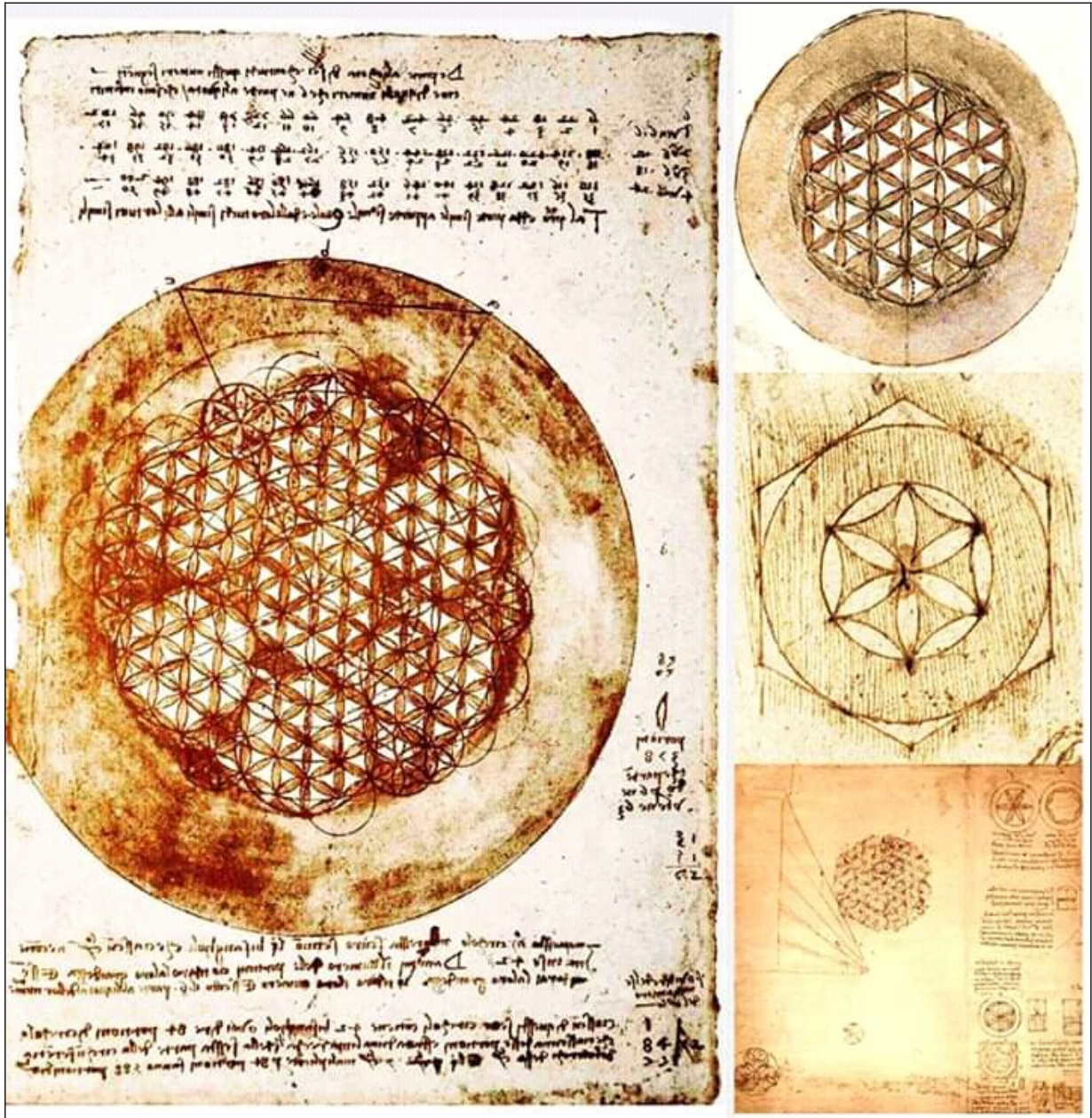
ডিজাইন করেছিলেন। তাকে মাঝেমধ্যে প্যারাসুট, হেলিকপ্টার, ট্যাংক আবিষ্কারের অবদানে স্মরণ করা হয়(উইকিপিডিয়া)।

"The wisest and noblest teacher is nature itself." – Leonardo da Vinci

Image by Buddy James
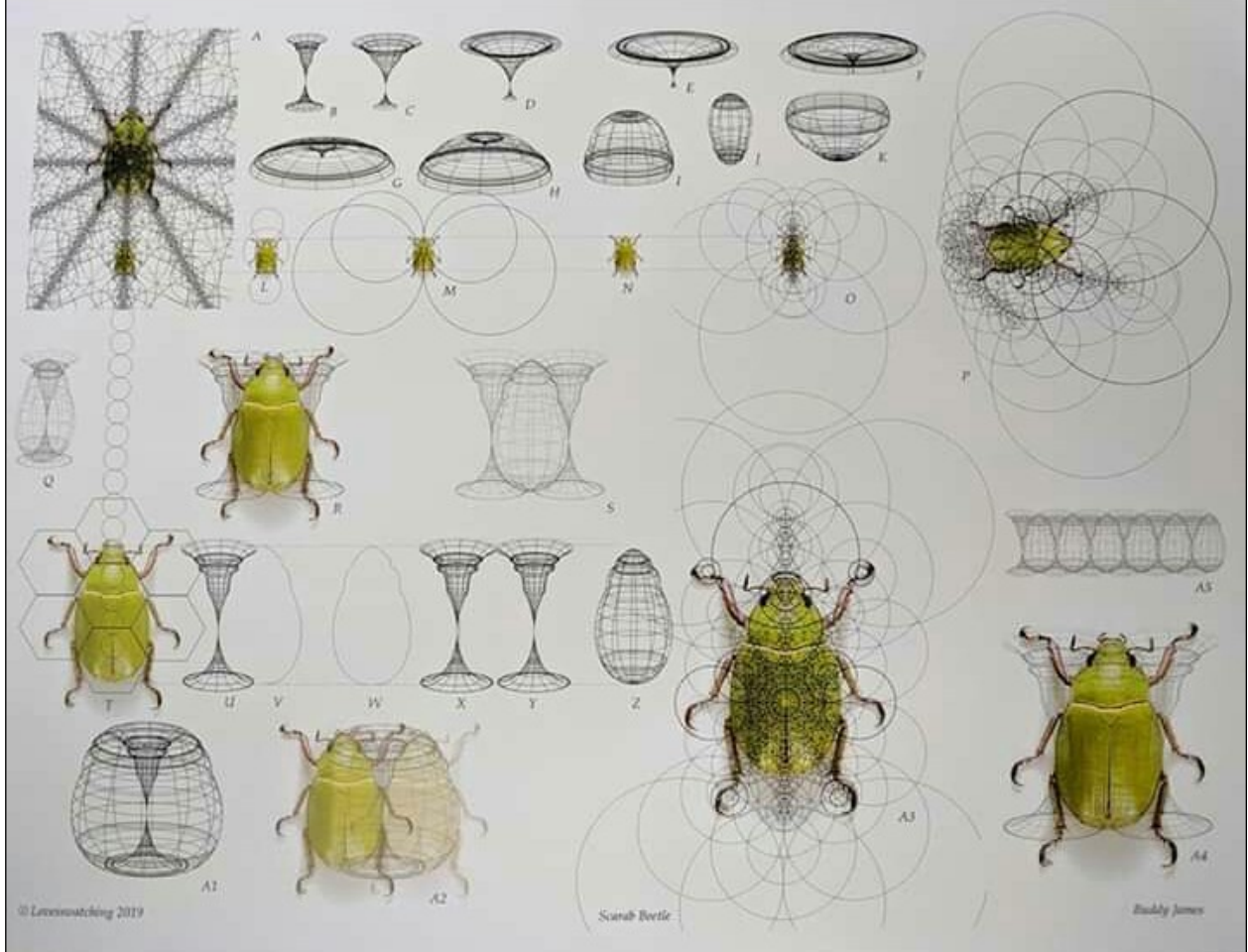
ভিঞ্চি স্বাভাবিকভাবেই অকাল্টিস্টদের ন্যায় কোন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করতেন না[১৪]। Giorgio Vasari তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে বলেনঃ***[Leonardo's] cast of mind was so heretical that he did not adhere to any religion, thinking perhaps that it was better to be a philosopher than a Christian."***

ভিঞ্চি ছিলেন একজন সমকামি, ১৯১০ সাথে এক প্রবন্ধে সিগমন্ড ফ্রয়েডও তাকে একজন

সমকামি বিজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করেন। অনেকে মনে করে এটা তার মানসম্মান একটু খাটো করেছে। আসলে যাদুবিদ্যার প্রত্যেক অনুসারীরা সহজাত প্রবৃত্তির বিপরীতে হাটতে হাটে, শয়তান এসব পথ তাদের চোখে শোভনীয় করে দেয়। এজন্য সবধরনের পাপাচার এদের অভ্যাসের বিষয়ে পরিণত হয়।

জিওর্দানো ব্রুনো(১৫৪৮-১৬০০):

জিওর্দানো ব্রুনো ছিলেন হার্মেটিক অকাল্টিস্ট (যাদুকর), যিনি কোপার্নিকাসের আগেই আজকের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন যাদুকরদের প্যাগান কস্মোলজির কথা বলেছিলেন।

তিনি বলতেন তারকারা হচ্ছে দূরবর্তী গ্রহগুলোর সূর্য, মহাবিশ্ব অসীম, অন্যান্য গ্রহগুলোয় প্রানের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তিনিও এন্যাক্সিম্যান্ডারের ন্যায় Cosmic Pluralism এ বিশ্বাস করতেন। এরকমটা ধারনা করা হয় কোপার্নিকাস ব্রুনোর মতবাদটাকে যাদুশাস্ত্রের অনুসরণে পূর্নতা দান করেন।উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ীঃ*Giordano Bruno (/ dʒɔːr'dɑːnoʊ 'bruːnoʊ/ ,Italian: [dʒor'daːno 'bruːno] ; Latin : Iordanus Brunus Nolanus; born Filippo Bruno , (1548 – 17 February 1600) was an Italian Dominican friar , philosopher, mathematician, poet, cosmological theorist, and Hermetic occultist. [3][4] He is known for his cosmological theories, which conceptually extended the then-novel Copernican model . He proposed that the stars were distant suns surrounded by their own planets , and he raised the possibility that these planets might foster life of their own, a philosophical position known as cosmic pluralism . He also*
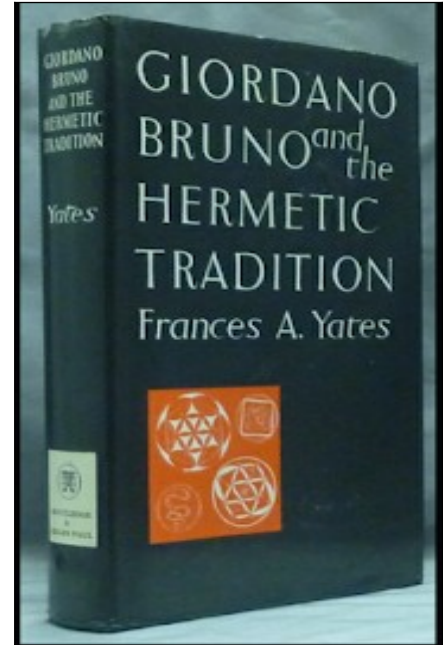
insisted that the universe is infinite and could have no "center".(উইকিপিডিয়া)

যাদুকরদের সাধারন বিশ্বাস অনুযায়ী ব্রুনো সর্বেশ্বরবাদ ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। খ্রিষ্টান থিওলজিকে অস্বীকার করতেন। চার্চ অথোরিটি সেটা টের পেলে পুড়িয়ে রোষ্ট করে হত্যা করে। বিংশ শতকে এসে তাকে 'বিজ্ঞানের জন্য শহীদ' বলে সম্মাননা দেওয়া হয়!! *Starting in 1593, Bruno was tried for heresy by the Roman Inquisition on charges of denial of several core Catholic doctrines, including eternal damnation , the Trinity , the divinity of Christ , the virginity of Mary, and transubstantiation . Bruno's pantheism was also a matter of grave concern, [5] as was his teaching of the transmigration of the soul . The Inquisition found him guilty, and he was burned at the stake in Rome's Campo de' Fiori in 1600. After his death, he gained considerable fame, being particularly celebrated by 19th- and early 20th-century commentators who regarded him as a martyr for science(উইকিপিডিয়া)*

অর্থাৎ বুঝতে পারছেন, যাদুশাস্ত্র অনুসরন করে কুফরি আকিদা ধারন করার নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। এর জন্য মৃত্যু হচ্ছে বিজ্ঞানের জন্য শহীদ! ইতিহাসবিদ ফ্রান্সিস ইয়েট তার মিশরীয় হার্মেটিক শিক্ষা, যাদুবিদ্যার দেবতা(শয়তান) থোথ এবং জ্যোতির্বিদ্যার অনুসরনের কথা উল্লেখ করেন।তিনি তার হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের অনুসরনের উপর একটা বিখ্যাত বই লেখেন। নামঃ “GIordano Bruno and the Hermetic Tradition"। উইকিপিডিয়াতে এসেছে ,*Historian Frances Yates argues that Bruno was deeply influenced by Arab astrology (particularly the philosophy of Averroes [14]),Neoplatonism , Renaissance Hermeticism, and Genesis -like legends surrounding the Egyptian god Thoth . (উইকিপিডিয়া)*

বিস্তারিতঃ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno_and_the_Hermetic_Tradition

আমার মনে পড়ে ছোটবেলায় বাংলা ২য় পত্রের কোন একটা রচনায় পড়েছিলাম, "সত্য কথা বলায় ব্রুনোকে হত্যা করা হয়েছিলো আগুনে পুড়িয়ে"! তখন জানতাম না কি সেই "সত্য"! এখন বুঝতে

পারছি, আজকের শিক্ষাব্যবস্থার ধারকদের কাছে প্যাগান থিওলজি এবং যাদুশাস্ত্রের মতবাদগুলো হচ্ছে "সত্যকথা"!

ব্রুনো[৩] হার্মেটিজম এবং মিশরীয় যাদুর দেবতা থোথের অনুসরনে অনেক এ্যাডভান্স বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোকে আগেভাগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর আবর্তন বা গতি, স্থির তারকাদেরকে সূর্য বলবার পাশাপাশি মহাবিশ্বকে অসীম অনন্ত বলতেন আজকের বিজ্ঞানীদের ন্যায়। মূলত আজকের বিজ্ঞানীদের বিদ্যার অরিজিন ওই একটিই। রেনেসাঁ ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে সেসব শাস্ত্র থেকেই এসব তত্ত্ব গ্রহন করে বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা উপরেই দেখিয়েছি। *The universe is then one, infinite, immobile.... It is not capable of comprehension and therefore is endless and limitless, and to that extent infinite and indeterminable, and consequently immobile.[উইকিপিডিয়া]*

Steven Soter এর মতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তারকারা হচ্ছে অন্যগ্রহদের সূর্য। *he was the first person to grasp that "stars are other suns with their own planets."[উইকিপিডিয়া]*

অনেকে ব্রুনোকে তার একাধিক সমান্তরাল জগতের অস্তিত্বের বিশ্বাসের জন্য মনে করেন যে তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অগ্রদূত। উইকিপিডিয়াতে এসেছেঃ*Others see in Bruno's idea of multiple worlds instantiating the infinite possibilities of a pristine, indivisible One, [52] a forerunner of Everett 's many-worlds interpretation of quantum mechanics.[উইকিপিডিয়া]*

ব্রুনো ট্রেডিশনাল যাদুকরদের ন্যায় ফিফথ ইলিমেন্ট ইথারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। যাদুকরদের ভাষায় ইথার হচ্ছে এমন একটা ফোর্সফিল্ড যেটা সমস্ত স্পেস বা দৃশ্যমান ফাকাস্থানে বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিরাজমান।ইথার এমনকি সমগ্র বস্তুজগতের অস্তিত্বের energetic level এর মূলে প্রবহমান। অর্থাৎ এটা সমস্ত অস্তিত্বের নিচে ছেয়ে আছে। অনেকে ব্রুনোকে প্যান্ডেইস্ট বলতেন। Pandeism হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদের উপর গড়ে ওঠা শাখাগত দর্শন। এর দ্বারা বলা হয় সর্বপ্রথম একজন সৃষ্টিকর্তা ছিলেন পরবর্তীতে এই সৃষ্টিকর্তার নিজের অস্তিত্ব বিলোপিত হয়ে মহাবিশ্বের আকার ধারন করে। অর্থাৎ প্যান্থেইজম অস্তিত্বের শুরুটাকে ব্যাখ্যা করত না, সেটা

সমস্যাকে কাটাতে এই শাখার সৃষ্টি। পদার্থবিদ ম্যাক্স বার্নহার্ড উইনস্টেইন বলেন ব্রুনোর শিক্ষায় প্যান্ডেইজম চরমভাবে প্রকাশ পায়, যাতে বলা হয় সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। *Max Bernhard Weinstein in his Welt- und Lebensanschauungen, Hervorgegangen aus Religion, Philosophie und Naturerkenntnis ("World and Life Views, Emerging From Religion, Philosophy and Nature"), wrote that the theological model of pandeism was strongly expressed in the teachings of Bruno, especially with respect to the vision of a deity for which "the concept of God is not separated from that of the universe."(Wikipedia)*

যাদুকর ব্রুনোকে কুফরি আকিদা বা মতবাদের জন্য আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য যাদুকর এবং আজকের বিজ্ঞানীরা ঘৃনার সাথে আজও চার্চের ওইকাজকে অভিশাপ করে। তাকে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। বহির্জগতের এলিয়েনসন্ধানী সংস্থা SETI তাকে বিশেষ সম্মাননা দেয় বেশ কিছু বছর আগে। রোস্টেড(ঝলসানো) ব্রুনোর সম্মানে চাঁদের ২২ কিলোমিটার কথিত গর্তের নাম রাখা হয়েছে Giordano এবং (তার লেখা প্যাগান আকিদার বইয়ের নামে) Cenaceneri। *The 22 km impact crater Giordano Bruno on the far side of the Moon is named in his honor, as are the main belt Asteroids 5148 Giordano and 13223 Cenaceneri ; the latter is named after his philosophical dialogue La Cena de le Ceneri ("The Ash Wednesday Supper")[উইকিপিডিয়া]*

নিকোলাস কোপার্নিকাস(1473-1553):

আজকে যদি কথিত বিজ্ঞানীদের মহাকাশবিজ্ঞানে অবদান নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে সবার প্রথম যে নামটি আসবে সেটা হচ্ছে কোপার্নিকাস।

তাকেই অধিকাংশ মানুষ হেলিওসেন্ট্রিক বা সূর্যকেন্দ্রিক আকাশতত্ত্বের জনক মনে করে। তখন তো আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়নি।তখন জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির বিপরীতে যাই বলা হত ,সেটা হতো চূড়ান্ত অপরাধের। । কাল্পনিক স্যাটেলাইট এবং রকেট, ড্রোন ইত্যাদির কোন কিছুই ছিল না। তাহলে তিনি কোথা থেকে জ্ঞান আহরণ করে এ তত্ত্ব প্রচার করতেন? কিসের অনুসরনে

এসব পেলেন! উত্তর হচ্ছে যাদুশাস্ত্র। গতপর্বে দেখিয়েছি রেনেসাঁর সময় অকাল্ট মিস্টিসিজমের অভ্যুত্থান। যাদুশাস্ত্র থেকে বিভিন্ন প্রাচীন প্যাগান মতাদর্শ সমাজে প্রচারে যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছে নিকোলাস কোপার্নিকাস। কোপার্নিকাস গভীরভাবে অনুসরণ করেছেন হার্মেটিক যাদুশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রকে। তাছাড়া পিথাগোরাস এবং প্লেটোনিক দর্শনকেও অনুসরন করেন। এর উপর ভিত্তি করে সমকালীন যুগের প্রতিষ্ঠিত টলেমিয়ান মহাকাশবিজ্ঞানের প্রতি প্রশ্ন তুলতে সাহস করেছেন। তৎকালীন সময়ে আজকে যেভাবে মহাকাশবিজ্ঞান বলে আলাদা জ্ঞানগত শাখা তৈরি হয়েছে ওই যুগে সেসব ছিল না। এসব বিদ্যা ন্যাচারাল ফিলসফির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কথিত বিজ্ঞান বা সায়েন্টিফিক ম্যাথড তখনো গজায় নি। এই সৌরজগতের ধারনা ছিল শুধুই (যাদুশাস্ত্রভিত্তিক)দার্শনিক চিন্তা। কোপার্নিকাসের সমকালীন অধিকাংশ দার্শনিকগন তার এ চিন্তাধারাকে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু তার মত যারাই যাদুশাস্ত্রকে প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করেছে, তারা মান্য করেছে। যেমনঃ হার্মেটিস্ট ব্রুনো, এরকমটা ধারনা করা হয় ব্রুনোর সিনা নামের গ্রন্থটিকে অনুসরণ করে কোপার্নিকাস হেলিওসেন্ট্রিক থিওরিটিকে আরো বিস্তৃত করেন বা পূর্নতাদান করে। কোপার্নিকাস ব্রুনোকে অনুসরন করুক বা না-ই করুক, তাদের অনুসৃত শাস্ত্র যে যাদুশাস্ত্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কোপার্নিকাস এরিস্টটলকে অগ্রাহ্য করতেন, সরাসরি প্যাগান মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। *Copernicus' 1543 work on the heliocentric model of the solar system tried to demonstrate that the sun was the center of the universe. Few were bothered by this suggestion, and the pope and several archbishops were interested enough by it to want more detail.[67] His model was later used to create the calendar of Pope Gregory XIII.[68]However, the idea that the earth moved around the sun was doubted by most of Copernicus' contemporaries. It contradicted not only empirical observation, due to the absence of an observable stellar parallax,[69]but more significantly at the time, the authority of Aristotle.*
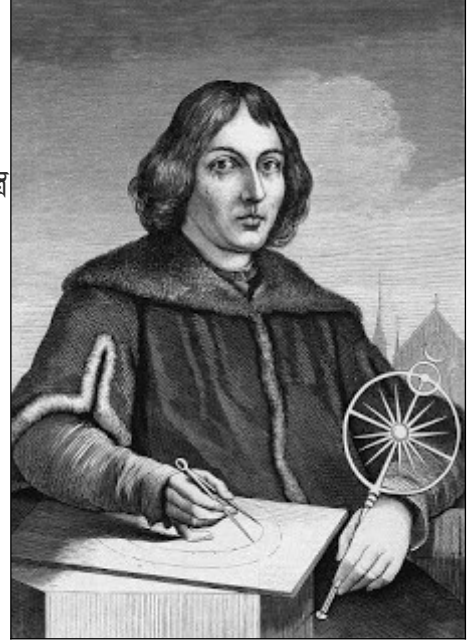
He ignored Aristotelianism. In broader terms, his work marked another step

towards the eventual separation of science from both philosophy and religion; a major development in human thought.[উইকিপিডিয়া]

তার কর্মসমূহ দর্শন ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে আলাদা করবার ক্ষেত্রে গভীর ভূমিকা পালন করে। অথচ আইরনিক্যাল ব্যপার হচ্ছে উনি নিজেই প্যাগান স্পিরিচুয়াল প্যারাডাইম বা অকাল্ট মিস্টিসিজমের অনুসরণ করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, প্যাগান ডক্ট্রিনগুলোয়(মতবাদ) সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা দেখিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার প্রসার। হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রভিত্তিক কোপার্নিকাসের বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে On the Revolutions of the Heavenly Spheres। অনেকে এই বই প্রকাশের সময়টাকে কোপার্নিকান রেভ্যুল্যুশনের[১] শুরু বলে মনে করেন। তার এই মতাদর্শের দ্বারা প্রাচীন যুগের লুকিয়ে রাখা অপ্রতিষ্ঠিত প্যাগান যাদুকরদের কুফরি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার দুয়ার উন্মুক্ত হয়। এ আর্টিকেল সিরিজের ২য় থেকে ১০ম পর্ব পর্যন্ত দেখিয়েছি এই হেলিওসেন্ট্রিক মতাদর্শ বা আকিদা হাইপাথিয়াসহ প্রাচীন অনেক গ্রীক যাদুকর/দার্শনিকদের(ফিলোলাউস,হিরাক্লিডিস,এরিস্টারসাস) মাঝে বিদ্যমান ছিল। হার্মেটিক শাস্ত্রে সৌরজগত বা সূর্যকেন্দ্রিকতা,স্পেস, আবর্তন প্রভৃতির বর্ননা আজ স্পষ্টভাবে উপরে উল্লেখ করেছি। কোপার্নিকাস হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের অনুসরণ এত গভীরভাবে করেছিলেন যে হেলিওসেন্ট্রিক মডেলের বর্ননা দিতে গিয়ে হার্মিসের রেফারেন্স দিয়ে উল্লেখ করেন। তিনি সূর্যকে মহাবিশ্বের শাসক-দেবতা হিসেবে দেখেন। অর্থাৎ হেলিওসেন্ট্রিক মতবাদ আসলে প্রাচীন মুশরিকদের সূর্যপূজার ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত শিরকি মতবাদ। কোপার্নিকাস সরাসরিই সৌরজগতকে মন্দির হিসেবে উল্লেখ করেন। আজ আমরা মুসলিম উম্মাহ সেই শিরক মিশ্রিত কুফরি বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছি! মা'আযাল্লাহ!

কোপার্নিকাস বলেনঃ ***"In the middle of all sits the Sun enthroned. In this most beautiful temple could we place this luminary in any better position from which he can illuminate the whole at once? He is rightly called the Lamp, the Mind, the Ruler of the Universe; Hermes Trismegistus names him the Visible God, Sophocles' Electra calls him the All-seeing. So the Sun sits as upon a royal throne ruling his children the planets which circle around him."***

*অর্থ ঃ****"সব কিছুর মধ্যখানে সূর্য তার সিংহাসনে বসে,এই মন্দিরে আমরা কি এই নক্ষত্রকে এমন একটা স্থানে বসাতে পারি যেখান থেকে সে তৎক্ষণাৎ সর্বত্র আলোকিত করতে পারবে? তাকে***

যথার্থভাবেই মহাবিশ্বের প্রদীপ,মন ও মহাবিশ্বের শাসক বলা হয়, হার্মিস ট্রিস্মাজিস্টাস তাকে বলতেন দৃশ্যমান ঈশ্বর,সফোক্লিসের ইলেক্ট্রা তাকে বলেন সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং সূর্য তার রাজকীয় সিংহাসনে বসেন এবং তার সন্তানঃ গ্রহগুলোকে শাসন করেন যারা তাকে প্রদক্ষিণ করে।"

[On the revolution of the celestial sphere(1543):Chapter- 1]

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন, হেলিওসেন্ট্রিক মডেল একধরনের রূপক প্যাগান প্যান্থিয়ন(সূর্যপূজার মন্দির)। যাদুকর হার্মিসের সম্পূর্ন কাল্পনিক ভিত্তিহীন অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোপার্নিকাস হার্মিস-থোথ-পিথাগোরাসদের থেকেই এ ধারনা নিয়েছে।আজকে কুফরি শাস্ত্র থেকে আসা এই শিরকী সূর্য উপাসনার আকাশবিজ্ঞানকেই আমরা গভীর বিশ্বাসের সাথে ধারন করি। ইন্নালিল্লাহ!

হলিউডের নির্মিত Doctor Strange ফিল্মে Doctor strange যখন যাদুবিদ্যা শিখতে ওয়াং এর কাছে থেকে বেশ কিছু যাদুশাস্ত্রের কিতাব পায়। তাকে অনেক গুলো বইয়ের মধ্যে কোপার্নিকাসের Astronomia Nova বইটি দেওয়া হয়। যাদুবিদ্যা ভিত্তিক কুফরি বিশ্বাস লালন করতে যে যাদুশাস্ত্র নির্ভর এই কিতাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ! আশাকরি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না।

কোপার্নিকাসের প্যাগান কস্মোলজির পুনরুত্থানের চেষ্টার কড়া সমালোচনা করেন Giovanni Maria Tolosani। তিনি ভালভাবেই ধরতে পারেন যে কোপার্নিকাস গণিত ও এস্ট্রোনমিতে পিথাগোরিয়ানিজমের অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেনঃ ***"By means of these words [of the Ad Lectorem], the foolishness of this book's author is rebuked. For by a foolish effort he [Copernicus] tried to revive the weak Pythagorean opinion [that the element of fire was at the center of the Universe], long ago deservedly destroyed, since it is expressly contrary to human reason and also opposes holy writ. From this situation, there could easily arise disagreements between Catholic expositors of holy scripture and those who might wish to adhere obstinately to this false opinion."(উইকিপিডিয়া)***

হার্মেটিক শাস্ত্রের পাশাপাশি নিওপ্লেটনিক পিথাগোরিয়ান মতবাদ বা চিন্তাদর্শন থেকেও কোপার্নিকাস অনেক কিছু গ্রহন করে। পিথাগোরাস ছিল গোল পৃথিবীর একজন অন্যতম আদি প্রবক্তা। পিথাগোরিয়ান ফিলসফিক্যাল গিল্ডের মধ্যেই যাদুশাস্ত্রের গভীর অনুসরণ বিদ্যমান ছিল,এসব নিয়ে গভীর আলোচনা গত হয়েছে প্রথম ১০ পর্বে। Thomas Kuhn কোপার্নিকাসের

পিথাগোরিয়ান ও নিওপ্লেটনিজমের অনুসরণ নিয়ে তার সেমিনাল বই "The Copernican revolution" বইতে বলেনঃ "***neoplatonism and Neopythagorianism is explicit in Copernicus's attitude towards the sun and toward mathematical simplicity. These are essential elements in the intellectual climate that gave birth to his vision of the universe".***

অর্থাৎ, নিওপ্লেটনিজম ও নিওপিথাগোরিয়ানিজম কোপার্নিকাসের সূর্যের ব্যপারে ও গাণিতিক সারল্যে খুব স্পষ্ট ছিল। এগুলো ছিল বিদ্বানদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা তার মহাবিশ্বের ব্যপারে কল্পনাকে জন্ম দেয়।

[The Copernican revolution]

আজ তো আমরা মুসলিমরা এইসব নিওপিথাগোরিয়ান, নিওপ্লেটনিক ও হার্মেটিক বিশ্বব্যবস্থাকেই বিশ্বাস করি। এসব দ্বারাই কুরআনকে সত্যায়নের চেষ্টা করি বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। অনেক আলিমদের জ্ঞানগম্ভীর কিতাবেও এসবের স্থান পায়।
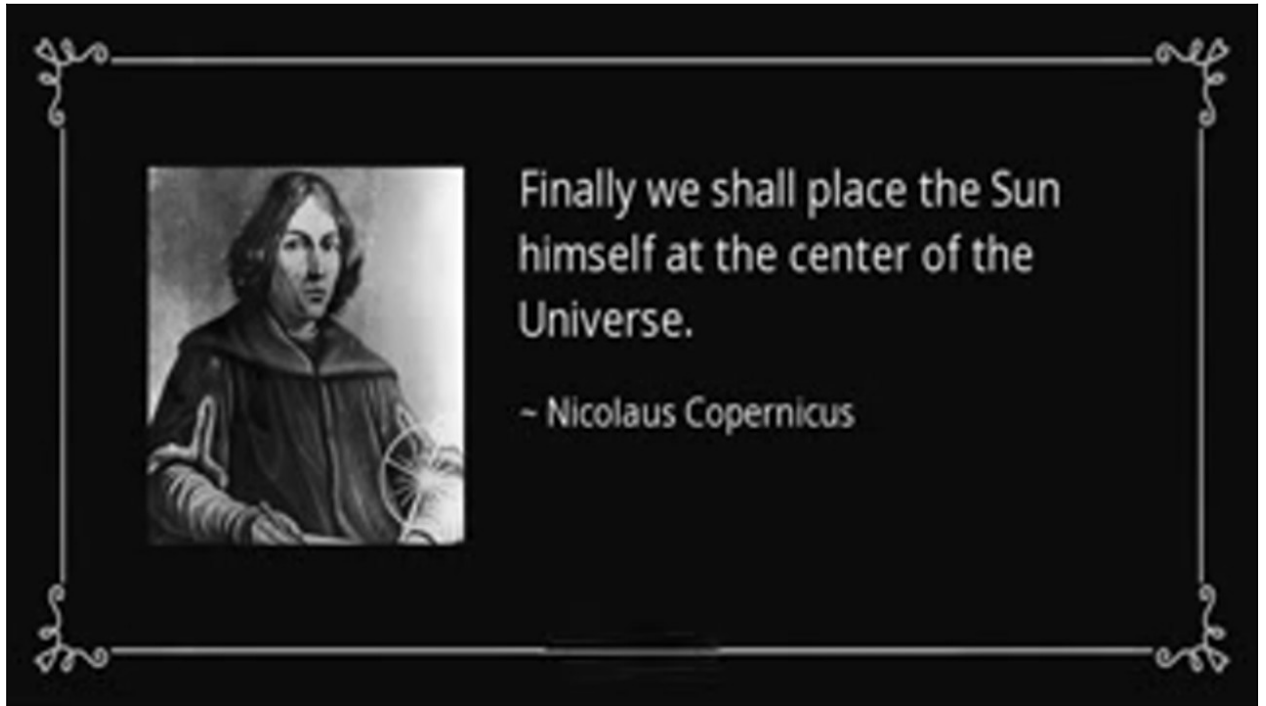
ফ্রান্সিস বেকন(১৫৬১-১৬২৬):
রেনেসাঁ পিরিয়ডে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এক মহান intellectual হলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন। আমরা অনার্সে বেকনিয়ান prose/essay পড়তাম। অধিকাংশ মানুষ গভীর জ্ঞানের পেছনের অন্ধকার বিদ্যার ব্যপারে তেমন কিছু জানে না। বেকন তৎকালীন যুগের খুবই সমাদৃত বিজ্ঞ পণ্ডিতদের একজন। তিনিই সায়েন্টিফিক ম্যাথডের(scientific method) জনক। তার দেখানো ম্যাথডলজির উপর আজকের বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। তিনি অন্যান্যদের ন্যায় হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের অনুসারী ছিলেন।

চার্চের অত্যাচারে যাদুকররা তাদের শাস্ত্র বা বিদ্যাগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সিক্রেটসোসাইটি বা গুপ্তসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে গোপনে কাজ শুরু করে। ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন সিক্রেট সোসাইটিঃ ফ্রিম্যাসনের(freemason) একজন উঁচু মর্যাদার সদস্য[৫]। তাছাড়া তার সাথে স্যাটানিক যাদুকরদের আরেক গুপ্ত সংগঠন Rosicrucian এর সাথেও সম্পর্ক ছিল।
Bacon's alleged connection to the Rosicrucians and the Freemasons has been widely discussed by authors and scholars in many books.

The Rosicrucian organisation AMORC claims that Bacon was the "Imperator" (leader) of the Rosicrucian Order in both England and the European continent, and would have directed it during his lifetime.[উইকিপিডিয়া]

বেকন সবসময় প্রকৃতির গুপ্তরহস্যের ব্যপারে ভাবতেন, এজন্য ন্যাচারাল ফিলসফির অনেক গভীর পর্যন্ত পৌছে যান। তিনি The New Atlantis নামের একটা বই লেখেন, তাতে একটা স্বপ্নরাজ্যের(utopia) প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, যেটা শাসিত হবে রোজাক্রুশিয়ান বা সিক্রেটসোসাইটির এলিটদের দ্বারা। সেটা হবে যাদুবিদ্যা বা ন্যাচারাল ফিলসফির স্বর্গরাজ্য, সেখানে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোয় এসবের অবাধ জ্ঞান ও আবিষ্কারের চর্চা হবে,সেসব কুফরি শিক্ষালয়গুলোকে তিনি 'সলোমন্স হাউজ' বলেছেন। ন্যাচারাল ফিলসফি (অপর নাম যাদুশাস্ত্র, নতুন নাম- বিজ্ঞান) শিক্ষার আলয়গুলোকে The Solomon's House বলেছেন রূপকার্থে। এর দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বোঝানো হয়েছে কাব্বালিস্টিক/হার্মেটিক অকাল্ট বিদ্যার উপর নির্ভর করে ম্যাসনিক শয়তানি শিক্ষার সম্প্রসারণ। কাফিররা প্রাচীনকাল থেকেই সুলাইমান(আঃ) কে যাদুকর বলে অপবাদ দেয়,অভিশপ্ত ইহুদীরা সুলাইমান(আ) কে কাব্বালিস্ট হিসেবে দেখে[৭]। ওরা তাকে যাদুবিদ্যার

অনুসারী বলে নিজেরাই শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্রের অনুসরন করেছে। এখানে সলোমন্স হাউজ দ্বারা মূলত ওইসব বিদ্যা ও শাস্ত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে বিদ্যা বা শাস্ত্রের ব্যপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যাদুশাস্ত্র উৎসারিত

অপবিজ্ঞানকে রূপকার্থে সলোমন্স হাউজ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। আজকের অপবৈজ্ঞানিক জয়ধ্বনি আসলে বেকনিয়ান ড্রিম ছিল।
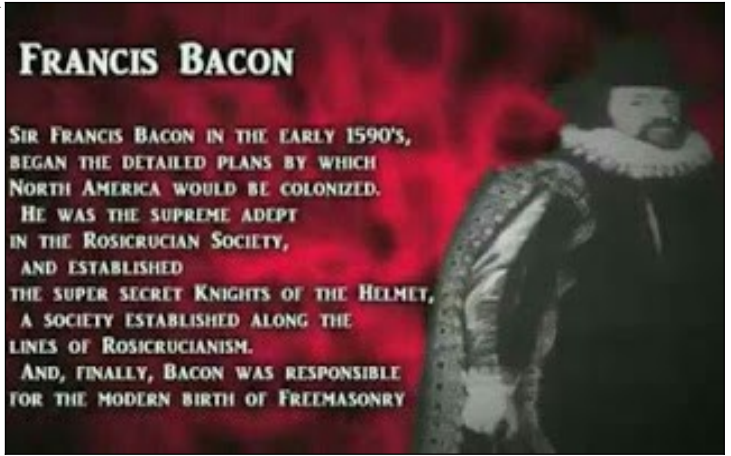
আজকে সর্বত্র 'সলোমনস হাউজ'[৯] প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। পদার্থবিদগনও স্বীকৃতি দিচ্ছেন, আজকের বিজ্ঞান যেন কাব্বালিস্টিক টেক্সটগুলোর প্রতিবিম্ব! এখন বাকি আছে 'নিউ আটলান্টিস' প্রতিষ্ঠার। এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের আশা করা হয় সলোমানিক-ডাভিডিক লিনিয়েজ(বংশ) থেকে আসা বহু প্রতীক্ষিত এক মসীহের দ্বারা। নিউ আটলান্টিস[৮] গড়তে সর্বত্র সলোমান্স হাউজ গড়ার বিকল্প নেই। বেকনের উত্তরসূরি পদার্থবিদগনও আজ বিশ্বাস করেন, এই বিদ্যা তাদেরকে সমৃদ্ধির এক স্বপ্নরাজ্য গড়ার কাজে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে।

মাস্টার ম্যাসন ফ্রান্সিস বেকনের নিজের নামে একটা অকাল্ট সোসাইটি বর্তমানে কাজ করছে। এরা হার্মেটিক যাদুবিদ্যার ট্রেডিশনের অনুসারী[৬]। বেকন তার অকাল্ট স্টাডিজ প্রচার প্রসারে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন। তিনি এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন এবং পার্লামেন্টে বসেন। এছাড়াও রানী প্রথম এলিজাবেথের নৈকট্যপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবেও নিযুক্ত হন। বেকন বিবাহ করলেও তিনি ছিলেন একজন সমকামী। তিনি উপরে দিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করলেও ভেতরে ভেতরে Gnostic চিন্তাধারা লালন করতেন। খ্রিস্টধর্মের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতেন এই জন্যে যাতে করে তার শয়তানি চিন্তাধারা বা দর্শন ও কুফরি যাদুবিদ্যাকে খ্রিষ্টান কমিউনিটির মধ্যে নর্মালাইজ করা যায়। ইতিহাসবিদ পাওলো রোজি, বেকনের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় অকাল্টিজমের প্রভাবকে দাবি করেন। তিনি বেকনের হার্মেটিক আলকেমি শাস্ত্র অধ্যয়নের কথা বলেন। তিনি আরো দাবি করেন যে, তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পেছনে আছে রেনেসাঁয় পুনর্জীবিত হওয়া যাদুশাস্ত্র, যা তিনি মানবজাতিকে প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রন অর্জনের

জন্য ব্যবহার করেন। *intellectual historian Paolo Rossi has argued for an occult influence on Bacon's scientific and religious writing. He argues that Bacon was familiar with early modern alchemical texts and that Bacon's ideas about the application of science had roots in Renaissance magical ideas about science and magic facilitating humanity's domination of nature(উইকিপিডিয়া)*
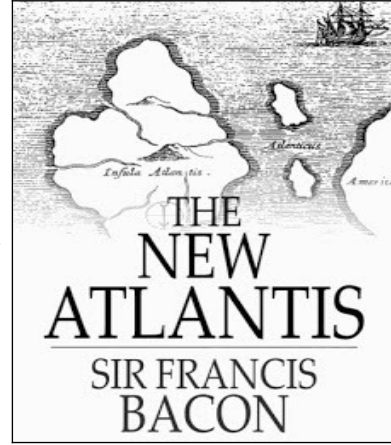
Josephson-Storm এর মতে ফ্রান্সিস বেকন, যাদুশাস্ত্র এর ব্যপারে ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিতে শয়তানি বিদ্যা হিসেবে যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেটা থেকে পবিত্র(দূর) করেন। এবং যাদুবিদ্যাকে একটি শিক্ষাদীক্ষা ও পরীক্ষণের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন। এটাই বেকনিয়ান ভিশন। বেকনের এক্সপেরিমেন্টাল ম্যাথডে তৈরিতে যাদুশাস্ত্রের নীতির হাত ছিল বলেও জোসেফসন স্ট্রোম অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছেন। *However, he argues that Bacon's "rejection" of magic actually constituted an attempt to purify magic of Catholic, demonic, and esoteric influences and to establish magic as a field of study and application paralleling Bacon's vision of science. Furthermore, Josephson-Storm argues that Bacon drew on magical ideas when developing his experimental method. [93] Josephson-Storm finds evidence that Bacon considered nature a living entity, populated by spirits, and argues Bacon's views on the human domination and application of nature actually depend on his spiritualism and personification of nature. (উইকিপিডিয়া)*

ইংল্যান্ডে ফ্রিম্যাসন প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে সবার আগে বেকনের নাম চলে আসে। তাছাড়া বেকন অপবৈজ্ঞানিক চর্চাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিষ্ঠা করেন, রয়্যাল সোসাইটি। তার পাশে সেখানে আরেক ফ্রিম্যাসন যাদুকর কাজ করেছেন। তার নাম স্যার আইজ্যাক নিউটন(সামনে বিস্তারিত আসছে)!

রয়্যাল সোসাইটিতে সাধারনত ফ্রিম্যাসন মেম্বারদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাধর্মী কর্মকাণ্ড চলতো। বর্তমানে বিজ্ঞানীগন শ্রদ্ধার সাথে রয়্যাল সোসাইটিকে স্মরণ করলেও ফ্রিম্যাসনকে পাশাপাশি রাখতে পছন্দ করে না। কারন এতে আধ্যাত্মিকতা বা একধরণের ধর্মীয় গন্ধ রয়েছে, এর কথা বলা হলে তো বিজ্ঞানের ওজন একটু কমে যায়, বিজ্ঞানের শেকড়ে অন্ধকার জগত,কুসংস্কার, রিচুয়াল ইত্যাদি চলে আসে। বিজ্ঞানের 'যৌক্তিক জ্ঞান' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাটি একটু ক্ষুন্ন হয়। সায়েন্স হয়ে যায় সুডো সায়েন্স, তাই তারা কথিত বিজ্ঞানের অকাল্ট অরিজিন্স ঢেকে রাখতে চায়।

আজও ম্যাসনিক লজ গুলোয় ফ্রিম্যাসন সদস্যরা বেকনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, বিভিন্ন সম্মাননা রিচুয়াল পালন করে। কবি বেন জনসন(Ben Johnson) নিজেও এরকম ফ্রিম্যাসনদের সদস্যদের সাথে সম্মাননা রিচুয়াল পালন করেন। অধিকাংশ লেখক মনে করেন তিনি ফ্রিম্যাসনিক নেটওয়ার্ক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এজন্য নিউমোনিয়ায় মৃত্যুবরণ করবার ভুয়া খবর ছড়িয়ে ছদ্মবেশে নিজ দেশ ত্যাগ করেন। এরপরে জার্মানি পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে তার কার্যক্রম পরিচালনা। ম্যাডাম হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাস্তস্কির থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্যরা মনে করে বেকন আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সরাসরি অন্য ডিমেনশন(মাত্রায়) চলে গিয়েছেন। তিনি আজ Ascended Master! উইকিপিডিয়াতেও এরকম এসেছেঃ *Various authors [11][12] have written that there were indications that Francis Bacon had gone into debt while secretly funding the publishing of materials for the Freemasons, Rosicrucians, "Spear-Shakers", "Knights of the Helmet", as well as publishing, with the assistance of Ben Jonson , a selection of the plays that they believe he had written under the pen name of " Shake-Speare " in a " First Folio " in 1623. [13][14][15][16] Furthermore, they allege that Bacon faked his own death, crossed the English Channel, and secretly traveled in disguise after 1626 through France, Germany,Poland , Hungary, and other areas utilizing the secret network of Freemasons and Rosicrucians that he was associated with. It is alleged that he continued to write under pseudonyms, as he had done before 1626, [17] continuing to write as late as 1670 (using the pseudonym "Comte De Gabalis"). [18] Elinor Von Le Coq, wife of Professor Von Le Coq in Berlin, stated that she had found evidence in the German Archives that Francis*

Bacon stayed after 1626 with the family of Johannes Valentinus Andreae in Germany.[উইকিপিডিয়া]

যাইহোক, আজকে এই মহান ফ্রিম্যাসনিক ব্যক্তিত্বের চিন্তাদর্শ তথা সায়েন্টিফিক থিংকিং এবং সায়েন্টিফিক ম্যাথডের উপর আইনস্টাইন,হুইলার,ম্যাক্স প্ল্যাংকদের গবেষণা দাঁড়িয়ে আছে যিনি কিনা (জোসেফসন স্ট্রোমের মতে) সরাসরি যাদুশাস্ত্রকে শিক্ষাদীক্ষার একটা ক্ষেত্র(field of study) হিসেবে বিজ্ঞানের নামে বসিয়েছেন। পৃথিবীর সর্বত্র রূপকার্থের সলোমানিক হাউজ(সায়েন্স ডিসিপ্লিন যুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো) প্রতিষ্ঠা করেছেন নিউ আটলান্টিসের স্বপ্নকে(Utopian Dream) সত্যি করতে।হ্যা,আজ আমরা ওই শাস্ত্রকে গ্রহন করে নিয়েছি যা সুলাইমানের(আ) শাসনামলে শয়তান আবৃত্তি করত। একই কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ**"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত।" [২:১০২]**

আমরা কেমন যেন, ইহুদীদের পদচিহ্ন অজান্তেই পদে পদে অনুসরণ করছি। মা'আযাল্লাহ!

গ্যালিলিও গ্যালিলি(১৫৬৪-১৬৪২):

আরেকজন হার্মেটিস্ট ও জ্যোতিষী ছিলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি[৪]। তিনি একই অকাল্ট টেক্সট অধ্যয়ন করে ব্রুনো কোপার্নিকাসদের পথে হাটেন। হেলিওসেন্ট্রিক ডক্ট্রিনকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশ কিছু সুডো এক্সপেরিমেন্ট ও অবজারভেশনের দ্বারা পৃথিবীর গতি বা আবর্তনকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। এদের সমস্ত বিদ্যার বাইবেল(মূলগ্রন্থ অর্থে) হিসেবে ছিল অনুবাদ করা অকাল্ট শাস্ত্র। গ্যালিলিওর জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগের ব্যপারে উইকিপিডিয়াতে এসেছেঃ*His multiple interests included the study of astrology, which at the time was a*

discipline tied to the studies of mathematics and astronomy.[উইকিপিডিয়া]

গ্যালিলিওর পিথাগোরিয়ানিজমে আকর্ষন ছিল। তিনি অকাল্টিস্টদের ন্যায় বলতেন দর্শনশাস্ত্র গণিত, জিওমেট্রির ভাষায় লিখিত আছে মহাবিশ্ব নামের বইয়ে। নিঃসন্দেহে তিনিও স্যাক্রিড জিওমেট্রির জগতে প্রবেশ করেছিলেন।*These observations lay within the framework of the Pythagoreantradition of music, well-known to instrument makers, which included the fact that subdividing a string by a whole number produces a harmonious scale.*

Galileo was one of the first modern thinkers to clearly state that the laws of nature are mathematical. In The Assayer, he wrote "Philosophy is written in this grand book, the universe ... It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles, and other geometric figures;...."[উইকিপিডিয়া]

এ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলতেন গ্যালিলিও হচ্ছেন আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। একই ধারনা রাখতেন স্টিফেন হকিং।*According to Stephen Hawking, Galileo probably bears more of the responsibility for the birth of modern science than anybody else, [180] and Albert Einstein called him the father of modern science.[উইকিপিডিয়া]*

গ্যালিলিওর খ্রিষ্টানদের গস্পেল(injil) বিদ্বেষী প্যাগান চিন্তা দর্শনের জন্য তাকে কারাবরণ করতে হয়।

জোহানেস কেপলার(১৫৭১-১৬৩০):

জোহানেস কেপলার[১০] ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতাধর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী এবং গনক ঠাকুর।তার মা ক্যাথরিনা কেপলার ছিলেন ডাকিনী। তিনি এক মহিলার সাথে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক বিবাদের জের ধরে যাদু করে অসুস্থ করে দেন, এতে চার্চ কর্তৃপক্ষ তাকে ১৪ মাস কারাবন্দী করে রাখে। কেপলার ছিল তৎকালীন বাদশাহ রুডল্ফের ব্যক্তিক গনক। বিপদাপদে তিনি কেপলারের কাছে এসে ভাগ্যগণনা করাতেন। বিভিন্ন উপদেশ গ্রহন করতেন। যার জন্য কেপলার প্রভাব খাটিয়ে কারাবন্দিত্ব থেকে মাকে বের করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করে সফল হয়।

কেপলার শুধু জ্যোতিষীই ছিলেন না, তিনি অন্যান্যদের মত হার্মেটিক যাদুবিদ্যার অনুসরণ করতেন[১২]। সেই সাথে নিউমেরোলজিসহ বিভিন্ন অকাল্ট স্টাডিজে ডুবে থাকতেন[১১]। তিনি পিথাগোরিয়ান দর্শনেও বিশ্বাস করতেন। তাকে মাঝেমধ্যে ফ্রিম্যাসন বলেও দাবি করা হয়। তিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিকর্তার আসল রূপ(প্যান্থেইজম-সর্বেশ্বরবাদ) বলে মনে করতেন। তিনি খ্রিষ্টান বিশ্বাদের সাথে প্যাগানিজম মেলাতে সূর্যকে পিতা, নক্ষত্র মণ্ডল হচ্ছে পুত্র এবং মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পবিত্র আত্মা বলতেন। *As he indicated in the title, Kepler thought he had revealed God's geometrical plan for the universe. Much of Kepler's enthusiasm for the Copernican system stemmed from histheological convictions about the connection between the physical and the spiritual; the universe itself was an image of God, with the Sun corresponding to the Father, the stellar sphere to the Son, and the intervening space between to the Holy Spirit. His first manuscript of Mysterium contained an extensive chapter reconciling heliocentrism with biblical passages that seemed to support geocentrism.[উইকিপিডিয়া]*

Instead, he turned his attention to chronologyand "harmony," the numerologicalrelationships among music, mathematics and the physical world, and their astrologicalconsequences. By assuming the Earth to possess a soul (a property he would later invoke to explain how the sun causes the motion of planets), he established a speculative system connecting astrological aspects and astronomical distances toweather and other earthly phenomena. [উইকিপিডিয়া]

কেপলার পিথাগোরিয়ান ও প্লেটনিক অকাল্ট ফিলসফিকে অনুসরন করতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কাব্বালিস্টিক স্যাক্রিড জিওমেট্রিতে গবেষণার মধ্যে। তার অন্যতম বিখ্যাত বই হার্মোনিক মুন্ডিতে ইউনিভার্স এবং জিওমেট্রির মধ্যে সমন্বয় ও সঙ্গতি দেখাতে সেক্রিড জিওমেট্রির আলোচনা করেন। এটা যাদুকরদের মধ্যে সাধারণ আকিদা। বাবেলের যাদুবিদ্যার একটি বড় চিহ্ন হচ্ছে এসব sacred geometry। কেপলার প্লেটোনিক সলিড গুলোর সমন্বয়ে সৌরমণ্ডলের একটা কাল্পনিক কাঠামো তৈরি করেন, যেটা নিচের ছবিতে দেখছেন। *He found that each of the fivePlatonic solids could be inscribed and circumscribed by spherical orbs; nesting these solids, each encased in a sphere, within one another would produce six layers, corresponding to the six known planets—Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, and Saturn. By ordering the solids selectively—octahedron, icosahedron, dodecahedron,tetrahedron, cube—Kepler found that the spheres could be placed at intervals corresponding to the relative sizes of each planet's path, assuming the planets circle the Sun.*

In 1596, Kepler published his first book, theMysterium Cosmographicum, which was the first to openly endorse Copernican cosmology by an astronomer since 1540.[5] The book described his model that used Pythagorean mathematics and the five Platonic solids to explain the number of planets, their proportions, and their order.[উইকিপিডিয়া]

সুতরাং, আশাকরি বুঝতে পারছেন এই সকল ন্যাচারাল ফিলসফারগন কোন বিদ্যাকে আবারো পুনরুজ্জীবিত করছেন। এরা গ্রীক যাদুশাস্ত্রের অনুসারী কথিত দার্শনিক মিস্টিকদের প্রাচীন মতবাদকে বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। এরাই আবারো ঢেকে রাখা কুফরি pagan mysticism এবং esoteric school কে নতুনভাবে নতুন মোড়কে জনসাধারণের কাছে নিয়ে এসেছে। এরা নিজেরাও সরাসরি যাদুশাস্ত্রের অনুসারী ছিল।এরা ধার্মিক সম্প্রদায়কেও তাদের

অনুরূপ আকিদার দিকে আহব্বানের জন্য খ্রিস্ট ধর্মের সাথে প্যাগানিজমকে(পৌত্তলিকতা) মেশাবার চেষ্টা করেছে।

ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ভিউ অনুযায়ী কাল্পনিক স্পেসে ভ্রমণের কল্পনাজল্পনা শুরু হয় তখন থেকে যেদিন কেপলার সোমনিয়াম নামের একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। এর দ্বারা স্পেস ট্রাভেলের ফ্যান্টাসিতে মানুষকে সর্বপ্রথম ডুবানো হয়। এর ঠিক ১০০ বছর পর পৃথিবীর নতুন পিথাগোরিয়ান বর্তুলাকার গোলক মডেলকে জনগনের মধ্যে আনা হয়। এসব কাজে সিক্রেট সোসাইটি
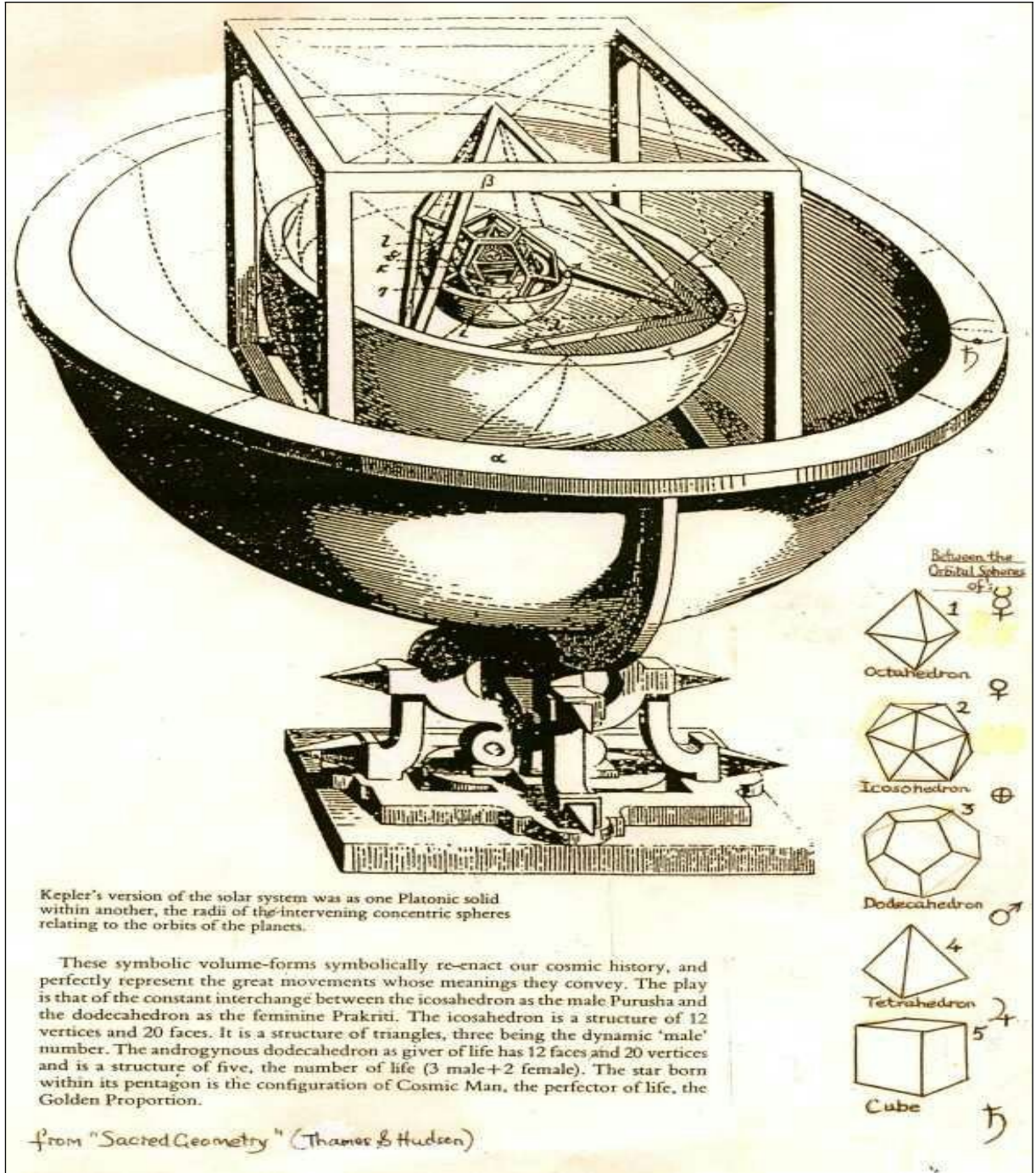
ক্যাথলিকদের জেসুইট অর্ডারকে উত্তমরূপে ব্যবহার করে। এরা আসলে খ্রিষ্টানবেশধারী শয়তান, আজকের অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরাও এদেরকে খ্রিষ্টান মনে করে না।

এই Jesuit সর্বপ্রথম প্রাচীন যুগের দীর্ঘকাল ঢেকে রাখা যাদুশাস্ত্র নির্ভর কুফরি তত্ত্বকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তারা সমগ্র খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোয় প্যাগান কস্মোলজিকে প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দেওয়া শুরু করে। সূর্যদেব হেলিওর হেলিওসেন্ট্রিক প্যাগানিজম সব অঞ্চল গুলো প্রথমদিকে গ্রহন করতে না চাইলেও পরবর্তীতে চাপের মুখে ঠিকই গ্রহন করে। কখনো প্রশ্ন জাগে না Jesuit society এর প্রতীকে সূর্যের ছবি কেন!? ফ্রিম্যাসন ও অন্যান্য সিক্রেট সোসাইটির কলকাঠির নির্দেশনায় তাদের উদ্দেশ্য ছিল গ্লোবাল প্যাগান বিলিফ সিস্টেম প্রতিষ্ঠার। অভিশপ্ত যাদুকরকে বিশ্বাস বা আকিদাকে সমগ্র মানুষের ইয়াক্বিনে নিয়ে আসা। ওরা এ পরিকল্পনা সত্যিই বাস্তবে রূপ দিয়েছে, সুতরাং এটাকে শুধু কন্সপাইরেসি জারগন বলে এড়িয়ে যাওয়াটা বোকামি। সাবেক জেসুইট পাদ্রী আলবের্তো রিভেরাই দাবি করেন,*জেসুইট অর্ডার গঠন করা হয়েছিল সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে One world religion প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আমি বিশ্বাস করি তাদের লক্ষ্য শুধু এটাই না যে সবাই তাদের একমাত্র চার্চের অনুসরণ করুক, বরং সকল চার্চগুলো তাদের দেখানো চিন্তাধারা এবং মহাকাশতত্ত্বে বিশ্বাস করুক। তারা বিজ্ঞানকে ধারন করে এজন্য যাতে পৃথিবী সৃষ্টিতে যেন যেকোন ঐশ্বরিক স্বত্ত্বার হস্তক্ষেপের বিশ্বাসকে বাদ দেওয়া যায়।*

সুতরাং খুব স্পষ্টভাবে দেখছেন, রেনেসাঁর কথিত বিজ্ঞানীদের আসল কর্ম এবং বিশ্বাস। এরা প্রত্যেকেই কুফরি যাদুশাস্ত্রের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। আজ তারা সফল! আজ এমন লোক পাওয়া যায় না বললেই চলে, যারা মহাকাশতত্ত্ব এবং সর্বোপরি সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে যাদুশাস্ত্রভিত্তিক কুফরি শাস্ত্রের অনুসরন করে না। যমীনের উপর হক্ক প্রতিষ্ঠার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিমরাও সেই শয়তানি আকিদাকে গ্রহন করে নিয়েছে।

কেপলার,কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওদের উপর এমন অন্ধবিশ্বাস বা ইয়াক্কিন করে, যেটার অর্ধেকটাও কুরআন সুন্নাহের দলিলগুলোয় এককভাবে করে না, এরা উলটো কুরআন সুন্নাহর দলিলগুলোকে ওইসব কুফরি শাস্ত্রনির্ভর তত্ত্বগুলোর নিরীখে মূল্যায়ন করে(মা'আযাল্লাহ)। সেসবকে সত্য মিথ্যার স্কেল বানিয়ে নিয়েছে। বানিয়ে নিয়েছে স্বতঃসিদ্ধ বিজ্ঞান। আজ এমন কাউকে দেখবেন না যে কুরআন সুন্নাহর দলিল গুলো দ্বারা ওইসব তত্ত্বকে যাচাই করে। আজ তো অনেক প্রসিদ্ধ লেখক বের হয়েছে এরা অভিশপ্ত নাস্তিক-মুশরিকদের থেকে আসা শিরক বা কুফরি কথাকে দাওয়াহ এর দলিল হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছে; প্রাচীন মু'তাযিলা আশ'আরিদের অনুকরণে। এরা ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্বকে অবিশ্বাস্য মনে করে এ সংক্রান্ত দলিলগুলোকে জাল-জঈফ বানায়। অন্যদিকে হার্মেটিক-পিথাগোরিয়ান হেলিওসেন্ট্রিক সূর্যপূজার শিরকি আকিদাকে অনেক বিশ্বাসযোগ্য - যৌক্তিক মনে করে। অভিশপ্ত যাদুকর,জ্যোতিষীদের কথাকে হক্ক মনে করে! মাসূনীদের(ফ্রিম্যাসন) অধিবিদ্যাকে স্বতঃসিদ্ধ পবিত্র বিদ্যা মনে করে!

অপবিজ্ঞান বা অপবিদ্যাকে ইসলামাইজকারী এ চিন্তাধারার লেখকরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখে তা এরূপঃ *অমুক (অপ) বিজ্ঞানীদের অমুক আর্টিকেলে সূর্যের(উদাহরণস্বরূপ সূর্যের কথাই*

ধরুন) ব্যপারে (অপ)বিজ্ঞানীগন এই এই(কাব্বালা ও হার্মেটিক ইনিশিয়েশান অনুযায়ী) তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন। এবার মজার ব্যাপার হলো, আমাদের কুর'আনে অমুক নাম্বার আয়াতে এই এই বলা হয়েছে। এবার খেয়াল করুন, আয়াতটির এই এই শব্দের মূল হচ্ছে এটা। এর বুৎপত্তিগত শব্দের বিশেষ্য এটাও বলা যায়। তাহলে কি দেখতে পাচ্ছেন! আজকের (অপ)বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কুর'আনে ১৪০০ বছর আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। এত আধুনিক (অপ)বিজ্ঞান কুর'আনেই আছে। কি বিজ্ঞানময় কুর'আন! সুবহানআল্লাহ!! এতেই প্রমাণ হয় যে কুর'আন মহান সৃষ্টিকর্তারই প্রেরিত বাণী! ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানময় ধর্ম।

এবার নিচের ছবিগুলোর লেখাগুলো পাঠ করে দেখুন তো,আমি নিচের ছবিগুলোর লেখা না পড়েই বললাম এরপরেও যা বললাম সাদৃশ্য খুঁজে পান কিনা। এরা এ কাজই সর্বত্র করে।

ম্যাগাজিনটির ইনার-ডিজাইন খুব সুন্দর করে সাজানো। প্রতিটি লেখার সাথে কিছু স্থির চিত্র দেওয়া আছে যাতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠক সহজে অনুমান করতে পারে। 'সূর্য যাবে ডুবে' এই লেখাটার সাথেও দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর একটি চিত্র। ডুবুডুবু অবস্থায় একটি সূর্য। আমি আর লোভ সামলাতে পারছি না। সরাসরি পাঠে মনোযোগ দিলাম।

সূর্য যাবে ডুবে

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের প্রতিনিয়ত নানা বিস্ময়কর সব তথ্য জানিয়ে হতবাক করে ছাড়ছে। পাল্টে দিচ্ছে আমাদের রোজকার জীবন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পদে পদে বিজ্ঞানের অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের হাত ধরেই মানুষ যাত্রা করেছে চাঁদ থেকে মঙ্গালে। বিজ্ঞানের রূপরেখা ধরেই মানুষ গভীর সমুদ্র চষে বেড়াচ্ছে। জয় করে নিচ্ছে অজেয় সব ব্যাপার। প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসা আমাদের জন্য বিজ্ঞান সহজলভ্য করে দিয়েছে। আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান যেন আমাদের জীবনের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক অনেক সুখকর তথ্য, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের সাথে সাথে বিজ্ঞান আমাদের প্রায়ই বেশ কিছু দুঃসংবাদও শুনিয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম যে-দুঃসংবাদ বিজ্ঞান আমাদের সম্প্রতি জানিয়েছে তা হলো, আমাদের সূর্য একদিন তার সব তেজ-শক্তি আর আলো হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে পড়বে।

অবাক করা ব্যাপার হলেও সত্য যে, একদিন আমাদের পৃথিবী আর সূর্যের আলোয় আলোকিত হবে না। সকালের সোনা রোদের আশায় অপ্রস্ফুটিত ফুলের কলিটি আর কখনোই প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পাবে না। পৃথিবী ছেয়ে যাবে অন্ধকারে। ঘোর অন্ধকার...।

বিজ্ঞান ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছে এভাবে, 'একটি পর্যায়ে গিয়ে মহাকাশের তারাগুলো তাদের সব শক্তিমত্তা, তেজ হারিয়ে ফেলবে। যেসব তারকার ভর সৌর ভরের আট গুণের কম থাকে, অন্তিম দশায় পৌঁছালে তাদের কেন্দ্রের ভর চন্দ্রশেখরের সীমা, অর্থাৎ ১.৪ গুণ সৌর ভরের নিচে থাকবে। এরকম অবস্থায় যারা পতিত হবে তাদের বলা হয় 'শ্বেতবামন।' এর বিপরীতে, অর্থাৎ যেসব তারকার ভর সৌর ভরের আট গুণের বেশি থাকে, অন্তিম দশায় পৌঁছালে তাদের কেন্দ্রের ভর চন্দ্রশেখরের সীমা, অর্থাৎ ১.৪ গুণের মধ্যে থাকলে সেই তারকাগুলো 'নিউট্রন'

তারকায় পরিণত হবে। তবে এদের ভর যদি ৩ গুণ সৌরভর অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে তারা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারে না। সংকুচিত হতে হতে এরা একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়ে যায়।

আমাদের অতি প্রিয়, অতি পরিচিত সূর্যের বেলাতেও এই কথাগুলো প্রযোজ্য। সাম্প্রতিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে, সূর্যের জ্বালানি ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের জ্বালানি হলো Hydrogen Fuel. নাসার বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্য তার ভেতরে যে-তাপ ধারণ করে আছে, গত ৪.৫ বিলিয়ন বছরে সেই তাপের প্রায় অর্ধেকটাই শেষ হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত সূর্যের এই জ্বালানি খরচ হচ্ছে এবং কমছে নিজের তেজস্ক্রিয়তাও; কিন্তু সূর্যের তাপের মাত্রা এতই বেশি যে, তার ক্ষয়ে যাওয়া শক্তির ঘাটতি সাধারণত আমাদের চোখে পড়ে না। খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া এই ব্যাপারগুলো বোঝা যায় না। এভাবে নিজের শক্তি ক্ষয় হতে হতে এমন একটি সময় উপস্থিত হবে, যেদিন সূর্য একেবারেই আলোহীন এবং নিস্তেজ হয়ে পড়বে। আমাদের পরিচিত সূর্য পরিণত হবে শ্বেতবামনে।

তবে খুব শীঘ্রই যে এমনটি ঘটবে, তা নয়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, সূর্যের মধ্যে এখনো যে-পরিমাণ জ্বালানি মজুদ আছে, সেই জ্বালানি দিয়ে আগামী আরও ৫ বিলিয়ন বছর সূর্য এভাবে বহাল তবিয়তে থাকতে পারবে।

নাসার বক্তব্য এবং তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে যে-সারমর্ম পাওয়া যায় তা হলো, সূর্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করছে যখন সূর্য আলোহীন, শক্তিহীন হয়ে পড়বে। শুধু সূর্যই নয়, সূর্যের মতো আরও অসংখ্য, অগণিত এরকম নক্ষত্রের ভাগ্যেও যে এই পরিস্থিতি জুটবে, সেটাও বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে খুব স্পষ্ট করে। ইতোমধ্যেই অসংখ্য নক্ষত্র নিজেদের শক্তি, জ্যোতি হারিয়ে শ্বেতবামন আর নিউট্রন তারকায় পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে।

খুব মজার ব্যাপার হলো, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে, মরুভূমিতে একজন নিরক্ষর লোকের ওপর নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঠিক এই কথাগুলো খুব সুন্দর, খুব গোছালো এবং সুস্পষ্ট করে বলা আছে।

'প্রণোদনা' ম্যাগাজিনের এতটুকু পড়ে এবার আমি নড়েচড়ে বসলাম। আমি আসলে এতক্ষণ এই টুইস্টটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম; কিন্তু ঘটনা যে—এতটা কাহিনির রূপ নেবে, সেটি বুঝতে পারিনি। সূর্যের অন্তিম পরিণতি, সূর্যের জ্বালানির নিঃশেষ

হয়ে যাওয়া, শ্বেতবামন আর নিউট্রন তারকা সম্পর্কিত তথ্যাবলি আমাকে পুরোটাই চমকে দিয়েছে; কিন্তু এই ব্যাপারগুলো কুরআনে কীভাবে আছে সেই কৌতূহলটাই এখন বেশি। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। পরের অংশটুকু পড়ার জন্যে মনটি ব্যাকুল হয়ে আছে। ধপাস করে গিয়ে বসলাম সাজিদের খাটে। চোখজোড়া 'প্রণোদনা' ম্যাগাজিনের ওই পাতাগুলোতেই আটকে আছে। আমি আবার পড়তে শুরু করলাম :

'এখন যে-কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য চৌদ্দশো বছর আগের একটি বইতে কীভাবে থাকতে পারে? এই প্রশ্নটি আসা স্বাভাবিক। প্রথমত, আমাদের যে-জিনিসটি বুঝতে হবে তা হলো, এই কুরআন কোনো মানুষের লেখা বই নয়। এটি এমন এক সত্তার বাণী, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরের সবকিছু। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চাঁদ, তারা, সূর্য, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি। তিনিই সৃষ্টি করেছেন পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র, বন—সবকিছুর ওপর তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি সময়ের বাঁধনে আবদ্ধ নন; বরং তিনিই সময়ের সৃষ্টিকর্তা। মহাকাশের ক্ষুদ্র তারকা থেকে গভীর সমুদ্রতলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকণা—এমন কোনো পদার্থ, এমন কোনো জিনিস নেই, যা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল নন। এদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই তার জানা। সূর্য এবং নক্ষত্ররাজির সৃষ্টিকর্তাই তো জানবেন—এদের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে। সুতরাং, সূর্যের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসা বাণীর মধ্যে সূর্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা থাকবে, এটি খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। বিশ্বাসী মানুষমাত্রই এটি সহজে বুঝতে পারবে।

দ্বিতীয়ত এই কুরআন কোনো সাইন্সের বই নয়। অর্থাৎ এটি এমন কোনো বই নয় যে, এতে কেমিস্ট্রির বিক্রিয়া, পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র আর জীববিজ্ঞানের মোটা মোটা থিওরি এতে গৎবাঁধা লেখা থাকবে। এতে সাইন্স থাকবে না; বরং সাইন থাকবে। অর্থাৎ এতে থাকবে বহু নিদর্শন। এই নিদর্শনগুলো কোনো স্পেশাল বিজ্ঞানী বা কোনো স্পেশাল মানুষের জন্যে দেওয়া হয়নি। এগুলো সকল মানুষের জন্যই দেওয়া। তাই এগুলো এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যেন মাঠের কৃষক থেকে শুরু করে গবেষণাগারের বিজ্ঞানী, সবাই বুঝে নিতে পারে।

এবার তাহলে আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কুরআন কোথায় বলেছে সূর্য একদিন তার সকল শক্তি নিঃশেষ করে আলোহীন, নিস্তেজ হয়ে পড়বে, তাই না?

আমরা প্রথমেই সূরা ইয়াসীনের আটত্রিশ নম্বর আয়াতের দিকে তাকাই। আয়াতটিতে বলা হচ্ছে 'And the Sun runs (on course) toward its stopping point. That is the determinaton of the exalted in might, the knowing'.

অর্থাৎ এই আয়াতের সরল বাংলা করলে এরকম হয়, 'আর, সূর্য ছুটে চলছে তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া গন্তব্যের দিকে। এটি মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের সুনিরূপিত নির্ধারণ।'

একটু গভীরভাবে যদি খেয়াল করি, এই আয়াতে সূর্যের জন্য নির্ধারিত গন্তব্য বোঝাতে যে-অ্যারাবিক ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি হলো 'লিমুসতাকাররিন।' এই আরবী শব্দের জন্য যদি আমরা ব্রিটিশ ইংরেজি ডিকশনারি খুলি, তাহলে দেখব যে, এই আয়াতের অর্থ করা আছে, 'The resting place, 'The stopping point'. সরল বাংলা করলে হবে, 'থেমে যাওয়ার স্থান', 'নির্ধারিত গন্তব্য' ইত্যাদি।

তাহলে কী বোঝা গেল? উক্ত আয়াতের ভাষ্যমতে, সূর্য তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া গন্তব্যের দিকে অবিরত ছুটে চলেছে। তার জন্যে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট, একটি নির্দিষ্ট অবস্থা নির্ধারণ করা আছে, যে-সময়ে, যে-অবস্থায় এসে তাকে থেমে যেতে হবে এবং এটাই হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত নিয়ম।

আধুনিক বিজ্ঞান কী বলছে? আধুনিক বিজ্ঞান বলছে—সূর্যের সকল জ্বালানি একটি নির্দিষ্ট সময় পরে শেষ হয়ে যাবে। সেদিন সূর্য হয়ে পড়বে তেজহীন, আলোহীন তথা শক্তিহীন। সূর্যের এই জ্বালানি প্রতিনিয়ত নিঃশেষ হচ্ছেই। একটি পর্যায়ে গিয়ে ঘটবে চূড়ান্ত পতন। সেদিন সূর্যকে থেমে যেতে হবে। ঠিক এই কথাগুলোই কি আল কুরআন আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে আমাদের জানায়নি?

শুধু তা-ই নয়। সূর্য যে একটি সময়ে আলো ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে, সে ব্যাপারটি খুব স্পষ্ট করেই বলেছে কুরআন। সূরা তাকবিরের একেবারে শুরুতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, 'যখন সূর্য হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন।'

এই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের আগের কিছু নিদর্শন নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, কিয়ামতের আগে সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। কিয়ামত কবে হবে সে-জ্ঞান আমাদের কারও জানা নেই। এমনকি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কিয়ামতের চূড়ান্ত সময়টি

সম্পর্কে জানানো হয়নি। এই জ্ঞান কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছেই। তো, তিনি বলছেন, কিয়ামতের আগে সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। একই কথা কি আমাদের বিজ্ঞানও বলছে না? বিজ্ঞান কি বলছে না, একটি সময়ে গিয়ে সূর্য হারিয়ে ফেলবে তার তেজ, জ্যোতি ও শক্তি? বিজ্ঞান কি বলছে না, সূর্য হয়ে পড়বে আলোহীন? বিজ্ঞান কি বলছে না, সূর্য হয়ে যাবে শ্বেতবামন?

একটি দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করা যাক। মরুভূমির অঞ্চল। নিরক্ষর একজন লোক। দিনের আকাশে গনগনে সূর্য দেখে কেন তার মনে হবে এই সূর্য একদিন নেতিয়ে পড়বে? আলোহীন হবে? একজন সাধারণ মানুষ হলে তো তার ভাবা উচিত ছিল যে, এই সূর্য অবিনশ্বর। যার এত তেজ, এত শক্তি, এত তাপ, সে কীভাবে নিঃশেষ হতে পারে? আলোহীন হতে পারে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক এরকম ভাবতেন যদি তিনি ঐশী বাণীপ্রাপ্ত না হতেন। যদি না তাকে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্যালাক্সির সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানাতেন—সূর্য একদিন আলোহীন হয়ে পড়বে। তাকে জানানো হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে। তবেই তিনি জেনেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান এই সময়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে-সকল তথ্য আমাদের জানাচ্ছে, সেই তথ্যগুলো সম্পর্কে আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। এটি যদি সুমহান আল্লাহর কাছ থেকেই না আসে তবে কীভাবে সম্ভব?

না। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। শুরুতেই বলেছিলাম যে, কেবল সূর্যই নয়, সূর্যের মতো আরও অসংখ্য তারকা, নক্ষত্রের কপালেও জুটবে একই ভবিতব্য। সূর্যের মতো সেগুলোও হয়ে পড়বে আলোহীন, শক্তিহীন ও তাপহীন। তাদের কেউ হয়ে যাবে শ্বেতবামন, আবার কেউ হয়ে যাবে নিউট্রন তারকা। ঠিক এই ইঙ্গিতটাও আমরা পবিত্র কুরআন থেকে পাই। যেমন সূরা তাকবিরের দ্বিতীয় আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, 'যখন নক্ষত্ররাজি পতিত হবে (বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই আয়াতে 'পতিত হওয়া' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া' অর্থে যে-আরবী ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো—'ইনকাদারাত' انكَدَرَتْ। এটার দুটো অর্থ। প্রথম অর্থ হলো—কোনো কিছু আলোহীন হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হলো—ঝরে যাওয়া, বিচ্যুত হওয়া, পতিত হওয়া। আবার,

'কাদারাতুন' অর্থ হলো—বৃহদাকৃতির পিণ্ড বস্তু। আয়াতটিতে বলা হচ্ছে, 'ওয়া ইযান নুজুমুন কাদারাত।' অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে বৃহদাকৃতির ঢেলা বা বস্তুপিণ্ডের রূপ ধারণ করবে।'

ঠিক এমনটাই আমরা ওপরে জেনেছি। আমরা জেনেছি যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে সূর্যের মতো অন্যান্য উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজিও তাদের জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে এবং তারা পরিণত হবে শ্বেতবামন আর নিউট্রন তারকায়। আলো, শক্তি-তেজ এবং তাপহীন। এই অবস্থাগুলোকে বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন এভাবে বলছে,

'যখন সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে'

আর, খসে পড়বে নক্ষত্ররাজি'

এখানেও শেষ নয়। সূরা মুরসালাতের আট নম্বর আয়াতেও ঠিক একই কথা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন,

'যখন নক্ষত্ররাজি হয়ে পড়বে আলোহীন'

আজ সাম্প্রতিক বিজ্ঞান আমাদের যা জানাচ্ছে, সৃষ্টিকুলের মালিক কত আগেই-না তা আমাদের জানিয়ে রেখেছেন। তিনি মানুষকে সত্যানুসন্ধানী হতে বলেছেন। তার সৃষ্টিজগৎ থেকে খুঁজে বের করতে বলেছেন তার নিদর্শনসমূহ। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের বহু আগে একজন নিরক্ষর লোকের দ্বারা এগুলো রচনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তার পক্ষে কখনোই বলা সম্ভব নয় যে, কীভাবে সূর্যের মতো এত তেজস্বী নক্ষত্র আলোহীন হয়ে যেতে পারে। কীভাবে সুবিশাল নক্ষত্ররাজি হয়ে পড়তে পারে আলো, শক্তিহীন। বলা তো দূরের কথা, তার ভাবনাতেও এগুলো আসা স্বাভাবিক যুক্তিবিরুদ্ধ, যদি-না তিনি কোনো ঐশীবাণী দ্বারা এগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত না হন। এই বাণীগুলো নিশ্চিতরূপে সেখান থেকেই আসা সম্ভব, যে-সত্তা এই আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সুমহান আল্লাহ।

সাজিদের প্রবন্ধটি এখানেই শেষ। পুরো লেখাটি পড়ার পরে আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি বিমোহিত হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। এতটা বিস্ময়ে ভরা আল কুরআন? মানুষকে জানাচ্ছে কিয়ামতপূর্ব কিছু নিদর্শন। অথচ, তার মধ্যেই কি না বিজ্ঞানের ছোঁয়া। সুবহানাল্লাহ!

আজ এসব লেখকের বই দ্বারা বাজার ছেয়ে গেছে। মানুষও কুর'আন হাদিসভিত্তিক প্রাচীন শ্রেষ্ঠ আলিমদের কিতাব কেনা বাদ দিয়ে এসব আবর্জনাময় লেখার পেছনে ছুটে মু'তাযিলা আশ'আরি কাদারিয়া আকিদা নিজেদের অজান্তেই গ্রহন করছে। এখানে দেখুনঃ
প্রথমত, এই বিশেষ চিন্তাধারার লেখক কাফিরদের কথা গুলোকে গ্রহন করে নিয়েছে।
দ্বিতীয়ত, কাফির অপবিজ্ঞানীগনের এসব তত্ত্ব সুস্পষ্ট যাদুশাস্ত্র উদ্ভূত কুফরি তত্ত্ব এবং প্রাচীন যাদুকরদের আকিদা, যা লেখক রহস্যজনকভাবে(হয়ত অজ্ঞতা বা মূর্খতার দরুন) গ্রহন করেছে।
তৃতীয়ত, লেখক শয়তানি কুফরি তত্ত্বগুলো ইসলামাইজ করছেন কুর'আনের দলিল ব্যবহার করে,পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে এসব কুফরি আকিদার ভাণ্ডার হচ্ছে কুর'আন(নাউজুবিল্লাহ), আয়াত গুলোয় সেসব তত্ত্বের কথা বহু আগেই বলে দিয়েছে। অভিশপ্ত যাদুকরদের আকিদাই নাকি কুর'আন ১৪০০ বছর আগে শিক্ষা দেয়। মা'আযাল্লাহ! উপরের ছবিগুলো উদাহরণ স্বরূপ দিয়েছি। এরপরেও এর প্রেক্ষাপটেই বলি, কুর'আনে কি কথিত বিজ্ঞানীদের ওই হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির কথা বলা হয়েছে? এই প্যাগান হার্মেটিক ডক্ট্রিনের বিকৃত আকাশবিদ্যাই কি কুর'আন সুন্নাহ শেখায়?
চতুর্থত, তিনি কাফিরদের কথাকে মাপকাঠি হিসেবে নিয়ে কুর'আনের পরিশুদ্ধতা যাচাই করছেন! (নাউজুবিল্লা) অধিকন্তু এরা সাধারন কাফিরও নয়, এ পর্বেই দেখছেন এরা যাদুকর ও মাসূনী। সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। সবচেয়ে জঘন্য আকিদাকে গ্রহন করেছেন।

লেখকের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে বিকৃত কুফরপন্থী চিন্তাধারা প্রথমেই সব লেখাকে বাতিল করে দেয়। এরপরে আরো দেখুন, সূরা ইয়াসিনের ৩৮ নং আয়াতে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কাল্পনিক মহাশূন্যের অনন্তে ছুটে চলা সূর্যের জ্বালানি শেষ হবার পর শেষ অবস্থান বা গন্তব্যের কথা বলেছেন!? এ ব্যাপারে মুফাসসীরীন কি বলেছেন!? হাদিসে কি এসেছে!? আল্লাহ কি এ আয়াতের দ্বারা সূর্যের রেগুলার কোর্সকে বুঝিয়েছেন নাকি ধ্বংসকে বুঝিয়েছেন!? সূর্যের গন্তব্য দ্বারা আরশের নিচে সেজদার স্থানকে বোঝানো হয়েছে নাকি অপবিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে বোঝানো হয়েছে সূর্যের ধ্বংসকে!?

ছবি গুলোর ১৫৯ নং পৃষ্ঠার ছবিতে লেখক 'যদি' শব্দযোগে তাকদীরকে স্পর্ধা করে বলছেন, আল্লাহর রাসূল(সা) যদি ঐশীবানী প্রাপ্ত না হত তাহলে সূর্যকে অনন্ত অবিনশ্বর ভাবতেন(নাউজুবিল্লাহ)। লেখক সাহেবের লজিক হচ্ছে আধুনিক অপবিজ্ঞান তাকে যাদুশাস্ত্র নির্ভর অনেক তত্ত্ব দিয়েছে,এটাই এখন তার নিকট সত্য মিথ্যা নির্ধারনের কষ্টিপাথর বা মাপকাঠি। বিজ্ঞান তার নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রিলিজিয়াস বিলিফে থাকতে

পারে, এজন্য বিজ্ঞানের সাথে যদি তিনি যেকোনভাবে মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন, তাহলে এ দ্বীন অবশ্যই অপবৈজ্ঞানিক কুফরি কষ্টিপাথর অনুযায়ী তার নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। তাহলেই ধরে নেওয়া যায় এ ধর্মের বানী সৃষ্টিকর্তার থেকেই এসেছে। যেহেতু বিজ্ঞানীগন সূর্যের আলোহীন হবার কথা বলেছেন, যেখানে নিরক্ষর নবী(সাঃ) এর ধারনা করার কথা ছিল অবিনশ্বর সূর্যের, সেখানে তিনিও সূর্যের আলোহীন হবার কথা বলেছেন আজ থেকে হাজার বছর আগে, সুতরাং (অপ)বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে কুর'আনের শুদ্ধতা মিললো। এতে ইসলামের সত্যতার ব্যপারে থাকা সংশয় বিদূরিত হলো।

আশাকরি এদের বিশ্বাস বা ঈমান কোন ধরনের তা বুঝতে পারছেন। এরা বিশ্বাসের পাল্লায় ইসলাম অপেক্ষায় (অপ)বিজ্ঞানের দিকেই প্রথমাবস্থায় বেশি ঝুকে আছে। ওটাই তাদের আসল মতাদর্শ। ধর্মকর্মও তো করা লাগে, তাই তাদের আসল মতাদর্শের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ন সেটা যাচাই করে। এদের আসল দ্বীন বা বিশ্বাসের বিষয় এই অপবিজ্ঞানই অর্থাৎ ন্যাচারাল ফিলসফি। এ ধরনের লোকেরা চায় বিজ্ঞানপন্থী নাস্তিকরাও যেন তাদের অনুরূপ ব্যাধিযুক্ত ঈমান আনে, তাই এরকম বিকৃত পন্থার দাওয়াতি কাজ চালিয়ে ফিতনা অব্যাহত রাখে।
সূর্যের বিষয়টি উদাহরনরূপে দিয়েছি। এরা সকল বিষয়ে একই কাজ করে। এমন কাজও করে যে আগে কুর'আনের দলিল দেখায় এরপরে অপব্যাখ্যার দ্বারা বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে ইসলামকে (অপ)বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম বলে প্রচার করে। আমি প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ প্রথমটি পাঠ করিনি, জানিনা সেখানে যেন আরো কত কি আছে। এই পর্বটির প্রায় প্রত্যেক বাক্যে বাক্যে এরকম অপব্যাখ্যা আর উল্টাপাল্টা মনগড়া যুক্তি। আমি জানিনা, আলিমরাও এটাকে কিভাবে প্রোমোট করেছে! গত পর্বে বিস্তারিত ইতিহাসভিত্তিক আলোচনায় উল্লেখ করেছি এই চিন্তাধারার সূত্রপাত কোথা থেকে। সেই মধ্যযুগের আরব আলকেমিস্ট, হার্মেটিস্টরা। সে যুগের মু'তাযিলা এবং আশ'আরিরা।

কেপলার,ব্রুনো,ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস ও বেকনের পর আগামী পর্বে দেখবেন মহাগুরু স্যার আইজ্যাক নিউটনের অনুসৃত বিদ্যা এবং সেসব থেকে (ফ্রান্সিস) বেকনের সেই ম্যাসনিক ম্যাথডে নিয়ে আসা কথিত (অপ)বিজ্ঞান। বিইযনিল্লাহ।

Ref:

[১]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Copernican_Revolution

[২]

https://www.academia.edu/7072076/The_Influence_of_Renaissance_Hermeticism_on_the_Scientific_Revolution

https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/184659/5-07_Rosen.pdf?...

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/002182867901000109

https://www.jstor.org/stable/232729

[৩]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

https://www.bookdepository.com/Giordano-Bruno-Hermetic-Tradition-Frances-Yates/9780415278492

https://www.academia.edu/1465019/Surviving_Ideologies_An_Analysis_of_Giordano_Bruno_and_the_Hermetic_Tradition

https://books.google.com/books/about/Giordano_Bruno_and_the_Hermetic_Traditio.html?id=V5DMa7eWOlkC

http://tarothermeneutics.com/classes/waite-trinick/books/Francis-a-Yates-Giordano-Bruno-and-the-Hermetic-Tradition.pdf

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno_and_the_Hermetic_Tradition

[৪]

http://digitalarchives.sjc.edu/items/show/308

http://community.humanityhealing.net/m/blogpost?id=1388889%3ABlogPost%3A1124482

[৫]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Occult_theories_about_Francis_Bacon

https://m.youtube.com/watch?v=mv16wPBC_c0

https://thetruthaboutshakespeare.com/index.php/the-real-truth-about-the-freemasons

http://freemasonry.bcy.ca/texts/FrancisBacon.html

http://hiddenmessagesinshakespeare.blogspot.com/2015/02/chapter-3-francis-bacon-master-of.html

http://www.thetrowel.org/articles/Francis-Bacon.htm

http://www.sirbacon.org/mcompeer2.htm

https://www.sacred-texts.com/eso/sta/sta41.htm

http://freemasoninformation.com/tag/francis-bacon/amp/

https://thetruthaboutshakespeare.com/index.php/the-real-truth-about-the-freemasons
[৬]

https://francisbaconsociety.co.uk/francis-bacon/bacon-and-spiritual-consciousness/

https://weseeasthroughaglassdarkly.wordpress.com/2017/01/25/solomons-house-the-hermetic-foundations-of-sciencescientism/

https://hermetic.com/sabazius/fbacon

http://www.sirbacon.org/links/dblohseven.html

https://www.fbrt.org.uk/pages/hermes.html

https://www.jstor.org/stable/42569882
[৭]

https://www.kabalatalisman.com/king-solomon

https://kabbalahinsights.com/en/orna-s-blog/558-a-little-tip-for-success-with-king-solomon-wisdom

https://www.p-kabbalah.com/seals-incantations-and-virtues/king-solomons-seals/

http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/31388?/eng/content/view/full/31388&main
[৮]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/New_Atlantis
[৯]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salomon's_House
[১০]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
[১১]

https://www.newscientist.com/article/dn17023-why-two-geniuses-delved-into-the-occult

https://blog.oup.com/2015/08/pythagoreans-kepler-mathematics/

https://www.cambridge.org/core/books/occult-scientific-mentalities/keplers-attitude-toward-astrology-and-mysticism/

http://www.johanneskepler.info/astrology-theology/

https://www.jstor.org/stable/986232&sa=U&ved=2ahUKEwjJo9iBtOHkAhWb73MBHZqwBloQFjAJegQIARAB&usg=AOvVaw3uRca3Om0nC3XnAm2Jkt2o
[১২]

https://hermetic.com/godwin/kepler-and-kircher-on-the-harmony-of-the-spheres

https://www.hermetik-international.com/en/media-library/astrology/johannes-kepler-concerning-certain-fundamentals-astrology/

https://www.universalfreemasonry.org/en/masonic-science-freemasonry

[১৩]
https://mymodernmet.com/leonardo-da-vinci-vitruvian-man/
https://www.occultopedia.com/l/leonardo_da_vinci.htm
https://hermetic.com/hermeneuticon/leonardo-da-vinci
https://gnosticwarrior.com/the-first-freemasons.html
http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2010/03/leonardo-davinci-superhero.html?m=1
https://www.vivadavinci2019.fr/en/evenements/at-the-roots-of-freemasonry-the-renaissance/
https://www.finearttips.com/2012/03/how-leonardo-da-vinci-used-sacred-geometry-in-painting-the-mona-lisa
http://www.solischool.org/sacred-geometry.html
http://mysteriouswritings.com/the-secret-and-sacred-geometry-of-leonardos-the-last-supper-by-hayward-gladwin
[১৪]
https://www.beliefnet.com/entertainment/movies/the-da-vinci-code/leonardo-his-faith-his-art.aspx
http://www.deism.com/davinci.htm
https://academic.oup.com/monist/article/30/2/281/247290
https://www.pdcnet.org/monist/content/monist_1920_0030_0002_0281_0291
এবং
The influence of renaissance thought of scientific revolution by Marina P Banchetti.
The forbidden Universe by lynn picknet and clive prince
From Ancient Egypt to Modern Science by Lynn Picknet and Clive Prince.
Giordano Bruno and The Hermetic Tradition by Frances Yates.

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

পর্ব-১৩

আইজ্যাক নিউটন(১৬৪২-১৭২৬):
আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী কিংবদন্তী যে ব্যক্তিটি, তিনি স্যার আইজ্যাক নিউটন। প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নিউটনের জীবদ্দশায় "বিজ্ঞান" শব্দটি ছিল না। তখন ছিল Natural Philosophy। এজন্য নিউটনের নামের পূর্বে "বিজ্ঞানী" শব্দযোগ কতটা সঠিক সেটা ভাববার অবকাশ আছে।

Sir Isaac Newton PRS (25 December 1642 – 20 March 1726/27[a]) was an Englishmathematician, physicist, astronomer,theologian, and author (described in his own day as a "natural philosopher") who is widely recognised as one of the most influential scientists of all time, and a key figure in thescientific revolution.(উইকিপিডিয়া)

তার আসল পরিচয় প্রকাশের পূর্বে আমাদের দেশের সাধারন লোকেদের তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা উল্লেখের প্রয়োজন আছে।আমাদের দেশে নিউটনকে গ্রাম্য মূর্খ সমাজেও এত সম্মান করা হয় যে তার এ অমুসলিম নামটিও অনেক মুসলিমকে রাখতে দেখেছি। তার প্রতি সকলের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে নিউটনের কল্যাণেই বিজ্ঞানের এহেন অগ্রগতি, নিউটন যা করেছিল সবই খাটি পবিত্র বিজ্ঞান এবং এই জ্ঞান শিক্ষাতে কোন দোষ নেই। আমাদের দেশের জনৈক ব্যক্তি "প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ" নামের একটি বই প্রকাশ করেন। তার এ বইটি ইসলামিক
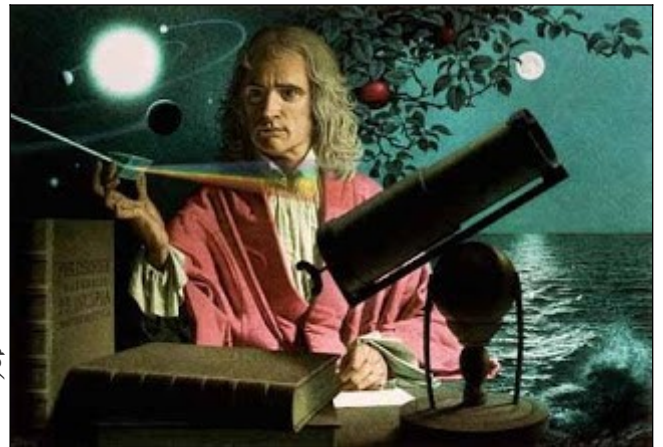
কমিউনিটির মধ্যে চরম সুখ্যাতি লাভ করে। এমনকি চরমোনাই পীর ছাহেব পর্যন্ত তার বইটা পড়বার জন্য সকলকে উদাত্ত আহব্বান করে।

তিনি 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ ২" নামের বইতে নিউটনকে তাওহীদে বিশ্বাসী বা একেশ্বরবাদী সত্যিকারের খ্রিষ্টান বলে উল্লেখ করেন। নিউটনের প্রতি কাল্পনিক চরিত্র সাজিদের মাধ্যমে চরম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এমনকি শেষের দিকে এও বলেন যে **"নিউটনের ঈশ্বর-ধারণার সাথে আমাদের ধারনার খুব কম পার্থক্য রয়েছে"**। লেখক নিউটনের ইলাহকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন। এর পূর্বে একজন "খাঁটি খ্রিষ্টান" হিসেবেও উল্লেখ করেন। চলুন তার লেখাগুলো সরাসরি দেখা যাকঃ

> ত্রিত্ববাদের কথা শুনে ডেভিডের পুরো চেহারা মুহূর্তেই গুমোট আকার ধারণ করল। সে বলল, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে—ট্রিনিটির ধারণাও ক্রিসমাস ডের মতো প্যাগানদের কাছ থেকে ধার করা?'
>
> 'আমি তা বলছি না। আমি বলতে চাইছি যে—ট্রিনিটির সাথে মূল ক্রিশ্চিয়ানিটির কোনো সম্পর্ক নেই। ট্রিনিটি বলে ঈশ্বর হলো তিনজন; কিন্তু আদি ক্রিশ্চিয়ানিটিতে ঈশ্বর ছিলেন কেবলই একজন। আদি ক্রিশ্চিয়ানিটিতে জিসাস ক্রাইস্টকে কখনোই ঈশ্বর হিশেবে দেখানো হতো না; বরং তাকে ঈশ্বরের দূত হিশেবে দেখানো হতো; কিন্তু কালের পরিক্রমায় ক্রিশ্চিয়ানিটিতে 'ট্রিনিটি তত্ত্ব' ঢুকে পড়ে এবং একজন ঈশ্বরের জায়গা দখল করে বসে তিন তিনজন ঈশ্বর; কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটন এই ট্রিনিটি তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি একজনকেই ঈশ্বর হিশেবে বিশ্বাস করতেন।'
>
> ডেভিড বলল, 'তার মানে নিউটন জিসাস ক্রাইস্টকে স্বীকার করত না?'
>
> 'অবশ্যই স্বীকার করত। নিউটন জিসাস ক্রাইস্টকে কেবল ঈশ্বরের একজন দূত হিশেবে বিশ্বাস করত, ঈশ্বর হিশেবে নয়। নিউটন ঈশ্বর হিশেবে তাকেই বিশ্বাস করত, যিনি জিসাস ক্রাইস্টকে দূত বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।'
>
> তাদের আলোচনায় আমি বেশ মজা পাচ্ছি। ড্যান ব্রাউন ইলুমিনাতির গোপন কোনো সদস্য কি না এই রহস্যের চেয়ে বিজ্ঞানী নিউটন ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করত কি না সেই রহস্যই এখন বেশি জমে উঠেছে। ডেভিড জানতে চাইল, 'নিউটন যে-ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করত না তার প্রমাণ কী?
>
> সাজিদ হাসল। হেসে বলল, 'আমার এই দাবির প্রমাণ রয়েছে নিউটনের সেই

বারোটি সূত্রে।’

‘নিউটনের বারোটি সূত্র?’, মুখে বিড়বিড় করে বলল ডেভিড। নিউটনের গতির তিন সূত্রের কথা জানি এবং বইতে পড়েছি; কিন্তু ‘নিউটনের বারো সূত্র’ নামে তো কোনোকিছু পড়িনি কখনো। সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ‘নিউটনের বারো সূত্র আবার কী জিনিস?’

এবার সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আজকে তাকে এতবার হাসতে দেখে আমি হালকা অবাক হচ্ছি। আমার প্রশ্নের উত্তর হিশেবে সে বলল, ‘আমরা বেশির ভাগই বিজ্ঞানী নিউটনকে চিনি; কিন্তু আমরা অধিকাংশই ধর্মীয় স্কলার নিউটনকে চিনি না।’

সাজিদের কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। বললাম, ‘ধর্মীয় স্কলার নিউটন মানে কী? নিউটন নামে কোনো ধর্মীয় স্কলার ছিলেন নাকি?’

‘বিজ্ঞানী নিউটনই হলো ধর্মীয় স্কলার নিউটন।’

অবাক হলো ডেভিড। অবাক হলাম আমিও। বললাম, ‘আশ্চর্য! এমন কঠিন করে কথা বলছিস কেন তুই? যা বলতে চাচ্ছিস সহজ করে বলে ফেল। একেবারে জলবৎ তরলং করে। বিজ্ঞানী নিউটন আর ধর্মীয় স্কলার নিউটন, এসব টার্ম ব্যবহার করে ধোঁয়াশা তৈরি করবি না একদম।’

সাজিদের একটা বদভ্যাস হচ্ছে সে সবকিছুতেই দার্শনিকতা কপচাতে শুরু করে। সহজ ব্যাপারকে কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করে জটিল করে তোলে। আমার কথাকে সে আমলে নিয়েছে বলে মনে হল না। সে আগের মতোই বলে যেতে লাগল, ‘স্যার আইজ্যাক নিউটনকে আমরা বিজ্ঞানী হিশেবেই চিনি তার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডগুলোর জন্যে। কিন্তু বিজ্ঞানী পরিচয়ের বাইরেও তার বিশাল একটি পরিচয় আছে। সেটি হলো তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় পণ্ডিত। সারা জীবন তিনি বিজ্ঞান নিয়ে যত কাজ করেছেন, ধর্ম নিয়ে কাজ করেছেন তার তিন গুণ। বিজ্ঞানের জন্য সারা জীবনে তিনি যত শব্দ লিখেছেন, ধর্মের জন্য লিখেছেন তার পাঁচ গুণ; কিন্তু কোনো এক আশ্চর্য কারণে নিউটনের ধার্মিকতা আর ধর্ম নিয়ে তার গবেষণার ব্যাপারটি আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়।’

‘স্যার আইজ্যাক নিউটন একজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন’ এই কথা শুনে মনে হলো আমি আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে এসে পড়লাম। তিনি একজন আস্তিক

ছিলেন সেটি আমি জানতাম; কিন্তু তিনি যে ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মের জন্য লেখালেখি পর্যন্ত করেছেন, সেসব কোনোদিনও শুনিনি। ডেভিডের অবস্থাও আমার মতো। স্যার আইজ্যাক নিউটনের ধর্মীয় পণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারটি তার কাছেও বেশ আশ্চর্যের। ডেভিড় বলল, 'তিনি কি সত্যিই ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে লেখাজোখা করেছেন?'

সাজিদ বলল, 'হুম।'

'হুম' বলার পরে সাজিদ আবার বলল, 'আচ্ছা ডেভিড, পদার্থের গতির অবস্থা বোঝাতে নিউটন কয়টি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন জানো?'

ডেভিডের হয়ে আমি উত্তর দিলাম, 'তিনটি।'

আমার কথায় ডেভিড মাথা ঝাঁকালো। সাজিদ আবার বলল, 'রাইট। পদার্থের গতির অবস্থা বোঝাতে নিউটনকে আবিষ্কার করতে হয়েছে তিনটি সূত্র। আর ঈশ্বরের অবস্থা বোঝাতে নিউটনকে কয়টি সূত্র দিতে হয়েছিল তুমি জানো?'

'না', জবাব দিল ডেভিড।

'গুড। আমি বলছি। ঈশ্বরের অবস্থা বোঝানোর জন্য নিউটনকে আবিষ্কার করতে হয়েছে সর্বমোট বারোটি সূত্র। একটি দুটি নয়, গুনে গুনে বারোটি...।'

আমাদের বিস্ময়ের পারদ যেন পালা দিয়ে বেড়েই চলেছে আজকে। বিজ্ঞানী নিউটনের বাইরে গিয়ে ধর্মীয় পণ্ডিত নিউটনের অজানা এক অধ্যায়ের আবেশ যেন আমাদের ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে।

ডেভিড জানতে চাইল, 'সেই বারোটি সূত্র কী কী?'

সাজিদ গলা খাঁকারি দিল। একটু নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করল, 'সেই বারোটি সূত্র খুব সুন্দর এবং একই সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিউটনের ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রিশ্চিয়ানিটির ব্যাপারে তার অবস্থান জানতে এই বারোটি সূত্রকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের। ঈশ্বরকে জানার জন্য নিউটন প্রথম যে-সূত্রটি দিয়েছিলেন তা হলো, 'There is one God the Father (everliving), Omnipresent, Omniscient, Almighty, the maker of heaven & earth, and one

Mediator between God & Man, the man Christ Jesus.

অর্থাৎ নিউটন বলেছেন, 'ঈশ্বর হলেন একজন। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান। তিনি হলেন আসমান এবং জমিনের স্রষ্টা। মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে সম্পর্কস্থাপনকারী মাধ্যম হলেন যিশু।

দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলেছেন, 'The Fater is invisible God whom no eye hath seen or can see. All other things are sometimes visible'.

অর্থাৎ 'ঈশ্বর হলেন অদৃশ্য। কোনো দৃষ্টি তাকে দেখেনি অথবা দেখতে পারে না। তিনি ব্যতীত অন্য সব দৃশ্যমান।'

তৃতীয় সূত্রে বলেছেন, 'The Father hath life in himself & hath given the son to have life in himself'.

অর্থাৎ 'ঈশ্বর নিজেই নিজের ভেতর জীবন্ত এবং তিনি নিজের মধ্যে থেকেই নিজ ক্ষমতাবলে বান্দাদের জীবন দান করেন।'

সূত্র তিনটি শুনে আমার মাথা ওলটপালট হবার জোগাড়। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে একজন বিজ্ঞানীর এত দূরদর্শী চিন্তা সত্যিই অবাক করার মতো। সাজিদ বলে যেতে লাগল,

চতুর্থ সূত্রে তিনি বলেছেন, 'The Father is omniscient & hath all knowledge originally in his own breast. And (He) communicates knowledge of future things to Jesus Christ. None in heaven or earth or under the earth is worthy to receive knowledge of future things immediately from the Father except the Lamb. (And therefore, the testimony of Jesus is the spirit of Prophey & Jesus is the word or Prophet of God)

মানে হলো, নিউটন বলতে চেয়েছেন, 'ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী। তার অন্তরেই রয়েছে সকল জ্ঞান। তিনিই যিশুর কাছে ভবিষ্যৎ-বিষয়ক সকল জ্ঞান প্রেরণ করেন। ঈশ্বরের দূতগণ ব্যতীত আসমান কিংবা জমিনে এমন কেউ নেই, যারা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এ কারণেই যিশু হলেন ঈশ্বরের ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত এবং তিনি হলেন ঈশ্বরের দূত।'

সাজিদ একনাগাড়ে 'নিউটনের বারো সূত্র' বলা শেষ করল। আমি বললাম, 'লোকটি তো ক্রিশ্চিয়ানিটির ধারণাই পাল্টে দিতে চেয়েছে।'

সাজিদ বলল, 'তা নয়; বরং বলা উচিত তিনি ক্রিশ্চিয়ানিটির সত্য রূপ বের করে আনতে চেয়েছেন। তিনি কখনোই যিশুকে ঈশ্বর হিশেবে মানতেন না; বরং তিনি বলতেন যে, যিশু কেবল ঈশ্বরের একজন দূত। তিনি 'তিন ঈশ্বর' তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন 'ঈশ্বর কেবল একজন এবং আমাদের তার কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন মুক্তি মিলবে কেবল সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনাতে। বলা যায়, ত্রিত্ববাদের ধারণার মূলেই আঘাত করেছিলেন তিনি।'

সাজিদের কথাগুলো আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। শুনছিল ডেভিডও। সাজিদ বলল, 'কাহিনির কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ডেভিড।'

ডেভিড বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি আবার বলে বসো না যে—বিজ্ঞানী নিউটন ইলুমিনাতির সদস্য ছিলেন।'

আমি আর সাজিদ এবার খলখলিয়ে হেসে উঠলাম। হাসি থামিয়ে সাজিদ বলল, 'না, তা বলছি না। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, যিশুকে নিয়ে বিজ্ঞানী নিউটনের যে-ধারণা ছিল, ইসলামে যিশুর অবস্থানও অনেকটাই সে-রকম।'

'মানে?', প্রশ্ন করল ডেভিড।

'মানে, আমরাও বিশ্বাস করি স্রষ্টা কেবল একজন। আমরা বিশ্বাস করি যিশু কখনোই স্রষ্টার পুত্র ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন স্রষ্টার মনোনীত একজন রাসূল তথা বার্তাবাহক। আমরাও বিশ্বাস করি যাবতীয় প্রার্থনা তথা ইবাদত একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই প্রাপ্য। নিউটনের ঈশ্বর-ধারণার সাথে আমাদের ধারণার খুব কম পার্থক্যই রয়েছে।'

সাজিদের কথা শুনে ডেভিড বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'হলি কাউ!'

ডেভিডের মুখে 'হলি কাউ' শব্দদ্বয় শুনে আমি আর সাজিদ আবারও হেসে উঠলাম। আমার ধারণা এবারের বাংলাদেশ সফরের কথা ডেভিড সারা জীবন মনে রাখবে।

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের লেখক শুরুতেই বলেছেন তার লেখার খণ্ডাংশ শিক্ষা,গবেষণা বা সচেতনতার উদ্দেশ্যে কোন ব্লগে প্রকাশ করা হলে তা কোন দোষনীয় কিছু হবে না। তিনি বলেনঃ

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ [২]

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

আমি তার লেখাকে গবেষণা এবং সচেতনতার জন্য প্রকাশ করছি, আশাকরি তিনি রাগান্বিত হবেন না। এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। প্রথমেই বলে রাখি, নিউটন যাকে মা'বুদ বলেছেন তিনি Omnipresent, অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান, সেটা অত্র বইয়ের কথিত প্রথম নীতিতে উল্লেখ করা কোটেশনে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে লেখক সাহেব এর অনুবাদে "Omnipresent" এর অর্থটি না উল্লেখ করে এড়িয়ে গেছেন। তিনি(আরিফ আজাদ) সম্ভবত ইসলামের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক কথাগুলো লুকিয়ে ইসলামের সাথে সংগত বিষয়গুলোকে রেখেছেন। নিউটনিয়ান ঈশ্বর সর্বত্রবিরাজমান। আল্লাহর অস্তিত্ব সর্বত্রবিরাজমান নয়। নিউটনিয়ান ঈশ্বরের সর্বত্রবিরাজমান ঈশ্বরের ধারনাটি পাওয়া যায় 'ভিন্ন রকমের' একত্ববাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে। ভিন্নরকম কিরূপ!? সর্বব্যাপী বিরাজমান ঐ ঈশ্বরের বিশ্বাস এরকম যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব এক, অর্থাৎ Unity of existence। আরবিতে বলা হয় ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। একদম খুলে বললে আল ইত্তেহাদ। ইংরেজিতে যাকে pandeism,panentheism,

panpsychism,pantheism অথবা monism(non dualism) বলে ডাকা হয়।এই আকিদা বা বিশ্বাস মুসলিম নামধারী যাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাদেরকে প্রশ্ন করে দেখুন তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিনা, তারা ঈমানের গভীরতা প্রদর্শনে আল্লাহর প্রতি ইশকের আতিশয্যে বাঁশে চড়ে, অজ্ঞানও হয়ে দেখাবে। অথচ এদের ধারণার মা'বুদ আর ইব্রাহীমের(আঃ) মা'বুদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এই "সর্বত্রবিরাজমান ঈশ্বরের" ধারণাটিকে খুজে পাওয়া যায় প্রত্যেক প্রাচীন অভিশপ্ত যাদুকরদের মাঝে,অভিশপ্ত দার্শনিকদের মাঝে, বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠন বা বাতেনিয়্যাহদের মধ্যে, বিভিন্ন অকাল্ট(যাদু),মিস্টিক্যাল শাস্ত্রের মাঝে। সুফি বা পীরদের থেকে এই কুফরি ধারণা ওই একই বিশ্বাসগত স্রোতধারা থেকে চলে আসে। এখন প্রশ্ন আসে, তাহলে নিউটন কি যাদুকর ছিল বা যাদুবিদ্যার সাথে কোনরকম সম্পৃক্ততা ছিল?

জ্বি, তিনি শুধুমাত্র ন্যাচারাল ফিলসফারই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন যাদুকর এবং সেই সাথে উচ্চপদস্থ ফ্রিম্যাসন বা রোজিক্রুশিয়ান(বাতেনিয়্যাহ বা গুপ্ত সংগঠন) সদস্য!! আজকে তাকে বিজ্ঞানী বলা হয় তার তত্ত্বগুলোকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা হয়, অথচ সেসব ছিল যাদুচর্চা থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন নিষিদ্ধ বিদ্যার তত্ত্ব। একারনেই নিউটন একেশ্বরবাদের কথা বলেছেন যিনি কিনা সর্বত্রবিরাজমান। মাসূনীরা(freemason) "এক ঈশ্বরের" কথা বলে যাকে বলা হয় Great architect of the universe(GAOTU), তিনি এমনই এক ঈশ্বর, যাকে বোঝানো হয় রা,বা'ল,বুদ্ধ,বিষ্ণু,কৃষ্ণ,মসীহ যিশু, আল্লাহ এমনকি লুসিফার(শয়তান)। তাকে মাসূনীরা(ফ্রিম্যাসন) গোপনে Jahbulon শব্দ দিয়েও ডাকে। এখন দেখার বিষয় খ্রিষ্ট ধর্ম অধ্যয়ন করে জনাব নিউটন তার বাতেনিয়্যাহ ফের্কার ধারনা বা বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি আনয়নের উদ্দেশ্যে ত্রিতত্ত্ববাদকে বর্জন করেছেন কিনা। এজন্য তাকে antitrinitarian বা Arian খ্রিষ্টান অথবা "খাঁটি খ্রিষ্টান" বলা ভুল, কারন তিনি খ্রিস্ট ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাসকে অস্বীকার করতেন, যেমন জ্বীন, শয়তানকে, আত্মাকে। এজন্য অনেক ইতিহাসবিদ ধর্মতত্ত্ববিদরা তাকে আদৌ খ্রিস্টানদের কোন শ্রেণীতে ফেলতে চান না। সর্বোপরি নিউটন বিবলিক্যাল কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসের বশে নয়, বরং কিছু গুপ্ত বা বাতেনি তথ্য গ্রহনের উদ্দেশ্যে। তিনি এজন্য শুধু বাইবেলই না কাব্বালাহ নিয়েও ব্যাপক পড়াশোনা করে। উদ্দেশ্য শুধুই গুপ্তঅধিবিদ্যা এবং সাজারাতুল খুলদের(শয়তানের প্রতিশ্রুতিঃঅনন্ত জীবন প্রদায়ী বৃক্ষের) সন্ধান।
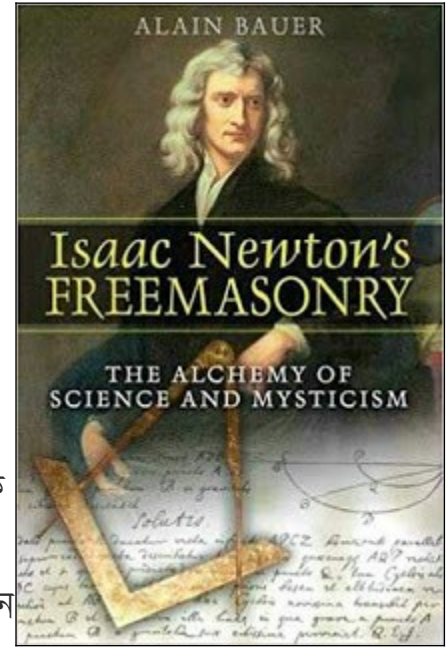
যেহেতু বাইবেল বা গস্পেল নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন,খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং যেহেতু এটা প্রতিষ্ঠিত ও অধিক অনুসারীদের ধর্ম, এজন্য তার সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসের স্বীকৃতি দেখে অনেকে খ্রিস্টধর্মের কাতারে ফেলে। অন্যদিকে তার আমরণ মাসূনী বা গুপ্ত সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা এবং যাদুচর্চার বিষয়গুলোকে অন্ধকারে ঢেকে রাখা হয়, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক পরিচয়ে প্রশ্ন ওঠার ভয়ে। এদিকে পরাজিত মনের এবং ওয়াহহানের রোগে রোগাক্রান্ত মুসলিম লেখকগণ নিষিদ্ধ অপবিদ্যা দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে প্রতিনিয়ত যাদুশাস্ত্র থেকে আহরিত কুফরি তত্ত্ব গুলোকে ইসলামের সাথে সমন্বয় ঘটায়। এরা নিকৃষ্ট কুফফারদের মুখে ঈশ্বর বা মা'বুদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি পেলেই দৌড়ঝাঁপ দিয়ে, কোন মা'বুদের কথা বলছে সে বাছবিচার ছাড়াই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমদের মধ্যে জ্ঞানহীন এবং বিচারশক্তিহীন সুবিশাল জনগোষ্ঠীকে চরম বিভ্রান্তি এবং গোমরাহির দিকে ধাবিত করে। ইতোপূর্বে আলোচ্য লেখকের মিচিও কাকু নামের জনৈক অপবিজ্ঞানীর কুফরি বিশ্বাসকে ইসলামাইজেশন নিয়ে লিখেছিলাম। সেটা কিছুকাল আনপাবলিশড অবস্থায় রাখি এই ভেবে যে, হয়ত তিনি ইখলাসের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্যই কাজ করছিলেন, হয়ত এই ত্রুটি গুলো শোধরাবেন। কিন্তু পরবর্তী মালাউন নিউটনের আকিদাকে ইসলামাইজেশন করে বই প্রকাশ করায় খুব অবাক হই, অতঃপর আজ দেখছি এই ফিতনা আরো প্রকট আকার ধারন করেছে, এ সমস্ত অপবিজ্ঞানকে ইসলামাইজ করা ভ্রান্তিপূর্ন বই পড়ে প্রাক্টিসিং মুসলিমরাও বিভিন্ন সংশয়ে পড়ছেন, কেউ বা নাস্তিকই হয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আগের সেই আনপাবলিশড আর্টিকেলটিকে পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তাবোধ করি[১]।

উপরে দেখতে পারছেন, জনাব আরিফ সাহেবের প্রকাশিত কিতাবে 'নিউটন আবার ইল্যুমিনাতির সদস্য নয়তো' প্রশ্ন তুলে কৌতুক করেছেন। আইরনিক্যাল ব্যপার হচ্ছে এই মহান দার্শনিক আইজ্যাক নিউটন একাধারে মাসূনী(Freemason) এবং Rosicrucian! শুধু কি তাই(!), কাব্বালা এবং হার্মেটিক যাদুবিদ্যার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং বাস্তবে এর চর্চাকারীও[২১]।এখন প্রশ্ন চলে আসে,ঐ লেখক কোন ঈশ্বরের বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকে মিলিয়ে সেদিকে দাওয়াত দিচ্ছেন!? নিউটনের দুটি গুপ্তসংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা; তার মতাদর্শ এবং ইব্রাহীমের দ্বীনের সাথে পার্থক্য দ্বার করায়। তাহলে উল্লিখিত কিতাব নিউটনের মাসূনী আকিদাকে ইসলামাইজ করে কোন উপাস্যের দিকে আহব্বান করছে!? সেই ম্যাসনিক বা রোজিক্রুশিয়ান গড!? The Great Architect Of The Universe!? ফ্রিম্যাসন সদস্যরা কি ইব্রাহীমের (আঃ) রবকে মা'বুদ বলে উপাসনা করে(?) নাকি ইসলামি পরিভাষার দাজ্জাল নামের আসন্ন সৃষ্টিকর্তা বা রুবুবিয়্যাতের দাবিকারী এক অভিশপ্ত স্বত্ত্বার উপাসনা করে!?
নিশ্চিতভাবে বলা যায় মাসূনী ও রোজিক্রুশিয়ানদের উপাস্য এবং ইব্রাহীম(আ) এর উপাস্য এক

নয়।

লেখক তো স্পষ্টভাবে লিখেছেন নিউটনের ঈশ্বরের আকিদা ও মুসলিমদের রবের ব্যাপারে আকিদায় খুব একটা তফাৎ নেই! তাহলে তিনি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে (ওয়া আল্লাহু আ'লাম) কোন রবের দিকে আহব্বান করেন!! মা'আযাল্লাহ!

উপরে 'ওয়াহহানের' ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার কথা বলেছি, আপনি কি জানেন এই লোকগুলো শুধু ক্বিতালকে অপছন্দ করেই ক্ষান্ত নয়, এ যামানায় আল্লাহ আযযা ওয়া জালের সবচেয়ে প্রিয় বান্দাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে দেখে। যে লেখকের কথা বলছি, তিনি ইমাম আনোয়ার আল আওলাকীদেরকে(রহিমাহুল্লাহু তা'য়ালা) কিলাবূন নার মনে করেন। ওয়াল্লাহি,একান্ত চরম মূর্খ না হলে এই দৃষ্টিভঙ্গি রহমানের পক্ষাবলম্বী কোন বান্দার হতে পারেনা, এই দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে দাজ্জাল এবং তার অনুসারীদের। আমাদের কাছে স্পষ্ট যে তার লেখাগুলো অমার্জনীয় ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ এবং সবকিছু কেমন যেন নিউটনিয়ান ঈশ্বরের দিকেই চলে যায়।যাইহোক, আমরা জানি না তার বা তার সমমনাদের অন্তরে কি আছে না আছে। আমরা জানিনা তারা এসব ভ্রান্তি intentionally করছেন নাকি অনিচ্ছাকৃতভাবেই করছেন। আমরা জানি না, এ সকল দাঈ'গন উম্মাহর মধ্যে ইচ্ছে করেই মু'তাযিলা কাদারিয়া আকিদার বীজ বপন করছে নাকি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে। আল্লাহ বলেন, **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** অর্থাৎ **"তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত"**। সুতরাং, আমরা শুধুমাত্র এই অপবৈজ্ঞানিক ফিতনার ব্যাপারে উম্মাহকে যার যার অবস্থান থেকে সতর্ক করতে পারি। যারা এইসব কুফরি আকিদা এবং নিষিদ্ধ অভিশপ্ত চিন্তাধারাকে ইসলামের সাথে সমন্বয় করছেন তাদেরকে সতর্ক এবং তাদের ভ্রান্তিগুলোকে প্রকাশ করতে পারি এবং ওইসব দাঈ ও আলিমরা যদি এগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে করেন, তাদের জন্য রহমানের কাছে দু'আ করতে পারি যেন তিনি তাদেরকে হক্বের দিকে পরিচালিত করেন। আর যদি এসব কর্মকাণ্ড যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে আল্লাহ তাবারাকা তা'য়ালা যেন উম্মাহকে তাদের ফিতনাহ থেকে হেফাজত করেন এবং অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা উত্তম হিসাব গ্রহনকারী। এবার আসুন কথিত (অপ)বিজ্ঞানী নিউটনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায়।

নিউটনের আসল পরিচয় আমরা আজও জানি না। এগুলো আসলে প্রকাশ করলে বিজ্ঞানের origins ও rationality তে প্রশ্ন তৈরি হয়। এজন্য বিগত শতাব্দীকাল ধরে তার ব্যাপারে সত্যকে আড়ালে রাখা হয়েছে। তার আসল পরিচয় খুব বেশি দিন হয়নি প্রকাশ হয়েছে।১৯৩৬ সালে নিউটনের লেখা অজস্র বই, কাগজ পত্র নিলামে ওঠে, জন মেনার্ড কিনস নামের এক ধনাঢ্য ব্রিটিশ

ইকোনোমিস্ট সেসব জিনিসগুলোকে কিনে নেয়।*In 1936, a descendant offered the papers for sale at Sotheby's.[139] The collection was broken up and sold for a total of about £9,000.[140] John Maynard Keynes was one of about three dozen bidders who obtained part of the collection at auction. Keynes went on to reassemble an estimated half of Newton's collection of papers on alchemy before donating his collection to Cambridge University in 1946. [উইকিপিডিয়া]*

নিউটনের অধিকাংশ লেখাগুলোই ছিল দুর্বোধ্য কোডিং দ্বারা এনক্রিপ্ট করা।সেগুলো সাধারন মানুষের পাঠোদ্ধার সম্ভব না। যেগুলো সাধারন ভাষায় প্রকাশ করা তাও বিভিন্ন রূপক আর কাব্যিক ছন্দে লেখা। জন মেনার্ড প্রায় ৬ বছর ধরে নিউটনের লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধ অনুচ্ছেদ গুলো পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে সফল হন। এতে নিউটনের আরেক রূপ বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশিত হয়। সেটা এই যে, উনি মোটেও বিজ্ঞানী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না, বরং একজন খাটি অকাল্টিস্ট বা যাদুকর! জন মেনার্ড কিন্স বলেনঃ **"Newton was not the first of the age of reason: He was the last of the magicians."[উইকিপিডিয়া]**

বিস্তারিতঃ https://wikipedia.org/wiki/Isaac_Newtons_occult_studies

একদম শৈশবে নিউটন পিতাকে হারায়, পিতার মৃত্যুর পর নিউটনের শিশুকালেই তার মা এক লোককে বিয়ে করে। মায়ের এ বিবাহ নিউটন একদমই মেনে নিতে পারেনি। তার মধ্যে মা ও তার সৎ পিতার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃনা জন্মায়, কৈশোর বয়সে একবার তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন বলে নিউটন স্বীকার করেন। নিউটন শিশুকাল থেকেই অন্তর্মুখী প্রকৃতির ছিলেন, শিশুকালেই তিনি সানডায়ালসহ বেশ কিছু জিনিসের ডিজাইন করে ফেলেন।

শিক্ষাজীবনে নিউটন একা একাই কাটান। গম্ভীর ভাবুক প্রকৃতির নিউটন খুব কমই ঘর থেকে বের হতেন,তার এক বন্ধু মাঝেমাঝে আসতো,তার সাথেও তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। নিউটন সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন mysticism, esoteric philosophy নিয়ে। সেদিকেই তার আকর্ষণ।সারাদিন ঘরের এক কোণে বসে বিভিন্ন occult text(যাদুশাস্ত্র) নিয়ে অনুসন্ধান ছিল তার দৈনন্দিন কাজ। তিনি প্রাচীন যাদুশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র উভয় সংগ্রহ করতেন গুপ্তবিদ্যা অর্জনের জন্য। রেনেসাঁ

পরবর্তী সময়ে যাদুশাস্ত্রের প্রতুলতার জন্য সেসব সংগ্রহে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।
তিনি ভাবতেন বাইবেলের মধ্যেও কোন না কোন বাতেনি জ্ঞান থাকতে পারে। এজন্য দীর্ঘ একটা সময় বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ নিয়ে গবেষণা করেন।এজন্য অনেক মানুষ তাকে ধর্মভীরু খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলেছে। শুধু বাইবেলই না, তিনি সোলাইমান(আ:) সিংহাসনের স্থানের ব্যপারেও অনেক গবেষণা করে, উদ্দেশ্য শুধুই কিছু অধিবিদ্যা অর্জন, কিছু বাতেনি বিদ্যা হাসিল, মিস্টিক্যাল ইনিসিয়েশন লাভ,আর যাদুকরদের চিরাচরিত উদ্দেশ্যঃ প্রকৃতির কার্যনীতির ব্যপারে জ্ঞান লাভ। এজন্য এমনকি প্রাচীন বহু প্যাগান মন্দিরের নির্মাণশৈলী, জ্যামিতিক নকশা নিয়েও গবেষণা করেছেন। উইকিপিডিয়াতেও এসেছেঃ*Newton spent a great deal of time trying to discover hidden messages within the Bible.*

In addition to scripture, Newton also relied upon various ancient and contemporary sources while studying the temple. He believed that many ancient sources were endowed with sacred wisdom[6] and that theproportions of many of their temples were in themselves sacred. This belief would lead Newton to examine many architectural works of Hellenistic Greece, as well as Romansources such as Vitruvius, in a search for their occult knowledge.

Newton felt that just as the writings of ancient philosophers, scholars, and Biblical figures contained within them unknown sacred wisdom, the same was true of their architecture. He believed that these men had hidden their knowledge in a complex code of symbolic and mathematical language that, when deciphered, would reveal an unknown knowledge of how nature works.
[উইকিপিডিয়া]

এজন্য কেউ যদি মনে করে, তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরাগ বা ভক্তির দরুন ধর্মশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতেন, তবে নিঃসন্দেহে এরূপ ধারনাকারী ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ। ইহুদি রহস্যবাদ ও যাদুবিদ্যা কাব্বালাহ,বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে আগ্রহ তার কথিত খ্রিষ্টান পরিচয়কে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

নিউটনের হৃদয় বক্রতা ও কুফর দ্বারা পরিপূর্ন ছিল। তিনি প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্মকে সঠিক মনে করতেন না। তিনি ত্রিতত্ত্ববাদকে অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন। তার ননট্রিনিটারিয়ান বিশ্বাস দেখে অনেক বায়োগ্রাফার, স্কলারগন মনে করতেন তিনি খ্রিষ্টান নন বরং Deist। ডেইজম হচ্ছে এমন বিশ্বাস ব্যবস্থা যেখানে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এরকমটা ধারনা করা হয় যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু এখন তিনি আসমান যমীনের নিয়ন্ত্রন করছেন না, তিনি দুনিয়ার সম্পর্কে এমনকি বেখবর(নাউজুবিল্লাহ), কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নিউটনের ঈশ্বর সম্পর্কে আকিদা হলো, ঈশ্বর প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে পরিচালনায় ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ(ডিভাইন ইন্টারভেনশান) করতেন। Leibniz কিছুটা আক্রমণ করেই নিউটনের ব্যপারে তার এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেঃ **"Sir Isaac Newton and his followers have also a very odd opinion concerning the work of God. According to their doctrine, God Almighty wants to wind up his watch from time to time: otherwise it would cease to move. He had not, it seems, sufficient foresight to make it a perpetual motion."[উইকিপিডিয়া]**

নিউটন যতই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কথা বলুক না কেন, ত্রিশ বছরে পা দেওয়ার সময় পর্যন্ত নিজেকে বাহ্যিকভাবে সমাজে খ্রিষ্টান পরিচয় দিলেও তিনি তার অন্তরের আসল বিশ্বাস কখনোই খোলাখুলি প্রকাশ করেন নি। আগে তাকে অনেকে একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টান হিসেবে চিহ্নিত করত, কিন্তু সাম্প্রতিককালে তার আসল মুখোশ উন্মোচিত হলে heretic বলা হয়। তিনি খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বাস তো লালন করতেনই না, উপরন্তু ব্রুনো, গ্যালিলিওদের ন্যায়ই হেরেটিক ছিলেন। এ ধারনা খোদ ইতিহাসবিদরাই করেন। তিনি হয়ত কঠিন শাস্তির ভয়েই আসল বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন নি। এজন্য তাকেও নিকোডেমাইটদের কাতারে ফেলা হয় যারা লাঞ্ছিত হবার ভয়ে বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে ঢেকে রাখে। *Although born into an Anglican family, by his thirties Newton held a Christian faith that, had it been made public, would not have been considered orthodox by mainstream Christianity;[113] in recent times he has been described as a heretic.*

Like many contemporaries (e.g., Thomas Aikenhead) he lived with the threat of severe punishment if he had been open about his religious beliefs. Heresy was a crime that could have been punishable by the loss of all property and status or even death (see, e.g., the Blasphemy Act 1697). Because of his secrecy over his religious beliefs, Newton has been described as a

Nicodemite.[9]

Historian Stephen D. Snobelen says, "Isaac Newton was a heretic. But ... he never made a public declaration of his private faith—which the orthodox would have deemed extremely radical. He hid his faith so well that scholars are still unravelling his personal beliefs."[114][উইকিপিডিয়া]

যারা তাকে ননট্রিনিটারিয়ান আরিয়ান খ্রিষ্টান বলে দাবি করত,তারা একদমই ভুল করেছে কেননা তিনি শয়তানের বা জ্বীনদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি খ্রিষ্টীয় অর্থোডক্স বিশ্বাসঃ আত্মার অমরত্বেও অবিশ্বাস করতেন। *As well as being antitrinitarian, Newton allegedly rejected the orthodox doctrines of the immortal soul,[9] a personal devil and literal demons.[9][উইকিপিডিয়া]*

তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলেতেন। শোনা যায় তার এই বিশ্বাস কিছুদিন সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিকদের বিপাকে ফেলে। কিন্তু তার ঈশ্বর monism এর ঈশ্বরের ধারনার অনুরূপ সর্বত্র বিদ্যমান(উপরে আগেই উল্লেখ করেছি)। নিউটনের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে বিখ্যাত উক্তি হচ্ছেঃ
"This most beautiful system of the sun, planets, and comets, could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent Being. [...] This Being governs all things, not as the soul of the world, but as Lord over all; and on account of his dominion he is wont to be called "Lord God" παντοκρατωρ [pantokratōr], or "Universal Ruler". [...] The Supreme God is a Being eternal, infinite, [and] absolutely perfect"

Sir Isaac Newton

এখন প্রশ্ন আসে এই ইউনিভার্সাল শাসক কাকে বোঝানো হয়েছে! ইব্রাহীমের(আঃ) রব নাকি অন্য কেউ? এটা বুঝতে লেখার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নিউটনের ধর্মতাত্ত্বিক লেখনী এবং বিবলিক্যাল কিতাবাদিতে অনুসন্ধান সংক্রান্ত সবকিছু ১৬৭০ থেকে ১৬৯০ এর মধ্যে সংঘটিত হয়। *Newton did not publish any of his works of biblical study during his lifetime.[3][58] All of Newton's writings on corruption in biblical scripture and the church took place after the late 1670s and prior to the middle of 1690.*

[উইকিপিডিয়া]

বাইবেল এর পাশাপাশি নিউটন আরো কিছুর মধ্যে ডুবে থাকতেন, তা হচ্ছে যাদুশাস্ত্র। তিনি হার্মেটিক, কাব্বালিস্টিক, পিথাগোরিয়ান-প্লেটনিক সমস্ত যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত লেখনী নিয়ে গভীরভাবে ডুবে থাকেন। এরপরে শিক্ষাজীবনের একটা পর্যায়ে বাস্তব পর্যায়ে সরাসরি যাদুচর্চার দিকে হাটেন। তিনি হার্মেটিসিজমের অন্তর্ভুক্ত আলকেমি চর্চাশুরু করেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন ধরনের খ্রিষ্টান নিষিদ্ধ বিদ্যা নিয়ে পড়ে থাকে এবং যাদুচর্চায় মনোনিবেশ করে!? তিনি corpus hermeticum নিয়ে গভীর গবেষণা চালান। এমনকি হার্মেটিক শাস্ত্র অনুবাদ পর্যন্ত করেন(ডানের ছবিতে দ্রষ্টব্য)। আজ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত অনেক শয়তানি যাদুশাস্ত্রের গবেষণা অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। উইকিপিডিয়ায় এসেছেঃ

HERMETIS
TRISMEGISTI
PHOENICUM-ÆGYPTIORUM
Sed et aliarum Gentium
MONARCHÆ CONDITORIS
sive
TABULA SMARAGDINA
à situ temerariisq,
nunc demum pristino Genio
Vindicata per
WILHELMUM CHRISTOPHORUM
KRIEGSMANNUM.

DEUTER: XXXIII. vers: 13.14.16

Testamentum Arnoldi de Villa Nova

Isaac Newton placed great faith in the concept of an unadulterated, pure, ancient doctrine, which he studied vigorously to aid his understanding of the physical world.[17]Many of Newton's manuscripts—most of which are still unpublished[17]—detail his thorough study of the Corpus Hermeticum, writings said to have been transmitted from ancient times, in which the secrets and techniques of influencing the stars and the forces of nature were revealed, i.e. As Above, So Below.[উইকিপিডিয়া]

নিউটনের সময় বিজ্ঞান ছিলই না, ছিল ন্যাচারাল ফিলসফি। আজকের কথিত র‍্যাশনাল বিজ্ঞানের জন্য নিউটন কাজ করতেন না বরং কাজ করতে যাদুবিদ্যা নিয়ে। তার মূল লক্ষ্যই ছিল প্রাচীন ব্যবিলনিয়ান কুফরি যাদুবিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করা। উইকিপিডিয়াতে একই কথা এসেছেঃ
Newton's scientific work may have been of lesser personal importance to him, as he placed emphasis on rediscovering the occult wisdom of the ancients.

নিউটন ছিল একজন প্রসিদ্ধ আলকেমিস্ট। আলকেমির প্রতি তিনি এত বেশি মাত্রায় আবিষ্ট ছিলেন যে বলা যায়, তার লিখিত ১০ মিলিয়ন শব্দের ১ মিলিয়ন ছিল আলকেমির উপর। এর অধিকাংশই ছিল হার্মেটিক দর্শনকেন্দ্রিক এবং সেসব স্তরের পর স্তর allegory ও imagery দ্বারা ভরা দুর্বোধ্য বাক্য। একবার নিউটনের ব্যক্তিগত আলকেমির ল্যাবে আগুন লাগে, এতে করে তার অনেক অকাল্ট নলেজের ডকুমেন্টস নস্ট হয়ে যায়। নিউটনের মৃত্যুর সময় তার আলকেমির উপর করা কর্মগুলোকে প্রকাশের অযোগ্য ঘোষণা দিয়ে দীর্ঘকাল ঢেকে রাখা হয়। অবশিষ্ট টিকে থাকা প্রকাশযোগ্য নিউটনের আলকেমিকে কেমিস্ট্রি নাম দিয়ে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। রহস্যের বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ নিউটনের যাদুবিদ্যায় করা ডকুমেন্ট গুলো ইজরাইলে চলে গেছে! *Of an estimated ten million words of writing in Newton's papers, about one million deal with alchemy. Many of Newton's writings on alchemy are copies of other manuscripts, with his own annotations.[91] Alchemical texts mix artisanal knowledge with philosophical speculation, often hidden behind layers of wordplay, allegory, and imagery to protect craft secrets.[138] Some of the content contained in Newton's papers could have been considered heretical by the church.*

Much of Newton's writing on alchemy may have been lost in a fire in his laboratory, so the true extent of his work in this area may have been larger than is currently known.

At the time of Newton's death this material was considered "unfit to publish" by Newton's estate, and consequently fell into obscurity until their somewhat sensational reemergence in 1936.[9]

All of Newton's known writings on alchemy are currently being put online in a project undertaken by Indiana University: "The Chymistry of Isaac Newton"[142] and summarised in a book.[উইকিপিডিয়া]

তার ওইসব কার্যক্রম এজন্যই প্রকাশ অযোগ্য বলা হয়েছিল, যাতে করে তার বিদ্যা ও বইপত্র সাধারন মানুষের হজমে অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ বিষকে উপাদেয় খাদ্য বলে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়া বলা যায়। ভাল কোন লোকই যাদুকরদের থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চাইবে না। এজন্য পরিচয় গোপন রাখার মধ্যে অভিশপ্ত কাফিররা কল্যান খুজে পেয়েছিল।

তার আলকেমির উপর গবেষণার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টির সাবস্টেনশিয়াল পরিবর্তন অর্থাৎ সেই পরশ পাথরের অন্বেষণ যার দ্বারা লোহাকে স্বর্ণে রূপান্তর করা যায় এবং অপর উদ্দেশ্য ছিল শয়তানের দেওয়া সাজারাতুল খুলদের(tree of life) সেই প্রাচীন প্রতিশ্রুতিকে খুজে বেড়ানো, অনন্তজীবন প্রদায়ী অমৃতের(Elixir of life) অনুসন্ধান। সে তার জীবদ্দশায় চার্চের শাস্তির ভয়ে সব ধরনের নিষিদ্ধ বিদ্যাকে প্রকাশ করা থেকে দূরে রাখে।*Newton's writings suggest that one of the main goals of his alchemy may have been the discovery of the philosopher's stone (a material believed to turn base metals into gold), and perhaps to a lesser extent, the discovery of the highly coveted Elixir of Life.*

Due to the threat of punishment and the potential scrutiny he feared from his peers within the scientific community, Newton may have deliberately left his work on alchemical subjects unpublished.(উইকিপিডিয়া)

অকাল্ট মিস্টিসিজম থেকে গৃহীত নিউটনিয়ান অকাল্ট বিদ্যা বা তত্ত্বকে পরবর্তীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়।১৬৮৭ সালে তার প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা পূর্ন নামঃ 'প্রাকৃতিক দর্শনে গাণিতিক নীতি' প্রকাশিত হয়। এটা অপবিজ্ঞানের মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এটাই ক্ল্যাসিক্যাল নিউটনিয়ান মেকানিক্সের মূল ভিত্তি। এটাকে আজ সায়েন্টিফিক কিতাব ভাবা হতে পারে অথচ দেখছেন, বইয়ের নামেই ন্যাচারাল ফিলসফি উল্লেখ করা আছে!এই বইসহ তার সমস্ত তত্ত্বে যাদুশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। তিনি মূলত যাদুবিদ্যারই বিভিন্ন নীতি তত্ত্বকে প্রকাশ করেন। অতঃপর তাকে বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহন এবং মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি আসমানি বস্তুসমূহের সঞ্চালনের ব্যাপারেও অদৃশ্য যাদুকরী শক্তির(gravity) অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন যার বলে সবকিছু সচল আছে ভাবতেন। অর্থাৎ সবকিছুই তার অকাল্ট ফিলসফি থেকে নিয়ে আসা।এই অকাল্ট

বেজড প্রিন্সিপিয়া কিতাবে তিনি গতির সূত্র প্রকাশ করেন, যা আজ আমাদের প্রায় সকলেরই মুখস্ত। *It was Newton's conception of the universe based upon natural and rationally understandable laws that became one of the seeds for Enlightenment ideology.*

His book Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica(Mathematical Principles of Natural Philosophy), first published in 1687, laid the foundations of classical mechanics.

Many of the discoveries and mathematical formula found within Newton's Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica can be linked, often very directly, to his occult and alchemical studies. Much of his research into the movement of heavenly bodies was influenced by his belief that there are invisible, occult forces at work in the orbits of celestial bodies.

The Principia was published on 5 July 1687 with encouragement and financial help fromEdmond Halley. In this work, Newton stated the three universal laws of motion.

As a spiritual man, and as an alchemist, Newton was determined that the motion of heavenly bodies was motivated by invisible forces, that natural phenomena were motivated by forces spiritual, not merely physical.[15]

Determining that many of Newton's acclaimed scientific discoveries were influenced by his research of the occult and obscure has not been the simplest of tasks. Newton did not always record his chemical experiments in the most transparent way. Alchemists were notorious for veiling their writings in impenetrable jargon, and Newton made matters even worse by inventing symbols and systems of his own. That is part of the reason why, despite Newton's reputation, many of his manuscripts have still not been

properly edited and interpreted. "They are in a state of considerable disorder," Newman says.[উইকিপিডিয়া]

একটা বিষয় হচ্ছে, এসব সূত্রের অধিকাংশ বিষয় মানুষের সাধারন সহজাত বিচার বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। যেমন ধরুন, আপনি জানেন যে কোন বস্তুকে ধাক্কা না দেওয়া হলে তা স্থির অবস্থায় থাকবে, ধাক্কা দিলে তা চলতে থাকবে। না থামালে চলতে থাকবে, গতি লাভ না করলে গতি ক্রমশ হ্রাস পাবে। বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।... ইত্যাদি বিষয়গুলো তো সূত্রে এনকোড করবার প্রয়োজনীয়তা খুজে পাইনা যেহেতু এসব একদমই observation এবং common sense এর বিষয়। এসব তুচ্ছ পর্যবেক্ষনভিত্তিক সাধারন জ্ঞানকে মহাবিদ্যা হিসেবে পূজো করে অবশেষে ব্যক্তিপূজার(অন্ধ অনুসরন ও ভক্তশ্রদ্ধা) দিকে যাওয়া চরম মূর্খলোকেদের কাজ।

নিউটন আলো/অপটিক্স নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা দিয়ে ন্যাচারাল ফিলসফারদের মধ্যে সমাদৃত হন। তিনি যাদুবিদ্যায় দূরবর্তী কোন বস্তুতে পরিবর্তন(action at distance) ঘটানোর ব্যাখ্যায় গুপ্ত ঐন্দ্রজালিক শক্তির সর্বত্রব্যাপী বিরাজমানতার তত্ত্ব নিয়ে আসেন। প্রথম দিকে তিনি কঠোরভাবে সমালোচিত হন সরাসরি প্র্যাক্টিক্যাল যাদুবিদ্যার তত্ত্বকে নগ্নভাবে ন্যাচারাল র‍্যাশনাল ফিলসফিতে আনার জন্য। নিউটন রেনে ডেকার্টের মেক্যানিক্যাল ক্লক ইউনিভার্সের(সমস্ত আসমানি বস্তু ঘড়ির পেনিয়াম ও ক্ষুদ্র গিয়ারের ন্যায় ক্লক সিস্টেমে যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত বলে ধারনা) ব্যাখ্যাকে মেনে

নেন নি, তিনি তার পরিবর্তে আরো একটু রহস্যঘন ব্যাখ্যাকে দ্বার করান। তিনি সেই ঐন্দ্রজালিক গুহ্য শক্তিকে সমস্ত বস্তুর আবর্তন, জোয়ারভাটা, আকর্ষন-বিকর্ষণ এবং বর্তুলাকার পৃথিবীতে সমস্ত বস্তুকে ধারণের ব্যাখ্যায় নিয়ে আসেন। এর নাম দেওয়া হয় Gravity! তিনি এই গ্রাভিটির নীতিকে আসমান যমীনের সর্বত্র একই নীতিতে উত্থাপন করেন।

এভাবে নিউটন অকাল্ট ফিলসফি থেকে আসা পিথাগোরিয়ান কাব্বালিস্টিক কস্মোলজিকে আরো সুদৃঢ় করতে, আরো যৌক্তিক প্রমাণ করতে একটি occult force field কে নিয়ে আসেন। এর দ্বারা যাদুশাস্ত্র থেকে নেয়া কেপলার-কোপার্নিকাসদের অপূর্ণাঙ্গ যুক্তিহীন সূর্যকেন্দ্রিক মহাকাশতত্ত্বকে যুক্তিযুক্ত এবং সব কিছুকে ব্যাখ্যার আওতায় নিয়ে এসে হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বে অবশিষ্ট সন্দেহকে দূরীভূত করেন। তিনি যদি অকাল্ট বিশ্বাস অনুযায়ী শূন্য স্থানের(ভ্যাকুয়াম) মধ্যে একটা occult force field এর অস্তিত্বের কথা না ভাবতেন যা দূরবর্তী জিনিসে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, তবে হয়ত নিউটনের গ্র্যাভিটির আবিষ্কার হতো না। উইকিপিডিয়া ঠিক একই কথাই বলে!-
In his Hypothesis of Light of 1675, Newtonposited the existence of the ether to transmit forces between particles. The contact with the Cambridge Platonist philosopher Henry Morerevived his interest in alchemy.[53] He replaced the ether with occult forces based onHermetic ideas of attraction and repulsion between particles. John Maynard Keynes, who acquired many of Newton's writings on alchemy, stated that "Newton was not the first of the age of reason: He was the last of the magicians."[54] Newton's interest in alchemy cannot be isolated from his contributions to science.[53] This was at a time when there was no clear distinction between alchemy and science. Had he not relied on the occult idea of action at a distance, across a vacuum, he might not have developed his theory of gravity.

In 1679, Newton returned to his work on celestial mechanics by considering gravitation and its effect on the orbits of planets with reference to Kepler's laws of planetary motion.

Newton's postulate of an invisible force able to act over vast distances led to him being criticised for introducing "occult agencies" into science.[63] Later,

in the second edition of the Principia (1713), Newton firmly rejected such criticisms in a concluding General Scholium, writing that it was enough that the phenomena implied a gravitational attraction, as they did; but they did not so far indicate its cause, and it was both unnecessary and improper to frame hypotheses of things that were not implied by the phenomena. (Here Newton used what became his famous expression "hypotheses non-fingo"[64]).

Newton used his mathematical description of gravity to prove Kepler's laws of planetary motion, account for tides, the trajectories of comets, the precession of the equinoxes and other phenomena, eradicating doubt about the Solar System's heliocentricity. He demonstrated that the motion of objects on Earth and celestial bodies could be accounted for by the same principles. Newton's inference that the Earth is an oblate spheroid was later confirmed by the geodetic measurements ofMaupertuis, La Condamine, and others, convincing most European scientists of the superiority of Newtonian mechanics over earlier systems.[উইকিপিডিয়া]

তিনি হার্মেটিক শাস্ত্রের পাশাপাশি কাব্বালিস্টিক অপবিদ্যা নিয়েও ডুবে ছিলেন। ইহুদীদের শাস্ত্রগুলোয় তিনি অপবিদ্যার অন্বেষণ করতেন।এজন্য এমনকি হিব্রু ভাষা থেকে কিছু কিতাবের অনুবাদও করেছিলেন। ইহুদীরা যেখানে তৃতীয় মন্দির নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করছে সে স্থানটি নিয়ে তার চরম কৌতূহল ছিল। তিনি সোলাইমান(আঃ) এর দরবার নিয়ে গভীর গবেষণা চালিয়েছেন। এতে ব্যবহৃত বিশুদ্ধ জ্যামিতি নিয়ে ঘেটেছেন। একটা পুরো চ্যাপ্টার এসব নিয়ে লিখেছেন। তিনি আসলে এসব নির্মাণের জ্যামিতিক নকশার সাথে রহস্যবাদী বাতেনি ব্যাখ্যার যোগসূত্র তৈরির চেষ্টা করেছেন।

Kabbalah. **Kabbalah** views the design of the **Temple of Solomon** as representative of the metaphysical world and the descending light of the creator through Sefirot of the Tree of Life. The levels of the outer, inner and priest's courts represent three lower worlds of **Kabbalah**.

Destroyed: 587 BC

Solomon's Temple - Wikipedia
https://en.wikipedia.org › wiki › Solomon's_Temple

Newton extensively studied and wrote about the Temple of Solomon, dedicating an entire chapter of The Chronology of Ancient Kingdoms Amended to his observations of the temple. Newton's primary source for information was the description of the structure given within 1 Kings of the Hebrew Bible, which he translated himself from Hebrew.[19]

As a Bible scholar, Newton was initially interested in the sacred geometry of Solomon's Temple, such as golden sections,conic sections, spirals, orthographic projection, and other harmonious constructions, but he also believed that the dimensions and proportions represented more.

Newton believed that the temple was designed by King Solomon with privileged eyes and divine guidance. To Newton, the geometry of the temple represented more than a mathematical blueprint, it also provided a time-frame chronology of Hebrew history.[23] It was for this reason that he included a chapter devoted to the temple within The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, a section which initially may seem unrelated to the historical nature of the book as a whole.[উইকিপিডিয়া]

যে ব্যক্তি ব্যবিলনিয়ান কাব্বালাহ এবং অন্যান্য মিশরীয় যাদুশাস্ত্র নিয়ে ডুবে ছিল স্বভাবতই যে হযরত সোলাইমান (আঃ) দরবার ও সিংহাসন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে, কেননা এর সাথে যাদুবিদ্যার একটি শক্ত যোগসূত্র আছে তা আপনারা ভাল করেই জানেন।

একদিকে নিষিদ্ধ অপবিদ্যার চর্চা অন্যদিকে গুপ্ত-বাতেনি ব্যাখ্যা খুজতে বিবলিক্যাল টেক্সট গুলো নিয়ে নিবিড় অধ্যয়ন করে তিনি বলেন যে, ২০৬০ সালে শেষযুগের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে।২০৬০ সালের আগে পৃথিবী ধ্বংস হবেনা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ খবর প্রকাশের পর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। University of kings college এর প্রফেসর Stephen Snobelen বলেনঃ**"যদি নিউটনের এই ক্যালকুলেশন সঠিক হয়, তাহলে আমরা ওই সময়ের খুব নিকটে আছি,এ ধরনের গননা এটাই নির্দেশ করছে।"**

Newton predicted 2060 as world's end

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যখন কোন মুসলিম আলিমরা পৃথিবী ধ্বংসের নিকটবর্তিতার কথা বলেন, আনুমানিক সময় উল্লেখ করেন কিংবা শেষ সময়ের আলামতগুলোকে বর্ননা করেন, তার কথাগুলোকে আমলে নেওয়া হয় না। আজ অধিকাংশ মুসলিম এসবকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু আপনি দেখবেন এরাই নিউটনের মত জঘন্য মালউন(অভিশপ্ত) অপবিজ্ঞানীর কথাকে গভীর তাৎপর্যবাহী হিসেবে বিবেচনা করবে। *In a manuscript from 1704, Newton describes his attempts to extract scientific information from the Bible and estimates that the world would end no earlier than 2060. In predicting this, he said, "This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fanciful men who are frequently predicting the time of the end, and by doing so bring the sacred prophesies into discredit as often as their predictions fail."[উইকিপিডিয়া]*

যাদুকর নিউটন ২০৬০ সালে পৃথিবীতে বিপর্যয়কর কিছুর ভবিষ্যদ্বাণী করেন বাইবেল ও কাব্বালাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তিনি কিন্তু সেটাকেই শেষ বলেন নি। বরং সেটা হবে New beginning!

তিনি হয়ত ধ্বংস-বিধ্বস্ত পৃথিবীকে নতুন পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন। পৃথিবীতে এক স্বর্গীয় স্বপ্নরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। দুনিয়াটা হবে কিংডম অব গড! পৃথিবী হবে ঐশ্বরিক শান্তির প্রণোদনায় উদ্বেলিত স্বর্গলোক। উইকিপিডিয়াতেও এসেছেঃ *Newton may not have been*

referring to the post 2060 event as a destructive act resulting in the annihilation of the globe and its inhabitants, but rather one in which he believed the world, as he saw it, was to be replaced with a new one based upon a transition to an era of divinely inspired peace. In Christian and Islamic theology this concept is often referred to as The Second Coming ofJesus Christ and the establishment of TheKingdom of God on Earth. In a separate manuscript,[30] Isaac Newton paraphrases Revelation 21 and 22 and relates the post 2060 events by writing:

A new heaven & new earth. New Jerusalem comes down from heaven prepared as a Bride adorned for her husband. The marriage supper. God dwells with men wipes away all tears from their eyes, gives them of ye fountain of living water & creates all thin things new saying, It is done. The glory & felicity of the New Jerusalem is represented by a building of Gold & Gemms enlightened by the glory of God & yeLamb & watered by ye river of Paradise on ye banks of which grows the tree of life. Into this city the kings of the earth do bring their glory & that of the nations & the saints reign for ever & ever.[উইকিপিডিয়া]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন কাব্বালিস্ট যাদুকর কোন স্বর্গরাজ্যের কথা বলেছেন! আপনাদের কি মনে হয় একজন ধার্মিক লেবাসে থাকা যাদুকর mystic কার তত্ত্বাবধানে দুনিয়ায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখবে? কার আগমনের কথা বলবে? আপনার কি মনে হয় আদৌ সে ঈসা(আ) এর প্রতীক্ষা করছেন!? বিবলিক্যাল ঈসা(আ) এর আগমনবানী গুলো তো আজকের ইহুদীরাও ব্যবহার করে তাদের মসীহের অপেক্ষায়। তারা কি ঈসা রুহুল্লাহর অপেক্ষা করছে!?

এর উত্তর পাওয়া যায়, তার আরো একটি পরিচয়ের মধ্যে। তিনি ছিলেন একাধিক বাত্যেনিয়্যাহ(secret society) সংগঠনের সদস্য। তিনি ১৬৭২ সালে এমএ ডিগ্রি নেওয়ার পর রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হন।ফ্রিম্যাসন ফ্রান্সিস বেকনের রয়্যাল সোসাইটিতে সাধারনত প্রত্যেক সদস্যই ফ্রিম্যাসনের সাথে সংযুক্ত ছিল। ওটা আসলে ফ্রিম্যাসন পরিচালিত ন্যাচারাল ফিলসফির(যাদুবিদ্যা) গবেষণা সংগঠন। আজকের বিজ্ঞান এর হাত ধরেই আসে। রানী এ্যান ১৭০৫ সালে নিউটনকে নাইট(knight) উপাধি দান করেন। বেকনের পরে নিউটনই এ উপাধি লাভ করেন।পরবর্তীতে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য থেকে প্রেসিডেন্ট(১৭০৩-১৭২৭) নির্বাচিত হন আইজ্যাক নিউটন। *He was knighted by Queen Anne in 1705 and spent the last three decades of his life in London, serving as Warden (1696–1700) and Master(1700–1727) of the Royal Mint, as well as president of the Royal Society (1703-1727).*

Newton was the second scientist to be knighted, after SirFrancis Bacon. Newton was made President of the Royal Society in 1703 and an associate of the French Académie des Sciences.[উইকিপিডিয়া]

যেহেতু মাসূনীদের রয়্যাল সোসাইটিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তাই এ কথা চোখ বন্ধ করে বলা যায় তিনি একজন ৩৩ডিগ্রি মাস্টারম্যাসন ছিলেন[১৯]। তাছাড়া তিনি ১৭১৭ সালে ফ্রিম্যাসনদের "লজ অব ইংল্যান্ড" প্রতিষ্ঠাকারীদের একজন। কিছু ম্যাসনিক বিল্ডিং গুলো তার সম্মানেও উৎসর্গ করা হয়।*Isaac Newton has often been associated with various secret societies and fraternal orders throughout history.*

In particular, Isaac Newton is believed to have been a 33-degree Scottish Rite Freemason since he was one of the 1717 founders of the Lodge of England,[33] and by virtue of the number of masonic buildings have been dedicated in his honour.[34]

Regardless of his own membership status, Newton was a known associate of many individuals who themselves have often been labeled as members of various esoteric groups.

Considering the nature and legality of alchemical practices during his lifetime, as well as his possession of various materials and manuscripts pertaining to alchemical research, Newton may very well have been a member of a group of like minded thinkers and colleagues. The organized level of this group (if in fact any existed), the level of their secrecy, as well as the depth of Newton's involvement within them, remains unclear.

[উইকিপিডিয়া]

ফ্রিম্যাসনের পাশাপাশি আরেকটি নিকৃষ্ট occult society এর সাথে নিউটনের সম্পর্ক ছিল। সেটা Rosicrucian movement[২০]। তিনি নিজেই বিভিন্ন লেখায় এর সাথে তার সম্পর্কের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নিউটনের আলকেমি চর্চায় ঝোঁক,অমরত্বের অমৃতরসের সন্ধান প্রভৃতি রোজিক্রুশিয়ানিজম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হবার ফসল। আলকেমি নিয়ে নিউটনের কাছে এত বই ছিল, যাকে বিশ্বেরই একটা সমৃদ্ধ আলকেমিক্যাল লাইব্রেরি বলা যেত। তার কাছে প্রায় ১৬৯টি বই ছিল শুধু আলকেমির উপর। তার ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে রোজিক্রুশিয়ান সদস্যদের সাথে শয়তান জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ বা চ্যানেলিং এর একটা সংযোগও রয়েছে।Rosicrucian রা অন্য সকল mystery school এর ন্যায় ধ্যান বা যোগসাধনা করে[৬], সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে অন্য সকল যাদুকর mystic 'দের ন্যায় নিউটনও যে ধ্যানের ও চেতনার ওপারে[১৮] পাড়ি জমাতেন। তিনি ধ্যানের সাথে সত্য জ্ঞান অর্জনের সম্পর্কের ব্যাপারে বলেনঃ **“Truth is the offspring of silence and meditation.”** এর ভাবার্থ, সত্য হচ্ছে নীরবতা এবং ধ্যানের ফসল, সুতরাং ধ্যানের মাধ্যমেই সত্য জ্ঞান লাভ করা যায়। Rosicrucian'রা নিউটনের মতই খ্রিষ্ট ধার্মিকতার ভান ধরে ভেতরে অকাল্ট ফিলসফি লালন করে। এরা হার্মেটিক শাস্ত্রের অনুসরন করে বলে সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে অনেকটা সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস রাখে, অর্থাৎ omnipresent God/ Demiurge ইত্যাদি[১৭]।এজন্যই নিউটন ও এই সংগঠনগুলোর চিন্তাধারায় এত সাদৃশ্য। নিউটন নিজেই এই অকাল্ট মিস্ট্রি স্কুল(রোজাই ক্রুশো-Rosicrucian Order) এবং সিক্রেটসোসাইটির সদস্য হিসেবেই দাবি করেন! অন্যদিকে এই সিক্রেট সোসাইটিও তদ্রুপ দাবি করে! উইকিপিডিয়াতেই আছেঃ*Perhaps the movement which most influenced Isaac Newton was Rosicrucianism.[37] Although the Rosicrucian movement had caused a great deal of excitement within Europe's scholarly community*

during the early seventeenth century, by the time Newton had reached maturity the movement had become less sensationalized. However, the Rosicrucian movement still would have a profound influence upon Newton, particularly in regard to his alchemical work and philosophical thought.

The Rosicrucian belief in being specially chosen for the ability to communicate with angels or spirits is echoed in Newton's prophetic beliefs. Additionally, the Rosicrucians proclaimed to have the ability to live forever through the use of the elixir vitaeand the ability to produce limitless amounts of time and gold from the use of thephilosopher's stone, which they claimed to have in their possession. Like Newton, the Rosicrucians were deeply religious, avowedly Christian, anti-Catholic, and highly politicised. Isaac Newton would have a deep interest in not just their alchemical pursuits, but also their belief in esoteric truths of the ancient past and the belief in enlightened individuals with the ability to gain insight into nature, the physical universe, and the spiritual realm.[37]

At the time of his death, Isaac Newton had 169 books on the topic of alchemy in his personal library, and was believed to have considerably more books on this topic during his Cambridge years, though he may have sold them before moving to London in 1696. For its time, his was considered one of the finest alchemical libraries in the world. In his library, Newton left behind a heavily annotated personal copy of The Fame and Confession of the Fraternity R.C., by Thomas Vaughan which represents an English translation of The Rosicrucian Manifestos. Newton also possessed copies of Themis Aurea andSymbola Aurea Mensae Duodecium by the learned alchemist Michael Maier, both of which are significant early books about the Rosicrucian movement. These books were also extensively annotated by Newton.[37]

The Ancient & Mystical Order Rosae Crucis has always claimed Newton as a

frater.[38] During his own life, Newton was openly 'accused' of being a Rosicrucian, as were many members of The Royal Society.[উইকিপিডিয়া]

একজন ম্যাসনিক ফ্রাটারের বা মাসূনির বিশ্বাস কি আমরা জানি? ফ্রিম্যাসনে অন্তভুর্ক্তির জন্যই নূন্যতম মৌলিক যোগ্যতাসমূহের একটি হচ্ছে আপনাকে একজন মা'বুদে বিশ্বাসী হতে হবে অর্থাৎ একেশ্বরবাদী হতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই ইলাহ বা উপাস্য কি ইব্রাহীম(আঃ),ঈসা(আঃ),মূসা(আঃ) এর রব নাকি অন্য কেউ!? আপনারা দেখেছেন যে যাদুকর এবং ফ্রিম্যাসন নিউটনও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত,সেই সাথে কাব্বালার অনুসরন এবং সুলাইমান(আঃ) এর দরবার নিয়েও তার ছিল অনেক কৌতূহল! সুলাইমান (আঃ) শয়তান জ্বীনদেরকে ম্যাসন(মিস্ত্রি) হিসেবে ব্যবহার করতেন নির্মাণের জন্য, সেসবের সুক্ষ্ম নকশায় ছিল নিউটনের প্রবল আকর্ষন, সে বিশ্বাস বা আশা করত ২০৬০ এর পর যুদ্ধ বিগ্রহ ও ধ্বংসের পর নতুন পৃথিবীতে শান্তি সমৃদ্ধি দ্বারা ভরে যাবে। কার হাত ধরে? কে এই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে? যাদুকর-কাব্বালিস্ট-ফ্রিম্যাসন নিউটন কার আশা করেছিলেন? ঈসা(আঃ)(?) নাকি তাগুত দাজ্জালের? এটা তো আজ দিবালোকের মত প্রকাশ্য বিষয় যে ফ্রিম্যাসনিক সোসাইটি ইহুদীদের মসীহের আবির্ভাবের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উইকিপিডিয়াতে এসেছেঃ*Many Islamic anti-Masonic arguments are closely tied to both antisemitism and Anti-Zionism, though other criticisms are made such as linking Freemasonry to Al-Masih ad-Dajjal (the false Messiah in Islamic Scripture).[110][111] Some Muslim anti-Masons argue that Freemasonry promotes the interests of the Jews around the world and that one of its aims is to destroy the Al-Aqsa Mosque in order to rebuild the Temple of Solomon in Jerusalem.[112] In article 28 of its Covenant, Hamas states that Freemasonry,Rotary, and other similar groups "work in the interest of Zionism and according to its instructions ..."[উইকিপিডিয়া]*

উইকিপিডিয়ার এই তথ্যটি আসলেই সত্য। মাসূনী এবং তাদের সমমনা অন্যান্য প্রাচীন সংগঠনগুলোর লক্ষ্য এই একটাই। দাজ্জালের আগমন উপযোগী শক্ত মঞ্চ নির্মাণ। আশা করি বুঝতে পারছেন নিউটনের একত্ববাদী উপাস্যের পরিচয়। কাব্বালিস্ট - যাদুকর নিউটনের 'দ্য গ্রেট আর্কিটেক্ট অব দ্যা ইউনিভার্স' এর বিষয়টা আরো একটু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আবশ্যক। ফ্রি ম্যাসনদেরকে অবশ্যই মৌলিক বিশ্বাসরূপে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

উইকিপিডিয়াতে এসেছেঃ*A belief in a supreme being and scripture is a condition of membership.(উইকিপিডিয়া)*
অর্থাৎ ফ্রিম্যাসন এবং অন্যান্য সিক্রেট সোসাইটিগুলো একজন মহাশক্তিধর স্বত্ত্বায় বিশ্বাস করে,যার জন্য তারা জেরুজালেমে ৩য় মন্দির তৈরিতে কাজ করছে, বেকনিয়ান 'সলোমানিক হাউজ'(occult knowledge এর উপর প্রতিষ্ঠিত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) নির্মাণ করেছে দেশে দেশে। ফ্রিম্যাসনরা যে মহাশক্তিশালী স্বত্ত্বায় বিশ্বাসী তাকে তারা "Great architect of the universe"[১৬] বলে ডাকে। সংক্ষেপে G.A.O.T.U বলে। তাদের মতে এই স্বত্ত্বা একাধারে "রা,কৃষ্ণ,যিশু,আল্লাহ, জেহোভা,বা'ল,লুসিফার, বিষ্ণু, বুদ্ধ" এরা সবাই! এটাকে canopy deity বলা হয়।

ফ্রিম্যাসনদের মতে এই উপাস্য কোন ধর্মের পার্সোনাল গড না। বরং সকল ধর্মের সকল মতের উপাস্য। ম্যাসনদের মতে, একজন ম্যাসন তার(ওই এক স্বত্ত্বার) উপাসনার দ্বারা একাধারে জেহোভা,কৃষ্ণ, রা, বুদ্ধ,যিশু, আল্লাহর উপাসনা করে।এই কথাই বলেছেন এ্যালেন রবার্টঃ **"আপনি জানেন যে ফ্রিম্যাসনারীতে সৃষ্টিকর্তাকে বলা হয় "দ্য গ্রেট আর্কিটেক্ট অব দ্য ইউনিভার্স"(G.A.O.T.U)। এটা ফ্রিম্যাসনদের সৃষ্টিকর্তার বিশেষ নাম,কারন তিনি সার্বজনীন। তিনি ধর্মীয় প্রভেদ নির্বিশেষে সকল মানবের রব। সকল জ্ঞানী লোকেরা তার কর্তৃত্বের ব্যপারে জানে। তার প্রতি একান্ত ভক্তি অর্চনায়, একজন মাসূনী জেহোভা,মুহাম্মদ, আল্লাহ,যিশু অথবা তার নিজের পছন্দের দেবতার প্রতি প্রার্থনা করে।ম্যাসনিক লজ গুলোয় একজন মাসূনী G.A.O.T.U এর মধ্যে তার নিজ দেবতার নামকে খুজে পাবে।"**
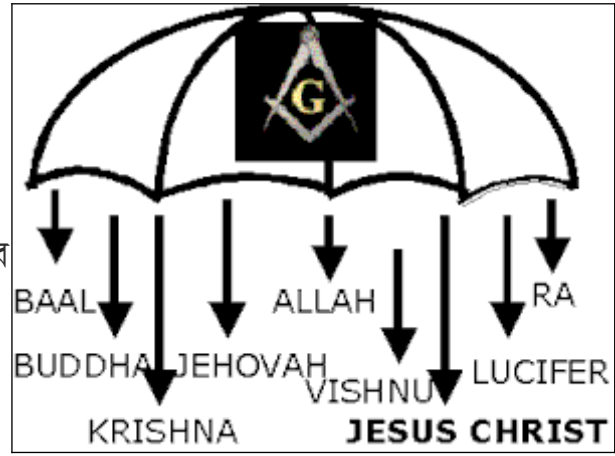
[Page 6, The Craft and Its Symbols by Allen E. Roberts]

ফ্রিম্যাসনদের মতে এই স্বত্ত্বার অপার ভালবাসার দরুন তিনিই যিশুখৃষ্টের দেহধারণ করেছিলেন এবং সেই যিশু মৃত্যুবরণ করেছে আমাদেরই পাপের জন্য, আবারো জেগে উঠবেন এবং তার অনুসারীদেরকে একত্রিত করার জন্য আসবেন। তিনি এমনই মহান স্বত্ত্বা যার মাঝে ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম কিংবা অন্য সব ধর্মের উপাস্যরা একাকার হয়ে আছে। তার ইবাদত করলে সবার ইবাদত

করা হবে। যে কেউ যার যার ধর্মানুযায়ী যাকেই ডাকুক না কেন এই মহাশক্তিধর স্বত্ত্বাকেই[supreme being] ডাকা হবে।
উনি সকলের পিতা! ফ্রিম্যাসনরা বিশ্বাস করে, খ্রিষ্টানরা যে ঈসা(আ) এর ইবাদত করে,এরকমটা উচিত নয়। উনি তাদের মতে অন্যান্য ধর্মগুরুদের মত একজন, উনিই যে একমাত্র মুক্তির পথ এরকম ভাবা ঠিক না, ট্রিনিটি ভুল। ঈসা(আ) এর নাম ধরে ধরে ডাকাটা একদমই 'আনম্যাসনিক' শোনা যায়। সুতরাং যিশুখ্রিস্টের ইবাদত করা বা পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মার ধারনা ফ্রিম্যাসন অনুযায়ী ভুল।[২]

তো ফ্রিম্যাসনদের এই গ্রেট আর্কিটেক্ট অব দ্যা ইউনিভার্স (মাসূনীদের উপাস্য)এর একটা গোপন নাম আছে। সেটা হচ্ছে Jahbulon! ১৯৮৭ সালে লেখক স্টিফেন নাইটের(Stephen knight) এক ব্যাখ্যায় দেখানো হয়েছে যে এই ফ্রিম্যাসনিক গড হচ্ছে দাজ্জাল বা দাজ্জালের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। একই কথা বলেন ডেভিড পিডকক নামের এক ব্যক্তি। এটা উইকিপিডিয়াতেই আছেঃ
Jahbulon or Jabulon (Hebrew : ***יהבעלאון*** *,romanized : Yahb'elon) is a word which is allegedly used in some rituals of Royal Arch Masonry , and derivations thereof.Non-Masonic authors have alleged that it is a Masonic name for God , and even the name of a unique "Masonic God"*

The interpretation by Knight also contributes to an assertion, which emerged in 1987, that ***there is a link between Freemasonry and the Dajjal, a Muslim equivalent of the Antichrist .*** *A reference by David Misa Pidcock, a British convert, has been widely propagated on the Internet following the September 11 attacks in 2001. [24] The Muslim group, Mission Islam, states on their website that based on Knight's interpretation,* ***"Freemasons secretly worship a Devil-God, known as JAHBULON."****[৩][উইকিপিডিয়া]*

মাসূনীদের কিছু বইতে তাদের পূজনীয় এই উপাস্যের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ
Monotheism is the sole dogma of Freemasonry. Belief in one God is required of every initiate, but his conception of the Supreme Being is left to his own

interpretation. Freemasonry is not concerned with theological distinctions. This is the basis of our universality.

[Grand Lodge of Indiana, Indiana
Monitor & Freemason's Guide ,
1993 Edition, page 41][8]

ফ্রিম্যাসন যদি দাজ্জালের অর্চনা করে, তাহলে শয়তান অবশ্যই তাদের কাছে পরম পূজনীয় হবার কথা। জ্বি, ৩৩ডিগ্রি ফ্রি ম্যাসনদের অনেকেই শয়তানকে দেবত্ব(ডিভিনিটি) দিয়ে উক্তি করেছেন। শয়তানের পথ অনুসরনের কথা সরাসরি বলেছেন। ৩৩ডিগ্রি ম্যাসন এ্যালবার্ট পাইক বলেনঃ **"লুসিফার হচ্ছে আলোবহনকারী! বিস্ময়কর এবং রহস্যময় নামটি দেওয়া হয়েছে অন্ধকারের আত্মাটিকে। লুসিফার হচ্ছে সকালের পুত্র! এটা সেই(স্বত্ত্বা), যিনি আলো বহন করে,তিনি কোন অসহিষ্ণু,অন্ধ নিস্তেজ, কামুক বা স্বার্থপর কাউকে দীপ্তিময় করবেন?(তাই)কোন সন্দেহ করো না!"**
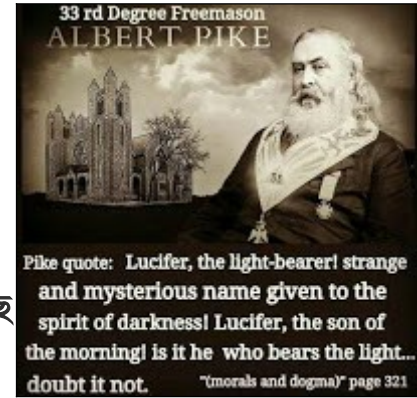
[Albert Pike (33º Freemason)
Morals and Dogma of the ancient
and Accepted Scottish Rite of Freemasonry pg. 321]

এতটুকুতেই অবাক হচ্ছেন!? এখনো কিছুই দেখেন নি। শুনলে অবাক হবেন যে তিনি সরাসরিই শয়তানকে দেবত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ শয়তান হচ্ছে ওদের একজন উপাস্য। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, শয়তানের মতবাদই একমাত্র সঠিক মতবাদ! ম্যাসনিক ধর্ম শয়তানি মতাদর্শের পবিত্রতা রক্ষা করছে!এরপরে তিনি সরাসরি সৃষ্টিকর্তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেছেন।
তিনি বলেছেনঃ **"জনগণকে আমাদের যা বলতে হবে তা হ'ল আমরা কোনও দেবতার উপাসনা করি, কিন্তু এটি এমন এক দেবতা যাকে কুসংস্কার ছাড়াই উপাসনা করা হয়।সার্বভৌম গ্র্যান্ড ইন্সপেক্টর জেনারেল,আপনার কাছে আমরা এটি বলছি এবং আপনি এটি 32 তম, 31 তম এবং 30 তম ডিগ্রির সতীর্থভাইদের কাছে পুনরাবৃত্তি করতে পারেন - আমাদের সবাইকে ম্যাসনিক ধর্মটির উচ্চতর ডিগ্রির শিক্ষার করা(প্রচার) উচিত, লুসিফেরিয়ান মতবাদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা উচিত। যদি লুসিফার দেবতা না হতেন তবে অ্যাদোনায়(אֲדֹנָי = রব / আল্লাহ) যার কাজগুলি**

মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ঘৃণা, বিজ্ঞানের প্রতি বর্বরতা এবং ঘৃণা প্রমাণ করে, অ্যাদোনায়(সৃষ্টিকর্তা) এবং তাঁর পূজারীরা(এখানে ফেরেশতা বা সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিদের বোঝানো হয়েছে) কি তাকে অধঃপতিত করত?

হ্যাঁ, লুসিফার হচ্ছেন দেবতা এবং দুর্ভাগ্যক্রমে অ্যাদোনায় হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা(God), কারণ চিরন্তন বিধিটি হল, ছায়া ব্যতীত কোনও আলো নেই, কদর্যতা ছাড়া কোনও সৌন্দর্য নেই, কালো ছাড়া কোনও সাদা নেই, এজন্য কেবল দুজন পরম দেবতা হিসাবে থাকতে পারে। আলোর জন্য তার ফয়েল হিসাবে পরিবেশন করার জন্য অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা আছে যেমন, একইভাবে মূর্তিকে দাঁড় করানোর জন্য স্তম্ভমূল(pedestal) প্রয়োজনীয় এবং গতিশীল যন্ত্রের(থামার) জন্য ব্রেক। সুতরাং এজন্য, শয়তানবাদি মতবাদটি প্রচলিত মতবিরুদ্ধ, এবং সত্য ও খাঁটি দর্শনের ধর্ম হ'ল লুসিফারের প্রতি বিশ্বাস, অ্যাদোনায়(সৃষ্টিকর্তা) এর সমকক্ষ, তবে লুসিফার(যিনি) আলোর দেবতা এবং ভাল দেবতা, তিনি আদোনায়(Adonay- সৃষ্টিকর্তার) বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে সংগ্রাম করছেন, যিনি (সৃষ্টিকর্তা) অন্ধকারের দেবতা এবং মন্দ।"

"That which we must say to the ***CROWD*** is: we worship a god, but it is the god that one adores without superstition. To ***YOU*** Sovereign Grand Inspectors General, we say this, that you may repeat it to the brethren of the 32nd, 31st and 30th degrees – the **MASONIC RELIGION** should be, by all of us initiates of the ***high*** degrees, maintained in the purity of the **LUCIFERIAN** doctrine. If Lucifer were not god, would Adonay (Jesus)... calumniate (spread false and harmful statements about) him?... **YES, LUCIFER IS GOD...**"*

*A.C. De La Rive, *La Femme et l'Enfant dans la Franc-Maçonnerie Universelle* (page 588).

General Albert Pike, 33°

[Recorded by A.C. De La Rive La Femme et L'enfant dans La Franc-Maconnerie Universelle, pg. 588.Cited from 'The question of freemasonry " (2nd edition 1986 by Edward Decker pp12-14)]

এই হচ্ছে মাসূনীদের(ফ্রিম্যাসনের) আসল আকিদা বা বিশ্বাস। ওদের কাছে আল্লাহ হচ্ছে অন্ধকারের রব,ওদের (অপ)বিজ্ঞানের শত্রু, এজন্য ওরা শয়তানকে আল্লাহর সমকক্ষতা আরোপ করে(নাউজুবিল্লাহ)। শয়তানের পক্ষপাতিত্বের ব্যাখ্যা বুঝতে ফিরে যেতে হবে আদম-হাওয়া ও নিষিদ্ধ বৃক্ষের ঘটনায়। শয়তান আমাদের আদি পিতামাতাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ট্রি অব লাইফ(সাজারাতুল খুলদের) এমন জ্ঞানের আধার যার দ্বারা অনন্তরাজ্যের সন্ধান পেতে পারে, এমনকিছুর যার দ্বারা তারা এঞ্জেলিক light being এ পরিবর্ধিত হতে পারে। অথচ ওই বৃক্ষের নিকটে যাবার ব্যপারে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ছিল। শয়তান যখন তাদেরকে প্ররোচিত করে সফল হয় তখন তাদের দুনিয়ায় প্রেরণের মাধ্যমে অপবিদ্যা এবং শয়তানের প্রতিশ্রুতিকে পূর্ন করবার একটা দুয়ার উন্মোচিত হয়।

এজন্য theistic satanist এবং মাসূনীরা শয়তানকে লুসিফার(light bringer: আলো আনয়নকারী) বলে। তারা লুসিফার বা শয়তানের প্রতি কৃতজ্ঞ এজন্য যে, তার জন্যই আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের(জান্নাতের) অজ্ঞ অবস্থা থেকে বের হয়ে মুক্ত অপবিদ্যা চর্চার দ্বার প্রসারিত হয়েছে(পৃথিবীতে আসবার দ্বারা)।তাদের মতে, শয়তান জ্ঞানের আলো দিয়েছে। ফ্রিম্যাসন এবং শয়তানের পূজারীদের একটা শাখার বিশ্বাস এরূপ যে শয়তানের পক্ষটিও মহাশক্তিধর এবং কোনভাবে আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে পরাজিত করা কিংবা তার নিয়ন্ত্রন বা কর্তৃত্ব এড়ানো সম্ভব(নাউজুবিল্লাহ)। অবাধ্য এই মালাউনগুলোর (থেইস্টিক স্যাটানিস্ট) মধ্যে আরেকটা শাখা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে তারা এই লুসিফার বা শয়তানের সাথে জাহান্নামে যাবে এবং তারা এর ব্যপারে গর্বিত। এরা গর্বের সাথে জাহান্নামের সেনাবাহিনীতে অন্যদেরকেও আহব্বান জানায়! জীবিত অবস্থায় যতভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা আর বিদ্রোহ করতে পারে তাতেই এদের সাফল্য!

এখানে ফ্রিম্যাসনদের একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, এরা আল্লাহকে অথবা শয়তানকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকৃতি দেয় না(শয়তানকে তারা ভাল দেবতা বলে এবং আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা জানলেও মানে না) বরং তারা অপর এক মহাশক্তিধর স্বত্ত্বার কথা বলে এবং তার পূজা করে যাকে The Great architect of the universe বা Jahbulon শব্দে ডাকে। এজন্য ফ্রিম্যাসন একরকমের মনোথেইজম (একেশ্বরবাদের) প্রচার করে। এখানে তাদের উপাস্য বা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নয় বরং অন্য কেউ। সেই স্বত্ত্বা অবশ্যই ইবলিসের তথা তাদের নিকট ভাল যে দেবতা, তার পক্ষপাতি হবে। আমরা

যারা আল্লাহর প্রতিনিধি, তাদের কাছে ওই কথিত সুপ্রীম স্বত্ত্বার পরিচয় সুস্পষ্ট। সে দাজ্জাল ছাড়া আর কেউ নয়। পাঈক নিজেই স্বীকার করেছে যে তাদের এই ফ্রিম্যাসনিক মতবাদ সম্পূর্ন শয়তানি(লুসিফেরিয়ান) মতবাদ। এবার আশা করি বুঝতে পারছেন নিউটন কোন পথের পথিক। চিনতে পারছেন নিউটনের ঈশ্বরকে! বুঝতে পারছেন তিনি কোন স্বর্গরাজ্যের আশা করেছেন ২০৬০ সালের পর।
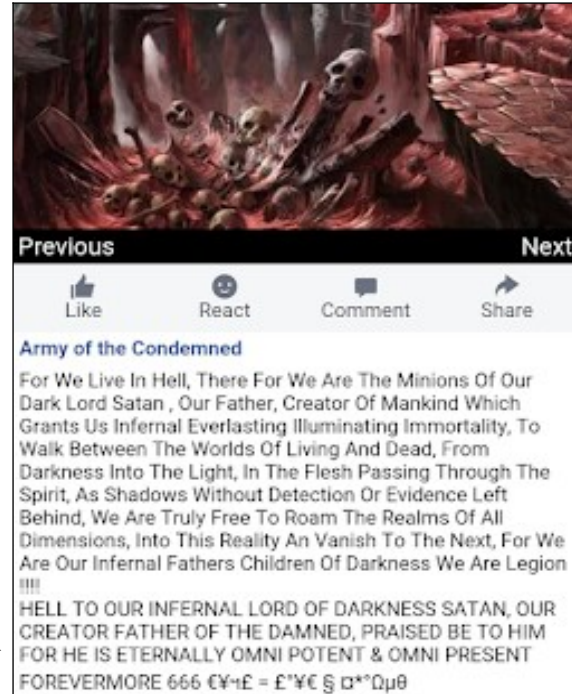
অপর আরেক বিখ্যাত মাস্টার ম্যাসন ম্যানলি পি. হল বলেনঃ **When the Mason learns that the key to the warrior on the block is the proper application ofthe dynamo of living power, he has learned the mystery of his Craft. The seething energies of Lucifer are in his hands and before he may step onward and upward, he must prove his ability to properly handle energy, (emphasis mine).**

[Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry, p. 124.]

সিক্রেট সোসাইটি ফ্রিম্যাসনের গোপনীয়তার পরিচয় দিতে গিয়ে পাঈক বলেন, এটি মিস্টিসিজম: আলকেমি কিংবা হার্মেটিসিজমের মতই একটি mystery religion। এটা অনেক রককের অপব্যাখ্যার আড়ালে ঢাকা, যাতে অযোগ্য লোকেরা ম্যাসনিক সিক্রেট সম্পর্কে কিছু না জানে। অতএব, নিউটনের সর্বত্র বিরাজমান অথচ একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের আদর্শ সাংঘর্ষিক নাহ(যেহেতু হার্মেটিক চিন্তাধারা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ)। Pike ইহুদী মুসলিমদের মধ্যের চূড়ান্ত যুদ্ধের কথাও ভবিষ্যদ্বানী করেন,যেটা ডানের ছবিতে দেখছেন। এ্যালবার্ট পাঈক বলেনঃ **"ফ্রিম্যাসনারি হচ্ছে হার্মেটিসিজম ও আলকেমি প্রভৃতি রহস্যবাদী ধর্মের অনুরূপ যা এর গোপনীয়তা অনুসারী বিজ্ঞ, গুরুজন ও নির্বাচিত ব্যক্তি ছাড়া লুকিয়ে রাখা হয় এবং এর বিভিন্ন প্রতীকের ব্যপারে বিচিত্র ভুয়া ব্যাখ্যা প্রচার করে সাধারনদেরকে (কৌতূহলিদেরকে) প্রতারিত করা হয়,যারা প্রতারিত হবারই যোগ্য। এর দ্বারা সত্যকে আরো গোপন করা হয় যেটা হচ্ছে আলো। সেটা তাদের থেকে এবং তাদেরকে এই আলো থেকে দূরে রাখা হয়। সত্য তাদের জন্য না যারা এটা গ্রহনের জন্য অনুপযুক্ত, যারা এটাকে বিকৃত করতে পারে।[...] সত্যকে অবশ্যই গুপ্ত রাখতে হবে, এবং সাধারন জনগনের (বুদ্ধিবৃত্তিক) ত্রুটিপূর্নতার অনুপাতে তাদের জন্য ঐরূপ(ত্রুটিপূর্ণ) শিক্ষার দরকার।"**
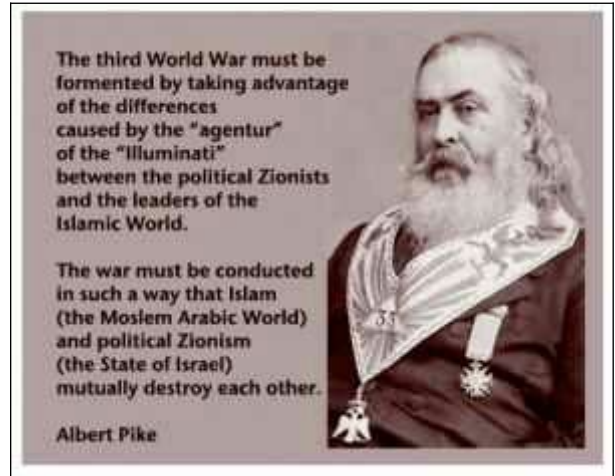
[Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, p. 321, 19th Degree of Grand Pontiff. See also: http://www.cuttingedge.org/free11.html.]

ম্যানলি পলমার হল অন্যত্র বলেন, সত্যিকারের মাসূনী কোন ধর্মের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেনা, তার মধ্যে সার্বজনীনতা চলে আসে যার জন্য ঈসা(আ),মুহম্মদ(সাঃ),গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি নামগুলো(একক পথ হিসেবে) অনেক সংকীর্ণ মনে হয়। এজন্য সে এক প্রকারের একত্ববাদের(non duality) অনুভূতি নিয়ে সব ধরনের মন্দিরে মাথা নোয়ায়, হোক সেটা গির্জা, মসজিদ কিংবা মন্দির কিংবা অন্যকোন তীর্থস্থান। অর্থাৎ একরকমের অসাম্প্রদায়িক চেতনা থাকতে হবে, যে মতবাদের পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশের খোদ শাসক! যাইহোক, ম্যানলি পি. হল বলেনঃ **«The true Mason is not creed-bound. He realizes with the divine illumination of his lodge that as a Mason his religion must be universal: Christ, Buddha or Mohammed, the name means little, for he recognizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altar, whether in temple, mosque or cathedral, realizing with his truer understanding the oneness of all spiritual truth.»**

[– The Lost Keys of Freemasonry, Manley Palmer Hall]

সুতরাং বুঝতে পারছেন মাসূনীদের বিশ্বাসব্যবস্থা অনেকটা সিনক্রেটিক অর্থাৎ অনেক কিছুর সংমিশ্রণ। এরা নিজেদের মনোথেইস্টিক(একত্ববাদী) বলে দাবি করে, সেই একত্ববাদ এক umbrella deity কে বোঝানো হয়, যিনি কিনা তাদের ভাষায় Great architect of the universe, গুপ্তনাম জাহবুলন। অন্যদিকে এরা আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করে শয়তানের উপর দেবত্ব(deification) আরোপ করছে। এরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে জানলেও ঘৃণা করে, কারন আল্লাহ মানুষকে তার উপর ভরসা করতে বলেছেন, নিষিদ্ধ বিদ্যার দিকে যেতে নিষেধ করেছেন। এজন্য তাদের কাছে তিনি অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতার মা'বুদ(যেটা এলবার্ট পাইক স্পষ্টভাবে বলেছেন)।এরা আল্লাহর আসল সম্মান বা স্বীকৃতি কোনটাই দেয় না, বরং আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিজগতের আর্কিটেক্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় অন্য কোন স্বত্ত্বাকে(দাজ্জালকে)। তাদের

ওই স্বত্ত্বা সর্বত্রই বিরাজমান হার্মেটিক বিশ্বাস অনুযায়ী। অর্থাৎ যাদুশাস্ত্রভিত্তিক প্যান্থেইস্টিক(সর্বেশ্বরবাদী) দর্শনটি তাদের বিশ্বাসব্যবস্থার সাথে সঙ্গত(Coherent)। উপরেই পড়েছেন ম্যাসনগুরু পাঈক সাহেব স্বয়ং বলেছেন ফ্রিম্যাসন আলকেমি কিংবা হার্মেটিক মিস্ট্রিক্যাল ট্রেডিশানেরই অনুরূপ। হার্মেটিক, বৈদিক কিংবা কাব্বালিস্টিক ট্রেডিশন অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে universal collective consciousness যা সকল বস্তুর ভিত্তিমূলে রয়েছে। আরেক শয়তানি organization: theosophical society এর নেতাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ All pervading - omnipresent existence ম্যাটেরিয়ালাইজড হতে পারে। অর্থাৎ তখন তাকে monotheistic god এর বিশ্বাসের সাথে সংযোগ ঘটানো যায়। উপরে knight এর ব্যাখ্যা সহ একাধিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি যা এই স্বত্ত্বাকে দাজ্জাল বলেই চিহ্নিত করে।

এবার আসুন, আরেকটু ভেতরে যাওয়া যাক। যদি ফ্রিম্যাসন সত্যিই দাজ্জালেরই পূজা করে, তাহলে দাজ্জালের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ইহুদী জাতির ন্যায় তাদের কাছেও জেরুজালেম, আল আকসা মসজিদ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারাও স্বভাবতই চাইবে মসজিদুল আকসা ভেঙ্গে দাজ্জালের জন্য মন্দির নির্মাণ করতে। ইহুদীদের ন্যায় তাদের মিশনও অভিন্ন হবার কথা। তাই না?

বস্তুত,এটা সত্য যে মাসূনীদের লক্ষ্য ইহুদীদের থেকে পার্থক্যহীন। এদের কাছে সুলাইমান(আ) এর গড়া স্থাপত্যকলা খুবই বিশেষ কিছু,এটা নাকি তাদের আধ্যাত্মিক ঘর! ইহুদীদের অনুরূপ তাদেরও মূল লক্ষ্য বায়তুল আকসা ভেঙ্গে তাদের উপাস্যের জন্য তৃতীয় মন্দির নির্মাণ!
জন ওয়েসলি কেল্কনার(John Wesley kelchner) The Holy Bible: The Great Light in Masonry, King James Version, Temple Illustrated Edition এর মধ্যে বলেনঃ
"সলোমনের টেম্পল প্রত্যেক মাসূনীর আধ্যাত্মিক ঘর"!

[Masonic Holy Bible, Temple Illustrated Edition, A.J. Holman Co., 1968, p. 11-14.]

অন্যত্র বলেনঃ**"রাজা সলোমনের মন্দিরের ঐতিহ্য এবং নান্দনিকতা ম্যাসনদের কাছে গুরুত্বের দিক দিয়ে অত্যুৎকৃষ্ট। এই মন্দির হচ্ছে ম্যাসনারির জন্য অসামান্য প্রতীক, এবং এই মন্দির নির্মাণের কিংবদন্তি ঘটনা ম্যাসনিক নিয়মকানুনের মৌলিক ভিত্তি এবং সেই সাথে জীবনাচরণের জন্য।"**

[The Holy Bible: The Great Light In Masonry, King James Version, Temple Illustrated Edition, A.J. Holman Company, 1968, Foreward entitled, “The Bible and King Solomon’s Temple in Masonry”, by John Wesley Kelchner.]

John Wesley Kelchner in the Temple Illustrated Version (KJV) takes the “building up” a step further by indicating that there are so many minute details associated with the Temple that all that is needed is for someone with vision to come along and rebuild the temple.
It is known to every reader of the Bible and student of Solomon’s days, that an amazingly detailed description of the Temple and its associated structures has been carried down from the mists of antiquity by the Scriptures. Lineal measurements, materials employed, and ornamental detail are so graphically presented that restoration of the Temple, at any time within a score of centuries past, awaited only the coming of a man with the vision to recognize its historic value, and the imagination to undertake the task.

[Foreword, The Bible and King Solomon’s Temple in Masonry”, by John Wesley Kelchner, 1968, A. J. Holman Company][৫]

ফ্রিম্যাসনারির Encyclopaedia তে Albert Mackey, MD, 33rd এবং Charles T. McClenachan, 33rd বলেন যে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা বা তাদের ভাষায় সলোমানিক টেম্পল ম্যাসনারিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসঃ **"সমস্ত বস্তু গুলো, যা ম্যাসনিক সিম্বলিজমের বিদ্যাকে গঠন করে এর মধ্যে ম্যাসনদের সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বেশি লালিত, তাৎপর্যপূর্ন জিনিসটি হলো জেরুজালেম এর টেম্পল(মসজিদুল আকসা)। এই মসজিদকে আধ্যাত্মিকায়ন প্রথম কাজ, যেটা ফ্রিম্যাসনরীর প্রতীকগুলোর সবচেয়ে লক্ষণীয়, পরিব্যাপক[...] মাসূনীরা তাদের সবকিছু**

নির্ভর করে এই (সলোমনের)টেম্পলকে কেন্দ্র করে। সব ধরনের রিচুয়াল গুলো এই পবিত্র দালান এবং এর স্থাপত্যের কিংবদন্তীদেরকে ঘিরে(উদ্দেশ্য করে) করা হয়, এই প্রক্রিয়া"

[Encyclopaedia of Freemasonry, by Albert Mackey, MD, 33rd and Charles T. McClenachan, 33rd Revised Edition, by Edward L. Hawkins, 30th and William J. Hughan, 32nd, Volume II, M-Z, published by The Masonic History Company, Chicago, New York, London, 1873, A.G. Mackey, 1927, by the Masonic History Company.]

অন্যত্র বলা হয়েছে, **"মাসূনীদের সর্ববৃহদাকার ক্র্যাফট হিসেবে দেখা হয় প্রথম মন্দিরটিকে, যে জ্ঞানের দ্বারা সুলাইমান দ্বার করিয়েছিল,এটা জীবনের প্রতীক; মাসূনীদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধান, তারা এই মন্দিরটিকে সত্যের আধাররূপে স্থাপনার জন্য জন্য পরিচালিত করে।"**

[Ibid. p. 774.]

আজকের আলোচ্য বিষয় গুপ্ত সংগঠন ফ্রিম্যাসনকে ঘিরে না হলেও এদের ব্যাপারে অনেক কিছু চলে আসছে। মাসূনীদের সাথে সুলাইমান(আ) এর নির্মিত মসজিদের প্রতি এত আকর্ষনের সাথে সংযোগ আছে সুলাইমান(আ) এর যুগে বন্দীকৃত শয়তানদের দিয়ে এই ভবন নির্মাণের ঘটনা। ফ্রিম্যাসনের Mason(রাজমিস্ত্রি/নির্মাণ স্থপতি) শব্দটি মূলত এই ঘটনা থেকেই নেওয়া।
A New Encyclopedia of Freemasonry এবং Cognate Instituted Mysteries: The Rites, Literature and History,তে এ্যাডওয়ার্ড ওয়েইটি বলেন: **“ম্যাসনারির উচ্চতর শ্রেনীতে আমরা জেরুজালেমে আরেকটি মন্দির নির্মাণের গুপ্ত অভিপ্রায়ের কথা শুনতে পাই",আমরা এজন্য দেখি মন্দির পুনঃনির্মাণের পরিকল্পনা এবং তারা অপেক্ষা করছে একজন লোকের জন্য যিনি এই কাজটি সম্পাদনের দায়িত্বগ্রহন করবেন।**

[Edward Waite, p. 486-7, “A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries: The Rites, Literature and History”, Volume II, reprinted in 1970 by Weathervane Books.]

অতএব দেখতে পাচ্ছেন, ইহুদী ও মাসূনীরা একই উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ইহুদীদের

সাথে অবশ্যই মাসূনীদের গভীর সম্পর্ক থাকবে। এ কথা অনুমান করাই যায় যে, মাসূনীদের প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদের ভূমিকা থাকার কথা এবং এরা একে অপরকে সাহায্য করছে।

সত্যিই তাই, ফ্রিম্যাসন ও ইয়াহুদি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, একে অপরের সহায়ক! বলা যায়, ফ্রিম্যাসন তৈরির পেছনে ইহুদিরা ছিল। ফ্রিম্যাসনিক বিশ্বাস ব্যবস্থা বা মাসূনীদের আকিদা, কর্মপন্থা সব কিছুই আগাগোড়া ইহুদীদের অনুসরণে বানানো! র‍্যাবাই আইজ্যাক ওয়াইজ বলেনঃ

"ফ্রিম্যাসনারী হচ্ছে ইহুদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত,যার ইতিহাস,পদমর্যাদা, অফিশিয়াল নিয়োগদান,পাসওয়ার্ড এবং ব্যাখ্যাসমূহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ইহুদীদের।"

— Rabbi Isaac Wise (of B'nai B'rith, quoted in Israelite of America, Aug 3, 1866)

শুধু এই একটিই না, ইহুদী ও ফ্রিম্যাসন উভয় প্রান্ত থেকেই উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার (ইন্টারডিপেন্ডেন্সি) testimony পাওয়া যায়ঃ

"ফ্রিম্যাসনরী হচ্ছে ইহুদীবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাসূনীদের আচারবিধির আর কি-ই-বা বাকি থাকে, যখন ইহুদীবাদি মতবাদকে বাদ দেওয়া হয়?"

«The Jewish Tribune». New York, 29. okt. 1925.

"মাসূনীদের প্রথম কমান্ডমেন্ট অবশ্যই ইহুদীজাতিকে কীর্তন করা, যা ঐশ্বরিক বিষয়াদি অপরিবর্তিত রেখে গোপন রাখা হয়েছে।"

[Cabala/Talmud]

Freemason magazine «Le Symbolisme», Revue mac. 1928[১৩]

মাসূনীদেরকে ইহুদীরা প্রস্তুত করে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। অর্থাৎ এই সিক্রেট সোসাইটি অইহুদী পরিবেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের স্বার্থে কাজ করা একটা বড় হাতিয়ার।ইজরাইলি লেখক এবং রিপোর্টার Barry Chamish ইজরাইল রাষ্ট্র গঠনে মাসূনীদের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে

নিঃসংশয়ে বলেনঃ**"যদি ব্রিটিশ ফ্রিম্যাসনারি না থাকতো, তাহলে হয়ত আজ ইজরাইল নামের আধুনিক রাষ্ট্রটি হত না।"**

[Retrieved December 13, 2010 from: http://www.rense.com/general28/brit.htm.][১৪]

তারমানে ফ্রিম্যাসন হচ্ছে ইহুদীদের সৃষ্ট অইহুদী পরিবেশে দাজ্জালের arrival এর মঞ্চ নির্মাণের এজেন্ডা। ইহুদীদের থিংকট্যাংক ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী। এরা সিক্রেট সোসাইটির আদর্শ অনুযায়ী সামনে থেকে কিছু করে না বরং সবকিছু পেছন থেকে করে। কেউ একজন বলেছিলেন যে, **"ফ্রিম্যাসন হচ্ছে অইহুদীদের(Gentiles) ইহুদীবাদ।"** সেই রেনেসাঁ থেকে শুরু করে রয়্যাল সোসাইটি সব ক্ষেত্রেই Forbidden Occult কে বৈধতাদানে এবং গুপ্তবিদ্যা সংরক্ষনে মাসূনীরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে। এখন বলার অপেক্ষা রাখেনা, রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফ্রিম্যাসন জনাব আইজ্যাক নিউটনের মতাদর্শ চিন্তাধারা কি ছিল।
এজন্যই তিনি বিশ্বাস করতেন,"দ্য গ্রেট আর্কিটেক্ট অব দ্য ইউনিভার্সে", একজন "ইউনিভার্সাল রুলার" এ, তিনি আবার omnipresent! এজন্যই তিনি হার্মেটিক-আলকেমি চর্চাও করতেন অন্যদিকে বাইবেল,তাওরাত-তালমুদ-জোহার ঘাটতেন কাব্বালিস্টিক বাতেনি বিদ্যার অন্বেষণে। মাসূনী ছিলেন বলেই চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আল আকসা মসজিদের(Temple of Solomon) প্রতি ছিল বিশেষ দৃষ্টি। তিনি বাইবেল ঘেটে সৃষ্টিকর্তার ব্যপারে যা বলতেন সেটা কখনোই মিল্লাতে ইব্রাহীমের ইলাহকে নির্দেশ করে করতেন না, বরং

মাসূনীদের(ফ্রিম্যাসন) উপাস্যকে 'বাইবেলসম্মত' করবার উদ্দেশ্যে ত্রিতত্ত্ববিরোধী বিশ্বাসের কথা লিখে গেছেন। অর্থাৎ সহজভাবে বললে, আজ যেমনি মুসলিমরা অপবিজ্ঞানের কুফরি তত্ত্বকে 'ইসলামাইজ'(ইসলামসম্মতকরন) করতে দেখেন,ঠিক তেমনি নিউটন ম্যাসনিক শয়তানি আকিদাকে বাইবেলের সাথে মেশাতে গিয়ে একইভাবে সাংঘর্ষিক প্রচলিত বিশ্বাসগুলোকে বাদ দিতে গিয়ে ত্রিতত্ত্ববাদবিরোধী হয়েছিলেন। এজন্যই নিউটনের 'ধর্মীয় বিশ্বাসে' শয়তানের কন্সেপ্ট নেই। কেউ শয়তানের পক্ষপাতিত্ব করলে তার বিরুদ্ধে কিভাবে যেতে পারে, বলুন!

উপরে দেখিয়েছি মাসূনীদের ইহুদীপ্রীতির বিবরণ। নিউটনের মধ্যে এটা একটু বেশিই ছিল। তিনি বিভিন্ন র‍্যাবাঈনাইক(ইহুদী র‍্যাবাঈদের) লেখা যেমন (Aramaic Version) Esther, Vayikra Rabba এবং Sa'adia HaGaon, Ibn Ezra, Rashi, Sifra, R. Aharon ibn Hayyim; Seder Ma'amadot (daily sacrifices সম্পর্কে) Bartinurah এবং Talmudic প্রবন্ধ 'from the Babylonian and Jerusalem Talmud in Latin' প্রমুখ থেকে বিভিন্ন মন্তব্য উল্লেখ করেন। তাছাড়া তিনি তার পাণ্ডুলিপিতে "On Maimonides," টাইটেলের লেখনীতে Maimonides এর Mishneh Torah থেকে ল্যাটিন অনুবাদ উল্লেখ করেন বহু জায়গায়[৮]।

নিউটনের কিতাবাদির সংগ্রাহক জন মেনার্ড় কিন্স নিউটনের ঈশ্বরের ধারনার ব্যপারে বলেনঃ **"নিউটন ইহুদীবাদী একেশ্বরবাদি চিন্তার ছিলেন ইহুদিদের মাইমনিডিস ফের্কার অনুসরনে"**[৭]। নিউটন ছিলেন কাব্বালাহ একনিষ্ঠ অনুসারী। তার সমস্ত চিন্তাধারা বলা যায় কাব্বালাহ কেন্দ্রিক।

পদার্থবিদ মিচিও কাকু বলেন, **"জনাব আইজ্যাক মিস্টিক্যাল টেক্সটগুলোয় প্রবেশ করেছিলেন, (প্রবেশ করেছিলেন)কাব্বালার কিতাবাদিতে"।**

কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ মিকাঈল লেইটম্যানকে প্রশ্ন করা হয়ঃ**"আপনি নিউটনকে কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন?"** উত্তরে তিনি বলেনঃ**"নিউটন ছিলেন একজন কাব্বালিস্ট। তিনি ছিলেন সেসব বিশেষ ব্যক্তিদের অন্যতম যাদের সাথে উপরের জগতের সাথে যোগাযোগ ছিল। এবং তাদের উর্দ্ধজগতের সাথে এই সংযোগের মাধ্যমে আমাদের এই জগতের অনেক বিষয়ে (উপরের জগত থেকে) সংশোধিত হয়।আমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত যে, এই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যপারে আমরা খুব কমই জানি। আমরা সাধারণত যা জানি তা প্রকৃতপক্ষে সত্য বা সঠিক নয়।যাইহোক, আমি মনে করি আমরা ঐ সময়টিকে কাছে টেনে আনছি যখন মানবজাতি প্রস্তুত হবে এবং মহান কাব্বালিস্ট আইজ্যাক নিউটনের ব্যপারে সব কিছু আবিষ্কার করবে একদম উপরিস্থিত শেকড় থেকে।"[৯]**

টাইমস অব ইজরাইলে Aron Heller বলেনঃ *আইজ্যাক নিউটন ছিলেন **"ইহুদী দর্শন, রহস্যবাদ, কাব্বালাহ এবং তালমূদের"** শিষ্য।*

সারাহ ড্রাই বলেন, ইয়াহুদা শালোম মোশে নামের জনৈক ইহুদী **"নিউটনের লিখিত পুস্তকাদি ক্রয়ের চেষ্টা করেন এবং তার স্ত্রী Ethel কে ২৮ শে জুলাই চিঠিতে জানায়, 'আমি এসব অর্জন করতে পেরে শিহরিত। সে বাইবেলের ব্যপারে, ইহুদী ও কাব্বালার ব্যপারে এবং সব ধরনের ইহুদীদের প্রশ্নের ব্যপারে ব্যাপকাকারে লিখেছেন।"**

Levy-Rubin বলেনঃ
"তিনি(নিউটন) ইহুদীদের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং আমরা ইহুদীদের প্রতি তার লেখায় কোন ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পাইনি।"... "তিনি বলেছেন যে ইহুদীরা সর্বশেষে তাদের ভূমিতে(জেরুজালেমে) ফিরে যাবে"।[১০]

অতএব,কাব্বালিস্ট মাসূনী নিউটন যে কিসের প্রত্যাশা করতেন সেটা খুব স্পষ্ট। এবার তার দেওয়া যুগান্তকারী তত্ত্ব গ্রাভিটির বিষয়ে যাওয়া যাক। প্রথমদিকে নিউটন যাদুবিদ্যার ফিফথ ইলিমেন্ট ইথারের স্বীকৃতি দিতেন ,পরবর্তীতে যাদুবিদ্যায় দূরবর্তী বস্তুতে প্রভাব বিস্তারের(Action at a distance) ব্যাখ্যায় ইথারকে বাদ দিয়ে এর স্থানে আরো উচ্চমাত্রার যাদুকরী ব্যাখ্যা হিসেবে থিওরি অব গ্রাভিটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই Gravity' র অরিজিন কি!? গাছের নিচে বসে থাকা নিউটনের মাথায় আপেল পতনের ঘটনাটি ব্যাপকভাবে লোকমুখে প্রচলিত আছে। এই ঘটনা সম্ভবত সত্য নয়, সাম্প্রতিক অধিকাংশ স্কলার, বিজ্ঞানীরা এ ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়না। এই ঘটনাটি হয়ত একটি রূপক। বিভিন্ন অকাল্ট ট্রেডিশন ও গুপ্তসংগঠনগুলো বিবলিক্যাল গার্ডেন অব ইডেনের ঘটনার বাতেনি ব্যাখ্যায় শয়তান,আদম হাওয়ার ঘটনাকে রূপক মনে করে। এদিক দিয়ে দেখলে বলা যায়, নিউটন নিষিদ্ধফলযুক্ত(ফ্রুট অব লাইফ) অনন্তজীবন প্রদায়ী বৃক্ষের(Tree of life -সাজারাতুল খুলদের) কাছে গিয়েছিল, আপেলকেই খ্রিষ্টান ট্রেডিশনে ওই ফল বলা হয়। নিউটনের সামনে ওই নিষিদ্ধ জ্ঞানের ফল পড়লে যুগান্তকারী গ্রাভিটি থিওরিটি নিউটনের মাথায় আসে। সুতরাং এখানে ট্রি অব লাইফ, ফ্রুট অব লাইফ, ফরবিডেন নলেজ সবকিছুই বিদ্যমান। মাসূনী ও স্যাটানিস্টদের অনেক শাখা এরকমই এ্যালিগোরিক্যাল আকিদা রাখে। এই ঘটনা যেহেতু বাস্তব না বরং রূপক তাহলে দেখা দরকার নিউটনের এই তত্ত্বের উৎস কোথায়। যদি আসল ঘটনার সাথে প্রচলিত আপেল পতনের ঘটনার মিল পাওয়া যায়, তাহলে সেটা অবশ্যই অসাধারন রূপক।

নিউটন সত্যিই tree of life এর কাছে গিয়েছিল। তবে এই ট্রি অব লাইফ জান্নাতে নয়, সরাসরি

শয়তানের দেওয়া বিদ্যা।শয়তান এখানে নামও পরিবর্তন ঘটায় নি।যাইহোক, নিউটন সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করে গ্রাভিটি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে।

নিউটন গ্র্যাভিটি সংক্রান্ত থিওরির উৎস হচ্ছে যাদুবিদ্যার শক্তিশালী ট্রেডিশান কাব্বালাহ!

Kabbala: Or True Science of Light (1883) এর লেখক S. Pancoast নিউটনের গ্র্যাভিটির আবিষ্কারকে প্রশংসা করে বলেন,**"নিশ্চয়ই নিউটনিয়ান দর্শনের অনেককিছু আমরা অতীতে দেখতে পাই যার ফলে আমরা সন্দেহহীন যে উনি কাব্বালিস্টিক বিদ্যার প্রাচীন খনিতে বিচরন করেছেন, এবং সেখান থেকে সূত্র ধরে বিশাল বিশাল তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।" তিনি অন্যত্র বলেন,"তিনি(পিথাগোরাস) কখনো প্রকাশ্যে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসকে প্রকাশের অনুমতি দিতেন না,কিন্তু তার সাগরেদদেরকে অনেক গোপনীয়তার শর্তে তার দর্শনের বিস্ময়কর বিষয়াদির শিক্ষা দিতেন। পিথাগোরাস তার জ্ঞানকে প্রকাশ করাকে নিষেধ করতেন কারন এটা হয়ত আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নীতিকে প্রকাশ করে দেবে,যেটা গুপ্ত নিভৃত আবাসের গঠনকে গোপন করে রেখেছে। প্রায় এক হাজার বছর পর, নিউটন কাব্বালাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে এই ফোর্সকে(শক্তিকে) আবিষ্কার করে।"**
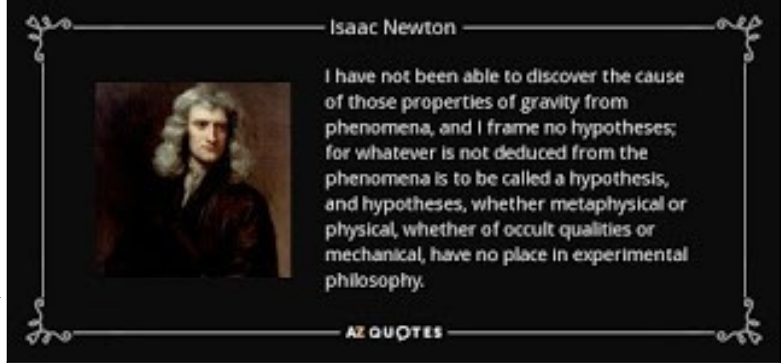
The Kabbalah & Magic of Angels এর লেখক Migene Gonzalex-Wippler বলেন, *গ্রাভিটি* ***"হচ্ছে ট্রি অব লাইফের(সাজারাতুল খুলদের) ৬ষ্ঠ স্ফিয়ার Tiphareth এর সমকক্ষ।"***

লেখক Edward Hendrie বলেন, **"গ্রাভিটি শুধু মাত্র এক ইহুদী দেবতা Ein Sof এরই আরোপ নয়, বরং এটা মূলত স্বীয় অধিকার অনুযায়ী কাব্বালার একটি দেবতা।"[১১]**

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাব্বালা একাডেমি- ইজরাইলের বেনেঈ বারুচ ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান র‍্যাবাঈ মিকাঈল বলেন:**"ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত একটি বই- জোহার(kabbalah Denudata) নিউটনের লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে যা বর্তমানে ক্যাম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে নেওয়া হয়েছে।The Religion of Isaac Newton বইটিতে Frank E. Manuel লিখেছেন "আইজ্যাক নিউটন বিশ্বাস করতেন মূসা সব ধরনের বৈজ্ঞানিক গুপ্তরহস্য ধারন করতেন।" ডঃ সেথ প্যানকস্ট বলেন,**

"নিউটনের কাব্বালাহ অধ্যয়ন ফিজিক্যাল 'ল সমূহের(গ্রাভিটি এবং রিপালসান ফোর্স) আবিষ্কারের দিকে চালিত করে।"[১২]

সুতরাং, নিউটনের গ্র্যাভিটেশনাল তত্ত্বের উৎস কাব্বালার ট্রি অব লাইফের সাথে বিবলিক্যাল প্রেক্ষাপটে জান্নাতুন আদনের সাজারাতুল খুলদ বা আপেল বৃক্ষের এবং এর উপর বানানো গাছের নিচে বসা নিউটনের উপর আপেল পতনের ঘটনার অপূর্ব সামঞ্জস্য আছে। অসাধারণ রূপক। যাদুশাস্ত্র এর ট্রেডিশান কাব্বালাহ উৎসারিত তত্ত্ব গ্রাভিটি যে উচ্চমানের magical force তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন আরেক ম্যাজিক্যাল ইলিমেন্ট Aether এর বদলে নতুন নামে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানে যাদুবিদ্যার বিশ্বাসকে প্রবিষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই গ্রাভিটিকে আনা হয়। শুধুমাত্র কাব্বালাহ নয়, গ্রাভিটির ব্যপারে হার্মেটিক যাদুবিদ্যা চর্চা নিউটনকে এ(গ্রাভিটির) বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে সাহায্য করে। Colombia University এর পামেলা স্মিথ বলেন,**"নিউটন আলকেমিকে অনুসরণ করতেন কারন এটা তাকে প্রকৃতির Active principal এর ব্যপারে সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিত, গ্রাভিটি ছিল একটা অকাল্ট(যাদুকরী) ফোর্স। কারন এর কোন ব্যাখ্যা ছিল না। নিউটন বিশ্বাস করতেন এই গ্রাভিটি হচ্ছে অন্যতম active principle বা এর মধ্যে অন্যতম ফোর্স(শক্তি)। তো এই দিক থেকে ভাবলে বলা যায় যে,নিউটনের আলকেমি চর্চা তাকে গ্রাভিটির ব্যপারে উপলব্ধি তৈরি করে।"** এজন্যই নিউটন এই ম্যাজিক্যাল ফোর্স গ্রাভিটির ব্যপারে তৎকালীন সময়ে প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছিলেন.।আজ যাদুবিদ্যাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হয়েছে। গ্রাভিটির উপর এমনভাবে নির্ভরশীল যে এটাকে বাদ দিলে আধুনিক অপবিজ্ঞান ও অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো সবকিছু ভেঙ্গে পড়বে। এটাকে কেন্দ্র করেই সকল তত্ত্ব গড়ে উঠছে। অর্থাৎ যাদুশাস্ত্র সবকিছুর কেন্দ্রে বসে গেছে বৈজ্ঞানিক বৈধ বিদ্যার নামে। আজ কেউ গ্রাভিটিকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবতেও পারেনা, নামধারী মুসলিমরাও চরমভাবে আসন্ন মসীহের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। এদের কাছে গ্রাভিটির বিরুদ্ধে বলেই দেখুন,দেখুন তাদের প্রতিক্রিয়া কিরূপ! একজন কাব্বালিস্ট-ফ্রিম্যাসনের দেওয়া যাদুকরি দর্শনকে কেনই-বা আজ অন্য সকল অপবিদ্যার(বিজ্ঞানের) কেন্দ্রে বসানো হয়েছে!? সেটা দাজ্জালের অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকা ইহুদী র‍্যাবাঈ বিলি ফিলিপ্সের মুখ থেকেই শুনুন।

তিনি নিউটনের কাব্বালাহ উৎসারিত তত্ত্বের প্রশংসা এবং দাজ্জালের নিকটভবিষ্যতে আগমনের আশা ব্যক্ত করে বলেন," **প্রায় ৩০০ বছর জনগনের থেকে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকার পর, নিউটনের গুপ্তবাদি লেখনী গুলোকে প্রকাশ করা হয়। এখানে, নিউটনের নিজের হাতের লেখায়**

আপনি দেখতে পাবেন তিনি জোহার, র‍্যাবাঈ শিমন, র‍্যাবাই আকিভার ব্যপারে লিখেছেন, তিনি এমনকি হিব্রুও লেখেন। নিউটন কাব্বালাহ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, যেমনটা সায়েন্টিফিক বিপ্লবের সময়ের অন্য সব পদার্থবিদরাও প্রভাবিত ছিলেন। শীঘ্রই আমরা বইপত্র এবং ডকুমেন্টারি পাব(প্রকাশ করব) যা আসল ঘটনাকে প্রকাশ করবে। যেহেতু ভিলনার জিনিয়াস(Elijah ben Solomon) **খ্যাত মহান কাব্বালিস্ট কিছু শতাব্দী আগে লিখেছেন; যখন কাব্বালাহ এবং বিজ্ঞান একত্রিত হবে মানবজাতির জন্য, মসীহ আবির্ভূত হবেন এবং পৃথিবীতে (তার প্রতিষ্ঠিত) স্বর্গরাজ্যটি হবে আমাদের।"**

তাহলে এবার আশাকরি বুঝতে পারছেন, ইহুদীদের জেরুজালেমে ফিরে যাওয়া, ২০৬০ এর মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্যের দ্বারা এই মাসূনী অপবিজ্ঞানী কি বুঝিয়েছেন! আপনি কি জানেন, নিউটনের গবেষণা ও যাদুচর্চার ডকুমেন্ট গুলো এখন কোথায়!? একজন ফ্রিম্যাসন ও জেন্টাইল কাব্বালিস্টের অপবিজ্ঞানচর্চার ডকুমেন্টস ও লেখনীগুলোর নিরাপদ ঠিকানা কোথায় হতে পারে!?
সহজ উত্তর- মাসূনীদের পবিত্রভূমি এবং দাজ্জালের অনুসারীদের আবাসস্থল ইজরাইলে। দাজ্জালের অপেক্ষাকারী ইহুদীরাই ভাল করে একজন কাব্বালাহ এবং সর্বপরি দাজ্জালের রূহানী সাগরেদের কর্মের মর্যাদা বুঝবে। এজন্যই নিউটনের অধিকাংশ ডকুমেন্টগুলো আব্রাহাম ইয়াহুদা মোশে নামের এক ইহুদী সংগ্রহ করতে চলে আসে। জন মেনার্ড কিঙ্গের সংগ্রহগুলোও জনাব ইয়াহুদা সাহেব ইহুদীদের পবিত্রভূমিতে নিয়ে আসেন।

আজ অধিকাংশই জেরুজালেমের Jewish National and University লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। ২০০৭ সালে জনসাধারণ এর দেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয়,ইজরাইলের ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্তৃক অনলাইনেও তার আলকেমিক্যাল চর্চার অরিজিনাল ডকুমেন্ট গুলোর প্রায় ৭৫০০ পেইজকে স্ক্যান করে প্রকাশ করে। এর মধ্যে নিউটনের ২০৬০ সালের মহাযুদ্ধ বা শেষ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণও আছে। উইকিপিডিয়াতে এসেছেঃ *Much of the Keynes collection later passed to eccentric document collector Abraham Yahuda, who was himself a vigorous collector of Isaac Newton's original manuscripts.*

Many of the documents collected by Keynes and Yahuda are now in the Jewish National and University Library in Jerusalem.

Yahuda's collection was bequeathed to the National Library of Israel in 1969, years after his death. In 2007, the library exhibited the papers for the first time and now they are available for all to see online.

Now Israel's national library, an unlikely owner of a vast trove of Newton's writings, has digitized his theological collection — some 7,500 pages in Newton's own handwriting — and put it online. Among the yellowed texts are Newton's famous prediction of the apocalypse in 2060.

In addition, The Jewish National and University Library has published a number of high-quality scanned images of various Newton documents.

The two documents detailing this prediction are currently housed within the Jewish National and University Library in Jerusalem.[উইকিপিডিয়া]

কাব্বালা আর আলকেমির একনিষ্ঠ সাধকপুরুষ, অপবিজ্ঞান সম্রাট আইজ্যাক নিউটনের মৃত্যুটাও হয় সম্ভবত শয়তানের Tree of life এর অমরত্বের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করতে গিয়ে। আলকেমির দ্বারা শুধুমাত্র লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করাই নয়, মানবীয় শারীরিক-আত্মিক অমরত্ব লাভ অথবা দীর্ঘায়ু লাভের জন্যও elixir of life(spiritual alchemy) এর অন্বেষণ করা হয়। Tree of life(কাব্বালাহ) এর অনুসারী নিউটন হয়ত শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরের উপরেই পরীক্ষা চালান শয়তানের ওয়াদাহকে সত্য মনে করে। এটাই তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। প্রমাণস্বরূপ, তার মৃত্যুর পরে চুলে প্রচুর পরিমাণে পারদ পাওয়া যায়। উইকিপিডিয়ায় এসেছেঃ *After his death, Newton's hair was examined and found to contain mercury, probably resulting from his alchemical pursuits.Mercury poisoning could explain Newton's eccentricity in late life.[উইকিপিডিয়া]*

নিউটনকে আজ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয় যা সে ছিল না। আজ সর্বত্র দেখানো হয় যে সে ছিল মহানবিজ্ঞানী অথচ আদৌ তা নয়। বরং তার আসল পরিচয় একজন নিকৃষ্ট বাতেনিয়্যাহ

ফের্কাভুক্ত যাদুকর। তার নামে আজ যা বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে তার প্রায় সবটাই যাদুবিদ্যার অংশ কিংবা যাদুশাস্ত্র উৎসারিত তত্ত্ব। Poor Superman(1951) এর মর্টন ওপারলি নামের চরিত্রটির দ্বারা ফিকশন লেখক fritz Leiber নিউটনের ব্যাপারে বলেন,**"সকলে নিউটনের ব্যাপারে জানে যে সে একজন মহান বিজ্ঞানী। খুব কম লোকই মনে করেন যে তিনি তার জীবনের অর্ধেকটাই কাটান আলকেমি নিয়ে পরশপাথরের সন্ধানে। এটাই ছিল সেই নূড়ি পাথর যা সে সমুদ্রের তীরে খুঁজতে ছিলেন।"**[উইকিপিডিয়া]

নিউটনকে আজকের বিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। ২০০৫ সালে করা ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির মেম্বারদের মধ্যে এক সমীক্ষা করা হয় যেখানে প্রশ্ন করা হয়, আইনস্টাইন ও নিউটনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীগন নিউটনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে অবশ্য আরেকটি সার্ভেতে নিউটনের উপর আইনস্টাইনকে তোলা হয়। কিন্তু ফিজিক্সওয়েব নামের ওয়েবসাইট পদার্থবিদদের অংশগ্রহণে করা সমীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নিউটন আবারো প্রথম স্থান লাভ করেন।*Newton remains influential to today's scientists, as demonstrated by a 2005 survey of members of Britain's Royal Society (formerly headed by Newton) asking who had the greater effect on the history of science, Newton or Einstein. Royal Society scientists deemed Newton to have made the greater overall contribution*

In 1999, an opinion poll of 100 of today's leading physicists voted Einstein the "greatest physicist ever;" with Newton the runner-up, while a parallel survey of rank-and-file physicists by the site PhysicsWeb gave the top spot to Newton.[উইকিপিডিয়া]

শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির রূপক রূপ(কাব্বালার) ট্রি অব লাইফ থেকে নেওয়া গ্রাভিটি নামের occult force এর pioneer জনাব আইজ্যাক নিউটনের[১৫] আকিদা, সংগঠন, বিদ্যা এবং তার উৎসের ব্যাপারটি এখন সুস্পষ্ট। আমরা যে মাসূনীদের(Masonry) শিক্ষা দ্বারা কতটা প্রভাবিত সেটা আচ করা যায় যখন কাউকে নিউটনের বিরুদ্ধে বলা হয়। অজ্ঞতা এবং অন্তরের ব্যাধির প্রকাশ ঘটে ওইসব কিতাবে, যেখানে নিউটনদের সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে মিল্লাতে ইব্রাহীমের(আ) বিশ্বাসের সাথে সমন্বয় করা হয়। কাফিরদের বাতেনিয়্যাহ ফের্কাভুক্ত গুপ্তসংগঠনের সাথে জড়িত

এক যাদুকরকে কত সহজেই আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শ হিসেবে গ্রহন করেছি! এ আর্টিকেলের প্রথম দিকে যে ব্যক্তির কিতাবের ব্যপারে বলেছি তিনি কি ধরনের বিশ্বাস প্রচার করছেন, কতটা উপকার করছেন উম্মাহর জন্য তা ভাবার অবকাশ আছে। এ ধরনের নিম্নমানের কিতাবাদি যাদের আকিদায় কলুষতার বীজ প্রবেশ করেনি,তাদেরকেও বিভ্রান্ত করছে। অজান্তেই কাদারিয়্যাহ, মু'তাযিলা,মুরজিয়াহ ইত্যাদি আকিদার দিকে ভিড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা কিভাবে ওই মানের যাদুকরের চিন্তাদর্শ গ্রহন করি যে বা যারা ইহুদীদের মিথ্যা মসীহের(দাজ্জালের) কাজ করছে, শয়তানকে মিত্ররূপে গ্রহন করেছে(!), যেখানে কাফিরদের থেকে আসা সংবাদকেও আল্লাহ আযযা ওয়াযাল যাচাই করতে বলেছেন! আপনারা কি ইহুদী র‍্যাবাঈদের স্বীকৃতির ব্যপারে দেখেন না!? দাজ্জালের অনুসারীদের কাছে তার গবেষণাপত্রগুলোর সংরক্ষন দেখেন না!? আমরা প্রতিষ্ঠিত (অপ)বিজ্ঞানের ব্যপারে প্রশ্ন তুলি না, সেটাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছি। অথচ এটা শয়তান ও মসীহ দাজ্জালের অন্যতম ফাঁদ ও শক্তিশালী হাতিয়ার। এস্ট্রলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্র ছিল আদি বিজ্ঞান, যেখানে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এই বিদ্যা অর্জনকে কুফরি বলেছেন,এটাকে সরাসরি যাদুবিদ্যার শাখায় ফেলেছেন, সেখানে আমরা কি করে এমন কোন লোকের বিদ্যাকে অনুসরণ করতে পারি যিনি একাধারে যাদুকর এবং দাজ্জাল ও তার অনুসারী জাতির অনুসারী! এখানেই শেষ না, এই যাদুকর তার অর্জিত জ্ঞান গ্রহন করেছে হার্মেটিক ও কাব্বালার মত উচ্চমাত্রার খাটি যাদুশাস্ত্র থেকে। আমি জানি না মুসলিম হিসেবে আল্লাহকে ভয় করে আমরা এসব বিদ্যাকে কিভাবে বৈধতা দেই,সম্মানের ও জ্ঞানের বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করি, অথচ যাদুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানকেই(এস্ট্রলজি) কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। যাইহোক, University of Kentucky এর প্রফেসর James force বলেন, **"আমরা নিউটনের (কথা) অবাক লাগে কারন আমরাই নিউটনকে এমন নিউটন হিসেবে বানিয়ে নিয়েছি,যিনি আদৌ তা ছিলেন না। আমরা নিউটনকে যুক্তিবাদী আলোকিত ব্যক্তিত্ব মনে করি, কিন্তু এমনটা নিউটন আদৌ ছিল না।"**

ইউনিভার্সিটি অব কেম্ব্রিজের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর(হিস্টোরি অব ফিলসফি অব সায়েন্স) Simon Schaffer বলেন,**"নিউটনের মতাদর্শের ব্যপারে বর্তমান ব্যাখ্যাগুলো নিউটন নিজের ব্যপারে যা ভাবতেন তার চেয়ে অনেক দূরের কিছু"।**

আধুনিক ইউরোপিয়ান বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ Colombia University এর প্রফেসর পামেলা স্মিথ বলেন,**"এক দিকে আমরা নিউটনকে মাপছি একজন বিজ্ঞানী হিসেবে কিন্তু ওদিকে তিনি এমন কিছু(যাদুবিদ্যা) নিয়ে ছিলেন যাকে আজ আমরা সুডো সায়েন্স বলি"**

যেসব অভিশপ্ত কাফির এই লেখা পড়ছে, তাদের কাছেও প্রশ্ন, তাদের পরম অহংকারের বিশ্বাস ব্যবস্থা তথা সায়েন্সের origins তারা কেন ঢেকে রাখে(?), অপবিজ্ঞান হয়ে যাবার ভয়ে!? আপনাদের চোখে সুডোসাইন্স যা, সেগুলোই আপনাদের বৈজ্ঞানিক আদর্শের গোঁড়া, সেটাই ছিল আপনাদের আদি এবং সাম্প্রতিক শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকদের(অপবিজ্ঞানীদের) গভীর বিদ্যার উৎস! যদিও অনেক rational চিন্তাদর্শন লালন করার বুলি আওড়ান, আপনাদের চিন্তাধারাই তো চরম irrational, জোর করে rationalise করা হয়েছে। যে সৃষ্টিতত্ত্বকে বিজ্ঞানের নামে প্রচার করেন, সেগুলো সুস্পষ্ট mysticism! এই বিশ্বাসব্যবস্থার শুরুটা একদমই অন্ধ - যুক্তিহীন অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিসের অনুসরণ?
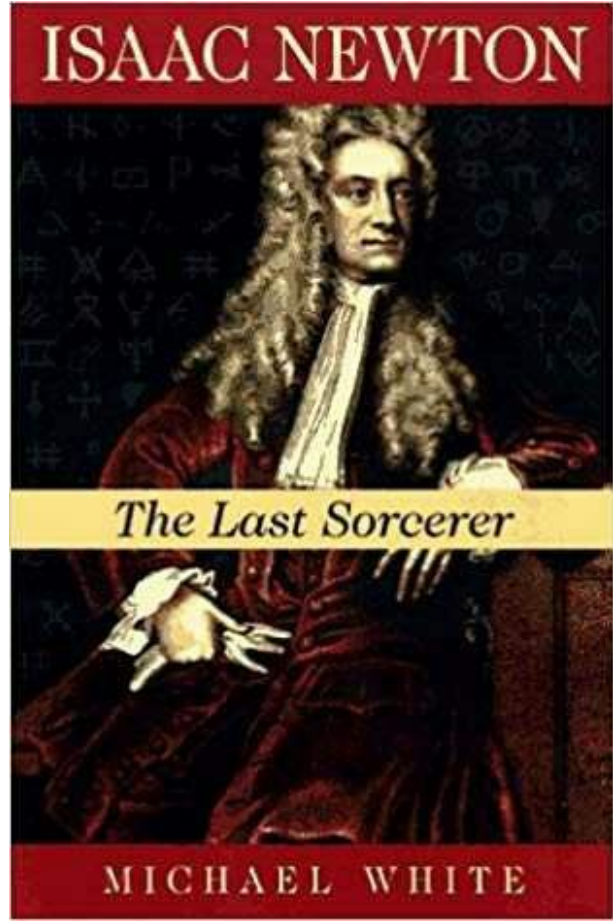
উত্তর হচ্ছে যাদুশাস্ত্র এবং যাদুকরদের যাদুশাস্ত্র নির্ভর বিশ্বাসব্যবস্থার উপর। গোড়ায় বিজ্ঞানের 'ব'ও ছিল না। ব্রুনো, কোপার্নিকাসরা কেন হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের কথা বলেছেন? কারন, হার্মিস শিখিয়েছে, পিথাগোরাস শিখিয়েছে, কাব্বালা শিখিয়েছে। এখানে পর্যবেক্ষন, পরীক্ষনের কিছুই ছিল না। নিউটন কেন একই পথে হেটেছে? কারন, তার হাতে আসা শয়তানি শাস্ত্র এরই শিক্ষা দিয়েছে, তার অনুরূপ সবাই একই পথে হেটেছে, ফলে তিনি এই 'অন্ধ বিশ্বাস'কে যৌক্তিক করবার উদ্দেশ্যে গ্রাভিটি নামের মিস্টিক্যাল ফোর্সকে টেনে নিয়ে আসেন, তাও সেই একই আলকেমিক্যাল-কাব্বালিস্টিক স্ট্যান্ডার্ড থেকে। আপনাদের ideology এর hierarchy'র একদম উপরে আছে শয়তান। যতই শয়তানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না কেন, আপনাদের রুহানি উস্তাদগন তাদের থেকেই এসব শিখে আপনাদেরকে শিখিয়েছেন। এখন এই সুডোসায়েন্স নিয়ে আপনাদের সে-কি গর্ব! নিজেদের যারা নাস্তিক বলে গর্ববোধ করেন, এরা আসলে প্রচণ্ড রকমের নির্বোধ। শয়তান যাদের জন্য বিশ্বাস অবিশ্বাসের সিলেবাস ডিজাইন করে, অতঃপর তারা নির্ধারিত মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেকে নাস্তিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে তৃপ্তিবোধ করে,এদের

চেয়ে নির্বোধ আর কারা!? এরাই আবার মিল্লাতে ইব্রাহিমের আকিদা বিশ্বাস নিয়ে উপহাস করে, অথচ ওদের চিন্তাধারাই বাস্তবিকভাবে উপহাসযোগ্য।

রেফাঃ

[১]

https://aadiaat.blogspot.com/2019/07/blog-post.html

[২]

https://www.gotquestions.org/free-masonry.html

[৩]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jahbulon

[৪]

www.formermasons.org/issues/the_masonic_view_of_God.php

[৫]

https://www.cuttingedge.org/news/n1643.cfm

https://israelect.com/reference/JackMohr/jm078a.htm#-%20TABLE%20OF%20CONTENTS

[৬]

www.arosicrucianspeaks.com/medtek1.htm

[৭]

https://www.aish.com/jw/s/Sir-Isaac-Newton-and-Judaism.html

[৮]

https://m.jpost.com/Israel-News/Newtons-Temple-596350

[৯]

https://laitman.com/2016/03/the-kabbalist-sir-isaac-newton/

[১০]

https://www.timesofisrael.com/sir-isaacs-jewish-writings-enter-the-21st-century/

https://jewishcurrents.org/july-5-sir-isaac-newton-and-the-jews/

[১১]

https://ourwayisthehighway.wordpress.com/2017/08/15/show-me-your-papers-isaac-newtons-secret-confessions-the-kabbalah-does-not-exist-in-flat-earth-reflections-in-flat-earth-from-quebec/

১২]

https://laitman.com/2008/03/isaac-newton-and-kabbalah/

[১৩]

https://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

[১8]

https://www.douglashamp.com/freemasons-the-third-temple-and-the-antichrist/

[১৫]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

https://wikipedia.org/wiki/Eschatology

[১৬]

wikipedia.org/wiki/Great_Architect_of_the_Universe

[১৭]

wikipedia.org/wiki/The_Rosicrucian_Cosmo-Conception

wikipedia.org/wiki/Demiurge

[১৮]

https://aadiaat.blogspot.com/2019/07/altered-state-of-consciousness.html

[১৯]

https://www.universalfreemasonry.org/en/famous-freemasons/isaac-newton

www.freemasons-freemasonry.com/book_bauer.html

[২০]

https://www.rosicrucian.org/podcast/sir-isaac-newton-mystic-and-alchemist-staff-of-the-rosicrucian-research-library/

[২১]

https://ultraculture.org/blog/2016/06/13/isaac-newton-occult-research/

https://www.ancient-origins.net/history/sir-isaac-newton-s-secret-quest-god-engine-0010245

www.southbrunswickchabad.com/page.asp?pageID=%7BEFCC0F2F-5A38-4247-9ADF-D588BFF0E91

এবং **Newton's Dark Secrets**.PBS By NOVA.
https://www.pbs.org/wgbh/nova/newton/

বিগত পর্বগুলোর লিংকঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

পর্বঃ ১৪

আমরা ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের আসল চেহারার কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছি। আজকের এ পর্বটি অপবিজ্ঞানের অপর এক উৎপত্তিস্থল এবং সেখান থেকে ক্রমবিকাশকে স্পষ্ট করবে। আর সেটা হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় যাদুশাস্ত্রভিত্তিক দর্শন, সহজ ভাষায় হিন্দু-বৌদ্ধ-বেদান্তবাদ ইত্যাদি ভারতীয় দর্শন বা 'ধর্মচক্র'(wheel of dharma)। এজন্য সবার প্রথমে আবারো আর্যদের কাছে ফিরে যেতে হবে। কেননা হিন্দুদের বেদ শাস্ত্রের অরিজিন্স আর্যদের থেকে। আমরা ৩নং পর্বে এ নিয়ে সামান্য উল্লেখ করলেও আজ আবারো সামান্য উল্লেখ করছি।

ভারতের মাটিতে আর্যরা বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী। ইতিহাস অনুযায়ী তাদের আগমন ছিল অনেকটা সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের মত। তারা সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে উন্নত ছিল। রণকৌশলগত দিক দিয়েও উচু স্থানে ছিল, যার জন্য ভারতীয় আদিবাসীরা দমন পীড়নে সফল হয়নি, বরং আর্যদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। আর্যদের ধর্মশাস্ত্রের নাম বেদ। তারা সাধারণ ভারতবাসীদের তুলনায় শারীরিক ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে উন্নত হওয়ায় তাদের মধ্যে বর্নবাদ বা বর্ণবৈষম্যের মানসিকতা চলে এসেছিল। এরা সাধারণ মানুষদের অনার্য বলত। তাদের মুখের ভাষা ছিল সংস্কৃত।

এবার প্রশ্ন আসে, আর্যদের আদি নিবাস কোথায়! ইতিহাসবিদগন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তারা ছিল বাবেল শহরের দেশ ইরাকের পাশের দেশ পারস্যের বাসিন্দা। ভাষাবিদদের মতে আজকের ইরান শব্দটি আরিয়ান(আর্য) শব্দ থেকে রাখা হয়েছে। পারস্যের জন্দভেস্ত শাস্ত্র এবং বেদের ভাষাগত সাদৃশ্য এমনকি পূজিত দেবতা-অপদেবতাদের সাদৃশ্য প্রমাণ করে আর্যরা পারস্যে হয়ে ভারতবর্ষে আগমন করে। জেন্দভেস্তায় বরুণকে দেবরাজ ও ইন্দ্রকে মন্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঋগবেদে বরুণ জল ও মেঘের দেবতা আর ইন্দ্রকে দেবরাজ। রামের মিত্র গুহক চন্ডাল (Chaldea) বংশ সম্ভূত।

আচার্য জগদীশ চন্দ্রের মতে, ভারতীয় আর্যগণ ভারতে আসার পূর্বে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে এবং আর্মেনীয়ায় বাস করতেন এবং তাঁরাই প্রাচীন ব্যবলিন, মিশরিয় সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন। ঋগ্বেদের ভৌগলিক বিবরণে নির্ভর করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, আর্যগণ শুধু যে পন্টাশ ও আর্মেনীয়া অঞ্চলে বাস করতেন তা নয়, ককেশিয়া এশিয়া-মাইনর ও ক্রীট দ্বীপেও তাঁদের বাস ছিল। বেদে যেরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তা ঐ সকল স্থানের সঙ্গে যথাযথ মিলে গেছে। এমন অনেক নগর নদী ও পর্বতের উল্লেখ দেখা যায়, যা ভারতে নাই, অথচ ঐ সকল প্রদেশ এখনও অবিকৃত নামে পরিচিত আছে। আর্যগণ কখন ভারতে আসেন, এই প্রসঙ্গে জগদীশ চন্দ্র বলেন,শুধু যে বেদ লিখিত হওয়ার পরে, আর্যরা ভারতে আসেন , এমন নয়, এমন কি, রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত যুদ্ধও আর্য জাতির ভারতে আসবার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। কুরুপান্ডবদের ও রামরাবণের যুদ্ধ ভারতীয় ঘটনা নয়। যবদ্বীপ বা বলী দ্বীপের সঙ্গেও এ সমস্ত ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই। বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পূর্বে আর্যগণ ভারতে আসেন। এই জন্যেই ভারতে এমন কিছু Archaeological প্রমাণ বর্তমান নাই যার দ্বারা মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত আর্যকীর্তি সপ্রমাণ হতে পারে । প্রতীচ্য পন্ডিতগণ এইজন্যই বলেন যে, মহাভারত ও রামায়ণে ঐতিহাসিক সত্য নাই। বুদ্ধের একজন শিক্ষকের নাম ছিল আলার কালাম। এটি ব্যবিলনীয় নাম। এক ব্যবিলনীয় রাজাও এই নামে পরিচিত ছিলেন, বুদ্ধের সময় পর্যন্তও আর্যগণ পূর্ব প্রথায় নামাকরণ করতেন।

বেদ বর্ণিত ভৌগলিক বৃত্তান্তের একটি উদাহারণ এই যে, রাজা সুদাসকে 'পৈজবনী' বলা হয়েছে। তিনি (Pizvon) 'পিজবনে' রাজত্ব করতেন। এই Pizvon ইউফ্রেটিস(ফোরাত) নদীর তীরে অবস্থিত। তুর্বস, শিমু, কবশ, পুরু, ভেদ, সম্বর, ভালান, আলিনস, শিব, অজ, সিগ্রু ও যক্ষেরা এই Pizvon এর উত্তরে বাস করতেন।সোমসুষ্ম, হরিকষি, চমুর, বিপাসি-আর্জিকীয়, ক্রুম, কুভ, তৃষ্টমা, সিন্ধু বিধরণী, এই সকল স্থান কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরবর্তী প্রদেশে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে এই সকল নামে অভিহিত কোনও স্থানের উল্লেখ বা অস্তিত্ব নাই। কেউ কেউ এমনও বলছেন যে কশ্যপ মুণির নামানুসারে কাস্পিয়ান হ্রদের নাম করণ করা হয়েছে। কয়েকজন পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানিও এ মতের সমর্থন করেছেন। এমতবাদ কে আউট অব ইন্ডিয়া(Out of India) হিসাবে অভিহিত করা হয়।

ভাষা ও ইতিহাসবিদগন আরেকটি মত পোষণ করেন যে,আর্যদের আদি নিবাস উড়াল পর্বত সংলগ্ন তৃনভূমি যার জন্য সাদৃশ্যতার জন্য ইউরোপীয় Slavic ভাষাকে ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে। পাশ্চাত্যে আর্যদের নিয়ে আগ্রহ বাড়তে শুরু করে ১৯ শতকে। ১৭৮৩ সালে

উইলিয়াম জন্স সংস্কৃত এবং গ্রীক ল্যাটিন কেল্টিক জার্মান ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য খুজে পান, এরপরে Franz Bopp দেখান যে আভেস্ত, আর্মেনীয়, স্লাভিক ভাষাগুলোর সাথেও সম্পর্ক রয়েছে,এ কথা আসলেই সত্য যে ব্যবিলনীয়ান প্রাচীন রাজাবাদশাহদের নামগুলো কেমন যেন হিন্দুয়ানি শোনায়। ভাষাবিদগনের এই মতামত আর্যদের ব্যাপারে এরকম ভাবায় যে, এরা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা জাতি। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে এরা ভারতে প্রবেশ করে। সেইসাথে আরেকটি ধারণার উন্মেষ ঘটায়। অনেক দার্শনিকরা প্রচার করা শুরু করে, এই আর্যরা ছিল প্লেটোর বলা সেই মিথিক্যাল মহাদেশ আটলান্টিস থেকে বেচে আসা অবশিষ্ট জনগণ যারা ইউরোপ, এশিয়ার ইরাক - পারস্য সংলগ্ন অঞ্চল এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ফলে নর্ডিক, জার্মানিক, পারসিয়ান ও ভারতীয়দের রক্তে আর্যদের রক্ত মিশে যায় বলে প্রচার হয়।[১]

আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেন রাশিয়ান মিস্টিক ও অকাল্টিস্ট ম্যাডাম হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাস্তস্কি। তিনি বিবর্তনবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে মূলজাতি(রুটরেস) হিসেবে আর্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অনেক কিছু লেখেন যা থেকে জার্মানির এডলফ হিটলার গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে তার মধ্যে Aryan Supremacy 'র ধারনা চলে আসে। ফলে উগ্র অকাল্ট বিশ্বাসে বশবর্তী হয়ে প্রচণ্ড জাতিবিদ্বেষ নিয়ে ইহুদী গনহত্যা শুরু করে। হিটলার এত বেশি আর্য শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিল যে, সে বিজ্ঞানী গবেষকদের পথে নামিয়ে সাধারন মানুষের মুখের আকার পরিমাপ করে আর্য বংশধরদের খুঁজতেন। আর্য অনার্য পার্থক্য করতেন। এই অদ্ভুত কাজের ভিডিও ফুটেজ ধারন করা হয়েছিল যা আজও টিকে আছে।

আর্যদের আদি নিবাসের ব্যপারে সত্য যাই হোক, এ ব্যপারে অন্তত বলা যায় যে আর্যরা ভারতের আদিবাসী নয়। অর্থাৎ বেদ-সংস্কৃত এগুলো বিদেশী ভাষা-সাহিত্য ও শাস্ত্র। অবশ্য আজকের হিন্দুদের একদল প্রমাণের চেষ্টা করে যে আর্যরা ভারতেরই প্রাচীন আদিবাসী,তারা অনুপ্রবেশকারী দস্যু নয়, এর দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চায় যে, আর্য-হিন্দুত্ববাদ এগুলো ভারতেরই নিজস্ব জিনিস, তারাই সবচেয়ে সনাতন এবং উন্নত সভ্যতা।

ইরাক সিরিয়ার অন্তর্গত ফোরাত নদীর ব্যপারে বৈদিক শাস্ত্রের উল্লেখ,বুদ্ধের শিক্ষকের ব্যবিলনীয়ান নাম, পারস্যের ভাষা ধর্ম সাহিত্যের সাদৃশ্যতা, ইরান থেকে আগমনের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রভৃতি প্রমাণ করে, কোন এক সময়ে আক্কাদিয়ান-অ্যাসিরিয়ান-ব্যবিলনীয়ান সম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রনে আর্যরা ছিল, তখনই বেদ রচিত হয়। ব্যবিলনীয়ান সম্রাট বখতে নাসরই সারা পৃথিবীকে শাসন করেন। এর আগেও এরকম totalitarian one world order এর ঐতিহাসিক

সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে। অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রের অরিজিনস বাবেল শহর কিংবা তার আশপাশ থেকে ভারতে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই বেদ ব্যবিলনীয়ান রহস্যবাদী জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হবে, যা আজ ভারতবর্ষে পরম পূজনীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান(sacred knowledge)। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীরা আমাদের আশপাশে মিলেমিশে থাকার জন্য আমরা ব্রাক্ষ্মান্যবাদী শাস্ত্র গুলোর দিকে কখনো বাঁকাচোখে তাকাই না,এজন্য সেসবের ব্যপারে কারও তেমন মাথাব্যাথ্যা নেই। অথচ হিন্দুত্ববাদী শাস্ত্রগুলো গভীরভাবে দেখলে দেখবেন, এসব যাবতীয় নিষিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা সমৃদ্ধ কিছু শাস্ত্র। এতে তন্ত্র মন্ত্রের শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবিলনীয়ান ম্যাজাইদের থেকে আসা জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সেই সাথে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে বিচিত্র রূপকের আড়ালে ঐ একই তত্ত্বের আলোচনা আছে, যা পৃথিবীর প্রত্যেক বাতেনিয়্যাহ(গুপ্তবাদী/অধিবিদ্যার সাধক - যাদুকর) গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান, সেই একই যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক অকাল্ট বিশ্বদর্শন! অন্যান্য যাদুর মাজহাবগুলো বিভিন্ন সময়ে আক্রমণের স্বীকার হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিলুপ্তির মুখে পড়েছে(খ্রিষ্টান-মুসলিমদের শাসনামলে), অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের তথা পূর্বাঞ্চলীয় যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক দর্শনগুলো সবসময়ই মাথা উচু করে ছিল। এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশী দখলদারদের আনাগোনা চললেও হিন্দুত্ববাদ সম্মানের সাথে মাথা উচু করে থেকেছে। এ অঞ্চল মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টানদের প্যাগান নিধনের সেই আগ্রাসন থেকে নিরাপদেই ছিল। আলেকজান্ডার যখন হিন্দুস্তান দখল করে তখন হিন্দুত্ববাদ মহা সম্মানের সময় পার করেছে, গ্রীক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। পরবর্তীতে যখন মুসলিমরা ক্ষমতায় আসে, তারাও হিন্দুত্ববাদ তথা বৈদিক দর্শনশাস্ত্রের উপর উল্লেখযোগ্য তেমন কোন আগ্রাসন চালায়নি। সংস্কৃত ভাষার জন্য অন্যদেশী, অন্যভাষীরা কখনো বোঝেনি এতে কি আছে। যখন ইংরেজরা ভারত দখল করলো তখন হিন্দুদের সাথে মিত্রতা করলো। সুতরাং পূর্বাঞ্চলীয় অকাল্ট ট্রেডিশন সবসময় ব্যাঘাতহীনভাবে বিকশিত হয়েছে। এজন্য হাজার হাজার বছরের পুরোনো আর্যদের শাস্ত্র এখন পর্যন্ত টিকে আছে। প্রাচীন যুগে বাবেল শহরটি যেমন রহস্যবাদ(Mysticism) ও যাদুবিদ্যার(Occultism) কেন্দ্রবিন্দু ছিল তেমনি এখন ভারত হয়ে গেছে অকাল্ট জ্ঞান বিজ্ঞানের মহা আধার। আল্লাহর রাসূল (সঃ) পূর্বদিকের ব্যপারে সাবধান করেছেন। বলেছিলেন কুফরের মূল হচ্ছে পূর্বদিক।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কুফরীর গোড়া হল পূর্বদিকে।

(বুখারী ৩৩০১, মুসলিম ৫২)
মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৭৫২
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

মক্কার পূর্বদিক তথা পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থান ভারতবর্ষের, যেখানে ব্যবিলনীয়ান বিদ্যা সংরক্ষিত এবং বিকশিত হয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে পূর্বাঞ্চলীয় অকাল্টিজমের অনুপ্রবেশঃ

ভারতবর্ষ তথা পূর্বাঞ্চলীয় মানুষের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মীয় বিষয়ে সংযোগ এবং আদানপ্রদান বেশ পুরোনো। প্রথম দিকে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে পাশ্চাত্যের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মটির উৎস হিন্দু ধর্মই। ব্রাহ্মন পরিবারে জন্মানো গৌতম বুদ্ধ যখন প্রচলিত হিন্দুধর্মে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তখন নিজেই এর উপর ভিত্তি করে নতুন কিছুর অন্বেষণ করতে শুরু করলেন, যাতে করে পূর্ন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পাওয়া যাবে। এরকমটা ধারনা করা হয়, তিনি ব্যবিলন শহরেও জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন, এ বিষয়ে আলোচনা গত হয়েছে। তার শিক্ষকের নামে যেহেতু ব্যবিলনীয়ান নামের সাদৃশ্যতা আছে সুতরাং তার শিক্ষা ও বিদ্যায় বাবেল শহরের দার্শনিক ও যাদুকরদের প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি ধ্যানের দ্বারা চেতনার ওপারে(altered state of consciousness) যেতেন অদৃশ্য-অস্পৃশ্য জাতির(জ্বীন) সহায়তায় অধিবিদ্যা অর্জন এবং আধ্যাত্মিক সিদ্ধির লক্ষ্যে। ধীরে ধীরে সর্বেশ্বরবাদী বৌদ্ধ দর্শন গড়ে ওঠে এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হিন্দুত্ববাদ, বৌদ্ধমত প্রভৃতি কোন ধর্মের(religion) শ্রেনীতে পড়ে না বরং সেগুলো প্রতিষ্ঠিত দর্শন।

পাশ্চাত্যে হিন্দুত্ববাদের আরেক শাখা তথা বৌদ্ধ দর্শনের সাথে সংযোগ প্রায় দু-হাজার বছরের বেশি। সর্বপ্রথম মিথস্ক্রিয়া ঘটে ঈসা(আঃ) এর জন্মের পূর্বে হেলেনিস্টিক পিরিয়ডে গ্রীকদের সাথে। আলেকজান্ডারের দখলের ফলে সেসময় আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল গ্রীক শাসনের অধীনে ছিল।তখন উপনিবেশিক গ্রীক শাসকগোষ্ঠীর একদল লোক ভারত ও ব্যাক্ট্রিয়ার এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করে। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত এসকল লোকেরা ইন্দো-গ্রীক রাজাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিনত হয়। তারাই গ্রেসীয়-বৌদ্ধমত এর প্রবর্তনা ঘটায়। তখন বৌদ্ধমত গ্রেসীয়- ব্যাক্ট্রিয়ান এবং ইন্দো-গ্রীকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইন্দো-গ্রীক

A coin of Menander I (r.160–135 BC) with a dharmacakra and a palm.

Heracles depiction of Vajrapani as the protector of the Buddha, 2nd century Gandhara, British Museum.

রাজাদের মধ্যে Menander I এবং Menander II বৌদ্ধদের প্রতীক মুদ্রায় ব্যবহার চালু করেন, ধর্মচক্রের প্রতীকও মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়। রাজা প্রথম মিনান্ডার ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ Milinda Panha এর প্রধান আলোচিত চরিত্র যেটায় বলা আছে যে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেছিলেন। বৌদ্ধদের মতে, সম্রাট অশোকের পাশাপাশি মিনান্ডার বৌদ্ধ ধর্মের অনেক বড় হিতকারী বন্ধু। Mahavamsa এ উল্লেখ আছে যে, মিনান্ডারের শাসনামলে মহাধর্মরক্ষীতা নামের এক প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রায় ৩০০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে গ্রীসের আলেকজান্দ্রিয়া (ককেশাসের) শহর থেকে শ্রীলংকায় নিয়ে আসেন শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি গ্রীকদের ত্যাগ ও উদারতা প্রদর্শনের জন্য।

৩য় থেকে ৪র্থ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান লেখক হিপ্পোলাইটাস এবং এপিফানিয়াস, Scythianus নামের একজন ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন যিনি ৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভারতে গমন করেন এবং "দ্বৈতনীতির মতবাদ" অর্জন করে ফেরেন।জেরুজালেমের Cyril এর মতে, Scythianus এর শিষ্য Terebinthus নিজেকে "বুদ্ধ" নামে পরিচয় দেয় এবং ফিলিস্তিন, জুডিয়া ও ব্যাবিলনে সেসব প্রচার করে।

মধ্যযুগের শুরুতে বৌদ্ধ বা পূর্বাঞ্চলীয় দর্শনের সাথে পাশ্চাত্যের তেমন উল্লেখযোগ্য সংযোগ ঘটে নি। কিন্তু ষোড়শ শতকের শুরুতে ইউরোপের খ্রিষ্টানদের সাথে বৌদ্ধদের যোগাযোগ শুরু হয়। জেসুইট মিশনারির সেন্ট ফ্রান্সিস জাভিয়ার এবং ইপ্পোলিটো ডেসিডারি কর্তৃক বৌদ্ধদের মতবাদ এবং চর্চার বিশদ বর্ননা খ্রিষ্টানদের কাছে পৌছায়। ইপ্পোলিটো ডেসিডারি লম্বা সময় তিব্বতে অবস্থান করেন, সেখানে তিনি তিব্বতীয় ভাষা - দর্শন শিখে বিশদভাবে তিব্বতীয় বৌদ্ধমত এবং তার ভ্রমনের ব্যাপারে লেখেন।

পাশ্চাত্যে ভারতীয় দর্শনের(Eastern esoteric philosophy) প্রথম প্রকাশ পায় যাদের মধ্য দিয়ে, তাদের প্রধান একজন Arthur Schopenhauer। তিনি ১৮৫০ সালে আর্যদের বৈদিক আধ্যাত্মিক আত্মজ্ঞানের চেতনাকে ব্যবহার করে নৈতিকতামূলক চিন্তাধারার প্রচার করেন।

এরপরে ১৮৭৫ সালে রাশিয়ান হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাস্তস্কি নিউইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।সেটা হিন্দুত্ববাদ,বৌদ্ধমত, হার্মেটিক, কাব্বালার সম্মিলিত একটা

যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক মিস্ট্রি স্কুল। সমস্ত কুফরি শাস্ত্র,বিদ্যা ও আকিদার অসাধারণ সমন্বয়। **১৮৭৯** সালে তিনি ভারতে পাড়ি জমান আধ্যাত্মিক গুপ্তজ্ঞানের অন্বেষণে। এই থিওসফি(theosophy) পরবর্তীতে **১৯৬০** থেকে **১৯৮০** এর মধ্যে তৈরি হওয়া নিউএজ(New age) মুভমেন্ট এর বিশ্বাস,চিন্তাধারা মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

"Thus LUCIFER -- the spirit of the Intellectual Enlightenment and Freedom of Thought -- is metaphorically the guiding beacon, which helps man to find his way through the rocks and sandbanks of Life, for Lucifer is the LOGOS in his highest, and the 'Adversary' in his lowest aspect -- both of which are reflected in our Ego."

Helena Petrovna Blavatsky :The Secret Doctrine

New Age শব্দটি ব্লাভাস্তস্কির **১৮৮৮** সালে প্রকাশিত The Secret Doctrine (গুপ্ত মতবাদ) নামের গ্রন্থ থেকে এসেছে। H.P Blavatsky তার অর্জিত জ্ঞানের উৎস হিসেবে তিব্বতীয় "শিক্ষকের" কথা বলতেন। তিনি বলতেন ওইসব আধ্যাত্মিকভাবে সিদ্ধ শিক্ষকেরা চান প্রাচীন অকাল্ট দর্শন যা প্রাচীন যুগে একসময় ছিল, আবারো পৃথিবীতে জাগ্রত হোক। তারা ব্লাভাস্তস্কির দ্বারা সেটার পুনঃজাগরন ঘটাতে চাইছেন যেটা নিকট ভবিষ্যতে অন্যান্য ধর্মগুলোর পতন ঘটাবে। তিনি তার বইতে সরাসরি শয়তানকে একমাত্র উপাস্য বলে দাবি করেন। তাছাড়া বিব্লিক্যাল লুসিফারকেও প্রশংসা করেন। তিনি দাবি করেন সমস্ত জ্ঞান এই লুসিফার থেকে আসে। তিনি বলেনঃ **"শয়তান হচ্ছে এই গ্রহের ঈশ্বর একমাত্র উপাস্য"**
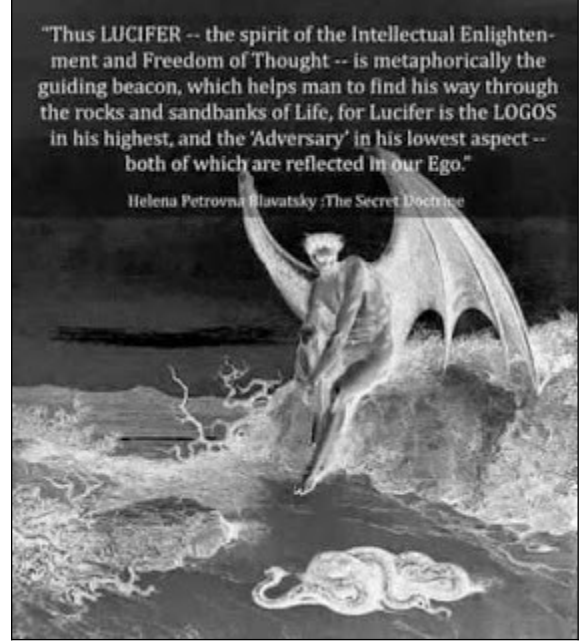
খুতুমি ও এলমোরিয়া(শয়তান) নামের দুই শিক্ষকের(ascended masters) কথা তিনি বলেন, যাদের থেকে তিনি গুপ্তবিদ্যা অর্জন করেছেন। ১৮৮০ সালে ভারতের তামিল নাড়ুর adyar এ প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। থিওসফির মূল তত্ত্ব হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদ বা মনিজম সহজ ভাষায় সর্বেশ্বরবাদ, পুনর্জন্মবাদ, বিবর্তনবাদ,সকল বাস্তবতা(reality) হচ্ছে আসল বাস্তবজগতের প্রতিবিম্ব, বাস্তবতা হচ্ছে মায়াজাল। কোন কিছুই সলিড নয়। হেলেনা Isis Unveiled এবং The Secret Doctrine নামের দুটি বই প্রকাশ করেন।

Hermann Schmiechen's 1884 depiction of the two Masters whom Blavatsky claimed to be in contact with, Koot Humi (left) and Morya (right).

Central to Theosophical belief is the idea that a group of spiritual adepts known as the Masters not only exist but were responsible for the production of early Theosophical texts.[36] For most Theosophists, these Masters are deemed to be the real founders of the modern Theosophical movement.[37] In Theosophical literature, these Masters are also referred to as the Mahatmas, Adepts, Masters of Wisdom,

থিওসফি বা থিওসফিক্যাল সোসাইটিকে হালকাভাবে নিলে ভুল হবে । শুনলে অবাক হতে হবে যে, থিওসফির সাথে সংযুক্ত ছিল খোদ মহাত্মা গান্ধীর মত নেতা! দুজন থিওসফিস্ট(প্যাগান ধর্মতত্ত্ববিদ) মহাত্মা গান্ধীকে ভগবতগীতা উপহার দেওয়ার পর থেকে গান্ধী হিন্দুত্ববাদী চেতনার প্রতি ঝুকছিলেন। গান্ধী, ম্যাডাম হেলেনা এবং এ্যানি বিসেন্টের সাথে একান্ত সাক্ষাতও করেছেন। মহাত্মা গান্ধী আমৃত্যু থিওসফিস্ট ছিলেন। তিনি বলেন, **"থিওসফি হচ্ছে ম্যাডাম ব্লাভাস্তকির শিক্ষা....থিওসফি হচ্ছে মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব।"**
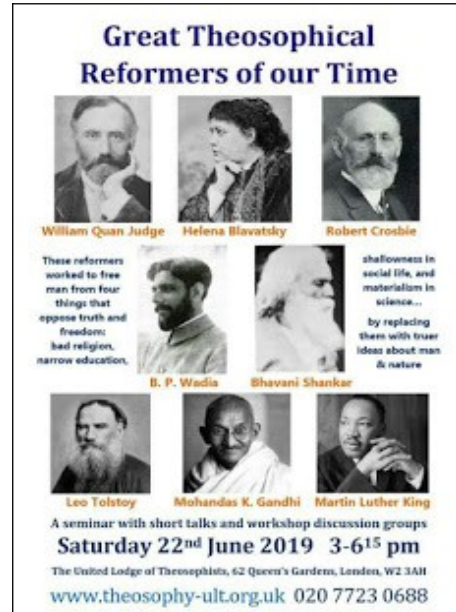
অন্যত্র তিনি ভারতের স্বাধীনতায় থিওসফিস্টদের ভূমিকার কথা জোর দিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, **"শুরুতে ভারতের শীর্ষসস্থানীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতাগন ছিলেন থিওসফিস্ট।"**

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর দিনই একটি জার্নাল প্রকাশ করা হয় যাতে উল্লেখ ছিল, **"থিওসফিক্যাল**

লিটারেচারে অনেক প্রশংসনীয় বিষয় আছে যা কেউ তার সর্বোত্তম কল্যানের জন্য পাঠ করবে,কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে অকাল্ট বিদ্যা অর্জনে বুদ্ধিবৃত্তিক পাঠ্যবিষয়ে খুব বেশি জোড় দেওয়া হয়েছে, এবং এটাই থিওসফির কেন্দ্রীয় ধারনা- মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব এবং মানুষের নৈতিকতা অর্জন - যা হারিয়ে গেছে।"[৪]

রুডল্ফ স্টেইনার, ম্যানলি পি হল প্রমুখ দার্শনিক এবং ফ্রিম্যাসন অনেক বিষয়ে থিওসফিক্যাল সোসাইটির উপরনির্ভর করতেন। বিখ্যাত অকাল্ট রাইটার ডেভিড আইক এখনো থিওসফিক্যাল সোসাইটির কিতাবাদি থেকে অনুসারীদেরকে শেখায়।[১৫]

১৮৭৯ সালে স্যার এডউইন আর্নল্ড এর দ্য লাইট অব এশিয়ার কবিতায় গৌতম বুদ্ধের জীবনকে তুলে ধরেন। সে বই বেস্ট সেলারের তালিকায় ছিল। এ বই তখন প্রকাশ হয়, যখন খ্রিষ্টানধর্ম ডরউইনের বিবর্তনবাদ এবং বস্তুবাদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তখন পাশ্চাত্যের বিদ্বান ও সুশীল সমাজের কাছে বৌদ্ধধর্মটি একটি যৌক্তিক বিকল্প ধর্মমত হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া শুরু করে। এডুইন আর্নল্ড এর এই বইটি তাই এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে তা প্রায় ৮০ টি সংস্করণ বের হয় এবং প্রায় ১০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়!

থিওসফিক্যাল সোসাইটির অবদানে বৌদ্ধধর্ম আরো জনপ্রিয়তা পায়। স্টিফেন প্রোথেরোর মতে, থিওসফিস্টদের মধ্যে হেলেনা প্রেত্রোভনা ব্লাভাস্তস্কি, হেনরি স্টিল ওলকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেছিলেন, যারা ১৮৮০ এর দিকে ইউরোপিয়ান - আমেরিকানদের মধ্যে প্রথম ফর্মালভাবে বৌদ্ধদর্শন গ্রহণকারী। হেনরী ওলকট সিংহলি বুদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে খুবই প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনিই Buddhist Modernism এর প্রবর্তনায় বড় ভূমিকায় ছিলেন।তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির শাখা তৈরিতে পাশে ছিলেন, এজন্য প্রথমদিকে তিনি শ্রীলংকায় যান। বৌদ্ধদের বিভিন্ন কিতাবাদিও রচনা করেন,তার একটি the Buddhist Catechism (1881)। তার কাজে আরো উৎসাহ দিতে বৌদ্ধদের মধ্যে Hikkaduve
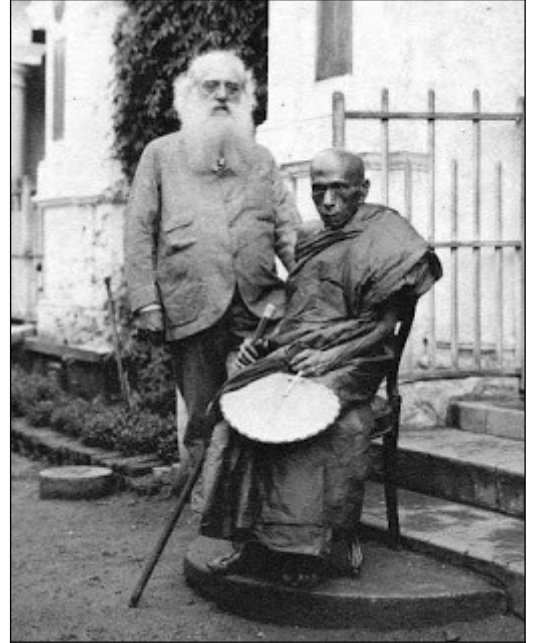
Sumangala তার দিকে এগিয়ে আসেন।হেনরি ওলকট, পল কারাস,সয়েন শাক প্রমুখ যে ধরনের বৌদ্ধমত প্রচার করছিল সেটাকে বলা হয় " Buddhist modernism"।

এ ধরনের বৌদ্ধদর্শনে সরাসরি বৌদ্ধধর্মের নামে প্রচার করা হয় না বরং বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন মতবাদ কে যৌক্তিক বৈজ্ঞানিক দর্শনে রূপ দেওয়া হত। ওলকটের 'বুদ্ধিস্ট ক্যাটেকিজমে' বিজ্ঞানের সাথে এই দর্শনের সাদৃশ্যতা তৈরি এবং বিজ্ঞানের অরিজিনের সাথে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। Paul Carus বিশ্বাস করতে বাধ্য হন যে বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে "বিজ্ঞানের ধর্ম"(religion of science)। তার বিখ্যাত একটি লেখনী হচ্ছে The Gospel of Buddhism, যেটা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। একই ধরনের চিন্তাধারার প্রচারক ছিলেন অনাগরিক ধর্মপাল নামের এশিয়ান বৌদ্ধ ধর্মগুরু।

ইউরোপেও ১৯ শতকে বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে গভীর গবেষণা শুরু হয়। Eugène Burnouf নামের এক ফ্রেঞ্চ ওরিয়েন্টালিস্ট(প্রাচ্যবিদ) সর্বপ্রথম সংস্কৃত পদ্মসূত্রের ফ্রেঞ্চ অনুবাদ করার মাধ্যমে ইউরোপে ব্যাপক বৌদ্ধ দর্শনের প্রসার শুরু হয়। তার পাশাপাশি Christian Lassen পলি ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ১৮২৬ সালে। Robert Caesar Childers ১৮৭৫ সালে প্রথম পলি শব্দভাণ্ডার এবং অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইন্দোলজিস্ট ম্যাক্স মুলার অক্সফোর্ড সিরিজে Sacred Books of the East নামে অনেক বৌদ্ধদের শাস্ত্র প্রকাশ করেন। ১৮৮১ সালে, Dhammapada (Müller) ও Sutta-Nipata (Viggo Fausböll) ১০ খন্ডের অনুবাদসহ প্রকাশ করা হয়। Hermann Oldenberg ১৮৮১ সালে Buddha: his life, his doctrine, his order (Buddha: Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde) নামে পলিভাষার কিতাবাদি প্রকাশ করে বেশ জনপ্রিয় হন। এই সময় জার্মান দার্শনিক Schopenhauer বৌদ্ধদর্শনের খুব প্রশংসা করেন। তিনি এমনকি দাবি করেন বৌদ্ধদর্শন পৃথিবীর অন্য যেকোন ধর্ম অপেক্ষা ভাল। Friedrich Nietzsche আরেক জার্মান দার্শনিক, যাকে গোটা বিশ্ব চেনে, তিনিও বৌদ্ধধর্মের প্রশংসাকারী। ১৮৯৫ সালে তার প্রকাশিত The Anti-Christ বইয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, **"a hundred times more realistic than Christianity"**
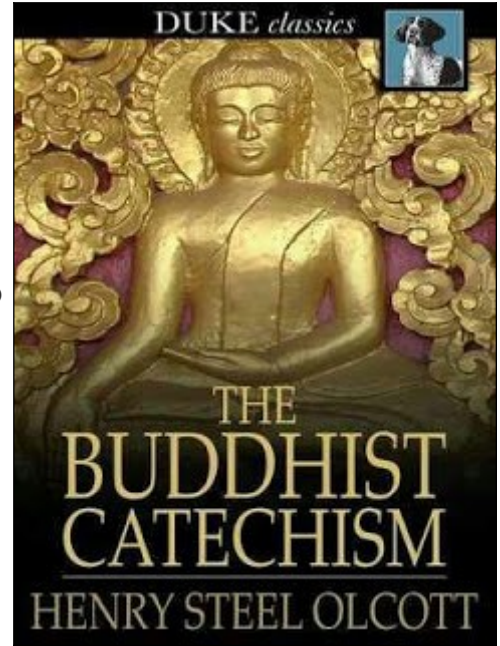
অর্থাৎ, বৌদ্ধধর্ম খ্রিষ্টানধর্মের চেয়েও শতগুন বেশি বাস্তবিক। ১৮৮৩ সালের আরেক প্রকাশনায় বলেন, **"আমি ইউরোপের বুদ্ধ হতে পারতাম"।**

উত্তর আমেরিকায় প্রথম বৌদ্ধ অভিবাসী ছিল ১৮৪৮ সালে কিছু চাইনিজ বৌদ্ধ, যারা West Coast এ আস্তানা গাড়ে। ১৮৭৫ সালের মধ্যে ৮ টি মন্দির গড়া হয়ে যায় সানফ্রানসিসকোতে। ১৮৯৩ সালে Jōdo Shinshū সন্ন্যাসী ভিক্ষুরা চলে আসে, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে Buddhist Missions of North America নামে কাজ শুরু করে। এরপরে জাপানি বৌদ্ধরাও আসতে শুরু করে। চাইনিজরা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অনেকে তাওবাদেরও প্রচার শুরু করে। আমেরিকান ট্রান্সেন্ডেন্টালিস্টরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনেক পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। র‍্যাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন বলতেন, সত্যিকারের আদর্শ Transcendentalism এর জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীক্ষা করছিল তারা। ১৮৯৮ সালের দিকে DT Sujuki থিওসফি হিন্দুত্ববাদ ও বৌদ্ধদর্শনের প্রসারে বড় ভূমিকা রাখেন। ১৯০৩ সালের দিকে জার্মানিতেও বৌদ্ধদের জয়যাত্রা শুরু হয়, এরপরে ব্রিটেনে। এভাবে ইউরোপজুড়ে Eastern Mysticism এ ঝোঁক দিনদিন বাড়তে থাকে।

পাশ্চাত্যে ভারতীয় অকাল্ট দর্শনগুলো পৌছানোর কাজে থিওসফিক্যাল সোসাইটির পর যদি কারো নাম আসে তাহলে সেটা স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের আমেরিকা সফরের আগে এমারসন ও হেনরী থরেউ তাদের কবিতা ও প্রবন্ধে ভগবত গীতা থেকে কিছু অনুচ্ছেদ তুলে ধরে পাঠকদের চিন্তার জগতে আকর্ষণ তৈরি করেছিলেন। Brahma ও Hamatreya নামের দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দের অন্যনাম নরেন্দ্রনাথ। নরেন নামেও পরিচিত ছিল। তিনি রামকৃষ্ণের সাথে সাক্ষাতের আগেই রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ নামের বেদান্তবাদী শাখাকে গ্রহন করেন। রামকৃষ্ণ ছিলেন কলকাতার এক কালী মন্দিরের পুরুতঠাকুর, পরে তিনি বিবেকানন্দের গুরু হন। রামকৃষ্ণের মাধ্যমে নরেন প্রাচ্যবাদ, পেরেনিয়ালিজম এবং ইউনিভার্সালিজমের ব্যপারে জানেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে সুবিধাভোগী হিন্দুদের ন্যায় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বই পাঠের সুযোগ পান। তিনি David Hume , Immanuel Kant , Johann Gottlieb Fichte , Baruch Spinoza, Georg W. F. Hegel , Arthur Schopenhauer , Auguste Comte , John Stuart Mill এবং Charles Darwin এর কিতাবাদি পাঠ করেন। ১৮৮৪ সালের কিছু আগে বিবেকানন্দ ফ্রিম্যাসনে যোগদান করেন(তার নামে ম্যাসনিক লজও খোলা হয়)।

Masonic lodge named after Swami Vivekananda consecrated

- Grand Master Capt Dr B Biswakumar consecrates new lodge after Vivekananda
- Salim Chimthanawala, Dr Rajesh Gosavi installed as Worshipful Master and Secretary respectively of the new lodge

■ By Shirish Borkar

THE first Masonic Lodge in entire North, East, West and Central India to be named after Swami Vivekananda -- Lodge Vivekananda No.367 -- was consecrated and constituted by Grand Master of Grand Lodge of India Capt. Dr. Balaram Biswakumar, OSM, at Freemasons Hall in the city on Friday.

Salim Mukhtar Jafarbhai Chimthanawala and Dr Rajesh Vithal Gosavi were installed as Worshipful Master and Secretary respectively of the new Lodge. Rajiv Khandelwal, Regional Grand Master, Regional Grand Lodge of Western India, was prominently present at the consecrating and installation ceremony.

After consecrating the new Lodge Vivekananda No 367, Grand Master Capt Dr Biswakumar unveiled a rare photograph of Swami Vivekananda

(Contd on page 2)

Swami Vivekanand in Masonic outfit- This rare photograph of Swami Vivekananda was unveiled at Freemasons Hall at the majestic Masonic Lodge building, Civil Lines, on Friday evening by Grand Master Capt Dr Balaram Biswakumar.

নরেন্দ্র বৈদিক শাস্ত্রের থেকে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে নতুন রূপ দান করেন। এই ব্যাখ্যা নিও-বেদান্ত নামে পরিচিত হয়, যেখানে Advaita Vedanta যোগসাধনা, সমাজকর্ম শেখাতো কিভাবে মানব উৎকর্ষে পৌছানো যায়। এটাকে বিবেকানন্দ বলতেন 'প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত'। তিনি হিন্দু বেদান্তবাদকে পশ্চিমাদের জন্য গ্রহন উপযোগী করেন।

(left) Vivekananda on the platform at the Parliament of Religions, September 1893; left to right: Virchand Gandhi, Dharmapala, Vivekananda

তার বিখ্যাত বক্তব্য ছিল ১১সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত Parliament of the World's Religions এর অধিবেশনে। তার ওই বক্তব্য পশ্চিমে অনেক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে সেই সাথে ভারতেও পরিচিতি লাভ করেন। তার দ্বারা পাশ্চাত্যে অস্তিত্বগত অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদের ধারনাটির প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিবেকানন্দের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তার উত্থান। পাশ্চাত্যের চেতনার সামনে হিন্দুত্ববাদকে মাথা উচু করে দ্বার করানো। মহাত্মা গান্ধীও একই রকমের হিন্দু জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত ছিলেন। ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী ইসলামবিদ্বেষী সংগঠন Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) এর নেতা Babasaheb Apte এর সারাজীবনে একটি কথাই বলে গিয়েছেন, সেটা হলো, **"বিবেকানন্দ আরএসএসের কাছে গীতা তুল্য"**।

বিবেকানন্দ ৩১ মে ১৮৯৩ সালে পশ্চিমা বিশ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। তিনি চীন জাপান হয়ে কানাডা যান এরপরে আমেরিকা। ৩০ জুলাই শিকাগো পৌছান।" Parliament of Religions" সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল পূর্ব পশ্চিমের ধর্মীয় সেতুবন্ধনের ন্যায়। হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করছিল ব্রাহ্মসমাজ ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি। সেখানে বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন হিন্দুত্ববাদের জয়গান গেয়ে। প্রথম দিকে এত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে স্বরস্বতী দেবী মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে পূজো দেন। প্রথম বাক্যটি ছিল, 'আমেরিকার ভাই ও বোনেরা'। এটা শুনেই উপস্থিত ৭০০০ জন সবাই দাঁড়িয়ে হিন্দুত্ববাদের প্রতি সম্মানে দু মিনিট নিরবতা পালন করে।
এরপরে নিরবতা ভেঙ্গে বিবেকানন্দ ওরফে নরেন বলেন, *সর্বকনিষ্ঠ জাতির প্রতি সবচেয়ে প্রাচীন জাতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, যেটা সন্ন্যাসবাদের সবচেয়ে পুরাতন ধারা, যা মানুষকে সহিষ্ণুতা এবং সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতার শিক্ষা দিয়েছে।*

Parliament President John Henry Barrows বলেন,**"ধর্মসমূহের মাতা ভারতের পক্ষ থেকে গেরুয়া সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যিনি শ্রোতা দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিস্তার করেন।"**
এরপরে আমেরিকান পত্রপত্রিকা গুলোয় বিবেকানন্দের প্রশংসায় ভরে যায়। ব্রুকলিনের এথিক্যাল সোসাইটির প্রশ্ন উত্তর পর্বে বিবেকানন্দ বলেন, **'আমার একটা বার্তা আছে পশ্চিমের কাছে যেরূপে পূর্বাঞ্চলের জন্য বুদ্ধের ছিল'।** বিবেকানন্দ পূর্ব মধ্য আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে দু' বছর বক্তৃতা দিয়ে কাটান। শিকাগো, বোস্টন, ডেট্রয়েট, নিউইয়র্কসহ অনেক স্থানে যান। ১৮৯৪ তে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন নিউইয়র্কে। যোগ সাধনা ও ভারতীয় অকাল্ট ফিলসফি শিখানোর জন্য বিনা মূল্যে ক্লাসে করাতেন।

বিবেকানন্দ এর পরে ট্রান্সেন্ডেলিজম নিউথট প্রভৃতি সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিক শাখাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে প্রচার করতেন। অনেক বিখ্যাত লোক তার কাজে মুগ্ধ হয়ে সরাসরি দেখা করে। এরমধ্যে বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা অন্যতম! নরেন তার বেদান্তবাদের ১২ টা শাখা খোলেন, সবচেয়ে বড়টা হলিউডে অবস্থিত। বেদান্ত প্রেস বের করেন হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য। নরেনকে একদিন পত্রের মাধ্যমে তার গুরু রাজার হালে না থেকে ধনী গরীবদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধর্ম প্রচার করতে বলেন। এরপরে ১৮৯৭ সালে দেশে ফেরেন। সে বছর রামকৃষ্ণ মিশন খোলেন। বিবেকানন্দের ভূয়সী প্রশংসা করেন ভারতের কিংবদন্তী সুভাষ চন্দ্র বসু, থিওসফিস্ট মহাত্মা গান্ধী।

ফ্রিম্যাসন সদস্য স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বৈদিক রহস্যবাদী দর্শনের এক মহান সাধক পুরুষ।

তিনি ওয়াহদাতুল উজুদে(Monism-সর্বেশ্বরবাদ) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি চাইতেন ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে মানব জাতি সৃষ্টি - স্রষ্টার এক অস্তিত্বের (ওয়াহদাতুল উজুদের-monism) একক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হোক। তিনি কুয়োর ব্যাঙের একটা গল্প শুনিয়ে বোঝাতেন যাতে মানুষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে নিজেদেরকে না জড়ায়।[১৪]

বিবেকানন্দের পরে আরবিন্দ ঘোষ, জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি, রমনা মহর্ষি, যোগানন্দ, মা আনন্দময়ী, স্বামীমুক্তানন্দ, মহা ঋষি মহেশ যোগী,রজনীশসহ আরো অনেক গুরুঠাকুররা ভারত থেকে আমেরিকায় এসে আস্তানা গাড়ে। মহাঋষি মহেষ যোগী Transcendental Meditation নামের যোগসাধনার কেন্দ্র খোলেন। তার পরে আসেন দীপক চোপড়া এবং অপ্রাহ উইনফ্রে। শুরু হয় নতুন যুগের(New Age) আধ্যাত্মিক বিপ্লব। প্রাচীন যাদুশাস্ত্রভিত্তিক কুফরি দর্শনের মহা বিপ্লব।

বিংশ শতকে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদিত গ্রন্থ এবং প্রচারকদের কিতাবাদির প্রসারণ আরো বাড়তে থাকে।১৯২০ সালে যোগানন্দ আমেরিকায় International Congress of Religious Liberals এর মিটিং এ যোগ দিতে আসেন। ঐ বছরেই তিনি Self-Realization Fellowship (SRF) প্রতিষ্ঠা করেন যোগসাধনা এবং সনাতন দর্শন প্রচারের জন্য। একই সময় যিদ্দুকৃষ্ণমূর্তি নামের দক্ষিণ ভারত থেকে আসা আরেক ব্রাক্ষন; মৈত্রীয়(কল্কি) নামের একজন মহা অবতারের আবির্ভাবের বার্তা প্রচার শুরু করেন। এই মেসিয়ানিক ফিগারই থিওসফিক্যাল সোসাইটির পৃথিবীর মহাগুরু(ওয়ার্ল্ড টিচার)। মৈত্রেয় নামটি বৌদ্ধদের মৈত্রেয় বুদ্ধ থেকে নেওয়া। তিনি কল্কি অবতার। যিদ্দুকৃষ্ণমূর্তির পর এ্যালিস বেইলিও তার লুসিস ট্রাস্টের(লুসিফার ট্রাস্ট) এর দ্বারা মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমনের বার্তা প্রচার করেছেন। প্রথম দিকে ২০২২ এর দিকে আশেপাশের সময়ে আসবার কথা জানানো হয়, পরবর্তীতে বলা হয় তিনি ২০২৫ এর পরে আসবেন। বেইলির পর বেঞ্জামিন ক্রিম নামের আরেক থিওসফিস্ট মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমন নিয়ে খুব প্রচারণা চালান। তিনি মৈত্রেয়র বুদ্ধের অনেক বৈশিষ্ট্যের বর্ননা দেন যেমন তার নেতৃত্বে বিশ্বের সমস্ত জাতির একত্রিত হওয়া। শান্তি প্রতিষ্ঠা তার একচ্ছত্র শাসনের দ্বারা দুনিয়ায় স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। যাইহোক, মৈত্রেয় বা কল্কি অবতার কে আর ভাঙ্গিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। তিব্বতীয় অনুবাদ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ হয় ১৯২৭ সালে। ১৯৩৫ সালে এর পুনঃমুদ্রনে Carl Jung এর মন্তব্য সংযুক্ত হয়। এর দ্বারা তিব্বতীয় বৌদ্ধমতে পাশ্চাত্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।আলেকজান্দ্রা ডেভিড নিলের লেখা "My Journey to Lhasa" তিব্বতের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ আরও বাড়ায়। আরেক জার্মান লেখক, Hermann Hesse পূর্বাঞ্চলীয় দর্শনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে বই প্রকাশ করে, যার নাম "সিদ্ধার্থ"। এটাও জনপ্রিয় বই। এভাবে বৌদ্ধপ্রীতি বাড়ার সাথে সাথে যোগসাধনা, ধ্যানের

প্রচলনও অনেক বেড়ে যায়। ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর বৌদ্ধধর্ম এর সংখ্যা আরো বাড়ে, হাজার হাজার মেডিটেশন সেন্টারে ছেয়ে যায়, যেখানে ১৯০০-৬০ এ ২১ টা গজিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে সুজুকি নামের আরেক জেন বুদ্ধ সানফ্রানসিসকো কে আসেন। ১৯৭০ এর পর দিয়ে তিব্বতি বুদ্ধ বাড়তে থাকে, লামারা আসতে থাকে একে একে। সাম্ভালা পাব্লিকেশন এরনামে তিব্বতিয় বই অনুবাদ শুরু হয়। ১৯৬৫ তে ওয়াশিংটনডিসি এ বৌদ্ধ বিহার নির্মান হয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধমত এর কালচক্রতন্ত্র অনুযায়ী শেষ যুগে ২৪তম শেষ অবতার(কল্কি) আসবেন দুনিয়ার বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। কালচক্রশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে এই অবতার(এটাই বৌদ্ধধর্মের মৈত্রেয় অবতার) আদম, নূহ, ইব্রাহীম, সাদাচাদরওয়ালা(সম্ভবত এর দ্বারা খিযির আলাইহিসালামকে বুঝিয়েছে) ঈসা এবং মুহাম্মদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এই লোকেদের ধর্মটি বর্বর ধর্ম, এটিকে বিলুপ্ত করতে তিনি আসবেন। তখন মাহদি নামের একজনের সাথে যুদ্ধ হবে![৫]

Holy war

The Kālacakra Tantra contains passages that refer to Islam, calling Muslims as *mleccha* (barbarians). It contains the prophecy of a holy war between Buddhists led by the twenty fifth warrior-king Chakravartin Kalki and the barbarians.[10][11][12]

In the year 2424, the prophecy foretells another, final holy war, the *War of Shambhala*, where Rudra Chakrin, the last of the *Kings of Shambhala* defeats the hords of the barbarians once and for all and erects the eternal holy land of *Shambhala*.[23][24]

অতএব, বুঝতে পারছেন ভারতের ধর্মচক্র তথা ধর্মের লেবাসে থাকা পূর্বাঞ্চলীয় অকাল্ট দর্শনগুলোর আসল অরিজিন কি, কোন মতাদর্শ থিওসফি - বেদান্তবাদ বহন করে,মাসূনী বিবেকানন্দ কিসের দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে গেছে! বুঝতে পারছেন, আজকের ধ্যান ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা আসলে কার মতাদর্শ প্রচার করছে..কার আগমনের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করছে!

A hippie-painted Volkswagen Beetle

A July 1968 *Time magazine* study on hippie philosophy credited the foundation of the hippie movement with historical precedent as far back as the sadhu of India, the spiritual seekers who had renounced the world and materialistic pursuits by taking "Sannyas". Even the counterculture of the Ancient Greeks, espoused by philosophers like Diogenes of Sinope and the cynics were also early forms of hippie culture.[25] It also named as notable influences the religious and spiritual teachings of Henry David Thoreau, Hillel the Elder, Jesus, Buddha, St. Francis of Assisi, Gandhi, and J.R.R.

১৯৬০ এর দিকে হিপ্পিদের বিপ্লব শুরু। Friedrich Nietzsche , Goethe , and Hermann Hesse , Wandervogel প্রমুখের বই পড়ে হাজার খানেক জার্মান তরুন তরুনীরা পুঁজিবাদী এবং বস্তুবাদী সভ্যতার প্রতি বিরক্ত হয়ে আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে প্রকৃতিপূজা, পূর্বাঞ্চলীয়(ভারতীয়) দর্শনের চর্চা, ধ্যান এবং নেশাজাতীয়(psychadelic intoxicating drugs) দ্রব্য সেবনের মাধ্যমে চেতনার ওপারে(Altered state of consciousness) যেত, আধ্যাত্মিকতার জন্য তরুনদের এ মাদককেন্দ্রিক জাগরণকে হিপ্পি নাম দেওয়া হয়। এদের দ্বারাই LSD, DMT, ম্যাজিক মাশরুম,আয়োহুয়াস্তকাসহ বিভিন্ন চরম নেশা উদ্দীপক মাদকের প্রচলন ঘটে। এরা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে সবরকম মাদক সেবনের বৈধতা আনে। আমেরিকাতেও হিপ্পিরা ছড়িয়ে পড়ে। হিপ্পি মুভমেন্ট এর আরেকটি অংশ ছিল Sexual Revolution। বিভিন্ন ধরনের sexual pervertion কে বৈধতা দিতে আন্দোলনে নামে। এরা মাঝেমধ্যে একসাথে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে যেত এবং মাদকসেবনের পাশাপাশি অসভ্যতায় লিপ্ত হতো। এরা মাঝেমধ্যে ব্যানারে "যা ভাল লাগে তাই করো" এমনকি এলিস্টার ক্রৌলির বলা কথা লিখে রাজপথে নামত। এদের দ্বারাই আমেরিকায় লিভটুগেদার এবং আজকের LGBT মুভমেন্ট বৈধতা লাভ করে। হিপ্পিদের হিন্দুবৌদ্ধ প্রীতির সময় গ্যারি স্নাইডার, এল্যান ওয়াটসের মত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বেদান্তবাদ, বৌদ্ধদর্শন প্রচার করতেন। তাছাড়া অস্কার উইল্ডি, ওয়াল্ট হুইটম্যান, র‍্যাল্ফ ওয়াল্ডো ইমারসন, হারমান হিসি,উইলিয়াম ব্লেক এরা সবাই তাদের পাশে ছিল।[২]

বিংশ শতকে হিন্দুত্ববাদে প্রভাবিত হয়ে Maximiani Portaz 'আর্য প্যাগানিজম' নামে পূর্বাঞ্চলীয় রহস্যবাদ(Eastern Mysticism) প্রচার শুরু করেন। তার সাথে সাবিত্রী দেবী, জ্যাকব উইলহেলম

হাউয়ার মিলে জার্মান ফেইথ মুভমেন্ট চালু করেন। তখন থেকে তারা স্বস্তিকা(卐)চিহ্নটি তারা ব্যবহার করত আর্য প্যাগান চিহ্ন হিসেবে।

মূলত এডলফ হিটলার বেদান্তবাদী চিন্তাধারা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। কিছু ইতিহাস ও ভাষাবিদদের স্বীকৃতি পেয়ে নিজেদের আর্য জাতির বংশধর শুরু করে। থিওসফি সহ বাতেনি অকাল্ট সংগঠনের শাস্ত্রগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে Anti Semitic চেতনা জাগ্রত হয়। অর্থাৎ সামের বংশধরের সাথে বনু ইয়াফিসের কিংবা হামের পুত্রের বংশের মধ্যের ঈমান ও কুফরের শত্রুতা(এ নিয়ে ২য় পর্বে বিস্তারিত সংযুক্ত হবে)। এই জাতিগত বিদ্বেষের ফলে আল্লাহর কিতাবধারীদের মধ্যে ইহুদীরাই হিটলারের হাতের কাছে পায়, যার জন্য গণহত্যার স্বীকার হয়। এখানে হিটলারকে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আল্লাহর দ্বীনকে ত্যাগ করা ইহুদীদেরকে শাস্তি দেন। লক্ষ লক্ষ ইহুদীদের হত্যা করা হয়। এখানে আল্লাহ, বড় শয়তানকে দিয়ে আল্লাহর বিধান ছেড়ে শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্রকে গ্রহনকারীদেরকে শাস্তি দেন(এর আগে নেবুচাদনেজার ২ এর দ্বারা শাস্তি দেন যার ব্যপারে কুরআনেও ইঙ্গিত আছে)। তবে হিটলারের মধ্যে ইয়াকুবের(আ) সন্তানদের (ইহুদী) ন্যায় ইসমাঈলের(আ) সন্তানদের (মুসলিম) প্রতিও ঘৃণা ছিল। একইভাবে খ্রিষ্টানধর্মের প্রতিও ছিল তার তীব্র বিদ্বেষ। ইতিহাসবিদরা তাকে এন্টিখ্রিষ্টান ধর্মহীন মিস্টিক এবং অকাল্টিস্ট বলেই জানে। হিটলার ইহুদীদেরকে অর্ধ মানব(Sub-human) হিসেবে দেখতেন, মুসলিমদেরকে আরো নিকৃষ্ট অর্ধ উল্লুক(half Ape) মনে করতেন। মুসলিমদের হাতের কাছে পেলে কিরূপ আচরণ করত সেটা অনুমান করতে পারছেন। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের ব্যপারে বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচক মন্তব্য করে হিটলার, কিন্তু সবসময়েই আরব ও মুসলিম জাতিকে নিচু জাতি বলে গেছে। হিটলার ইসলামের মিলিট্যান্ট(জিহাদ কেন্দ্রিকতা) নীতির জন্য অনেক প্রশংসা করে এমনকি নিজেদের আগ্রাসী নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেন(তার এ কথাগুলো আজকের ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলামকেও হিটলারের সমতূল্য বর্বর ধর্ম প্রমাণের চেষ্টা করে,অথচ এটা দেখেনা যে হিটলারের এসব কথা ছিল রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিমদের খুশি করার জন্য বলা)। তিনি তৎকালীন জেরুজালেমের গ্রান্ড মুফতি আমিনের সাথেও সাক্ষাত করেন। তিনি চাচ্ছিলেন মুসলিমদের হাতে রেখে প্রথমে বিশ্বকে হাতের কব্জায় আনবে এরপরে শামের রক্তের অবশিষ্টাংশঃ আরব ও
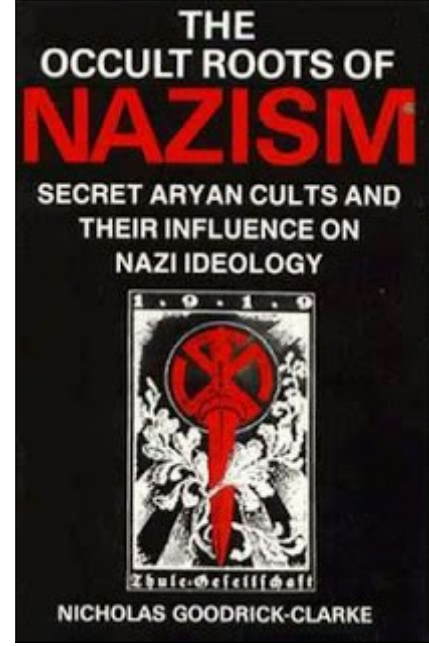
মুসলিমদের একযোগে দমন করবে। একথা সে নিজেই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,**"আমরা সুদূর পূর্ব এবং আরবদেশগুলোয় হাঙ্গামা চালিয়ে যাব। আমাদের নিজেদেরকে মানুষ ভাবতে দিন এবং ওইসব লোকেদেরকে অর্ধ উল্লুক বললে সবচেয়ে ভাল মানায় যারা চাবুকের বাড়ি খাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।"**

ইতিহাসবিদ Percy Ernst Schramm বর্ননা করেন যে হিটলার তার যৌবন বয়স থেকেই খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করেন এবং ওয়াহদাতুল উজুদ(মনিজম বাংলায় সহজ অর্থে সর্বেশ্বরবাদ) আকিদায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি মনে করেন হিটলার আর্নেস্ট হাইকেল ও তার শিষ্য উইলহেলম বোলস্কি দ্বারা প্রভাবিত হন। Bullock এর মতে হিটলার কিশোর বয়সে অকাল্ট শাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন।[৩]

পাশ্চাত্যে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও অশান্তি দেখে জনগনের মনে শান্তির অন্বেষণ শুরু হয়, যোগ সাধনা এবং হিন্দুত্ববাদী অকাল্ট দর্শন যখন শান্তির ব্যানার দেখিয়ে প্রচার হচ্ছিল, সেটা দেখে জনগণ ব্যাপকহারে গ্রহন করতে শুরু করে। মানুষ কতটা বোকা! যে অকাল্ট দর্শন গ্রহন করে হিটলার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে, সেই দর্শনের মধ্যেই শান্তি খোঁজে! যাহোক, থিওসফিক্যাল সোসাইটির শাখা প্রশাখার সফল বিস্তারের পরে আসলো প্রভুপদের ইস্কন। ইস্কনের কার্যক্রম পশ্চিমা দেশগুলো ছাপিয়ে আমাদের বাংলাদেশেও অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্যান্য অকাল্ট অর্গানাইজেশন ন্যায় বৈষ্ণবের উপর দাঁড়ানো ইস্কন তাদের অভিন্ন অকাল্ট মতাদর্শ প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭০ এর দিকে থিওসফি, ট্রান্সেন্ডেন্টালিজম, বেদান্তবাদ, বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের ফলে প্যাগান আধ্যাত্মিকতার এক সুবিশাল সম্প্রদায় গড়ে ওঠে আমেরিকায়। নিউএজ নামে সমস্ত মিস্টিক, যাদুকর, জ্যোতিষী, সর্বেশ্বরবাদ, পুনর্জন্মবাদের বিশ্বাসের কমন গ্রাউন্ডে নিজেদেরকে নতুন যুগের পথিক হিসেবে পরিচয় দেয়, অবশ্য এই নিউএজ শব্দটিও ম্যাডাম হেলেনার একটি বই থেকে নেওয়া।

Prominent esoteric thinkers who influenced the New Age include Helena Blavatsky (left) and Carl Jung (right).

তাদের মতে এস্ট্রলজিক্যাল ক্যালেন্ডারের এ্যাকুরিয়াস যুগে প্রবেশ করার মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, এজন্য নিউএজ। আজ শুধু আমেরিকায় এদের সংখ্যা ৩৫ লক্ষেরও বেশি। আজ দীপক চোপড়া,অপ্রাহ উইনফ্রে নিউ এজের অনেক বড় সেলিব্রেটি বক্তা, লেখক।[১৩]

বাংলাদেশের মত মুসলিম অধ্যুষিত দেশে সাধারন মুসলিমদের মধ্যে যাদুশাস্ত্রভিত্তিক সর্বেশ্বরবাদী প্যাগান দর্শন তথা হিন্দু-বেদান্তবাদ এবং ম্যাডাম হেলেনার theosophical মতবাদগুলো প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করত, এমন উচু সারির জ্যোতিষীদের দ্বারা গঠিত হয় কোয়ান্টাম ম্যাথড নামের অকাল্ট(অধি/গুপ্তবিদ্যা-যাদুবিদ্যা) মিস্ট্রি স্কুলের প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান। আজ বাংলাদেশেও লক্ষ লক্ষ মানুষ মূর্তিপূজার চেয়েও জঘন্য আকিদাগত শিক্ষাকে ধারন করছে কোয়ান্টাম ম্যাথডের দ্বারা। কোয়ান্টাম ম্যাথড আমেরিকার থিওসফিস্ট / নিউএজ আধ্যাত্মবাদী লেখকদের কিতাবাদি সরাসরি প্রচার করে। এরা ইসলামকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে, সাধারন অজ্ঞ মুসলিমদের ফাঁদে আটকানোর আশায়। কোয়ান্টাম ম্যাথড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে অনেক আর্টিকেলে করেছি[৬] তাই নতুন করে পুরোনো কথা লিখতে চাইনা।

Eastern mystical initiations(পূর্বাঞ্চলীয় রহস্যবাদী শিক্ষা) গুলো মানুষকে আত্মপূজা,মনের পূজা, প্রকৃতিপূজা, সর্বেশ্বরবাদ (প্যান্থেইজম), পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি মৌলিক বিশ্বাসের প্রচার করে। যাদুবিদ্যা,জ্যোতিষবিদ্যার চর্চাকে উন্নীত করে। সেইসাথে শয়তান জ্বীনকে শরীর ও মনের উপর পূর্ন কর্তৃত্বদানে উৎসাহিত করে। ascended masters, higher self, spirit guide,higher beings, light beings,angelic entities প্রভৃতি শব্দ দ্বারা শয়তান জ্বীনের সাথে শারীরিক মানসিকভাবে সংযোগ সাধনের ব্যাপারে উৎসাহিত করে। ধ্যানের মাধ্যমে সে উপায় শিখিয়ে দেয়। এরা থার্ডআই, গডরিয়েলাইজেশন, ওয়াননেস, এনলাইটমেন্ট, সাইকিক পাওয়ার,দেহচক্রের

বিকাশ, কুণ্ডলীনি শক্তির জাগরণের নামে জ্বীনদের কে সেচ্ছায় শরীরমনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেয়।পাশাপাশি বিভিন্ন মাজহাবের যাদুবিদ্যার শিক্ষা দেয়। এক পশ্চিমা উইচক্র্যাফটের ফেইসবুক গ্রুপের উইক্কান এডমিন Shawnda Clawson কে higher self এর ব্যপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল যার সাথে তারা শারীরিক ও আত্মিক সংযোগের জন্য অনেক চেষ্টা করে। উত্তরে তিনি সরাসরি সত্যতা স্বীকার করেন, নিচের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেনঃ

সুতরাং দেখতেই পারছেন, এইসব মিস্ট্রিস্কুলের আল্টিমেট শিক্ষা প্রত্যেকের অদৃশ্য সহচর ক্বারীন জ্বীন-শয়তানের সাথে নিজেদের সমার্পন। অর্থাৎ Spiritual Satanism। সুতরাং আজ যারা মুসলিম হয়েও নিউএজ/থিওসফিক্যাল সোসাইটির এদেশীয় শাখা কোয়ান্টাম ম্যাথডে ভিড়ছে, তারা কোন পথে হাটছে!?

একদম কাকতালীয়ভাবে হিন্দুয়ানি শিক্ষা পাশ্চাত্যে প্রবেশ করেনি। এর পেছনে বড় ধরনের উদ্দেশ্য আছে। ফ্রিম্যাসন সদস্য স্বামী বিবেকানন্দ এমনিতেই বেদান্তবাদ প্রচারের জন্য যায়নি। এসবের পেছনে আড়ালে তারাই ছিল, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। এজন্যই জাতিসংঘ যোগসাধনার দর্শনকে এখন সবচেয়ে বেশি সমর্থন করে। তারা বিভিন্ন যোগসাধনা ধ্যানের সংগঠনগুলোয় অর্থায়নের দায়িত্বেও ছিল। আজও আছে। এমনকি জাতিসংঘের কার্যালয়ে ধ্যানে বসার কক্ষের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আজ জাতিসংঘ শান্তির জন্য ধ্যান যোগসাধনাকে সমর্থন করছে জোড়ালোভাবে।

তারা আন্তর্জাতিক যোগসাধনা দিবস প্রতিষ্ঠা করে[৮]। ভারতের 'ওঁম মন্ডল' নামের একটি হিন্দুত্ববাদি অকাল্ট সংগঠন ছিল, যারা সম্প্রতি নাম পরিবর্তন করে রাখে ব্রহ্মকুমারী! জাতিসংঘ এই অকাল্ট সোসাইটিকে জাতিসংঘের একটি আন্তর্জাতিক এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এতটুকুই নয়, জাতিসংঘ Economic and Social Council (ECOSOC) এর General Consultative Status দান করে। এছাড়াও, ব্রহ্মকুমারী বা ওমমন্ডলকে ইউএন Department of Public Information (DPI) এর এসোসিয়েট স্ট্যাটাস দান করে,United Nations Children's Fund (UNICEF) এর Consultative Status দেয়। United Nations Environment Assembly of UNEP এর Observer Status দেয়। ব্রহ্মকুমারী এখন UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর পর্যবেক্ষক। Education for Rural People (ERP), Food and

Agricultural Organisation (FAO) এর Flagship Member এর মর্যাদাও দেওয়া হয়[৭]।
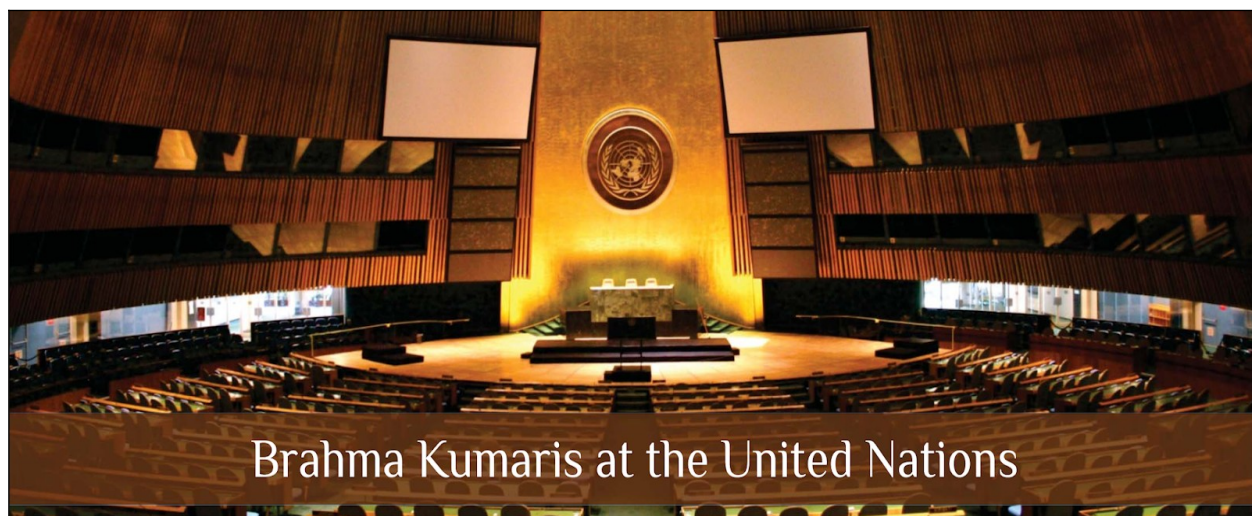
The Brahma Kumaris is an international non-governmental organization of the United Nations. Through its international network of centers in 137 countries, the Brahma Kumaris provides people with opportunities and settings to voice their opinions on critical matters that impact their daily lives and ensures that their messages make their way back to the UN through written and oral statements and other publications presented at UN conferences and meetings. The principles of the Brahma Kumaris are aligned in particular with the tenet contained in the Preamble to the Charter of the United Nations - "... to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person...." & "to promote awareness and highlight the purpose and principles of the UN."

Brahma Kumaris Affiliations with UN

Since 1980
Associate Status with the Department of Public Information (DPI)

Since 1983
General Consultative Status with the Economic and Social Council (ECOSOC)

Since 1987
Consultative Status with the United Nations Children's Education Fund (UNICEF)

Since 2007
Flagship Member of Education for Rural People, Food & Agricultural Organisation (FAO)

Since 2009
Observer Organisation to UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Since 2014
Observer Status to the United Nations Environment Assembly of UNEP

18

এবার আশাকরি বুঝতে পারছেন এই যোগসাধনার বিপ্লবের পিছনে কারা আছে।এদের গোড়া কতটা শক্ত, সেটা বুঝতে আশাকরি কষ্ট হচ্ছে না। নিচের ছবিটায় যে বইটাকে দেখছেন, সেটা ১৯৮৯ সালে র‍্যাল্ফ ইপারসনের লেখা।

INTRODUCTION

So, the people of the world can now determine what th
changes are that those in the positions of implementin
changes have in store for them. In summary, then, the
changes are:

The old world is coming to an end. It will be replaced with a new way of doing things.

The new world will be called the "New World Order."

This new structuring will re-distribute property from the "have" nations and will give it to the "have-not" nations.

The New World Order will include changes in:

the family:
homosexual marriages will be legalized; parents will not be allowed to raise their children (the state will;) all women will be employed by the state and not allowed to be "homemakers"; divorce will become exceedingly easy and monogynous marriage will be slowly phased out;

the workplace:
the government will become the owner of all of the factors of production; the private ownership of property will be outlawed;

religion:
religion will be outlawed and believers will be either eliminated or imprisoned; there will be a new religion: the worship of man and his mind; all will believe in the new religion;

The United States will play a major role in bringing it to
e world.

World wars have been fought to further its aims.

Adolf Hitler, the NAZI Socialist, supported the goal of the
nners.

The majority of the people will not readily accept "the
w world order" but will be deceived into accepting it by two
ategies:

ডান পৃষ্ঠার মধ্যভাগে দেখছেন, এতে তিনি One World Religion এর কথা উল্লেখ করেন, অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মগুলোকে উচ্ছেদ করে একটি বিশ্বাসব্যবস্থাকে সমাজে চালু করা হবে যেটা হবে আত্ম বা নিজের মনের পূজা। বাস্তবে জাতিসমূহের ঐক্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত ইউএন ঠিক এই ধর্ম বা দর্শনের দিকে জাতি সমূহকে ধাবিত করার জন্য কাজ করছে। শুনেছি জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের আচার্য রজনীশ অশ্বের গ্রন্থসমূহ পড়তে দেয়! আজকের Atheism বা নাস্তিক্যবাদ যেটাকে সর্বত্র দেখা যায় সেটার পিছনেও জাতিসংঘ এবং তাদের পেছনের হায়ারার্কির(শ্রেণীগোষ্ঠী) হাত আছে। কেননা, নাস্তিক্যবাদ হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদেরই সন্তানস্বরূপ। প্যান্থেইস্টিক মতবাদ সমস্ত শয়তানি আকিদার জন্মদাত্রী। সমস্ত মিস্ট্রি স্কুলের সার্বজনীন শিক্ষা।

এতে করে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারনা তো একদিকে নস্ট করাই হয়, উপরন্তু সমস্ত সৃষ্টিকে দেবত্ব(divinity) দান করে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নূন্যতম দরজাটিও বন্ধ করা হয়। নাস্তিক্যবাদীদের একটা বড় সংখ্যা এগনস্টিসিজমের(অজ্ঞেয়বাদ) দিকে হাটে, কিন্তু সর্বেশ্বরবাদে সে পথও থাকে না,কারন সব কিছুই ঈশ্বর! নাস্তিক্যবাদে যেমন সৃষ্টিকর্তার কোন আলাদা স্বত্ত্বাগত অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হয় না, তেমনি সর্বেশ্বরবাদেও করা হয়না, এজন্য উভয় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান যাদুকরদের এই বিশ্বাস প্রচারের দায়িত্বে আজ সরাসরি জাতিসংঘ কাজ করছে। জাতিসংঘকে তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই থিওসফিক্যাল মসীহ বা হিন্দু/বৌদ্ধদের/ইহুদীদের শেষ অবতারের কাজ অর্ধেক করে রাখার জন্য, তার জন্য পরিবেশ তৈরির জন্য।
U Thant নামের জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল বৌদ্ধদের ধ্যান এবং জাতিসংঘের ধ্যানের কক্ষের ব্যপারে বলেন, **'এটা মনকে সব ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে এবং মনোযোগ, বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা বাড়ায় এবং সর্বশেষে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করায় সাহায্য করে।'**

United State এর permanent representative, Andrew Young U.N. কে ধ্যানকক্ষের ব্যপারে বলেনঃ **'আমি প্রার্থনা করি যেন, ওই ধ্যানকক্ষ জাতিসংঘ ছাপিয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করুক।'**

তিব্বতীয় গুরু, Djwhal Khul বলেনঃ **'ঐশ্বরিক ভালোবাসার অভিব্যক্তি এখনো তৈরির পথে আছে, খুব কম মানুষই এ কথার মানে বোঝে। কিন্তু প্রতীকীর মাধ্যমে বলব যেহেতু জাতিসংঘের(UN) উত্তরণ ঘটেছে সত্যিকারের ক্ষমতার দ্বারা সেহেতু পৃথিবীর কল্যান নিশ্চিত হয়েছে। এই কি কল্যান নাকি কার্যত ভালবাসা? সত্যিকারের মানব সম্পর্ক বলতে কি মানব সম্প্রদায় এবং জাতিসমূহের প্রতি ভালবাসা বোঝায়? আন্তর্জাতিক সহযোগীতা বলতে কি সারা পৃথিবীর(মানুষের) প্রতি ভালবাসা বোঝায়? এই জিনিসগুলোই ঐশ্বরিক ভালবাসা যেটা ক্রাইস্টের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই জিনিস গুলোই তাই যার জন্য আমরা জাতিসংঘের মাধ্যমে কাজ করছি,যাতে তাকে(ক্রাইস্টকে) সত্ত্বায় আনয়ন করা যায়। আমরা এ কাজটা অনেক বড় পরিসরে করছি বর্তমানে। এমন কেউ আছে যারা কাঠামোগত(hierarchically) ভাবে সাহায্য করছে এবং ভবিষ্যতেও সাহায্য করবে।"**

অন্যত্র বলেন, **"জাতিসংঘের মধ্যে বীজের ন্যায় আন্তর্জাতিক যোগসাধনাকারী চিন্তাশীল গোষ্ঠী আছে। একদল চিন্তাশীল জ্ঞানী নারীপুরুষ যাদের হাতে মানবজাতির ভাগ্য নির্ভর করে।"**

ট্রায়াঙ্গল বুলেটিন(বাতেনিয়্যাহদের ম্যাগাজিন) ৪৭ এ নিচের কথাগুলো এসেছেঃ
"একুরিয়ান যুগে ক্রাইস্ট এর আবির্ভাবের এবং তার কর্মগুলোকে সম্পাদনের পূর্বেই মানবজাতির অনেক প্রস্তুতিমূলক কাজ করবার মত রয়েছে। আজকের পৃথিবীর অব্যবস্থাপনা ভারসাম্যহীনতাকে শুদ্ধ করা ক্রাইস্টের কাজ নয় যা বিগত শতাব্দীগুলোয় মানবজাতি করেছে। তিনি বর্তমানের রাজনীতির দ্বারা তৈরি বিশ্বব্যাপী দারিদ্র,ক্ষুধামুক্ত এবং অস্ত্রহীন করবার কাজ করবেন না। আমরাই এই সমস্যাগুলো তৈরি করেছি, এইগুলো মানুষের অন্তরের বোধগম্যতার বাহিরের বিষয় নয়, আমরা বিষয়গুলোকে বিবেচনা করব এবং স্বার্থপরতাকে ত্যাগ করব, যার জন্য দরকার জাতির সংঘবদ্ধ কর্ম। এটা মানবজাতির আধ্যাত্মিক দাবি এবং আধ্যাত্মিক দায়িত্ববোধ যে তার নিজ বাড়ি নিজেই পরিপাটি করবে।"

থিওসফিস্টদের নেত্রী Alice A. Bailey, তার **The Reappearance of the Christ** এ বলেন,
"ওই কাঠামোগত শ্রেনীগোষ্ঠী(শাসকের উপরের গোপন ব্যক্তিবর্গ বোঝাতে) এ মুহূর্তে জাতিসংঘের(UN) এ্যাসেম্বলিকে পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করছে। এই অব্যক্তিক শক্তি তার গ্রাহক জাতির গ্রহণেচ্ছার উপর নির্ভর করে, যেটা বিবর্তনের ফলে হওয়া সত্যিকারের সিদ্ধির উপর নির্ভর করে। জাতিসমূহকে এখন বোঝানো হয় একত্রিত আত্মকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীকে যারা নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টায় রত। ওই হায়ারার্কি বা শ্রেণীগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, গঠনমূলক এনার্জি বিতরন যেটা একতার থিওরিকে ধীরে ধীরে চর্চায় পরিনত করবে এবং "ইউনাইটেড"(সংঘ) শব্দটি সত্যিকারের অর্থপ্রদ তাৎপর্যে পরিনত হবে।" [৯]

অতএব, তাদের মধ্যে পারস্পারিক স্বীকৃতি(Mutual Recognition) আছে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার। একদিকে ব্রহ্মকুমারী বা ওঁম মন্ডল সোসাইটিকে দিয়ে সারাবিশ্বে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে প্যাগানিজম তথা প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান মিস্ট্রি স্কুলের প্রসার, অন্যদিকে এই শিক্ষার শিক্ষকদের মুখে জাতিসংঘের বাহবা দান! যে বিষয়টা বিস্মিত করে, ইব্রাহীমের(আ) দ্বীনের বিদ্বেষী যাদুশাস্ত্রভিত্তিক কুফরি দর্শনের প্রচারকারীরা কোন ক্রাইস্টের কথা বলছে? এটা কি এন্টি ক্রাইস্ট নাকি ইসা ইবনে মারিয়াম(আঃ)!? আপনাদের কি মনে হয়?

ব্রহ্মকুমারীর অফিশিয়াল ওয়েব পেইজ অনুযায়ী, *"জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মকুমারী সারাবিশ্বের ১১০ টার বেশি দেশে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে।জাতিসংঘের নিজস্ব আন্তর্জাতিক এনজিও হবার পাশাপাশি এটা জাতিসংঘের এবং অর্থনৈতিক -সামাজিক*

কাউন্সিলের(ECOSOC) পরামর্শদাতার মর্যাদাও অর্জন করেছে। এটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, আবহাওয়া পরিবর্তন,খাদ্যসংকট, লিঙ্গসমতা, গ্লোবাল পাব্লিক হেলথ,মানবিক জরুরী সেবা,মানব অধিকার,নারী শিশু যুবক, আন্তর্জাতিক দশক ও দিবসের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নীতিমালা এবং উদ্দেশ্য প্রচার,অকাল্ট আধ্যাত্মিকতার পথ প্রচারে কাজ করছে।"[৭]

অর্থাৎ বেদান্তবাদ,বৌদ্ধদর্শন প্রচারে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী কুফফার জোট দাপটের সাথে কাজ করছে। এজন্যই বাংলাদেশে কোয়ান্টাম ম্যাথড মাথা উচু করে চলছে, মাঝেমধ্যে সরকারী সাহায্য সহযোগীতা পাচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন যোগসাধনা শিক্ষার অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের ব্রহ্মকুমারী সংগঠনটিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে[১০]। এভাবেই বাহ্যিকভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্ট (কুফফার)জাতিসংঘ "ওঁমশান্তি" প্রচারের দ্বারা শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজ করছে। মসীহের প্রতীক্ষায় থাকা ইহুদীদের বাবেল শহর থেকে গৃহীত সেই কাব্বালার অনুসারী প্লেটোর আদর্শ শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন পূরণে এক সরকারকেন্দ্রিক বিশ্বশাসন ব্যবস্থা গঠনের (Totalitarian One World Government) জন্য জাতিসংঘ(United Nation) ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই দেশ ও জাতিসমূহ একত্রিত হবে।

পূর্বাঞ্চলীয় অকাল্ট(যাদুবিদ্যা) দর্শনের প্রচারে হলিউড বসে থাকে নি। ফিল্মগুলো বেদান্তবাদ এবং বৌদ্ধ অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছে। “The Force”, “Star Wars,” ফিল্ম গুলোয় হলিউড সৃষ্টিজগতের আদি অন্তে হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্রহ্মার ধারনাকে প্রমোট করে। “The Matrix,” ফিল্ম সিরিজে বৈদিক মায়াতত্ত্ব এবং বৌদ্ধ দর্শনকে গভীরভাবে প্রকাশ করে। Star Wars এর নির্মাতা জর্জ লুকাস হিন্দু বেদান্তবাদের অনুসারী জোসেফ ক্যাম্পবেলের থেকে ধারনা নিয়েছে। এছাড়াও লিটল বুদ্ধ, সেভেন ইয়ারস ইন তিব্বত, কুন্ডুন, The Last Airbender, Interstellar (2014), Dr Strange, Inception,I origins, Avatar সহ এখনো অসংখ্য পূর্বাঞ্চলীয় বৈদিক আধ্যাত্মবাদ নির্ভর film তৈরি করছে। পেপার পেন্সিল নির্ভর মাধ্যমের তুলনায় আধুনিক যুগের মানুষেরা ভিডিও বা চলচ্চিত্রকে বেশি পছন্দ করে, এজন্য ফিল্মের দ্বারা যেকোন কিছুর চেয়ে বেশি বড় পরিসরে প্রচারণা চালানো যায়। যেহেতু অনেক বড় বড় রাজনৈতিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা আছে, সেখানে একই শয়তানি শক্তির ক্রীড়ানক হলিউডের এটা অবশ্যই মস্ত বড় দায়িত্ব। তারা আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে রত আছে।[১১]

এভাবেই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরুন বৌদ্ধ ধর্ম এখন অস্ট্রেলিয়া তে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধিষ্ণু ধর্ম। আমেরিকাতেও বেদান্তবাদী দর্শন, যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক প্যাগান আধ্যাত্মিকতার মহাবিপ্লব চলছে।

পাশ্চাত্যে হিন্দুত্ববাদ পৌছানোর সাথেই সংস্কৃত হয়ে যায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পবিত্র ভাষা। বিভিন্ন ভাষাবিদ ইতিহাসবিদরা সভা সেমিনার ইন্টার্ভিউতে সংস্কৃতের বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা-গবেষণা চলত। এক সাক্ষাতকারে পদার্থবিজ্ঞানী এবং সংস্কৃতবিদ প্রফেসর ডিন ব্রাউন সংস্কৃতের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, এটা ইউরোপিয়ান অনেক ভাষার মা। এটা একটা খুবই সায়েন্টিফিক ভাষা। বৈদিক মিস্ট্রি স্কুলটিও অনেক উচুস্তরের এবং অত্যন্ত জটিল ট্রেডিশান। তিনি পদার্থবিজ্ঞানের এবং বেদের ব্যপারে বলেন, **"বেদের ইক্যুয়েশন হচ্ছে Atman=Brahman, সমস্ত কস্মোলজি এর থেকে আসে"**। তিনি প্রশ্নকর্তার সাথে একমত হয়ে বলেন এটা অনেকটা E=Mc2 এর অনুরূপ এবং বলেন বেদকে ভালভাবে বোঝা গেলে সত্যিকারের ফিজিক্স ও মেটাফিজিক্সকে বোঝা যাবে। ডিন ব্রাউন যোগসূত্র এবং উপনিষদের অনুবাদক।[১২]

The Dalai Lama receiving a Congressional Gold Medal in 2007. *From left*: Speaker of the United States House of Representatives Nancy Pelosi, Senate President *pro tempore* Robert Byrd and U.S. President George W. Bush

Thai Forest teacher Ajahn Chah

পাশ্চাত্যে সংস্কৃত ও বৈদিক শাস্ত্র পৌঁছানোর আগে বিজ্ঞানের মূল উৎস ছিল হার্মেটিক এবং কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রগুলো। কথিত বিজ্ঞানীগন যাদুশাস্ত্রভিত্তিক দর্শনগুলোকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মোড়কে নিয়ে আসতেন। আপনারা বিগত পর্বগুলোয় কোপার্নিকাস, কেপলার, বেকন, আইজ্যাক নিউটনদের দেখেছেন। কিন্তু যখন পাশ্চাত্যে তন্ত্র মন্ত্রে ভরা বৈদিক শাস্ত্রগুলো পৌছতে লাগল, কথিত বিজ্ঞানীগনও অন্যসবার মত বেদান্তবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এরপরে একে একে অসংখ্য তত্ত্ব বেদান্তবাদ বৌদ্ধদর্শন থেকে গ্রহন করে বিভিন্ন গাণিতিক যুক্তি দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। অর্থাৎ হাজার বছর ধরে সুসংরক্ষিত পূর্বাঞ্চলীয় বা বৈদিক অকাল্ট ট্রেডিশান বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। ভারতীয় ঋষি পুরুতঠাকুর মুশরিকদের কুফরি বিদ্যা ও বিশ্বাসব্যবস্থা হয়ে যায় স্বতঃসিদ্ধ পবিত্র বিজ্ঞান!
১৯৭৪ সালে কলোরাডো তে প্রতিষ্ঠিত হয় নারোপা বিশ্ববিদ্যালয়, সেইসাথে মহাঋষি মহেষযোগী বিশ্ববিদ্যালয়। আজ বিশ্বনন্দিত পদার্থবিজ্ঞানীরা এসব শিক্ষালয়ে যোগসাধনা এবং নমঃ নমঃ জপেন। তাদের কেউ আবার CERN এর পদার্থবিজ্ঞানী। অপবিজ্ঞানের বেদান্তবাদী এ নতুন ধারা নিয়ে বিস্তারিত আসছে পরবর্তী পর্বে। বিইযনিল্লাহ।

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

Sources:

[১]

https://www.ancient.eu/The_Vedas/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vedas

https://www.thedailycampus.com/opinion/21264/কত-রক্তে-রঞ্জিত-আমরা-বাঙালি-জাতি

onushilon.org/animal/human/rece/arza.htm

https://horoppa.wordpress.com/2015/07/01/carvaka-philosophy-sindhu-savyata-prachin-dhara/

suprovatsydney.com.au/-p1179-105.htm

rajatdevp.blogspot.com/2018/10/archaeology.html?m=1

https://fb.com/permalink.php?story_fbid=1256370707855683&id=950632021762888

https://en.m.wikisource.org/wiki/Atlantis:_The_Antediluvian_World/Part_5/Chapter_10

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Japhetites

https://www.ancient.eu/Aryan/

https://www.ancient-origins.net/history-famous-people/true-aryans-who-were-they-really-and-how-were-their-origins-corrupted-009075

https://www.conspiracyschool.com/dying-god/aryan-myth

[২]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_the_West

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Buddhist_modernism

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greco-Buddhism

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greco-Buddhist_Art

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indo-Greek_Kingdom

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greco-Bactrian_Kingdom

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_the_West

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hippie

https://www.myss.com/free-resources/world-religions/hinduism/hinduism-in-the-west/

[৩]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Adolf_Hitler

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Occult_Roots_of_Nazism

[৪]

https://www.theosophytrust.org/1105-gandhi-on-theosophy-and-theglobal-civilization-of-tomorrow

[৫]

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_20.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_73.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_4.html

[৬]

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_899.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_86.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_14.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_36.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/occultism_10.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/law-of-attraction_29.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/law-of-attraction_10.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_8.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_90.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_96.html

https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_85.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/psychic-ability_10.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_55.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_39.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_32.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/03/bio-energy-card_21.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_31.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_72.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/chakra-third-eye-yoga_10.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/one-world-religion_10.html

[৭]

https://www.brahmakumaris.org/about-us/united-nations

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brahma_Kumaris

[৮]

https://www.un.org/depts/dhl/dag/meditationroom.htm

https://gratefulness.org/blog/united-nations-meditation-peace/

https://www.un.org/en/events/yogaday/
https://theosophy.wiki/en/United_Nations
[৯]
www.aquaac.org/un/medatun.html
[১০]
https://m.youtube.com/watch?v=wrtk4EyfKP0
https://m.youtube.com/watch?v=RocaWJbAoXc
https://m.youtube.com/watch?v=sRICavTvQCs
https://m.youtube.com/watch?v=AEmineosGFA
https://m.youtube.com/watch?v=lxMeL0F1tTk
[১১]
https://www.theguardian.com/film/2014/dec/25/movies-embraced-hinduism
https://www.worldreligionnews.com/religion-news/hinduism/hinduism-subtle-influence-hollywood-movies
[১২]
https://m.youtube.com/watch?v=7Brv2FaOluU&client=mv-google
[১৩]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/New_Age
https://www.patheos.com/library/new-age
[১৪]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda
https://en.m.wikipedia.org/wiki
Teachings_and_philosophy_of_Swami_Vivekananda
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hindu_revivalism
[১৫]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theosophists

বিগত পর্বসমূহের লিংকঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

পর্ব-১৫

প্রাচীন যাদুকরদের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে বিশ্বাস হচ্ছে মহাবিশ্বের সবকিছুই একক বস্তু থেকে একা একাই সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত বস্তু নিজে নিজেই ধীরে ধীরে উন্নততর হয়ে বহু প্রকার ও প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত বস্তুই self sustained infinite চক্রে বন্দী। যাদুশাস্ত্রগুলো সমস্ত সৃষ্টিজগতকে মৌলিক একক অস্তিত্ব বলে, যার অন্তর্গত সমস্তকিছুই ক্রমাগত উন্নয়নঅভিমুখী। সবকিছুই একা একাই একক বস্তু থেকে তৈরি হয়ে ক্রমাগত উন্নয়ন ঘটিয়ে চরম উৎকর্ষের দিকে যাচ্ছে। এ সৃষ্টিজগতে বাহ্যিক কোন ঐশ্বরিক সত্তার হস্তক্ষেপের(Divine Intervention) প্রয়োজন নেই। মহাবিশ্ব সর্বপ্রথম নিজে নিজেই মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে। প্রথমদিকে বিশৃঙ্খল ছিল, ধীরে ধীরে শৃঙ্খলায় উন্নীত হয়। এরপরে নিজে নিজেই জীবজগত সৃষ্টি হয়। এককোষী থেকে বহুকোষী প্রানী, এরপরে জলজ প্রাণী, মৎস জাতীয় প্রানী, এরপরে অনেক জাত-প্রজাতিতে একাএকাই উন্নয়নের দ্বারা বিভক্ত হয়ে প্রানীজগত তৈরি হয়। স্তন্যপায়ী, উভচর, জলচর, সরীসৃপ প্রভৃতিতে ভাগ হয়।অবশেষে বানর থেকে হয় মানুষ। এই অকাল্ট বিশ্বাসকে বর্তমানে নাম দেওয়া হয়েছে বিবর্তনবাদ। প্রাচীন প্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ডপূজারী যাদুকররা এই বিবর্তনবাদী ধারনা লাভ করে "চেতনার ওপার"[১](altered state of consciousness) থেকে। এ আলোচনা পরে আসছে।

সর্বাধিক প্রাচীন বিবর্তনবাদের চিহ্ন পাওয়া যায় বাবেল শহরের কবি গিলগেমিশের মহাকাব্যে, যেখানে তিনি মাছ থেকে মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছে। একইভাবে গ্রীক ন্যাচারাল ফিলসফার তথা যাদুকর Anaximander (খ্রিষ্টপূর্ব ৬১০-৫৪৬) শিক্ষা দিতেন যে, মানবজাতি মাছের ন্যায় প্রানী থেকে আসে। এজন্য উনিশ শতকের শেষভাগে এ্যাণাক্সিম্যান্ডাকে প্রথম ডরউইনিস্ট হিসেবে সম্মান করা হত। উইকিপিডিয়া উল্লেখ আছে, *In the late nineteenth century, Anaximander was hailed as the "first Darwinist"* ***[Wikipedia]***

আরেক বাবেলশহরের অপবিদ্যার অনুসারী, ডেমোক্রিটাস শেখাতেন যে, মানুষের ভাষা বিবর্তনের দ্বারাই ক্রমাগত ধ্বনি, শব্দ এবং পরবর্তীতে পরিপূর্ণ অর্থপূর্ণ ভাষায় রূপান্তরিত হয়।এম্পিডোক্লিস (490 - 430 খ্রিস্টপূর্ব) যুক্তি দিয়েছিলেন যে আমরা প্রাণীদের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুকে যা বলেছি তা হলো উপাদানগুলির মিশ্রণ এবং বিচ্ছেদ যা অগণিত "নশ্বর প্রজাতির উপজাতি" সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ প্রথম যে প্রাণী এবং গাছপালা ছিল, আজ আমরা যেগুলি দেখতে পাই তার অংশবিহীন অংশগুলির মতো, যার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন সংশ্লেষে যোগ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিল এবং তারপরে ভ্রূণের বিকাশের সময় আন্তঃসংযোগ ঘটে। গ্রীক এটোমিস্ট Epicurus (341–270BC) প্রচার করতেন যে, সৃষ্টিকর্তা বা দেবতাদের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। সমস্ত জগত এবং প্রানীদের জন্ম হয়েছে স্বয়ংক্রিয় অনু-পরমাণুর সঞ্চালনের দ্বারা। লুক্রেটিয়াসের কবিতা ডি রেরাম নাটুরা গ্রীক এপিকিউরিয়ান দার্শনিকদের ধারণার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সরবরাহ করে। এটি সৃষ্টিতে অতিপ্রাকৃত শক্তি জড়িত থাকার কোনও উল্লেখ ছাড়াই বিশুদ্ধ প্রকৃতিবাদী মেকানিজমের মাধ্যমে বিশ্বজগত, পৃথিবী, জীবজন্তু এবং মানব সমাজের বিকাশের বর্ণনা দেয়। প্রাচীন যাদুকরদের বিবর্তনবাদী চিন্তাধারার বিষয়টি প্রথম ৫ পর্বের কোন একটিতে উল্লেখ করেছিলাম।

জলজ প্রানী তথা মাছ থেকে স্থলচর এবং পরিশেষে মনুষ্যজাতির সৃষ্টির তত্ত্ব প্রাচীন মিশর ও বাবেল থেকে গ্রীস, গ্রীস থেকে আরবে পৌছায় সমস্ত আলকেমিক্যাল-হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের পাশাপাশি। ইবনে খালদুনের নাম ইতিহাসের বিবর্তনবাদীদের পাশে এখনো উজ্জ্বলভাবে বর্তমান। আশআরি আকিদার ইবনে খালদুন ছিলেন আলকেমিস্ট। গ্রীক দর্শন অন্য সকলের ন্যায় আপন করে নেন। ব্যবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্রের বিলুপ্তির জন্য তার খুব আফসোস ছিল। তিনি বলেনঃ "**আমরা উত্তরাধিকার হিসেবে যা পেয়েছি, অপ্রাপ্তির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশি। পারস্যের সেই জ্ঞান কোথায়, যা পারস্য বিজয়কালে হজরত উমার(রাঃ) নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলেছিলেন। কোথায় ক্যালাডিয়ান, সিরিয়া ও বাবেল বাসীর জ্ঞানের ঐতিহ্য! তাদের মধ্যে যে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যে ফলশ্রুতি ঘটেছিল, তা কোথায় বিলুপ্ত হল। কোথায় গেল কিবতী ও তাদের পূর্ববতীদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য! আমাদের নিকট শুধু একটি জাতির জ্ঞান-গুণই এসে পৌছেছে, তারা হলো গ্রিক। এটাও সম্ভব হয়েছে সম্রাট মামুনের জন্য।”**

[আল মুকাদ্দিমাহ]

১৩৭৭ সালে তিনি আল মুকাদ্দিমাহ নামের গ্রন্থ লেখেন যেটাতে তিনি বলেন যে, মানবপ্রজাতি এসেছে,"বানরের জগত" থেকে এমন এক প্রক্রিয়ায় যার দ্বারা প্রানীপ্রজাতি অগণিত হয়ে যায়।

তিনি বলেনঃ"**সৃষ্টির জগতের দিকে একবার নজর দেওয়া উচিত। এটি খনিজগুলি থেকে শুরু হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল উদ্ভিদ এবং প্রাণীগুলিতে (রূপান্তরের দ্বারা)। খনিজগুলির শেষ পর্যায়ে উদ্ভিদের প্রথম পর্যায়ে যেমন সংযুক্ত তেমনি বীজহীন উদ্ভিদের সাথে সংযুক্ত থাকে। পাম এবং লতা জাতীয় গাছের শেষ পর্যায়ের সাথে প্রাণীর প্রথম স্তরের সাথে যেমন শামুক এবং শেলফিসের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা কেবল স্পর্শের শক্তি রাখে। এই তৈরি করা বিষয়গুলির সাথে 'সংযোগ' শব্দের অর্থ প্রতিটি গ্রুপের শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণ নতুন গ্রুপের প্রথম পর্যায়ে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুত (প্রক্রিয়া)। প্রাণীজগৎ তারপরে প্রশস্ত হয়, এর প্রজাতি অসংখ্য হয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে সৃষ্টির ফলে এটি মানুষের(সৃষ্টির) দিকে নিয়ে যায়, যিনি ভাবতে ও চিন্তা করতে সক্ষম। মানুষের এ পর্যায় সেই বানর জগত থেকে উন্নীত হয়েছে যে জগতে অনুভুতি ও উপলব্ধি একত্র হয়েছিল কিন্তু বাস্তব, মনন ও দর্শনে পৌছতে পারেনি। এরপর মানুষের প্রথম দিকের আরম্ভ এবং এটাই আমাদের অভিজ্ঞতার শেষ পর্যায়।"**

[আল মুকাদ্দিমাহ পৃঃ১৩৭-১৩৮][৮]

অন্যত্র বলেনঃ"**গাছপালাগুলিতে প্রাণীদের মতো একই সূক্ষ্মতা এবং শক্তি থাকে না। সুতরাং, ঋষিরা খুব কমই তাদের দিকে ফিরেছিলেন। প্রাণী তিনটি অনুক্রমের শেষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খনিজগুলি উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, তবে প্রাণী নিজের চেয়ে ভাল কিছুতে পরিণত হতে পারে না"**।[৭]

অতএব, বুঝতেই পারছেন বানর থেকে মানুষ সৃষ্টির তত্ত্বটি আদৌ উনিশ শতকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্ব নয়। বরং প্রাচীন যাদুশাস্ত্রের অকাল্ট বিশ্বাস। ইউরোপে যখন গ্রীক যাদুকরদের কুফরি আকিদা গুলো আরব হয়ে পৌছায়, অভিশপ্ত দার্শনিকরা গোপনে বিবর্তনের বিশ্বাসকে ধারন করতে শুরু করে। সেসময়ে বিবর্তনবাদের বিপরীতে থাকা 'ক্রিয়েশনিজমের' প্রতি জনসমর্থন বেশি থাকায় জনসমক্ষে প্রচার হত না। এসব বিদ্যা সীমাবদ্ধ থাকতো শুধুমাত্র অকাল্ট সার্কেলের মধ্যে,অর্থাৎ সিক্রেট সোসাইটি গুলোর মধ্যে। ইউরোপের অকাল্টিস্ট রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে। বিগত পর্বগুলোয় এ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা গত হয়েছে।১৬৬০ সালে রয়্যাল সোসাইটি ফ্রিম্যাসনদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে ন্যাচারাল ফিলসফি এবং প্যাগান আধ্যাত্মিকতা একই সাথে যুক্ত ছিল।সাধারণ মানুষের কাছে প্যাগানিজম বা প্রকৃতিপূজা কেন্দ্রিক বিশ্বাসব্যাবস্থার গ্রহনযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্যাগান আধ্যাত্মিকতার অংশটি রয়্যাল সোসাইটির সহযোগিতায় আলাদা করা হয়,রাখা হয় শুধুই আধ্যাত্মিক দর্শনকেন্দ্রিক

পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পর্যবেক্ষণ অযোগ্য বিদ্যাসমূহ। এই ফ্রিম্যাসনিক রয়্যালসোসাইটিই প্রাচীন যাদুকরদের অপর্যবেক্ষনযোগ্য বিশ্বাসের বিষয়, যেমনঃ হেলিওসেন্ট্রিসিটি,স্ফেরিক্যাল পৃথিবী এবং গ্রাভিটি তত্ত্বকে প্রমোট করে।অতঃপর বিবর্তনবাদকেও। রয়্যাল সোসাইটির সদস্যরা অর্থাৎ ফ্রিম্যাসনদের পরিচয় আপনারা জানেন, এরা অইহুদি হয়েও ইহুদিবাদী স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারা পৃথিবীতে অন্য সব গুপ্তসংগঠনের পাশাপাশি একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এরা সকলেই যাদুশাস্ত্র কাব্বালার অনুসারী।

র‍্যাসমাস ডারউইন নামের একজন কবি, ফিজিশিয়ান ছিলেন রয়াল সোসাইটির অন্যতম মেম্বার, তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন স্বীকৃত ফ্রি ম্যাসন। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে অবস্থিত 'ক্যানন গেইট লজ' এর মাস্টার ম্যাসন।তার সাথে জ্যাকোবিন ম্যাসনদের সাথেও গভীর সম্পর্ক ছিল যারা ফরাসী বিপ্লবের পিছনে কাজ করে। এছাড়াও র‍্যসমাস ডারউইন ছিলেন ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে লুনার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। তার পুত্রও একজন ম্যাসন ছিল। র‍্যাসমাস ডারউইন মাঝেমধ্যে কবিতা লিখতেন, তাতে প্রকৃতির ইতিহাসে বিবর্তনবাদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতেন। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (অপ)বৈজ্ঞানিক কর্ম ছিল Zoonomia (1794–1796) গ্রন্থটি। এতে প্যাথলজিক্যাল প্রক্রিয়া এবং "প্রজন্মের" অধ্যায় আছে। পরবর্তী চ্যাপ্টার গুলোয় তিনি Jean-Baptiste Lamarck এর চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেন যেটা পরবর্তীকালে theory of evolution এ পরিনত হয়। র‍্যাসমাস ডারউইন তার গ্রন্থে বিবর্তনের ব্যপারে বলেনঃ **"মানবজাতির ইতিহাস শুরুর লক্ষ লক্ষ বছর আগে সম্ভবত পৃথিবীর অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল, সেই সময়কালের বিশাল দৈর্ঘ্যে, এটি কল্পনা করা কি খুব সাহসিকতার কাজ হবে? এটা বলা কি খুব সাহসিকতাপূর্ণ হবে যে, একটি জীবন্ত ফিলামেন্ট থেকে উদ্ভূত হয়েছে সবধরনের উষ্ণরক্তের প্রানীর, যা সর্ব প্রথম প্রাণীর সাথে সংযুক্ত হয়েছিল, নতুন অংশগুলি অর্জন করার ক্ষমতা নিয়ে,তা নতুন প্রবণতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল যেমনঃ জ্বালা-যন্ত্রনা, সংবেদনশীলতা, সংযোজন এবং সংঘবদ্ধতা দ্বারা পরিচালিত; এবং এভাবে নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা উন্নয়ন অব্যাহত রাখার অনুষদের অধিকারী, এবং প্রজন্মের মাধ্যমে সেই উন্নয়নের ধারাগুলি তার পরবর্তী বংশধরদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, সীমাহীন জগতে!"**

[Erasmus Darwin, Zoonomia: Project Gutenberg text XXIX.4.8]

বিবর্তনবাদের "survival of the fittest" এর চিন্তাটি ফ্রিম্যাসনগুরু র‍্যাসমাসের Zoönomia তে ছিল,যাতে দেখানো হয় কিভাবে একটি প্রজাতির বংশ প্রসার করে। তিনি মনে করতেন,

"সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সক্রিয় প্রাণীর প্রজাতির বংশবিস্তার করা উচিত, সেখান থেকে (প্রজাতি)উন্নত হবে।" এটাকে আজকে বলা হয় the theory of survival of the fittest। র্যাসমাস ডারউইনের সর্বশেষ কবিতা,"The Temple of nature" প্রকাশ হয় ১৮০৩ সালে। এটাকে বিবর্তনবাদের কাব্যিক উপস্থাপনের শ্রেষ্ঠ বই বলে মনে করা হয়।[৬]

র‍্যাসমাস ডারউইনই প্রথম ম্যাসন যিনি বিবর্তনবাদি আকিদার প্রকাশ করেন। তার ১৭৯৪ সালে লেখা Zoonomia গ্রন্থে তিনি সমস্ত প্রানীর এক ও অভিন্ন পূর্বসূরির কথা বলেন। ফ্রিম্যাসন র‍্যাসমাস ডারউইনের নাতি হলেন আজকের বহুল আলোচিত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব চার্লস ডারউইন। তিনি তার দাদার লেখাগুলো পাঠ করেন এবং হৃদয়ে ধারন করেন। Erasmus Darwin এর "Temple of Nature" লেখাটি চার্লস ডারউইন পাঠ করেন,সেসবে তিনি মন্তব্যও করতেন। চার্লস ডারউইনও রয়্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি তার দাদার ফ্রিম্যাসনিক সৃষ্টিতত্ত্বকে সকলের সামনে আনেন। এরপরে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মোড়কে নিজের নামে প্রচার শুরু করেন। তার ১৮৫৯ এ প্রকাশিত অন দ্যা অরিজিন অব স্পিসিজ বিবর্তনবাদের বই হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। তিনিও সমস্ত প্রাচীন যাদুকরদের অনূরূপ প্রচার করেন, একক কোষ বিবর্তিত হয়ে Invertebrate এ পরিনত হয় যেটা মেরুদণ্ডহীন জেলিফিশ জাতীয় প্রানী, যেটা পরে মাছ এরপরে এম্ফিবিয়ান এরপরে রেপটাইল অবশেষে ম্যামলস বা স্তন্যপায়ী প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়।
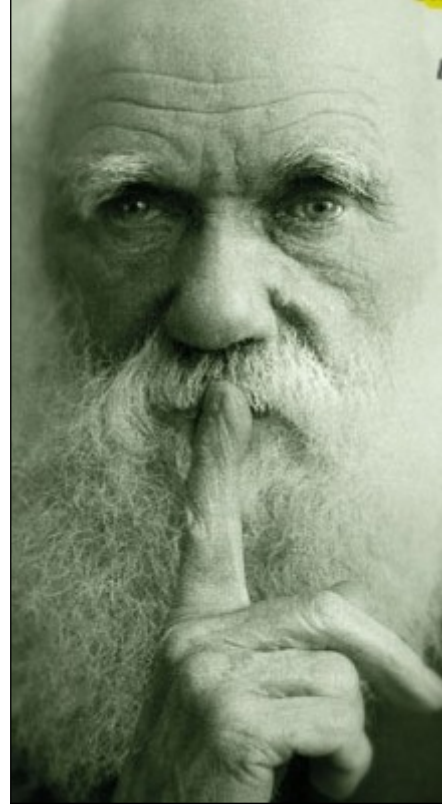
সুতরাং,দেখতেই পারছেন, কোথাকার বিশ্বাস বা আকিদাকে আজ সায়েন্টফিক থিওরিতে রূপান্তর হয়েছে। ফ্রিম্যাসনিক বিলিভ সিস্টেইম! পার্থক্য হচ্ছে এই বিশ্বাস আগে লুক্কায়িত রাখা হত কিন্তু চার্লস ডারউইন প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন। ডারউইনের উদ্যেগে যখন এই ফ্রিম্যাসনিক অকাল্ট ফিলসফি বিজ্ঞানে নিয়ে আসা হলো, সকল অপবিজ্ঞানীগন সাদরে গ্রহন শুরু করলেন। পাঠ্যপুস্তকসহ সমগ্র বিদ্যার ধারকবাহক সমূহ সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপের কথা পাল্টে বিবর্তনবাদী

স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টিতত্ত্বে পরিবর্তিত হতে থাকে। চার্লস ডারউইন বিবর্তনবাদের প্রচারণায় পাশে টমাস হেনরি হাক্সলিকে নেন। অতঃপর এই বিবর্তনবাদী অকাল্ট বিশ্বাসব্যবস্থা শুধুমাত্র বায়োলজিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্য সকল দার্শনিক/বৈজ্ঞানিক শাখাতেও বিবর্তনবাদী চিন্তাকে নিয়ে আসা শুরু হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও ডারউইনিয়ান অকাল্ট ফিলসফিকে গ্রহন করতে শুরু করে। হিটলার এবং কার্ল মার্ক্স উভয়েরই বিবর্তনবাদের প্রতি আগ্রহ ছিল। T.H Huxley এর বিবর্তনবাদের উপর দেওয়া বক্তৃতা শ্রবণের উদ্দেশ্যে কার্ল মার্ক্স সরাসরি লন্ডনে অংশগ্রহন করেন। কমিউনিস্টদের শ্রেনীযুদ্ধের কন্সেপ্টের সাথে বিবর্তনবাদের ন্যাচারাল সিলেকশনের অদ্ভুত সাদৃশ্যতা দেখে কার্ল মার্ক্স ডারউইনকে ১৮৭৩ সালে
Das Kapital এর ২য় জার্মান সংস্করণ প্রেরণ করেন। টাইটেল পেইজে তিনি লেখেন,"***Mr. Charles Darwin/On the part of his sincere admirer/[signed] Karl Marx, London 16 June 1873.***" বিবর্তনবাদে মোহাবিষ্ট হয়ে তিনি ডারউইনকে তার পরের ভলিউম তার জন্য উৎসর্গ করার জন্য অনুমতি চায়! কার্ল মার্ক্সের বন্ধু এবং নিকটতম লেখক Friedrich Engels বলেন,**"যেভাবে ডারউইন প্রানীজগতে বিবর্তনবাদের নীতি আবিষ্কার করেন, মার্ক্স ঠিক ওইভাবেই মানব ইতিহাসে বিবর্তনবাদকে আবিস্কার করেন। তিনি প্রজাতির মধ্যে টিকে থাকার লড়াইয়ের নীতির সাথে মানব ইতিহাসে শ্রেনীগোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রামের সামঞ্জস্যতা খুজে পান**।"

বিংশ শতকে মার্ক্সবাদীরা সরকারকে বিবর্তনবাদি চিন্তার ফসলে সাধারন মানুষকে হত্যায় উৎসাহ দেয়। প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয় যা ইতিহাসের যেকোন ধর্মযুদ্ধের চেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড। এডলফ হিটলারের জাতিবৈষম্য, আনফিটদেরকে হত্যা, আর্য অনার্য বিভেদের পিছনে এভ্যুলুশ্যনারী ন্যাচারাল সিলেকশন ও সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট তত্ত্বের চিন্তার প্রভাব বিশেষভাবে ছিল। Evolution and Ethics কিতাবে স্কটিশ এনাটমিস্ট ও অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট স্যার আর্থার কিথ স্পষ্টভাবে বলেন, **"আমি যেমনটা ধারাবাহিকভাবে বলে চলেছি, জার্মান ফুহার (হিটলার) একজন বিবর্তনবাদী; তিনি সচেতনভাবে জার্মানির অনুশীলনকে বিবর্তন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছেন "**

(Keith, Evolution and Ethics, 230)

বিবর্তনের এই বিশ্বাস ন্যাচারাল ফিলসফির শুধু বায়োলজি শাখাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই অকাল্ট ফিলসফি কস্মোলজিক্যাল স্কেলেও নিয়ে আসা হয়। হঠাৎ কথিত বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করলো, আমাদের গোটা সৃষ্টি জগতও বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কোনরকমের সৃষ্টি কর্তার প্রয়োজন ছাড়াই সৃষ্টি

হয়েছে। এক বিন্দু অস্তিত্বের মহাবিস্ফোরণ ও সম্প্রসারণের পর লক্ষ কোটি বিলিয়ন বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমস্ত বিশ্বজগত বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় ফেরে। এটাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১৯২৭ সালের জর্জ লেমাইত্রের বিগব্যাং থিওরি মাধ্যমে। এটাই কস্মোলজিক্যাল এভ্যুলুশন!
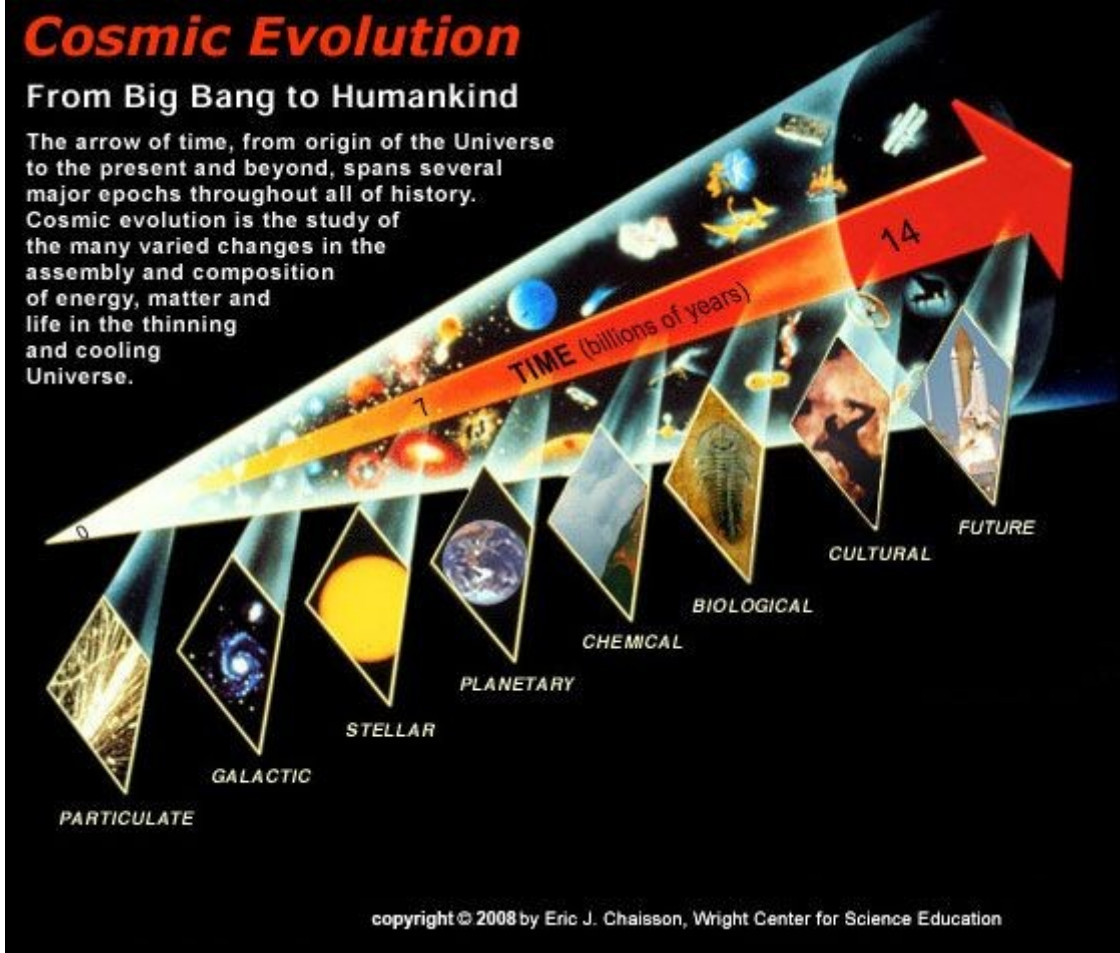
লি স্মোলিনের কস্মোলজিক্যাল ন্যাচারাল সিলেকশন হাইপোথিসিস, যাকে ফেকুন্ড ইউনিভার্স তত্ত্বও বলা হয়,এতে একটি প্রক্রিয়া প্রস্তাব দেয় যে জৈবিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের(ন্যাচারাল সিলেকশন) সাথে সমতুল্য স্কেলগুলো বৃহত্তর পরিসরেও প্রযোজ্য। স্মোলিন এই ধারণাটি 1992 সালে প্রকাশ করেছিলেন এবং দ্য লাইফ অফ দ্য কসমোস নামে একটি বইয়ে। এরপর তৈরি হয় কোয়ান্টাম ডারউইনিজম। কোয়ান্টাম ডারউইনিজম হচ্ছে এমন এক থিওরি যাতে ব্যাখ্যা করা কিভাবে ডারউইনিয়ান ন্যাচারাল সিলেকশন প্রসেস ব্যবহার করে বস্তু জগত কোয়ান্টাম জগত বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুপরমানুর জগত থেকে ক্ল্যাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডকে গঠন করে।এই থিওরিকে ২০০৩ সালে Wojciech Zurek তার একদল সহযোগী, যেমনঃ Ollivier, Poulin, Paz and Blume-Kohout প্রমুখের দ্বারা প্রস্তাবিত হয়।[৫]

অর্থাৎ দেখতে পারছেন সকল ক্ষেত্রেই স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এরপর বলা হলো ডরউইনিয়ানের বিবর্তন সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ তত্ত্বকে বলা হলো "ইউনিভার্সাল ডারউইনিজম"। ইউনিভার্সাল ডারউইনবাদ (ডারউইনবাদি সর্বজনীন নির্বাচন তত্ত্ব বা ডারউইনীয় মেটাফিজিক্স হিসাবেও পরিচিত) বিভিন্ন পদ্ধতিকে বোঝায় যা ডারউইনবাদ তত্ত্বকে পৃথিবীর জৈবিক বিবর্তনের মূল ডোমেইনের বাইরেও প্রসারিত করে অন্য সকল ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয় । ইউনিভার্সাল ডারউইনিজম, চার্লস ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলির একটি সাধারণ সংস্করণ তৈরি করে, যার মাধ্যমে মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞান সহ বিস্তৃত বিভিন্ন ডোমেইনে বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োগ করা হয়।

রিচার্ড ডকিন্স ১৯৮৩ সালে প্রথম "সার্বজনীন ডারউইনবাদ" শব্দটি প্রবর্তন করেছিলেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সৌরজগতের বাইরের যে কোন সম্ভাব্য জীবন রূপ পৃথিবীর মতোই প্রাকৃতিক নির্বাচনের(ন্যাচারাল সিলেকশন) দ্বারা বিকশিত হবে। লেখক ডি.বি. কেলি সর্বজনীন ডারউইনবাদের সুপ্রশস্থ পদ্ধতিগত রূপরেখা তৈরি করেছেন। তার 2013 সালের বই "দ্য অরিজিন অফ এভরিথিং"-এ তিনি দেখিছেন যে প্রাকৃতিক নির্বাচন জীবনের সংগ্রামে অনুকূল জাতিগুলির সংরক্ষণের সাথে শুধুমাত্র জড়িত নয়, যেমন ডারউইন দেখিয়েছেন, বরং অস্তিত্বের পক্ষে লড়াইয়ে সার্থক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করাও ব্যাখ্যা করেছেন। এ জাতীয় সমস্ত সৃষ্টির স্থিতিশীলতা এবং বিবর্তনের পিছনে মৌলিক প্রক্রিয়াকে কেলি "survival of the fittest system" বলে বলে অভিহিত করেছেন। সমস্ত সিস্টেমগুলি চক্রাকার, তাই পুনরাবৃত্তি, প্রকরণ এবং নির্বাচনের ডারউইনীয় প্রক্রিয়া কেবল প্রজাতির মধ্যেই নয়, সমস্ত প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেলি ব্যাখ্যা করেন,বিশেষ করে বিগ ব্যাং থেকে মহাবিশ্বটি একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে স্থিতিশীল শৃঙ্খল অবস্থায় বিবর্তিত হয়েছে,এটা সম্ভব হয়েছে ডরউইনিয়ান ন্যাচারাল সিলেকশনের দ্বারা।[৪]

চার্লস ডারউইন ছিলেন খ্রিষ্টধর্ম তথা আব্রাহামিক ট্রেডিশন বিদ্বেষী। তিনি প্রায়ই খ্রিষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। তিনি বলেনঃ **"যদিও আমি সকল বিষয়ে মুক্তচিন্তার পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন দেই, তবুও এটা আমার কাছে (সঠিকভাবে বা ভুলভাবে মনে হয়) খ্রিস্ট ধর্ম ও আস্তিকতার বিরুদ্ধে সরাসরি যুক্তি জনসাধারণের উপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে হয়না; এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে ধীরে ধীরে প্রচার করা হয় লোকেদের মনকে আলোকিত করার দ্বারা, যা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা থেকে অনুসরণ করে। সুতরাং আমার লক্ষ্য ছিল সর্বদা ধর্ম সম্পর্কে লেখা এড়ানো এবং আমি নিজেকে বিজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি, যাইহোক আমি যদি**

কোনওভাবে ধর্মের উপর সরাসরি আক্রমণ করতে সহায়তা করি, এ ব্যথার দ্বারা অযৌক্তিকভাবে দায়ী হয়ে থাকতে পারি,যেটা(ব্যাথা) আমার পরিবারের কিছু সদস্য পেয়ে থাকতে পারে।"

[উইকিপিডিয়া]

ডারউইন তার বিশ্বাসের ব্যপারে বলতেন যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যপারে সন্দেহবাদী অথবা অজ্ঞেয়বাদী। যদি তিনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসীও ঘোষণা দিতেন সেটা অবশ্যই ইব্রাহীম(আ) এর মা'বুদ হবে না বরং সেটা হত ফ্রিম্যাসনের মা'বুদ, যেহেতু তার বাপ-দাদা সেই পথেরই এবং তার প্রচারিত তত্ত্বটিও ফ্রিম্যাসনেরই। আপনারা ইতোমধ্যে হয়ত বুঝতে পারছেন মাসূনীদের মা'বুদ কে। এ বিষয়টি 'আইজ্যাক নিউটনের' ব্যপারে করা পর্বটিতে গত হয়েছে।

ফ্রিম্যাসনে বিবর্তনবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্কের ম্যাসনদের দ্বারা ছাপানো The Mason Magazine এ বিবর্তনবাদের তত্ত্বে বিশ্বাসের কারন ব্যাখ্যা করে বলা হয়ঃ**"ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব দেখিয়েছিল যে, প্রকৃতির অনেক ঘটনা সৃষ্টিকর্তার কাজ নয়। ফ্রিম্যাসনরা ডারউইনবাদকে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ডারউইনবাদকে নাস্তিক্যবাদি ম্যাসোনিক শক্তিগুলো তাদের বিকৃত বিশ্বাস ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মাসূনীরা এই তত্ত্বের প্রচারকে তাদের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য(ম্যাসনিক ডিউটি) হিসাবে গ্রহণ করে।"**[৯]

"ম্যাসন ম্যাগাজিন" “masonic duty” বলতে বোঝায়ঃ**"আমাদের সকলেরই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক এবং ম্যাসোনিক কর্তব্য হলো ইতিবাচক বিজ্ঞানকে ধরে রাখা, এই বিশ্বাসকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং 'বিবর্তনবাদ সর্বোত্তম ও একমাত্র উপায়' এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ইতিবাচক বিজ্ঞান [ডারউইনবাদ] দিয়ে তাদের শিক্ষিত করা।"**[৯]

মাসূনীদের[Freemason] এক বৈঠকে গৃহীত রেজোলিউশন ছিল একটি জলন্ত উদাহরণ, যা প্রমাণ করে যে ডারউইনবাদ হলো ফ্রিম্যাসনরির অন্যতম বৃহত্তম প্রতারণা। বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রচার করার বিষয়টি, প্যারিসে মিজরাম ফ্রিম্যাসনরির ৩৩ডিগ্রি সুপ্রিম কাউন্সিল তার মিনিটসের মধ্যে প্রকাশ করেছে। তারা নিজেরাই তত্ত্বটি নিয়ে তামাশা করেছিল। মিনিটসে বলা হয়ঃ **“[বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব] এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রেসের মাধ্যমে এই তত্ত্বগুলির প্রতি অন্ধ আস্থা জাগ্রত করি। বুদ্ধিজীবীরা তাদের জ্ঞান নিয়ে নিজেকে শেষ করে দেবে এবং তাদের কোনও যৌক্তিক যাচাইকরণ ছাড়াই বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য কার্যকর**

করা হবে, যা আমাদের এজেন্ট বিশেষজ্ঞরা তাদের মনকে আমরা যেদিকে চাই, সে বিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যে চাতুরতার সাথে একত্রিত করেছেন। এক মুহুর্তের জন্য মনে করবেন না যে এই বিবৃতিগুলি খালি কথা: আমরা ডারউইনবাদের পক্ষে যে সাফল্যগাথা সাজিয়েছি সেগুলি সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন..."[৯]

সুতরাং দেখতেই পারছেন, এ গুপ্তসংগঠনের অভিশপ্ত সদস্যরাও জানে যে বিবর্তনবাদ একটি অযৌক্তিক প্রতারণামূলক বিশ্বাস। ওরা ডারউইনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে স্রষ্টাদ্রোহী করে একরকমের বোকাই বানাচ্ছে। আজ এই বিবর্তনবাদ বায়োলজিকাল বিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এখন আধ্যাত্মিক বিবর্তনের[১২] প্রচার শুরু করেছে। বলা হচ্ছে মানব জাতি এসেছে এককোষী প্রানী এরপর মাছ থেকে, এরপর শারীরিক উৎকর্ষ সাধিত হয়ে আজ আমরা হোমোস্যাপিয়েন্স। এবার স্পিরিচুয়াল এভ্যুলুশনের পালা। Psychic ability এর দ্বারা মানব হবে অতিমানব। ত্রিমাত্রিক জগতের রক্তমাংসের শরীর বিকশিত হয়ে যাত্রা শুরু করবে উপরের মাত্রায়। প্রত্যেকেই হবে চিরঞ্জীব গড-লাইক/ এ্যাঞ্জেলিক বিং(দৈবিক/ফেরেশতা অনুরূপ সত্তা)। বলা হচ্ছে এটাই এনলাইটেনমেন্ট এবং বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ। এই আধ্যাত্মিক বিবর্তনের জন্য জানতে হবে আত্মাকে,রিয়ালিটিকে। যেতে হবে কাব্বালার সাজারাতুল খুলদের কাছে। কাব্বালিস্টিক যাদুশাস্ত্রের tree of life এর জ্ঞানই দেবে এই অমরত্ব এবং দৈবিক-এ্যাঞ্জেলিক সত্তায় বিবর্তনের পথের সন্ধান। এই ওয়াদা নতুন কিছু নয়। বরং ছয় হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। আমি এ আর্টিকেলের শুরুতেই উল্লেখ করেছি বিবর্তবাদের তত্ত্বটি প্রাচীন যাদুকররা চেতনার ওপার(Alterted state of consciousness) থেকে পায়। চেতনার ওপারে কার কাছ থেকে পায়? সহজ উত্তর হলোঃ শয়তান জ্বীন। এই আকিদা গ্রহন করা হয়েছে শয়তানের থেকে। এর শুরু খুজতে ফিরে যেতে হবে মানব জাতির আদি পিতামাতা আদম-হাওয়া (আঃ) এর আদি নিবাস জান্নাতে। শয়তান তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। দেখিয়ে দেয় অনন্ত জীবন প্রদায়ী বৃক্ষের(Tree of life)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বললঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?

[আত ত্বোয়া হা ১২০]

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ

هَـٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।

[আরাফ ২০]

এই প্রাচীন প্রতারণাপূর্ণ ওয়াদাকে শয়তান দুনিয়াতেও আবারও একই ট্রি অব লাইফের(সাজারাতুল খুলদ) নামেই নতুন মোড়কে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছে[১]। মানুষকে ইভলভড হবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ধারনাকে জনপ্রিয় করার কাজে আছে জাতিসংঘ সহ গোটা সায়েন্টিফিক প্যারাডাইম। গত পর্বে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আংশিক আলোচনা হয়েছিল যাতে দেখিয়েছি, কিভাবে যাদুবিদ্যা এবং অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসের জন্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় প্লট তৈরি করেছে। এই গোটা অকাল্ট ফিলসফি এবং এর উপর দাড়ানো অপবিজ্ঞান সবকিছুই শয়তানের ওই বিবর্তনের ওয়াদার দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাশ্চাত্যে নিউএজ নামের বেদান্ত-বৌদ্ধমত ও যাদুশাস্ত্রের মিশ্রিত আদর্শের অনুসারী সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশের কোয়ান্টাম ম্যাথড অভিন্ন পথের দিকে ডাকে।

শয়তানের প্রতিশ্রুতির দিকে। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ধারনাটিকে বিগত কয়েক দশকে জনপ্রিয় করনে কাজ করেছেন, Schelling, Hegel, Carl Jung ,Max Théon, Helena Petrovna Blavatsky, Henri Bergson, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo,Jean Gebser, Pierre Teilhard de Chardin , Owen Barfield , Arthur M. Young, Edward Haskell ,E. F. Schumacher, Erich Jantsch,Clare W. Graves, Alfred North Whitehead , Terence McKenna, P. R. Sarkar ,William Irwin Thompson, Victor Skumin ,Ken Wilber ,Brian Swimme সহ অনেক আধুনিক দার্শনিক-অকাল্টিস্ট। সবার একই কথা, যাদুশাস্ত্রের অনুসরনের দ্বারা শয়তানের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করিয়ে সে পথে পা বাড়ানো[১১]।আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ব্যপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লেখা হেলেনা

ব্লাভাস্তস্কির। তিনি তার গ্রন্থে প্রাচীন বিবর্তনবাদী বিশ্বাসের বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে বর্ননা করেন। তিনি এতে আর্যসহ একাধিক Root Race এ বিভক্ত করে মানব বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়কে উল্লেখ করেন।তিনি নিজেই দাবি করেছেন যে,তিনি সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করেন খুতুমি ও এল মোরিয়া নামের দুই মানুষের বেশধারী শয়তানের থেকে। [১০]
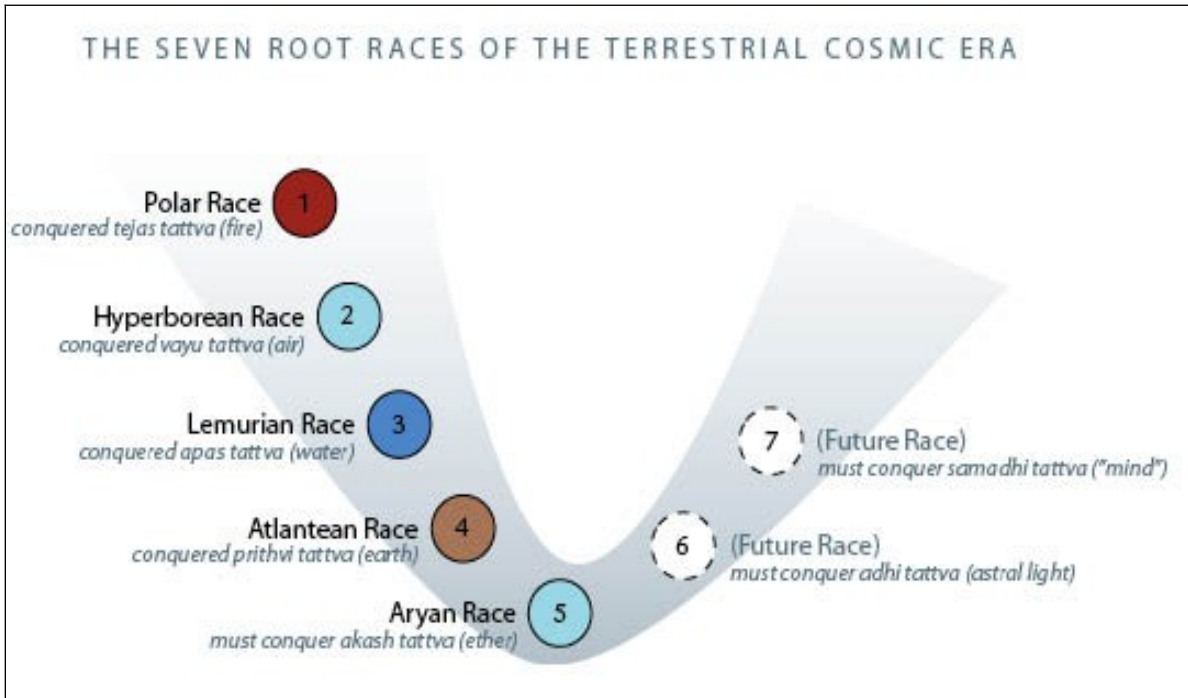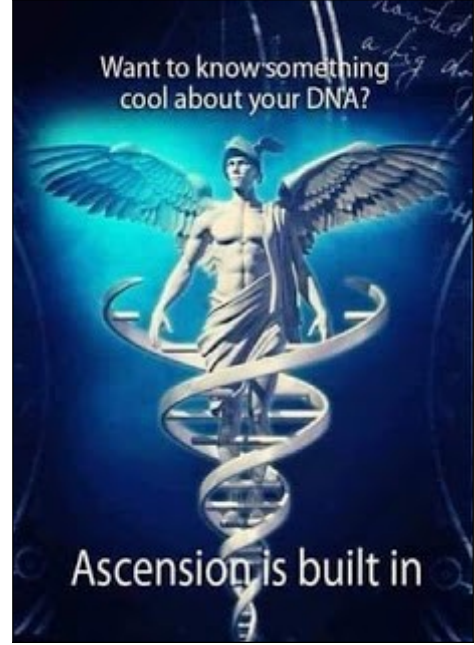
শয়তানের এই প্রাচীন প্রতিশ্রুতি মানুষকে দেওয়া হচ্ছে বাহ্যত দুইটি রাস্তায়।
১.Spiritual way
২.Bio-mechanical way.

আধ্যাত্মিক পথটি হচ্ছে যাদুশাস্ত্রের অনুসরণ এবং সে অনুযায়ী আকিদা বিশ্বাস গঠন, সরাসরি যাদুচর্চার দ্বারা আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের প্রতিশ্রুতি। অপর পথটি হচ্ছে যাদুশাস্ত্রের অনুসরনে গড়া প্রযুক্তির দ্বারা শারীরিক ক্ষমতার বিবর্তন ও বিবর্ধন। শরীরের রক্তমাংসের অঙ্গ বাদ দিয়ে সেস্থলে ঐসব প্রযুক্তি নির্ভর ইস্পাত-লৌহের
যান্ত্রিক (মেক্যানিক্যাল) অঙ্গ প্রতঙ্গের সমন্বয়। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ট্র্যান্সহিউম্যানিজম। বিবর্তনবাদীরা আশা করে এর দ্বারা শারীরিক শক্তির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দৈবিক শক্তি অর্জনের পাশাপাশি অমরত্বলাভও সম্ভব। ইহুদিদের কাব্বালিস্টিক সাজারাতুল খুলদের জ্ঞানের স্ক্রিপচার অনুসরনে তৈরি অকাল্টপ্রযুক্তি ভবিষ্যতে অনন্ত স্বর্গরাজ্যের দিকে নিয়ে যাবে। মূলত এটা শয়তানের ওই প্রাচীন প্রতিশ্রুতিরই বায়োমেক্যানিক্যাল মিনিং। এটা বুঝতে এবং এই প্রতিশ্রুতি পূরণে কারা কাজ করছে জানতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ প্রচারসঙ্গী টমাস হেনরি হাক্সলির পরিবারের নিকট।

টমাস হেনরি হাক্সলি ছিলেন একজন ফ্রিম্যাসন এবং র‍্যায়াল সোসাইটির সম্মানিত মেম্বার। ব্রিটিশ হাক্সলি পরিবারের অন্য সদস্যরা ব্রিটেনের পাব্লিক সার্ভিসে সিনিয়র পদের কর্মকর্তা রূপে নিয়োজিত ছিলেন। হাক্সলির বড় ছেলে এল্ডস হাক্সলি Brave New World এবং ডোরজ অব পারসেপশান এর লেখক। তার বিবর্তনবাদী ভাই জুলিয়ান হাক্সলি ইউনেস্কোর প্রথম ডিরেক্টর অব জেনারেল।তার ভাই এন্ড্রু হাক্সলি নোবেল বিজয়ী ফিজিওলজিস্ট। ১৯৩২ তে প্রকাশিত ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে তিনি এমন এক ভবিষ্যৎকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে মানুষ একটি ইউটোপিয়ান কিংডমে(স্বর্গীয় স্বপ্নরাজ্য) বাস করে, সেখানে আর মানুষ স্বাভাবিক প্রকৃতিতে জন্মগ্রহন করে না, সবাই ইনকিউবেটরে ক্লোনিং এর দ্বারা হয়। এতে তিনি উল্লেখ করেনঃ"**প্রাচীন স্বৈরশাসকরা ব্যর্থ হয়েছেন, কারন তারা পর্যাপ্ত রুটি(খাদ্য), বিনোদন, আলৌকিকতা, রহস্য(মিস্টিসিজম) সরবরাহ করতে পারেনি। একটি 'বৈজ্ঞানিক স্বৈরশাসনের' দ্বারা (নির্মিত) শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই কাজ করবে, যেখানে প্রত্যেক মানব মানবী তাদের দাসত্ব ভালবাসবে। এবং কখনো বিপ্লবের চিন্তা করবে না। এমন 'বৈজ্ঞানিক স্বৈরশাসন' ধ্বংসের কোন ভাল প্রয়োজনীয়তাই ভবিষ্যতে হবে না।"**

জুলিয়ান হাক্সলি ইউজেনিক্সের প্রমিনেন্ট অ্যাডভোকেট। ইউজেনিক্স হলো এমন এক বিজ্ঞান যার

দ্বারা মানব প্রজাতির গঠন প্রকৃতির উন্নয়ন করা যায় আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যে নিয়ন্ত্রন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে। ধরুন জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উচ্চতা গায়ের রং ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ইচ্ছেমত পরিবর্তনের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত উন্নত প্রজাতির মানুষ সৃষ্টি। **১৯৩৩** এর the vital importance of eugenics এ বলেন, ইউজেনিক্সের মূল লক্ষ্য হবে মানসিকভাবে ত্রুটিযুক্ত লোকেদের সন্তানধারনকে বন্ধ করা। তিনি বিবর্তনবাদের যোগ্য অযোগ্যের সংজ্ঞানুযায়ী অযোগ্যদের বিয়ে হ্রাস করা, অযোগ্যদের বন্ধ্যাকরণের পক্ষে বলেন।তিনি **১৯৪৫** সালে জাতিসংঘের থিংকট্যাঙ্ক ইউনেস্কোর প্রথম ডিরেক্টর অব জেনারেল হবার পর, Unesco- its purpose its philosophy নামে ইশতেহার প্রকাশ করেন। তাতে বলেন, ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবকল্যান, এটি তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক মানুষ 'বিবর্তনবাদি লক্ষ্যে' এগিয়ে আসবে। তিনি ' ট্র্যান্সহিউম্যানিজম' শব্দটিও উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয় তার "New bottle for new wine" প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ"**আমি ট্রান্সহিউম্যানিজমে বিশ্বাস করি:যখন অনেক মানুষ এ কথাটি বলতে পারবে, মানবজাতি এক নতুন ধরনের অস্তিত্বের গন্তব্যে পৌছবে। তারা আমাদের থেকে ভিন্ন হবে...। এটা(ট্রান্সহিউম্যানিজম) অবশেষে সচেতনভাবে হওয়া তাদের নিজেদের ভাগ্যের (শেষ) পরিনতি হিসেবে সত্য হবে।"**

অতএব,আপনারা বুঝতে পারছেন, জাতিসংঘের মত বড় বড় আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো কোন লক্ষ্যে কাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করছে। এরা সকলেই ফ্রিম্যাসনিক কাব্বালিস্টিক ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখে যেটায় ইহুদিদের মসীহ একচ্ছত্র আধিপত্য করবেন। মানুষকে সেখানে ইহুদি মাসূনীদের কাব্বালিস্টিক জ্ঞানের দ্বারা জেনেটিক প্রোগ্রামিং ক্লোনিং এবং ট্রান্সহিউম্যানিস্টিক প্রক্রিয়ায় সাজারাতুল খুলদের অমরত্ব দান এবং চিরস্থায়ী স্বর্গরাজ্য তৈরির স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে। এক সাক্ষাৎকারে পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকুকে পদার্থবিদ নিল ডি গ্র্যাস টাইসন প্রশ্ন করেন,

"টাইসনঃফিউচার অব মাইন্ড টাইটেলের আপনার বইটিতে যাতে আপনি বলেছেন,"বৈজ্ঞানিক লক্ষ্যঃ মনকে বুঝতে শেখা, একে সম্প্রসারিত, শক্তিশালী করা"। কখন আমাদের মস্তিষ্ককে আপলোড করা বাস্তবে পরিনত হবে?

মিচিও কাকুঃ ডিজিটাল অমরত্ব এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে।টেলিপ্যাথি, টেলিকেনেসিস,স্মৃতিকে আপলোড করা, স্বপ্নকে রেকর্ড করা, এগুলো এখন আর সায়েন্সফিকশন নয়। আপনি যদি ফিজিক্স

ল্যাবরেটরিতে যান, আপনি দেখবেন কিভাবে মানব মস্তিষ্ক থেকে ছবিগুলোকে আহরণ করা হয়। এটা কিভাবে এখন সম্ভব হচ্ছে? আমরা এখন প্রানী মস্তিষ্কে স্মৃতিকে আপলোড করতে পারি, স্মৃতিকে রেকর্ড করতে পারি, কারন পদার্থবিজ্ঞান এখন চিন্তায়(মনে) প্রবেশ করেছে।

টাইসনঃআপনি কি ঐ একই বিষয়কে বর্ননা করছেন যাকে চেতনা(consciousness) বলা হয়? যদি এটাই হয়, তাহলে বলতে পারি যে এটা শুধুমাত্র আমাদের চিন্তা(স্মৃতি) নয় বরং এটা আমাদের পরিচয়,আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের চেতনাগত অস্তিত্ব, যেটা চিরকাল বেচে থাকে।

মিচিও কাকুঃ একটা থিওরি আছে, যেটা বলে যে আত্মা হলো ইনফরমেশন(তথ্য)। এটা বিরাট আকারের ইনফরমেশন। যদি এই ইনফরমেশনকে হলোগ্রাফিক ফর্মে রাখা হয়,যদি আপনি মৃত্যু বরণও করেন, মৃত্যুর পরেও এর কিছু একটা টিকে থাকবে।

অপর প্রশ্নকর্তাঃ তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে এটা অমরত্ব। আপনি একবার ওই পর্যায়ে গেলে আপনি চিরকাল বেচে থাকবেন।

মিচিও কাকুঃ এটা কেন ডিজিটাল অমরত্ব হবে না? আপনি কি চাইবেন না আপনার নাতীর নাতীর নাতীর নাতীর নাতীদের সাথে কথা বলতে, যারা কিনা আবার নিজেদেরও নাতীর নাতীর নাতীর সাথে কথা বলতে চাইবে?

টাইসনঃ এটা আপনাকে স্পেস টাইমের মধ্যে চলাচলের ক্ষমতা দেবে, সুতরাং এটা ঈশ্বরের সমতুল্যতা।

মিচিও কাকুঃ জ্বি, এটার কথাই আমরা বলছি। Transcending human race!"

অতএব, এটা স্পষ্ট যে আজকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাদীক্ষা সবকিছুই ঐ প্রাচীন লক্ষ্যের জন্য নকশা করা। এটা শয়তানের সেই প্রাচীন প্রতিশ্রুতির বায়ো-মেকানিক্যাল প্রক্রিয়া। মাসূনীরা বিবর্তনের ক্রমধারার সর্বোচ্চ লক্ষ্য তথা শয়তানের প্রতিশ্রুতির ব্যপারে খোলাখুলিভাবেই বলে। ইংরেজ লেখক এবং ফ্রিম্যাসন W.L. Wilmhurst বলেনঃ "**...বিবর্তনের দ্বারা মানব থেকে অতিমানবে (superman/Superhuman) রূপান্তর - সর্বদা প্রাচীন রহস্যগুলির(ancient**

mystery-প্রাচীন যাদুকরদের বিশ্বাস বা মিস্টিসিজম) উদ্দেশ্য ছিল, এবং আধুনিক মাসূনীদের(ফ্রিম্যাসন) আসল উদ্দেশ্য এমন সামাজিক এবং দাতব্য উদ্দেশ্য নয়, যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়, বরং যারা নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের দ্বারা উৎকর্ষে পৌছানোর আকাঙ্ক্ষা করে, সেটা ত্বরান্বিত করা এবং তাদেরকে ঐশ্বরিক বা দৈবিক বৈশিষ্ট্যে নিয়ে যায়। এবং এটি একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞান, একটি রাজকীয় শিল্প, যা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব .."[৩]

(The Meaning of Masonry, W.L. Wilmhurst, p. 47)

বিবর্তনবাদের চিন্তা যে ফ্রিম্যাসন বা যাদুকরদের কাছে শয়তানের থেকেই আসে, সেটা বোঝা যায় চার্চ অব শয়তানের প্রতিষ্ঠাতা শয়তানের পূজারী এন্টন লিভেই কথায়। তিনি বলেনঃ**"শয়তানবাদ একটি নির্মম স্বার্থপর, নৃশংস ধর্ম। এটা এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর, হিংস্র প্রাণী,এই জীবন হলো ডরউইনিজমের সুযোগ্যের টিকে থাকার জন্য সংগ্রামের অনুরূপ। এটা এই যে এই পৃথিবী তাদের দ্বারা শাসিত হবে যারা এ জঙ্গলে অন্তহীন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয়- শহুরে সমাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এই স্কোরের উপর ভিত্তি করে চার্চ অফ শয়তানের সঙ্গত সমালোচনা করা যেতে পারে,যদিও এর সমালোচকদের স্বীকার করতে হবে যে এই দর্শন পৃথিবীতে বিদ্যমান যুক্তি এবং বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। "**
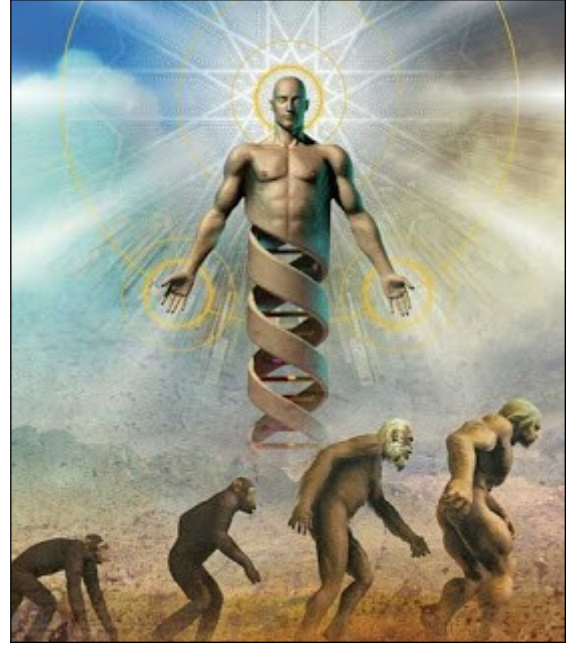
শয়তান মানুষকে অবজ্ঞা করে সাধারন চতুষ্পদ প্রানীর সাথে তুলনা করে। বিবর্তনের শিক্ষাদানের অন্যতম কারন এটিও যে মানুষের নিজের কাছে নিজেদের সম্মানের ব্যপারে দুর্বল ধারনা সৃষ্টি করা। শয়তানের পূজারী ও স্যাটানিক বাইবেলের লেখক এন্টন লাভেই বলেনঃ

"শয়তান মানুষকে অন্য একটি (সাধারণ) প্রাণী প্রজাতি হিসাবে তুলে ধরে, কখনও কখনও আরও

উন্নত হয়, কখনো বা চারপায়ে চলাচলকারীদের চেয়ে আরও খারাপ, যারা তাঁর "দৈবিক আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কারণে" সকলের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য প্রাণী হয়ে উঠেছে।"

(Anton LaVey, The Satanic Bible (NewYork, Avon Books, 1969), p. 25.)

শয়তানের মানুষের প্রতি এরকম ঈর্ষায় ভরা ঘৃণার কারনটিও অনেক পুরোনো। যখন আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে আগুনের সৃষ্টি ইবলিশকে সিজদাহ করতে বলা হলো, শয়তান অহংকারবশত তা থেকে বিরত থাকলো, যার দরুন শয়তান অভিশপ্ত এবং বিতাড়িত হয়েছিল। আল্লাহ বলেনঃ

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ
قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?সে বললঃ আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত।

[ছোয়াদঃ৭৪-৭৭]

বিবর্তনবাদে একটা সমস্যা হচ্ছে এত যে ট্রাঞ্জিশন কিন্তু ইটারমিডিয়েটরি প্রানীর অস্তিত্ব নেই। কেন বানররা এখনো বানর?এজন্য কার্ল লিনিয়াস যিনি ট্যাক্সোনমির (প্রানীর শ্রেনীবিভাজন বিদ্যা) জনক ক্রিয়েশনিজমে বিশ্বাস করতেন। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন তা সৃষ্টিকর্তার কথার বিপরীত মেরুর। যে বিষয়ে কোন দলিল প্রমাণ নেই, সুস্পষ্ট মাসূনী অকাল্টিস্টদের মনগড়া কথা, সেটাও সায়েন্স! আকাশবিদ্যা থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যা,প্রানীবিদ্যা... সমস্ত শাখাগুলো প্রাচীন যাদুকরদের বিদ্যা এবং বিশ্বাসগুলোকে ঢোকানো হয়েছে। ১৭ ও ১৮তম পর্বে দেখাব কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞান ফিরে গেছে বাবেল শহরের আইডিয়ালিস্টিক দর্শনে। অদ্বৈত বেদান্তবাদের কুফরি যাদুমন্ত্রের বিশ্বাসব্যবস্থাকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় রূপান্তর হয়েছে। আজ দেখলেন, যাদুকরদের গুপ্তসংগঠন ফ্রিম্যাসনদের

যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক স্রষ্টাবিমুখ কুফরি সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রানীবিদ্যা থেকে শুরু করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।Oregon State University এর অধ্যাপক পদার্থবিদ Dr. Wolfgang Smith বলেন,**"...বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে, ডারউইনবাদ অনেক আগেই বর্জন করা হত। মূল বক্তব্য হলো, বিবর্তনবাদটি বিশ্বে তার বৈজ্ঞানিক গুণাবলীর শক্তির উপর দিয়ে আসেনি, বরং নস্টিক(Gnostic) মিথ দ্বারা যথাযথভাবে তৈরি করেছে। এটি সত্যই প্রমাণ করে যে, জীবিত জিনিসগুলি নিজেরাই নিজেদের তৈরি করেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে একটি মেটাফিজিক্যাল দাবী .... সুতরাং ... বিবর্তনবাদ একটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাজানো একটি মেটাফিজিক্যাল মতবাদ .... এটি একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। এবং পৌরাণিক কাহিনীটি gnostic , কারণ এটি স্পষ্টতই প্রাণীসত্তার অলৌকিক উৎসকে অস্বীকার করে;.... ডারউইনবাদ তাই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অবজ্ঞার প্রাচীন জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রেখেছে। এটি স্থির রাখে ... 'যিহোবা ব্যাশিং'(ঈশ্বরের বিশ্বাসকে প্রহারের) এর নস্টিক(যাদুবিশ্বাসের) ঐতিহ্যকে।"**

(From Old Gnosticism to New Age I, Alan Morrison, SCP Journal Vol. 28:4-29:1, 2005, pp. 30-31)[২]

অতএব, আশাকরি কথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত Biological, Cosmological, Quantum তথা UNIVERSAL EVOLUTION এর উৎস এবং সারকথা বুঝতে পারছেন। ফ্রিম্যাসনিক এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি আসলে কতটুকু বৈজ্ঞানিক! প্রশ্ন থাকলো, ফ্রিম্যাসনিক প্রাচীন যাদুকরদের আকিদা-'বিবর্তনবাদ' এর উপর দাড়ানো এই প্রচলিত বিজ্ঞান কি আসলেই বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান!?

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Ref:

[১]

http://www.kabbalahblog.info/2014/05/the-hidden-link-between-evolution-and-kabbalah/

[২]

http://www.soul-guidance.com/houseofthesun/esohist.htm&hl=en-US&f=1&tk=13341524048405849985&rqid=2OJ4Xp7GJJCA2Qasl7CgBA&pid=

[৩]

http://patriotsandliberty.com/lindas-latest/2013/12/10/the-ancient-myth-of-evolution-sumeria-to-darwin-and-occult-new-age

[8]

wikipedia.org/wiki/Universal_Darwinism

[৫]

wikipedia.org/wiki/Quantum_Darwinism

[৬]

wikipedia.org/wiki/Erasmus_Darwin

[৭]

Khaldun, ibn. "The Muqaddimah" (PDF). Translated by Franz Rosenthal.Chapter6

wikipedia.org/wiki/Muqaddimah

[৮]

wikipedia.org/wiki/History_of_evolutionary_thought

[৯]

[John Daniel, Two Faces of Freemasonry, Day Publishing, 2007, p. 121

Mason Magazine, Issue: 25-26, p.14

Mimar Sinan Magazine, Issue 38, 1980, p. 18

Türk Mason Magazine, Issue:25-26, March 1977, p. 59]

[১০]

https://www.beliefnet.com/columnists/kingdomofpriests/2010/03/darwin-at-the-mountains-of-madness-evolution-the-occult.html

[১১]

https://m.youtube.com/watch?v=I5KHCRnSKf0

পর্ব-১৬

সেই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও যাদুহস্তপ্সর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাদুরবিদ্যা ও যাদুশাস্ত্রের বিবর্ধন এবং রূপান্তরের সুবিস্তৃত ইতিহাসকে কালানুক্রমে আজকের আলোচ্য বিষয় মহাকাশবিজ্ঞান। আপনি যেরূপ পৃথিবী ও আকাশের ব্যপারে জানছেন এবং সারাবিশ্বে এসংক্রান্ত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখছেন, মাত্র ৫০০ বছর আগেই এসবের কিছুই সাধারন মানুষের বিশ্বাসের জায়গায় ছিল না। ১৫০০ সাল পর্যন্ত সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজিক্যাল অর্ডারে পৃথিবী ছিল সমতল। আউটার স্পেস বলে কিছুর অস্তিত্ব কল্পনাতেই ছিল না জনসাধারনের। আজকের মহাবিশ্বের স্বরূপ প্রকৃতিগত ধারনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব এর অস্তিত্ব হাজার বছর আগেও ছিল। কিন্তু সেটা ছিল শুধু যাদুশাস্ত্র এবং এর অনুসারী যাদুকর/দার্শনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা গোপনে এই আকিদা রাখতো যে, পৃথিবী গোলাকার বলের ন্যায় যা শূন্যে ভেসে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। মহাকাশ অনন্ত বিস্তৃত। ব্যবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্রের অনুসারী পিথাগোরাস- হাইপাথিয়াদের নিয়ে লেখা পর্বে এ নিয়ে উল্লেখ করেছিলাম। বাবেল শহরে জন্মানো ইহুদিদের যাদুশাস্ত্র কাব্বালায় তো হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর বর্তুলাকারের ব্যপারে সরাসরি উল্লেখ আছে। মনে করতে সমস্যা হলে আপনাকে পুনরায় ২য় পর্বে ফিরে যেতে হবে।

গত ৫০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত বিকৃত শয়তানি আকিদা ছড়ায় নি এইজন্যে যে, তখন পর্যন্ত খ্রিস্টান এবং পরবর্তী মুসলিম শাসনের দ্বারা যাদুকররা নিষ্পেষিত ছিল। কিন্তু ৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আরবে গ্রেসিয়-ব্যবিলনিয়ান অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ ঢুকলে অনেক নামধারী মুসলিমরাই সেসবকে গ্রহন করতে শুরু করে। অনেক আলিম নবাগত কস্মোলজি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেসবের পক্ষে ফতওয়া দিতে শুরু করেন। অনেক আলিম গ্রীক ফিলসফিরই বিরোধিতা করতেন! কিন্তু ironical ব্যপার হচ্ছে তাদের অনেকে গ্রীক কস্মোলজিক্যাল আইডিয়া গ্রহন করে নিয়েছিলেন। গ্রীক ফিলসফি আসার আগের জিওসেন্ট্রিক সমতল বিশ্বব্যবস্থার ধারনায় ফাটল এখান

থেকেই শুরু। এজন্য সাহাবীদের কস্মোলজিক্যাল আইডিয়া, তাদের থেকে আসা হাদিসসমূহ আজকের প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজির বিপরীত ধারনা দেয়। কুরআন সুন্নাহ আর মেইনস্ট্রিম মহাকাশ তত্ত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এজন্য অনেক দুর্বল বিশ্বাসীদের মনে কস্মোলজিক্যাল কনফ্লিক্ট এর বিষয়টি গভীরভাবে দাগ কাটে,অতঃপর দ্বীন ত্যাগের দিকে ধাবিত করে। আবার অনেক মুসলিম আজকের যুগে এসে দুই মেরুর(তাওহীদ ও ইত্তেহাদের) সাংঘর্ষিক বিদ্যাকে একীভূত করতে চেষ্টা করেন আপোষ ও সমন্বয়ের দ্বারা। ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ইতোপূর্বে শেষ হয়েছে[৫]। আরবের গ্রীক দর্শনকে গ্রহন অকাল্টিজমের(যাদুশাস্ত্রের) প্রসারের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়,কেননা ওই সময় গোটা বিশ্বের শাসনে মুসলিমদেরই সিংহভাগ কর্তৃত্ব ছিল। পরবর্তীতে আরবদের থেকে পাশ্চাত্যে অকাল্ট ফিলসফি পৌছায় এবং কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে সেসবই বিজ্ঞান নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রেনেসাঁ পিরিয়ডে আরব থেকে গ্রেসিয়-ব্যবিলনিয়ান আলকেমিক্যাল-কাব্বালিস্টিক কিতাবাদী পাশ্চাত্যে পৌছালে যাদুশাস্ত্রের এর নবজাগরণ ঘটে। মূলত এজন্যই ওই যুগকে রেনেসাঁ বা পূনর্জন্মের যুগ বলা হয়.।অকাল্ট কস্মোলজিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউ তখনও রাতারাতি মেইনস্ট্রিমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা(royal singular) বিগত পর্বে আলোচনা করেছি আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কদের অপবিদ্যার জ্ঞানগত প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের জন্য রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে যাদুকরদের গুপ্তসংগঠন ফ্রিম্যাসন। আলকেমিস্ট নিউটন থেকে ফ্রান্সিস বেকন সকলেই ছিল ফ্রিম্যাসন এবং রয়্যাল সোসাইটির আদি প্রতিষ্ঠাতা। রাজনৈতিকভাবে সর্বময় কর্তৃত্ব তখনও তাদের হাতে ছিল না। রাজনৈতিকভাবে তাদের যাদুশাস্ত্রের অনুসরণকে রাষ্ট্রীয় এবং পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫৪০ সালে ইগনেসিয়াস লয়োলা নামের এক crypto jew এর হাত ধরে গঠন করা হয় অর্ডার অব জেসুইট। জেসুইটরা ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানদের মধ্যে কাব্বালিস্টিক অকাল্টিজম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্যাথলিকদের দ্বারা অর্ডার অব জেসুইট গঠিত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এরাই সর্বপ্রথম এতকাল যাবৎ অকাল্টিস্টদের

কাছে লুক্কায়িত হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি সারাবিশ্বব্যাপী প্রসার শুরু করে। এদিক দিয়ে দেখা যায়, আজ যারা হেলিওসেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থ বেজড কস্মোলজিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এরা শুধু যাদুকরদের কুফরি আকিদাই গ্রহন করেনি, ক্যাথলিক মিশনারীর প্রচারণা দ্বারাও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। আইরনি হচ্ছে,নিজেরাই খ্রিস্টানদের প্রচারিত আকিদা বা বিশ্বাসের ফাঁদে পা দিয়ে উল্টো সমতল বিশ্বব্যবস্থার (জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি) কথাকে খ্রিস্টানদের চিন্তাধারা বলে নিন্দা করে! জেসুইটের মূল স্বপ্নই ছিল একটি অভিন্ন কস্মোলজিক্যাল আইডিয়ার উপর ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নের প্রতিষ্ঠাকাজে সহায়তা করা,এবং সায়েন্টিফিক(ন্যাচারাল ফিলসফির) নলেজের প্রসারের মাধ্যমে যেকোন ডিভাইন বিলিভকে মুছে ফেলা। জেসুইট প্রিস্ট আলবের্তো রিভেরা অকপটে স্বীকার করেন। এ কাজে জেসুইট খুব সফল হয়, তাদের প্রচারনায় খুব দ্রুতই সমতল বিশ্বব্যবস্থার কস্মোলজিকে বিদায় জানানো হয়। চীন নাছোড়বান্দা হয়ে ১৭০০ সাল পর্যন্ত সমতল পৃথিবীর কস্মোলজি ধারন করলেও শেষ পর্যন্ত আর টিকে থাকতে পারেনি জেসুইটের চাপে। এভাবে মেইনস্ট্রিম থেকে জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিকে বিদায় দেওয়া হয়। সেই সাথে ধর্মবিমুখ নাস্তিক্যবাদী চিন্তা দিনদিন বাড়তে থাকে। ফ্রিম্যাসন এবং হার্মেটিক ফিলসফার জোহানেস কেপলার ১৬৩৪ সালে চন্দ্রগমন নিয়ে সমনিয়ান(অর্থ স্বপ্ন) নামের একটি বই পাবলিশ করেন। সেই থেকে সাধারন জনগনের মধ্যে চন্দ্রগমনের ফ্যান্টাসি শুরু হয়। কেপলারের ব্যপারে বিগত পর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করেছিলাম। কেপলার ছিল মিশরীয় হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের অনুসারী, তিনি তার বইয়ে হার্মিসের কথাকে সূর্যকেন্দ্রিক আকাশব্যবস্থায় বিশ্বাসের দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আবারও সামনে উল্লেখ করব।

কোপার্নিকাসের চন্দ্র ভ্রমণের কল্পনা ও অকাল্ট বাসনাকে প্রকাশ করে লেখা বইয়ের পর ১৬৩৮ সালে ফ্রান্সিস গডউইন "**দ্য ম্যান ইন দ্য মুন**" প্রকাশ করেন। একই বছরে The discovery of a world in the moone নামের বইটি পাবলিশ করেন জন উইল্কান।এটি ইংল্যান্ডে নতুন এস্ট্রনমিক্যাল মডেলের ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এরপর থেকে একে একে নতুন কস্মোলজিক্যাল অর্ডারের উপর লেখা বই বের হতে থাকে। মানুষও ব্রেইনওয়াশড হতে থাকে।

অতঃপর ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম মুভি বের হয়,"A trip to the moon" । ব্যস এরপর থেকে একে একে ফিল্ম বের হওয়া শুরু হয় স্ফেরিক্যাল আর্থ/মুন ল্যান্ডিং নিয়ে। ১৯১২ সালে ইউনিভার্সাল পিকচার, নামের কোম্পানি ফিল্ম তৈরি শুরু করে যার শুরুতেই বর্তুলাকার পৃথিবীর এনিমেশন দেখানো হয়। পৃথিবীর আকৃতি কল্পিত স্পেসে গিয়ে ছবি তোলার কাহিনী বানিয়ে অফিশিয়ালভাবে প্রকাশ করার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই তারা বর্তুলাকার(গ্লোব) পৃথিবীর

প্রোপাগাণ্ডা শুরু করে। হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি ভিত্তিক ফিল্ম বার বার দেখানো হয়, এতে করে সবার অবচেতনে নতুন কস্মোলজি স্বাভাবিক হয়ে মাথায় গেঁথে যায়। এর ফলে যখন এই এজেন্ডার বৈজ্ঞানিক পরিষদ অফিশিয়ালভাবে ফিল্মে দেখানো ছবিকে বাস্তব বলে ঘোষণা দিলো, পুরোপুরি ব্রেইনওয়াশড হয়ে মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকল না। উপরন্তু সকলে আউটার স্পেস,চন্দ্র অভিযানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৯৩০ থেকে সাইন্সফিকশন কমিক বের হতে থাকে। এরপর ১৯৪৬ সালে এডমিরাল রিচার্ড ই বার্ডের নেতৃত্বে আমেরিকা এন্টার্কটিকায় অভিযান চালায় মিলিটারি বেজ স্থাপন করে গবেষণা ও তাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পরীক্ষানিরীক্ষার নাম করে। এর নাম দেয় অপারেশন হাইজাম্প। ফিরে এসে এডমিরাল বার্ড এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দক্ষিন মেরুতে আমেরিকার মত বিশাল অদেখা ভূখণ্ড আছে। সে ইন্টারভিউ এখনও অনলাইনে রয়েছে। ১৯৫৫ সালে আবারো একই উদ্দেশ্যে ২য় বারের মত দক্ষিনমেরুতে অভিযানে যায়, এর নাম দেয় 'অপারেশন ডিপফ্রিজ'। নাসা প্রতিষ্ঠিত হবার ঠিক তিন বছর আগেই ১৯৫৫ সালে Walt Disney স্পেস নিয়ে প্রপাগাণ্ডা ফিল্ম প্রকাশ করে **Man in Space** নামে[১]। এতে বলা একটি বাক্য এরূপ- **স্পেসে অন্যান্য জগতে যাওয়া মানুষের প্রাচীনতম স্বপ্ন, যা কিছুদিন আগেও অসম্ভব মনে হত। কিন্তু নতুন আবিষ্কার স্পেস ট্রাভেলের নতুন ফ্রন্টিয়ারে পৌছে দিচ্ছে।** সেই প্রোপাগাণ্ডা ফিল্মে হাতে রকেটের প্রতিকৃতি নিয়ে মানুষকে আরো কল্পনার সাগরে ভাসানো হয়। ঠিক তিন বছর পরে ১৯৫৮ সালে মহাকাশ সংস্থা নাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।ঠিক ঐ বছরেই ইউএস মিলিটারি, জেট প্রপালশন ল্যাব-JPL নাসায় নিয়ে আসে।জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক পার্সন্সকে নিয়ে লিখতে গেলে আইজ্যাক নিউটনের মত আলাদা আর্টিকেল করতে হয়।যাহোক, খুব সংক্ষেপে লিখতে চাই। জেট প্রপালশন ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক পার্সন্স ছিলেন স্বঘোষিত শয়তানের পূজারী এবং এ্যালিস্টার ক্রোওলির ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টিস নামের আরেকটি অকাল্টিস্টদের সিক্রেট সোসাইটিতে যুক্ত ছিলেন। তার আসল পরিচয় হলো একজন স্যাটানিস্ট এবং উচুমানের অকাল্টিস্ট(যাদুকর)। তাকে শুধুমাত্র সাধারন মিস্টিক বা ফিলসফার বললে ভুল হবে।আকাশে রকেট চালনার প্রপালশন সিস্টেমের আবিষ্কারক তিনিই।যাদুচর্চা, শয়তানের আরাধনা ছিল জ্যাক পারসনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জীবনের শুরু থেকেই তার যাদুবিদ্যা ও শয়তানের পূজার দিকে খুব ঝোক ছিল।১৯২৮ সালে তিনি সর্বপ্রথম নিজের বেডরুমে শয়তানকে আসার আহব্বান করে রিচুয়াল শুরু করেন।

তিনি এতে সফল হন। তিনি শয়তানকে তার রুমে আসতে দেখে ঘাবড়ে যান, এরপর এ কাজ থেকে বিরত থাকেন। উইকিপিডিয়ায় এসেছেঃ*"Parsons had also begun to investigate occultism, and performed a ritual intended to invoke the Devil into his bedroom; he worried that the invocation was successful and was frightened into ceasing these activities."***[উইকিপিডিয়া]**

পরে দীর্ঘ সময় পর এলিস্টার ক্রোওলির সাথে সম্পর্ক হয়। শয়তানের পূজারী এলিস্টার ক্রোওলি মিশর গিয়ে আইওয়াশ নামের এক শয়তানের থেকে দীক্ষা লাভ করে লিখে ফেলেন বুক অব 'ল। সেটা থেকেই ১৯০৪ সালে থেলেমা নামের শয়তানের পূজা এবং যাদুবিদ্যার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। জ্যাক পার্সন্স এলিস্টার ক্রোওলির শয়তানি ধর্মকে গ্রহন করে সবসময় পাশে থাকতে শুরু করেন। থেলেমাইক অর্দো টেম্পলি ওরিয়েন্টিস গঠন করা হলে পার্সন্স তার স্ত্রী হেলেনকেও যাদুবিদ্যা শয়তানের অর্চনায় উৎসাহ করতে থাকে। তারা থেলেমাইক লজে যেতেন। পার্সন্সের পরকীয়ার জন্য তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে যায়। এরপর পার্সন্স নিয়মিত ব্যভিচার, কোকেন, মারিজুয়ানার মধ্যে ডুবে যান। পারসন্স তার আয়ের প্রায় সবটাই ক্রোওলিকে দিতে শুরু করেন। দুজন মিলে সবধরনের যাদুবিদ্যার চর্চা করতেন। এতে থাকতো বিচিত্র রিচুয়াল। যেমন সেক্স রিচুয়াল। একবার এক ১৬ বছর বয়সী কিশোর অভিযোগ করে যে তার সাথে O.T.O লজের সবাই জোরপূর্বক সমকামিতায় লিপ্ত হয়। এক গর্ভবর্তী মহিলাকে নগ্নাবস্থায় আগুনে ফেলার অভিযোগে পুলিশি ঝামেলায় জড়ান। পার্সন্স বিশ্বাস করতেন থেলেমাইক যাদুবিদ্যাকে কোয়ান্টাম ফিজিক্স দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব[৪০]।তার এ চিন্তা আসলে মোটেও অমূলক নয়, কেননা কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিজেই সরাসরি অকাল্টের বৈজ্ঞানিক সংস্করণ,বিস্তারিত ১৭ ও ১৮নং পর্বে আলোচনা হয়েছে। পার্সন্স থেলেমার সব ধরনের শয়তানি অর্চনার পাশাপাশি কাব্বালার সংখ্যাতত্ত্বেরও চর্চা করতেন।

জ্যাক এবং এ্যালিস্টার ক্রোওলি মিলে "অমলন্ত্র রিচুয়ালের" মাধ্যমে ইন্টারডাইমেনশনাল পোর্টাল খুলবার শক্ত দাবি পাওয়া যায়। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক জগতে শয়তানের অবাধ বিচরনের জন্য কথিত আছে যে, দুই জগতের মধ্যবর্তী দুয়ার খুলে দেওয়া হয়, পরবর্তীতে ইউএফও/ফ্লাইং সসারের আনাগোনা ব্যপক হারে বৃদ্ধি পায়। এ দাবি Kenneth Grant থেকেও আছে। কথিত এ দুই ডাইমেনশনের দুয়ার উন্মুক্ত করার স্যাটানিক অর্চনার রিচুয়ালকে তারা নাম দেয় **"ব্যাবিলন ওয়ার্কিং**[৪২]"! ক্রোওলি এবং পার্সন্স প্যান ও ল্যাম নামের দুই শয়তান জ্বীনের সাথে যোগাযোগ করে। এই শয়তানি রিচুয়াল তথা শয়তানদেরকে ত্রিমাত্রিক জগতে আহব্বানের কাজে পাশে ছিলেন চার্চ অব সায়েন্টলজির প্রতিষ্ঠাতা এল.রন হাবার্ড। যদিও এগুলো শয়তানের পূজা,যাদুবিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট দেখা যাচ্ছে তবুও এই মহান বিজ্ঞানীদের সম্মানে আমাদেরকে তাদের কাজকে সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট হিসেবেই দেখা উচিত। তার ব্যপারে জ্যাক পার্সন্স ক্রোওলিকে লেখেন,**"যদিও হাব্বার্ডের যাদুবিদ্যায় কোন ফর্মাল প্রশিক্ষণ নেই তার এ ক্ষেত্রে অসাধারণ রকমের অভিজ্ঞতা এবং বোধ রয়েছে।তার কিছু অভিজ্ঞায় আমি অনুমান করছি তিনি হায়ার ইন্টেলিজেন্স সম্ভবত গার্ডিয়ান এঞ্জেল দ্বারা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তিনিই হলেন সবচেয়ে বড় থেলেমাইক লোক যাকে সবচেয়ে আমাদের নীতিতে নিষ্ঠাবান হিসেবে পেয়েছি।"**

পার্সন্স রাজনৈতিক দিক দিয়ে মার্ক্সবাদী ছিলেন। এলিস্টার ক্রোওলির সাথে যোগ দেয়ার আগে প্রথমদিকে হেলেনা ব্লাভাস্তস্কির থিওসফিক্যাল সোসাইটির বেশ সখ্যতা ছিল। প্রায়ই জিদ্দুকৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শুনতে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যেতেন। এরপরেই এগ্যাপি নামের নিউইয়র্কের একটি থেলেমা ধর্মের লজে যোগ দেন। তিনি এত বেশি যাদুচর্চা করতেন যে, তাতে লজে জ্বীন শয়তানদের উপদ্রব বাড়তে থাকে। সেসব শয়তান অন্য সদস্যদের ক্ষতি করে কিনা এই আশংকায় ছিল তারা।Jane Wolfe নামের এক O.T.O মেম্বার ক্রোওলিকে উদ্দেশ্য করে লেখেন,**"আমাদের জ্যাক Witchcraft, houmfort, voodoo প্রভৃতি চর্চায় মোহিত হয়ে আছে। শুরু থেকেই তিনি কিছু একটাকে আহব্বান(ডাকছেন) করছেন- সেটা যাই হোক, আমি ততদিন পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে থাকব যতদিন না তিনি কোন ফলাফল পান।"**[৩৯]।জ্যাক পার্সন্সের অন্য এক সতীর্থ ক্যামেরন বলেছেন যে তিনি পার্সন্সের কাছে ইউএফও দেখেছেন[৪১]। এলিয়েন নিয়ে সামনে বিস্তারিত আসছে।

পার্সন্স যখন এক সময় বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ার গড়তে একটু অসুবিধায় পড়লেন এবং দাম্পত্যের টানাপোড়েনে পড়লেন, তিনি আবারো অকাল্টিজমে ফিরে গেলেন। এবার তিনি sex ritual পালন করতে শুরু করলেন থেলেমাইক মিস্টিসিজমে তথা সকল যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক দর্শনে উল্লিখিত

ব্রহ্মচৈতন্যে বিলীন হবার জন্য। এ চেষ্টাকে তিনি বলেছেন, the Crossing of the Abyss"। এ কথা উইকিপিডিয়াতেও এসেছেঃ*Unable to pursue his scientific career, without his wife and devoid of friendship, Parsons decided to return to occultism and embarked on sexually based magical operations with prostitutes. He was intent, informally following the ritualistic practice of Thelemite organization the A∴A∴, on performing "the Crossing of the Abyss", attaining union with the universal consciousness, or "All" as understood in Thelemic mysticism, and becoming the "Master of the Temple".*

[উইকিপিডিয়া]

জ্যাক পার্সন্স স্বপ্নে এক মহাশক্তিধর ব্যক্তিকে দেখেন; যিনি তাকে অনুপ্রাণিত করছিলেন তার উদ্ভাবনী চেতনাকে,যিনি তাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন অপবিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যাকে মিলিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য। এই মহান ব্যক্তির কথা তিনি তার লিখিত কিতাবেও উল্লেখ করেন। তিনি তাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তার নাম উল্লেখ করেন "বেলেরিয়ন আর্মিলাস আল দাজ্জাল"। পার্সন্স ছিলেন আব্রাহামিক ধর্মগুলোর চরম বিদ্বেষী। দাজ্জাল নামের পাশাপাশি বাবালন নামের আরেক শক্তিধর সত্তার কথা তিনি একটি বইয়ে উল্লেখ করেন যে তিনি পৃথিবীতে এসে আব্রাহামিক ধর্মগুলোর কর্তৃত্ব রহিত করার পিছনে কাজ করবে । উইকিপিডিয়া যা সরাসরি উল্লিখিতঃ*Accompanying Parsons' "Oath of the Abyss" was his own "Oath of the AntiChrist", which was witnessed by Wilfred Talbot Smith. In this oath, Parsons professed to embody an entity named Belarion Armillus Al Dajjal, the Antichrist "who am come to fulfill the law of the Beast 666 [Aleister Crowley]".[131] Viewing these oaths as the completion of the Babalon Working, Parsons wrote an illeist autobiography titled Analysis by a Master of the Temple and an occult text titled The Book of AntiChrist. In the latter work, Parsons (writing as Belarion) prophesied that within nine years Babalon would manifest on Earth and supersede the dominance of the Abrahamic religions.*

[উইকিপিডিয়া]

তিনিই সর্বপ্রথম রকেটসায়েন্টিস্ট। তার কথায় বোঝা যায় 'dajjal' নামের কারো অনুপ্রেরণা ও শিক্ষার দ্বারা রকেট আবিষ্কার করেন এবং কথিত মহাকাশ বিজয়ের পথ উন্মোচন করে ফাদার অব

স্পেস এজ খেতাব অর্জন করেন।পার্সন্স পরবর্তীতে ইজরায়েলের রকেট রিসার্চ প্রোগ্রামে কাজ করতেন। পার্সন্স মাত্র ৩৭ বছর বয়সে রহস্যজনকভাবে মারা যায়। বিজ্ঞান তার ঋণ শোধ করতে পারবে না। তার সম্মানে চাঁদের একটি খাদের নাম তার নামে রাখা হয়েছে।

[তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া]

বিস্তারিতঃ wikipedia.org/wiki/Jack_Parsons_(rocket_engineer)

মহান বিজ্ঞানীগন যাই করেন সেটাই সাইন্স! হোক সেটা যাদুচর্চা কিংবা শয়তান বা দাজ্জাল পূজা। পার্সন্সের স্পেস এইজ এর পিতা না বলে দাজ্জালি যুগের অন্যতম পিতা বললে বোধহয় সবচেয়ে ভাল হয়। বস্তুত, আউটার স্পেস এবং সর্বোপরি গোটা হেলিওসেন্ট্রিক সৃষ্টিতত্ত্বই বেলেরিয়ন আর্মিলাস আল দাজ্জালের জন্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যাইহোক, এবার সামনে যাওয়া যাক। নাসা প্রতিষ্ঠার পরের বছর ১৯৫৯ সালে অ্যান্টার্কটিক ট্রিইটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়, ১৯৬১ সালে কার্যকর হয়। এই ট্রিইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল, সাধারন জনগন যাতে অজানা কারনে কোন গাইড ছাড়া ওই স্থান না অতিক্রম করতে পারে। গাইড নিয়ে গেলেও যাতে তাদের ভ্রমন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে থাকে। ১৯৬২ সালে "অপারেশন ফিশবৌল" শুরু করে। হঠাৎ করে নিউক্লিয়ার অস্ত্রগুলো আকাশকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়। একই বছর জেএফকে ঘোষণা করেন,**"We choose go to the moon"**।জ্যাক পারসনস পৃথিবীর বাহিরে যাওয়া তথা কথিত স্পেস ট্রাভেলের সম্ভাবনার দরজা খুলে দেন রকেটের প্রপালশন সিস্টেম আবিষ্কার এর দ্বারা,এজন্য তাকে father of space Age বলে ডাকা হয়।

১৯৬৬ সালে "লুনার অর্বিটার ১" সর্বপ্রথম স্পেস থেকে পৃথিবীর প্রথম অফিশিয়াল ছবি প্রকাশ হয়(ডানের চারটি ছবির প্রথমটি)। এরপর ১৯৬৮ সালে এ্যাপোলো ৮ ২য় ছবিটি প্রকাশ করে। এরপরই ১৯৬৯ সালে প্রথমবারের মত চন্দ্রগমনের নাটকটি করে। নাটক বলবার কারন শীঘ্রই বুঝবেন। এ্যাপোলো ১১ নভোযানে প্রথম চাঁদে মানুষের অবতরণের নাটকেও পৃথিবীর ছবি(৩য়টি) প্রকাশ হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন,
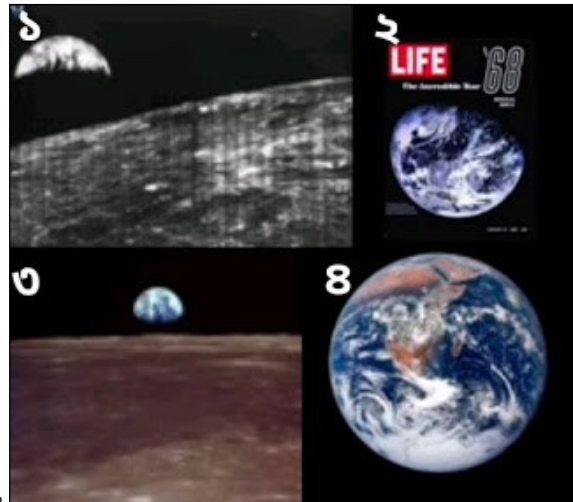
তাদের নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গোলক পৃথিবীর বিশ্বাসকে প্রমাণ করা। সেই সাথে হেলিওসেন্ট্রিজম, আউটার স্পেসের চিন্তাকেও সত্য বলে প্রমাণ করা। অবশেষে, ১৯৭২ সালের শেষ চন্দ্রযাত্রায় নাসা চার নং ছবির blue marble টি প্রকাশ করে। ব্যস, পৃথিবী সমতল নয় বরং গোলাকার(প্রমাণিত)। যদিও দুঃখজনক সত্য যে আজ পর্যন্ত যমীনে কার্ভাচারের অস্তিত্বের প্রমাণ খুজে পাওয়া যায় নি। এর দ্বারা ১৯০০ সালের শুরু দিয়ে চলা ইউনিভার্সাল পিকচার ফিল্মের শুরুতে দেখানো ছবির অনুমানই সত্য,সমস্ত যাদুকরদের আকিদাগত অবস্থান সঠিক। বরং আসমানী কিতাবসমূহের অনুসারীদের অবস্থান ভুল। বিবর্তনবাদের বিরোধীদের বিশ্বাস ভুল। এরপর থেকে চাদে যাওয়া নিয়ে একে একে গল্পের বই বের হতে থাকে। মিউজিক ভিডিও গুলোতে স্পেস ট্রাভেল,চাদে গমন নিয়ে গান বাজতে থাকে। পত্র পত্রিকা, প্রাতিষ্ঠানিক বইপুস্তকে সায়েন্টিফিক নিউ ডিস্কোভারি সদর্পে প্রচার চলতে থাকে। এভাবেই পঞ্চাশ বছর যাবৎ চলছে। আজ আরো জটিল অবস্থা। হলিউডের অধিকাংশ ফিল্মের প্লট এলিয়েন ইনভ্যাশন আর স্পেস ট্রাভেল নিয়ে। মার্ভেল কমিকের সুপারহিরোদের ফিল্মগুলোও স্পেসবেজড।এভাবেই চলছে। আজ সকলের প্রশ্নাতীত বিশ্বাস- দুনিয়া বর্তুলাকার এবং সূর্যের চারপাশে সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিতে ঘুরছে!!! মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। এখনো সব কিছু অনন্তে ছুটে চলছে, এসব শুরু হয়েছিল বিগব্যাং এর পর দিয়ে। ওরাই তখন থেকে টিভিশোতে হাজার বার বলত,**"Math, science , history, unraveling the mystery . That all started with the big bang !"**

ক্যাথলিক প্রিস্ট লেমাইত্রের বিগব্যাং থিওরিটি আরো বড় কুফরি আকিদার ভিত্তিমাত্র।এর উপরেই গোটা আউটার স্পেসবেজড বিবর্তনবাদী কস্মোলজিক্যাল মিস্টিসিজমের সূত্রপাত।আজকের প্রজন্ম শুধুমাত্র এজন্যই এসব বিশ্বাস করে যে, তারা শৈশব থেকে চোখের সামনে টিভি,পত্রিকা,বইপত্রে এসব দেখে ও পড়েই বড় হয়েছে। প্রকৃত সত্য এখন তাদের কানে পাগলাটে এবং উদ্ভট শোনায়। অর্থাৎ তারা ব্রেইনওয়াশড। যদিও ওরা যা বলে তার পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমান নেই এবং সেসব শয়তানি রিচুয়ালিস্টিক কাল্টের ফসল, এরপরেও তাতেই অধিকাংশ অন্ধ বিশ্বাস করে। যে আউটার স্পেস(অনন্ত মহাশূন্য) শব্দ ও ধারনাটি ১৮৭৫ সালের পূর্বে ছিলই না, সেটা আজকে চিন্তা গবেষণা,চিত্তবিনোদন ও শিক্ষার বিষয়! অথচ আপনি কি জানেন, ভ্যাকুয়াম আউটার স্পেস বা মহাশূন্যে রকেট আদৌ চলতে সক্ষম কিনা?
জ্বিনা,একদমই না। ভ্যাকুয়ামে রকেটের প্রপালশন সিস্টেম কাজ করে না। সুতরাং ওরা আজ যাই দেখায় সবই হাস্যকর পর্যায়ের মিথ্যাচার এবং ধোকা ছাড়া আর কিছুই না[৬]।সবচেয়ে অদ্ভুত এবং হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, আজকের দিনে এসে নাসার একাধিক এস্ট্রনমার বলছেন, তারা আজ পর্যন্ত

লো আর্থ অর্বিটই অতিক্রম করেন নি! এক এ্যাস্ট্রনমার স্পেস স্টেশন(হলিউডের বেজমেন্ট) থেকে বলছিল, **"এই মুহূর্তে আমরা শুধুমাত্র পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে পারি, এটাই সর্বোচ্চ সীমা যে পর্যন্ত আমরা যেতে পারি!"** অপর আরেক এস্ট্রনমার তথা স্পেস অভিনেতা বলেন,**" বর্তমানে আমরা স্পেস স্টেশনে বসে যেসব প্রযুক্তির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি সেসব আমাদেরকে ভবিষ্যতে 'লো আর্থ অরবিট' অতিক্রমের লক্ষ্যকে পূরণ করবে। এবং আমি মনে করি এটা হবে মানবজাতির জন্য এক মহাসূচনা যে তারা লোআর্থ অর্বিট অতিক্রম করবে।"[৭]**

এর মানে কি!!? অর্থাৎ, তারা কখনোই low earth orbit অতিক্রম করেনি! চাঁদে যেতে হলে অবশ্যই লো আর্ত অর্বিট অতিক্রম করতে হবে। তাহলে চন্দ্র অভিযানের নামে যা দেখানো হলো সেসব কি??

সোজা উত্তর হচ্ছে, নাটক! এ কথা রেখেই তারা সরাসরি গান বানিয়েছে আমজনতার এই হাস্যকর বিশ্বাসকে বিদ্রুপ করেঃ**"Space may be the final frontier but it's made in a Hollywood basement .. "[৪]**

অর্থাৎ এই স্পেস হয়ত (ধোকাঁর) শেষ সীমান্ত যা কিনা হলিউড বেইজমেন্টে তৈরি!

তার মানে চন্দ্র অভিযান ছিল শুধুই কেপলার,কোপার্নিকাস ও যাদুকরদের প্রাচীন স্বপ্নের উপর করা নাটক!এজন্যই এতক্ষন একে নাটক বলছি।আরেক নাসা এস্ট্রোনমার (ডন পেটিট) বলেন, তাদের কাছে অর্ধশতাধিক বছরের পুরোনো চাদে যাওয়ার প্রযুক্তি এখন আর নেই। আর এ যুগে সেটা পুনঃনির্মাণ খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়! আরেকজন বলছেন, চাদে গমনের কোন প্রকার তথ্য প্রমানই তাদের হাতে নেই!!! অ্যাস্ট্রোনমার ডন পেটিট বলেনঃ**"আমি চাঁদে কয়েক ন্যানো সেকেন্ডে যেতে পারতাম, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের হাতে আর সেই প্রযুক্তি নেই যেটা আগে ছিল। আমরা সেটাকে ধ্বংস করে ফেলেছি।এবং এটা খুবই কঠিন কাজ পুনরায় তৈরি করা।"**

নাসার হেডকোয়ার্টারের অপর এক এস্ট্রনমার বলেনঃ**"আমি এখন আর ওই প্রযুক্তির কোন ডাটা খুজে পাই না, যা আগে ছিল। ওই যন্ত্রগুলো আর নেই, পুরনায় কাজ করার জন্য।"**

আরেকজন বলেন, **"আমি জানি না ওইসব নথি গুলো কই। এবং এও বলতে পারি না সেসব আদৌ আছে কিনা।"[৭]**

এবার বুঝুন, এরা বলছে ৬০ -৭০ বছর আগের প্রযুক্তি আরো উন্নত ছিল যা এখন নেই!!!! সে যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত কোন তথ্যই নাকি নেই। এগুলা পুনরায় তৈরি নাকি খুবই কষ্টের! আজ আমরা ২০২০ সালে দাড়িয়ে এ কথাগুলো শুনছি। তারা ওই সময়ের প্রযুক্তিকে আরো উন্নত বলছে যখন মোবাইল ফোনই ছিল না!! আমরা দেখছি দিন যতই সামনে আগাচ্ছে প্রযুক্তি ততই উন্নততর

হচ্ছে। কিন্তু এরা বলছে উল্টোটা! এই উল্টো কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে কেউই কখনো লো আর্থ অর্বিটই অতিক্রম করেনি, যেমনটা নাসার এস্ট্রনমারগনকে বলতে দেখলেন, চাঁদে যাওয়া তো বহু দূরের হিসাব। নাসার এ্যাপোলো ১২ এর এ্যাস্ট্রোনট এ্যালান বিনকে ভ্যান এ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট অতিক্রমের বিষয় প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেহেতু চাঁদে যেতে সেটাকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়ঃ

"প্রশ্নকর্তাঃ কোন ধরনের বাজে অনুভূতি হয়েছিল ভ্যান এ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট অতিক্রমের সময়?

এ্যালান বিনঃ না, আমি নিশ্চিত নই যে আমরা অত দূর পর্যন্ত গিয়েছি যার জন্য ভ্যান এ্যালেন বেল্টকে অতিক্রম করতে হবে। হয়ত আমরা অতদূরই যাইনি। আমি এও জানিনা ভ্যান এ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট এর দূরত্ব কোথায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভ্যান এ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট পৃথিবীর উপরে ১০০০-২৫০০০ মাইল দূরত্বব্যাপী বিস্তৃত।

এ্যালেন বিনঃ (হেসে) ও আচ্ছা তাহলে আমরা এটাকে ভেদ করে গিয়েছি,কিন্তু কোনধরনের রেডিয়েশন টের পাইনি। কেউ হয়ত বলবে আমরা ভেতরে ছিলাম অথচ টের পাইনি কি করে! আমরা ভেতর থেকে রেডিয়েশন জাতীয় কিছুই টের পাইনি। আসলে আমাদের মিশনের সময় ভ্যান এ্যালেন রেডিয়েশন বেল্টের অস্তিত্ব আবিষ্কৃতই হয়নি।"[৭]

দেখলেন, কিরূপ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য! একবার বলছে, আমরা অতদূর যাইইনি। তারা জানেই না ওরকম কোন রেডিয়েশনের অস্তিত্ব ওখানে ছিল। এরপর ডিস্টেন্স জেনে বলছে গিয়েছি কিন্তু কিছুই অনুভব হয়নি। তাদের সময় এসবের ব্যপারে কিছুই জানত না। হাস্যকর ব্যপার হচ্ছে নাসা এখনো ভ্যান এ্যালেন বেল্টকে ভেদ করতে সক্ষম নভোযান তৈরি করতে পারেনি, এখনো অরিয়ন নামের মহাকাশযান তৈরির কাজ চলছে, সেখানে ভাঙ্গাচোরা এ্যানালগ প্রযুক্তির যুগে তাদের নভোযান সেই রেডিয়েশন বেল্ট ভেদ করে গিয়েছিল,কেউ টেরও পায়নি!! তার দাবি অনেকটা এরকমঃ ধরুন, কেউ পাতলা টিন দিয়ে একটা গাড়ি তৈরি করলো,সেটায় কিছু যাত্রী এমন এক অন্ধকার পথে যাবে যার সামনে কি আছে বা না আছে কেউ কিছু জানে না। ওই পথে মোটা লোহার সুউচ্চ ব্যারিকেড ছিল। সেটাও গাড়ির নির্মাতা,চালক কেউই জানত না। এরপর তারা ওই অন্ধকার পথে রওনা করে, কিছু দিন পর ফিরে এসে দাবি করে, তারা গন্তব্য থেকে ঘুরে এসেছে কোন কিছুতে ধাক্কাও লাগেনি। কেউ কিছু অনুভব করে নি!! তখন জানানো হয় ওখানে লোহার মজবুত বেষ্টনী ছিল!

এবার বলুন, কেউ কি তাদের গন্তব্যে যাবার দাবি মেনে নেবে? চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়

তারা কেউই যায়নি। যদি ভিডিও বা ছবিও দেখায় তবে তা বানোয়াট। এজন্যই এখন নাসা বলছে তাদের ওই বাহনের প্রযুক্তির কিছুই এখন নেই, নাসার নথিতে কোন তথ্যও নেই সেটার ব্যপারে! না থাকাটাই স্বাভাবিক, এলুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে লোহালক্কড় মুড়িয়ে, 'হলিউডের বেজমেন্টে' ভিডিও বানিয়ে প্রচার করলে সে যন্ত্র বা প্রযুক্তির কিছুরই ডকুমেন্টস থাকবে না। Outer space বা চন্দ্রভ্রমণের মিথ্যাচারীতা নিয়ে অনেক রকমের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আছে, হাজারো প্রমাণ আছে, যেহেতু পৃথিবী ত্যাগের বা আকাশের দরজাভেদের কথাই প্রমাণ করতে পারছে না, তাই সেসব হাজারো তথ্যপ্রমাণ উল্লেখের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।আসল বিষয় হলো আউটার স্পেস, চাদে-গ্রহে ভ্রমন শুধু হলিউড আর কল্পনাতেই সম্ভব, কেননা এসবের বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ নেই। আউটার স্পেস,গ্র্যাভিটি, হেলিওসেন্ট্রিজম একদম মিথ্যা। সত্যিকারের সৃষ্টি যাদুকরদের কল্পনার মত নয়। বরং ঐরূপ, যেমনটি আসমানি কিতাব সমূহে আছে।যাইহোক, এত সব নাটকের দ্বারা ওদের এক বড় উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে- সেটা হচ্ছে, Outer space, Heliocentric Astronomy এবং spherical earth(বর্তুলাকার পৃথিবী) তত্ত্বে সবাইকে কঠিনভাবে ব্রেইনওয়াশ। এখন আর কেউই সন্দেহ করেনা। অনেক অল্প খরচেই ছবি আর ভিডিও বানিয়েই এটা করতে সক্ষম হয়েছে।

যাইহোক, আপনি যদি একজন মেইনস্ট্রিম কস্মোলজিতে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তবে এটা অবশ্যই অপ্রিয় সত্য যে,আপনার এরূপ বিশ্বাসের দলিল হচ্ছে হলিউডের কিছু মুভি,যাদুকরদের প্রাচীন দর্শন, কেপলারের চাদে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে লেখা উপন্যাস এবং স্পেস নিয়ে লেখা অন্যান্যদের সায়েন্স ফিকশন গল্প,কমিক, মিউজিক ভিডিও, এনিমেশন এবং ফটোশপে তৈরি কিছু ছবি ইত্যাদি। কতটা হাস্যকর 'বিশ্বাস'!আজকে এই বিশ্বাসগত দীনতা নিয়ে মানুষ নিজেদের স্মার্ট ভাবে। অনেক জ্ঞানী মনে করে। অন্যদিকে অবজ্ঞা করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার বলা সৃষ্টিতত্ত্বে।এরা আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে বিকৃত ধারনা রাখে। এরা যাদেরকে(স্পেস এজেন্সি) বিশ্বাস করে এরা মূলত ফ্রিম্যাসনিক অকাল্ট এজেন্সি! এসবের প্রত্যেক প্রবক্তারা ছিলেন যাদুকর, গুপ্তসংগঠনের শয়তান কিংবা দাজ্জালের উপাসক! স্পেস এজের জনক জ্যাক পার্সন্সই ছিলেন একজন শয়তানের উপাসক, যাদুকর। পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত এলিস্টার ক্রৌলির সতীর্থ। এরা যা বলে বা দেখায় তা বিজ্ঞান নয় বরং অপবিজ্ঞান।

আজকের মহাকাশতত্ত্ব প্রাচীন প্যাগান দ্বীনগুলোর একরকমের রূপক এম্বডিমেন্ট,যেগুলোয় সূর্যকে দেবতার আসনে রেখে পূজা করা হয়। এজন্যই আজ পাঠ্যপুস্তকে সমস্ত শক্তির মূল বা উৎস

হিসেবে সূর্যকে লেখা হয়।'হেলিওসেন্ট্রিক' শব্দটাই মুশরিকদের আকিদা নির্ভর। যেখানে সানগড হেলিওর[২] অর্চনা করা হয়। বিভিন্ন রিলিজিয়াস ও স্পিরিচুয়াল ট্রেডিশনে সূর্যদেবের অবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ন। প্রাচীন মিশরীয় পৌত্তলিকদের সানগড ছিল হোরাস। এসবের সাথে আজকের মাসূনীদের সংযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এগুলো পরিশেষে দাজ্জাল বা আসন্ন মিথ্যা মসীহের কাছে গিয়ে শেষ হয়। আপনি কি জানেন হেলিওসেন্ট্রিক মডেলের অন্যতম পথিকৃৎ কোপার্নিকাস সূর্যের ব্যাপারে কি ধারনা রাখতো? তিনি যাদুশাস্ত্রের হার্মেটিক ট্রেডিশনের অনুসারী ছিলেন।এজন্য তিনি সূর্যের অবস্থানের যথার্থতা আরোপের জন্য হার্মিস ট্রিস্মেজিস্টাসের রেফারেন্স দেন। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তার এক গ্রন্থে বলেন, **"সবার ঠিক মাঝখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট সূর্য। সবচেয়ে সুন্দরতম মন্দিরে উপবিষ্ট সূর্যকে কি আমরা এরচেয়ে ভাল কোন স্থানে বসাতে পারি, যেখান থেকে সর্বদিকে আলো ছড়াবে? তাকে 'আলো,মন,মহাবিশ্বের শাসক' নাম গুলো দ্বারা সঠিকভাবেই ডাকা হয়। হার্মিস ট্রিসমাজিস্টাস সূর্যকে বলতেন 'দৃশ্যমান ঈশ্বর' সফোক্লিস -ইলেক্ট্রা একে বলতেন সর্বদ্রষ্টা'। তাই সূর্য তার রাজকীয় সিংহাসনে বসেন, সেখান থেকে তার সকল সন্তানঃ গ্রহদের শাসন করেন যারা তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে।"**

আশা করি, মুশরিকদের হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিক্যাল আকিদা এখন আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করছেন। 'হেলিও'সেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থ বেজড কস্মোলজি স্বতন্ত্র প্যাগান ধর্মেরই আংশিক বিশ্বাস। আজকে ওসব মুশরিক যাদুকর ও পৌত্তলিকদের বিশ্বাসটিই প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজি। এরা যে অসত্য শিরকি বিশ্বাসকেই জোর করে সত্য বলে প্রচারণা চালায়, এর প্রমান হচ্ছে ওদের নিজেদের প্রচারিত তত্ত্বগুলোর শুদ্ধতার প্রশ্নে বেপরোয়া ভাব। কোপার্নিকাস
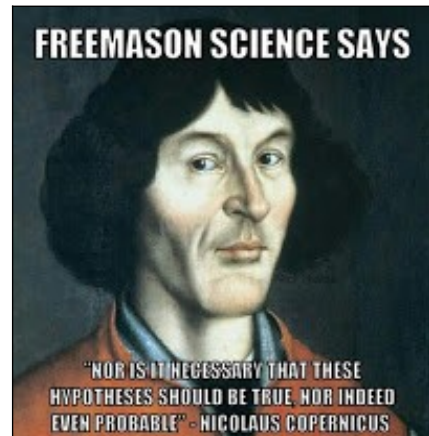
বলেন,**"এই হাইপোথিসিস গুলো সত্য হতে হবে এমনকোন প্রয়োজনীয়তা নেই, প্রকৃতপক্ষে এমনকি সম্ভাব্য সত্য হবারও প্রয়োজন নেই "!**

আচ্ছা! ভুয়াই যেহেতু, তাহলে এই ফিলোসফিক্যাল বিলিফ কি উদ্দেশ্যে বানানো!? পৌত্তলিকতার দিকে ধাবিত করার জন্য!? কুফরি মেটাফিজিক্স তৈরি করে কাফির ও মুশরিক বানানোর জন্য!? নিঃসন্দেহে, হার্মেটিক কিংবা কাব্বালিস্টিক বিদ্যা যাদের থেকে এসেছে তাদের অধিকাংশই এটাই চায়।

কোপার্নিকাসদের কথা অনেকটা এরূপ যে, আমাদের তত্ত্ব সত্য হোক বা না হোক, সেদিকে কোন পরোয়া করিনা, বরং যেভাবেই হোক, সৃষ্টিতত্ত্বেও এটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে সূর্যদেব জগৎ সমূহের মধ্যভাগে সিংহাসনে সমাসীন,যার চারদিকে সমস্তকিছু আবর্তিত হয়ে পূজা করে। আর সানগড হেলিও সবাইকে আলোকিত করেন এবং জীবনীশক্তি প্রদান করেন।

জেসুইট মিশনারী কেন হেলিও পূজার এ মতবাদ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল! আপনারা অনেকেই জানেন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মটা প্রাচীন রোমান-গ্রীক পৌত্তলিকতা দ্বারা অনেক প্রভাবিত। ওদের ক্রিসমাস, ত্রিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রেসিয়ান-রোমান পৌত্তলিকদের থেকে গ্রহন করেছে। অর্থাৎ আজকের ক্যাথলিক মিশনারীরা প্রাচীন রোমান পৌত্তলিকদের আধুনিক ভার্সন।আপনারা কি প্যাগান ফিলসফার হাইপাথিয়াকে ভুলে গেছেন? তিনি কোপার্নিকাসেরও বহু আগে হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির কথা বলে গেছেন। তারও আগে ঈসা আলাইহিসালাম এর জন্মের ৪'শ বছর পূর্বে যাদুকর অভিশপ্ত পিথাগোরিয়ানরা (এ্যারিস্টোরকাস, ফিলোলাউজ)। তারা পেয়েছেন ব্যবিলনিয়ান এস্ট্রলজি ও যাদুশাস্ত্র থেকে।

বর্তুলাকার পৃথিবীর বর্ননাও বাবেলে জন্মানো কাব্বালাতে সুস্পষ্টভাবে আছে(বিগত পর্বগুলোয় উল্লেখ করেছি)। সেখানে এই অপবিদ্যার ধারা কোথা এসেছে, তা বর্নিত আছে সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতে। সুতরাং সূর্য উপাসকদের ট্রেডিশনাল বিশ্বাসকে খুব সহজেই অন্যান্য কাল্ট রিচুয়ালের সাথে ক্যাথলিকরা গ্রহন করেছে। প্রাচীন প্যাগানিজম সারা বিশ্বে সুক্ষ্মভাবে ছড়ানোর জন্য জেসুইট মিশনারী অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল।এজন্যই জেসুইটের প্রতীকেই সূর্যদেব হেলিওর প্রতীক খচিত। খ্রিস্টান নামধারী মুশরিকগুলো পরোক্ষভাবে এরই উপাসনা করে। মুসলিমদের মধ্যেও এই কস্মোলজিক্যাল প্যাগানিজম সফলভাবে সঞ্চালিত। আজ অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা এরকম যে, যখন এ ব্যপারে সতর্কও করা হয়, তারা মুশরিকদের এই শিরকযুক্ত বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করে। এরা কুরআন থেকেই রেফারেন্স দেয়। এমনকি সতর্ককারীকে তাকফির পর্যন্ত করে! ইন্না-লিল্লাহ!! হয়ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জ্ঞান ধীরে ধীরে উঠিয়ে নিচ্ছেন। অজ্ঞতা সর্বত্র গ্রাস করছে।
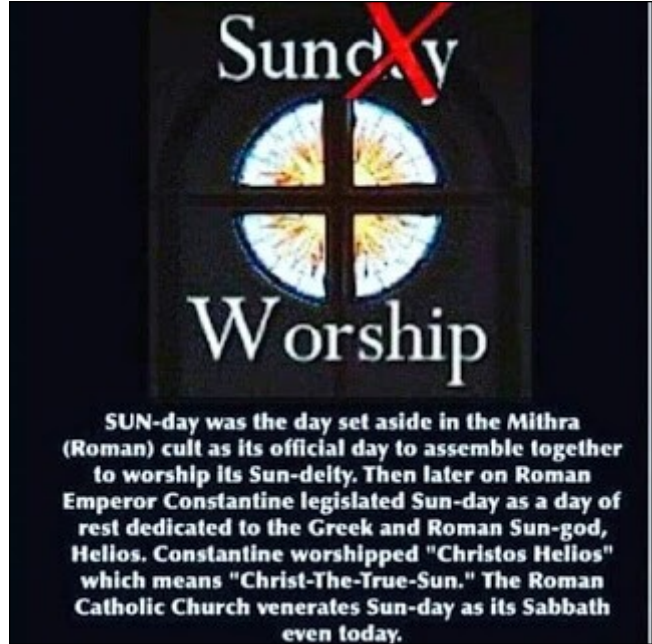
আপনি Neil DeGrasse Tyson কে দেখেছেন? এর পরনের কাপড়েই সূর্যদেবের প্রতীক খচিত। এরাই আজকের মহান সায়েন্টিস্ট। এরা অবশ্যই সূর্যদেব হেলিও/এ্যাপোলো/হোরাস/জিউসের ব্যাপারে ভালভাবেই জানেন। তাদের বলা মহাকাশ সংক্রান্ত সকল তথ্যেই কোন না কোন রিচুয়ালিস্টিক অকাল্ট ম্যাসেজ এনকোড করা। আলোর গতি 299 792 458 m / s। এটা জিপিএস কোঅর্ডিনেশনে পিরামিডের লোকেশন[৩]! সূর্যকে প্রদক্ষিনে পৃথিবীর গতি ৬৬৬,০০ mph!, প্রতি বর্গমাইলে . ৬৬৬ ফুট, পৃথিবী তীর্যকভাবে কাত হয়ে আছে ৬৬.৬ ডিগ্রিতে। দেখে মনে হয় ইচ্ছেকরেই স্যাটানিস্টদের প্রিয় ডিজিটের সাথে মিল রেখে প্রত্যেক জিনিসের হিসাব রাখা হয়েছে। সবকিছুই কেমন যেন এনকোডেড রিচুয়াল। এটা অসম্ভব নাহ।

ফ্রিম্যাসনের মত গুপ্ত সংগঠনগুলোর কর্মী-সদস্যদের কর্মপদ্ধতির একটি হচ্ছে সমস্তকিছুতে ওদের বিশেষ চিহ্নকে প্রকাশ্যে রাখা যার তাৎপর্য শুধুমাত্র অন্য সদস্যরাই জানবে। এটা তাদের ব্যবহৃত এক ধরনের ভাষা।কোপার্নিকাস,নিউটন, কেপলাররা খুবই সমাদৃত ফ্রিম্যাসন। এদিকে দাজ্জালের স্বঘোষিত অনুসারী জ্যাক পারসনস এর চিন্তা ও বিদ্যাভিত্তিক গবেষণার বদৌলতে গজানো এই কস্মোলজিটিকে তারা অবশ্যই শয়তানের ইনভোকেশনে আনুকূল্যতা রেখেই ডিজাইন করবে, এমনটাই প্রত্যাশিত ।এজন্যই প্রত্যেক দেশের মহাকাশ সংস্থা তাদের অফিশিয়াল সিম্বলে ভেক্টর সিম্বল রেখেছে। আশ্চর্যজনক হলেও 7 এর ন্যায় প্রতীকটি প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি যার যার প্রতীকরূপে রেখেছে[৮]। আপনি দেখলে অবাক হবেন যে, আমেরিকা, চায়না দেশগুলো বাহ্যত মাটির উপরে দা কুমড়া সম্পর্ক দেখালেও স্পেস স্টেশনে দহরমমহরম আন্তরিকতা! এটা প্রমান করে প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি একে অপরের সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এরূপ চিন্তা করা একদমই অর্থহীন যে, 'মার্কিন নাসা মিথ্যাচার করলেও তো অন্যান্য সবাই মিথ্যাচার করবেনা'। বস্তুত, আজকের ইউএন এর গ্লোবাল
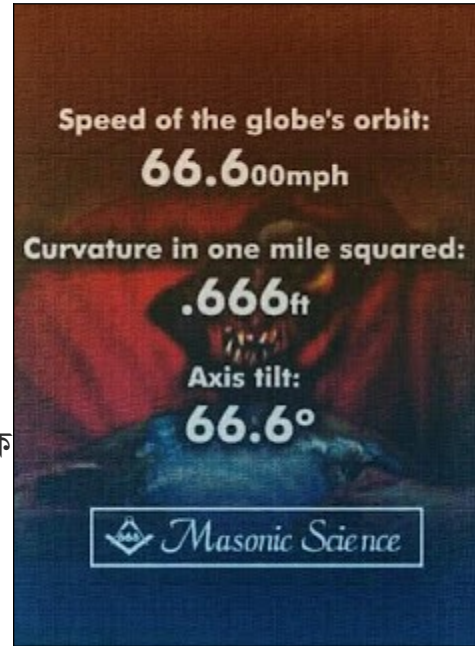
গভার্মেন্টের আওতাধীন মানবরচিত সংবিধানে পরিচালিত দেশগুলোর ভেতরকার যে বাহ্যিক দ্বন্দ্ব আমরা দেখি, সেটা শুধুই বাহ্যিক। কাফিররা এক মিল্লাত।

প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিগব্যাং→ইনফিনিট স্পেস→ প্লানেটারি মোশন→ হেলিওসেন্ট্রিজম→ বিবর্তনবাদ→ বিগক্রাঞ্চ ইত্যাদি সবই একই সুতোয় গাথাঁ স্বতন্ত্র বিশ্বাস ব্যবস্থা। একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এ ফিলোসফিক্যাল ধর্মের অনুসারীরা যদিও বাহ্যত হেলিওসেন্ট্রিক প্যাগানিজমের প্রচার করে, বিভিন্ন মিডিয়া প্রোগ্রামে লুক্কায়িত সত্যিকারের কস্মোলজিক্যাল অর্ডারকে বিদ্রুপ করে উপস্থাপন করে। এজন্য আজ পর্যন্ত অসংখ্য ফিল্ম,এ্যনিমেটেড শো,গান গুলোয় জিওসেন্ট্রিক বিশ্বব্যাবস্থাকে তুলে ধরেছে, হয়ত এটা দর্শকদের জন্য একরকমের স্যাটায়ার বা বিদ্রুপ,এটা এজন্য যে তারা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য জানে[৯]।
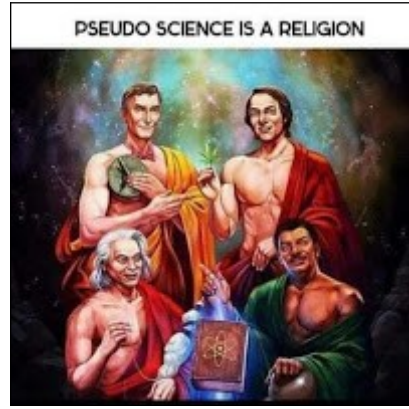
একইভাবে চন্দ্র অভিযানের নাটক নিয়েও এরূপ satirical message ফিল্ম/কার্টুনগুলোয় অসংখ্যবার দেখানো হয়েছে[১০]।এরা একদিকে যেমন করে মেইনস্ট্রিমে হেলিওর প্যান্থিয়ন(সূর্যদেবের মন্দির) নির্মান করছে, তেমনিভাবে অন্যদিকে ওদের গোপন নথিগুলোয় সত্যিকারের কস্মোলজির উল্লেখ করে গোপন রাখছে। ওরা এমনকি বিমানের ডিজাইনের ডেটায় পৃথিবীকে ননরোটেটিং ফ্ল্যাট ফিক্সড আর্থ হিসেবে লিখছে! অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছুকেই সত্যিকারের কস্মোলজিতে কম্প্যাটিবল করে তৈরি করছে, অথচ মেইনস্ট্রিমে প্রচার করছে ভুয়া সূর্যপূজার কস্মোলজি। নিচের নাসার অফিশিয়াল ডকুমেন্টটি দেখুনঃ

NASA — **Report Documentation Page**

1. Report No.	2. Government Accession No.	3. Recipient's Catalog No.
NASA RP-1207		

4. Title and Subtitle	5. Report Date
Derivation and Definition of a Linear Aircraft Model	August 1988
	6. Performing Organization Code
7. Author(s)	8. Performing Organization Report No.
Eugene L. Duke, Robert F. Antoniewicz, and Keith D. Krambeer	H-1391
	10. Work Unit No.
9. Performing Organization Name and Address	RTOP 505-66-11
NASA Ames Research Center, Dryden Flight Research Facility, P.O. Box 273, Edwards, CA 93523-5000	11. Contract or Grant No.
	13. Type of Report and Period Covered
12. Sponsoring Agency Name and Address	Reference Publication
National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC 20546	14. Sponsoring Agency Code

15. Supplementary Notes

16. Abstract

FLAT, NON ROTATING EARTH'

This report documents the derivation and definition of a linear aircraft model for a rigid aircraft of constant mass flying over a flat, nonrotating earth. The derivation makes no assumptions of reference trajectory or vehicle symmetry. The linear system equations are derived and evaluated along a general trajectory and include both aircraft dynamics and observation variables.

17. Key Words (Suggested by Author(s))	18. Distribution Statement
Aircraft models Flight controls Flight dynamics Linear models	Unclassified — Unlimited Subject category 08

19. Security Classif. (of this report)	20. Security Classif. (of this page)	21. No. of pages	22. Price
Unclassified	Unclassified	108	A06

NASA FORM 1626 OCT 86

*For sale by the National Technical Information Service, Springfield, VA 22161-2171

NASA-Langley, 1988

শুধু নাসা নয়, ইউএস আর্মি ও সিআইএর অসংখ্য ডকুমেন্টে (নিচের কিছু ছবিতে দেওয়া হলো) সমতল পৃথিবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ওদের সমস্ত রিসার্চ সমতল জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিকে ঘিরে যদিও উলটো অফিশিয়ালভাবে উল্টোটা প্রচার করে। ওরা খুব ভাল করেই জানে যে বিপদ

বিপরীতটাই সত্য। সমতল জিওসেন্ট্রিক জিওস্টেশনারী বিশ্বব্যবস্থা যদি ভুলই হয়,তবে এটা নিয়ে তাদের এত মাথাঘামানো কেন! বছর দুয়েক আগের কথা। লিডিং মহাকাশ সংস্থা নাসার অফিশিয়াল পেইজে এমন কিছু লিখি, যার ফলে নাসার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার এলবার্ট কফ্রিন আমার কথার জবাব দিতে হাজির হন। এরপরে শুরু হলো লম্বা বিতর্ক। কিছুক্ষন পর দেখি, আরো অনেক আম্রিকান হাজির। এদেরকে দেখে পেইড মনে হলো, অধিকাংশই স্পেস এজেন্সির সাথে সম্পৃক্ত, কারও বা আইডির বন্ধুতালিকা শূন্য, কোন ব্যক্তিগত কিছুই নেই। অর্থাৎ কিছুলোককে প্রশ্নের জবাব /বিতর্কের জন্য ভাড়া করা। এরা অনেক যুক্তি দিয়ে দমাতে চেষ্টা করে বিফল হলো, অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় সবগুলোকে পালাতে বাধ্য করলাম। আর কেউ প্রশ্ন করা বা জবাব দেওয়ার জন্য আসলো না,সব গুলো নিশ্চুপ। কিন্তু দু মাস পরে সেই লিংকে গিয়ে দেখি আমার লেখাগুলি এবং গোটা তর্কবিতর্কের কমেন্টবক্স রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে! টেক জায়ান্ট গুগলও জিওসেন্ট্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিষয়টি সহ্য করতে পারে না। এজন্য তারা ইউটিউবে সার্চ কুয়েরি থেকে জিওসেন্ট্রিসিটির সমস্ত ডকুমেন্ট মুছে দিয়েছে, এবং বিপরীতে রেখেছে এর বিরুদ্ধ যুক্তি এবং বিদ্রুপাত্মক ভিডিও। কেউ এখন জিওসেন্ট্রিক অ্যাস্ট্রোনমির কিছু লিখে সার্চ দিলে,রেজাল্টে আসবে এটাকে নিয়ে করা সবধরনের ট্রোল ভিডিও।এসব প্রমাণ করে কিছু একটাকে লুকিয়ে বা চেপে রাখার প্রচেষ্টা।

মূলত, এই এস্ট্রনমিক্যাল করাপশন ডিভাইন ডমিনিয়নের(আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব) ভয় থেকে সাধারন মানুষকে নিস্কৃতি দিয়েছে, এখন অধিকাংশ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত মহাশূন্যের তুলনায় কোন এক ক্ষুদ্র এক প্ল্যানেটের উপর ধূলিকণার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছু নয়। এরা আসমানবাসীদের রিলিজিয়াস পার্স্পেক্টিভে দেখছে না,বরং র্যাশোনাল পার্স্পেক্টিভে এলিয়েন তালাশ করছে। তারা একরকমের প্লুরালিস্টিক মিস্টিসিজমে ডুবে আছে। ধর্মীয় স্ক্রিপচারের কস্মোলজিক্যাল কন্সেপ্ট যেহেতু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ইনকম্প্যাটিবল সেহেতু, এগুলোকে তারা ত্রুটিপূর্ণ এবং মনগড়া বানোয়াট মনে করছে। যেহেতু পরস্পর সাংঘর্ষিক দুটি ভিন্ন স্ট্রিমের মেটাফিজিক্যাল - কস্মোলজিক্যাল বর্ননা দেখছে,সেহেতু তারা এ্যাগনস্টিক এবং পরবর্তীতে নাস্তিক-যিন্দিকে পরিনত হচ্ছে। এজন্য দেশবিদেশে এথিজম ও প্যান্থেইজমের দিকে মানুষ খুব বেশি ঝুকছে। এটা আসলে Satanic Cosmogony এরই স্বাভাবিক Consequence। যাদের(পিথাগোরিয়ান) থেকে এ ডক্ট্রিন এসেছে এরাও তো একই আকিদা বা বিশ্বাস হৃদয়ে ধারন করত। স্বাভাবিকভাবেই ওদের প্রবর্তিত চিন্তাধারা ওদের বিশ্বাসের দিকেই ধাবিত করবে। প্রাচীন কালের সাধারন কাফিররা আল্লাহর অস্তিত্বকে মানত, কিন্তু এরা পুনরুত্থান দিবসকে অবিশ্বাস করত। অন্যদিকে শুধুমাত্র জ্যোতিষী-যাদুকরদের সিংহভাগ আল্লাহর সত্তাগত অস্তিত্বে অবিশ্বাস

করত,যাদের হাতে আজকের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো লুক্কায়িত ছিল। আজকে সেই কস্মোলজিক্যাল প্যাগানিজম বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠিত হবার পর যাদুকর-জ্যোতীষীদের অনুরূপ সাধারন মানুষও আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা শুরু করে। মূলত এ কারনেই নিচের চিত্রের নাস্তিক আজ আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে[এটা জাহিরি কারন,আসল কারন আল্লাহ তাদের থেকে হিদায়াতের আলো তুলে নিয়েছেন]। একটু ভাল করে দেখুন চিত্রে দেওয়া পোস্টগুলো কস্মোলজি/ কস্মোজেনেসিস(সৃষ্টিতত্ত্ব)/মেটাফিজিক্স নিয়ে:

আজ এদের প্রতিরোধ করতে একদল তরুন দাঁড়িয়ে গেছে, যারা এদের মুখ বন্ধ করতে এদেরই শয়তানি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত বিতর্ক করতে থাকে, সেই সাথে "প্যারাডক্সিকাল সাজিদ" নামে সুডোসায়েন্টিফিক মিস্টিসিজম এর ইসলামাইজড ভার্সন প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু এর ফলাফল অস্থায়ী।কিছুদিনের মধ্যেই নাস্তিক কমিউনিটি থেকে সেসব কিতাবের "খন্ডন" বের হয়:

এভাবেই ফিতনা চলতে থাকে......

অনেক সাধারন মুসলিমরা এসব কিতাবাদি পড়ে কাফির হয়ে যাবার কথা শোনা যায়!!

Mohammad Zaman ▸ ইসলামি বই

দূর্বল ঈমানের একজনের নাস্তিকতা বিরোধী বইপত্র পড়ে/ভিডিও দেখে ওয়াস্ওসার শিকার হয়ে উল্টো নাস্তিক ভাব চলে এসেছে।তার ঈমান ফেরাতে কোন্ বই/দোয়া-নসিহত দেয়া উচিত?

2 hrs · Facebook for Android · Public
Save · More

Like React Share

19

Miraz Khan
ওই বিষয়গুলোতে অনেকেই ওয়াসওয়াসার শিকার হয়। দ্বীনের বুঝ আসার প্রথমদিকে বই পত্র পড়া যখন শুরু তখন আমিও এটার শিকার হয়েছিলাম।

আল্লাহ্ ভাইটিকে হেফাজত করুক।
1 · Like · React · More · 2 hours ago

Mohammad Zaman replied · 8 replies

Mohammad Zaman
Miraz Khan ভাই, এ থেকে কিভাবে উদ্ধার করলেন নিজেকে?
1 · Like · React · More · 2 hours ago

Miraz Khan
আমাকে উদ্ধার করেছেন আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়াতা'আলা। আমি খুব খুব করেনে প্রাণে চেয়েছি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ্ যেনো আমাকে প্রকৃত মুসলিম বানিয়ে দেন। জোর করে ভালো ভালো চিন্তা আনার চেষ্টে করে আল্লাহর রহমতে। ৬মাস সময় লেগেছিলো আমার প্রায়। বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার। বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দুআ করা। সময়টা অনেক সেনসিটিভ। শয়তান অনেক কুমন্ত্রনা দেয়। এ থেকে বাঁচার জন্য দ্বীনকে আরও ভালো ভাবে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করা। সাধারণত দ্বীন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করার সময় শয়তান এভাবে কুমন্ত্রনায় ফেলে দেয়। শয়তানকে পাত্তা না দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। আর ঈমান আক্বীদা বিষয় বইগুলো মনে এখন পড়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। যদিও আমি তখন বই পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম, হঠাৎ করে বই পড়ার প্রতিও ভয় জন্মে গেছিলো তাই। আর ওরকম কারো কোনো সাজেশন পাইনি কী করবো না করবো। আল্লাহ্ আমাকে দয়া করে বের করে এনেছেন ওরকম সময় থেকে।
2 · Like · React · More · 2 hours ago

Mohammad Zaman
Miraz Khan আলহামদুলিল্লাহ
Like · React · More · 2 hours ago

Rayhana Ferdous
Miraz Khan ভাই আমার অবস্থা এমন ছিলো। ওদের বিরোধী পোস্ট পড়ে আমিও নাস্তিক হয়ে গেছিলাম। ওরা যেই সুন্দর করে মিথ্যা কথা লিখে হুহ। ব্রেইন ওয়াশ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দিসেন। আলহামদুলিল্লাহ। আসলে ভাইয়া ইসলাম আবেগে চলে না ইসলাম চলে লজিকে। অনেক কিছু মনে হয় কেমনে মানবো, যখন লজিক দিয়ে বুঝবো তখন ইসলামকেই সঠিক মনে হবে। তাকে বলেন ব্যাপার গুলা লজিক দিয়ে বুঝতে। কোরআন তাফসির পড়তে বলেন। আর বলেন আমাদের দুনিয়ার অবস্থার সাথে ইসলামকে মিলাতে তাহলেই বুঝবে। কারন ইসলামেই সব উপায় আছে।
2 · Like · React · More · 2 hours ago

Mohammad Zaman
Rayhana Ferdous আলহামদুলিল্লাহ
Like · React · More · 1 hour ago

Miraz Khan
সমস্যাটা হয় আমাদের জ্ঞান স্বল্পতার কারণে। দ্বীনের যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকেনা শয়তান সে বিষয়ে আমাদের ফাঁদে ফেলতে চায়। অবশ্যই ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবনব্যাবস্থা। এখানে সবকিছুরই সমাধান আছে। আমার ব্যাপার টা বলি আমি তখন প্রথম দ্বীনের পথে আসা শুরু করি আল্লাহর রহমতে, এবং দ্বীনি বই পত্র পড়তে শুরু করি, মাত্র দু একটা পড়ার পরই আমার এক ভাই আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন ড.বিলাল ফিলিপ্সের। যেটা আসলে নাস্তিকদের জন্য, সংশয়বাদিদের জন্য লিখা। আমি কোনোকালেই

সংশয়বাদি বা ওরকম কিছু ছিলাম না আল্লাহর রহমতে। তাই আমি এখন বুঝি ওই বইটা আমার জন্য না, তখন বুঝতে পারিনি এটা। কারণ বইটাতে নাস্তিকদের যুক্তি খন্ডানোর জন্য তাদের যেসব যুক্তি টানা হয়েছিলো সেগুলা পড়ে আমিই ওয়াসওয়াসাদে পড়ে গেছিলাম, ইন্নালিল্লাহ্! প্রায় ৬টা মাস কি অবস্থার মধ্যে গিয়েছি আল্লাহ্ জানেন। পরে পরে দেখতেসি এই রোগ আরো অনেকের, আমি একা নই। শুনেছি এই অবস্থায় অনেকে ডিপ্রেশনে পরে সুইসাইড এটেম্পট পর্যন্ত করতে চায়। এটা আমি বুঝি কারণ আমিও গিয়েছি সেই অস্বস্থিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। আল্লাহ্ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তিঁনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা। তাই শুরুর দিকে উচিৎ তাফসীর পড়া এবং আক্বীদা,তাওহীদ সম্পর্কিত বইগুলো পড়া। এসব বিষয়ে জানা প্রত্যেক মুসলিমেরই প্রয়োজন।
1 · Like · React · More · 42 minutes ago

Mohammad Zaman
Miraz Khan জাজাকাল্লাহ খাইরান
Like · React · More · Just now

কাফিরদেরকে যুক্তি দিলেই তারা তা মান্য করবে না। তারা সেটাকে খন্ডন করতে চাইবে, প্রাচীন

যুগগুলোয় কাফিররা অনেক অলৌকিক নিদর্শন চোখের সামনে দেখেও অস্বীকার করত। এরা মূলত জানলেও দ্বীন পালনের ব্যপারে কুফর করে যাবে। এরা এমন না যে দলিল প্রমান পেলেই মেনে নেবে। আর এই কুরআন যুক্তি প্রমান দেখে ঈমান আনয়নকারীদের প্রতিও নাযিল হয়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

" الم
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

"আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদের কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না । আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।[সূরা বাকারাঃ১-১০]

যারা আল্লাহ ও তার রাসূল(স) কে কটাক্ষ করে, তাদের শাস্তি একটাই, হত্যা। নিশ্চয়ই আল্লাহ

নির্দিষ্ট সংখ্যক জ্বীন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এদের জন্য আজেবাজে যুক্তি দিয়ে শয়তানি অপবিজ্ঞানকে ইসলামাইজ করে মু'তাযিলাদের মত তর্ক করা বা সহিষ্ণুতা প্রদর্শন নির্বুদ্ধিতা এবং প্রহসন বৈ আর কিছু নয়।আমরা জানি, এমন কিছুর কথা আমরা বলছি, যা সত্যিই এ যুগে গ্রহন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমরাও অখন্ডনীয় দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত যার ব্যপারে বিরুদ্ধবাদীরা সত্যিই বিব্রত। আমরা দ্বীনের সাথে শয়তানি ন্যাচারাল ফিলোসফির সমন্বয় সাধনে বা আপোষে বিশ্বাসী নই, বরং যতটুকু মেশানো হয়েছে ততটুকু বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি মনযোগী। এজন্য কারো তিরস্কার, কটাক্ষের ব্যপারে একেবারেই বেপরোয়া। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা মূলত প্রাচীন জ্যোতিষবিদ্যারই আধুনিক সংস্করণ যেটা প্রাচীন পিথাগোরাস থেকে সর্বপ্রথম অফিশিয়ালি প্রচার শুরু হয়। ফ্রিম্যাসন সম্রাট অ্যালবার্ট পাইক বলেন,"**পাইথাগোরাস ঋষির উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যার(ঋষির) অর্থ যারা জানেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং নিজেকে দার্শনিক হিসাবে প্রয়োগ করেছেন, যিনি পছন্দ করেন গুপ্ত এবং অকাল্ট বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি যে জ্যোতির্বিদ্যার(মহাকাশতত্ত্ব) শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ছিল জ্যোতিষশাস্ত্র: তাঁর সংখ্যার বিজ্ঞান কাব্বালার নীতিগুলির ভিত্তিতে ছিল। সমস্ত কিছু সংখ্যার পর্দা দ্বারা ঢাকা।** "

[Morals and Dogma]

এবার চলুন দেখা যাক জ্যোতিষবিদ্যার ব্যপারে ইসলাম কি বলে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর জ্ঞান শিক্ষা করলো সে যাদু বিদ্যার একটা শাখা শিক্ষা করলো। তা যতো বৃদ্ধি পাবে যাদুবিদ্যাও ততো বাড়বে।**

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৯০৫
হাদিসের মান: হাসান হাদিস

সুতরাং আশা করি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না যে, এই মহাকাশবিজ্ঞান যা বলে সেসব যাদুবিদ্যারই শাখাগত বিদ্যা বা যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক চিন্তাধারা।

এবার আসা যাক এলিয়েন প্রসঙ্গে। যখন থেকে যাদুকরদের অকাল্ট ফিলসফির অন্তর্গত বিষয়ঃআউটার স্পেস তথা "মহাশূন্য"কে বিজ্ঞানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, মানুষ কল্পনা প্রবণ হয় এতে ভ্রমণের ব্যপারে। পৃথিবীকে মহাশূন্যের অতিক্ষুদ্র কণার মত ঘুর্নায়মান বর্তুলাকার 'গ্রহ' হিসেবে

প্রচার করা হয় এবং বলা হয় কোটি কোটি গ্রহ আছে, হাজারো গ্রহ হতে পারে বাসযোগ্য, অন্য গ্রহগুলোয় জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে রহস্যঘন কল্পনায় ডুবিয়ে রাখতে শুরু করে কথিত বিজ্ঞানী নামধারী অপবিজ্ঞানীরা। শুরু হয় ভীনগ্রহীদের নিয়ে কল্পনা জল্পনা। এখন শুধু পাশ্চাত্যে সীমাবদ্ধ নয়,সারা বিশ্বের মানুষদের এসব নিয়ে কল্পনায় ভাসানো হয়। বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেন উন্নত বুদ্ধির প্রানীদের। শুরু হয় মানুষের চেয়েও উন্নত কোন সভ্যতার কল্পনা। শুরু হয় এলিয়েন ফ্যান্টাসি। বিজ্ঞানী থেকে রাজনীতি সবজায়গায়ই এলিয়েন রহস্য। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান মানুষকে এলিয়েন থ্রেটের কথা শোনায়। তিনি সরাসরি বলেন, এলিয়েনদের আগ্রাসন হয়ত ভবিষ্যতে মানবজাতির ধর্মবর্ণের বিভেদ ভুলে একজাতিতে পরিনত করবে।এরপর থেকে ঠিকই নিয়মিত অচেনা বিচিত্র আকৃতির নভোযান পৃথিবীর আকাশে ভাসতে দেখা যায়। সারাপৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এলিয়েনদের দ্বারা মানুষ অপহরণের ঘটনা ঘটতে শোনা যায়। এই এলিয়েনদের আসল পরিচয় কি??

ইনফিনিট স্পেস আর অগণিত গ্রহ,গ্যালাক্সি,নিহারিকার কনসেপ্টটি যাদুকর-দার্শনিক এন্যাক্সিম্যান্ডার, ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস এবং ব্রুনোর কস্মিক প্লুরালিজমের প্রাচীন ধারনাকে নতুন করে জাগিয়ে দেয়[১১]। এরপরে শুরু হয় বহির্জগতের বুদ্ধিমান প্রানীদের নিয়ে ফ্যান্টাসি। অজস্র বই,গল্প,উপন্যাস,পত্রিকা ম্যাগাজিন এই প্লটের উপর লেখা হয়। পাঠকদের অধিকাংশই এসকল সায়েন্স ফিকশনকে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা/কল্পনা মনে করে সমর্থন দিতে শুরু করে। টেলিভিশন ছড়িয়ে পড়বার পর ব্রেইনওয়াশিং এবং মাইন্ডকন্ট্রোল এর আওতা আরো বেড়ে গেল। সেই নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত ম্যাসনিক হলিউড; স্পেস আর এলিয়েন প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। যতগুলো সায়েন্সফিকশন সিনেমা নির্মান করছে তার সবই আউটারস্পেস এর কন্সেপ্ট ভিত্তিক। আর স্পেস থাকা মানেই স্পেস ট্রাভেল,এলিয়েন থাকবে। এরপরে যে সিনেমা গুলো বের হতে শুরু করে তার অধিকাংশ হয় এলিয়েন ইনভ্যাশন নিয়ে। বহির্জগতের বুদ্ধিমান প্রানীরা উন্নত প্রযুক্তিসমেত পৃথিবীতে হামলা করেছে, সমস্ত দেশগুলো এক হয়ে প্রতিরোধ করছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।[১২] এখনকার ফিল্মগুলোতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, মেটাফিজিক্যাল(origins of existence) ব্যপার গুলোয় এলিয়েন হস্তক্ষেপ দেখিয়ে। ওরা দেখাচ্ছে মানুষের অস্তিত্বটাই এলিয়েনদের দান। মানুষের ডিএনএ'তে এলিয়েন ডিএনএ মিশে আছে। ওরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার। প্রমিথিউজ,ট্রান্সসফরমার এই ম্যাসেজগুলোই দিচ্ছে। অন্যদিকে এসবে আছে সায়েন্টিফিক কমিউনিটির সমর্থন [১৩]। মিডিয়ায় হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমি ও এলিয়েনের অস্তিত্বের প্রমোশন পাবার সাথে সাথে মানুষও Unidentified flying object(UFO) এবং

Unidentified submerged object(USO) দেখা শুরু করে। মেক্সিকো আমেরিকায় বিষয়টা এমন স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওটা খুবই সাধারন বিষয়। এ বিষয়গুলোর সূত্রপাত খুজতে গিয়ে মেলে জগদ্বিখ্যাত যাদুকর এ্যালিস্টার ক্রোওলির ১৯১৮ সালে করা 'অমলন্ত্র' রিচুয়াল(amalantra working)[১৪]। ক্রোওলি Lam নামের এক এলিয়েন এন্টিন্টির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করত। তিব্বতীয় ল্যাম শব্দের অর্থ পথ অথবা পথদাতা। ল্যাম দেখতে অনেকটা গ্রে এলিয়েন যেমনি দেখতে, তেমনি। অধিকন্তু, ল্যাম হচ্ছে মূলচক্রের একটি মন্ত্র(যোগসাধনায় ষড়চক্রের একদম নিম্নে অবস্থিত)। বলা হয় ক্রোওলির এই রিচুয়ালের উদ্দেশ্য ছিল এলিয়েন এন্টিটির জন্য ইন্টারডাইমেনশনাল পোর্টাল[৩২] খুলে দেওয়া যাতে তারা ইচ্ছেমত আমাদের ডাইমেনশনে প্রবেশ করতে পারে। এরপরে ১৯৪৬ সালে আরেকটি বড় পরিসরের ম্যাজিক্যাল রিচুয়াল পালিত হয়। এর নাম দেওয়া হয় "Babalon Working"[৩৬]। এতে ক্রোওলির সাথে যোগ দেয় বর্তমান স্পেস এজেন্সি নাসা এবং সাইন্টোলজি কমিউনিটির ফোরফাদারগন। সেটাতেও সিরিমোনিয়াল এবং সেক্স রিচুয়াল পালিত হয় অমলন্ত্রের মত। সমস্ত অকাল্ট কমিউনিটির মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে এ রিচুয়াল দ্বারা আগের ডাইমেনশনাল গেইটওয়ে এক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়াল এন্টিটির জন্য আরো প্রশস্ত করা হয়। এ ঘটনার পর দিয়ে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইউএফও সাইটিং শুরু হয় ব্যাপকহারে। এলিয়েনদের দ্বারা অপহরণ, এমনকি সেনাবাহিনীরাও আক্রান্ত হবার ডকুমেন্ট পাওয়া যাচ্ছিল।

এ্যালিস্টার ক্রোওলির সাথে জেট প্রপালশান ল্যাব এবং সাইন্টোলজির প্রতিষ্ঠাতার ল্যাম বা গ্রে এলিয়েন বিংদের আহব্বান এবং পরবর্তীতে অগনিত ইউএফও/ইউএপির উপদ্রব, সেই সাথে জেট প্রপালশান ল্যাবের রকেট আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের মনে একটা ধারনাকে গেঁথে দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে Outer Space(মহাশূন্য)! অর্থাৎ উপর থেকে বহির্জাগতিক প্রানীরা আসতে পারে আর আমরাও উপরে(আসমানে) যানবাহন বহির্বিশ্বে পাঠাতে পারি। "মহাশূন্যের" ধারনাকে মানুষ ইয়াক্বিন করে নেয়।যাহোক, হঠাৎ করে ইউএস প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘে বললেন, **"হয়ত আমাদের কোন একটা সার্বজনীন বহির্জাগতিক হুমকির প্রয়োজন যা আমাদের মধ্যকার সাধারন ঐক্যকে জাগ্রত করবে, আমি মাঝেমধ্যে ভাবি কতটা দ্রুত আমাদের মধ্যকার এই (জাতিগত) ভেদাভেদ চলে হয়ে যাবে, যদি আমরা কোন ধরনের এলিয়েনদের হুমকির মুখোমুখি হই।" [১৫]**

১৯৯৪ সালে জার্নালিস্ট এবং কন্সপিরেসি থিওরিস্ট সার্জ মোনাস্ত নাসার প্রজেক্ট ব্লুবিম[১৬] নিয়ে

কথা তোলেন। এ নিয়ে একটি বইও পাব্লিশ করে ব্যাপক সাড়া ফেলেন। এতে দাবি করা হয় নাসা বিশ্বের মোড়লদের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ফেইক এলিয়েন ইনভ্যাশন ঘটাতে চায় যার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের জাতি,ধর্ম,বর্নের ভেদাভেদ ভেঙে এক সরকারবিশিষ্ট বিশ্বব্যবস্থা গঠন করা যায়। মোনাস্তের কথা অনেকে একদম কন্সপাইরেসি থিওরি বলে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু স্যাটানিস্ট ক্রোওলির ল্যামের সাথে কন্টাক, ইনভোকেশন এবং ম্যাজিক্যাল ডাইমেনশনাল রিফট তৈরি, হঠাৎ ইউএফও সাইটিং শুরু এবং আশংকাজনক বৃদ্ধি, রোনাল্ড রিগ্যানের আশংকার কথা, এবং হলিউডের প্রোপাগান্ডা মেলালে সেই কন্সপিরেসি থিওরিস্টের কথা সত্য হবার আশংকা চলে আসে। এটা আরো প্রগাঢ় হয় আজকের সাইন্টিফিক কমিউনিটি থেকে সমর্থন পাওয়া যায়। পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকু প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের এলিয়েন থ্রেট দিয়ে ন্যাশনাল ব্যারিয়ার ভেঙ্গে সমগ্র দেশ গুলো এক করার বক্তব্যকে পূর্ন সমর্থন দিয়ে তিনি এলিয়েন ইনভ্যাশনের আশংকা করেন[১৭]।

এলিয়েন নিয়ে ফ্যান্টাসি এখানেই সমাপ্ত না, বেশ কিছু ধর্মও তৈরি হয়েছে[৩১]। যেমন রায়েলিজম, হ্যাভেন্স গেইট,ব্রহ্মকুমারী ইত্যাদি আরো অনেক। এসকল নতুন ধর্মগুলো এলিয়েনের হস্তক্ষেপকে হলিউডের ফিল্মের ন্যায় মানবজাতির সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তনের কারন হিসেবে মানে। আমাদের দেশেও রায়েলিজমের অনুসারী রয়েছে অনেক। এরা এলিয়েনদেরকে 'এলোহিম' শব্দ দ্বারা বোঝায়, যার জন্য ইজরাইলের টেম্পল তৈরির জন্যও তাগিদ দিয়েছে।তারা শীঘ্রই আসছেন! রায়েলিজমের শাখা বাংলাদেশেও আছে। উইকিপিডিয়া অনুসারে: *"Raëlians believe that scientifically advanced extraterrestrials, known as theElohim, created life on Earth through genetic engineering, and that a combination of human cloning and "mind transfer" can ultimately provide eternal life."***(উইকিপিডিয়া)**

আরেকটি এলিয়েনবাদি ধর্ম, ইথারিয়াস। এর প্রতিষ্ঠাতা, ইথারিয়াস নামের এক এলিয়েনের সাথে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগের পরে প্রতিষ্ঠা করেন। উইকিপিডিয়া অনুসারে: *The Aetherius Society was founded in theUnited Kingdom in 1955. Its founder, George King, claimed to have been contacted telepathically by an alien intelligence called Aetherius, who represented an "Interplanetary Parliament.* **(উইকিপিডিয়া)**

ব্যবিলন প্রজেক্টের পরের বছরেই রাজওয়েলে ইউএফওর ক্রাশ ঘটে ; যার ধ্বংসবশেষ এরিয়া ৫১

তে পাঠানো হয়। এভাবে হাজারো ফ্লাইং ডিস্ক এবং বিচিত্র মডেলের আকাশযানের ছবি ও ভিডিও পৃথিবী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভাইরাল হতে লাগলো। হাজারো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তৈরি হতে লাগলো। ৫০০ বছর আগে যখন জিওসেন্ট্রিক ফ্ল্যাট ষ্টেশনারী পৃথিবীর মডেলটি ভ্যালিড ছিল, তখন এই ইউএফওর উপদ্রব একদম অচেনা ছিল। সাধারণ কেউ এসব ফ্ল্যাইং ডিস্ক কল্পনাও করতে পারতো না। কেউ এলিয়েনদের দ্বারা অপহরনের স্বীকারও হত না। কিন্তু তখন জ্বীনদের দ্বারা কাউকে লুকিয়ে ফেলা বা নিয়ে যাবার ঘটনা জানাশোনা ছিল। ব্যবিলন ওয়ার্কিং এর দ্বারা আহব্বান করা ল্যামের গ্রে এলিয়েন বাহিনীর আসল পরিচয় অনেকেই বুঝে গেছেন। এরপরেও আরো স্বচ্ছ ধারনা প্রয়োজন।

ইউএফওলজিস্ট জ্যাকুয়েস ভ্যালি সর্বপ্রথম ইউএফও ফেনোমেননগুলোকে ইন্টারডাইমেনশনাল এন্টিটির কারসাজি বলে উল্লেখ করেন। পরে এর সপক্ষে John Ankerberg এবং John Weldon এরও বক্তব্য রয়েছে। তারা বলেনঃ**"the UFO phenomenon simply does not behave like extraterrestrial visitors."** অর্থাৎ কথিত স্পেসক্রাফট ও এলিয়েনগন এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়ালের মত আচরণ করে না। অন্যান্য যুক্তির দিক দিয়ে ইউএফও ফেনোমেনন এর ব্যাখ্যা Interdimensional hypothesis এর দিকেই যায়। একারনে অনেক ইউএফলজিস্টরা ETH এর চেয়ে IDH কে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।তাদের কেউ কেউ এগুলোকেই প্রাচীনকাল থেকে প্যারানরমাল/সুপারন্যাচারাল ঘটনাগুলোর ভিন্নধর্মী ম্যানিফেস্টেশন বলে মনে করেন। যেমন ইউএফওলজিস্ট জন কিল UFO গুলোকে Ghost/spirit/demon এর ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন।[২১]

২১ শতকে জিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমির বিপ্লব সৃষ্টিকারী প্রকৃতিপূজারী প্যাগান এরিক দুবেঈ বলেন, **"আজকে যেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্লাইং সসার দেখা যায় যাকে আমরা ইউএফও বলে অভিহিত করি, একই জিনিস সেই হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত আমাজন জঙ্গলের মানুষগুলো যারা আইয়োহুয়াস্কা, পাইয়োডি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সাইকাডেলিক উপাদান গুলো সেবন করে, তারাও ঠিক একই জিনিসের ব্যপারে বলে এবং যেগুলো দেখতে এলিয়েন ও ফ্লাইং সসারগুলোর মত। যারা সেসব ক্র্যাফট থেকে বের হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়। এরা মূলত ইন্টারডাইমেনশনাল জীব। আর সবচেয়ে শক্তিশালী সাইকাডেলিক উৎপন্ন করে আমাদের ঘুমন্ত মস্তিষ্কের পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড যাকে থার্ড আই বলা হয়। এজন্য স্বপ্ন হচ্ছে এরই একটা প্রোডাক্ট।ঘুমন্ত**

অবস্থায় অনেকে এমন এলিয়েন এবডাকশনের স্বপ্ন দেখে যা তাদের কাছে খুবই সত্য বলে মনে হয়। হয়ত তখন তার মস্তিষ্কে অন্ডিজেনাস ডিএমটি সাইকাডেলিক ড্রাগের বিস্ফোরণ ঘটে। একই সাইকাডেলিক ম্যাজিক মাশরুম ব্যবহার করত মিথ্রাইক কাল্টে। আদিম সভ্যতাগুলো নিজেদেরকে নক্ষত্রের বংশোদ্ভূত বলত। তারা মূলত ইন্টার ডাইমেনশনাল রেল্মে ঘুরে বেড়াতো , অথচ আজকে ফেইক কস্মোলজি শেখানো হয়, এলিয়েনদের অস্তিত্বের জন্য ভ্রান্ত আউটার স্পেস কন্সেপ্ট নিয়ে আসা হয়েছে।"

বিখ্যাত স্পিরিচুয়ালিস্ট ট্যারেন্স ম্যাকেনা বলেন, **"আমি মনে করি এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়ালদের সাথে যোগাযোগের চেয়ে আসল কাজ হচ্ছে এটা জানা যে আপনার সাথেই একজন রয়েছে। এটা একদমই বোকামি যে একটা রেডিও ব্যবহারকারী সভ্যতাকে খুজতে রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে ছায়াপথে খুজে বেড়ানো।"** তিনি মনে করে সাইকাডেলিক মাশরুম গুলোই এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ এর একটা মাধ্যম[২৩]। তাছাড়া ম্যাজিক মাশরুম ব্যবহার করে হাজারো কথিত এলিয়েনদের[২৭] সাথে যোগাযোগ এর রিপোর্ট পাওয়া যায়। অবশ্য প্রাচীনকাল থেকে জঙ্গলের বিভিন্ন প্যাগান সভ্যতার মাঝে এই জিনিস ব্যবহার চলত। তারা অবশ্য স্পিরিট/এ্যান্সেস্টর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত করতো [২২]। ইউএফও সাইটিং এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। সেটা হচ্ছে, ক্রপ সার্কেল। অনেকে হয়ত এ ঘটনার সাথে পরিচিত নন। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, ক্রপসার্কেল হচ্ছে বিচিত্র জটিল জ্যামিতিক নকশা বা প্রতীক যা মাঝেমধ্যে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশগুলোর গ্রামগুলোর শস্যক্ষেতে দেখা যায়। হঠাৎ কৃষক জমিতে গিয়ে দেখেন ক্ষেতের মাঝে বিশাল অঞ্চল জুড়ে ফসল উপড়ে কিছু একটা করা হয়েছে। মাটিতে দাড়িয়ে কিছু বোঝা যায়না। কিন্তু উচু স্থান থেকে, বিমান বা হেলিকপ্টার থেকে পূর্নরূপ দৃশ্যমান হয়। ১৯৭০ সালের পর দিয়ে ক্রপসার্কেল এর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসবের কিছু মানবসৃষ্ট, কিছু আবার এক রাতে হয়ে যায়। অনেকে ক্রপসার্কেলের সাথে ইউএফওর সংশ্লিষ্টতা প্রত্যক্ষ করেছে। এজন্য সবার বদ্ধমূল ধারনা,এসব এলিয়েনদের স্পেসশিপ দিয়ে তৈরি। এটা সত্য যে অনেক জটিল জ্যামিতিক নকশা তৈরি করা রাতারাতি নিখুঁতভাবে মানুষের দ্বারা করা কঠিন। অধিকাংশই অকাল্টিস্টদের স্যাক্রিড জিওমেট্রিক নকশা! কখনো, কাব্বালার সাজারাতুল খুলদের নকশা,কখনো বা ফ্লাওয়ার অব লাইফ,কখনো গ্রে এলিয়েনদের ছবি, কখনো বা ডলারের উপরের পিরামিডের উপর এক চোখের নকশা। ১৯৯৭ সালের মে মাসে Barbury Castle এর শস্যক্ষেতে কাব্বালার ট্রি অব লাইফের ক্রপ সার্কেল পাওয়া যায়। বাবেল শহরের এই বিদ্যার নকশা কোন ধরনের বুদ্ধিমান প্রানীরা দেখাতে পারে? এরাই নিজেদের রূপকে(গ্রে এলিয়েন) ক্রপসার্কেলে দেখায়। বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ রাক্বী বিন হালিমা আব্দুর রউফ এক রুকইয়ার সময় রোগীর সাথের শয়তান জ্বীন তাকে জানায়

এই ক্রপসার্কেল গুলো তাদের কাজ। একারনেই এলিস্টার ক্রোওলির শয়তান পূজার ধর্ম থেলেমার সিম্বল ক্রপসার্কেলে কথিত এলিয়েনগন অঙ্কন করে।

আশাকরি এবার বুঝতে পারছেন, 'এলিয়েন' শুধুই একটা নতুন শব্দ। নতুন কস্মোলজি দিয়ে ভিন্ন নামে নতুন চেহারায়[গ্রে এলিয়েন(২৬)]শয়তান জ্বীনদেরকেই দেখানো হচ্ছে। প্রাচীন মিশরীয় হাইরোগ্লিফিকে যে আনুনাকিদের দেখা যায় এরা এই একই ইন্টারডাইমেনশনাল এলিয়েন(কথিত) রেস[২৫]। এরা যে এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল নয় মোটেই সেটা তারা নিজেরাই স্বীকার করে। হিস্টোরি চ্যানেলের এক ডকুমেন্টারিতে বলছিল ওরা ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি/ডাইমেনশনে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদেরই সহবস্থানে আছে।[২৪]

আজকে যারা মিস্টিসিজম/ প্যাগান এস্ট্রোথিওলজিতে বিশ্বাস করে এরা আজ বিচিত্র পদ্ধতি শেখায় এই হায়ার ডাইমেনশনাল রেস তথা শয়তানের সাথে যোগাযোগের।[২৮]। বৈদিক এস্ট্রলজির বিদ্যা দিয়েও নাকি এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব[৩০]। এক ডিএমটি সেবকের ডিএমটি গ্রহনের পরে কথিত এলিয়েনদের সাথে দেখা করার বর্ননাটি শুনুন। সহজেই বুঝবেন, সে কাদের কথা বলছেঃhttps://m.youtube.com/watch?v=qb-PgFwPwhc

সকল থিওসফিস্ট(প্যাগান) বিশ্বাস করেন পৃথিবীর দায়িত্বে থাকা সকল স্পিরিচুয়াল এন্টিটির রাজা সনৎ কুমার হচ্ছে এলিয়েন বিং। আর বেঞ্জামিন ক্রিম বিশ্বাস করতেন সনৎ কুমারের আদি নিবাস-শুক্র গ্রহ। শুক্র গ্রহের সাথে তার দুনিয়ার রাজ্য শাম্বালায় ফ্লাইং সসারের ট্রাফিক রয়েছে। ক্রিমও বিশ্বাস করতেন যে ইউএফও-ই ক্রপসার্কেল গুলোর জন্য দায়ী। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, *"It is also believed by the Theosophists in general as well as Creme in particular that the governing deity of Earth, Sanat Kumara (who is believed to live in a city called Shamballa located above the Gobi desert on the etheric plane of Earth), is a Nordic alien who originally came from Venus 18,500,000 years ago.[20] The followers of Benjamin Creme believe there is regular flying saucer traffic between Venus and Shamballah and that crop circles are mostly caused by flying saucers.*"

(উইকিপিডিয়া)

সনৎ কুমারকে 'Satan kumar' বলতে শুনি কিছু খ্রিষ্টান প্রিস্টদের। কুম্বেইর যুক্তি, সনৎ কুমার যেহেতু ভেনাসের চির কুমার, সেহেতু শুক্রের আদি গ্রীক নাম লুফিফারই হচ্ছে এই সনৎ কুমার। অর্থাৎ sanat kumar=satan kumar!

"Bailey goes on to explain that Sanat Kumara is the "life and the forming intelligence", presiding over the Council of Shamballa [the Heaven of Earth according to New Age doctrine]. (The New Age Dictionary, p. 172) Further, Sanat Kumara is "the eternal youth from the Planet Venus". The name Lucifer is one of the ancient Greek names for Venus. Therefore, according to Cumbey, Sanat Kumara is merely another name for Satan or Lucifer. (Cumbey, Hidden Dangers of the Rainbow) "[Wikipedia]

এদিকে কল্কি অবতারের অপেক্ষায় থাকা হিন্দুর কল্কিঅবতারের সাথে এলিয়েন ও ইউএফওর মেলবন্ধনটা ছিল দেখার মতনঃ https://m.youtube.com/watch?v=OfhxEYb2XQk
তার মানে বুঝতে পারছেন(?) এই এলিয়েন শব্দ দিয়ে যাদেরকে বোঝানো হয় তারা এ দুনিয়ায় ১৯,২০ শতকের নতুন আগন্তুক কেউ নয় বরং মানব সভ্যতারও আগে থেকেই এখানে আছে। থিওসফিস্ট, যারা কিনা শয়তানেরই থেইস্টিক পূজারী এদের সাথেও এদের সম্পৃক্ততা রয়েছে! প্রাচীন বৈদিক যুগের 'বিমান'গুলো এদেরই। সর্বশেষ অবতার কল্কি কে তার ব্যপারে আগেই একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম[৩৩]। এর সাথে শয়তানজ্বীনদের অন্তর্ভুক্তি খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়টা প্রজেক্ট ব্লুবিম এর সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয় যার ইঙ্গিত রোনাল্ড রিগ্যান, মিচিও কাকু দিয়েছিলেন। আমরা জানি দাজ্জাল ব্যাপকভাবে শয়তান জ্বীনদের সাহায্য নিয়ে মানুষকে কুফরের দিকে আহব্বান করবে। শয়তান জ্বীনরা এমনকি মৃত মানুষের আকৃতি ধারন করে সাধারণ মানুষকে কুফরের দিকে ধাবিত করবে।

এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আজ ওপেন সিক্রেট ; যে শয়তানের সাথে মানুষ এক হয়ে এরিয়া ৫১ তে কাজ করছে। এফবিআইও এখন এ কথা স্বীকার[২৯]। সুতরাং আন্দাজ করুন, কতটা ভয়াবহ বিষয়গুলোকে আজকে স্বাভাবিক করা হয়েছে। আজকের শেখানো কস্মোলজি ওই ডায়াবোলিক্যাল এন্টিটিদেরই শেখানো[৩৫]। এই মহাকাশতত্ত্ব শয়তানদের জন্য মানুষের জগতে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য প্রবেশাধিকার তৈরির জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বকে পালটে ওদের উপর বিশ্বাসকে একটা স্বতন্ত্র দ্বীনের পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য গড়া হয়েছে[৩৭]। আজ এই শয়তান জ্বীনদের এলিয়েন সাজিয়ে হাজার মুভি তৈরি করা হচ্ছে মনোরঞ্জনের জন্য। বিজ্ঞ সাইন্টিস্টগন এদেরই অস্তিত্ব এবং এ্যারাইভালের সম্ভাবনা জোড় দিয়ে বলেন। ক্রোওলির সাথে মিলে বিচিত্র শয়তানি রিচুয়াল পালন করে এদেরকেই আহব্বান করে রকেটের আবিষ্কারক এবং space age এর পিতা জ্যাক পার্সন্স। আজকের নাসার কার্যক্রম কতটা বিস্তৃত, অথচ এদের গোটা প্লটটাই শয়তানের পরিকল্পনার উপর দাঁড়িয়ে। স্বপ্নযোগে স্পেস এজের পিতাকে যাদুশাস্ত্র উদ্ভূত শয়তানি অপবিজ্ঞানকে আরো বিস্তৃত করার জন্য সরাসরি উৎসাহ দিয়েছিলেন দাজ্জাল নামের ওই মহান এন্টিটি। এরই ধারাবাহিকতায় তার হাতে জেট প্রপালশান ল্যাব এবং পরে নাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং গোটা আউটার স্পেস/হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি(প্যান্থিয়ন)/স্ফেরিক্যাল প্ল্যানেটারি নোশন / বিগব্যাং/এলিয়েন প্রভৃতি সকল তত্ত্বের মূলে আছেন বেলেরিয়ন আর্মিলাস আল দাজ্জাল[৩৮]। তার জন্যই যতসব প্রস্তুতি।

আজকের মোডারেট মুসলিম এবং মু'তাযিলারা এই দাজ্জালি সাইন্টোলজি দ্বারা একদম অন্ধ। এদের কাছে সব কিছু তুলে ধরলেও তাদের কাছে দাজ্জালের বিদ্যাকেই পছন্দনীয় মনে হয়। আর আমাদের আলিমগন? তাদের অনেকেই এই এলিয়েন কন্সেপ্টকেও সবুজ বাতি দেখিয়ে গ্রহন করেছে অনেক আগেই। কাব্বালিস্টিক কস্মোলজি গ্রহনে যেখানে সমস্যা নেই, সেখানে এলিয়েনদের অস্তিত্ব গ্রহনে কিসের সমস্যা!? কুরআনের আয়াত ব্যবহার করেই অনেককে দেখি; এদের অস্তিত্বের বিষয়টিকে ইতিবাচক উপস্থাপন করে ইসলামিক বই,প্রবন্ধ, নিবন্ধ লেখে! সেদিন মার্সিফুল সার্ভেন্ট চ্যানেলটিকেও দেখলাম সরাসরি না বললেও ইউএফও, এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়ালের ব্যপারে ইতিবাচক ভিডিও বানিয়েছে। মা'আযাল্লাহ! ওটা দেখলে যে কেউ এদের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে শুরু করবে।

কুরআন সুন্নাহর নির্ভর জিওসেন্ট্রিক এনক্লোজড কস্মোলজিতে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান এলিয়েনদের দ্বারা যা বোঝায় সে ধারনাটি সম্পূর্ন বাতিল[৩৪]। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই দুর্ভেদ্য আসমান ভেদ করতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় যদি রোনাল্ড রিগ্যানের আশংকা সত্য করে সত্যিই ফেইক এলিয়েন ইনভ্যাশনের অবস্থা তৈরি করতে হয়, তবে শয়তান জ্বীন এবং হলোগ্র্যাফিক প্রজেকশন, ইএলএফ সাউন্ড ব্যবহারের বিকল্প নেই। ইসলামে পৃথিবীর বাহিরে প্রানীর অস্তিত্বের ব্যপারে নিশ্চিত দলিল আছে কিন্তু এর দ্বারা কখনোই লাগামহীন যত্রতত্র বিচরন করে বেড়ানো এলিয়েন আর তাদের স্পেসশিপদের বোঝায় না যা আজকে দাজ্জালের অনুপ্রেরণায় সর্বত্র শেখানো হচ্ছে। এরা মূলত শয়তানের দিকে মানুষকে আহব্বান করছে। সূরা তালাক্বের শেষ আয়াত, সাত জমিনসংক্রান্ত হাদিস, আসমান সংক্রান্ত হাদিস গুলো পৃথিবীর বাহিরের অজস্র প্রানীর অস্তিত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু সেসব আদৌ গ্রেএলিয়েন নয়। সেসব প্রানী বা মাখলুক কুরসির ভেতরে থাকা যার যার জন্য নির্ধারিত জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আদৌ এন্যাক্সিম্যান্ডারের প্লুরালিজম, ইনফিনিট ভ্যাকুয়াম স্পেসে ফ্লোটিং স্ফেরিক্যাল প্ল্যানেট এর মত কিছুতে নয়। রিগ্যান-কাকুদের কথার মত তারা কখনো আমাদের এ জগতে আসবে না। সেটা সাধ্যেরও অতীত। অন্যদিকে এদেরকে ক্রোওলি,জ্যাক পার্সন, হাব্বার্ডের শয়তানি রিচুয়াল দ্বারা ডাকলে শুধু শয়তান জ্বীনেরাই সাড়া দেবে, অন্য কেউ নয়। এভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান আধুনিক শব্দে পুরোনো জাতি শয়তানকে উপস্থাপন করছে। এরা আজ শেখাচ্ছে মানব জাতির ডিএনএ/আরএনএ ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বটে তবে তা আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং সৃষ্টি ওইসব এলিয়েনদের। অর্থাৎ বলতে চাইছে শয়তানই আমাদের স্রষ্টা। মানব সৃষ্টির শুরু ব্যাখ্যায় বিখ্যাত পদার্থবিদ রিচার্ড ডকিন্সকে একবার প্রশ্ন করা হলো,**"কে আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন?"** উত্তরে তিনি রেগে গিয়ে বলেন,**"আপনি এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন যে, 'কে করেছে'!? না, আপনি প্রশ্নটিই করেছেন 'কে' শব্দটি দিয়ে।"**

প্রশ্নকর্তা নিজেকে সামলে বলেন,**"আচ্ছা ঠিক আছে,সৃষ্টির শুরুটা কিভাবে হলো?"** উত্তরে বলেন,**"একটা ধীর প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি শুরু হয়,আমরা জানি না সেটা কিভাবে হয়েছিল, কিন্তু জানি কোন ধরনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল।এটা ছিল প্রথম স্বয়ংক্রিয় আত্ম পুনরাবৃত্তিকারী মলিকিউল দ্বারা।....হতে পারে যে এই মহাবিশ্বের একদম শুরুর দিকে কোন একটা সভ্যতা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের অনুসারে বিবর্তিত হয়ে খুবই উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতায় পৌছায়, এবং হয়ত এই পৃথিবীতে এক ধরনের প্রাণের ডিজাইন করে যার মাঝে তাদের বীজ বপন করে। এটা(মানব সৃষ্টির ইতিহাসের) একটা ইনট্রিগিং সম্ভাবনা, এবং আমি মনে করি এটা সত্যিই সম্ভাব্য ঘটনা কারন আপনি এর সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাবেন যদি আপনি বায়ো-ক্যামিস্ট্রি, মলিকিউলার বায়োলজিতে গভীরভাবে দেখেন, আপনি এক রকমের ডিজাইনারের সিগ্নেচার পাবেন। এবং এই ডিজাইনাররা হতে পারে মহাবিশ্বের অন্যকোন জগতের হায়ার ইন্টেলিজেন্স। এই উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রানীরা নিজেদের প্রকাশের একটি প্রক্রিয়া বজায় রাখে।এটা স্বতস্ফুর্তভাবে দ্রুততার সাথে নিজেদেরকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে না।"**

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই মানব জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠী প্রকাশ্যে শয়তানকে ইলাহরূপে উপাসনা করেনি। পূজা করত অচল মূর্তির। কখনোই সৃষ্টিকর্তা বা মা'বুদ বলে শয়তান স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু আজকের কথিত বিজ্ঞানের কল্যানে সেটাই হতে যাচ্ছে। মানুষ যে উন্নত বুদ্ধিমত্তার সত্তা দ্বারা সৃষ্টি; সেটা মানতে বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের কোন আপত্তি নেই, ওই সত্তার স্থানে আল্লাহকে বসানোয় যত তার আপত্তি। এজন্য 'কে' শব্দটি দ্বারা আল্লাহকে নির্দেশ করে প্রশ্ন করায় রেগে যান। আল্লাহর স্থানে তিনি শয়তানদেরকে বসিয়েছেন। শয়তানদেরকে ইলাহ ভাবতে ভালবাসেন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এরা আপাতত পদার্থবিজ্ঞানী,ফিল্মগুলোর মাধ্যমে দেখাচ্ছে এলিয়েন তথা শয়তানই মানুষের ইলাহ। মানুষের ডিজাইনার। ট্রান্সফরমার, প্রমিথিউজ ইত্যাদি ফিল্মের মূল বক্তব্য এটাই। এটাই science!! আধুনিক মহাকাশবিদ্যাটির সূচনা হয়েছিল শয়তানের বন্ধু যাদুকরদের হাতে,এর পরে সেই একই ব্যক্তিদের হাত ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাসার অধিকাংশ কর্মচারী,নভোচারীরাই মাসূনী। এই শয়তানি মহাকাশতত্ত্বকে সত্যায়নে দেওয়া প্রযুক্তিগত সাপোর্টও আসে জ্যাক পার্সন্সের মত যাদুকর এবং শয়তানের পূজারীদের থেকে। অত:পর অবশেষে তাদের থেকে আসা সমস্ত গায়েবের জগতের ব্যপারে আসা তত্ত্বগুলোও শয়তানের নতুন নাম তথা এলিয়েনদেরকে মা'বুদের স্বীকৃতির দিকে নিয়ে গেছে। এবার বলুন এই কথিত বিদ্যা ও তত্ত্বগুলো কি আদৌ বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান!? এই মহাকাশবিদ্যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতটা ইসলামসম্মত যেমনটা আধুনিক দায়ীরা বলে থাকেন!?

আজ দেখে অবাক হচ্ছেন; কিভাবে শয়তানকে ইলাহ বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে,সামনের পর্বে দেখবেন পদার্থবিদগন বলছেন গোটা মহাবিশ্বটিও শয়তানের সৃষ্টি। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!!

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

টিকাঃ

১)https://m.youtube.com/watch?v=omWRxonewL4

https://m.youtube.com/watch?v=eXIDFx74aSY

https://m.youtube.com/watch?v=beofFQ

২)https://en.m.wikipedia.org/wiki/হেলিওস

৩)https://www.express.co.uk/news/science/960740/ancient-egypt-great-pyramid-giza-speed-of-light

৪)https://m.youtube.com/watch?v=zFuIEjX1oeM

৫)http://www.mediafire.com/file/rwc2xi5wn3uhbno/Islamer_dristite_sristitatta_2nd_Edition.pdf/file

৬)https://m.youtube.com/watch?v=S9i97_K9Sx8

৭)https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXepHM

https://m.youtube.com/watch?v=ss7QT6uCZdU

৮)https://m.youtube.com/watch?v=379sQbvUg5kk

৯)https://m.youtube.com/watch?v=9jnseSHhEWQ

https://m.youtube.com/watch?v=3LxND8m9lDU
১০)https://m.youtube.com/watch?v=QM7ebcR3-xE
১১)https://m.facebook.com/story.php?story_
fbid=465081517282379&substory_
index=0&id=282165055574027
১২)https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=333&v=ss7QT6uCZdU
১৩)https://www.express.co.uk/news/science/
777627/alien-dna-message-human
https://www.gaia.com/article/are-humans-actually-aliens-on-earth
https://www.sciencemag.org/news/2016/03/
our-ancestors-may-have-mated-more-once-mysterious-ancient-humans
১৪)http://www.boudillion.com/lam/lam.htm
https://www.vice.com/amp/en_us/article/mvpvyn/magickal-stories-lam
https://m.youtube.com/watch?v=yUs0KF2Q
TaU
১৫)https://m.youtube.com/watch?v=iQxzWpy7
PKg
https://m.youtube.com/watch?v=nYi5h5Gvdz8
১৬)https://m.youtube.com/watch?v=peUkPNx9
DSU
https://m.youtube.com/watch?v=k-Gr7-RQ4-U
১৭)https://m.youtube.com/watch?v=-NOZWlmG
rsY
১৮)https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXe
pHM
১৯)https://m.youtube.com/watch?v=16MMZJlp
_0Y
২০)https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Interdimensional_hypothesis
২১)https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Interdimensional_hypothesis
২২)http://www.evolveandascend.com/2017/
02/21/are-magic-mushrooms-a-gateway-to-a-different-world-elves-spirits-and-extrate

rrestrials/
২৩)https://m.youtube.com/watch?v=Ijy3TH1T0jk
২৪)https://m.youtube.com/watch?v=jjFYo-mLn08
২৫)https://m.youtube.com/watch?v=K3MM3vu9
hOc
২৬)https://m.youtube.com/watch?v=slYRx3vk
6OM
২৭)https://m.youtube.com/watch?v=pL1QI0_3HiI
২৮)https://m.youtube.com/watch?v=uMPyI08J
WvQ
২৯)https://m.youtube.com/watch?v=WFRwvXEX
Oxo
৩০)https://m.youtube.com/watch?v=aM8P6f-m
3Xg
৩১)https/en.m.wikipedia.org/wiki/UFO_religion
৩২)https://m.youtube.com/watch?v=q1Y3pVy8
HME
৩৩)https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_20.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_73.html
৩৪)https://m.youtube.com/watch?v=aFFM3YJA
s4Q
৩৫)https://m.facebook.com/story.php?story_
fbid=564102404046956&id=282165055574027
৩৬) https/en.m.wikipedia.org/wiki/
Babalon_Working
৩৭)https://m.youtube.com/watch?v=HBDNZpnY
vts
৩৮)https://www.bibliotecapleyades.net/bb/
babalon004.htm
https://www.classifiedufo.com/jack-parsons-jpl.html
www.sacred-magick.com/dictionary/
magdic17.html
৩৯)Pendle 2005, pp. 257–262
৪০)Pendle 2005, p. 152

৪১)Carter 2004, p. 135

৪২)Carter 2004, pp. 107–108, 116–117, 119–128; Pendle 2005, pp. 259–260.

পর্ব-১৭

সহীহ বুখারী প্রভৃতি সহীহ হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার জমির উপর দিয়ে চলছিলেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। ইয়াহূদীদের একটি দল তাঁকে দেখে পরস্পর বলাবলি করেঃ "এসো, আমরা তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করি।" কেউ বলে যে, ঠিক আছে, আবার কেউ বাধা দেয়। কেউ কেউ বলেঃ "এতে আমাদের কি লাভ?" আবার কেউ কেউ বলেঃ "তিনি হয়তো এমন উত্তর দিবেন যা তোমাদের বিপরীত হবে। সুতরাং যেতে দাও, প্রশ্ন করার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এসে প্রশ্ন করেই বসলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝে নিলাম যে, তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন।"

৮৫। তোমাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি

٨٥- وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ

বলঃ রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশে ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

الرُّوحُ مِنْ اَمْـرِ رَبِّىْ وَمَـآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا○

কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াহূদীদেরকে তাদের প্রশ্নের জবাব দেন নাই। কেননা, তারা অস্বীকার করা ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়েই ঐ প্রশ্ন করে ছিল। এটাও বলা হয়েছে যে, জবাব হয়ে গেছে। ভাবার্থ এই যে, রূহ্ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের এ ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই উচিত। তোমরা জানতেই পারছো যে, এটা জানবার প্রকৃতিগত ও

১. এ 'আসার' টিও বড়ই বিস্ময়কর ও গারীব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

দর্শনগত কোন পথ নেই, বরং এটা শরীয়তের ব্যাপার। সুতরাং তোমরা শরীয়তকে কবূল করে নাও। কিন্তু আমরা তো এই পন্থাটিকে বিপদমুক্ত দেখছি না। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ইহুদীরা কেন আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এর কাছে রূহের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে? উপরে দেখছেন যে, ইহুদীরা প্রত্যাশা করছিল যে তাদের কাছে ইল্ম আছে সেটার বিপরীত কিছু আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বলবেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রহস্যের আবরণে জড়িয়ে আসল বিষয়টিকে তাদের কাছে প্রকাশ থেকে দূরে রাখলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে(সূরা বাকারা) ইহুদীদের অনুসৃত শাস্ত্রকে সরাসরি ব্যবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্র বলেছেন। ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট(যাদু/গুপ্ত) শাস্ত্র তথা আজকের ইহুদীদের কাব্বালা অনুযায়ী আত্মা বা রূহ হচ্ছে সৃষ্টিজগতের মূল অস্তিত্ব। এটাকে মহাচৈতন্যও(consciousness) বলে। তাদের মতে, এটাই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা, তারই সত্তার মানব শরীরের প্রবেশ করে। হিব্রু ভাষায় একে বলা হয় **אין סוף**(Ein Sof)। তাদের কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রমতে সৃষ্টিকর্তা বলে কোন আলাদা স্বত্ত্বা নেই, তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের সাথে বিলীন হয়ে আছেন। সৃষ্টিকর্তার বর্তমান রূপ হচ্ছে সমস্ত বস্তু-অবস্তু জগৎ। তার সত্তাগত অস্তিত্ব থেকেই সবকিছু তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব(সর্বেশ্বরবাদ)। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সচেতন রূহ আছে,এটাই সবচেয়ে মৌলিক অস্তিত্ব অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই একেকটি ঐশ্বরিক অস্তিত্ব। প্রত্যেক পদার্থের সাবএটোমিক(পরমাণুরও নিম্নস্তর) পর্যায়ে যেটার অস্তিত্ব বিদ্যমান সেটা হচ্ছে এই চেতনা। কাব্বালাহ শেখায় কিভাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকা মহাচেতনা বা কাব্বালিস্টিক স্রষ্টা ক্রমশ নিম্নস্তরের মাত্রায় গিয়ে আমাদের ত্রিমাত্রিক বাস্তবতাকে(3D reality) নির্মাণ করেছে। এই ত্রিমাত্রিক জগতের উপর ও নিচের বস্তুজগৎ এবং যেসব নীতি(law) ও শক্তি(Force) এর সমন্বয়ে গঠিত সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা, সেসবকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে(God realization, আরবিতে ফানাফিল্লাহ) পৌছানো যায় এবং কিভাবে বাস্তব বস্তুজগতে সেসব নীতি ও শক্তিকে ব্যবহার করে সমৃদ্ধির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেটা শেখায়।অর্থাৎ এটা আজকের বিজ্ঞানেরই প্রাচীন নাম। এজন্য আজকের কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈগন কাব্বালার ব্যপারে বেশ শক্তভাবেই বলেন এটা খুবই উঁচুমানের বিজ্ঞান। যাদুবিদ্যা বলে এর ব্যপারে যে 'অপবাদ' আছে সেটা নাকি ভুল! আজকের ইহুদীদের অধিকাংশই আল্লাহর স্বত্ত্বাগত অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা। বরং সৃষ্টিকর্তা বলতে সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ আরবিতে যাকে ওয়াহদাতুল উজুদ(নন ডুয়ালিটি)। ল্যারি কিং এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইসরাইলের সবচেয়ে বড় কাব্বালাহ একাডেমির চেয়ারম্যান র‍্যাবাঈ মাইকেল লেইটম্যানকে প্রশ্ন করা হয়,**"আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?"** উত্তরে তিনি দ্বিধাহীনভাবে সরাসরি বলে দেন, **"না,আমি বিশ্বাস করিনা"**। সৃষ্টিকর্তার অদ্বৈত অস্তিত্ব তত্ত্বের শুরু ইহুদীদের অপবিদ্যা গ্রহনের স্থান প্রাচীন ব্যবিলনীয়া। এখানেই সংখ্যাতত্ত্ব,জ্যোতিষবিদ্যার জন্ম, গ্রীক দার্শনিকদের যাবতীয় জ্ঞানের প্রধানকেন্দ্রস্থল। আত্মা বা রূহের ব্যপারে ইহুদী Rabbi Eliezer Wolf বলেনঃ **"আমাদের দেহ অনেকটা রেডিও ডিভাইসের মত। আমাদের (দেহের)মধ্যে আত্মা সঞ্চালিত হয়ে এগুলোর উপযুক্ত যন্ত্রের মত কাজ করার**

বিশেষ যোগ্যতা আছে যা আমাদেরকে সচল(এ্যানিমেট) করে,এবং বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করায়। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন শরীর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ফ্রিকোয়েন্সি বহন করে, যেটা আমাদের স্বতন্ত্র আত্মার তরঙ্গকে ধারন করার প্রস্তুত করা। আমার শরীর কে শুধুমাত্র আমার আত্মার ঘর হিসেবে কাজ করার জন্য বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। তোমার শরীরেও একটা ফ্রিকোয়েন্সি সেট করা আছে তোমার আত্মার ঘর হিসেবে কাজের জন্য।এই ধারনাটি অনেক গভীর অর্থ বহন করে যখন আমরা মৃত্যুকে বিবেচনা করব।যখন কেউ মারা যায় আমরা প্রশ্ন করি, "আত্মা কোথায় যায়?" সত্যিকারের উত্তর হলো, আত্মাটি কোথাও যায় না।এটাই সর্বত্রই বিরাজমান ছিল। যে জিনিসটি কোথাও চলে গেছে সেটা হচ্ছে শরীর।অধিকন্তু, মৃত্যুর ব্যপারে একটা শিক্ষা হলো এ কন্সেপ্ট আমাদেরকে আমাদের জীবনের ব্যপারে আরো বড় শিক্ষা দেয়। আমরা আমাদের উৎকর্ষে পৌছতে পারব যখন আমাদের শরীর আত্মার ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। তখনই আমাদের শরীরে আত্মা খুব ভালভাবে মিলে যাবে,তখনই আমাদের শরীর আত্মার ইচ্ছা, অভিলাষের,ভাগ্যের উপযুক্ত প্রকাশ ঘটাতে পারবে।কেবল তখনই আমরা যথাযথ ঐকতান ও অন্তর্নিহিত শান্তির সাথে নিজেদের স্বীয় অস্তিত্বে বাস করতে পারব।"[১]

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কাব্বালার অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে 'অমরত্ব' এবং 'অদ্বৈত অস্তিত্বের'(ওয়াহদাতুল উজুদের) শিক্ষা। কাব্বালাহ শিক্ষা দিচ্ছে আত্মা হচ্ছে Universal collective consciousness(সার্বজনীন একক মহাচৈতন্য), মৃত্যুর দ্বারা মানুষ একক চেতনা বা অস্তিত্বে মিশে যায়। পরকাল বলে কিছু নেই। জন্ম মৃত্যু শুধুই চেতনার সংকোচন বা প্রসারণ। এটাই ওদের আত্মার ব্যপারে ব্যাখ্যা। ওরা একেই সৃষ্টিকর্তা বলে। সৃষ্টিকর্তার আলাদা স্বত্তাগত অস্তিত্ব নেই। এটা ইহুদীদের যাদুশাস্ত্রের অন্যতম নিগূঢ় দর্শন বা আকিদা। [মূলত সুফি দর্শন কাব্বালারই ইসলামিক ভার্সন। আসন্ন আলোচনায় বেদান্তবাদের সাথেও পূর্ণ সাদৃশ্য খুজে পাবেন।]

কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ Joseph Gikatilla বলেন,**"তার(স্রষ্টা) দ্বারা সর্বত্র পূর্ণ হয়ে আছে,সে-ই সমস্তকিছু।" Moshe de Leon বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব "উপরে ও নিচে, আসমানে ও যমীনে,তার পাশে ২য় কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই।"** Rabbi Azriel(1160-1238), যিনি কিনা কাব্বালার সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিদের একজন, তিনি বলেনঃ**"যদি কেউ তোমায় জিজ্ঞেস করে 'ঈশ্বর কি',উত্তরঃতিনি কোনরকম ত্রুটিযুক্ত নন। যদি সে জিজ্ঞেস করেঃ 'তার বাহিরে কি অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে?' উত্তরঃ কোন কিছুর অস্তিত্ব তার বাহিরে নেই। যদি সে জিজ্ঞেস করে,'কিভাবে তিনি সমস্ত জিনিসকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন, যেহেতু অস্তিত্ব ও শূন্যতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে?' উত্তরঃ যিনি শূন্যতা থেকে অস্তিত্বে আনেন তিনি শূন্যতাহীন,যেহেতু সত্তা কিছুই নয় এবং**

আদৌ কিছুতেই সত্তার মধ্যে যেমন আছে তেমন কিছুই নেই। সত্ত্বা শূন্য এবং শূন্যতা সত্তা..আপনার জল্পনা-কল্পনা খুব বেশি গ্রহণ করবেন না, কারণ আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দুর্ভেদ্যের পরিপূর্ণতা বুঝতে পারে না যা আইন সোফের(Ein Sof) সাথে এক।"

কাব্বালিস্ট মোজেস চদরভার লিখেছেনঃ**"ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বত্র নিহিত আছে, এবং ঈশ্বরের বাইরে কিছুর অস্তিত্ব নেই। যেহেতু ঈশ্বরই সমস্ত অস্তিত্বের কারন,এটা অসম্ভব যে কোন সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব তার বাহিরে। ঈশ্বর হলেন অস্তিত্ব,জীবন,সমগ্র অস্তিত্বের বাস্তবতা।**
মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে তোমার কখনো উচিত হবে না ঈশ্বরের মধ্যে কোনরূপ বিভাজন সৃষ্টি করা...যদি তুমি নিজে নিজে বলো," Ein Sof একটা নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত হতে থাকে এবং সেখান থেকে বাহিরের দিকেও," ঈশ্বর তোমাকে নিষেধ করেছেন কিন্তু তুমি বিভেদ করছো। বরং তোমার বলা উচিত ঈশ্বরকে সমস্ত অস্তিত্বে বিদ্যমান পাওয়া যায়। কেউ এটা বলতে পারেনা যে, "এটা একটা পাথর, ঈশ্বর নয়," ঈশ্বর (এমনটা বলতে) নিষেধ করেছেন।বরং অস্তিত্বশীল সমস্ত বস্তুই ঈশ্বর, এবং ঐ পাথরটি এমন বস্তু যা ঈশ্বরের সত্তা দ্বারা পরিপূর্ণ...ঈশ্বরকে সমস্ত কিছুতে পাওয়া যায়, এবং ঈশ্বরের পাশে অন্য কোন কিছু নেই।”

(Perek Helek, Modena ms. 206b, translation mine)

"ঈশ্বর হচ্ছে বাস্তব জগত কিন্তু সকল বাস্তবতাই ঈশ্বর নন... তাকে সকল বস্তুতে পাওয়া যায়, এবং সকল বস্তুকে তার মধ্যে পাওয়া যায়, কোন কিছুই নেই যা ঐশ্বরিক দৈবিকতার বাহিরে। ঈশ্বর নিষেধ করেছেন। সবকিছুই ঈশ্বরের মাঝে, এবং ঈশ্বর সবকিছুর মাঝে বাহিরে নিহিত,এবং কোন কিছুই ঈশ্বরের (বাহিরে)পাশে নেই।"

(Elimah Rabbati 24d-25a, translation mine)

১৮ ও ১৯ শতকে প্রচলিত ইহুদীধর্মের হেসিডিক ট্রেডিশনে খুব পরিষ্কার অদ্বৈতবাদী বক্তব্য পাওয়া যায়।
Baal Shem tov বলেন **"ঈশ্বরের সাথে পরিপূর্ণ একত্বতা ছাড়া কোনকিছুই অস্তিত্বশীল নয়,"** তার শিষ্য মেজরিচের ম্যাগিদ লিখেন, **"ঈশ্বর হলেন Ein Sof। যার মানে হলো এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই যা তাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পথে বাধা হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সমগ্র স্থান পূর্ণ করে আছে,এমন কোন স্থানই ঈশ্বরের সত্তা ব্যতিত খালি নেই।" [১৩]**

(Torat HaMagid, trans Aryeh Kaplan)

অতএব, বুঝতে পারছেন ইহুদীরা আল্লাহর ঐশী বানী ছেড়ে এমন কোন শাস্ত্রের অনুসরন করেছে যার সার-বক্তব্য হচ্ছে অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ। তাদের অনুসৃত শাস্ত্র ছিল যাদুবিদ্যা এবং শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্র। আজ তার নাম দেওয়া হয়েছে কাব্বালাহ। কাব্বালাহর বৃহত্তম একাডেমি বেনেঈ বারুচ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান লেইটম্যানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কাব্বালাহ এর অরিজিনের ব্যাপারে। তিনি উত্তরে বলেন," **কাব্বালা জ্ঞানের জন্ম প্রাচীন বাবেল শহরে,এটা অনেক বছর গুপ্ত অবস্থায় ছিল,তাই এই জ্ঞান কে যাদুবিদ্যা বলা হয়, এটা ভুল ধারণা। এটা খুবই সিরিয়াস ধরনের বিজ্ঞান।আজ কাব্বালাহ পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অনুষদে কাব্বালিস্টিক জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। এই গুপ্তবিদ্যা এখন প্রকাশিত হয়েছে কারন এটা এখন আমাদের প্রয়োজন।"**

ইহুদীদের অনুসৃত যাদুবিদ্যার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনেই বলেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ

النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।[২:১০২]

ইহুদীদের যাদুবিদ্যা তথা কাব্বালাহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া এবং এর সর্বত্র অনুসরনকে র‍্যাবাঈগন তাদের মসীহর(দাজ্জাল) আগমনের সময়ের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে এক র‍্যবাঈ বললেন, **"সমস্ত কাব্বালিস্ট র‍্যবাঈ এবং হেসিডিক মুভমেন্টের র‍্যাবাইগন এ ব্যপারে একমত যে, যখন সারাবিশ্ববাসী কাব্বালার দিকে ঝুকে পড়বে, কাব্বালার প্রতি তৃষ্ঞা তৈরি হবে, কাব্বালিস্টিক ইনিসিয়েশনের(শিক্ষার) প্রতি সবার ঝোক বাড়বে, তখনই মসীহ বের হবেন। আর আমরা এটাই আজ দেখছি, সমগ্র বিশ্ব এই জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ সময়টা ইহুদী ইতিহাসের সবচেয়ে ওয়াইল্ড পার্ট এবং সর্বশেষ মুহুর্ত ইহুদী ইতিহাসের।এটা মেসিয়ানিক যুগ। আর এটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ যে আমাদের চোখের সামনে ইতিহাসের এ মহা অধ্যায় আনফোল্ড হতে যাচ্ছে। এটা সব কাব্বালিস্টের কথা যে মসিহের বের হবার সময় সর্বত্র কাব্বালার প্রতি প্রচন্ড তৃষ্ঞা কাজ করবে। এবং সত্যিই আমরা আজ এটাকে সচক্ষে দেখছি...।"**

আজকের পর্বে স্পষ্ট হবে, আজকের কথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহ মূলত রিপ্যাকেজড ব্যাবিলনিয়ান যাদুবিদ্যা। ইহুদিদের সর্বেশ্বরবাদি আকিদায় হিব্রু Ein sof শব্দ দ্বারা সমস্ত বস্তুর মূলে থাকা

সচেতন চেতনাশক্তিকে বোঝায় যেটা তাদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর। এটাকেই হিন্দুরা বলে ব্রহ্মা! কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈগন বিশ্বাস করেন, আমাদের ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা মূলত উপরস্থ মাত্রাসমূহের প্রতিফলন। অর্থাৎ আমরা যা সত্য ভাবি তা আসলে ভ্রম বা মায়া(illusion)। হিন্দুধর্মে একে বলা হয় ইন্দ্রের মায়াজাল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ইন্দ্র মায়ার সাহায্যে বিরাট আকার ধারণ করেছেন, তাঁর রথের সংখ্যা দশ শত। **ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে-- যুক্তা হাস্য হরয়ঃ শতা দশেতি ও।**

(বৃহদারণ্যক ২। ৫। ১৯)।

বেদান্তবাদীদের ভক্তি সম্প্রদায় এবং মূর্খ নিচু শ্রেনীর হিন্দুরা সরাসরি মূর্তি তৈরি করে যে পূজা অর্চনার প্রথা মেনে চলে, সেটা বেদের মূল বক্তব্য কিংবা শিক্ষা নয়। প্রাচীন যুগ থেকে বৈদিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল অভিজাত উচুবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে, যারা বৈদিক-উপনিষেদিক শ্লোক-সুক্তের রূপকার্থে উল্লিখিত দেবতাদের আড়ালে অদ্বৈতবাদের মায়াতত্ত্বকে হৃদয়ে গভীরভাবে লালন করত। শিব, বিষ্ণু,ব্রহ্মা কোন দেবতা নয় বরং এগুলো যাদুবিদ্যা কেন্দ্রিক অকাল্ট দর্শন উৎসারিত সৃষ্টিকর্তাহীন মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রক্রিয়া, নীতি ও শক্তির বহুমুখী personification। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুই স্থানে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে এই দ্বৈতভাব বিশ্বের স্বাভাবিক প্রকৃতি নয়। তা একটি কৃত্রিম অবস্থার মত: **" যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি "**।

পূর্বাঞ্চলীয় আধ্যাত্মবাদের সাথে ইহুদী আধ্যাত্মবাদের কেমন যেন অদ্ভুত মিল, তাই না? মূলত ইহুদীদের কাব্বালাহ যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক দর্শনের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার মনে পড়ে এক mystic-যাদুকর বলছিলো, ভারতীয় বেদান্তবাদী দর্শন কেবল একটি মাত্র খুটির(জ্ঞানগত শাখা) ব্যাপারে শিক্ষা দেয়, যেখানে বৌদ্ধমত দুটিকে এবং কাব্বালাহ তিনটি পিলারেরই শিক্ষা দেয়। কাব্বালার জন্মস্থান বাবেল শহর। এদিকে বেদান্তবাদী শিক্ষা আর্যদের দ্বারা বাবেল শহরের পাশের দেশ পারস্য হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ইতিহাসবিদগন বিশ্বাস করেন গ্রীক দর্শনের উৎস বাবেল শহর এবং ইহুদী র‍্যাবাঈগন। বেদান্তবাদী কিতাব রচনার পূর্বে বেদান্তবাদের জ্ঞান একমাত্র বাবেল শহর তথা সেখানকার যাদুশাস্ত্রের অনুসারী ইহুদিদের মধ্যেই ছিল। প্রায় ৩০০০ এর বেশি মেসোপটোমিয় (ব্যবিলনীয়া) দেবতাদের সাথে ভারতীয় দেবতাদের মিলে যায়[৩], যেটা এ ভারতীয় ধর্মের আদি উৎসকে বলে দেয়। ইহুদীরা ভারতে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে প্রবেশ করে। অনেক র‍্যাবাঈ এবং ইতিহাস-প্রাচ্যবিদ হিন্দুত্ববাদ ও ইহুদীধর্মের সাদৃশ্যতা আরোপ করেন, মুশরিক হিন্দু ও ইহুদীদের আন্তরিক সৌহার্দ্যকে তুলে ধরেন[২]। যাহোক, আজ আমরা বেদান্তবাদী চেতনার

কিছুটা গভীরে প্রবেশ করব।

বেদান্তশাস্ত্রে চেতনা ও অদ্বৈতবাদ(ॐ)

বৈদিক শাস্ত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত সৃষ্টি মায়া। সত্য একমাত্র চেতনা বা আত্মা। একক চেতনাই(collective consciousness) সর্বত্র বিরাজমান, এটাই সকল অনু-পরমানুর মূল উৎস, পরম আত্মা - পরম মহান। একমাত্র সত্য অস্তিত্ব। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বলে বস্তুবাদী চিন্তা মানুষকে গ্রাস করে তার আসল পরিচয় থেকে দূরে রাখে, একজন সাধকের লক্ষ্য হচ্ছে নিজের ওই একত্বের বাধনে জড়ানো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তৈরি করা, পরম শূন্যতার উপলব্ধি জাগিয়ে মনের দ্বারা বস্তুজগতের উপর প্রভাব বিস্তার করা।

মুশরিক হিন্দুদের আকিদা তথা বিশ্বাস হচ্ছে, ব্রহ্মা হচ্ছে ঈশ্বর বা স্রষ্টা।এটা কাব্বালার 'Ein

sof'এর হিন্দুয়ানী সংস্করণ। ব্রহ্মের আসল পরিচয় হচ্ছে আত্মা বা চেতনা(consciousness)! তাদের মতে এই একক আত্মাই সবকিছুতে বিদ্যমান,সমস্ত অনুপরমানুর মূলে আছে এই অদ্বৈত মহাচৈতন্য। যেহেতু এই একক মহাত্মার সর্বত্র বিদ্যমান, তাই সকল মানুষই ব্রহ্মার অনুরূপ। বৃহদারান্যক উপনিষদে আছে **"Tat Tvam asi" অর্থাৎ তুমিই ব্রাহ্মন**।
অন্যত্র আছে,

“ আত্মাই হচ্ছে ব্রাহ্মন”
Sanskrit: ayam atma brahma.

(Brihadaranyaka Upanishad 4.4.5)

“ আমি ব্রাহ্মন”
Sanskrit: aham brahmasmi.

(Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10)

“ ব্রাহ্মন হলো চেতনা. ”
Sanskrit: prajnanam brahma.

(Aitareya Upanishad 3.1.3)

"সবকিছুই ব্রাহ্মন"
Sanskrit: Sarvam khalvidam brahma.

(Chandogya Upanishad 3.14.1)

"সবকিছুই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম। আত্মাও ব্রাহ্মন। একই আত্মার ৪ টি কোয়ার্টার। "
[প্রথম ৩ কোয়ার্টার ওঁমের সাথে যুক্ত AUM: 1 = A , 2 = U , 3 = M. ৪র্থ কোয়ার্টার হচ্ছে নিরবতা]

(Mandukya Upanishad 1.2)

"আমরা এ জগতে যাই দেখতে পাই তাই ব্রহ্মা।"

Sanskrit: sarvam khalv idam brahma.

(Chandogya Upanishad 3.14.1)

"ব্রহ্মা হচ্ছে বাস্তবতা, জ্ঞান এবং অনন্ততা"

(Taittiriya Upanishad 2.1.3)

" ব্রহ্মা হচ্ছে চেতনা(consciousness) "
Sanskrit: prajnanam brahma.

(Aitareya Upanishad 3.1.3)

"Brahman that is immediate and direct—the Self that is within all."
"You cannot see That which is the Seer of seeing;
you cannot hear That which is the Hearer of hearing;
you cannot think of That which is the Thinker of thought;
you cannot know That which is the Knower of knowledge.
This is your Self, that is within all;
everything else but This is perishable."

(Br. Up. 3.4.2)[৫]

পরাবিদ্যায় ব্রহ্মের সংজ্ঞা হল চরাচরে অবস্থিত যাবতীয় বিচিত্র উপাদানের ধাত্রস্বরূপ একক মহাচৈতন্য।ব্রহ্ম শব্দটি বৈদিক সংস্কৃত। পল ডয়সেনের মতে হিন্দুধর্মে এই শব্দের মাধ্যমে **"সমগ্র চরাচরে বাস্তবায়িত সৃষ্টিশীল নীতিকে"** বোঝায়। বেদে প্রাপ্ত বিভিন্ন দার্শনিক ধারণার অন্যতম হল ব্রহ্ম, এবং বিভিন্ন প্রারম্ভিক উপনিষদে এর বিস্তারিত আলোচনা আছে।বেদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে

মহাজাগতিক নিয়ম। উপনিষদের বিভিন্ন জায়গায় একে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে অব্যয়, শাশ্বত ও পরম সত্য হিসেবে।

"এই আমার অন্তরতম আত্মা, এই পৃথিবীর চেয়ে বড়, এই আকাশের চেয়ে বড়, এই ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বড়। এই আত্মা, এই আত্মসত্তাই হল সেই ব্রহ্ম।"

- ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩.১৪.৩ থেকে ৩.১৪.৪

পল ডয়সন দেখিয়েছেন যে উপরে উদ্ধৃত আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ বহু শতাব্দী পরে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে নব্য প্লেটোবাদী দার্শনিক প্লটিনাসের এনিয়াডেস গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত হয়েছিল (এনিয়াডেস ৫.১.২)।

বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু দর্শনে ব্রহ্ম হল সত্যের "চূড়ান্ত ও অব্যয়" রূপ, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মহাজগৎ কেবল মায়া। ব্রহ্ম ও মায়ার অস্তিত্ব পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এরা একত্রে মহাজাগতিক চেতনার(consciousness) প্রকাশ।উপনিষদের মূল শিক্ষা হল প্রতিটি মানুষের আত্মার সাথে অন্য সমস্ত মানুষ, অন্য সমস্ত জীব এবং পরম সত্য ব্রহ্মের একাত্মতার চেতনা জাগ্রত করা।[১৪]

'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ। শঙ্করাচার্য বলেছেন-**'অস্তি তাবৎ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োহর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতো অর্থানুগমাৎ। সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বসিদ্ধিঃ। সর্ব্বোহি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি। ন নাহমস্মীতি। যদিহি ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বোলোকোনাহহমস্মীতি প্রতীয়াৎ আত্মা চ ব্রহ্ম।'**

- (শাঙ্করভাষ্য : ব্রহ্মসূত্র-১)

অর্থাৎ :

'সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসমন্বিত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্তস্বভাব ব্রহ্ম আছেন। কারণ, ব্রহ্ম শব্দটির যদি ব্যুৎপত্তি করা যায়, তাহলেও ঐ সব অর্থই পাওয়া যায়। 'মহান্' এই অর্থবোধক বৃহ ধাতু থেকেই তো 'ব্রহ্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ব্রহ্ম- যেহেতু সকলেরই আত্মা, এ কারণে, সবার নিকট সর্বদা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ রয়েছে। সকলেই নিজের আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে থাকে। আমি নাই- এরকম জ্ঞান কখনও কারও হয় না। যদি এভাবে আমার অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ না হতো- তাহলে সকলেই আমি নাই- এভাবে বুঝতো। আত্মাই তো ব্রহ্ম।'

ব্রহ্মকে বলা হয়েছে- নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্তস্বভাব। যেহেতু ব্রহ্মের উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, সেহেতু ব্রহ্ম হলেন নিত্য। যেহেতু কোন প্রকার দোষ বা মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করে না, সেহেতু তিনি হলেন শুদ্ধ। যেহেতু তিনি জড়বস্তু নন, সেহেতু তিনি হলেন বুদ্ধ বা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। যেহেতু তাঁর কোন সীমা নেই, সেহেতু তিনি হলেন নিত্যমুক্ত। ব্রহ্মকে বলা হয়েছে অদ্বিতীয়, কারণ দ্বিতীয় কোন পদার্থ স্বীকার করলে অদ্বৈত হানি হয়। ব্রহ্মের কোন অংশও নেই। এই কারণে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে নির্বিশেষ। ব্রহ্ম হলেন অসীম। কারণ তার বাইরে কোন কিছু নেই। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মের মধ্যেই অবস্থিত। তাই বলা হয়েছে- **'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'**। অর্থাৎ, এই বিশ্বে সবই ব্রহ্ম অথবা এই বিশ্বে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় সত্তা নেই।[১৫]

ওঁ শব্দটির মানেও ব্রহ্মা বা মহাবিশ্ব-সৃষ্টিজগৎ। **ওঁ** দ্বারা মহাবিশ্বের মহাজাগতিক একক অদ্বৈত চেতনার আধ্যাত্মিক গীতধ্বনি বোঝানো হয়। শ্রী যন্ত্র বা **ওঁ** মন্ডল(অনেকগুলো হেক্সাগন বা কথিত star of david এর সমন্বিত রূপ) হিন্দুদের অতি পবিত্র প্রতীক। টনোস্কোপ যন্ত্রে যখন **ওঁ** শব্দটিকে প্রক্ষেপ করা হয়, তাতে শ্রী যন্ত্র বা **ওঁ** মন্ডলের প্রতীককে দেখা যায়(ডানের ছবি)। এটা পৌত্তলিকদের মধ্যে ওদের মনগড়া দর্শনকে আরো বেশি যুক্তিযুক্ত করে বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। এর রহস্য হচ্ছে ধুম্রবিহীন শিখার তৈরি জাতি, যারা ত্রিমাত্রিক জগতের উপরে বসবাস করবার কারনে পদার্থের গঠনগত অনেক অজানা বিষয়ে সাধারনভাবেই জ্ঞাত,সেটাই ঋষি পুরোহিতদের কাছে বলে কুফরকে প্রতিষ্ঠিত করে। মূলত বেদান্তবাদ কিংবা কাব্বালিস্টিক শাস্ত্র গুলো তাদের হাত ধরেই আসা। যাইহোক, **ওঁ** দ্বারা বেদান্তের অদ্বৈতবাদী সৃষ্টি-স্রষ্টার ধারনাকে গভীরভাবে প্রকাশ করে। অদ্বৈত বেদান্তবাদকে[**অদ্বৈত বেদান্ত**] বাবেল শহরের আশপাশ থেকে আগত বৈদিকশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব হিসেবে দেখা হয়। বেদের মূল বক্তব্য, সৃষ্টি-স্রষ্টার একক অস্তিত্ব(ওয়াহদাতুল উজুদ) বা non duality। উপমহাদেশের পীর
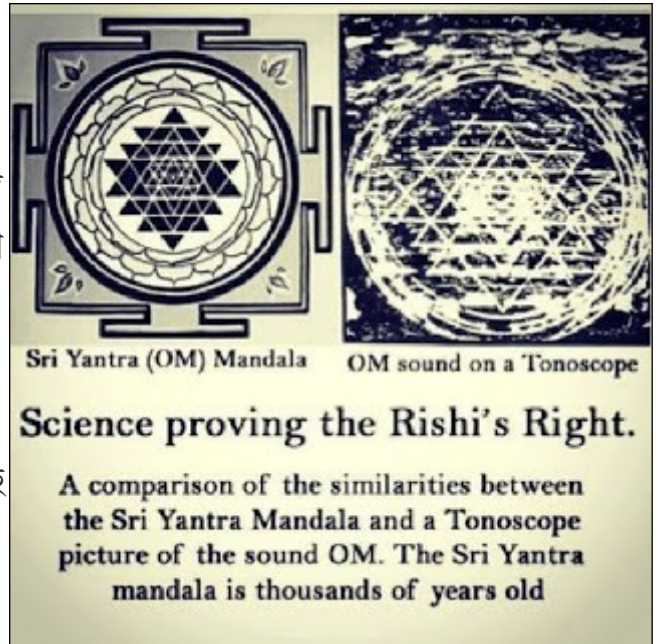
সুফিদের প্রধান আকিদা হচ্ছে 'ওয়াহদাতুল উজুদ'। ওয়াহদা এসেছে আরবি শব্দ 'ওয়াহেদ' থেকে যার অর্থ 'এক' বা 'একক'। এবং উজুদ অর্থ 'অস্তিত্ব'। অর্থাৎ বাংলায় এক একঅস্তিত্ব বা অদ্বৈতবাদ। অর্থাৎ সুস্পষ্ট অভিশপ্ত কাফির-মুশরিকদের অদ্বৈতবাদের মূল আকিদাকে আরবি শব্দের মোড়কে ইসলামে ঢুকিয়ে সুফি - মারেফাতের নামে প্রচার চলছে [মা'আযাল্লাহ]।

The Sanskrit words Advaita-Vedanta mean "non-dualistic" and "end of Vedas" respectively. Gaudapada (7th century CE) is credited with the founding of this philosophical school, and Shankara was its earliest proponent. The philosophical school of Advaita-Vedanta is still very much alive and thriving in present day India.
The Vedanta Sutras of Badarayana, with Commentary by Sankara 2 vols., George Thibaut trans. (New York, NY: Dover Press, 1962).

The Hiranyagarbha Sukta announces: Hiranyagarbhah samavartatagre bhutasya jatah patireka asit, which means, Before creation existed the golden womb Hiranyagarbha, Bhagwan of everything born. (Rig Veda 10.121.1)
RIG VEDA 10.121 HIRAṆYAGARBHA SUKTAM
The Hiraṇyagarbha Sūkta of the Ṛigveda informs that Bhagwan manifested Himself in the beginning as the Creator of the Universe, encompassing all things, including everything within Himself, the collective totality, as it were, of the whole of creation, animating it as the Supreme Intelligence. It the recreation after unmanifested stage of Bhagwan.

ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ সুক্তে বলা হয়েছে, মহাবিশ্বের সৃষ্টির আগে সৃষ্টিজগৎ সচেতন বুদ্ধিপ্রদীপ্ত একক স্বত্ত্বার অনুরূপ ছিল যেটা থেকে সৃষ্টিজগতে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ এদের বক্তব্য হচ্ছে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টিকর্তারই রূপান্তরিত রূপ,এখন প্রত্যেক স্বত্ত্বাই ঈশ্বর। এজন্য মুশরিকরা দেখা হলে 'নমঃস্কার' বলে, যার অর্থ, **'তোমার অন্তঃস্থিত ঐশ্বরিক দৈবসত্তার নিকট মাথা নত করি(I bow to the divine in you)'!** অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ হিন্দু-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-নাথ(পূর্বাঞ্চলীয় দর্শনসমূহ) প্রভৃতির মৌলিক বিশ্বাস।

অদ্বৈত বেদান্ত (সংস্কৃত: **अद्वैत वेदान्त**) বা অদ্বৈতবাদ হল বৈদিক দর্শনের সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম চর্চার সাধন -পদ্ধতিগত একটি ধারা।সর্বেশ্বরবাদী এ মতে, মানুষের সত্যিকারের সত্ত্বা আত্মা হল শুদ্ধ চৈতন্য এবং পরম সত্য ব্রহ্মও শুদ্ধ চৈতন্য(consciousness)। এ মতে উপনিষদগুলির একটি সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা হলেন আদি শঙ্কর। তবে তিনি এই মতের প্রবর্তক নন। পূর্বপ্রচলচিত অদ্বৈতবাদী মতগুলিকে তিনি সুসংবদ্ধ করেছিলেন।

পাশ্চাত্য প্রাচ্যবাদ ও দীর্ঘস্থায়ী দর্শন এর প্রভাব, এবং ভারতের নব্য-বেদান্তমত ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাবের জন্য অদ্বৈত মতকে হিন্দু দর্শনের বেদান্ত শাখা ও সেগুলির সাধনপদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী মত মনে করা হয়। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অদ্বৈতবাদী শিক্ষার প্রভাব দেখা যায়।ভারতীয় সংস্কৃতির বাইরেও অদ্বৈত বেদান্ত হিন্দু অধ্যাত্মবিদ্যার একটি সাধারণ উদাহরণ বলে বিবেচিত হয়। বেদান্তের প্রতিটি শাখারই প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল প্রস্থানত্রয়ী (উপনিষদ্ ,ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র)। অদ্বৈত মতে, এই বইগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।অদ্বৈত অনুগামীরা আত্মা ও ব্রহ্ম জ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞানের সাহায্যে মোক্ষ লাভ করতে চান। এই মোক্ষ লাভ একটি দীর্ঘকালীন প্রয়াস। গুরুর অধীনে থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি লাভ করা সম্ভব।

গৌড়পাদ উপনিষদ্ ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ দর্শনকে গ্রহণ করলে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। আত্মা বা ব্রহ্ম "সজীব সত্ত্বা"য় পর্যবসিত হয়ে "মায়াবাদ"-এর উদ্ভব ঘটে। এখানে আত্মা ও ব্রহ্মকে দেখা হতে থাকে "শুদ্ধ জ্ঞানচৈতন্য" হিসেবে। শিপারসের মতে, "মায়াবাদ" মতটিই পরবর্তীকালের ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে।মায়া ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের একটি মৌলিক ধারণা। ভারতীয় দর্শনের বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মায়াবাদ। শংকরাচার্যের দর্শনের সঙ্গে মায়াবাদ এতটাই সম্পৃক্ত যে তাঁর দর্শনকে প্রায়শ মায়াবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে মায়াবাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাধারণত ‘মায়া’ বলতে এমন একটি অনির্বচনীয় শক্তিকে বুঝায় যা রহস্যজনকভাবে জগৎরূপে প্রতিভাত। মায়া সব রকম অবভাসিক সত্ত্বার সমন্বয়। যখনই আমরা পরম সত্ত্বার একত্বকে অনুভব করতে ব্যর্থ হই তখনই মায়ার উদ্ভব ঘটে। কোনো বস্তু বা বিষয় প্রকৃতই যা নয় সেভাবে প্রতিভাত হবার নামই মায়া। যেমন অন্ধকারে একটি রজ্জুকে ভ্রমবশত আমরা সাপ মনে করি। ভ্রম দূর হলে সাপের অস্তিত্ব রূপ নেয় বাস্তব রজ্জুর। এ জাতীয় ভ্রান্ত জ্ঞানকেই সাধারণত মায়া বলে আখ্যায়িত করা হয়। শংকরাচার্যের মতে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং এ জগৎ মিথ্যা।

অজ্ঞতাবশত রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় এবং সর্প দর্শনে আমরা আতঙ্কিত হই। ঠিক তেমনিভাবে আমরা অজ্ঞতার কারণে ব্রহ্মের স্থলে জগৎ দর্শন করি এবং জগতের প্রতি আকৃষ্ট হই। যথার্থ জ্ঞান লাভ করলে আমরা যেমন বুঝতে পারি, সর্প সত্য নয় এবং এর পেছনে সত্য হলো রজ্জু, ঠিক তেমনিভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, জগতের পেছনে পরম সত্য হলো ব্রহ্ম। রজ্জুর পরিবর্তে সর্প অথবা ব্রহ্মের পরিবর্তে জগৎ প্রত্যক্ষণই হলো মায়া। শংকরের মতে মায়া ঈশ্বরের অনির্বচনীয় শক্তি। তার মতে সত্য তিন প্রকার: প্রাতিভাষিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। তার মতে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সমমর্যাদাসম্পন্ন নন। তিনি মনে করেন, মায়ার দ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ঈশ্বর(সর্বেশ্বরবাদ)। মায়া ঈশ্বরের শক্তি। কিন্তু মায়া ব্রহ্মের শক্তি নয়। শংকর ঈশ্বরকে জাদুকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, জাদুকর যেমন তার জাদুশক্তি বলে এক টাকাকে দশ টাকা বানায় ঈশ্বরও তেমনিভাবে তার মায়াশক্তি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। অজ্ঞতার কারণে সাধারণ মানুষ জাদুকরের সৃষ্টি দেখে বিস্মিত হয়, কিন্তু জ্ঞানী এর দ্বারা প্রতারিত হয় না। ঠিক তেমনিভাবে একজন সাধারণ মানুষ জগৎপ্রপঞ্চকে সত্য বলে মনে করে। কেউ কেউ মনে করেন যে, মায়াবাদ শংকরের চিন্তার ফসল। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, শংকরের জন্মের বহু আগে বেদে, উপনিষদে, গীতায় কোথাও প্রচ্ছন্নরূপে আবার কোথাও স্পষ্টত মায়াবাদ বিদ্যমান। ব্রহ্মবাদীদের মত মায়াবাদীদেরও একই লক্ষ্য --> ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া (সুফিদের ফানাফিল্লাহ-বাকাফিল্লাহ অভিন্ন দর্শনের কথা বলে)। সহজ কথায় মায়াবাদ অনুযায়ী সমগ্র বস্তুজগৎ মূলত মিথ্যা মায়াময় ঐন্দ্রজালিক মরীচিকা। Individuality বলে কিছু নেই, মূলত সবই একক সত্তা। সবই ব্রহ্ম বা ঐশ্বরিক সত্তা। [১৬]

শঙ্করের আগেও অদ্বৈতবাদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সে সময় এই মতবাদ বেদান্ত দর্শনে প্রধান স্থানটি অধিকার করতে পারেনি। বেদান্তের প্রথম যুগের দার্শনিকেরা ছিলেন সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ। তারা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তারা সমাজে এক উচ্চশ্রেণির জন্ম দেন। এই শ্রেণি হিন্দুধর্মের সাধারণ মতাবলম্বী ও তাত্ত্বিকদের থেকে স্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখত। তাদের শিক্ষা অল্পসংখ্যক শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। বেদান্ত শাখার প্রাচীন শাখাগুলিতে বিষ্ণু বা শিবের উপাসনার কথা নেই। শঙ্করের পরেই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মতাত্ত্বিকরা বেদান্ত দর্শনকে কমবেশি তাদের মতবাদের ভিত্তি হিসেবে প্রচার করতে শুরু করেন। এর ফলেই ভারতীয় সমাজে বেদান্তের ধর্মীয় প্রভাবটি বাস্তব ও চূড়ান্ত রূপ নেয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও বিদেশি উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু নবজাগরণ শুরু হয়। এই নবজাগরণের ফলে ভারত ও পাশ্চাত্য সমাজে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণাই বদলে যায়। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদেরা বেদের মধ্যে ভারতীয় ধর্মগুলির "সারবত্তা" খুঁজতে শুরু করেন। এদিকে একাধিক ধর্মীয় মতকে এবং "আধ্যাত্মিক ভারত" নামে একটি জনপ্রিয় ধারণাকে "হিন্দুধর্ম" শব্দটির অধীনে আনা হয়। হিন্দুধর্মের সারমর্ম বেদে নিহিত আছে বলে পাশ্চাত্য গবেষকরা যা মনে করেছিলেন, তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন হিন্দু সংস্কারপন্থীরাও। সেই সঙ্গে বিশ্বজনীনতাবাদ[Universalism] ও দীর্ঘস্থায়ী দর্শন মতের প্রভাবে সব ধর্মকে একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সত্য বলে ধরে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ইউনিটারিয়ান চার্চ হিন্দুধর্মের এই নতুন পরিচয়ের প্রচারে ব্রাহ্মসমাজকে কিছুকাল সাহায্য করে।

বেদান্তকে হিন্দুধর্মের সারমর্ম ধরে নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তকে হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক সত্ত্বার শাস্ত্রীয় উদাহরণ বলে ধরে নেওয়া হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরাও এই মত পোষণ করতেন। তারা অদ্বৈত বেদান্তকে ভারতীয় ধর্মগুলির সর্বোচ্চ রূপ বলে প্রচার করতেন। ফলে এই মত প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। এর ফলে হিন্দুরা বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর জন্য একটি জাতীয় আদর্শ গঠন করার সুযোগ পান।

অদ্বৈত বেদান্তের বিশ্বজনীন ও স্থায়িত্ববাদী ব্যাখ্যা জনপ্রিয় করার ব্যাপারে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সামগ্রিকভাবে হিন্দু নবজাগরণ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারে প্রধান ভূমিকাও নিয়েছিলেন। তার অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যাটি "নব্য-বেদান্ত" নামে পরিচিত। ১৮৯৬ সালে লন্ডনে দেওয়া একটি বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেন,
"আমি সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে, আধুনিক গবেষকদের থেকে বাহ্যিক ও নৈতিক ব্যাপারে একটি ধর্মই একটু এগিয়ে আছে আর সেটি হল অদ্বৈত। এই কারণেই এই ধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানীদের এত আকর্ষণ করে। পুরনো দ্বৈতবাদী তত্ত্বগুলি তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই তাঁরা মনে করেন। শুধু বিশ্বাসে একজন মানুষের চলে না। তার চাই বৌদ্ধিক বিশ্বাস।"

পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতা ও নিউ এজ মতবাদটি একই অদ্বৈতবাদী অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই জন্য অদ্বৈত বেদান্ত এই দুই মতাবলম্বীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অদ্বৈতবাদকে "উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের চেতনা ব্যতীত একটি অনাদি প্রাকৃতিক সচেতনতা" মনে করা হয়। এটিকে আবার "ইন্টারকানেক্টেডনেস" হিসেবেও অভিহিত করা হত। অর্থাৎ, "এই মতে সব কিছুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কিছুই পৃথক নয়; কিন্তু একই সময় প্রতিটি বস্তুই তাদের স্বাতন্ত্র্য্য বজায় রাখছে।"
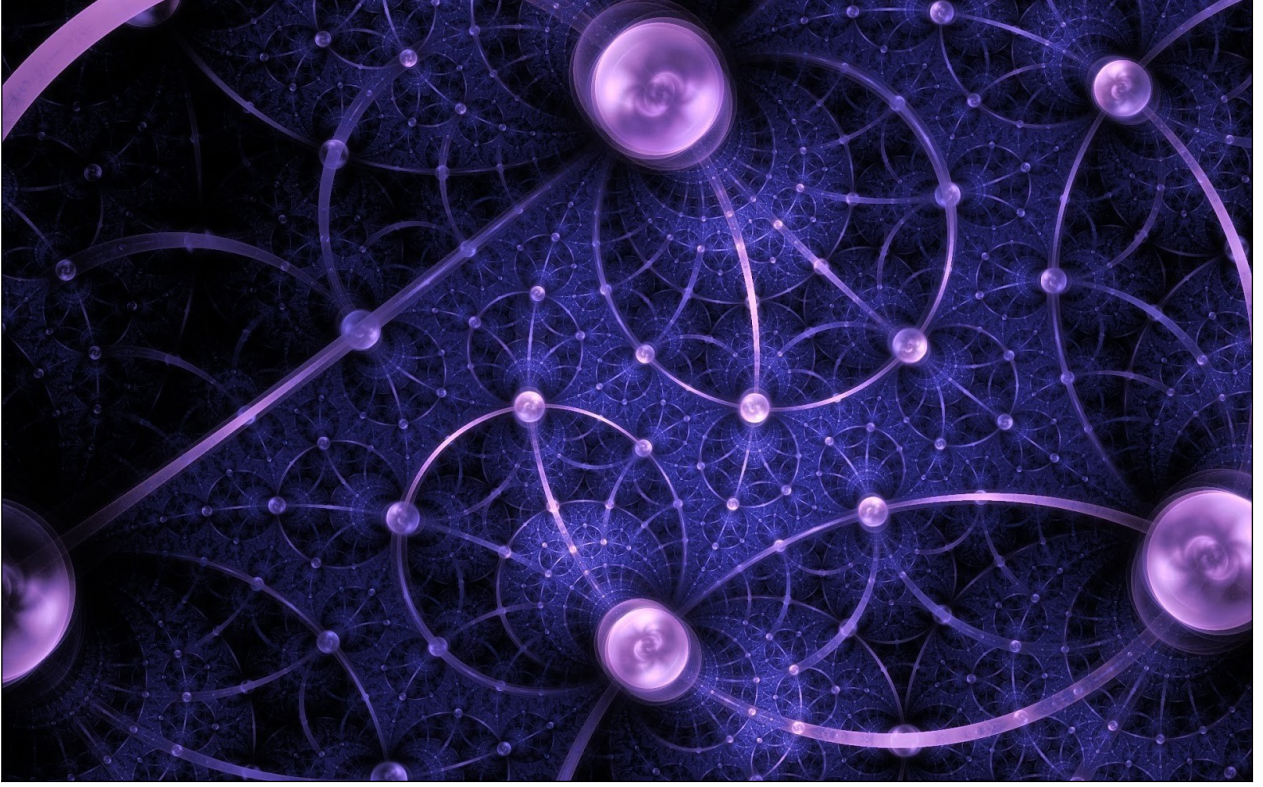
জর্জ ফুরস্টেইনের অদ্বৈতবাদ-সংক্রান্ত উদ্ধৃতি অনুসারে অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: **"সত্য বললে, এই জটিল ব্রহ্মাণ্ডে একটিই সত্য আছে। এখানে একটিই মহান সত্ত্বা আছেন, যাঁকে ঋষিরা বলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের মধ্যেই অসংখ্য রূপ বিদ্যমান। সেই মহান সত্ত্বাই চৈতন্য(consciousness)। ইনিই সব কিছুর কেন্দ্র বা সকল জীবের আত্মা।"**

অদ্বৈত বেদান্তের দর্শনের ভিত্তি উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদের আপ্ত বচনগুলিকে ভিত্তি করেই তা সূত্রাকারে পরিণত হয়েছে। কাজেই এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই বিভিন্ন দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।আদি শঙ্কর তার ভাষ্যগুলির মধ্যে এগুলির অন্তর্নিহিত দার্শনিক অর্থ আলোচনা করেছেন। এই জন্য এই গ্রন্থগুলি অদ্বৈত বেদান্ত পরম্পরায় কেন্দ্রীয় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পায়।সর্বোচ্চ ধারণায় ঈশ্বরকে "মিথ্যা" বলা হয়েছে, কারণ ব্রহ্ম মায়ার আবরণের জন্য ঈশ্বর রূপে প্রতিভাত হন।অনেক লেখকের মতে, বৌদ্ধধর্ম ও অদ্বৈতবাদের মধ্যেকার সাদৃশ্যের কারণটি হল উভয় মতের উপর উপনিষদের প্রভাব। দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তার ইন্ডিয়ান ফিলোজফি বইতে বলেছেন: **"সন্দেহ নেই বৌদ্ধধর্ম ও অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, দুই ধারার প্রেক্ষাপটই হল উপনিষদ।"**

শুধু বৌদ্ধধর্মের সাথে নয়, ইসলামের ছায়ায় প্রচারিত উপমহাদেশের সুফি পীরগনের বিশ্বাস বা আকিদাও বেদান্তবাদের অনুরূপ। সুফিবাদে ওয়াহদাতুল উজুদ(অদ্বৈতবাদ) হুলুল ওয়াল ইত্তেহাদ(সর্বেশ্বরবাদ) মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়। মূলত ইসলামের মধ্যে এই সুফিবাদ সমস্ত কুফরি আকিদার শব্দকে আরবিতে রূপান্তর করে প্রচার করা হয় বলে সাধারণ মানুষ এর ভেতরের অবস্থার ব্যপারে বোঝে না। সুফিবাদ সুস্পষ্ট কুফরি মতবাদের ধারক ও বাহক। সুফি ধর্মবিদ মার্টিন লিংস বলেছেন,

"রাজকুমার দারা শিকো (মৃত্যু ১৬১৯) ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সুফি মতাবলম্বী পুত্র। তিনি বলেছিলেন, সুফিবাদ ও হিন্দুদের অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে শুধু পারিভাষিক পার্থক্য ছাড়া বাকি সবই এক"[১৭]

বিজ্ঞানের ব্রহ্মচৈতন্যে প্রত্যাবর্তন

বোঝার সুবিধার্থে অদ্বৈত বেদান্তবাদ-মায়াতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে উল্লেখ করলাম। এবার ভাবুন তো যদি হিন্দুদের তন্ত্র-মন্ত্রের অদ্বৈত বেদান্তবাদ এবং ইহুদিদের যাদুশাস্ত্র কাব্বালাকে বিচিত্র গাণিতিক ফর্মুলা-ইক্যুয়েশনে ফেলে শতভাগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে রেখে স্বতঃসিদ্ধ নিষ্কলুষ বিজ্ঞানের নামে সর্বত্র প্রচার করা হয়?

জ্বী, আজকের পদার্থবিদগন(natural philosophers) ফিরে গেছেন সেই ইন্দ্রজালের দিকে। আমার মনে পড়ে, বছর চারেক আগে কথিত বিজ্ঞানীগনের(!) ইন্দ্রজালের দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করে একটা ছোট্ট পোস্ট দিয়েছিলাম[8]। তখন আজকের ন্যায় এত কিছু ব্যাখ্যা করিনি বলে পাঠকদের কেউই কিছু বুঝতে পারেনি। কিছু ভাইবোনেরা না বুঝেই বিশ্বাস করেছিলেন(তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান)। অহংকারী নির্বোধের দল সবসময়ই অবিশ্বাস করত। যাই হোক, আজ সকলের তাত্ত্বিকভাবে বুঝবার সময় হয়ে গেছে। আজকের পর্বের শুরু এখানেই।গত পর্বে

সংক্ষেপে পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় দর্শন প্রবেশ ও সমাদৃত হবার ইতিহাস আলোচনা শেষ করেছিলাম।

ভারতীয় উপমহাদেশে আর্যদের হাত ধরে আসা ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট নলেজ অন্যান্য ভূখণ্ডের তুলনায় হাজার বছর ধরে সুরক্ষিত ছিল। যেখানে খ্রিষ্টানরা যাদুশাস্ত্রের ব্যপারে কঠোর দমন পীড়ন চালায়, মুসলিমরা সেখানে ভারতে প্রবেশ করে শাসনভার গ্রহনের পর পৌত্তলিকদের দর্শন ও অপবিদ্যার বিরুদ্ধে দমন পীড়নের বদলে কবীন্দ্র পরমেশ্বরদের দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। এতে করে আজকের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় পৌত্তলিকদের অকাল্ট শাস্ত্রগুলো নিরাপদে রয়ে যায়। খ্রিস্টান শাসনের পতনের পর যাদুশাস্ত্রের রেনেসাঁর দ্বারা সাহিত্য - দর্শনে যাদুশাস্ত্রগুলো পরম পূজনীয় বিষয় হয়ে যায়। বিগত পর্বে দেখিয়েছি কোপার্নিকান, ভিঞ্চি,নিউটন-বেকন'দের যাদুশাস্ত্রের প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল। সময় যতই সামনের দিকে গড়ায় প্রাচীন হার্মেটিক কিতাবাদির বাইরে প্রকৃতির দার্শনিকদের বা ন্যাচারাল ফিলসফারদের (নতুন টাইটেলঃ বিজ্ঞানী) কাছে নতুন কিছুর প্রতীক্ষা বাড়তেই থাকে। আঠারো-উনিশ শতকে কাব্বালার কিতাবাদি আজকের ন্যায় সহজলভ্য ছিল না। **১৯২০** সালে কাব্বালাহ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় র‍্যাবাঈ ইয়াহুদা আশলাগ। এর পরবর্তীতে সহজলভ্য হতেও সময় লাগে। ঠিক এর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, হেলেনা ব্লাভাস্তস্কি প্রমুখের দ্বারা ভারতে সংরক্ষিত অকাল্ট অপবিদ্যা পাশ্চাত্যে পৌছতে শুরু করে। কবিসাহিত্যিক থেকে শুরু করে দার্শনিক ও কথিত বিজ্ঞানীগন ভারতীয় অকাল্ট নলেজকে গ্রহন করতে থাকে। এ ব্যপারে **১৪** তম পর্বে আলোচনা হয়েছে।

ভারতবর্ষ পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে যায় জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। অবিকৃত যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক বৈদিক ঔপনিষদিক তত্ত্বগুলো পেয়ে সবার অবস্থা ওইরূপ হয় যেন তারা স্বর্ণের খনি পেয়েছে। কুফরি দর্শন অন্বেষী বিজ্ঞানীগন খ্রিষ্টধর্ম বা আব্রাহামিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞাপোষণের জন্য বিকল্প পথ পেয়ে যায়। আইনস্টাইনের মত পদার্থ (অপ)বিজ্ঞানী বলেনঃ**"বৌদ্ধধর্মে এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে যা ভবিষ্যতের জন্য কস্মিক ধর্মে থাকা উচিত:এটা সৃষ্টিকর্তার সত্তাগত (অস্তিত্বের) ধারনাকে বাদ দিয়ে সবধরনের ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদকে পরিহার করে;এটা উভয় প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক পূরন করে,এবং এটা এমন ধর্মীয় চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত যেটা সকল জিনিসের অভিজ্ঞতা উৎসারিত,এখানে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে রয়েছে অর্থপূর্ণ ঐক্য। বৌদ্ধধর্ম এই বৈশিষ্ট্য গুলো পূরণ করে। যদি কোন ধর্ম থেকে থাকে যেটা বৈজ্ঞানিক চাহিদার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম, তবে সেটা বৌদ্ধধর্ম। আমি স্পিনোজার(বারুচ স্পিনোজাঃসর্বেশ্বরবাদী শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের একজন) ঈশ্বরে বিশ্বাসী,যিনি নিজেকে সমগ্র অস্তিত্বের নিয়মতান্ত্রিক হার্মোনির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে(সর্বেশ্বরবাদ), কোন ব্যক্তিক সৃষ্টিকর্তার স্বত্ত্বায় নয়, যিনি মানুষের ভাগ্য**

ও কর্মের ব্যপারে পরোয়া করেন।"

অন্যত্র বলেনঃ**"আমি কোন (স্বতন্ত্র)সত্তাগত সৃষ্টিকর্তায়(আল্লাহ) বিশ্বাসী নই এবং আমি শুধু এটা অস্বীকারই করিনি বরং সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছি।"**

কিংবদন্তী পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে নিয়ে প্রথম পর্বেই দীর্ঘ আলোচনা করেছি, তাই নতুন করে তার ব্যপারে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। মূলত কাব্বালার পাশাপাশি বেদান্তবাদ কিংবা বৌদ্ধমত এবং অন্যান্য ধর্মচক্র(ভারতীয় রহস্যবাদি দর্শনসমূহ) সর্বেশ্বরবাদের শিক্ষা দেয়, যা এক প্রকারের নিরেশ্বর বা নাস্তিকতার আদি সংস্করন। এটা শুধু ভারতীয় কিংবা ইহুদীদের নয়, সমগ্র রহস্যবাদী ট্রেডিশান(mystery tradition) অভিন্ন মৌলিক শিক্ষা। আজকের অপবিজ্ঞানীগন তাদের তত্ত্বসমূহের আড়ালে এই কুফরি আকিদার দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানরা তো সাড়া দিয়েছেই , আজকের মুসলিম উম্মাহও এদের মহা কুফরের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে সাগ্রহে। কথিত বিজ্ঞান আজ ফিরে গেছে ব্যাবিলনীয় ইন্দ্রজালের দিকে, ফিরে গেছে ব্রহ্ম চৈতন্যের আদি ধর্মে। চলুন কথিত আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে যাওয়া যাক।

ইহুদী বংশোদ্ভূত আইনস্টাইন ছিলেন সুইস প্যাটেন্ট অফিসের নিচু শ্রেনীর ক্লার্ক। তিনি ওইসময় চারটি সায়েন্টিফিক পেপার লিখে ফেলেন।
১.ফোটনকণা হচ্ছে আলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত পার্টিকেল। তিনি ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্টকে ব্যাখ্যা করতে তার নতুন মতবাদকে ব্যবহার করেন।
২.অপর পেপারে তিনি গাণিতিকভাবে এটমের অস্তিত্বের প্রমাণ করেন। তখনো এটমিক তত্ত্বের স্বীকৃতি নিয়ে সন্দেহ ছিল।
৩.তিনি স্পেশাল থিওরি অব রেলেটিভিটিকে প্রকাশ করেন যেটায় দেখান কিভাবে গতি সময়কে প্রভাবিত করে।
৪.এরপরে এনার্জি=এমসি২। তিনি ম্যাটার ও এনার্জির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন।
কিন্তু তার এ তত্ত্ব তখনও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি যেহেতু তার তত্ত্ব, তার সময়ের বিজ্ঞানীদের তুলনায় অনেক এ্যাডভান্স পর্যায়ের।

ইহুদীদের কাব্বালিস্টিক যাদুশাস্ত্রগুলোয় বিশদ উল্লেখ আছে অকাল্ট সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে। অনু

পরমানুর সমন্বয়ে যে বস্তুর গঠন এবং সমগ্র বস্তু যে energy সে জ্ঞানও ইহুদীদের কাব্বালাহ শেখায়। তাছাড়া উচ্চতর বহুমাত্রিক জগৎ এবং মহাজাগতিক বিচিত্র শক্তি, গঠনপ্রকৃতি, অরিজিন এবং শেষ পরিনতি সবকিছুই কাব্বালাহ শেখায়। নিউটনের পরে ইহুদী আইনস্টাইনই সর্বপ্রথম কাব্বালিস্টিক এ সব বিদ্যাকে শক্ত-গ্রহনযোগ্য প্ল্যাটফর্মে প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

এরপরে তৎকালীন আরেক মহান পদার্থবিজ্ঞানী জনাব ম্যাক্স প্ল্যাংক আইনস্টাইনের আলো ও ফোটনের ব্যপারে লেখা গবেষণা পত্রটি পাঠ করেন। প্ল্যাংক আইনস্টাইনকে নিয়ে আসার জন্য তার অফিসে লোক পাঠায়। এই স্বীকৃতি আইনস্টাইনকে বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে পরিচিত করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে অখ্যাত আইনস্টাইন খ্যাতিমান হতে শুরু করেন। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সারাজীবন অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবন পার করেন, হয়ত তার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে আইনস্টাইন।

ড্যানিশ পদার্থবিদ নিলস বোর কোপেনহেগেনে বড় হন এবং ২৬ বছর বয়সে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।তিনি আইনস্টাইনের এটমের ব্যপারে ধারনার রিসার্চ পেপার পড়েন এবং ১৯১৩ সালে এটমিক স্ট্রাকচারের কার্যনীতির ব্যপারে একটা কন্সেপচুয়াল মডেল তৈরি করেন। পজেটিভ চার্জড নিউক্লিয়াসকে নেগেটিভ চার্জড ইলেক্ট্রন প্রদক্ষিণ করে, এই ইলেক্ট্রন গুলো বিশেষ এনার্জি লেভেলে অর্বিট করে, যা কোয়ান্টাইজড। বোর এর এটোমিক মডেলটি এটমিক পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রেও প্রভাববিস্তার করে, যেটা আধুনিক যুগের প্রবর্তনা ঘটায়। তিনি ইউনিভার্সিটি অব কোপেনহেগেন এর ফিজিক্স প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত হন। একইসময় আইনস্টাইন ইউনিভার্সিটি অব বার্লিনে প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত হন।সেসময় তিনি আরো কিছু রিসার্চ পেপার পাব্লিশ করেন যার মধ্যে একটি হচ্ছে, "আকাশ নীল কেন"।

এরপরে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের অঙ্গনে প্রাচীন জ্যোতিষী - যাদুকরদের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাধ্যমে। এ ব্যপারে কিছু বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল রিডাকশনিজম বা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিজিক্স, যেখানে বস্তু বা অনু-পরমাণুর স্বাধীন স্বতন্ত্র ও বাস্তব অস্তিত্ব এবং সবকিছু যুক্তি এবং determinism এর গন্ডির মধ্যে রাখা হয়। একে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বলেও ডাকা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা গুরু ছিলেন মহান যাদুকর আইজ্যাক নিউটন। বস্তুবাদ,ভোগবাদ,নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি চিন্তাধারা ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্সের বস্তুবাদী সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু ফলাফল। একটা বিষয় হচ্ছে আলকেমিস্ট নিউটন যদিও ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাজ করেছিলেন, তার

পঠিত ও গবেষনার যাদুকরী শাস্ত্রগুলো ছিল আধ্যাত্মবাদী বা আইডিয়ালিস্টিক। তিনি ডুবে থাকতেন কাব্বালা,হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের মধ্যে। কথিত বিজ্ঞানের পূর্ব নামঃ natural philosophy'র প্রথম এবং প্রাচীন ধারাটি ছিল মন বা চেতনাকেন্দ্রিক, ফিলসফির ভাষায় আইডিয়ালিস্টিক। এই আইডিয়ালিজমের উপরে ছিল সমস্ত আদি যাদুশাস্ত্রের কিতাব গুলো।

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরাস, প্লেটো প্রমুখ আইডিয়ালিস্টিক বিশ্বদর্শনে বিশ্বাস করত। এটা সমস্ত প্রাচীন-অর্বাচীন যাদুকরদের মৌলিক ওয়ার্ল্ডভিউ বা বিশ্বাসব্যবস্থা। এ বিশ্বদর্শনে আত্মা বা মনই সবকিছু। প্রাচীন দার্শনিকদের এই আইডিয়ালিস্টিক ফিলসফির উৎস ছিল ব্যাবিলনীয় কাব্বালিস্টিক অকাল্ট(যাদু) শাস্ত্র এবং ব্যবিলনীয়ান-ক্যালডিয়ান ম্যাজাই। এগুলো থেকেই পারসিয়ান আর্যগণ বেদান্তশাস্ত্র তৈরি করে ভারত পর্যন্ত পৌছায়। আইডিয়ালিস্টিক সৃষ্টিতত্ত্বে মূল হচ্ছে মন বা চেতনা। চারপাশের বস্তুজগতের অনু-পরমাণুর একদম মূলে রয়েছে চেতনা। এই চেতনার মধ্যে ভেদ নেই। সমগ্র সৃষ্টিজগতে একক চেতনা বা মহাচৈতন্য। সহজ করে বললে, সমস্ত বস্তুর কণার মূলে আছে অনু-পরমানু, অনু-পরমানু এনার্জি দ্বারা তৈরি, এই এনার্জি তৈরি হয়েছে অদ্বৈত চেতনা সত্তা দিয়ে। যাদুকরদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটাই ঈশ্বর। হিব্রু কাব্বালায় এটা আইনসফ। ইসলামিক দৃষ্টিকোণে এভাবে বলা যায় ম্যাটারের মূলে থাকা এনার্জির মূলে আছে স্বয়ং আল্লাহর সত্তাগত অস্তিত্ব, মানে সমস্ত বস্তু বা পদার্থই আল্লাহ! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!! এটাই ওয়াহদাতুল উজুদ(অদ্বৈত অস্তিত্ব) বা monism এর আকিদা। এটাকেই আরবিতে বলা হয় আল ইত্তেহাদ।এটাই অদ্বৈত বেদান্তবাদ,কাব্বালা সহ সমস্ত মিস্ট্রি ট্রেডিশনের মূল কথা। উপরে আলোচনা করেছি বেদান্তশাস্ত্রে এই অদ্বৈত চেতনা বা মহাচৈতন্যকে আত্মা/ব্রহ্মা প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। এই মনই সকল বস্তুর গর্ভ। অনু-পরমাণুর সংগঠন এই মহাব্রহ্মচৈতন্যই ধরে রেখেছে। ত্রিমাত্রিক আমাদের জগতে আমরা যে বস্তুসমূহের মধ্যে ব্যবধান বা স্বাতন্ত্র্য দেখি সেটা মায়া। আমরা যে শূন্য স্থান দেখি সেটাও এনার্জি দ্বারা পূর্ন। আমরাও এরই সাথে ইন্টারকানেক্টেড। আইডিয়ালিস্টিক মহাবিশ্বে সমস্ত সৃষ্টিই নিজ নিজ বিবর্তনশীল স্রষ্টা। কোন
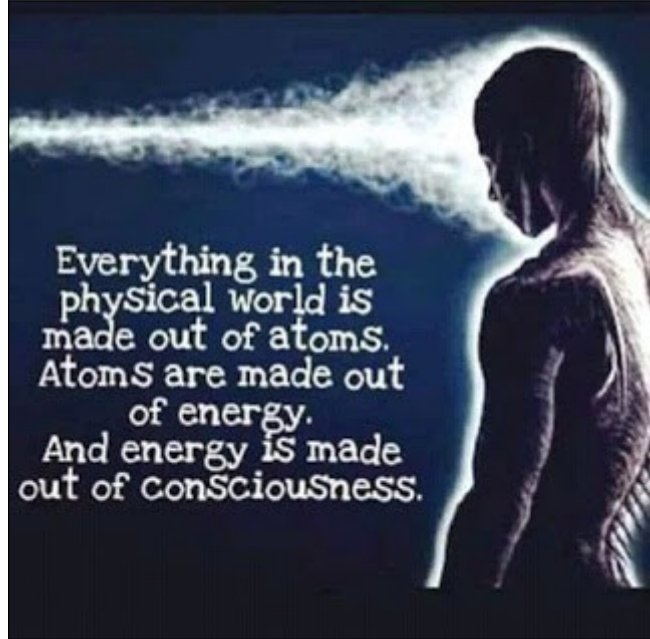
সলিড বস্তু বলে কিছু নেই,সবই একক ইউনিফাইড এনার্জি ফিল্ড, অতএব সমস্ত পদার্থের সলিডিটি(solidity) একরকমের মরীচিকা বা মিথ্যা । সবকিছু ননলোকাল। এখানে মন বা চেতনাই আসল। অনু-পরমাণুর ভেতরেও শূন্য স্পেস। এখানে সবকিছুই অনন্ত ক্ষমতাশালী অনন্ত সম্ভাবনাময়, যেহেতু সবকিছুই ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক সত্তার অংশ। এ বিষয়টি ত্রিমাত্রিক জগতের বাসিন্দাদের যারা জানে তারা বিশ্বাস করে, তাদের সচেতন পর্যবক্ষন বা অভিপ্রায় দ্বারা নিজেদের ভাগ্যে পরিবর্তন করতে পারে কেননা সকল কর্ম পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভর করে। সাবএ্যাটমিক পর্যায়ে পর্যবেক্ষকই সবকিছুর ভাগ্য নিয়ন্তা। সৃষ্টিকর্তার আলাদা সত্তা বিহীন এ ননডুয়াল অস্তিত্বে সবকিছুই সবকিছুকে সৃষ্টি করছে, অর্থাৎ অনেকটা self sustained universe মডেল যেখানে অদ্বৈত ব্রহ্মচেতনা আমাদের ত্রিমাত্রিক অস্তিত্ব তৈরি করছে আবার সাবএ্যাটমিক লেভেলে আমরাই মহাবিশ্বের কম্পোজিশনে ভূমিকা রাখছি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই সমস্ত শিক্ষাগুলো বিজ্ঞানের মোড়কে শেখায়। কোয়ান্টাম মেকানিক্স materialism এর plurality, locality, determinism এর বিপরীতে singularity বা non duality, Non locality, Non Determinism কে শেখায়, বাস্তব জগতের সবকিছুকে হলোগ্রাফিক প্রজেকশন বলে, সবকিছুকে মায়াজাল বোঝায়,সবকিছুই ব্রহ্ম চেতনার স্বপ্ন বা সিমুলেশন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে আনা হয়েছে সাবএ্যাটমিক পর্যায়ে পদার্থের আচরণ ব্যাখ্যা করতে, যেখানে ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং ক্ল্যাসিক্যাল ফিজিক্স তাত্ত্বিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বস্তুবাদী বা নাস্তিক্যবাদী বিজ্ঞানীদের কাছে এই বিপরীতমুখী শিক্ষা বাহ্যত সহজ না, কিন্তু অপরদিকে আইডিয়ালিস্টিক দর্শন সর্বেশ্বরবাদের কথা বলে, যেটা নাস্তিক্যবাদি একই মুদ্রার অপর পিঠ। অবশেষে Materialistic Classical Deterministic Physics, Non-local indeterministic quantum physics এর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। প্রমানিত করা হয়, ব্রহ্মচৈতন্যের অস্তিত্বের ধারনাই সঠিক! ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের বস্তুবাদী ধরাবাধা চিন্তা ভুল।

গোটা বিজ্ঞান, অকাল্ট শাস্ত্রের হাত ধরে আসলেও কয়েক শতাব্দী অকাল্টিজম, মিস্টিসিজম এর বিরোধিতা করত। এটা ছিল একটা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের নামে ন্যাচারাল ফিলসফির রহস্যময় যাদুকরী দিকগুলোকে বাদ দিয়ে সাধারন মানুষের কাছে অত্যাবশকীয় নিষ্কলুষ বিদ্যা হিসেবে গ্রহনযোগ্যতা তৈরি হয়। যখন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মানুষ হৃদয়ে ধারন করলো,

এরপরে সমস্ত অকাল্ট দর্শনকেই পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হলো। এ কাজে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বৈপ্লবিক অবদান রাখে। "প্রব্লেম-রিয়্যাকশান-সল্যুশন" প্রক্রিয়ায় যখন আবারো প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান অকাল্টিজমে বিজ্ঞানে প্রত্যাবর্তন করলো, ম্যাটেরিয়ালিজমকে ভুল প্রমাণ করা হলো, দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে অকাল্ট ফিলোসোফির (যাদুশাস্ত্রভিত্তিক বিশ্বাসব্যবস্থা) সবকিছু একে একে সায়েন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে লাগল। চলুন, এবার আবারো ইতিহাসে ফেরা যাক।

১৯২০ সালে আরেক নোবেল বিজয়ী মহান পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ তার বিখ্যাত uncertainty principal তৈরি করেন,যেটা বলে: যখন কোন পদার্থবিদ সাবএটোমিক পার্টিকেলস পর্যবেক্ষণ করতে যান, পরীক্ষণের যন্ত্র অনিবার্যভাবে সাবএটোমিক পার্টিকেলের কক্ষপথকে উল্টিয়ে দেয়। এটা এজন্য হয় যে, তারা এমন কিছুর পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন যা ওই ব্যবহৃত ফোটনের সমস্কেলের।আরো বেশি নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, সাবএ্যাটমিক পর্যায়ের কোন কিছুকে অবজার্ভ করতে গেলে এমন যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে যেটা অবজার্ভড পার্টিকেলে ফোটনগুলোকে প্রজেক্ট করবে। কারন আমাদের রেটিনা দ্বারা ফোটন্সের রিসেপশনকে আমরা দৃষ্টি বা ভিশন বলি। মূলত, কোন কিছু দেখতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এটার দিকে ফোটন ছুড়তে হবে। সমস্যা হলো, এই ফোটনগুলো সাবএটমিক পার্টিকেল গুলোকে সমস্যায় ফেলে যেহেতু তারা উভয়ে একই আকারের। এজন্য, কক্ষপথে অল্টারিং ছাড়া সাবএটোমিক কণাকে অবজার্ভ করার উপায় নেই। ১৯২৫ সালে হাইজেনবার্গ ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স নামের একটা ধারনার পরিচয় ঘটান। এনার্জি কিভাবে এটম ধারন করে তা ব্যাখ্যা করেন। ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স একটুও ট্রেডিশনাল ফিজিক্সের অনুরূপ ছিল না।

নিলস বোর হাইজেনবার্গের আইডিয়াকে সমর্থন করলেন। কিন্তু আইনস্টাইনসহ অনেক পদার্থবিদগন তেমন সমর্থন করলেন না। এরপরে যখন হাইজেনবার্গ নিজেই ফিজিক্স প্রফেসর হলেন তখন, নিজের আইডিয়াকে প্রচার শুরু করলেন। প্রশ্ন আসে, হাইজেনবার্গের ম্যাট্রিক্স মেকানিক্সের উৎস কি? হঠাৎ করে কোথা থেকে 'অনিশ্চয়তার নীতির' আইডিয়া পেলেন? উত্তর হচ্ছে, ভারতীয় বৈদিক অকাল্ট দর্শন! বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে, তবে সত্য হলো তিনি ভারতীয় বা পূর্বাঞ্চলীয় মিস্ট্রি স্কুল দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত ছিলেন। The Holographic Paradigm (page 217–218) এ উল্লিখিত Fritjof Capra যখন Renee Weber দ্বারা সাক্ষাত

করেন,তিনি উল্লেখ করেনঃ শ্রোডিঞ্জার হাইজেনবার্গের ব্যপারে বলতে গিয়ে বলেন, **"আমার সাথে হাইজেনবার্গের সাথে একাধিক আলোচনা হয়েছে। আমি থাকতাম ইংল্যান্ডে [circa 1972] এরপর আমি তার সাথে Munich এ একাধিকবার দেখা করি এবং তাকে গোটা পাণ্ডুলিপি চ্যাপ্টারের পর চ্যাপ্টার দেখাই। সে খুবই খোলাখুলিভাবে আগ্রহবোধ করেন, তিনি আমাকে এমন কিছু বলেন যা আমার মনে হয়না পাব্লিকভাবে কেউ কিছু জানে,কারন তিনি তা কখনোই প্রকাশই করেন নি। তিনি বলেছিলেন যে তিনি (বেদের সাথে) সমান্তরাল সাদৃশ্যতার ব্যপারে ভালভাবেই অবগত। কোয়ান্টাম থিওরি নিয়ে কাজের সময় তিনি ভারতে যান বক্তৃতার জন্য এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিথি হয়ে ছিলেন। তিনি ঠাকুরের সাথে ভারতীয় দর্শন নিয়ে অনেক কথা বলেন। হাইজেনবার্গ আমায় বলেন, এই আলাপন তার পদার্থবিদ্যায় অনেক সাহায্য করে,কারন সেসব তাকে দেখায় যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নতুন ধারনা অতটা পাগলাটে নয়। তিনি অনুধাবন করেন, বস্তুত এই গোটা (বেদান্তবাদী)সংস্কৃতি খুব সাদৃশ্যপূর্ণ ধারনা দেয়। হাইজেনবার্গ বলেন, এটা তার জন্য বড় একটা সাহায্য ছিল। নিলসবোরেরও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, যখন তিনি চীনে যান।"**

সুতরাং বুঝতেই পারছেন হাইজেনবার্গের তত্ত্বের উৎস কি। শুধু হাইজেনবার্গই নন, নিলসবোর নিজেও ছিলেন বেদান্ত-উপনিষদিক শাস্ত্রের অনুগত পাঠক। তিনি বলেনঃ **"আমি প্রশ্ন করতে উপনিষদের মধ্যে যাই।"** এ কারনেই হাইজেনবার্গের থিওরির পাশে নিলসবোরের একনিষ্ঠ সমর্থন ছিল।
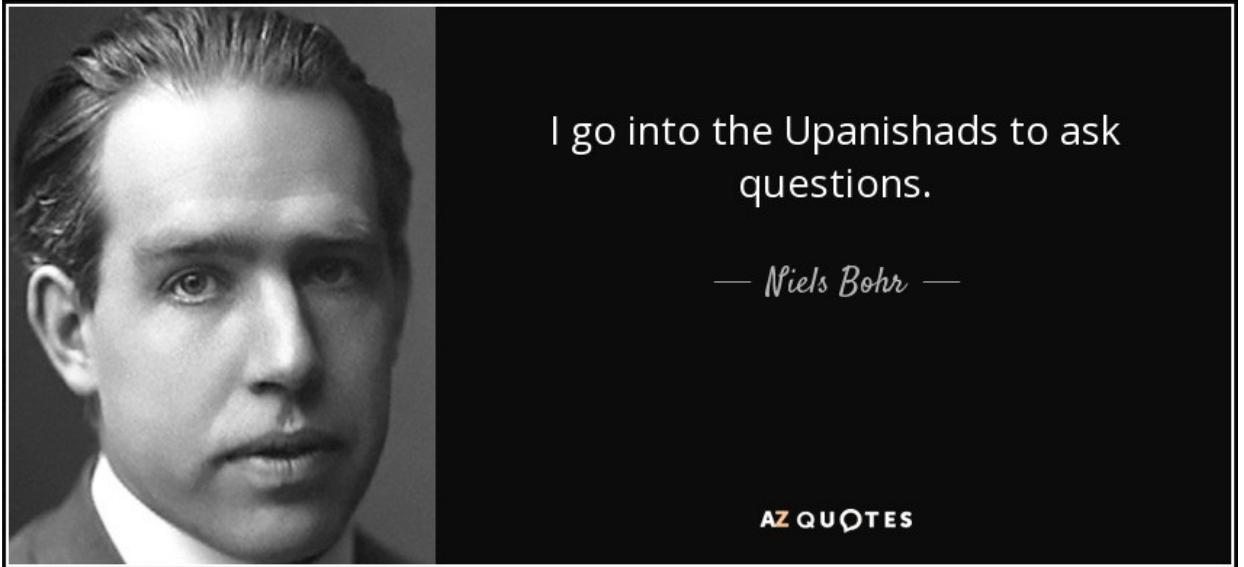
ড্যানিশ ফিজিসিস্ট নিলস বোরকে স্মরণ করা হয় এটোমিক স্ট্রাকচার ও কোয়ান্টাম তত্ত্বে ব্যাপক অবদান রাখার জন্য।নিলস বোর ১৯০০ সালে পরমাণুর বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে তড়িৎচুম্বকীয়

রেডিয়েশন ধারণ ও বিকিরণের কারন ব্যাখ্যা করে আলোচিত হন। তিনি চীনে গমন করে চাইনিজ মিস্ট্রি ট্রেডিশান(যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক দর্শন) : তাওবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি ১৯৪৭ সালে যখন নাইট উপাধি লাভ করলেন তখন সর্বেশ্বরবাদী চাইনিজ দর্শন তাওবাদের ইনইয়াং প্রতীককে তার পরিধেয় কোটের হাতে ধারন করেন। তিনি বলেনঃ**"পরমাণুতত্ত্বের সমান্তরাল শিক্ষায় আমাদেরকে ওইসব তাত্ত্বিক সমস্যার দিকে যেতে হয় সে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন বুদ্ধ এবং Lao Tzu, যখন অভিনেতা ও দর্শকের অবস্থানে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে ছন্দময় সংগতি আনয়নের চেষ্টা করা হয়।"**

(Niels Bohr, Atomic Physics and Human Knowledge, (edited by John Wiley and Sons))

নিলসবোর বৈদিক ও বৌদ্ধদর্শনের মায়াতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, মূলত এ বিশ্বাসের সাথে সংগতি রেখেই কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানকে সাজানো হয়েছে। গানিতিক সূত্রে ও যুক্তিতে রচনা করা হয়েছে আদি ব্রহ্মান্য-বেদান্তবাদ।নিলস বোর বৈদিক মায়াতত্ত্বের সাথে সুর মিলিয়ে বলেনঃ**"সব জিনিস; যাকে আমরা সত্য বলি, তা এমন জিনিস দ্বারা তৈরি যা সত্য বলে বিবেচিত হতে পারে না....যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স আপনাকে গভীরভাবে অভিঘাত না করে,তবে আপনি এটা এখনো বুঝতে পারেন নি।"**

কোয়ান্টাম তত্ত্ব আসলে এ বেদান্তবাদি মায়াবাদের বিশ্বাসটিকে ধারন করতে শেখায়। সবকিছুই মেন্টাল প্রজেকশন। স্বপ্নের মত, সবকিছু মহাচৈতন্যের স্বপ্ন বা কল্পনা। সিমুলেশন বা হলোগ্রাফিক হলোফ্র্যাক্টাল রিয়েলিটি।

অন্যভাবে বলা যায়, বস্তু জগতে সলিড বলে কিছু নেই, সবই এনার্জি। তাই যাকে আমরা সত্য বলে মনে করি তা সত্য বলে বিবেচ্য হতে পারে না।সত্য কেবল ব্রহ্মচৈতন্য, আর সবকিছুই মায়া। এজন্য বৈদিক শাস্ত্রে আছে, **"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা!"**

কোয়ান্টাম মেকানিক্স অধিকাংশ মানুষই অসম্ভব কঠিন দুর্বোধ্য মনে করে। এর ম্যাজিক্যাল কার্যনীতি সহজে বুঝতে পারেনা। এমনকি অনেক বস্তুবাদী পদার্থবিদও আছেন যারা কোয়ান্টাম
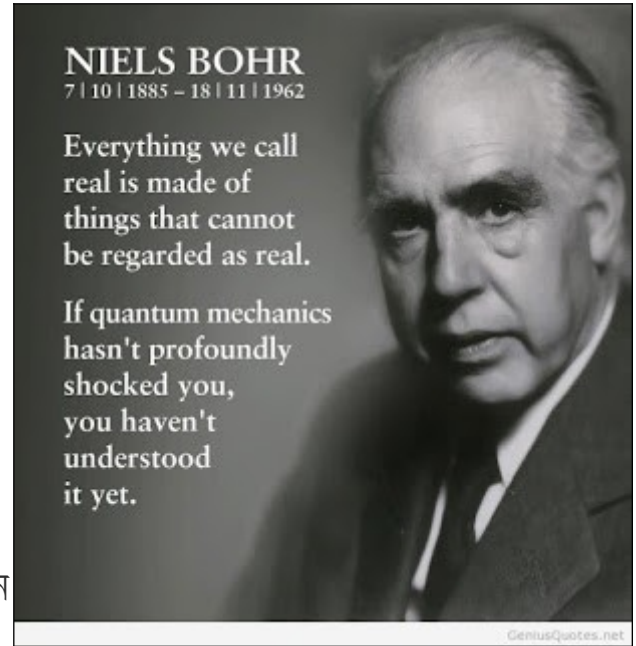
মেকানিক্স বোঝেন না! রিচার্ড ফাইনম্যান বলেন, **"আমি মনে করি আমি নিরাপদে এটা বলতে পারি কেউই কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝে না।"** আসলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে না বুঝতে পারার মূল কারন হচ্ছে প্যাগান আধ্যাত্মবাদ বা যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক অকাল্ট ফিলসফির মূল তত্ত্বের ব্যাপারে কোন জ্ঞান না থাকা। বেদান্তবাদের শিক্ষা না থাকা। স্বভাবতই বেদান্তবাদ কিংবা কাব্বালার মূল নীতি বা তত্ত্বকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শব্দের মোড়কে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করলে বোঝা ভারী মুশকিল হয়ে যায়। আরো কঠিন হয় যখন এই চিন্তাধারা বিপরীত মেরুর(বস্তুবাদী) মতাদর্শের লোকের নিকট হজম করতে বলা হয়। এজন্যই কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিছু মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। এজন্য আগে babylonian mysticism গিলতে হবে। গিলতে হবে অদ্বৈত বেদান্তবাদ। এজন্যই হাইজেনবার্গ বলেছেনঃ **"যেসব লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করেছে, তাদের কাছে কোয়ান্টাম থিওরি হাস্যকর লাগবেনা।"**
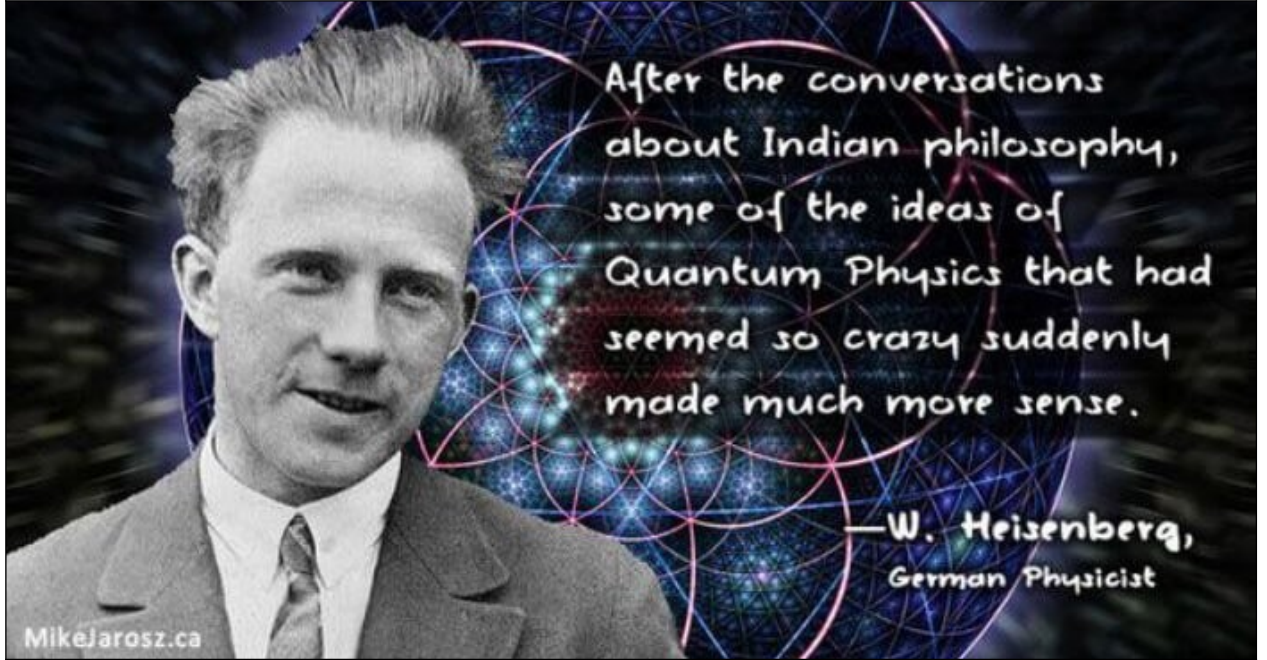
অন্যত্র বলেনঃ**"ভারতীয় দর্শনের ব্যাপারে কিছু কথোপকথনের পর, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার কিছু ধারনা, যেগুলো খুব পাগলাটে মনে হত, সেগুলো বুঝে আসে।"**

এজন্যই আর্টিকেলের প্রথমদিকেই অদ্বৈত বেদান্তবাদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছি যাতে বুঝতে সহজ হয়। এবার চলুন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কিছু শব্দের ব্যাখ্যার সাথে পরিচিত হওয়া যাকঃ

Consciousness:

চেতনা দ্বারা কোয়ান্টাম তত্ত্বে বেদান্তবাদের অদ্বৈত ব্রহ্ম চৈতন্যকে বোঝায়। এর দ্বারা বোঝানো হয় সমস্ত পদার্থের মূলে আছে একক ইউনিফাইড কালেক্টিভ কনসাসনেস। একটি মাইন্ড। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এর ভাষায়,"This mind is the matrix of all matter"। সমস্ত পদার্থের গর্ভ এই মহাচেতনা। এটাই সৃষ্টিকর্তা। আবার এই স্রষ্টাই বস্তুজগৎ। এটিই দার্শনিক Baruch spinoza'র pantheistic God. এ বিশ্বাসকে দর্শনে নন ডুয়ালিজম বা অদ্বৈতবাদ বা monism অথবা আরবিতে ওয়াহদাতুল উজুদ বলা হয়। হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রে উল্লিখিত নীতির প্রথমটিই চেতনা বা মন নির্ভর মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ড!
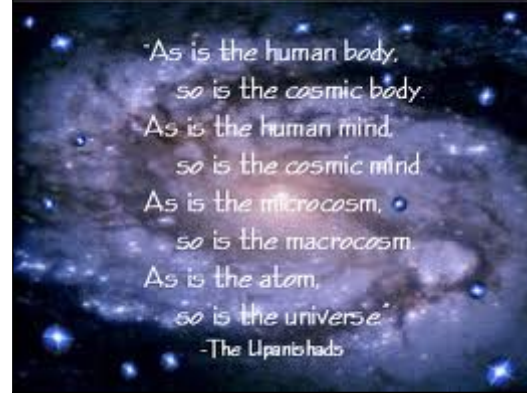
Non Locality:

যেহেতু কোয়ান্টাম লেভেলে সবকিছুই চেতনার অংশ, সেহেতু সবকিছুই একক। কোন বস্তুরই স্থানগত নির্দিষ্টতা নেই। যেকোনো বস্তু যেকোন/সকল স্থানে বিদ্যমান।

Quantum Entanglement:
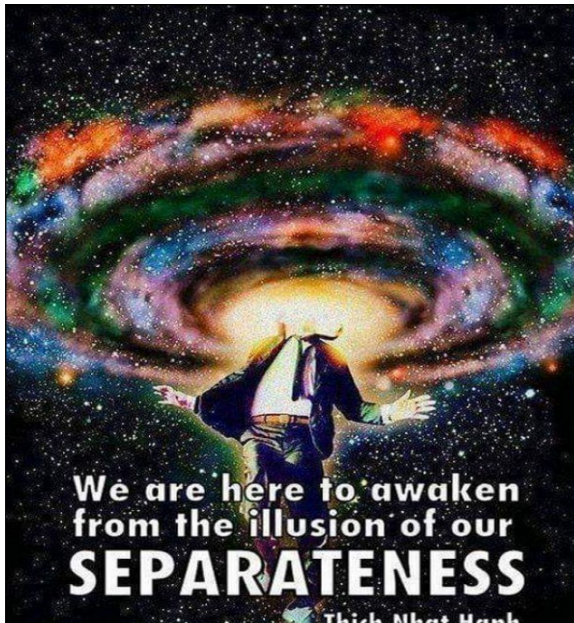
Non Locality এর দরুন সমস্ত বস্তুজগতই একই বাধনে বাধা। সবকিছুই একে অপরের সাথে সংযুক্ত। "ব্রহ্মাণ্ডের" সব কিছুই একক অস্তিত্ব। এজন্য একই মৌল থেকে উৎপন্ন বস্তুকে আলাদা করে শত শত আলোকবর্ষ দূরে নিয়ে গেলেও একে অপরের সাথে যুক্তই থাকে। সেপারেশন বা মধ্যবর্তী ফাকাস্থান হচ্ছে মায়া বা ইল্যুশন। এজন্য দূরে এক প্রান্তে ঐ বস্তুর এক খন্ডে কোন পরিবর্তন ঘটালে, সাথে সাথে অপর প্রান্তে অবস্থিত অপর খন্ডে প্রভাব ফেলে। একে কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গলমেন্ট বলে। কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়।[১১]

Measurement problem:

ননলোকাল অবস্থায় সমস্ত পদার্থের অবস্থা হচ্ছে কম্পনশীল তরঙ্গায়িত এনার্জি পার্টিকেল। ওয়েভ ফাংশন হচ্ছে কোয়ান্টাম স্টেটে পার্টিকেলসমূহের অবস্থান, মোমেন্টাম,সময়,ঘূর্নন প্রভৃতির সম্ভাব্যতার ফাংশন। ওয়েভ ফাংশনকে Ψ ভেরিয়েবলের দ্বারা বোঝানো হয়। ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সের হবার কারনকে মেজারমেন্ট প্রব্লেম বলা হয়। সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য কারন হচ্ছে অবজারভার বা পর্যবেক্ষক।
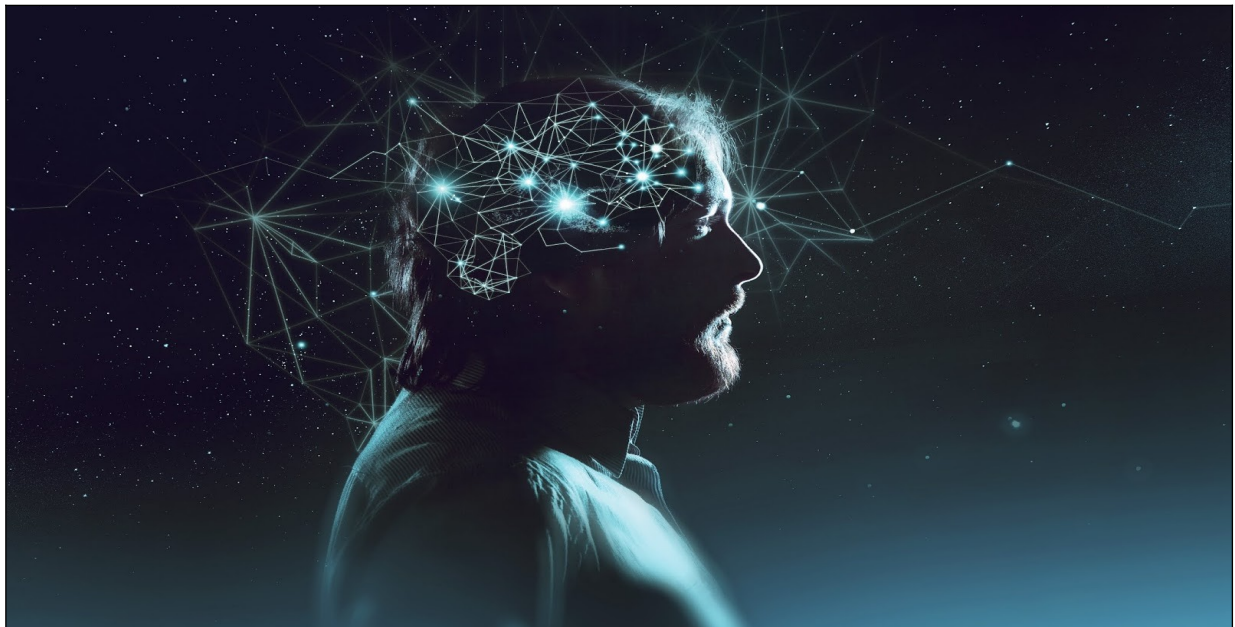
Observer Effect(measurement problem):

ওয়েভফাংশন কলাপ্সের জন্য দায়ী সচেতন পর্যবেক্ষক।সচেতন পর্যবেক্ষক ছাড়া সাবএ্যাটমিক লেভেলে পার্টিকেলগুলো আচরণ একরকম, অবজারভার যুক্ত করলেই সাথে সাথে আচরণ পাল্টে ফেলে।বিখ্যাত ডাবলস্লিট এক্সপেরিমেন্টে অসংখ্যবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যখন পর্যবেক্ষক রাখা হয়না তখন নিক্ষেপিত ফোটন গুলো তরঙ্গায়িত এনার্জির ন্যায় আচরণ করে, কিন্তু যেই মাত্র পর্যবেক্ষক রাখা হয় সাথে সাথে ননলোকাল এনার্জি থেকে পার্টিকেলে রূপান্তরিত হয়। এর গভীর তাৎপর্য হচ্ছে চেতনা বস্তুজগতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স ম্যাক্রো রিয়েলিটিতেও এপ্লাই করা হয় তাহলে শুধুমাত্র মনের অভিপ্রায় দ্বারা প্রকৃতি ও বস্তু জগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে উপকার বা অপকার করা সম্ভব[১০]! আশাকরি এখন বিষয়টা খুব বেশি কঠিন মনে হবেনা।এবার চলুন আবার ইতিহাসে ফেরা যাক।

নিলসবোর,ওয়ার্নার হাইজেনবার্গদের পাশে আরেকজন মহান(অপ)বিজ্ঞানী ছিলেন যার হাত ধরে কোয়ান্টাম মেকানিক্স পরিপূর্ণতা পায়। তিনি হলেন, আরউইন শ্রোডিঞ্জার। Erwin Schrödinger একজন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী; যিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩৩ সালে। ১৯২০ সালে শ্রোডিঞ্জার তার বিখ্যাত ওয়েভ ইক্যুয়েশন নিয়ে আসেন যা কিভাবে কোয়ান্টাম মেক্যানিক্যাল ওয়েভ ফাংশনের সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় তা প্রেডিক্ট করে। কিভাবে পার্টিকেলগুলো সময়ের সাথে সাথে সঞ্চালিত এবং মিথস্ক্রিয়া করে; তা নির্ধারনের জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ওয়েভ ফাংশন ব্যবহৃত হয়।কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জনক এই মহান (অপ)বিজ্ঞানী ১৯২৬ সালে আইনস্টাইন যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি গ্রহন করেছেন, সেখানে ফিজিক্স প্রফেসর হিসেবে শিক্ষাকতা করতেন।

শ্রোডিঞ্জারই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম বলেন যে, দুইটি পার্টিকেল এন্টেঙ্গেল্ড(entanglement Theory) অবস্থায় সহাবস্থানে থাকবার মত আচরন করতে পারে, যদিও উভয় বস্তু কোটিকোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থান করে।কোন এক বস্তুর উপর করা কোনধরনের অবজারভেশন বা মেজারমেন্টের কারনে অপর বস্তুর তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন ঘটে, যদিও বস্তুদ্বয় কোটিকোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এটাকে Non locality'ও বলে। হাইজেনবার্গের ম্যাট্রিক্স মেকানিক্সের বিকল্প হিসেবে আনা ওয়েভ মেকানিক্স বা ওয়েভ ইক্যুয়েশনের উৎস হচ্ছে বেদান্তশাস্ত্র! শ্রোডিঞ্জার অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অনুরূপ বেদান্ত

শাস্ত্রের অনুসারী। শ্রোডিঞ্জার সরাসরি অদ্বৈত বেদান্তবাদের অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে বিজ্ঞানের থিওরিতে রূপান্তর করে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পরিপূর্ণতা দান করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেনঃ**"আমার অধিকাংশ ধারনা চিন্তাধারা এবং তত্ত্বগুলো বেদান্তবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।"**
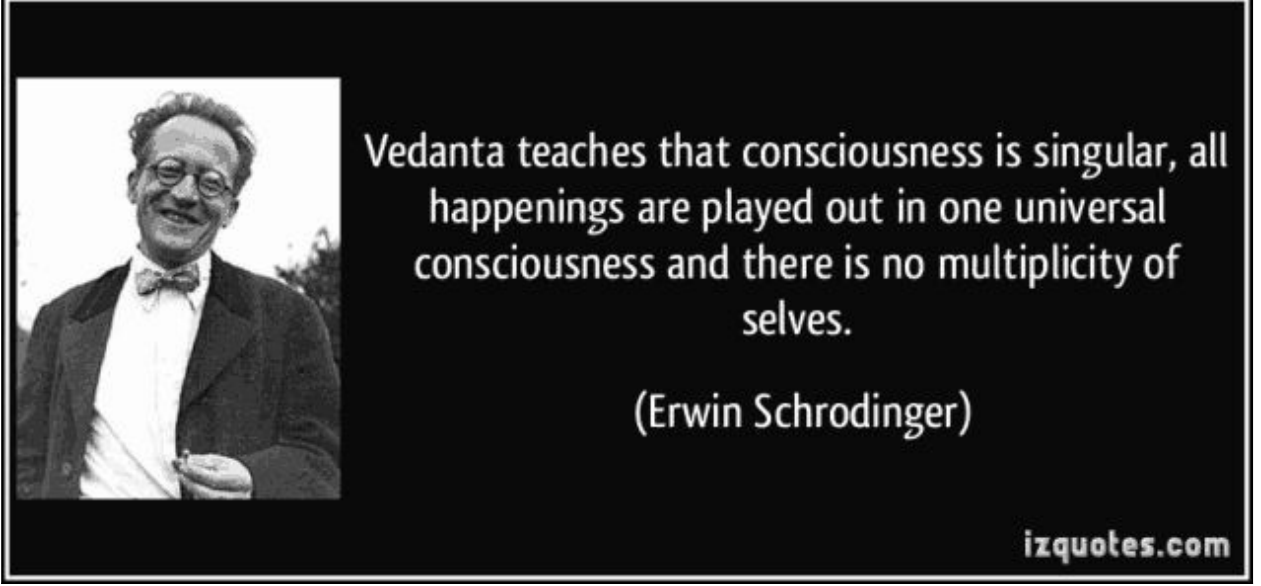
বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মচৈতন্য, একক অস্তিত্বের ধারনাকে তিনি বিচিত্র (অপ)বৈজ্ঞানিক থিওরি/ফর্মুলা/গানিতিক যুক্তিতে ও নতুন শব্দে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ সরাসরি আদি বৈদিক অকাল্ট ফিলসফিকে বিজ্ঞানের মোড়কে প্রবেশ করিয়ে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা। শ্রোডিঞ্জার এক পর্যায়ে নিজের ধর্মকে ত্যাগ করে বেদান্তবাদী হিন্দু হয়ে যান। বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও বেদের প্রতি ঋণের ব্যাপারে সে ১৯২৫ সালে
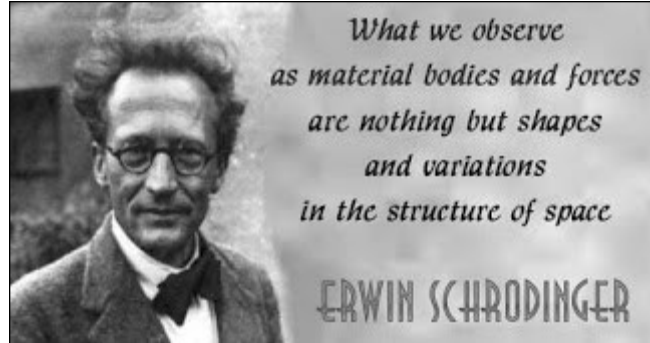
কোয়ান্টাম থিওরি তৈরির আগে একটা প্রবন্ধে প্রকাশ করে। তিনি বলেনঃ **"আপনার এই জীবনটি কোন পূর্নাঙ্গ অস্তিত্ব না কিন্তু কিছু অর্থে অবশ্য 'পূর্নাঙ্গ'; শুধুমাত্র এই পূর্নাঙ্গতা এরূপভাবে সংগঠিত নয় যে এটাকে মাত্র এক পলকেই জরিপ(দেখে) করে নেওয়া যায়। এটা তাই, যা আমরা ব্রাহ্মনদের প্রকাশিত বিশুদ্ধ রহস্যঘন ফর্মুলায় দ্বারা জানি, যেটা খুব সহজ সরল এবং স্পষ্টঃ tat tvam asi, (this is you) অথবা অন্য শব্দেঃ 'আমি পূর্বে এবং পশ্চিমে। আমি উপর এবং নিচ, আমিই গোটা বিশ্বজগৎ(ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म उत्तरतो दक्षिणतश्चोत्तरेण।**

অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ 2.2.11)।"

ভারতে বিদ্যমান ব্যবিলনীয়ান মিস্টিসিজম পাশ্চাত্যে প্রবেশের জন্য তিনি চিরঋনী। তিনি বলেন,**"পূর্ব থেকে পশ্চিমে রক্তের(বৈদিক শাস্ত্রকে বোঝাতে) সঞ্চালন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক রক্তস্বল্পতা থেকে বাচানোর জন্য।"**

শ্রোডিঞ্জার তার বই "What is Life" এ বৈদিক ধারনাকে ব্যবহার করেছে, যেটা পরবর্তীতে বায়োলজিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তার বায়োগ্রাফার Walter Moore এর মতে, শ্রোডিঞ্জারের গবেষণার সাথে তার বেদান্তবাদি ধারনার সুস্পষ্ট নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। তিনি বলেনঃ **"বেদান্তবাদ ও নস্টিসজমের বিশ্বাস ব্যবস্থা একজন মেধাবী খেয়ালী গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিদের নিকট আকর্ষণীয়, যেটা বুদ্ধিবৃত্তিক অহংবোধের জন্য হয়ে থাকে। এ ব্যপারটি শ্রোডিঞ্জারের বেদান্তবাদে বিশ্বাসের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। সেগুলো তার নিজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে পিছপা হয় না। এটা বলা খুব সহজ যে, তার ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সাথে থিওরেটিকাল ফিজিক্সের আকস্মিক আবিষ্কারের সরাসরি সংযোগ আছে, সেই সাথে বেদের unity ও continuity, ওয়েভ মেকানিক্সের unity ও continuity তে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯২৫ সালের দিকে পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বকে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়াকারী বিভাজনযোগ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত একটা বড় মেশিন হিসেবে দেখা হত, পরবর্তী বছরগুলোতে শ্রোডিঞ্জার, হাইজেনবার্গ এবং তাদের অনুসারীরা মিলে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করলো, যাতে অবিভাজ্য সম্ভাব্য তরঙ্গের পরিধিকে আরোপ করা হয়। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্নভাবে বৈদিক চিন্তাধারার 'সব কিছুই এক(all is one)' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। শ্রোডিঞ্জার সত্যের সন্ধানে পড়াশুনা করে বেদান্তবাদী হিন্দু হয়ে যান। শ্রোডিঞ্জার হিন্দু শাস্ত্রগুলো তার বিছানার পাশে রাখতেন। তিনি পড়তেন বেদ,যোগ এবং শঙ্খ দর্শন এবং তিনি সেসবগুলোকে নিজের ভাষায় কাজে(কোয়ান্টাম ফিজিক্সে) লাগান,এবং অবশেষে তিনি এতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। উপনিষদ এবং ভগবতগীতা তার প্রিয় শাস্ত্র। তার উপনিষদিক পদ্ধতি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং ধারাবাহিকঃ**
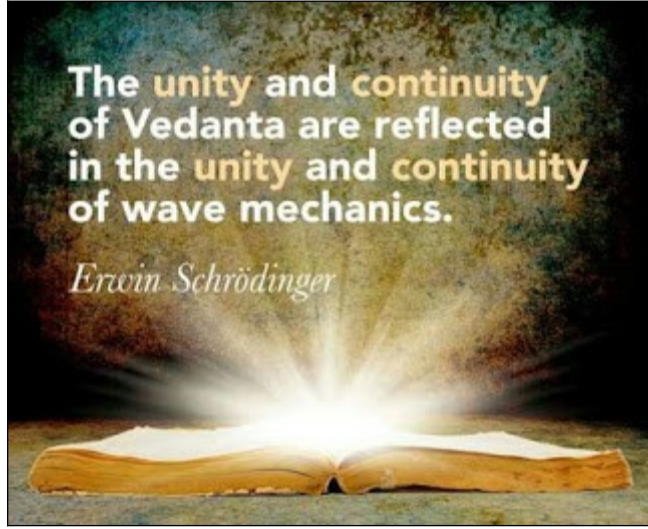
আত্ম(ব্যক্তি নিজে) এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবকিছু মিলে এক। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসকে (ইহুদি,খ্রিষ্ট, ইসলাম) ত্যাগ করেন। যেহেতু তিনি রূপক দ্বারা ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন তাই এই ধর্মগুলোকে তিনি কোন যুক্তিতর্ক কিংবা বিদ্বেষপ্রবণ হয়ে ত্যাগ করেন নি। বরং শুধুমাত্র সেগুলোকে "সাদামাটা" বলে বর্জন করেছেন।"

(Schrödinger: Life and Thought (Meine Weltansicht), p. 173)[৫]

আরউইন শ্রোডিঙ্গার অদ্বৈত বেদান্তবাদের অস্তিত্বগত অদ্বৈত মহাচৈতন্যের বিশ্বাসকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় যুক্ত করেন। চেতনাকে মৌলিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উপনিষদের তত্ত্বকে সমাধান হিসেবে উল্লেখ করে বলেনঃ**"এমন কোন ধরনের ফ্রেইমওয়ার্ক নেই যার মধ্যে আমরা চেতনাকে একাধিক অবস্থায় পেতে পারি; এটা এমন কিছু যা আমরা প্রত্যেকের ক্ষনকালীন একাধিকতার (temporal plurality) দরুন মনে করি, কিন্তু এটা মিথ্যা ধারনা...এই সাংঘর্ষিকতার একমাত্র সমাধান আমাদের কাছে রয়েছে, যেটায় প্রাচীন উপনিষদের প্রাচীন জ্ঞান নিহিত।"..."কোয়ান্টাম মেকানিক্স এভাবেই মৌলিক অদ্বৈত অস্তিত্বের ধারনাকে উদঘাটন করেছে।"**
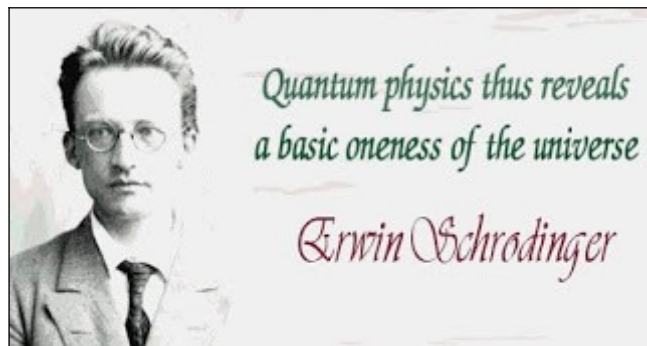
[Mein Leben, Meine Weltansicht (My Life, My World View) (1961), Chapter 4]

Erwin Schrödinger: An Introduction to His Writings

William Taussig Scott

Univ of Massachusetts Press, 1967 - Biography & Autobiography - 175 pages

In "Seek for the Road" Schrödinger emphasized that he did *not* mean by the unity of selves that a person is "a part, a piece, of an external, infinite being, an aspect or modification of it, as in Spinoza's pantheism."[90] In contrast, writing much later in "What is Real?" he approved the Vedanta view that "we are all in reality sides or aspects of one single being, which may perhaps in western terminology be called God while in the Upanishads its name is Brahman."[91] However, consistent application of his ideas requires even closer identity than this, for if we are *separate* aspects of reality, we surely have separate perceptions of the world. We are brought back to the same baffling questions, as indeed Schrödinger says, following the earlier of the two quotations just given.

শ্রোডিঞ্জার মহাবিশ্বের অস্তিত্বগত ধারনার ব্যপারে বেদান্তবাদ এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্যতা উল্লেখ করে বলেন,**"বেদান্তশাস্ত্রের একতা(unity) ও ধারাবাহিকতা(continuity) ওয়েভ মেকানিক্সের একতা (unity) ও ধারাবাহিকতায়(continuity) প্রতিফলিত হয়। এটা সম্পূর্নভাবে বেদান্তবাদের 'সবকিছুই এক অস্তিত্ব'(ওয়াহদাতুল উজুদ) ধারনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন।"**
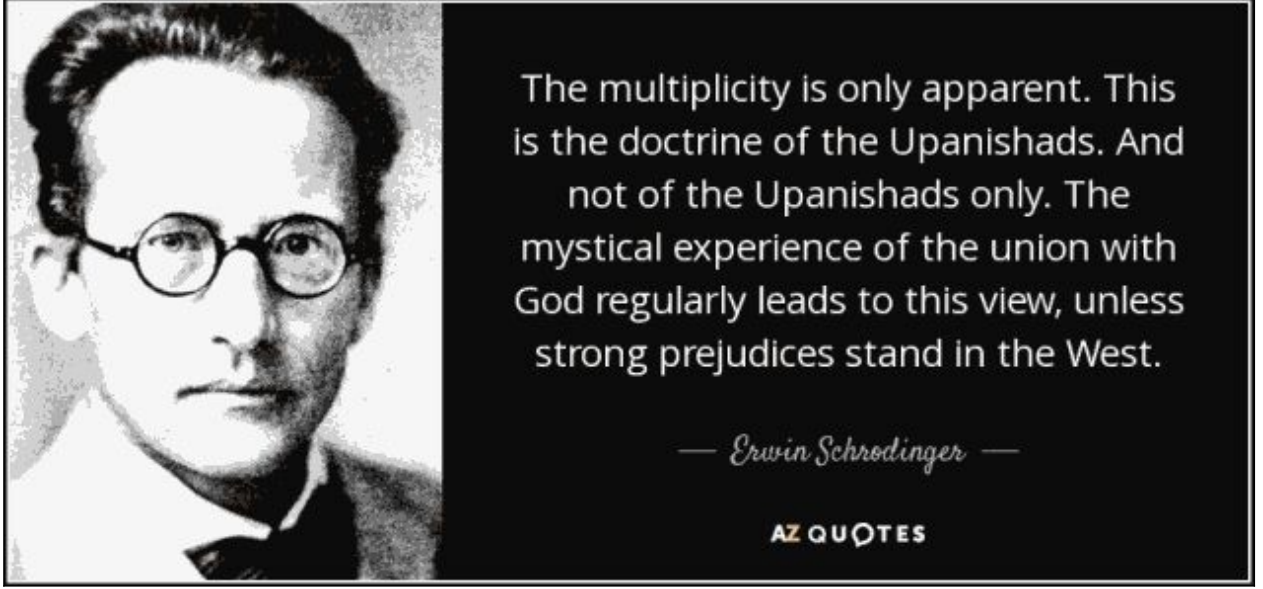
অন্যত্র বলেনঃ**"Multiplicity শুধুই বাহ্যত[অর্থাৎ দ্বৈততা শুধুই বাহ্যিক অবস্থা,সবকিছুই একক অদ্বৈত অস্তিত্ব]। এটা উপনিষদের মতবাদ। এবং শুধু উপনিষদেরই না। নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের সাথে মিশে(সুফিরা যাকে ফানাফিল্লাহ বলে) যাবার রহস্যময় অভিজ্ঞতা এই দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসের দিকে চালিত করে,যদিনা পাশ্চাত্যে শক্তিশালী কোন অন্ধবিশ্বাস(খ্রিস্টান বা ইসলামকে বুঝিয়েছেন) বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমন কোন ধরনের ফ্রেইমওয়ার্ক নেই যার মধ্যে আমরা চেতনাকে একাধিক অবস্থায় পেতে পারি; এটা এমন কিছু যা আমরা প্রত্যেকের ক্ষনকালীন একাধিকতার (temporal plurality) দরুন মনে করি, কিন্তু এটা মিথ্যা ধারনা....এই সাংঘর্ষিকতার একমাত্র সমাধান আমাদের কাছে রয়েছে, যেটায় প্রাচীন উপনিষদের প্রাচীন জ্ঞান নিহিত।**

Erwin Schrödinger

(Amaury de Riencourt,

The Eye of Shiva: Eastern Mysticism and Science, p.78).

উপরে শ্রোডিঞ্জার যে মাল্টিপ্লিসিটি/প্লুরালিটির কথা বলেছেন,এর দ্বারা বুঝিয়েছেন মায়াবাদকে। তিনি বেদান্তবাদ ঔপনিষদিক তত্ত্বের সাথে একমত হয়ে সমস্ত অস্তিত্বকে একক(আল আকিদাতুল ওয়াহদাতুল উজুদ) বলে প্রচার করেন। তিনি আব্রাহামিক একত্ববাদের ধর্মগুলোকে বৈপরীত্যপূর্ন এবং তাদের সর্বেশ্ববাদি চিন্তাধারার শত্রু বা বাধাদানকারী মনে করতেন। তিনি মনে করতেন সমস্ত মহাবিশ্ব এক ঐন্দ্রজালিক চেতনার বুননে তৈরি। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভাষায় সবকিছুই non local। তিনি মাল্টিপ্লিসিটি বা প্লুরালিটি কে ক্ষনস্থায়ী এবং মিথ্যা বলেছেন। এর মানে জাগতিক স্বতন্ত্র্য অস্তিত্বের ধারনাটি অসত্য। অর্থাৎ প্রতিটা মানুষ,বস্তু, পানি,গাছপালা প্রভৃতি সবকিছু একসাথে মিশে আছে। সমস্ত বস্তুর সাবএ্যাটমিক পর্যায়ে আছে একক চেতনা। আমরা যে ফাকা ব শূন্যস্থান(স্পেস) দেখি এটাও একক সত্তার অস্তিত্ব দ্বারা পূর্ণ। সবকিছুই ব্রহ্ম চেতনা(কনসাসনেস)।তিনি বলেনঃ **" বেদ শিক্ষা দেয় যে চেতনা (consciousness) হচ্ছে একক বা একটি, যাই ঘটছে তা সার্বজনীন মহাচৈতন্যে(universal consciousness) ঘটছে এবং সেখানে অস্তিত্বের একাধিকতা বলে কিছু নেই। "**
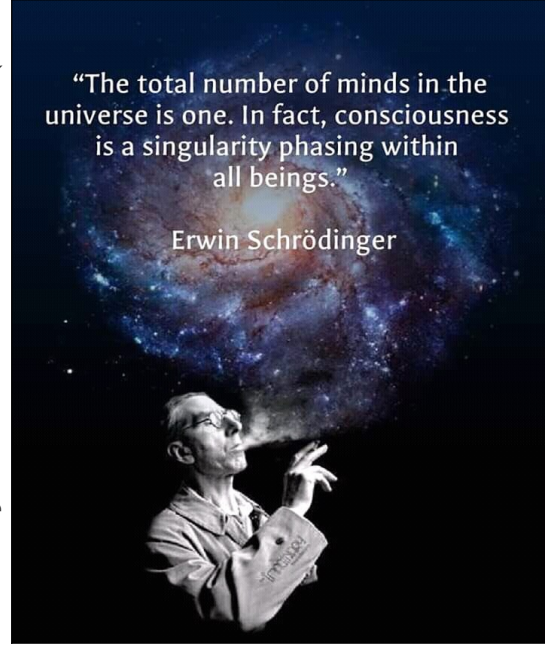
Erwin Schrödinger

[Mein Weltansicht – My World View,1960. chapter 5]

অন্যত্র বলেনঃ**"মহাবিশ্বে মনের সংখ্যা এক। প্রকৃতপক্ষে, চেতনা হচ্ছে এক একতা যার উপর সমস্ত সত্ত্বা নির্ভর করে আছে।"**

"চেতনাকে কোন বস্তুগত শব্দ দ্বারা বিবেচনা করা যায় না। কারন চেতনা বা কনসাসনেস একদমই মৌলিক।এটাকে অন্য কোন কিছু দ্বারা হিসেব করা যায়না।"

(Schroedinger, Erwin. 1984. "General Scientific and Popular Papers," in Collected Papers, Vol. 4. Vienna: Austrian Academy of Sciences. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden. p. 334.

শ্রোডিঞ্জারের determinism এবং free will এর উপরে লেখা বিখ্যাত প্রবন্ধে, তিনি চেতনার এককত্বের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে তার বিশ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই **"অন্তর্দৃষ্টি নতুন নয়.... উপনিষদের মাধ্যমে বহু আগে থেকে আত্মা=ব্রহ্ম এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এটা ভারতীয় চিন্তা হিসেবে বিবেচিত,যেটা ধর্মনিন্দার উর্ধে বিশ্বের ঘটমান সবকিছুর সারাংশের গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে তুলে ধরে। বেদান্তবাদের সমস্ত পণ্ডিতদের একমাত্র চেষ্টা ছিল, ঠোটের দ্বারা উচ্চারণ করা শেখার পর ওই মহান চিন্তা দ্বারা মনকে আবিষ্ট করা।"**

ওয়াল্টার মূর অনুযায়ী, A Life of Erwin Schrödinger নামের জীবনী লেখনীর ১২৫ নং পৃষ্ঠায় এসেছে,**" মানব উন্নয়নের ধাপগুলো হচ্ছে, অর্জন(অর্থ),জ্ঞান(ধর্ম),ক্ষমতা(কাম),সত্ত্বা(মোক্ষ) এর প্রচেষ্টা...নির্বান হচ্ছে আশীর্বাদপুষ্ট জ্ঞানের একটা বিশুদ্ধ অবস্থা। এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই। আমিত্ব বা এর দ্বারা বিভাজ্যতা হচ্ছে মায়া। একজন মানুষের লক্ষ্য তার কর্মকে রক্ষা করা এবং এর উন্নয়ন ঘটানো- যখন মানুষ মারা যায়, তার কর্ম বেচে থাকে এবং আরেকটা ব্যক্তি অর্জনের সূচনা ঘটায়।"**

এ উক্তিতে বোঝা যায় যে শ্রোডিঞ্জার পুনর্জন্মবাদেও বিশ্বাসী ছিল।তিনি তার কুকুরকে "আত্মা" নামে বলে ডাকতেন।শ্রোডিঞ্জারের What is Life? (1944) বইয়ে বৈদিক চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে।সেটা খুব দ্রুতই বিখ্যাত হয়ে যায়। কেউ কেউ ভারতীয় অকাল্ট চিন্তাধারায় বেশি প্রভাব থাকার জন্য একটু বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে। DNA কোডের সহ-আবিষ্কারক ফ্রান্সিস ক্রিক এই বইটিকে তার বৈপ্লবিক আবিষ্কারে অন্তদৃষ্টি তৈরিতে অবদান রেখেছে বলে দাবি করেন। শ্রোডিঞ্জার ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে ছিলেন। বৈদিক অকাল্ট শাস্ত্র থেকে অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় রূপায়নের দ্বারা যুগান্তকারী অবদান রাখার জন্য ১৯৩৩ সালে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে তিনি মারা যান।

শ্রোডিঞ্জারের কাছে (অপ)বিজ্ঞান চিরঋনী হয়ে থাকবে বেদান্তবাদকে ওয়েভমেকানিক্স বা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় রূপান্তর করবার জন্য। পদার্থবিদদের ম্যাটার ছেড়ে মাইন্ডের দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যপারটি নতুন কিছু নয় বরং এটা হাজার বছরের পুরোনো অকাল্ট দর্শন।সেই ব্যবিলনীয়া থেকে গ্রীস, ভারত এবং পরবর্তীতে প্রাচ্যের সীমানা পেরিয়ে পাশ্চাত্য। কখনো কাব্বালাহ কখনো বা প্লেটনিক আইডিয়ালিজম, কখনো বা বেদান্ত-উপনিষদ। এরা শুধুমাত্র বেদ-উপনিষদকেই বিজ্ঞানে রূপান্তর করেনি বরং এর পাশাপাশি ব্যবিলনীয়ান - পিথাগোরিয়ান - প্লেটনিক মিস্টিসিজমকে বিজ্ঞান বানিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক কুফরি আকিদাই হচ্ছে আজকের সায়েন্স। শ্রোডিঞ্জারের পাশাপাশি আরেকজন অদ্বৈতবাদী নোবেলবিজয়ী কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট হলেন ইউজিন উইগনার। তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে থিওরি অব সিমেট্রির ভিত্তি স্থাপন করেন। যার জন্য ১৯৬৩ সালে তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। তিনি কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় মহাচৈতন্যের অস্তিত্বের গুরুত্বের ব্যপারে বলতে গিয়ে বলেনঃ **"যখন ফিজিক্যাল থিওরির জগতকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের ঘটনা পর্যন্ত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দ্বারা বিস্তৃত করা হলো,তখন আবারো চৈতন্যের ধারনা সামনে এসে হাজির হলো। কনসাসনেস বা চেতনার ধারনাকে বাদ দিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কোন সুদৃঢ় নীতি ফর্মুলেট করা সম্ভব নয়।"**

When the province of physical theory was extended to encompass microscopic phenomena through the creation of quantum mechanics, the concept of consciousness came to the fore again. It was not possible to formulate the laws of quantum mechanics in a fully consistent way without reference to the consciousness.

Eugene Wigner

Eugene Wigner (1902 -1995)
from his collection of essays
“Symmetries and Reflections – Scientific Essays”

১৯৬১ সালে ইউজিন উইগ্নার Remarks on the mind-body question নামের রিসার্চ পেপারে কোয়ান্টাম মেকানিকসে একজন সচেতন অবজারভারের মৌলিক ভূমিকা পালন করার

ব্যপারে বলেন। অর্থাৎ ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সের জন্য প্রয়োজন কনসাস বা সচেতন অবজারভার। এর ব্যাখ্যা হলো, মহাবিশ্বের একক চেতনার অস্তিত্বের মধ্যে কোন বস্তুরই আলাদা ঠিকানা নেই। সবই নন লোকাল এনার্জেটিক ফিল্ড। Pure abstract consciousness। আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতের মরীচিকায় এবং এর ভিত্তিমূলের যেকোন পরিবর্তনের জন্য দায়ী সচেতন অবজারভার বা পর্যবেক্ষক। অবজারভারই তার ভাগ্য ও পরিবেশের নিয়ন্তা। এ ব্যপারে সামনে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করব।

পদার্থবিদ ইউজিন উইগনার মহাচৈতন্যের ব্যপারে জোর দিয়ে বলেন,**"আমাদের ধারনা যেভাবেই ভবিষ্যতে ডেভেলপ করা হোক না কেন, এটা সবসময়ই উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে যে বাহ্যিক বস্তুজগতের ব্যপারে গবেষণা এই বৈজ্ঞানিক উপসংহারে পৌছায় যে চেতনা (consciousness) হচ্ছে সর্বশেষ সার্বজনীন বাস্তবতা।"**

Eugene Wigner – (Remarks on the Mind-Body Question, Eugene Wigner, in Wheeler and Zurek, p.169) 1961

আইনস্টাইনের আবিষ্কার কর্তা এবং father of quantum mechanics খ্যাত নোবেলবিজয়ী(১৯১৮) মহান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ছিলেন মহাচৈতন্যবাদী অদ্বৈতবাদী মিস্টিক। তিনি বলেনঃ **"আমি চেতনাকে(consciousness) মৌলিক হিসেবে ধরি। আমি বিশ্বাস করি পদার্থ বা বস্তু চেতনা থেকে উৎসারিত। আমরা চেতনার পেছনে যেতে পারিনা। সমস্ত কিছু যা আমরা বলি,সমস্ত কিছু যাকে আমরা অস্তিত্বশীল বলি ,সবই চেতনা হিসেবে(ব্রহ্মচৈতন্য) মেনে বলি।"**
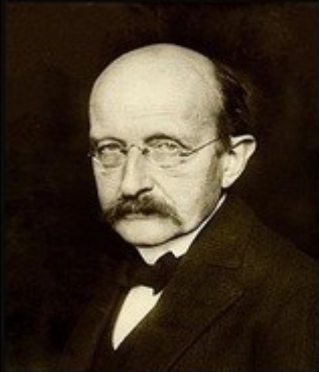
অদ্বৈত অস্তিত্ব(Monism: সর্বেশ্বরবাদ) এবং হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের মেন্টালিজমের আকিদাকে জোর দিয়ে বলেনঃ**"(আমি)একজনলোক যে তার জীবনে বস্তু সংক্রান্ত পরিষ্কার বিজ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে ছিল, কেউই আমাকে স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে মনে করবে না। আমি আমার এটমসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার ফলাফলের ব্যপারে কিছু বলতে পারিঃ বস্তু বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের উৎস বা যা থেকে জাগরিত হয় এবং অস্তিত্বে আসে, শুধুমাত্র একটি শক্তি বা ফোর্সের জন্য, যেটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র সোলার সিস্টেম তথা পার্টিকেলের এটমিক কম্পন এবং সেগুলোকে একত্রে ধরে রাখে। আমরা অবশ্যই ধারনা করি, এই ফোর্স বা শক্তির পেছনে একটি সচেতন এবং বুদ্ধিদীপ্ত মনকে। এই মন(চেতনা) হচ্ছে সমগ্র বস্তুজগতের গর্ভ।"**
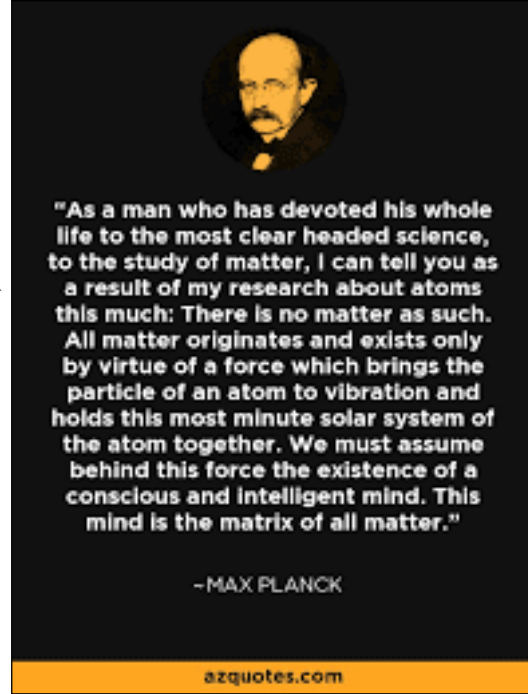
– Das Wesen der Materie [The Nature of Matter],
speech at Florence, Italy (1944)
(from Archiv zur Geschichte der
Max-Planck-Gesellschaft, Abt.
Va, Rep. 11 Planck, Nr. 1797)
– Max Planck (1858–1947),
the originator of quantum theory,
The Observer, London, January 25, 1931
Das Wesen der Materie [The Nature of Matter],
a 1944 speech in Florence, Italy, Archiv zur Geschichte der
Max-Planck-Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 11 Planck, Nr. 1797; the German
original is as quoted in The Spontaneous Healing of Belief (2008) by Gregg
Braden, p. 212. "Geist", here translated
as "mind" can also be translated as "spirit".
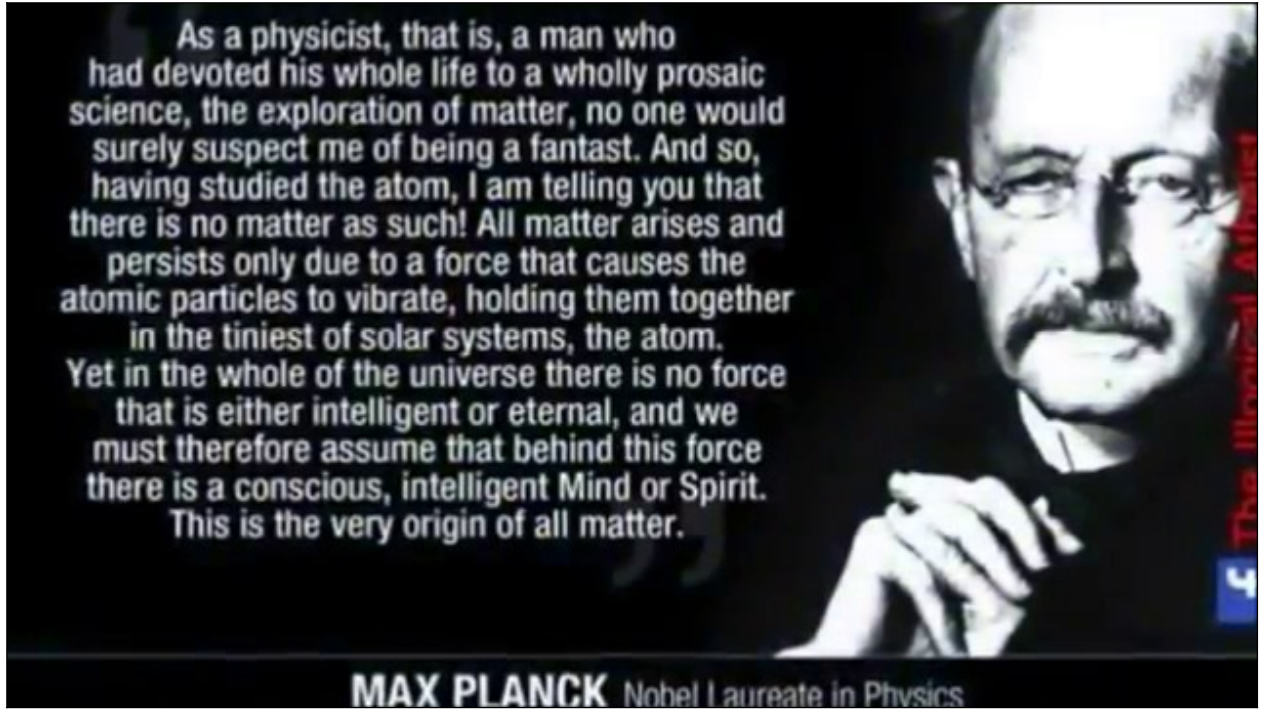
আসলে এদের প্রত্যেকেই ব্যাবিলনীয় অকাল্ট (যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক) ওয়ার্ল্ডভিউ এর প্রচারকারী। প্রত্যেকেই কাব্বালিস্ট/আইডিয়ালিস্ট। হাজার হাজার বছর আগের যাদুবিদ্যার মেকানিক্স এবং যাদুশাস্ত্র নির্ভর সৃষ্টিতত্ত্বকে শিক্ষা দিচ্ছে যা ঈমানের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। এমনকি শুধু তাই নয়, এরা সরাসরি বাস্তবজীবনে যাদু চর্চার উপায়ও শিক্ষা দিচ্ছে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কই একাজটি করেছেন। তিনি বলেনঃ**"এই মহাবিশ্ব,যার মধ্যে আমরা কাজ করি; এটি একটি হলোগ্রাফিক ইনফরমেশনাল স্ট্রাকচার, যার মধ্যে আমরা আমাদের চেতনাকে ব্যবহার করে প্রবেশ এবং কাজ করি। প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি মাইক্রোভার্সে বাস করে,যেটাকে শ্রদ্ধেয় এন্টন উইলসন বলেছেন "রিয়ালিটি টানেল" - পরস্পরের সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয় শেয়ার্ড প্রোগ্রামের জন্য। মাল্টিভার্সের মধ্যে প্রোগ্রাম গুলোর অবস্থান এন্টেঙ্গেল্ড ওয়েভ ফর্মে।এটা হচ্ছে আমাদের মন যা এটাকে স্থান কাল ও বস্তুতে সাজায়। আপনি আপনার (মানসিক)প্রোগ্রামকে**

holographic informational structure which we access and program using our consciousness. Each person inhabits a microverse all their own, what the venerable Robert Anton Wilson calls a "reality tunnel"-- similarities between them are due to shared programming. All information in the multiverse exists as an entangled wave-form, and it is our minds (or rather, the symbol-coded programs within our minds) which organize it into space, time, and objects. Rewrite your programming and you encounter a different reality.

নতুনভাবে সাজান তবেই ভিন্ন ধরনের রিয়ালিটিতে নিজেকে খুজে পাবেন।"

যারা ওয়াচস্কি ব্রাদার্সের তৈরি বৌদ্ধ দর্শন ভিত্তিক সায়েন্সফিকশন ফিল্মসিরিজ "দ্য ম্যাট্রিক্স" দেখেছেন তাদের জন্য প্ল্যাঙ্ক সাহেবের কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে সহজ হবে। হলিউড ভিত্তিহীন কিছু বানিয়ে টাকা নষ্ট করে নি। বরং এ ফিল্মের পিছনে প্রতিষ্ঠিত কুফরি অপবিজ্ঞানের শক্ত ব্যাকআপ আছে। এখানে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সরাসরি মায়াবাদ ভিত্তিক হলোগ্রাফিক সিমুলেটেড রিয়ালিটির কথা বলছেন। শেষ বাক্যে যাদুবিদ্যার একটি শাখাকে বাস্তবে প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যপারে সামনে আলোচনা আসছে। যাইহোক, আবারো ইতিহাসে ফিরতে হয়।

-Validation of Indo-Babylonian Occult Philosophy-

তৎকালীন বস্তুবাদী পদার্থবিজ্ঞানীগন এ তত্ত্বগুলোকে কোনভাবেই মানতে পারছিল না যদিও সেগুলো গাণিতিক দিক দিয়ে নির্ভুল। আইনস্টাইন এ ব্যপারে মাথাঘামাতে শুরু করলেন। ১৯২৭ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, ইরউইন শ্রোডিঞ্জার, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, ম্যাডাম কুরীসহ পৃথিবীর বাঘা বাঘা পদার্থবিদদের নিয়ে একটা বড় কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়, বিদ্যমান পদার্থবিজ্ঞানে ওয়েভ ও ম্যাট্রিক্স মেকানিক্সের আবির্ভাবে হওয়া সমস্যার জন্য। নিচের ছবিতে দেখানো পদার্থবিদদের কনফারেন্সে যোগ দেওয়া ফিজিসিস্টদের ২৯ জনের মধ্যে ১৭ জনই নোবেল বিজয়ী।

বৈঠকের শুরুতেই নিলস বোর ও আইনস্টাইন বাস্তবতার (রিয়ালিটি) স্বরূপ প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়, যেটা নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের যত তর্ক। বোরের অবস্থান ছিল কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার সপক্ষে, যেটা তার মতে ভবিষ্যতের পথ দেখাবে। আইনস্টাইন কোনভাবেই একমত হতে পারছিলেন না। তার মতে কোয়ান্টাম মেকানিকস কখনোই মহাবিশ্বের শুদ্ধ বর্ননা হতে পারেনা। তিনি এত বিরোধিতা করেন যে ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি নামের নতুন এক থিওরি নিয়ে কাজ শুরু করেন যেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রয়োজনীয়তা দূর করবে। ১৯৩০ সালেও আইনস্টাইন কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে রিজেক্ট করতে থাকেন এবং ম্যাটেরিয়ালিজমের চেয়ে নিম্নমানের ব্যাখ্যা হিসেবে দেখতে থাকেন। ১৯৩৫ সালে আইনস্টাইন, পোডলস্কি, রোজেন মিলে একটি পেপার লিখেন যে, কোয়ান্টাম থিওরি এজন্যই শুদ্ধ হতে পারে না, কারন কোন বস্তু দূরবর্তী বস্তুর মধ্যে তৎক্ষণাৎ মিথস্ক্রিয়া তাদের মতে সম্ভব না। অর্থাৎ Quantum Entanglement কে অস্বীকার করেন। আইনস্টাইন পার্টিকেলের NonLocal আচরণকে "spooky action at a distance" বলে হাস্যকর ভ্রান্ত থিওরি হিসেবে উপস্থাপন করেন।কিছুটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিজিক্সে বিশ্বাসী হবার জন্য ১৯৩৫ সালে আইনস্টাইন, প্রোডলস্কি, রোজেন(EPR) কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে অপূর্ণাঙ্গ ফর্মুলেশন বলে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন। তারাই প্রথম কোয়ান্টাম মেকানিক্সের "নন লোকালিটি"র ব্যপারে অস্বীকৃতি দিয়ে লেখেন, যার মানে এটা যেকোন বড় দূরত্বের পরেও একইসাথে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তৎক্ষণাৎ একশান বা প্রভাব। তারা এটাকে মানতে পারতেন না কারন তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কোন কিছুই আলোর গতির আগে ছুটতে পারেনা। যখন The EPR

paper প্রকাশ হলো সেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যাদুকরী তাৎপর্যকে সত্যায়ন করে বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিলো। আসলে তারা পুরোপুরি রিডাকশনিস্ট ছিলেন বললে ভুল হবে। তারাও ভারতীয় দর্শনের প্রতি দুর্বল ছিলেন। পার্থক্য হচ্ছে একপক্ষ সেসব অকাল্ট শাস্ত্রকে আদর্শ কিতাব বলে স্বীকৃতি দিত; অপর পক্ষ তন্ত্র মন্ত্রে ভরা অকাল্ট টেক্সটগুলোকে(যাদুশাস্ত্র) সরাসরি বিজ্ঞান বানিয়ে ফেলেছিল, যেটা নিলসবোর, শ্রোডিঞ্জারদের করতে দেখেছেন।আইনস্টাইন নিয়মিত ভগবত গীতা পাঠ করতেন। তিনি বলেনঃ**"যখন আমি ভগবতগীতা পাঠ করি এবং ভাবি কিভাবে স্রষ্টা এই মহাবিশ্বকে বানিয়েছেন,সমস্ত বিষয়গুলোকে খুব বাহুল্যপূর্ণ মনে হয়....আমি মনে করি কস্মিক রিলিজিয়াস(সর্বেশ্বরবাদী) অনুভূতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মহান প্রেরণা"।** যাইহোক, আবারো অপবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফিরি...।

১৯৪০ সালের দিকেও আইনস্টাইন নিলসবোরের সাথে সবসময় তর্কে জেতার চেষ্টা করতেন এবং ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরিকে দ্বার করিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসকে ইনভ্যালিড সাব্যস্ত করতে চাইতেন। প্রায় ২৮ বছর ধরে আইনস্টাইন ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি দ্বারা বস্তুবাদী চিন্তার দ্বারা সবকিছুর সমাধান করতে চাইতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেন নি। তিনি ১৯৫৫ সালে মারা যান। ১৯৬২ সালে নিলস বোর মৃত্যুবরণ করেন। সার্ন লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার ল্যাবের পদার্থবিদ জন বেল ১৯৬৪ সালে EPR paradox এর সমাধান করেন। তিনিও গীতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মূল প্রশ্নগুলো ছিলঃ কিভাবে আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত একটা একটি সাবএটমিক কণা অন্য সাবএ্যাটোমিক কণার বিপরীতমুখী অবস্থার ব্যপারে জানতে পেরে সে অনুযায়ী কাজ করে? তাদের মধ্যে কি কোন সাধারন

তথ্য বিদ্যমান থাকে যখন ওই কণাগুলো তৈরি হয়? কিভাবে তারা পরস্পরের ব্যপারে সচেতন থাকে এবং অসম্ভব বড় দূরত্বের পরেও তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখায়? এটাকে এন্টেঙ্গেলমেন্টের নীতি বলে এবং আইনস্টাইনের বিখ্যাত সন্দেহ:"spooky action at a distance"। জন বেল "spooky action" এর অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাকে হাতেকলমে দেখিয়েছেন এবং কিছু শর্ত জুড়েছেন কোয়ান্টাম ও ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্সের প্যারাডক্স নিষ্পন্ন করতে।যেহেতু ব্রহ্মচেতনাকে বাদ দিয়ে এন্টেঙ্গেলনেন্ট এর উৎসকে ব্যাখ্যা না করা যায়না সেহেতু, জন বেল সৃষ্টি ও ধ্বংসের মহাজাগতিক

নৃত্যের চালনাকারী পর্যায়ে চেতনার(কনসাসনেসের) অস্তিত্বের সম্ভাব্যতার কথা স্বীকার করেন। ফ্রেঞ্চ পদার্থবিদ Bernard D'Espagnat কোয়ান্টাম বাস্তবতার ব্যপারে ১৯৭৯ সালে বলেন, " **বাহ্যিক, স্থিতিশীল,বস্তুগত পৃথিবীর গোটা ধারনা এখন শুধু কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি বরং কিছু পরীক্ষণের সাথে...অন্যভাবে বললে, সমস্ত বস্তু একত্রিতভাবে অবিভাজ্য একক(অদ্বৈতবাদ/ওয়াহদাতুল উজুদ)।"**[৬]

১৯৬৪ সালে ফিজিসিস্ট জনবেলের বিখ্যাত বেলস থিওরামকে প্রকাশের মাধ্যমে গাণিতিক ও বাস্তবিক পরীক্ষণের দ্বারা যাচাই করে প্রমাণ করেন নিলস বোর এবং আইনস্টাইন এই দুই পক্ষের মধ্যে কার অবস্থান শুদ্ধ ছিল। এই ধরনের পরীক্ষণের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল।১৮ বছর লেগেছে সব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে এবং ১৯৮২ এ্যালেন সব যন্ত্রপাতি একত্রিত করেন এবং পরীক্ষণ শুরু করেন। পরীক্ষণের ফলাফল ছিল NonLocality'র সপক্ষে। ননলোকালিটি-ই আসলে শুদ্ধ। অর্থাৎ নিলস বোর এবং তার সতীর্থ সাগরেদদের অবস্থান সঠিক। কোয়ান্টাম মেকানিক্সই শুদ্ধ।ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মেকানিক্স শুদ্ধ নয়।

কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট বিশ্বজগতের মৌলিক একটি আচরণ, যেটা শ্রোডিঞ্জার প্রস্তাব করেছিলেন এবং পাশে নিলসবোর ছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, এই মহাবিশ্ব একটি virtual construct। রিয়ালিটি হচ্ছে ইল্যুশন,এক ইউনিভার্সাল মাইন্ড। সবকিছু মায়া। বস্তুজগতের অস্তিত্ব নেই। সলিড বস্তুর মূলত অস্তিত্ব নেই। বস্তুর মায়াময় অসত্য অস্তিত্ব আসে চেতনা এবং সম্ভাব্য তরঙ্গের মিথস্ক্রিয়ার দরুন। এ বিষয়টা অনেকবার প্রমান করে দেখানো হয় Double slit experiment এর দ্বারা।
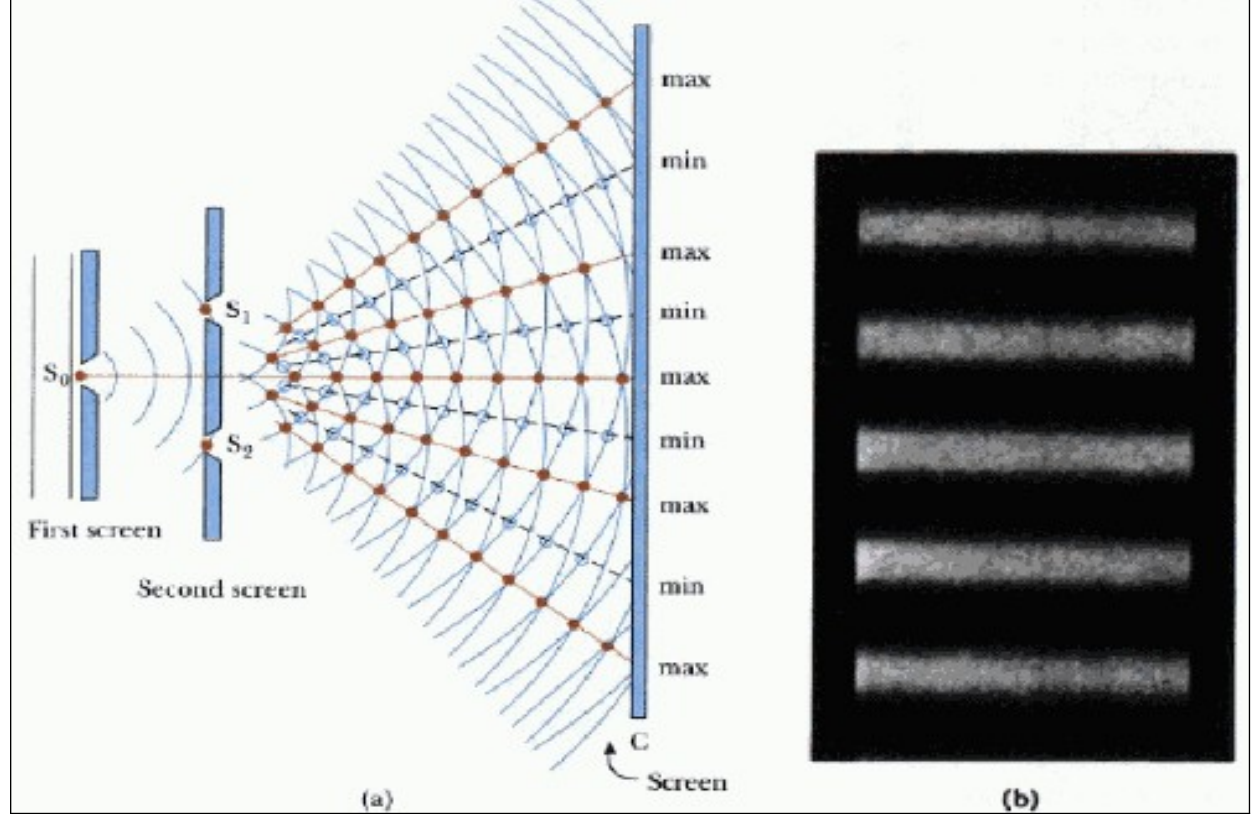
১৯৭৮ আবারো নতুনভাবে ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টটি করেন। তিনি নাম দেন, ডিলেইড চয়েজ এক্সপেরিমেন্ট।এই পরীক্ষাতেও কোয়ান্টাম মেকানিকস উত্তীর্ণ হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যখনই

অবজারভার দেখা শুরু করে; ওয়েভ সাথে সাথে বদলে পার্টিকেলে রূপান্তরিত হয়। এতে আবারো প্রমাণ হয় কনসাস অবজারভারই নির্ধারণ করে বস্তুর আচরণ। ১৯৯৯ সালে মার্লিন স্ক্যালি সর্বপ্রথম The delayed-choice quantum eraser experiment নামে আরেকটি জটিলতর পরীক্ষা করেন।
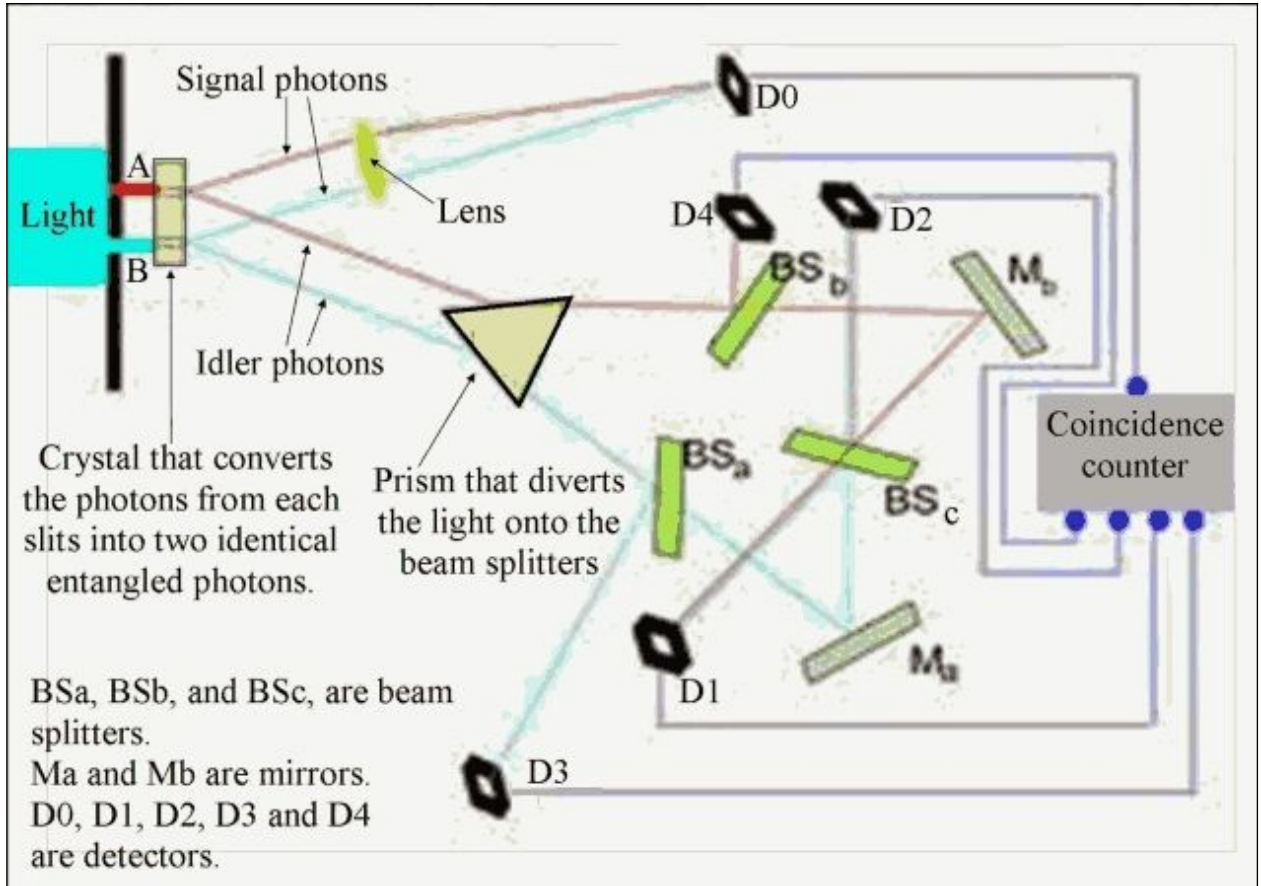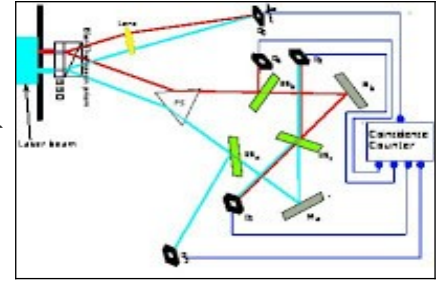
এতেও প্রমাণ হয় অদ্বৈত বেদান্তবাদের নন ডুয়ালিস্টিক আকিদা। অর্থাৎ বিজ্ঞানীগন প্রমাণ করলেন এক অস্তিত্বের(মনিজম) বিশ্বাসই(ওয়াহদাতুল উজুদ) সঠিক। তারা এ ব্যাপারে একমত যে সমগ্র বস্তু এবং সৃষ্টিজগত মহাচৈতন্যের মায়া বা কল্পের উপর দাড়িয়ে আছে। ব্রহ্মাণ্ডে চেতনাই একক অস্তিত্ব, একক সত্তা। বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে আলাদা বা স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারনাটি নিছক মায়াজাল, সমস্ত বস্তু একে অপরের সাথে সংযুক্ত ইন্দ্রের জাল দ্বারা। ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যস্থিত সচেতন চেতনা দ্বারা

বাহ্যিক বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব, সমগ্র বস্তু বা পদার্থের অনু পরমানুর মূলে রয়েছে একটি সচেতন মন যেটাকে বেদান্তবাদী দৃষ্টিকোণে ব্রহ্মচেতনা বলা হয়। কাব্বালাহ তে একে বলে Ein Sof। এই মনই সমস্ত বস্তুর ম্যাট্রিক্স। তাই সচেতন কোন মানব চেতনা তার আশপাশের বস্তু বা ব্যক্তির উপর তার কল্পনা-চিন্তা-অভিপ্রায় দ্বারা পরিবর্তন করতে সক্ষম। এর দ্বারা প্রত্যেকেই আত্মদৈবিকতাকে(self divinity) খুজে পায়। অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাসের সবকিছুই যে সৃষ্টিকর্তা, সেটাকে উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ আবারো সেই প্রাচীন প্লেটনিক আইডিয়ালিজমে প্রত্যাবর্তন। সেই বাবেল শহরের শয়তান ও যাদুকরদের কুফরি আকিদার সত্যায়ন।

শ্রোডিঞ্জারের মত পদার্থবিদগনের যেহেতু সংস্কৃত ভাষার উপর সরাসরি দখল ছিল না, তারা বিভিন্ন অনুবাদের উপর নির্ভর করতেন। তারা উপনিষদের অনুবাদ পাঠ করতেন। ব্যতিক্রম ছিলেন রবার্ট ওপেনহেইমার। তিনি এমন একজন পদার্থবিজ্ঞানী যিনি ভারতীয় অকাল্ট শাস্ত্রের স্বর্ণখনিকে হৃদয়াঙ্গম করতে সংস্কৃত ভাষা শেখেন ১৯৩৩ সালে। এবং ভগবত গীতার মূল শাস্ত্র পাঠ করেন।

তিনি তার বিভিন্ন কর্মে ভগবতগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। তিনি বলেন, **"বেদশাস্ত্র হচ্ছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সুবিধা।"**

১৯৪৫ সালে পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষামূলক নিক্ষেপের পর বিস্ফোরণের পর হওয়া মেঘের মত কুণ্ডলী দেখে তিনি ভগবতগীতা(১১:৩২) থেকে একটি ভার্সের উদ্ধৃতি দেন।**"এখন আমি মৃত্যু(যম) হয়েছি,পৃথিবী ধ্বংসকারী"**। ভগবতগীতার প্রশংসায় তিনি বলেনঃ**"পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে ভয়ানক বৈজ্ঞানিক অর্জনের পাশাপাশি সবচেয়ে প্রদীপ্ত রহস্যময় অভিজ্ঞতা (mystical experience) হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্তিস্মম্ভ ভগবতগীতা।"**

"ভগবত গীতা হচ্ছে বিদ্যমান ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দার্শনিক গীতি"

[“Sacred Jewels of Yoga: Wisdom from India’s Beloved Scriptures, Teachers, Masters, and Monks”]

ওপেনহেইমারের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় শুধু ভগবতগীতা নয়, গৌতমবুদ্ধও আদর্শ ছিলেন। এগুলো থেকেই সব ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরি করতেন। তিনি বলেনঃ**"আমরা যদি প্রশ্ন করি, উদাহরণ স্বরূপ, ইলেকট্রনের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে কিনা, আমরা অবশ্যই বলব 'না', আমরা যদি প্রশ্ন করি, ইলেক্ট্রনের অবস্থান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় কিনা, আমরা বলব 'না', আমরা যদি প্রশ্ন করি,ইলেক্ট্রন স্থির হয়ে আছে কিনা, আমরা বলব 'না'। তাহলে গতিশীল কিনা, আমরা অবশ্যই বলব 'না'। যখন মৃত্যুর পর মানুষের অবস্থার ব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; গৌতমবুদ্ধ এভাবেই জবাব দিয়েছেন, কিন্তু এ ধরনের উত্তর ১৭ - ১৮ শতকের বিজ্ঞানের রীতির কাছে পরিচিত নয়।"**

(J. R. Oppenheimer, Science and the Common Understanding)[৭]

পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর ডিন ব্রাউন সংস্কৃত ভাষা শিখে তাতেও পন্ডিত হন। তিনি উপনিষদ, দেবসহ অনেক বইও রচনা করেন! নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট থেকে হয়ে যান বেদান্তবাদী। এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করেন, **"আমার কাছে সংস্কৃতের মধ্যে মৌলিক অন্তর্দৃষ্টির বিষয়**

বলে মনে হয় আত্মা=ব্রহ্মের তত্ত্বটি,আত্মা হচ্ছে আমাদের মধ্যের ওই সারবস্তু যা দ্বারা গোটা ব্রহ্মলোক গঠিত। "

উত্তরে পদার্থবিদ ব্রাউন বলেন,**" হ্যা, সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আপনি ভাবতে পারেন, সেটা হচ্ছে ব্রহ্মা। চির সম্প্রসারণশীল, এটা সকল মহাবিশ্বজগত,সমান্তরাল বিশ্বজগত সবকিছুই অসীম চির সম্প্রসারণশীল সবকিছু, এবং সর্বশক্তিমান মা'বুদ ব্রহ্মা। অপরদিকে সবকিছুর ক্ষুদ্রতর দিক যতটা আপনি ভাবতে পারেন, আপনার ভিতরে,আপনার আসল সুক্ষ্ম সত্তা সেটা আপনার ইগো,শরীর কোনটিই নয়। এটা সকলের মধ্যে অপরিহার্য সত্তা। এবং বেদের ইক্যুয়েশন হচ্ছে আত্মা=ব্রহ্মা। এর মানে সবকিছু ঠিক তাই যা আপনার সারসত্তা। আমি মনে করি অন্য সকল সংস্কৃতি ও প্রথার মিস্টিসিজম(যাদুশাস্ত্র উৎসারিত রহস্যবাদ) ঠিক একই উপসংহারে উপনীত হয়। বৈদিক শাস্ত্র সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত ও জটিল ভার্সন কিন্তু আমি মনে করি সবই একই কথা বলে। এটা অনেকটা E=mc2 এর অনুরূপ। হ্যা আমরা আত্মা=ব্রহ্মা ইক্যুয়েশনে গোটা ভারতীয় মহাকাশ তত্ত্ব পাই, যেটা থেকে প্রাচীন গ্রীক মহাকাশবিদ্যা গড়ে ওঠে, যেহেতু গ্রীক বৈদিক সাবকালচার, আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এর থেকেই আসে। সবই এসেছে তন্ত্রশাস্ত্র থেকে যাকে বর্তমান রূপ অদ্বৈত বেদান্তবাদ। বেদ অর্থ জ্ঞান, বেদান্ত মানে বেদের পরিপূর্ণতা। অদ্বৈত অর্থ, 'দুই নয়', যার মানে হলো, যা সবচেয়ে বড় তা সবচেয়ে ছোট বস্তু থেকে ভিন্ন নয়। বৈদিক শাস্ত্রগুলোর জ্ঞান এত বেশি প্রসারিত যে যখন কোন মানুষ সেটার কাছে যায়,সে নিজেকে ওই বিদ্যার কাছে নিয়ে আসে।"**
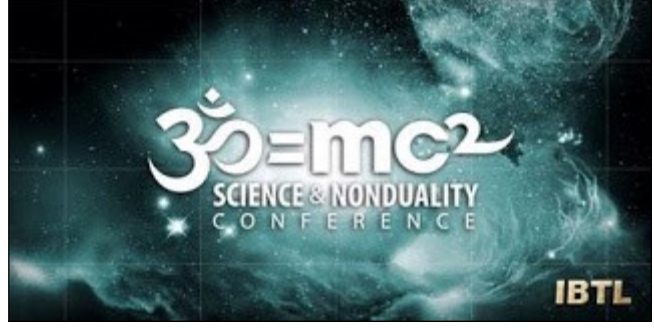
প্রশ্নকর্তা বলেন,**"আমরা প্লেটোর থেকে ধারনাগত(আইডিয়ালিস্টিক) জগতের ব্যাপারে জানতে পারি, সবকিছুই বিশুদ্ধ একক বস্তুর বিভিন্ন রূপ। এটা বেদের মধ্যেও পাওয়া যায় "**

ডিন উত্তরে বলেন, **"বেদে এ এটাকে বলে 'ঋতম্বরপ্রজ্ঞান'। ঋত মানে কোনকিছু ঠিক করা, এর দ্বারা বোঝায় মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা imperfect, তাই মহাবিশ্বের গতি এই ইম্পার্ফেক্ট থেকে পার্ফেকশন বা উৎকর্ষতা অভিমুখী(বিবর্তনবাদ)।.."**

প্রশ্নকর্তা বললেন, **"আমরা পাশ্চাত্যে কেমন যেন আধ্যাত্মিকশূন্যতা,স্বাতন্ত্রতা লক্ষ্য করি। কিন্তু অপর দিকে সংস্কৃত প্রথায় বিশেষ করে তান্ত্রিক উৎসগুলোয় একরকমের অদ্বৈত বিশ্বাসকে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা কাম ও আধ্যাত্মিকতাকে এক সুতোয় পাওয়া যায় যা আপনি Devas বইয়ে উল্লেখ করেছেন।"** উত্তরে ডিন ব্রাউন বলেন,**"জ্বি, প্রকৃতি হচ্ছে দেবতা সদৃশ। আপনি হিব্রু কাব্বালায় দেখবেন, ঈশ্বর EIn sof হয়ে শাকিনা সদৃশ। আবার সেটাই মালকুত বা জগত প্রকৃতি(nature)। তাই একভাবে প্রকৃতির (পূজার) মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, অন্যভাবে ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রকৃতিকে পাওয়া যায়(সর্বেশ্বরবাদ/pantheism)। "**[১২]

সুতরাং বুঝতেই পারছেন সমস্ত পদার্থবিদরাই চরমভাবে পূর্বাঞ্চলীয় রহস্যবাদ দ্বারা ঘোর আবেশে আচ্ছন্ন ছিল। এর থেকেই যাবতীয় গবেষণা এবং তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করতেন।কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে বেদান্ত মেকানিক্স কিংবা ব্যবিলনীয়ান মেকানিক্স বললে মনে হয় কোনরূপ ভুল হবে না। পদার্থবিজ্ঞানের এ ধারায় এসে অনেক পদার্থবিদ ব্রহ্মচৈতন্য(Universal Collective Consciousness) এর মৌলিক অস্তিত্বের ব্যপারটি মেনে নিতে পারেনা, কারন এটা সম্পূর্ন স্পিরিচুয়ালিটি বা আধ্যাত্মবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সের(Measurement problem) ব্যাখ্যায় parallel universe theory(Many world interpretation) কে নিয়ে আসেন। মজার বিষয় হচ্ছে সমান্তরাল মহাবিশ্বের তত্ত্বটিও অকাল্ট ফিলসফি থেকে এসেছে। গ্রীক-বৈদিক দর্শনের মধ্যে এই চিন্তাধারা ছিল। এ্যানাক্সিম্যান্ডার কস্মিক প্লুরালিজমের প্রচার করতেন। যারা অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যকে মানতে চান না; তাদের এটা মাথায় রাখা উচিত, যাদের হাতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্ম তাদের প্রত্যেকেই অদ্বৈত বেদান্তবাদী ছিলেন এবং তাদের অনেকেই বলেছেন(যেমনঃইউজিন উইগ্নার), চেতনাকে বাদ দিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে ফর্মুলেট করা সম্ভব নয়। সুতরাং যেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের স্রষ্টারাই ব্রহ্মচৈতন্যবাদী,সেখানে আপনি চাইলেই এটাকে অন্যকিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলে কাজ হবে না বরং সেটা হবে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত মত। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জনকগন সেটার পরোয়া করেনা। তাদের মতবাদটিই সর্বোৎকৃষ্ট গ্রহনযোগ্য মত বলে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞানী অমিত গোস্বামী বলেন, **"যদিও প্রচলিত বিজ্ঞানে এখনো বস্তুবাদিতা রয়েছে,বিশাল সংখ্যক পদার্থবিজ্ঞানীগন 'চেতনাকে' মূল হিসেবে ধরে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে সমর্থন ও কাজ করে যাচ্ছেন।"**

১৯৭০ সালে আধ্যাত্মবাদী নিউএজ প্যাগান মুভমেন্ট কোয়ান্টাম ফিজিক্স থেকে বিভিন্ন ধারনাকে গ্রহন করতে শুরু করে। Arthur Koestler, Lawrence LeShan প্রমুখের বই থেকে মানুষ এটা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, প্যারাফিজিক্যাল আইডিয়া কোয়ান্টাম মেকানিকস দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব। তৈরি হয় নিও বেদান্তবাদ ও নিও-প্লেটনিজমের সাথে এ্যাডভান্স ফিজিক্স সংমিশ্রিত বিশ্বাস ব্যবস্থাঃকোয়ান্টাম মিস্টিসিজম। সে যুগে Fundamental Fysiks নামের একটা দল তৈরি হয় যারা কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম গ্রহন করে, পাশাপাশি ধ্যান - যোগসাধনার পাশাপাশি ভারতীয় বিভিন্ন চর্চাও গ্রহন করে। Fundamental Fysiks গ্রুপের সদস্য যেমন Fritjof capra ;

উইগনার,শ্রোডিঞ্জার ও হাইজেনবার্গদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism (1975) নামের বইটি লেখেন।

এই বইটা সাধারন মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে গ্যারী জুকাভ নামের কাপ্রার অনুসারী আরেকটি বই পাব্লিশ করে, যেটাতে সে প্রচুর নিজের দার্শনিক চিন্তাধারা কোয়ান্টাম মেকানিকস এর সাথে মেশায়। আজকের নিউএজ মুভমেন্ট যে কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম এর উপর দাঁড়িয়ে সেটা প্রাচীন জুডিও-গ্রেসিয়-ইজিপ্ট-ইন্ডিয়ান-ব্যবিলনীয়ান মিস্টিসিজম ও শ্রোডিঞ্জার -বোর-হাইজেনবার্গের বেদান্তশাস্ত্র নির্ভর কোয়ান্টাম মেকানিকসের সম্মিলনে সমৃদ্ধ শক্তিশালী পশ্চিমা আধ্যাত্মিক প্যাগানিজম। দীপক চোপ্রা কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম এবং প্রাচীন অকাল্ট ট্রেডিশনের মেলবন্ধনে “Quantum theory”,Quantum Healing (1989), Ageless Body, Timeless Mind (1993)সহ অনেক বই পাব্লিশ করেছেন।
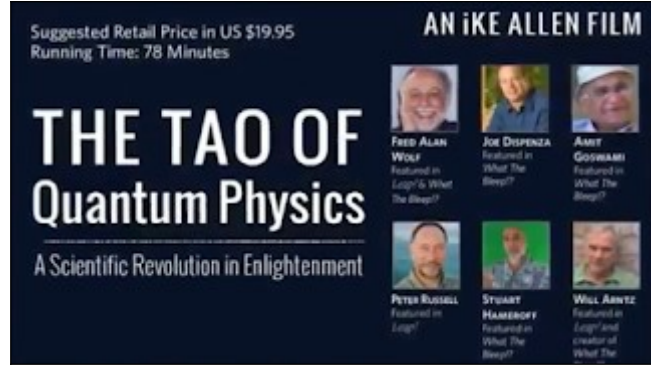
আমাদের দেশের কোয়ান্টাম ম্যাথড নিউএজ প্যাগানিজমেরই বাংলাদেশী শাখা। এরাও তাদের কোর্সে উল্লিখিত বইগুলো পড়ার জন্য বাংলাদেশি সাধারন জ্ঞানহীন মুসলিমদেরকে যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক সর্বেশ্বরবাদী কুফরি আকিদার দিকে টানতে ব্যবহার করে। মূলত কোয়ান্টাম ম্যাথডে যারা আছে এরা কেউই মুসলিম নয়। তাদের মূল পরিচয় জ্যোতিষী। এরা বাংলাদেশে যাদুশাস্ত্র ভিত্তিক অকাল্ট দর্শন প্রচারে কাজ করছে। কোয়ান্টাম ম্যাথড বাংলাদেশে যা প্রচার করছে তা শ্রোডিঞ্জার, হাইজেনবার্গের বেদান্তবাদী ননডুয়ালিস্টিক(অদ্বৈতবাদী-monism- আরবি:ওয়াহদাতুল উজুদ)
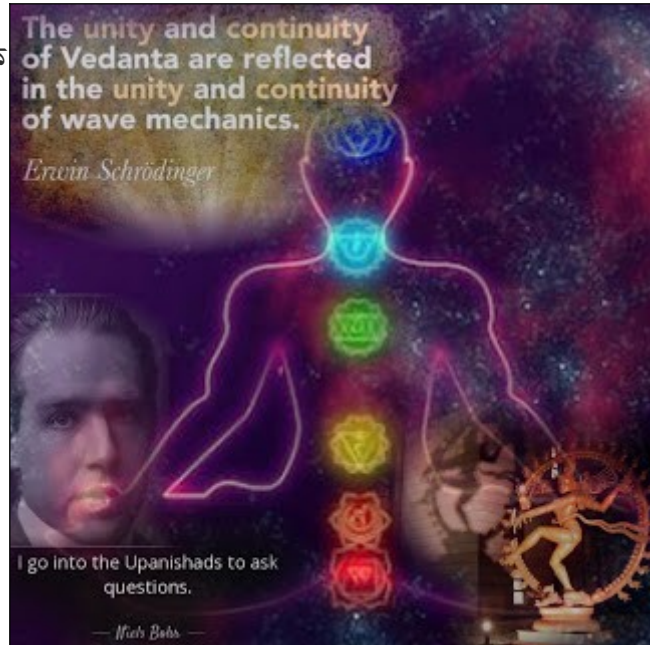
আকিদা। সুতরাং তাদের সায়েন্স অব লিভিং বা এরকমের দাবি অসত্য নয়। তাদের পেছনে গোটা (অপ)বিজ্ঞানের ব্যাকআপ আছে। এদের ব্যপারে বিস্তারিত অনেক আর্টিকেলে উল্লেখ করেছি[৮], এতদিন তাদের পেছনের সায়েন্টিফিক ভিত্তির ব্যপারে তেমন কিছু বলিনি। আজ জানতে পারছেন।

অনেক পদার্থবিজ্ঞানী নিউএজারদের সাথে একমত হয় না তাদের অতিরিক্ত দর্শন নির্ভরতা এবং বিভিন্ন ট্রেডিশনের অকাল্টিজমের মেশানো শিক্ষার জন্য। বিশেষ করে ম্যাটেরিয়ালিস্ট আইনস্টাইনের বস্তুবাদী শিষ্যরা তার মতই কোয়ান্টাম মিস্টিসিজমকে পছন্দ করেন না। নিউএজ গুরু দীপক চোপ্রা,অপ্রাহ উইনফ্রেদেরকে বস্তুবাদী পদার্থবিদগন ভাল চোখে দেখেন না। তারা যুক্তি দেয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স শুধুমাত্র কোয়ান্টাম জগতের জন্য। আমাদের বস্তু জগতের জন্য প্রযোজ্য না। এটাকে বলে ম্যাক্রো রিয়েলিজম(Macro- Realism) । বিজ্ঞানী লেগেট ও গার্ড, বেলস থিওরামের ন্যায় 'ইনইক্যুয়ালিটি' নামে একটা ধারনা প্রকাশ করেন; যেটায় বলা হয়, কোয়ান্টাম ইফেক্টে একটা লিমিট আছে। কিন্তু ২০১১ সালে পদার্থবিদ স্টেফানি, সিমন্স এবং জর্জ নি প্রমুখের দ্বারা চালিত একটা গ্রুপ পরীক্ষণের মাধ্যমে লেগেট-গার্ডের ইনইক্যুয়ালিটিতে ভায়োলেশনগুলো প্রকাশ করেন। এরপরে তাদের ওই ফলাফল অনেকবার ডুপ্লিকেট করা হয়। এতে প্রমাণ হয় যে ম্যাক্রো রিয়ালিটি কোয়ান্টাম রিয়ালিটি থেকে আসে, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার জগতের দ্বারা আমাদের সলিড জগত গঠিত, তাই সেখানটার নীতি আমাদের উর্দ্ধজগতে প্রভাবহীন নয়। বরং একই নীতিতেই কাজ করে। ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট বড় বড় বস্তুর ক্ষেত্রেও সফল ভাবে কাজ করেছে, যেমনঃএটম,মলিকিউলস এমনকি ১৬ টি কার্বন এটম দ্বারা তৈরি বলের ক্ষেত্রেও কাজ করে সমান ভাবে। বিজ্ঞানীগন এখন মাঝারি আকারের প্রোটিন, ভাইরাসের সাথে এই পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন। ননলোকাল এন্টেঙ্গেলমেন্ট ছোট ডায়মন্ড এর জোড়া, এল্যুমিনিয়াম চিপ, ছোট লোহার টুকরার ক্ষেত্রেও সফল ভাবে কাজ করেছে। ম্যাক্রো রিয়েলিজম এর ধারনা ২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সকল ধরনের পরীক্ষনে ভুল সাব্যস্ত হয়! কোয়ান্টাম মেকানিকস যে ম্যাক্রো(বড়) রিয়ালিটি বা আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে কাজ করে সেটার সবচেয়ে সাধারণ সহজ উদাহরণ হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলো, যা আমাদের ত্রিমাত্রিক বড় আকৃতির জগতে কাজ করছে। সুতরাং ম্যাক্রো রিয়েলিজমের ধারনা ম্যাটেরিয়ালিস্টদের একটা বদ্ধমূল ভুল ধারনা। পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার বলেনঃ **"পদার্থবিজ্ঞান এখন পর্যবেক্ষকের অংশগ্রহনকে (observer-participancy) দ্বার করিয়েছে ;পর্যবেক্ষকের অংশগ্রহনের দ্বারা (সাবএটোমিক লেভেলে) তথ্য(ইনফরমেশন) উৎসারিত হয়, তথ্য পদার্থকে(বস্তুজগতকে) দ্বার করায়।"**

- John A. Wheeler

অর্থাৎ যেহেতু সাবএ্যাটমিক জগতে সচেতন পর্যবেক্ষক এনার্জির কার্য-আচরণকে প্রভাবিত করে, পর্যবেক্ষকের উপর সাবএ্যাটমিক লেভেলের এনার্জেটিক ইনফরমেশনের আচরণ নির্ভর করে। আর এই ইনফরমেশন বা তথ্য, বস্তু বা পদার্থকে আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে দ্বার করায়। অর্থাৎ মূলে আছে চেতনার হস্তক্ষেপ। সাবএ্যাটমিক লেভেলে মানুষের চিন্তাভাবনাও এনার্জি। এই চিন্তাচেতনার এনার্জি অন্য সমস্ত এনার্জির প্যাটার্ন পরিবর্তন করতে সক্ষম। সুতরাং চেতনা বা আত্মার অভিপ্রায় (intention) আমাদের আশপাশের বস্তুজগতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। প্রত্যেকেই যার যার আশপাশের সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্বা হতে পারে!

ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ বস্তুর আচরণে অব্জারভেশন নির্ভরতার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেনঃ**"আমরা আর কোন বস্তুর স্বাধীন আচরন পর্যবেক্ষণ ছাড়া বলতে পারব না।"**

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ ও মহাকাশবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আর.সি হেনরি বলেনঃ **"নতুন পদার্থবিজ্ঞানের ধারার মৌলিক সারকথা বলে স্বীকার করে যে, পর্যবেক্ষকই বাস্তব জগতের স্রষ্টা। পর্যবেক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমরাই এই রিয়েলিটি বা বাস্তব জগত সৃষ্টিতে যুক্ত আছি। পদার্থবিজ্ঞানীগন এখন এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে এই মহাবিশ্ব 'মনস্তাত্ত্বিক' নির্মাণ। মহান পদার্থবিজ্ঞানী স্যার জেমস জিন্স লিখেছেনঃ "জ্ঞানগত ধারা এখন অ-যান্ত্রিক বাস্তবতা[Non mechanical Reality] (বিশ্বাসের) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এখন মেশিনের মত নয় বরং মহাচেতনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। মনকে(mind) আর বস্তুজগতে(matter) অনধিকার প্রবেশকারী রূপে দেখা হচ্ছে না, বরং আমরা মন বা চেতনাকে বস্তুজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক বলে স্বীকৃতি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই। আসুন এবং গ্রহন করুন এই তর্কাতীত উপসংহারকে। এই মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্তুগত-মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক(spiritual)"**

ONEISM OR MONISM . . .
"is the view that there is only one substance and that diversity is ultimately unreal. This view [is] . . . a tenet of both Hinduism and Buddhism."
D.B. Fletcher
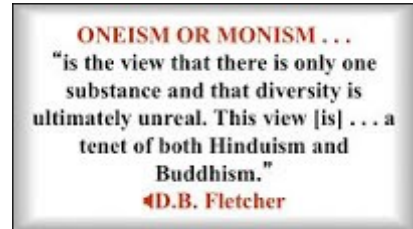
– R.C. Henry, Professor of Physics and Astronomy at Johns Hopkins University , “The Mental Universe” ; Nature 436:29,2005

শুধু হেনরীই নন আধুনিক প্রায় ৯৯ ভাগ পদার্থবিজ্ঞানীগন এখন কোয়ান্টাম বেদান্তবাদ বা ব্রহ্মচৈতন্যকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করছে এবং প্রচার করছে। এরা এটাও বলে দিচ্ছে যে আমরাও এ বস্তুজগতের সৃষ্টিতে স্রষ্টার হিসেবে অংশগ্রহণ করছি। ব্যপারটা এরকম যে Reality creates us and We are creating the reality। আজকের পদার্থবিজ্ঞানের মূল শিক্ষা হচ্ছে প্রতিটা বস্তুই মহাচৈতন্যের অংশ হিসেবে জগত সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তা রূপে অংশ নিচ্ছে। সবাই স্রষ্টা। আর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে অদ্বৈত মহাচৈতন্য বা ব্রহ্ম, কাব্বালার পরিভাষায় যাকে বলা হয় Ein Sof। এই ওয়াহদাতুল উজুদ(Non duality/Unity of existence/monism) এর আকিদাই প্রাচীন যাদুকরদের প্রধান এবং মৌলিক আকিদা ছিল। আজ বিজ্ঞান সরাসরি নিজ চৈতন্য/ইচ্ছাকে ব্যবহার করে বস্তুজগতে প্রভাব বিস্তার বা পরিবর্তনে উৎসাহ দেয়।এটা যাদুবিদ্যার অনেক মাজহাবের একটি। রূহের অভিপ্রায় - অভিলাষ কে ব্যবহার করে কারও ক্ষতি বা উদ্দেশ্য হাসিল যাদুবিদ্যার মৌলিক চর্চা। অর্থাৎ আজকের কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান যাদুবিদ্যাকেই শেখাচ্ছে। এরই শিক্ষা দিয়েছেন ম্যাক্স প্ল্যাংকগন।

২০১৪ সালের ফিল্ম "ট্র্যান্সেন্ডেন্স" এ বিজ্ঞানীর চরিত্রে অভিনীত জনি ডিপ যখন এক প্রেজেন্টেশনে তার আবিষ্কৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বলবার মুহূর্তে বলেন,**"উদাহরন স্বরূপ কল্পনা করুন, পূর্ন মানবীয় আবেগ ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আত্মসচেতন আর্টিফিশাল ইন্টেলিজেন্স,যেটাকে মাঝে মধ্যে সিংগুলারিটি বলেও ডাকা হয়,আমি বলি 'ট্রান্সেন্ডেন্স'। এ ধরনের সুপার ইন্টেলিজেন্স তৈরি করার জন্য আমাদেরকে আগে পৃথিবীর সবচেয়ে গোপন বিষয়টিকে আনলক করতে হবে:'চেতনার প্রকৃতি কি?, আত্মার অস্তিত্ব কি আছে? যদি থাকে তাহলে সেটা কোথায়?"** সে সময় এক মৌলবাদি খ্রিষ্টান দাড়িয়ে প্রশ্ন করে,**" প্রফেসর, আপনি তাহলে একজন ঈশ্বরকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন,**
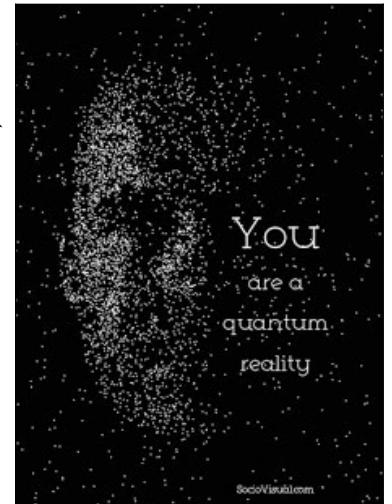
আপনার নিজের ঈশ্বর?"। উত্তরে জনি ডিপ বলেন,**"চমৎকার প্রশ্ন, এটা কি নয় যে মানুষ সবসময়ই তাই(ঈশ্বর)?"**

এজন্যই যাদুশাস্ত্রধারী ইহুদীরা রূহের ব্যাপারে এত কৌতূহলী ছিল। এদের বিশ্বাস মতে আইনসফই প্রানপ্রদায়ী সর্বত্রবিরাজমান এনার্জি, অর্থাৎ চেতনাই আত্মা। এজন্য কাব্বালাহ শিক্ষা দেয়, সবাই ঈশ্বর। প্রাচীনকাল থেকেই ওরা যাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে গোলেম(Golem) বা আত্মাবিহীন সচল দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করত। এরকমটা প্রচলিত আছে যে ওরা সফলও হয়েছিল। ট্রান্সেন্ডেন্স ফিল্মে জনি ডীপ যা বললো, সেটা ইহুদীদের প্রাচীন চিন্তা-ধারনা ও চেষ্টার আধুনিকতম রূপ।

আজকের বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে কাব্বালিস্টিক আইডিয়ালিজমে ফিরে গেছে। যাদুশাস্ত্র থেকে বিজ্ঞান অল্প কিছুদিনের জন্য আলাদা করে যৌক্তিকতা আর গ্রহনযোগ্যতার আসন লাভ করেছিল,কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি আবারো ফিরে গেছে সেই পুরোনো যাদুবিদ্যায়। বেদান্তশাস্ত্রের নব্য বৈজ্ঞানিক রূপঃ কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিশেষ শ্রেনীর উইচক্র্যাফট বা যাদুবিদ্যাকে শেখায়। প্রথমত এটা অকাল্ট মেকানিক্স শেখাচ্ছে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স কেমন যেন হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের প্রতিটি নীতিমালাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হার্মেটিক ওয়ার্ল্ডভিউ এর অনুরূপ কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর মহাবিশ্বের ধারনাও Mental। হার্মেটিক শাস্ত্রের নীতির অনুরূপ মহাবিশ্বের সবকিছুই কম্পনশীল তরঙ্গায়িত এনার্জি। আইনস্টাইনই এনার্জি ও ম্যাসের ধারনা প্রতিষ্ঠার দ্বারা 'সবকিছুই এনার্জি' এই বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। হলিউডেও যাদুবিদ্যা এবং এ্যাডভান্স ফিজিক্সকে একাকার করে প্রচার প্রচারণা চলছে। ডক্টর স্ট্রেঞ্জ নামের ফিল্মে টিল্ডা সুইন্টন(সর্সারার সুপ্রীম) যখন স্টিফেন স্ট্রেঞ্জকে[বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ] 'চেতনার ওপারে'(altered state of consciousness) নিয়ে মাল্টিডাইমেনশনাল ইউনিভার্স ভ্রমন করিয়ে আনেন; তার বিদ্যার উপর বিশ্বাস আনয়নের জন্য,তখন অকাল্ট কস্মোলজির খানিকটা দেখায়, সেখানেও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মহাচৈতন্য ভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বকে দেখায়। এক পর্যায়ে উইচ টিল্ডা সুইন্টন ডক্টর স্ট্রেঞ্জকে উদ্দেশ্য করে বলেন, **"...তুমি মনে করো**
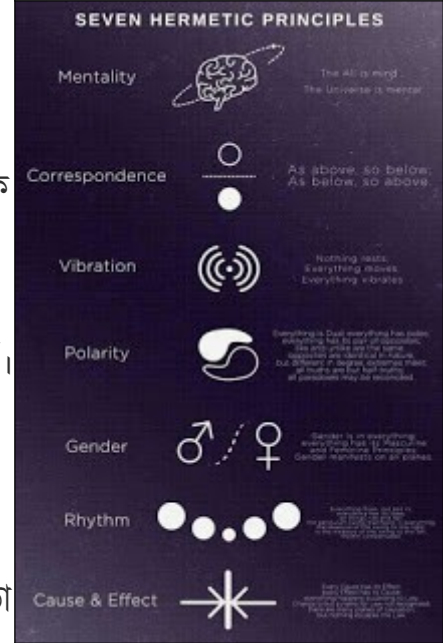
যে ,এই জগত কিভাবে কাজ করে তা তুমি জানো। তুমি মনে কর যে এই ম্যাটেরিয়াল বস্তু জগতই সবকিছু। সত্য কি? কোন রহস্যটি তোমার চিন্তাশক্তিরও বাহিরে? পদার্থের একদম মৌলিক শেকড়ে চেতনা ও পদার্থ(mind and matter) একত্রিত হয়। চিন্তা চেতনাই রিয়েলিটি বা বাস্তবজগতের আকৃতি দানকারী.."। যারা বিজ্ঞানের মোহে অন্ধ হয়ে আছে বা সায়েন্টিফিক প্যাগানিজমের ব্যপারে কিছুই জানে না, তারা হলিউডের অনেক বিষয়ই দেখেও তাৎপর্য ঠাহর করতে পারেনা।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স অকাল্ট কস্মোলজির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, ব্যবিলনীয়ান ফিজিক্সে ফেরত নেওয়ার পাশাপাশি সরাসরি হার্মেটিক candle,sympathetic, sigil ও chaos magic শেখাচ্ছে এবং এতে উৎসাহিত করছে।Chaos Magick হচ্ছে এমন একটি যাদুবিদ্যার মাজহাব যাতে চেতনা বা অভিপ্রায়কে ব্যবহার করে যাদুকর কারও ক্ষতি, (বাহ্যিক)উপকার অথবা চিকিৎসা করে। যাদু বিদ্যার এ মাজহাবে শয়তান জ্বীনের উপর নির্ভর করতে হয়না। কাব্বালিস্ট ইহুদীদের যাদুশিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে শেখানো হয় কিভাবে শুধুমাত্র নযরের(evileye) এর দ্বারা কাউকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলা যায়। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানীগন এখন intention কে সর্বোচ্চ ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক হিসেবে খ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নিজেই বলেছেন,**"এটা হচ্ছে আমাদের মন যা এটাকে স্থান কাল ও বস্তুতে সাজায়। আপনি আপনার (মানসিক)প্রোগ্রামকে নতুনভাবে সাজান তবেই ভিন্ন ধরনের রিয়ালিটিতে নিজেকে খুজে পাবেন।"**

পদার্থবিদ অমিত গোস্বামী নিয়মিত বলেন,**"আমরাই আমাদের জগতের স্রষ্টা"**। তিনি নিয়মিত শিক্ষা দেন আমাদের চিন্তা অভিপ্রায় দ্বারা আশপাশের জগত নিয়ন্ত্রনের জন্য। কোয়ান্টাম মিস্টিসিজমকে গ্রহন করা নিউএজে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে, মানুষ তার চিন্তাশক্তিকে এত শক্তিশালীও করতে পারে; যার বলে জড়বস্তুতে সরাসরি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রন সম্ভব। তাছাড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্সের entanglement এর যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত তাৎপর্য হচ্ছে এটা sympathetic magic এর

মেকানিক্স শেখায়,এ যাদুবিদ্যার মাজহাবে, যাদুর উপকরন হিসেবে সম্পর্কযুক্ত বস্তুর উপর যাদু করা হয়। যেহেতু সমস্ত বস্তু একসাথে সংযুক্ত, কারও চুলের সাথে দেহের মৌলের মিল থাকায় পরস্পর বাহ্যত বিচ্ছিন্ন হলেও সম্পর্ক বিদ্যমান(entangled)। এজন্য ঘাম লাগানো কাপড়ের টুকরা,চুল প্রভৃতি যাদুবিদ্যায় ব্যব্হার হয়। সুতরাং যাদু করতে গেলে অদ্বৈতবাদের কুফরির দিকে যেতেই হবে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই তাগুতি(নিজেকে রবের আসনে বসায় যেহেতু) শিক্ষার সাথে যাদুশাস্ত্র উদ্ভূত বৌদ্ধচিন্তারও অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। গৌতম বুদ্ধ বলেনঃ **"আমরা ঠিক তাই যা আমরা ভাবি, সব কিছুই আমাদের চিন্তা থেকে উদ্ভুত, আমাদের চিন্তা চেতনার দ্বারা আমরা আমাদের জগতকে নির্মাণ করি।"**

-পদার্থবিদদের বাবেলের যাদুশাস্ত্রে প্রত্যাবর্তন-

বেদান্তশাস্ত্র নির্ভর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা শাখার আবির্ভাবের দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি জগতের ব্যপারে বিশ্বাস হাজার বছর আগের যাদুকরদের কাছে ফিরে যায়। সুস্পষ্ট যাদুবিদ্যাকেন্দ্রিক অপবিজ্ঞান থেকে এর ব্যপারে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের স্বীকৃতি সবই দেওয়া হয়েছে। ফিরে যাওয়া হয়েছে বাবেল শহর থেকে কাব্বালার জ্ঞান নিয়ে আসা প্লেটো ও পিথাগোরাসদের আদর্শে। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ বলেনঃ**"আমি মনে করি যে আধুনিক পদার্থবিদ্যা অবশ্যই প্লেটোর মতবাদকে পছন্দ করেছে। বস্তুত, বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক কোন বস্তুগত জিনিস নয়, তারা আকৃতি(form),ধারনা(idea) যেটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় গাণিতিক ভাষার মাধ্যমে।"**
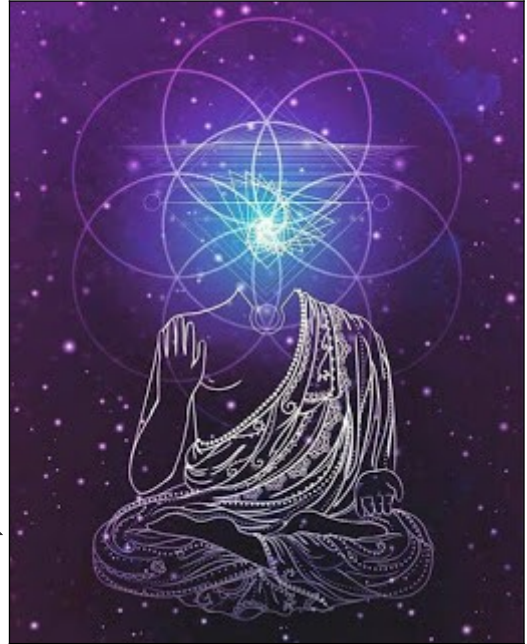
Das Naturgesetz und die Struktur

der Materie (1967), as translated
in Natural Law and the Structure
of Matter (1981), p. 34 W. Heisenberg

ভারতীয় বেদান্তবাদী দর্শন এবং গ্রেসিও-ব্যবিলনীয়ান দর্শনে মৌলিক পার্থক্য নেই। সকল অকাল্ট/মিস্টিক্যাল ট্রেডিশানই অদ্বৈতবাদের কথা বলে। এদের মূল উৎস একটাই। পূর্ববর্তী পর্বগুলোয় অনেকবার উল্লেখ করেছি যাদুবিদ্যার উৎস হচ্ছে প্রাচীন বাবেল শহর। পিথাগোরাস থেকে শুরু করে প্লেটো প্রত্যেকেই অধিবিদ্যা অর্জনের তাগিদে বাবেল শহর সফর করেন। ইহুদী কাব্বালিস্টগন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্লেটোকে কাব্বালার একজন বড় ব্যাখ্যাকারী ঋষির চোখে দেখে। প্লেটোর থিওরি অব ফর্ম ও আইডিয়ালিজম তথা কাব্বালাহ এর ওয়ার্ল্ডভিউয়ের দিকে ফিরে যাবার কথা উল্লেখ করে হাইজেনবার্গ বলেনঃ**"যেটা দরকার, সেটা হলো ফিজিক্সের একটা মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের উচিৎ ডেমোক্রিটাসের দর্শনকে ত্যাগ করা এবং তার মৌলিক ইলিমেন্টারি পার্টিকেলের ব্যপারে ধারনাকেও। এটার বদলে আমাদের উচিত মৌলিক সিমেট্রিকে গ্রহন করা, যে ধারনাটি এসেছে প্লেটোর দর্শন থেকে।"... "মডার্ন(বৈজ্ঞানিক) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্লেটো ও পিথাগোরিয়ানদের সাদৃশ্যতা আরো সামনে নিয়ে যাওয়া যায়।প্লেটোর Timaeus এ উল্লিখিত ইলিমেন্টারি পার্টিকেলগুলো সর্বশেষে কোন বস্তু নয় বরং গাণিতিক আকৃতি বা ফর্ম। "সমস্ত জিনিস হচ্ছে সংখ্যা" বাক্যটি পিথাগোরাসের বলে আরোপ করা হয়। ওই সময় যেসব গাণিতিক ফর্মগুলো ছিল তা হচ্ছে রেগুলার সলিডের(টেট্রাহিড্রন,অক্টাহিড্রন..) মত কিছু জ্যামিতিক আকৃতি বা ত্রিকোণ যা এর সার্ফেস গঠন করে। কোয়ান্টামতত্ত্ব এর মধ্যেও নিঃসন্দেহে ইলিমেন্টারি পার্টিকেলগুলো অবশেষে ফর্ম হয়ে যায় এবং এটা আরো জটিল ধরনের।"**

সুতরাং আজকের কথিত বিজ্ঞানীরা আদৌ নতুন কিছুর পথ দেখাচ্ছেন না। সেসব আসলে সেই প্রাচীন যাদুকর - ন্যাচারাল ফিলসফার বা দার্শনিকদের অকাল্ট চিন্তাধারার আধুনিক সংস্করণ , এরা বিজ্ঞানের নতুন মোড়কে নামে সেই প্রাচীন অভিন্ন কুফরি দর্শনের প্রচার করছে। আপনারা নিশ্চয়ই বিগত পর্বের মাধ্যমে অবগত আছেন,প্লেটো-পিথাগোরাসদের বিদ্যার উৎস ছিল বাবেল শহর।

প্রত্যেকেই কাব্বালার অনুগত ছাত্র। তাদের বিদ্যার আসল পরিচয় হলো যাদুশাস্ত্র। তাহলে পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গগন প্লেটনিক বিদ্যাকে গ্রহনের মাধ্যমে কোথায় ফিরে গেছেন!? উত্তর হচ্ছে ব্যাবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্রে। আজকের পদার্থবিদ্যা ওইসব অভিশপ্ত যাদুকর-জ্যোতিষীদের কুফরি আকিদা ও বিদ্যারই নতুন নামের মোড়কে আনা পরিশোধিত রূপ। এটা স্বীকার করে পদার্থবিজ্ঞানী ওপেনহেইমার দিয়ে বলেনঃ**"মানবীয় সাধারণ বোধের ব্যাপারে ধারনা, যেটা এটোমিক ফিজিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেসব একদমই অপরিচিত নয় অথবা এমনও নয় যে কখনো পূর্বে কখনো শোনা যায় নি বা তা একেবারেই নতুন। এমনকি আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যেই(আছে), এসবের একটা ইতিহাস আছে,হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার মূখ্য পর্যায়ের বিষয়। যা আমরা আধুনিক পদার্থবিদ্যায় আবিষ্কার করব তা মূলত প্রাচীন জ্ঞানেরই দৃষ্টান্ত, অনুপ্রেরণা এবং পরিশোধিত রূপ।"**

দালাই লামা বলেনঃ**"প্রশস্তভাবে বলছি, যদিও কিছু ভিন্নতা রয়েছে,আমি মনে করি বিশ্বদর্শনের দিক দিয়ে বৌদ্ধদর্শন এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স পরস্পর হাত মেলায়।"**

সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারছেন, এরাই তাদের অর্জিত বিদ্যার উৎসেরর স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীর পরিচয়ের আড়ালে এ সমস্ত অপবিজ্ঞানী কিংবা যাদুকরদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা বলে আলাদা কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই। আমরাই সৃষ্টিকর্তা,সবকিছুই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সৃষ্টিজগত বিনির্মাণে অংশ নেয়। অদ্বৈত সত্তা বা সর্বেশ্বরবাদি অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যই হচ্ছে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যায়িত আসল সৃষ্টিকর্তা(নাউজুবিল্লাহ)।এটাই আইন্সটাইনের "গড অব স্পিনোজা(বারুচ স্পিনোজা)"। বিদ্যমান বস্তুজগতের solidity বলে কিছু নেই, সবই মরীচিকা। সবই অদ্বৈত চেতনার সাগরের অ্যাবস্ট্রাক্টস এনার্জি ফিল্ড। সমস্ত কিছুই ননলোকাল,

অনন্ত ক্ষমতাশালী এবং অনন্ত সম্ভাবনাময় (infinite potentiality), পর্যবেক্ষণই সব কিছুর নিয়ন্তা। আগের ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে ছিল সবকিছু deterministic বা পূর্বনির্ধারিত হবার ধারনা কিন্তু কোয়ান্টাম বিপ্লবে প্রমাণ করা হয় ভাগ্য বলে কিছু নেই। সবকিছুই স্বাধীন, যেকোনো কিছু যেকোনো সময় যেকোনো কিছু হতে পারে। এতে তাকদির বলে কিছু নেই, আছে অনন্ত সম্ভাবনাময় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি।

যেকেউই তার ভাগ্য বদল করতে পারে নিজ আত্মিক শক্তির(chaos magic) বা ইন্টেনশান দ্বারা। এজন্য বলা হচ্ছে এর পরের বিবর্তন হচ্ছে মহাচৈতন্যের ব্যাপারে সচেতন হয়ে,প্রকৃতির উপর নিজের আত্মিক শক্তি দ্বারা ম্যানিপুলেট করার দ্বারা নিজের ভেতর নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ ঈমান যদি পশ্চিমে থাকে, babylonian natural philosophy এর বর্তমান রূপ: কথিত বিজ্ঞান ঠিক বিপরীতমুখী পূর্বদিকের শিক্ষা শেখাচ্ছে। অর্থাৎ ইসলাম যাকে কুফর বলে। এরা আল্লাহর সাথে শরীক করছে না বরং আল্লাহর সত্তাগত অস্তিত্বের ন্যূনতম বিশ্বাস বা ধারনার অবকাশকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। বৈপরীত্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে পূর্বদিকের কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু হাদিসেও এসেছে যে কুফরের জন্ম পূর্বদিকে। এই পূর্বদিকের ব্যাখ্যায় সর্বশেষে আসে ভারতবর্ষের নাম।
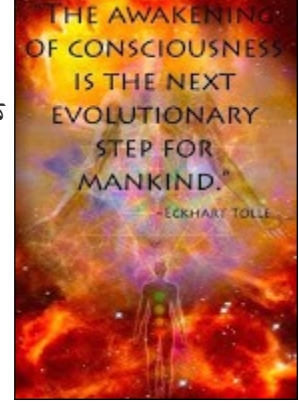
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "رأس الكفر نحو المشرق،......".
আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘কুফরীর মূল পূর্বদিকে,....।’

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩০১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার ভারতীয়-গ্রেসিয়ান শয়তানি অকাল্ট দর্শনকে ধারনের আনন্দ প্রকাশ করে বলেন,**"আমি এটা ভাবতে পছন্দ করি যে কেউ দেখুক কতটা গভীর ভারতীয় চিন্তাধারা গ্রীসে পৌছে গেছে এবং সেখান থেকে আমাদের দর্শন পর্যন্ত চলে এসেছে।"**

অতএব আশাকরি বুঝতে পারছেন কথিত বিজ্ঞানের মূল পরিচয়। এর অকল্যানে আজ মানুষ অপবিজ্ঞানের গন্ডির বাইরে চিন্তা করতে পারেনা। খ্রিস্টানরা অনেক আগেই অপবৈজ্ঞানিক জালে ধরা দিয়েছে। মুসলিমরাও পিছিয়ে নেই। মধ্যযুগের মুসলিমদের প্রাচীন হার্মেটিক-আলকেমিক্যাল ধারার বিজ্ঞান চর্চাকালে অনেকেই শ্রদ্ধেয় আলিমদের দ্বারা ভৎসনা - নিন্দার স্বীকার হয়েছিলেন। আলিমরা তাদের কাজকে যাদুবিদ্যা ও কালাম শাস্ত্রকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করার দ্বারা তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। আজও সেই প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান-গ্রীক ও ভারতীয় যাদুশাস্ত্র নির্ভর জ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে কথিত বিজ্ঞানকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুস্পষ্ট আকিদাগত কুফরকে বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।আফসোসের বিষয়,আজ একজনকেও খুজে পাওয়া কষ্ট হয়ে যায়, যিনি বিপথগামী মুসলিমদেরকে সতর্ক করবেন। উল্টো আধুনিক মুসলিমরা সেসব কুফরি বেদান্ত মেকানিক্সের বিদ্যাকে বৈধ জ্ঞান হিসেবে নিয়ে ধীরে ধীরে সত্য থেকে সরে যাচ্ছে। অনেকে গ্রহন করছে কুফরকে। অনেকে বা বিচিত্র সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে রহস্যবাদী চিন্তা-কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পরে আছে। বিজ্ঞান থেকে এসেছে এলিয়েন রহস্য,স্পেস ফ্যান্টাসি, সমান্তরাল বিশ্বের ধারনা,বিবর্তনবাদ,সিমুলেশন হাইপোথিসিস(মায়াবাদের আধুনিক সংস্করণ), টেলিকেনেসিস, টেলিপোর্টেশন ইত্যাদি বিষয়কে ঘিরে মিস্টিক্যাল ভাবনা। আজ এসবকে নিয়ে ফিল্ম, বই কত কিছুই না লেখা হয়। এ বছরে অনুষ্ঠিত একুশে বই মেলায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে সায়েন্স ফিকশন জান্রার বই! এ অবস্থা আকিদাগত দিক দিয়ে দ্বিধাদ্বন্দে ভোগা, এরপরে অজ্ঞেয়বাদ এমনকি শেষমেশ তাওহীদ থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়। বেদান্তশাস্ত্র বা ইস্টার্ন মিস্টিসিজমকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে রূপায়নকারী অপবিজ্ঞানীগন তাদের কর্মের ফলাফল স্বরূপ আধুনিক প্রজন্মের এ পরিনতির কথা আচ করতে পেরেছিলেন। এজন্য ১৯৫৮ সালে দেওয়া শ্রোডিঞ্জারের দেওয়া এক বক্তৃতায় বলেছেন, **"শেষ প্রজন্মকে চিহ্নিত করে রাখুন যারা মিস্টিসিজম সংক্রান্ত নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করবে।"**

আজ সত্যিই জাতিসংঘের সরাসরি হস্তক্ষেপে যাদুশাস্ত্রভিত্তিক শয়তানের দর্শনগুলোকে জোরেসোরে প্রচার প্রসার চলছে। ১৪তম পর্বে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা গত হয়েছে। বাংলাদেশেও পিছিয়ে নেই, বৈষ্ণব-ইস্কন,বাউল সম্প্রদায়,কোয়ান্টাম ম্যাথড সমূহকে পৃষ্ঠপোষকতায় রাখা হয়েছে। চন্ডিদাসদের মানবপূজার শিক্ষাকে আদর্শ হিসেবে দেখানো হয়, অন্যদিকে তাওহিদের প্রচারকারীদের বানিয়ে ফেলা হচ্ছে সন্ত্রাসী-জংগী। আজ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা হচ্ছে কাব্বালাহ ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদের শিক্ষা। বলা হচ্ছে,এটিই নাকি সারাবিশ্বে শান্তি-একতা ফিরিয়ে আনবে। প্রতিষ্ঠা করবে প্লেটোর স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য। এটাই কাব্বালিস্টিক মেসিয়ানিক ইউটোপিয়ান ড্রিম। এজন্য পদার্থবিদ্যাকে বহু আগেই যাদুশাস্ত্রে বা অকাল্টিজমে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন যাদুকররা এই reality সম্পর্কে যা বলত, তাকে সত্যায়ন করা হয়েছে। Dr. pillai বলেন:

"পদার্থবিদগন আজ (বাস্তবজগতের ব্যপারে) একই উপসংহারে উপনীত হয়েছেন, যা মিস্টিকগনদের(রহস্যবাদি/যাদুশাস্ত্রের অনুসারীদের) ছিল-এটা(রিয়ালিটি) হচ্ছে শুধুই ভাইব্রেশান যেটা থেকে সমস্ত কিছু উদ্ভূত।"

আজ যখন চোখের আড়ালে থাকা যাদুশাস্ত্রের আধুনিক সংস্করণ তথা বিজ্ঞানের ইতিহাস তুলে ধরে সতর্ক করতে শুরু করলাম,এক শ্রেনীর নির্বোধ আমার বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করলো। আমার ব্যপারে সমালোচনা কটূক্তি কোন কিছু করতেই ছাড়ে নি। অনেকে তো এও বলে আমি নাকি নতুন ফির্কা তৈরি করছি। মা'আযাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক, আপনারা অবহিত হয়েছেন, কিভাবে বৈদিক কুফরি তত্ত্বকে পদার্থবিজ্ঞানে রূপান্তর করা হয়েছে। এবার ভাবুন, কতটা নির্বোধ হলে কেউ একজন সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য সাব্যস্ত করতে পারে। কতটা নির্বোধ হলে বেদান্ত মেকানিক্স তথা গোটা ব্যাবিলনীয়ান-কাব্বালিস্টিক যাদুশাস্ত্র উৎসারিত সুস্পষ্ট কুফরি আকিদাপূর্ন বিদ্যাকে কেউ ইসলামের সাথে সমন্বয়যোগ্য বৈধ জ্ঞান বলে স্বীকৃতি দিতে পারে!? ডানপাশের সমন্বিত স্ক্রিনশটে দেখতে পারছেন আজকের মুসলিমদের চরম বুদ্ধিবৃত্তিক বিকলাঙ্গতার বাস্তব চিত্র। এরা যাদুকর /বাতেনিয়্যাহদের নতুন শাখা তথা অপবিজ্ঞানীদের প্রতি কিরূপ অন্ধ বিশ্বাস, ভক্তি এবং আস্থা রাখে! সুবহানআল্লাহ!! এদের অনুরূপ লোকেরা আজ অপবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দ্বারা কুরআন সুন্নাহর যথার্থতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। অপবিজ্ঞানকে বানিয়ে নিয়েছে সত্য মিথ্যা প্রভেদের স্বতসিদ্ধ মাপকাঠি। একইভাবে বিপরীতদিক দিয়ে কুরআন সুন্নাহকেও (অপ)বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যতা আছে দাবি তুলে কুরআন সুন্নাহকে justify করে। মা'আযাল্লাহ!! এরা যদি মুখে কুরআন সুন্নাহকে একক হক্কের মাপকাঠি বলেও স্বীকৃতি দেয়, হৃদয়ের গভীরে বক্রতা,সন্দেহ আর ব্যাধির দরুন অপবিজ্ঞান তথা যাদুশাস্ত্রভিত্তিক বিদ্যার প্রতি কুফর করার বদলে সেসব ঘেষা কুরআনের ব্যাখ্যার দিকে ঝুকে থাকে। এরা বাহ্যত

এমন ভাব ধরে, যেন কি যেন জানে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অন্তসারশূন্য ফাঁপা অহংবোধে পূর্ন নির্বোধ অন্তঃকরণ। এজন্যই বেদান্তবাদী শ্রোডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ আর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কদের কাব্বালিস্টিক বিদ্যাকে সত্য বলে মনে করে, হয়ত এ নির্বোধগুলো জানে না যে, ওদের বিদ্যা ঈমানের বিপরীত মেরুর। আর জেনেবুঝেও যাদুবিদ্যা বা শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিলে কিছুই বলার নেই। নিঃসন্দেহে, এসকল অভিশপ্ত কুফরি বিদ্যা ও আকিদাকে সত্য-বিশুদ্ধ-হালাল বলে স্বীকৃতি তাওহীদের সাথে আর সম্পর্ক থাকে না, সম্পর্ক হয় আল ইত্তেহাদের সাথে,সম্পর্ক হয় কুফরের সাথে। যারা সব জেনেও বেদান্ত মেকানিক্সে উপর আস্থা রাখে, এরা পরোক্ষভাবে হলেও ফিজিসিস্ট ডিন ব্রাউন,শ্রোডিঙ্গারদের ন্যায় ব্রহ্মাকে মা'বুদ বলে স্বীকৃতি দেয়(লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ)। এরা নিজেরাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মধ্যে কতটা বলবৎ আছে সেটা আল্লাহই জানেন, এজন্যই তো কাব্বালাহ কিংবা বেদান্তমেকানিক্সের বিরুদ্ধে বললে এদের কাছে আলাদা ফির্কার মত লাগে।যাদুবিদ্যাকে আঁকড়ে ধরা এসকল লোকেদের কাছে তাদের নিজেদের মনগড়া খেয়ালি মু'তাযিলা ঘেষা চিন্তাধারার সপক্ষে কোন দলিল খুজে পাবেন না। আমি ইজতেহাদ করছিনা, সে ইল্ম বা যোগ্যতা কোনটাই আমার আছে বলে মনে করি না। আমি সুস্পষ্ট করছি বৈধতার সীমানায় প্রবিষ্ট সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ অপবিদ্যা। সুস্পষ্ট কুফর। যাদুবিদ্যা কাব্বালাহ কিংবা বেদান্তশাস্ত্রকে কুফর বলতে মুজতাহিদ হওয়া লাগে না। বিজ্ঞানের মোড়কে ভরা জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভর ব্যবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক বিশ্বাসব্যবস্থার আসল রূপকে স্পষ্ট করার জন্য আমার পাশে বিদ্যমান কুরআন-সুন্নাহর দলিল, প্রাচীন সালাফের পথের উলামাদের মতামত এবং সর্বোপরি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানগত সাহায্যই যথেষ্ট। উপরে এক র‍্যাবাঈয়ের কথা উল্লেখ করেছি, যিনি বলছেন কাব্বালিস্টিক বিদ্যার ছড়াছড়ি এবং এর প্রতি গভীর অনুরাগের সময়টাতেই ইহুদিদের মসীহ নিজেকে প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ যাদুবিদ্যাকে বিজ্ঞানে রূপান্তরের পেছনে অন্যতম কারন হিসেবে বলা যায়, দাজ্জালের আনুকুল্যে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশটাকেও তৈরি করে রাখা। দাজ্জাল আসবার আগেই যদি কিছু লোক কাব্বালিস্টিক মেকানিক্সের গর্তে ঢুকে পড়ে, তবে প্রকাশ করবার পর না জানি কত কিছু হবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আশ্চর্যের এবং একইসাথে আফসোসের বিষয় হলো, যখন ইন্ডিয়ান-ব্যবিলনীয়ান যাদুবিশ্বাস উদ্ভূত গ্রীক দর্শন আরবে পৌছলো, তখন অনেক আলিমগন এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু আজ যখন ওই একই যাদুশাস্ত্র কেন্দ্রিক দর্শনকে কেন্দ্র করে বানানো গোটা (অপ)বিজ্ঞানকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সঞ্চালন করা হলো, তেমন কাউকেই খুজে পাওয়া যায় না এর ব্যাপারে সতর্ক করতে। আজ উম্মাহর বিশাল অংশ আংশিক বা বহুলাংশে মু'তাযিলা চিন্তাধারাকে ধারন করে। অধিকাংশই আশআরি, মাতুরিদি চিন্তাধারা নিজের অজান্তেই প্রভাবিত।

শতকোটি মুসলিম আজ অপবিজ্ঞান তথা যাদুশাস্ত্রকে কুরআন হাদিসের সাথে সমন্বয় করার কাজে ব্যস্ত। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

বেদান্তশাস্ত্র-কাব্বালাহকে গ্রহন করা কোন সাধারণ বিদআত বা গুনাহের প্রশ্ন নয় বরং ঈমান ও কুফরের প্রশ্ন! ওযর বিয জাহালাহ অর্থাৎ অজ্ঞতার অজুহাতে আওয়াম অজ্ঞ মুসলিমদেরকে এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে তাকফির করা যায় না, কিন্তু যারা এসব বিষয় জেনেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, এরা প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্ত ব্যাধিগ্রস্ত দুরাত্মা। আল্লাহর কাছে এদের দ্বারা সম্ভাব্য অনিষ্টের ব্যপারে আশ্রয় চাই।

আশাকরি, আজকের পর্বের দ্বারা অনেক পাঠকদের মনে আমার (অপ)বিজ্ঞানবিরোধী অবস্থানগত শুদ্ধতার ব্যপারে জাগ্রত সন্দেহ-সংশয় অনেকাংশে দূর হয়েছে। আজকের পর্বের দ্বারা আমরা তত্ত্বগত দিক দিয়ে অপবিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করা শুরু করছি। বলা যেতে পারেন, "বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?" সিরিজ কেবল শুরু হলো। আমরা যাত্রা শুরু করছি উচ্চতর বহুমাত্রিক ফিজিক্স এবং "শয়তানের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্বের" অভিমুখে। আজকের পর্বে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অল্প আলোচনা হয়েছে, সামনে আরো আসছে। আজ ব্রহ্মা এসেছে। আগামী পর্বগুলোয় শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রত্যেকেই আসবে।দেখতে পাবেন, পদার্থবিজ্ঞানীগন ইজরাইলে কাব্বালার শিক্ষা নিতে ইহুদি র্যাবাঈ এর কাছে ফিরে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে সুস্পষ্টভাবে দেখবেন এবং উপলব্ধি করবেন, আজকের কথিত বিজ্ঞান; স্বয়ং আল্লাহর রাসূল(সাঃ) কর্তৃক সরাসরি কুফরি যাদুবিদ্যার আওতায় ফেলা জ্যোতিষশাস্ত্রকে ম্যাথম্যাটিকসের ফর্মুলা ইকোয়েশন আর সুন্দর নামে বিজ্ঞানের মোড়কে নিয়ে আসা হয়েছে। ওয়াল্লাহি, এই বিজ্ঞান অভিশপ্ত যাদুকরদের আকিদার নতুন মোড়কে পেশকৃত প্রাচীন কুফরি ধর্মদর্শন বৈ আর কিছু নয়। যারা এতদিন আমার কথা সত্য বলে মনে করেছেন, তারা আজ কিছুটা সত্যতা উপলব্ধি করতে পারছেন। সামনে বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হবে। সাদা এবং কালো সম্পূর্ণভাবে পৃথক হবে, ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

টিকা:

[১]

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380651/jewish/Neshamah-Levels-of-Soul-Consciousness.htm

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380302/jewish/Gate-of-Reincarnations-Introduction.htm

[২]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hinduism_and_Judaism

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bnei_Menashe

http://www.newkabbalah.com/Indian.html

[৩]

https://tamilandvedas.com/2014/09/18/3000-gods-in-mesopotamia-similar-to-hindus/

[৪]

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_77.html

[৫]

https://ramanan50.wordpress.com/2015/03/17/vedas-on-consciousness/

https://www.hinduhumanrights.info/vedic-evolution-of-consciousness/

https://www.vedanet.com/consciousness-the-key-to-all-vedic-disciplines/

[৬]

https://haribhakt.com/brain-waves-theory-of-bhagavad-gitas-consciousness-and-vedas/

https://spiritual-minds.com/hindandquaunt.htm

[৭]

https://upliftconnect.com/quantum-physics-vedas/

https://detechter.com/6-famous-international-physicists-who-were-influenced-by-hinduism

[৮]

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_899.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_86.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_14.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_36.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/occultism_10.html

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/law-of-attraction_29.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/law-of-attraction_10.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_8.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_90.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_96.html
https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_85.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/psychic-ability_10.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_55.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_39.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_32.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/03/bio-energy-card_21.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_31.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_72.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/chakra-third-eye-yoga_10.html
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/one-world-religion_10.html
[৯]
https://grahamhancock.com/vasavadak2/
https://m.huffpost.com/us/entry/us_3082572
www.chakranews.com/maya-world-quantum-physics-hindu-perspective/5680/
https://medium.com/the-liberals/does-quantum-physics-have-anything-to-do-with-the-upanishads-1d802c54b16d
https://www.hinduhumanrights.info/quantum-physics-and-vedic-unified-consciousness/
www.hitxp.com/articles/science-technology/vedic-quantum-mechanics/
https://lifespa.com/quantum-physics-vedic-science/
https://www.speakingtree.in/allslides/vedanta-the-real-father-of-quantum-physics
https://www.scienceandnonduality.com/article/understanding-the-science-of-consciousness-in-ancient-india-part-1
[১০]
https://m.youtube.com/watch?v=aXvHfCeXd5U
[১১]
https://m.youtube.com/watch?v=X93XMwOG66E
[১২]
https://m.youtube.com/watch?v=7Brv2FaOluU

[১৩]
https://www.embodiedphilosophy.com/vedanta-and-kabbalah-nonduality-east-and-west/
[১৪]
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/ব্রহ্মন্
[১৫]
https://horoppa.wordpress.com/2015/06/17/vedanta-philosophy-advaitabad-3-brahma/
[১৬]
bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE

https://sanatandharmatattva.wordpress.com/2016/09/12/প্রসঙ্গ-মায়াবাদ/

https://bn.m.wikisource.org/wiki/ভারতবর্ষে/ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের_মায়াবাদ_ও_অদ্বৈতবাদ

পর্ব-১৮

প্রাচীন যাদুকরদের বিশ্বাস ও তাদের অপবিদ্যার দিকে পদার্থবিজ্ঞানীদের হাতছানি

"আজকের রাতের আলোচনা হচ্ছে চৈতন্য, সৃষ্টিশীলতা এবং মস্তিষ্ক নিয়ে। আপনার যদি গল্ফ বল সাইজের চেতনা হয়, আপনি যদি একটি বই পড়েন তবে আপনার বোধ ওই গল্ফ বল সাইজেরই হবে। আপনি যখন বাহিরে দেখবেন আপনার গল্ফ বল সাইজের সচেতনতা থাকবে, আপনি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠবেন আপনার ওই গল্ফ বলের আকৃতির জাগরন হবে। কিন্তু আপনি যদি আপনার চেতনাকে(consciousness) সম্প্রসারণ ঘটান, এরপর বইটা পড়ুন, আরো বেশি বোধ আসবে। বাইরে তাকান, আরো বেশি সচেতনতা পাবেন নিজের মধ্যে।এবং আপনি যদি জাগ্রত হন ঘুম থেকে, আরো বেশি জাগরিত মনে হবে নিজেকে। এটা হচ্ছে consciousness(চেতনা)। এবং একটা বিশুদ্ধ তরঙ্গায়িত চেতনার সমুদ্র আছে আপনার আমার শরীরের মধ্যে। এটা আছে প্রত্যেক মনের উৎসে, প্রত্যেক চিন্তার উৎসে এমনকি এটা আছে প্রত্যেক পদার্থের গোড়ায়।"

_David Lynch

[আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা-পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী]

Occult philosophy হচ্ছে যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক বিশ্বাসব্যবস্থা। এমন বিশ্বাস বা বিশ্বদর্শন যা যাদুকরদের সিহর বা যাদুচর্চাকে র‍্যাশোনাল করে। যাদুশাস্ত্রে বর্নিত বাস্তবজগতের নীতি ও গঠনের উপর ভিত্তি করে যাদুকররা সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে আসার প্রক্রিয়া, সকল অস্তিত্বের রহস্য, সৃষ্টি ও স্রষ্টার ব্যাপারে অনুমাননির্ভর ধারনার সমন্বয়ই হলো অকাল্ট ফিলসফি বা অকাল্ট বিশ্বদর্শন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদুকর ঋষিগন প্রাচীন কিতাবাদিতে সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে শয়তানের সাহায্যে অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাসনেসে গিয়ে এবং যাদুশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে প্যাগান বিশ্বাস বা ফিলসফি তৈরি করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে যাদুশাস্ত্রেই ফিলসফিক্যাল ব্যাপারগুলো উল্লেখ থাকে। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের সকল যাদুবিদ্যার ট্রেডিশনে যাদুকরদের মধ্যে সৃষ্টি জগত ও এর অস্তিত্বের অরিজিনের বিষয়ে কমন বিশ্বাস হচ্ছে, এই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব অদ্বৈত[Monism]। অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্টি। সহজ কথায় সর্বেশ্বরবাদ। এই বিশ্বাসের আদিম উৎস মেলে বৈদিক শাস্ত্রে এবং সম্ভবত এরও আগে ইহুদিদের কাব্বালাহ। সম্ভবত তারা পেয়েছে ব্যবিলনীয়ান এ্যাস্ট্রলজি থেকে।এটাই ছিল প্রি-সক্রেটিক দার্শনিক এ্যান্যাক্সেগোরাস, পিথাগোরাসদের মধ্যে। এরা বিশ্বাস করত, সবকিছুর মূলে আছে মন বা চৈতন্য। সব কিছুই মেন্টাল কন্সট্রাক্ট। বিশ্বজগতের সব কিছু একসাথে মিলে ইউনিভার্সাল মাইন্ড। দার্শনিক বারুচ স্পিনোজা একেই ঈশ্বর বলতো। অর্থাৎ প্রকৃতির উপর ঐশ্বরিকতা আরোপ। আরবিতে এই বিশ্বাসকে বলা হয় ওয়াহদাতুল উজুদ[একঅস্তিত্ব]। যাদুকররা বিশ্বাস করে এই একক মহাচৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত সকল সচেতন অস্তিত্ব সৃষ্টি ক্রিয়ায় অংশ নেয়। অর্থাৎ সবকিছুই সবকিছুর Co-creators! সকল ট্রেডিশনের যাদু ও অকাল্ট ফিলসফির মধ্যে সুক্ষ্ম কিছু পার্থক্য থাকলেও, এটাই মূল আকিদাগত শিক্ষা[৬১]। আধুনিক উইক্কানরাও এই আকিদা রাখে। উইকিপিডিয়া অনুযায়ীঃ **"Unlike religions that place a divine creator outside of Nature, Wicca is generally pantheistic, seeing Nature as divine in itself."**
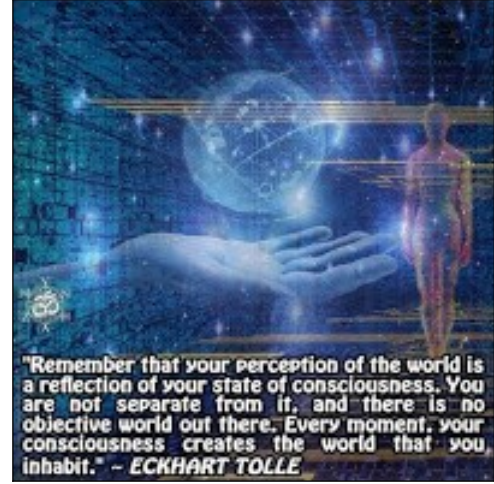
_উইকিপিডিয়া

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) সর্বপ্রথম অকাল্ট

ফিলসফির একটা ভাল সংজ্ঞা প্রদান করেন তার De Occulta Philosophia Libri Tres (Three books on occult philosophy) বইয়ে। এটা পূর্নাঙ্গভাবে প্রকাশ পায় ১৫৩৩ সালে। তার মতে যাদুকররা কিছু জিনিসে বিশ্বাস ও চর্চার দ্বারা এই বিশ্ব জগতের আড়ালে থাকা ঐশ্বরিক গুপ্ত নীতিসমূহের জ্ঞান লাভ করেন। অকাল্ট ফিলসফি হচ্ছে প্রাচীন যাদুকরদের এই বাস্তব জগতের ব্যপারে আকিদার সমন্বয়। Marsilio Ficino'র হার্মেটিক কর্পাসের ১৪৬০ সালের অনুবাদ অকাল্ট দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ একটা কিতাব হিসেবে বিবেচিত হয়। রেনেসাঁয় Giovanni Pico della Mirandola(1463–1494) কর্তৃক ইহুদিদের যাদুশাস্ত্র কাব্বালার অন্তর্ভুক্তি অকাল্ট দর্শন বা যাদুশাস্ত্রভিত্তিক বিশ্বাস ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করে। তাদের পাশাপাশি আরো খ্যাতিমান অকাল্ট ফিলসফারগন হলেন Francesco Giorgi(Zorzi) (1467–1540), Girolamo Cardano (1501–1576), Tommaso Campanella (1568–1659),Athanasius Kircher (1602–1680), Paracelsus (1493–1541), John Dee (1527–1608), Robert Fludd (1574–1637), Giordano Bruno (1548–1600)।

গত পর্বে আপনারা দেখেছেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পথিকৃৎগন কিরূপে পূর্বাঞ্চলীয় মিস্টিক্যাল অকাল্ট ট্রেডিশান তথা বেদান্তবাদকে বিজ্ঞানে রূপান্তর করেছেন। আপনারা দেখেছেন হিন্দু পৌত্তলিকদের কুফরি শাস্ত্রের দেবতা ব্রহ্মাকে মা'বুদ বলে স্বীকার করেছেন। সকলে ফিরে গেছে ব্রহ্মচৈতন্যের অদ্বৈত অস্তিত্বে। সেখানেই শেষ নয়। বরং ওটা ছিল অপবৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার মহাসূচনা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এর অশুভ যাত্রা অব্যাহত আছে। ওদের কুফরি তত্ত্ব সমূহ আজ আরো বেশি বিস্তৃত, সমৃদ্ধ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত। আজ পদার্থবিজ্ঞান ছাপিয়ে এমনকি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেতাদের পর্যন্ত যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক অকাল্ট ফিলসফি পৌছে গেছে। পদার্থবিজ্ঞানীগন ফিরে গেছেন ইজরায়েলের ইহুদী কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈদের কাছে।

প্রথমাবস্থায় পদার্থবিজ্ঞানের পথিকৃৎগন প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট অপবিদ্যার সত্যায়নে বেদান্তবাদকে ব্যবহার করে ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বীকৃতি দেয়, এরপর সৃষ্টি ক্রিয়ায় যাদুকরদের প্রাচীন বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করে প্রতিষ্ঠা করা হয় মনুষ্য চেতনার প্রভাবকে। বলা হয়, মানব চেতনা কোয়ান্টাম প্রক্রিয়ায় কাজ করে এবং এটা বাস্তবজগতকে সৃষ্টিতে এবং পরিবর্তনে অংশ নেয়। অর্থাৎ মানুষ নিজেই যার যার অবস্থা ও বাস্তবজগতের সৃষ্টিকর্তা। এবং কালেক্টিভলি সমগ্র মানবজাতি মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে রাখতে সক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকে। এর মানে হচ্ছে

সচেতন প্রানী বা মনুষ্যজাতি এই ব্রহ্মাণ্ডের সহসৃষ্টিকর্তা[Co-creators]।

পদার্থবিজ্ঞানী তথা যাদুশাস্ত্রের অনুসারী এবং চর্চাকারীরা সর্বপ্রথম সৃষ্টিতে Act of observation বা পর্যবেক্ষণের অপরিহার্যতাকে দ্বার করায়।তাদের তত্ত্বানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মৌলিক অবস্থায় অদ্বৈত চৈতন্যের সমুদ্র বা সবকিছুই ননলোকাল(স্থানবিহীন) একক এনার্জি ফিল্ড। এতে বস্তু জগতের সৃষ্টির জন্য বা কোন কিছুর অস্তিত্ব সচেতন পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পর্যবেক্ষক ওয়েভ ফাংশন কলাপ্স করে। পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিই সাথে সাথে এনার্জিকে বস্তুতে রূপান্তর করে ফেলে। অব্জারভেশন ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সের তত্ত্বকে বলা হয় কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশান[১]।

শুধু পর্যবেক্ষক হলেই চলবেনা। চেতনা বা সচেতনতা হচ্ছে শর্ত। চৈতন্যই বা active intention'ই সমস্ত কিছুর আসল ভাগ্যনিয়ন্তা।শ্রোডিঞ্জারের মতে, কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝা যায় যে পর্যবেক্ষণ না হওয়া অবধি বিড়ালটি জীবিত ও মৃত উভয়ই থাকবে। পর্যবেক্ষককে অবশ্যই সচেতন সত্তা হতে হবে। "চেতনা ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সের কারন" হিসেবে দ্বার করানো হয় 'ভন নিউম্যান-উইগ্নার' ব্যাখ্যায়[২]।

এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি ব্যাখ্যা যা কোয়ান্টাম মেজারমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য চেতনাকে আবশ্যক বলে। ভন নিউম্যানের পাশাপাশি নোবেল লরিয়েট পাইয়োনিয়ার কোয়ান্টাম ফিজিসিষ্ট ইউজিন উইগ্নার একটা থট এক্সপেরিমেন্ট উথাপন করেন 'উইগ্নার্স ফ্রেন্ড'[৩] নামে, যাতে তিনি চেতনার অপরিহার্যতা দেখান।পরীক্ষনগুলোয় একটা প্রশ্ন উঠে আসে। চেতনা বলতে যদি মানব চেতনাকে ধরা হয় তাহলে কোন ঘটনার পর্যবেক্ষক যে জীবিত বা সচেতন এটা কিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি? এজন্য এ সমস্যার সমাধানের জন্য অবশেষে আনা হয় Universal collective consciousness বা ব্রহ্মচৈতন্য। মহাচৈতন্যের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করতে মার্কিন অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক মরগ্যান ফ্রিম্যানের উপস্থাপনায় এক ডকুমেন্টারিতে শ্রোডিঞ্জারের বিড়ালের থট এক্সপেরিমেন্টকে সামনে আনা হয়[৬৬]। একটি বিড়ালকে বিষাক্ত গ্যাস ও রেডিয়েশন ভরা বাক্সে আটকে রাখলে কোয়ান্টাম তত্ত্বানুসারে সেটি জীবন মৃত্যু উভয় অবস্থানেই থাকে, শ্রোডিঞ্জারের মতে সেটা চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণ করা হবে মেজারমেন্টের দ্বারা, আর সেটা একজন পর্যবেক্ষক। পর্যবেক্ষকের ধারনাকে এগিয়ে দিতে ইউজিন উইগ্নার এগিয়ে আসেন। তিনি প্রস্তাব করেন পর্যবেক্ষকের চেতনাই বিড়ালের ভাগ্য নির্ধারক। কিন্তু এতে আরেকটি

সমস্যা তৈরি হয়। পর্যবেক্ষক যে সচেতন ও জীবন্ত সেটার নির্ধারক পর্যবেক্ষক কে? এজন্য নিয়ে আসেন থট এক্সপেরিমেন্ট - উইগ্নার্স ফ্রেন্ড। উইগ্নারের বন্ধু যে জীবিত সেটা কে নির্ধারন করে?

অন্য আরেকজন পর্যবেক্ষক। এভাবে চলতে থাকলে একটা অন্তহীন পর্যবেক্ষকদের শেকল তৈরি হয় এবং অবশেষে দারস্থ হতে হয় universal collective cosmic consciousnesses! মহাজাগতিক মহাচৈতন্যই আসল পর্যবেক্ষক। সবকিছুর ভাগ্যনিয়ন্তা[৪]।এই মহাচৈতন্যই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মা। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভাষায় বলা হয় "কোয়ান্টাম মাইন্ড"। কোয়ান্টাম মাইন্ড বা মহাচৈতন্যের এ তত্ত্বের উৎস হচ্ছে বেদান্ত শাস্ত্র বা অদ্বৈত বেদান্তবাদ। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ১৫তম পর্বে গত হয়েছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে একাধিকভাবে ব্রহ্মচৈতন্যকে সত্যায়ন করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তবাদী আরউইন শ্রোডিঙ্গার বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি চৈতন্যের অদ্বৈত অস্তিত্বের ব্যপারে বলেনঃ**"চেতনা কখনও একাধিকতা দ্বারা উপলব্ধি হয়নি , শুধুই এককতার দ্বারা হয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউই একের বেশি চেতনা অনুধাবন করতে পারেনি, বিশ্বের কোথাও এ ঘটনা ঘটার কোন প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদি আমি বলি যে একই মনের মধ্যে একাধিক চেতনা থাকতে পারে না, তবে এটি ভোঁতা টৌটোলজি বলে মনে হবে – [কিন্তু] আমরা বিপরীত মত কল্পনা করতে একদমই অক্ষম।"**
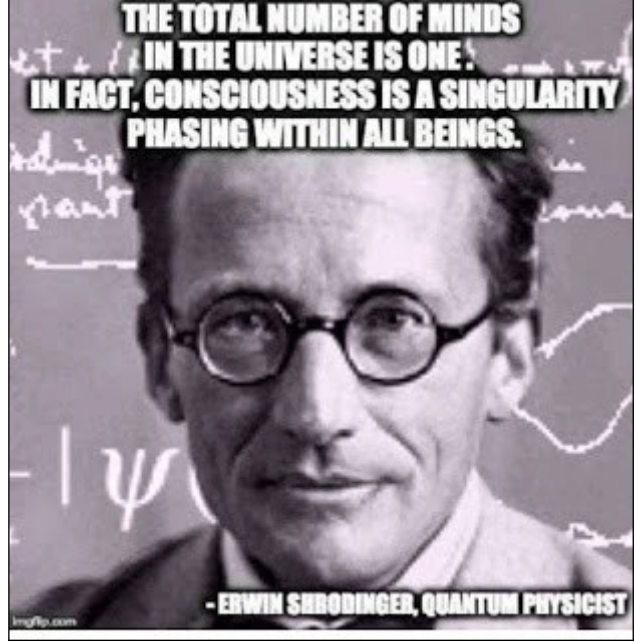
অর্থাৎ তিনি কোয়ান্টাম মাইন্ড বা ব্রহ্মচৈতন্যের বা ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কনসাসনেসের কথা বলছেন। এই চিন্তাকে দর্শনশাস্ত্রে প্যান্থেইজম[সর্বেশ্বরবাদ] এবং আরো স্পেসিফিকভাবে প্যানসাইকিজম বলে। ফিলসফিক্যাল প্যানসাইকিজম অনুযায়ী মানবদেহের বাহিরে সমগ্র

মহাবিশ্বজগতের সর্বত্র একটি চেতনা ছেয়ে আছে। অর্থাৎ এ মহাবিশ্ব সচেতন সত্তা।একক মন। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের মতে এই ইউনিভার্সাল মাইন্ডই সকল পদার্থের গর্ভ[Mind is the matrix of all matter]। এটা সর্বেশ্বরবাদের আধুনিকতর যৌক্তিক রূপ। প্যান্থেইজম বা সর্বেশ্বরবাদ যেসব প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম, প্যানসাইকিজম সেসবের জবাব যৌক্তিকভাবে দিতে সক্ষম। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুধু মেজারমেন্ট প্রব্লেমই নয়, এন্টেঙ্গল্মেন্ট থিওরিও কোয়ান্টাম মাইন্ড[৫] মডেলকে সত্যায়ন করে।লেগেট ইনইক্যুয়ালিটি এক্সপেরিমেন্ট প্রমান করে যে অবজেক্টিভ রিয়ালিটির অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ সবই ভার্চুয়াল কন্সট্রাক্ট। রিয়েলিজম এর ধারনা ভুল।

ম্যাক্রো ও মাইক্রো রিয়ালিটির যে দুই ভাগ আমরা দাঁড় করাই সেটা পুরোপুরি ভুল। ম্যাট্রিক্স ফিল্মে নিওকে বুদ্ধের বেশভূষায় থাকা এক শিশু বলে হাতের চামচটিকে উদ্দেশ্য করে এটা বিশ্বাস করতে আহব্বান করে যে এই চামচটির অস্তিত্বই নেই। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে মেনি ওয়ার্ল্ড ইন্টারপ্রেটেনশনকে সেভাবে অনুসরণ করা হয় না কারন এটা মাল্টিভার্সের কথা বলতে গিয়ে একধরণের অযৌক্তিক ধারণা দেয়, যা অধিকাংশ পদার্থবিদ মানতে পারেন না।অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর David Deutsch বলেন,এটম ও ইলেক্ট্রন হচ্ছে মাল্টিভার্সাল অব্জেক্ট। এই মহাবিশ্বের যেমনি সমান্তরাল অগনিত ভার্সন আছে তেমনি আমাদের মত মানুষেরও। একইভাবে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনও মাল্টিভার্সাল। এভাবে মাল্টিপ্লাই করতে থাকলে এত বেশি সমান্তরাল জগতের ব্যপারে বলে যে একপর্যায়ে তা হাস্যকর ও অযৌক্তিক হয়ে যায়।এজন্য ওয়েভফাংশন কলাপ্সে সমান্তরাল মহাবিশ্বের ব্যাখ্যাকে তেমন গ্রহন করা হয়না। অধিকন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবর্তক পথিকৃৎগন চেতনাকেই কারন এবং অস্তিত্বের মূল হিসেবে ধরেছেন।এজন্য সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানীরা যত ব্যাখ্যাই করুক না কেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, শ্রোডিঞ্জার,বোরের, উইগ্নারদের কথাই গ্রহনযোগ্য। যদি সমান্তরাল তত্ত্বকে গ্রহনও করা হয় তবে এ তত্ত্বের অরিজিন খুজলে মিলবে সেই অভিন্ন বেদান্তশাস্ত্র। হিন্দু অকাল্ট মেটাফিজিক্সে বিষ্ণু যে কস্মিক সমুদ্রে আছে সেথায় অগণিত সমান্তরাল বিশ্ব তৈরি হয় প্রতিটিতেই আলাদাভাবে ব্রহ্ম শিব রয়েছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স; অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্য তথা কোয়ান্টাম মাইন্ড বা প্যানসাইকিজমকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাচীন যাদুবিদ্যার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্ত ট্রেডিশনের অভিন্ন বিশ্বাসব্যবস্থাকে সত্যায়ন করে অকাল্ট ফিলসফিতে ফিরে গিয়েছে। অর্থাৎ যাদুকরগন হাজার বছর ধরে মহাবিশ্বের ব্যাপারে যে কুফরি আকিদা রাখত সেটাই আজ যৌক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক হিসেবে সত্যায়ন করা হয়েছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বস্তুবাদ এবং অব্জেক্টিভ রিয়েলিজম সরাসরি অস্বীকার করে। এটা
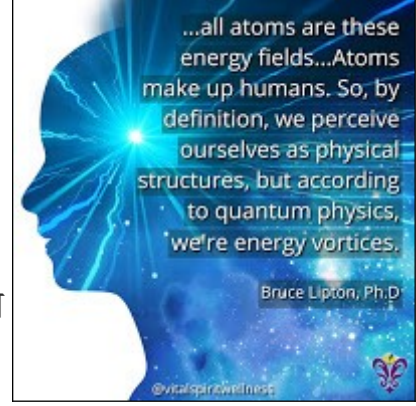
বিজ্ঞানকে সরাসরি প্রাচীন গ্রেসীয়ান-ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউতে ফিরিয়ে নিয়েছে। ম্যাটেরিয়ালিজমকে অস্বীকার করিয়ে এক্সট্রেইম আইডিয়ালিজমে ফিরিয়ে নিয়েছে। ইউজিন উইগনার বলেনঃ**"অনেকগুলো দার্শনিক চিন্তা যৌক্তিকভাবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু তার মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তাধারা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"**
যাহোক, আইডিয়ালিজম ছিল সকল হার্মেটিক-কাব্বালিস্টদের বিশ্বাসব্যবস্থা যা পরবর্তীতে যাদুকর পিথাগোরাস এবং আরো পরে প্লেটো গ্রহন করে। প্লেটনিক আইডিয়ালিজমের প্রত্যাবর্তনের স্বীকৃতি স্বয়ং ওয়ার্নার হাইজেনবার্গই দিয়েছিলেন[গত পর্বের শেষভাগ দ্রষ্টব্য]। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পর্যবেক্ষক নির্ভরতার জন্য আইডিয়ালিজমের আরো র‍্যাডিক্যাল শাখা:সলিপসিজমকেও[solipsism] সত্যায়ন করে। হাঙ্গেরীয় পদার্থবিদ ইউজিন উইগনার বলেন, **"এটি অনুসরণ করেছে যে, পদার্থের কোয়ান্টাম বিবরণটি আমার চেতনায় প্রবেশের ছাপগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়"**। অন্যত্র বলেন,**"সলিপসিজম [আত্মজ্ঞানবাদ] যৌক্তিকভাবে বর্তমান কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে।"**

কোয়ান্টাম মেকানিক্স তত্ত্বের অনেক প্রবর্তক মনে করতেন যে, মানুষ প্রকৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরভাবে বাস্তবতা পরিবর্তন করতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ক্লাসিকাল মেকানিক্স থেকে পৃথক বলে ধরা হয় না। এজন্য ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সের বিষয়টি এভাবে বজায় রেখেছিলেন যে, "প্রোবাবিলিটি ফাংশনে পরিবর্তন" ঘটে ,যখন কোনো পর্যবেক্ষকের

মনে(চেতনায়) কোনও পরিমাপের (মেজারমেন্ট) ফলাফল নিবন্ধিত হয়। চেতনাই সবকিছুর ভাগ্য নির্ধারক। যাইহোক, এরকম চিন্তার কারণ,তিনি মানব জ্ঞানের একটি আর্টিফেক্ট হিসাবে প্রবাবিলিটি ফাংশন বুঝতে পেরেছিলেন।স্বঘোষিত অদ্বৈত বেদান্তবাদী আরউইন শ্রোডিঞ্জারের ব্যাপারে কিছু বলার নেই, একজন সত্যিকারের বেদান্তবাদী কখনোই রিয়েলিস্ট(বস্তুজগতের অস্তিত্ব সত্য বলে বিশ্বাস) হতে পারেনা বরং এরা র‍্যাডিক্যাল আইডিয়ালিস্ট।নিলস বোরের মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য অন্বেষণের সক্রিয় তৎপরতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিবরণ দেয়। বোর কখনই কোন সীমা রেখা নির্দিষ্ট করেনি যেখান থেকে বস্তুগুলি কোয়ান্টাম রেল্ম(জগৎ) হতে কার্যনীতি পাল্টে ক্লাসিক্যাল হয়ে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটি শুধুমাত্র পদার্থবিজ্ঞানের প্রশ্ন নয়, বরং দর্শনের! অর্থাৎ দার্শনিক ভিন্নতার কারনে একদম শুরু থেকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবর্তকদের দ্বারা ম্যাক্রো রিয়েলিজম বা ক্ল্যাসিক্যাল নোশনকে অস্বীকারের চিন্তাধারা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সবকিছুকে 'কোয়ান্টামাইজেশন' এর চিন্তাধারা একদমই শুরু থেকে। আজ এটা প্রায় পরিপূর্ণতার শেষ ধাপে পৌছেছে। কোয়ান্টাম এভ্যুলুশ্যন, কোয়ান্টাম বায়োলজি থেকে শুরু করে কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন, এনক্রিপ্টিং সবকিছুতে চলে আসছে। তাছাড়া আইনস্টাইন ও নিলসবোর, এ দুমেরুর ফিজিসিস্টদের জ্ঞানগত আদর্শের দ্বন্দ্বে আইনস্টাইনদের পরাজয়ের দরুন এ অবস্থা আরো ত্বরান্বিত হয়েছে।

নিলসবোর,শ্রোডিঞ্জারের পরের সারির পদার্থবিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম মিস্টিসিজমের আদর্শ ছেড়ে দেয়নি।বরং সেটাকে আরো বলিষ্ঠ করার কাজে সারাজীবন ব্যয় করে গেছেন। কিংবদন্তী পদার্থবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক, জন আর্চিব্যাল্ড হুইলার তাদের একজন।তিনিও অন্যসব পদার্থবিজ্ঞানীদের অনুসারে চেতনাকে মূল হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, জন হুইলার বিংশ শতকের একঝাঁক তরুণ বিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর ডক্টরাল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন Richard Feynman, একজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজয়ী, যার সাথে তিনি "হুইলার-ফাইনম্যান অ্যাবজর্বার তত্ত্ব" তৈরিতে সহকারী হিসেবে ছিলেন; Hugh Everett, যিনি মেনি ওয়ার্ল্ড ইন্টারপ্রিটেশান এর প্রস্তাব করেছিলেন; কিপ থর্ন, যিনি নিউট্রন-স্টার কোরগুলির সাথে লাল
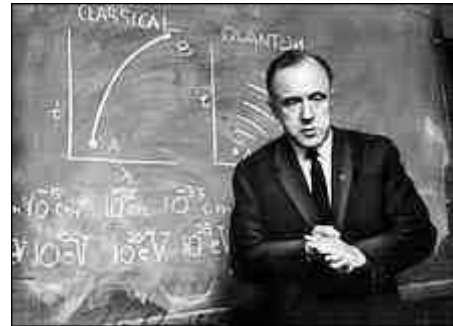
সুপারজায়ান্ট তারার অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন; জ্যাকব বেকেনস্টাইন, যিনি ব্ল্যাক হোল থার্মোডাইনামিকস গঠন করেছিলেন; চার্লস মিসনার, যিনি মিসনার স্পেস নামে একটি গাণিতিক স্পেসটাইম আবিষ্কার করেছিলেন;Arthur Wightman, উইটম্যান অ্যাক্সিয়মসের প্রবর্তক; এবং Benjamin Schumacher , যিনি "qubit" শব্দটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং "Schumacher compression" এর জন্য পরিচিত। জন হুইলার, ইউজিন উইগ্নারের সাথেও কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি পারমাণবিক বিচ্ছেদের পেছনের মূলনীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে নিলসবোরের সাথেও কাজ করেছিলেন। গ্রেগরি ব্রেইটের সাথে মিলে জন হুইলার "ব্রেইট-হুইলার" প্রক্রিয়াটি তৈরি করেছিলেন। "কোয়ান্টাম ফোম", "নিউট্রন মডারেটর" এবং "ওয়ার্মহোল" শব্দ আবিষ্কারের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাছাড়া তিনি বিশ শতকের গোড়ার দিকে মহাকর্ষীয় পতনের সাথে "ব্ল্যাকহোল" শব্দটি ব্যবহার চালু করেন এবং "one-electron universe" হাইপোথিসিস প্রস্তাব করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, তিনি শিকাগোতে ম্যানহাটন প্রকল্পের ধাতববিদ্যার পরীক্ষাগারে কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি পারমাণবিক চুল্লিগুলির নকশা করতে সহায়তা করেছিলেন এবং তারপরে ওয়াশিংটনের রিচল্যান্ডের হ্যানফোর্ড সাইটে, যেখানে তিনি DuPont তাদের তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তিনি প্রিন্সটনে ফিরে এসেছিলেন, ১৯৫০ এর দশকের গোড়ার দিকে হাইড্রোজেন বোমার নকশা তৈরি ও নির্মাণে সহায়তার জন্য সরকারি চাকরিতে ফিরে এসেছিলেন।

জন হুইলার আইডিয়ালিস্টিক রিয়েলিটির[বস্তুজগতের ব্যাপারে প্রাচীন যাদুকরদের বিশ্বাসের] ধারনাকে আরও শক্তিশালী করতে ডিজিটাল ফিজিক্সের পরিচয় করান। তার মতে, পদার্থের প্রতিটি অংশই চেতনা দিয়ে গঠিত এবং সবকিছুর গোড়ায় ডিজিটাল বিট রয়েছে। তিনি একে সংক্ষেপে বলেন, "it from bit"। তিনি তার এক জার্নালে উল্লেখ করেন,"**'এটা বিট থেকে আগত' তত্ত্বটি দ্বারা বোঝায় যে, এই বস্তুজগতের প্রতিটা পদার্থের একটি অতি গভীরতম নিম্নস্তর আছে, উদাহরণস্বরূপ একরকমের অবস্তুগত উৎস এবং ব্যাখ্যাস্থল। এটাকে আমরা বলি বাস্তবতা একদম সর্বনিম্নস্তরে হ্যা বা না সূচক প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত হয়।...সংক্ষেপে, সমস্ত বস্তুজগতের বস্তুর তথ্যতাত্ত্বিক উৎস রয়েছে এবং এটা একটি অংশগ্রহনমূলক মহাবিশ্ব।"**

মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাবিহীন আত্মনির্ভরশীল অনন্ত অস্তিত্বের বিষয়টি যাদুকররা প্রাচীনকাল থেকে Ouroboros[ডানের ছবি] এর প্রতীক দ্বারা বোঝাতো। এর দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তারা অনন্ত এবং কোন স্রষ্টার প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। Ouroboros এর সাপটি নিজের লেজকে গ্রাস করার অনেকগুলো তাৎপর্যের একটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ অতীতকে প্রভাবিত করে।মানে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো অতীতকে পরিবর্তন করে। ভবিষ্যৎ অতীতকে নির্ধারন করে। এই প্রাচীন অকাল্ট মেটাফিজিক্সকেই জন হুইলার সত্যায়ন করেছেন তার "participatory anthropic principle"[৯] তত্ত্বে। এ তত্ত্বানুসারে তিনি মনুষ্য পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একদমই মূখ্য হিসেবে ধরেন। অর্থাৎ মানুষই মূল সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে রূপান্তরকরণে অবজারভার হিসেবে কাজ করে। মানুষই এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্টিসিপেটরি এ্যান্থ্রপিক প্রিন্সিপল দ্বারা বলা হয় মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এমনিতেই ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সের জন্য পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য ছিল। পার্টেসিপেটরি এ্যান্থ্রপিক প্রিন্সিপল অনুযায়ী গোটা মহাবিশ্বকেই পর্যবেক্ষণ নির্ভর করে দেয়া হয়, এবং এর দ্বারা সমস্ত প্রানীজগতকে সৃষ্টিকার্যে পার্টেসিপেটর বা অংশগ্রহণকারী হিসেবে বসিয়ে সৃষ্টিকর্তা আসনে বসিয়ে দেয়া হয়। যেহেতু মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য চেতনাপূর্ন সত্তার পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য, এবং এদের পর্যবেক্ষণই অস্তিত্বদাতা, সেহেতু সরাসরি সমস্ত সচেতন জীবজগত তথা আমরাই হচ্ছি মা'বুদ বা সৃষ্টিকর্তা[লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ]। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের চেতনা কিরূপে পর্যবেক্ষণক্রিয়া সম্পাদন করে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স সমস্ত অস্তিত্বকে গভীরতম পর্যায়ে মহাচৈতন্য বলে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে ডুয়ালিটি বলে কিছু নেই। অর্থাৎ অবিভক্ত চৈতন্য'ই তার পূর্ব অস্তিত্বকে পর্যবেক্ষনের দ্বারা নির্মাণে অংশ নেয়। আপনাদের হয়ত বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং অকাল্ট ফিলসফি সবসময়ই একটু Counter intuitive।
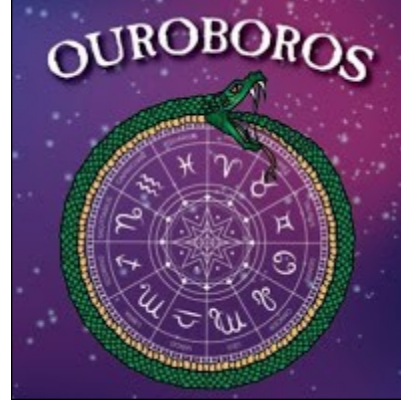
এ বিষয়টিকেই সহজে দেখানো হয়েছে Interesteller নামের হলিউডের এক বিখ্যাত সায়েন্সফিকশন ফিল্মে। Matthew McConaughey'র কন্যা শৈশবে সর্বদা তার রুমের বইয়ের তাকে অদ্ভুত কিছু দেখতো। সে একে Ghost মনে করে তার বাবা Matthew

McConaughey কেও দেখায়। কথা কিন্তু এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনা। পরবর্তীতে স্পেস মিশনে Matthew McConaughey যখন ওয়ার্মহোলে প্রবেশ করলো, সেখানে টাইম স্পেসের বাহিরে Fifth Dimensional অজস্র কাঠামো দেখতে পায়। তার সঙ্গী রোবট এসবের স্রষ্টা কারা প্রশ্ন করলে উত্তরে বলে, এটা আমাদেরই সৃষ্টি। অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যের কালেক্টিভ বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে উচ্চমাত্রায় অধিষ্ঠিত হয়, Matthew McConaughey সেখান থেকেই অতীতে তার কন্যাকে শৈশবে নিয়মিত মর্সকোডে বার্তা পাঠাতো, কিন্তু তার মেয়ে ভাবতো, এটা অশরীরী Ghost জাতীয় কিছু। শয়তানের পূজা এবং যাদুশাস্ত্রের প্রচারকারী spirit science নামের ইউটিউব চ্যানেলটিও এটাই বলে[১০]। Interstellar[৬] ফিল্মটি খাঁটি [অপ]বিজ্ঞানের উপর নির্মিত। পদার্থবিজ্ঞানী কিপ থর্ণ এটা নির্মাণের পেছনে সারাক্ষণ সক্রিয়ভাবে ছিলেন। এর সপক্ষে অনেক বিজ্ঞানীরাও প্রশংসা করে বক্তব্য দেন, বেশি কিছু সায়েন্টিফিক পেপারও লেখা হয়। অর্থাৎ মহাজাগতিক মহাচৈতন্য ইতোমধ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে থেকে মহাবিশ্ব নির্মান করেছে। আমরাই কালেক্টিভলি সৃষ্টিশুরুতে স্রষ্টারূপে আছি, আমরাই ছিলাম অনেক দূরে বহু আগে থেকে।হুইলার এ্যান্থ্রপিক প্রিন্সিপলের ব্যাপারে দেয়া রেডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, **"আমরা কেবল নিকটবর্তী এবং এখানেই নয় অনেক দূরে এবং বহু আগে থেকে সবকিছুকে সত্তায় পরিনত করার কাজে অংশীদার [বা অংশগ্রহণ করেছি]।"** অন্যত্র বলেন,**"পদার্থবিজ্ঞান এখন পর্যবেক্ষকের অংশগ্রহনকে (observer-participancy) দ্বার করিয়েছে ;পর্যবেক্ষকের অংশগ্রহনের দ্বারা (সাবএটোমিক লেভেলে) তথ্য(ইনফরমেশন) উৎসারিত হয়, তথ্য পদার্থকে(বস্তুজগতকে) দ্বার করায়।"**

অতীতের পানে কোনরূপ বার্তা প্রেরণকে ফিজিক্সের ভাষায় বলা হয় রেট্রোকজ্যুয়ালিটি। অকাল্ট মেটাফিজিক্স[যাদুশাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব] অনুযায়ী আমরাই অতীতে সবকিছু সৃষ্টি করেছি,কালেক্টিভ কনসাসনেস ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে ভবিষ্যতে আবারো শুরুর ন্যায় পর্যায়ে যাবে। অর্থাৎ অরোবোরাস প্রতীকের সাপটির লেজ অনন্তকাল ধরে ক্রমশ গিলতে থাকে। লেজ যদি অতীত আর মুখ যদি ভবিষ্যৎ হিসেবে ধরা হয় তবে অতীতের ন্যায়, ভবিষ্যতও অতীতের ভাগ্য নির্ধারক। মানে আমরা যা করছি সেসবে আমাদেরই ভবিষ্যৎ প্রভাব বিস্তার করে। এটাই The

Predestination নামের ফিল্মে স্পষ্টভাবে দেখায়। সেখানে দেখানো হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র জেন এর ভবিষ্যতই তার অতীত নির্ধারন করে,সে নিজেই একাধারে তার সন্তান,নিজের অস্তিত্বদানকারী স্ত্রী ও স্বামীর ভূমিকায় থাকে। নিজেই নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরের সার্জারির জন্য দায়ী থাকে। এ ফিল্মটি আসলে যাদুকরদের মেটাফিজিক্যাল বিশ্বাসের একটা
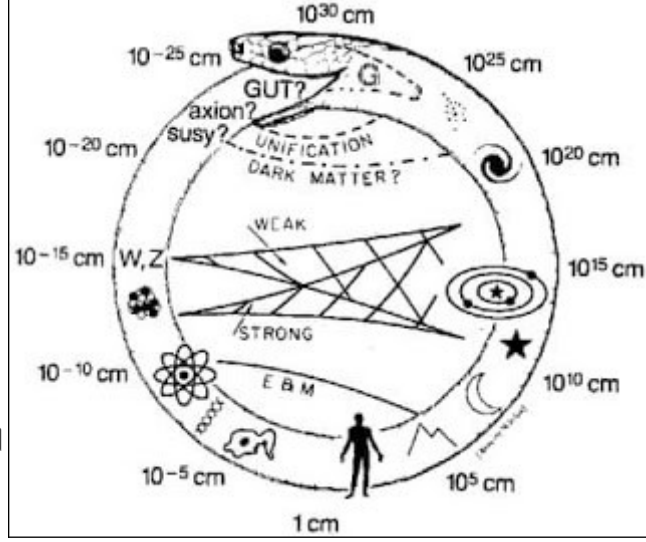
এ্যালিগোরিক্যাল প্রজেকশান। এতে ডিম নাকি মুরগী আগে সে ধাঁধাও আনা হয়। এর সমাধানে মোরগকে আনা হয়! সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এ ফিল্মে অরোবোরসের রেফারেন্সও আনা হয়। নিজের অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র বার বার বলে,"সাপ তার লেজ কে গ্রাস করছে, চিরকাল ধরে করে চলেছে।"

জন হুইলার এবং ফাইনম্যানের absorber theory তে রেট্রোকজ্যুয়ালিটি ব্যবহার করেছেন। রেট্রোকজুয়ালিটি বলে, ভবিষ্যৎ সময়ের পিছনে গিয়ে অতীতের কোন কিছুতে প্রভাব বিস্তার, যোগাযোগ বা বার্তা পৌছাতে সক্ষম।Ernst Stueckelberg এবং পরবর্তীতে রিচার্ড ফেইনম্যান Dirac equation'এ ঋণাত্মক-শক্তির সমাধানকে পুনরায় ব্যাখ্যা করে পজিট্রনকে সময়ের পিছনে যাবার একটি তত্ত্ব উত্থাপন করেছিলেন। সময়ের পিছনে চলে আসা ইলেকট্রন ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ ধারন করতে পারে।সমস্ত ইলেক্ট্রনের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য হুইলার এই ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন, যা আমাদেরকে বলে যে "তারা সকলেই একই ইলেক্ট্রন"। একে self-intersecting world line বলা যায়।প্রচলিত রেফারেন্স ফ্রেমের এক পর্যবেক্ষক অনুযায়ী tachyons নামের হাইপোথিটিক্যাল সুপারলুমিনাল কণাগুলোর মহাশূন্যের অনুরূপ কক্ষপথ রয়েছে এবং সেটাকে সময়ে পিছন দিকে যেতে দেখা যায়। সায়েন্স ফিকশন ফিল্মগুলোয় যেমনটা বার্তা অতীতে পৌছাতে দেখা যায়।

জনৈক পদার্থবিজ্ঞানী এ ব্যাপারে বলেন,**"আমাদের কোন জিনিস পরীক্ষনের অভিপ্রায় সে পরীক্ষনের ইলেক্ট্রনের পূর্বাবস্থাকে নির্ধারন করে,অর্থাৎ যেকোনভাবে আমাদের কাজের একটা প্রভাব আছে যেটা সময়ের উল্টো দিকে অতীতের দিকে যায়।"** সহজ করে বললে, ডাবল স্লিট

এক্সপেরিমেন্টে অবজার্ভারের চোখ খুলবার আগে এনার্জি ওয়েভ স্লিটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন দেয়ালে আঘাত হানার এক সেকেন্ড আগেও যদি পর্যবেক্ষণ শুরু করা হয়, এনার্জি ওয়েভ সাথে সাথেই পার্টিকেল হয়ে যায়, সেই সাথে অতীতে ঘটা পিছনের দিকের ওয়েভ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অতীতকে প্রভাবিত করে।

প্যারাসাইকোলজিস্ট Helmut Schmidt কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারা রেট্রোকজ্যুয়ালটিকে[৭] যথার্থ প্রমানের চেষ্টা করেছেন। যাইহোক, এটা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অকাল্ট ফিলসফির আরেকটি অংশ, এর তাৎপর্য পরবর্তী পর্বগুলোয় বোঝা সহজ হবে। যাদুকরদের বিশ্বাস এই মহাবিশ্বটাই একটি যাদুপ্রদর্শনী সবটাই যাদু। ট্যারেন্স ম্যাকানা বলেন,পদার্থই হচ্ছে যাদু!তিনি বলেন,"**প্রত্যেক ইলেক্ট্রন হচ্ছে একেকটি ওয়ার্মহোলের মুখ যা কোয়াড্রিলিয়ন হায়ার ডাইমেনশনাল ইউনিভার্সে নিয়ে যায় যেগুলো একেবারেই যৌক্তিক অনুধাবনের বাহিরে রয়েছে। পদার্থে যাদুর অস্তিত্বের অভাব নেই বরং পদার্থই যাদু।"** জন হুইলার জানতেন তিনি যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলেন সেটা যাদু, মায়া। তার মতে এই এই যাদুপ্রদর্শনীর সৃষ্টিকর্তা আমরাই! তিনি বলেনঃ

"প্রশ্নটি হচ্ছে, প্রশ্নটি কী?
সবই কি যাদুপ্রদর্শনী?
বাস্তবতা কি একটি মায়া(ইল্যুশন)?
(এ) মেশিনের কাঠামো কী?
ডারউইনের ধাঁধা: প্রাকৃতিক নির্বাচন[ন্যাচারাল সিলেকশন]?
স্পেস-টাইম কোথা থেকে আসে?
এটা চেতনা থেকে আসে, এটা ছাড়া কোন উত্তর আছে?
সেখানে কি আছে?
এটা কি আমরা নিজেরাই?
অথবা, এর সবই কি কেবল একটি ম্যাজিক শো?

আইনস্টাইন আমাকে বলেছেন:
"আপনি যদি শিখতে পারেন, শেখান!"

— John Wheeler[৮]
[Speaking at the American
Physical Society, Philadelphia
(Apr 2003). As quoted and cited
in Jack Sarfatti, 'Wheeler's World:
It From Bit?', collected in
Frank H. Columbus and Volodymyr
Krasnoholovets (eds.), Developments
in Quantum Physics (2004), 42.]

অর্থাৎ যাদুকরদের সাথে গলা মিলিয়ে মহান [অপ]বিজ্ঞানী জন হুইলার স্বয়ং স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে এই বাস্তবতা একটি যাদুপ্রদর্শনী! তিনি স্বীকৃতি দেন সবকিছুই মহাচৈতন্য, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মানুষই! ১৯৬৭ সালে হুইলার তার Dewitt ইক্যুয়েশনে মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওয়েভ ফাংশনকে ব্যাখ্যা করেন। তার ইক্যুয়েশন অনুযায়ী দুটি উপাদান ইউনিভার্সাল ওয়েভ ফাংশনের থাকতে হবে। এক হচ্ছে এনার্জি লেভেল শূন্য হতে হবে। অপরটি একে সময়হীন হতে হবে। এ ইকুয়েশন বলে যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মচৈতন্যের(quantum mind) চেতনা(consciousness) বিশ্বজগতকে সিমুলেট করে। তার এই যাদুশস্ত্রকেন্দ্রিক কুফরি আকিদার কারন তিনি অন্য সকল পদার্থবিজ্ঞানীর ন্যায় পূর্বাঞ্চলীয়(ভারতীয়) যাদুশাস্ত্রের অনুসরন করতেন।তিনি ভারতীয় বেদান্ত-ঔপনিষদিক চিন্তাধারার প্রশংসা করে বলেন, **"আমি ভাবতে পছন্দ করি যে কেউ একজন খুজে বের করবে যে ভারতীয় চিন্তাধারা কি রূপে গ্রীসে স্থান করে নিয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের সময়কার দর্শনে এসে পৌছেছে।"**

অর্থাৎ তিনি সত্যায়ন করছেন যে, ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট তথা অকাল্ট ভারত ও গ্রীসে পৌছানোর পর আবারো তাদের কাছে পৌছায়। এটা আমি এতদিন আমিই বলেছি। আশাকরি এখন আর

কোন সন্দেহ নেই। হুইলার বিশ্বাস করতেন তার এসকল যাদুশাস্ত্র উদ্ভূত অপবিদ্যার সমস্ত প্রশ্ন এবং উত্তর হিন্দু-বৌদ্ধ ঋষিগন জানতেন। তিনি এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন যে,যদি ওইসব যাদুকর প্যাগান ঋষিদের থেকে পদার্থবিজ্ঞান এবং সৃষ্টিতত্ত্বসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর হুইলারের নিজের লিখে রাখা যেত, তাহলে সকল প্রশ্নের জবাব পেতেন। তিনি বলেন,**"যে কারো মধ্যে এরকম অনুভূতি আসবে যে পূর্বাঞ্চলীয় চিন্তাবিদগন এসবের[পদার্থবিজ্ঞান/অকাল্ট মেটাফিজিক্স] সব জানতেন।আমরা যদি তাদের উত্তরগুলোকে আমাদের ভাষায় অনুবাদ করে নিতাম, তাহলে আমরা আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতাম।"**

সুতরাং, বুঝতেই পারছেন আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞানের মোড়কে কোন বিদ্যার অনুসরণ করছি! এবার চলুন; যাওয়া যাক আরেক কিংবদন্তী মহান 'ইহুদী' পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড বোহমের কাছে। তিনি ছিলেন আরেক মহান ইহুদি অপবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বন্ধু। তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় যাদুশাস্ত্র এবং [সম্ভাব্য] যাদুশাস্ত্র কাব্বালার সমন্বয়ে বহু দূরে এগিয়ে যান। থিওসফিক্যাল সোসাইটির একজন শীর্ষ স্থানীয় গুরু হলেন: জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি, তাকে অনেকেই ওয়ার্ল্ড টিচার বলে সন্দেহ করতো। তার সাথে ডেভিড বোহমের গভীর সম্পর্ক ছিল।তারা পরস্পর একাধিকবার সাক্ষাত করেন। বোহম তার সাহচর্যে [অপ]বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণায় সরাসরি বেদান্ত-ঔপনিষদিক অকাল্ট অপবিদ্যাকে ব্যবহার করেন। হেলেনা ব্লাভাস্তস্কির অকাল্ট মিস্ট্রি স্কুল থিওসফিক্যাল সোসাইটির কুফরি অপবিদ্যাকেই সায়েন্টিফিক তত্ত্বে রূপান্তর করেন।১৯৬১ সালে শুরুতে বোহমের সাথে জিদ্দুকৃষ্ণমূর্তির সাক্ষাতের সময় ফিজিক্স ও মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত থিওরি গুলো গভীর গুরুত্বের স্থানে নিয়ে আসা হয়। তাদের পারস্পারিক সহযোগিতা ও পারস্পারিক যোগাযোগ এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ স্থায়ী হয়েছিল এবং তাদের রেকর্ড করা সংলাপগুলি বেশ কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে বোহমের মতামতগুলির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ওজায় কৃষ্ণমূর্তির প্রতিষ্ঠিত ওক গ্রোভ স্কুলে একটি সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এটি ছিল ওক গ্রোভ স্কুলে বোহমের আয়োজিত ধারাবাহিক সেমিনারের একটি। সেমিনারে বোহম মানুষের চিন্তাভাবনার প্রকৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনে ও সমাজে চিন্তার বিস্তৃত প্রভাব বর্ণনা করেছিলেন। কৃষ্ণমূর্তির অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে বোহমের দীর্ঘকালীন সম্পৃক্ততা কিছু বৈজ্ঞানিক সহকর্মীরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।তাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের সাম্প্রতিক বিস্তৃত পরীক্ষা এটিকে আরও ইতিবাচক আলোকে উপস্থাপন করে এবং দেখায় যে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বোহমের কাজ ছিল সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বোহম অলৌকিক সুপারন্যাচারাল বিষয়গুলোকে আলোচনা করা থেকে বাদ দেয়নি। বোহম উরি গেলারের চাবি এবং চামচগুলি বাঁকানো সম্ভব হিসাবে ধরেছিলেন, এতে তার সহকর্মী বেসিল হিলির সতর্ক করে বলেছিলেন যে এটি পদার্থবিদ্যায় তার বৈজ্ঞানিক গ্রহনযোগ্যতাকে ক্ষুন্ন করতে পারে। মার্টিন গার্ডনার একটি নিবন্ধে ১৯৫৯ সালে জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তির সাথে নিবিড় যোগাযোগ এবং পরস্পরের মধ্যে অকাল্ট ফিলসফিক্যাল তত্ত্বের আদানপ্রদানের

কথা উল্লেখ করেন। বোহমের সাথে জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তির পরবর্তী সময়ে অনেকগুলি মতবিনিময় হয়েছিল। গার্ডনার বলেছিলেন যে মন এবং পদার্থের আন্তঃসংযোগ সম্পর্কে বোহমের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন, "এমনকি ইলেকট্রনকে মনের একটি নির্দিষ্ট স্তরে অবহিত করে।" এছাড়াও লিখেছেন এটা অনেকটা "প্যানসাইকিজম নিয়ে ফ্লার্ট করা"র মত। বোহমের সাথে শুধু কৃষ্ণমূর্তিই নয়,বৌদ্ধদের গুরু দালাই লামার সাথেও ধারাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে বোহম রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন।

অন্যান্য বেদান্তমেকানিক্স তথা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পথিকৃৎদের অনুরূপ বোহমও চেতনার অপরিহার্যতা ও সর্বেশ্বরবাদী মহাচৈতন্যে বিশ্বাস করতেন। তিনি সকলের ন্যায় বিশ্বাস করতেন সর্বত্রই চৈতন্য বিদ্যমান যাকে প্যানসাইকিজম বলে। আগেই উল্লেখ
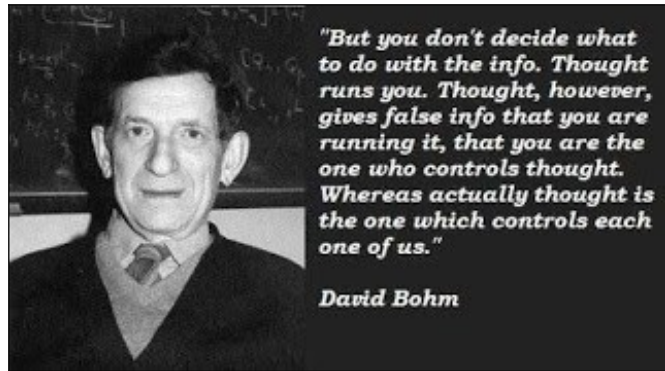
করেছি প্যানসাইকিজম, সলিড প্যান্থেইজমের চেয়ে বেশি সেন্সিবল বা যুক্তিপূর্ণ অর্থাৎ এটা সর্বেশ্বরবাদের উন্নত সংস্করণ। ১৯৯০ সালে বোহম "A New theory of the relationship of mind and matter" প্রকাশ করেছিলেন, এটি ছিল বোহমের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে চৈতন্যের উপর লেখা প্যানসাইকিজম তত্ত্বের একটি কাগজ।বোহম প্রচার করতেন মন এবং বস্তুরকে পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্পর্কযুক্ত।সচল এবং জড় পদার্থগুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্তর্নির্মিত। পদার্থ, শক্তি, স্থান, সময় এবং সমগ্র মহাবিশ্বের ফ্যাব্রিকের মধ্যে জীবন এবং ইন্টেলিজেন্স বিদ্যমান। এটি প্যানসাইকিজমের ধারণা।ডঃ বোহম লিখেছেন, **"সক্রিয় হওয়ার জন্য কোন আকৃতির ক্ষমতা মনের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের মধ্যে ইলেকট্রনের সাথে মনের(চেতনার) অনুরূপ কিছু একটা রয়েছে।"** সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে তিনি সর্বেশ্বরবাদের উন্নততর রূপ তথা সর্বচৈতন্যবাদ বা প্যানসাইকিজমে বিশ্বাস করতেন এবং এই কুফরি বিশ্বাসকে [অপ]বিজ্ঞানে রূপান্তর করেছেন। জিদ্দুকৃষ্ণমূর্তির সাথে সমন্বয় সামঞ্জস্যপূর্ণ আকিদাকে বিজ্ঞানে রূপান্তর করলে স্বভাবতই শ্রোডিঞ্জারদের মত ব্রহ্মচৈতন্যে ফিরতেই হবে। ব্রহ্মাকে মা'বুদ বলতেই হবে। আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি ব্রহ্মকে ইলাহের আসনে বসানোর মাধ্যমে প্রতিটি বস্তু ও প্রানীকেই রুবুবিয়্যাত বা স্রষ্টার আসনে বসানো হয়। উপনিষদে একটি কথা রয়েছে যে,"অহমব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ!আমিই আমার জগতকে সৃষ্টিকারী। মানে আমিই সর্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বর।

সে হিসেবে সর্বচৈতন্যবাদ তথা প্যানসাইকিজম প্রতিটি সৃষ্টিকে ডিভিনিটি দানের মাধ্যমে "মিনি ত্বগুত" এ অধিষ্ঠিত করে[লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ]। আমরা বাংলা ভাষায় যে ব্রহ্মাণ্ড শব্দটি ব্যবহার করি এটা বেদান্তবাদী কুফরি শিক্ষাই বহন করে।বোহম বলতেন, আমাদের ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা পারস্পরিকভাবে জড়ানো উচ্চতর বাস্তবতার (রিয়ালিটির) প্রজেকশন। তার এই চিন্তাধারাকে বলা হয় প্লেটনিক আইডিয়ালিজম। প্লেটো এই অকাল্ট ধারনাটি গ্রহন করে ইহুদী যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ থেকে। বোহম নিজেও ইহুদি ছিল। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে সে বৈদিক শাস্ত্রের পাশাপাশি কাব্বালিস্টিক অকাল্ট ফিজিক্সকে বিজ্ঞানে স্থান দিয়েছেন।কাব্বালাহ'ও সর্বচৈতন্যবাদ বা প্যানসাইকিজমের আকিদার প্রচার করে। ডেভিড
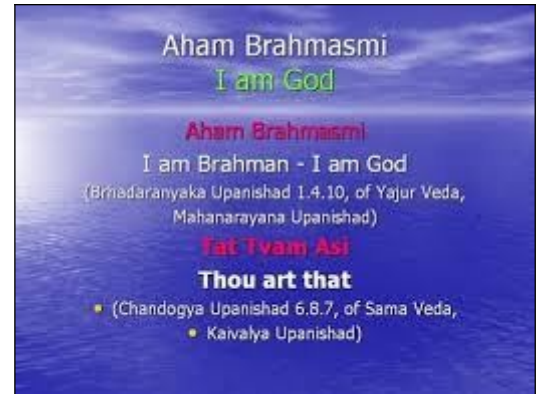
বোহম কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্বকেপরস্পরবিরোধী হিসাবে দেখতেন,তিনি একটি তত্ত্বের ব্যপারে বলতেন যা মহাবিশ্বের আরও মৌলিক স্তরকে নির্দেশ করছিল। তিনি একে কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন।তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উভয়কেই এই গভীর তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।বোহম বেদান্ত-ঔপনিষদিক ঐন্দ্রজালিক শিক্ষাকে সরাসরি পদার্থবিদ্যায় নিয়ে আসেন।হলোগ্রাম এ্যানালোজি ব্যবহার করেছেন যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, বস্তুজগতের প্রত্যেক অংশ সকল অংশের ধারক। অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম অংশেও সমস্তটার গঠনবিন্যাস একইভাবে বিদ্যমান। এই বিষয়টিতে গভীরভাবে বেদান্তশাস্ত্রের গভীর ঐন্দ্রজালিক শিক্ষা নিহিত আছে, সামনের পর্বগুলোয় বিস্তারিত আলোচনা করব। আসলে বোহম অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ এর মাঝে এত দূর প্রবেশ করেছে এবং সরাসরি বৈদিক তত্ত্বগুলোকে বিজ্ঞানে রূপান্তর করেছে, যেটা অন্য কেউ করেনি।

যাহোক,জন স্টুয়ার্ট বেল (১৯২৮-১৯৯৯) ছিলেন সার্ন এর আইরিশ থিওরিটিক্যাল পদার্থবিদ এবং বেলস থিওরামের প্রবর্তক, এটা গুপ্ত ভেরিয়েবল থিওরি সম্পর্কিত কোয়ান্টাম ফিজিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরাম।তিনিও বোহমের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।ডাঃ বেল সব সময় নন লোকালিটির অস্তিত্ব পরীক্ষণের পন্থা নিয়ে ভাবতেন।তিনি ১৯৬৪ সালে একটি পরীক্ষন কল্পনা করেছিলেন, তবে এর জন্য এমন একটি প্রযুক্তিগত নির্ভুলতার প্রয়োজন ছিল যা তখনও আবিষ্কার হয়নি। যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল তা এক সেকেন্ডের কয়েক হাজার-মিলিয়ন্থের মধ্যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে সক্ষম। ১৯৮২ সালে অ্যালাইন অ্যাস্পেক্ট, জিন ডালিবার্ড এবং জেরার্ড রজার সাফল্যের সাথে বেলের পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ করেছিলেন।প্রক্রিয়াটি আলোর এক সেকেন্ডের ৩০ বিলিয়ন্থের কম সেকেন্ড নিয়েছিল।চেনা ফিজিক্যাল প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ফোটনগুলির যোগাযোগের সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয়েছিল।প্রতিটি ফোটন তার জোড়ার সাথে পোলারাইজেশন এ্যাঙ্গেলকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।এর অর্থ দাড়ায়, হয় আলোর চেয়ে দ্রুতগতির যোগাযোগ (মূলধারার পদার্থবিজ্ঞানের একটি কলঙ্কজনক ধারণা) অথবা ফোটনগুলি ননলোকালভাবে সংযুক্ত। এর দ্বারা নিলস বোরের দলটির মত বিজয়ী হয়। সমস্ত পদার্থ একে অন্যের সাথে সংযুক্ত। সেপারেশন হচ্ছে ইল্যুশন। সবকিছুই ননলোকাল অবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত ইংল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস বলেন, **"যেহেতু সমস্ত কণা ধারাবাহিকভাবে মিথস্ক্রিয়া এবং বিভাজন করে চলেছে, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ননলোকাল দিকগুলি তাই প্রকৃতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।"** [১১]
বেল থিওরাম এবং বেলের ইনইকুয়্যালিটি, কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেলমেন্টকে আবিষ্কার করেছিল

(KAFATOS, 1999)। এন্টেঙ্গলমেন্ট তত্ত্ব টেলিপোর্টেশন (জেইলিংগার, ২০১০) এবং কোয়ান্টাম ইনফরমেশন তত্ত্ব (জুরেক,১৯৯১; লয়েড, ২০০৬) এর দরজা উন্মুক্ত করেছিল। কোয়ান্টাম তত্ত্বের পথ ধরে, অ্যাসপেক্ট এক্সপেরিমেন্ট (Aspect et al।, 1982) এবং জেনো ইফেক্টের (অর্টোলি; ফ্যারাবড, 2006; রোভেলি, 2015) প্রমাণ করেছে যে পরিমাপের সমস্যাটি অনিবার্য এবং খুব বাস্তবিক, এবং কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট; আইনস্টাইন-বোর বিতর্কের সেরা সমাধান বলে অভিহিত হচ্ছে।জন বেল বলেন,**"অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য যে এ্যাস্পেক্ট এক্সপেরিমেন্টটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং এর অদ্ভুত বিষয়গুলোর সত্যতাকে নিশ্চায়ন করে। তাই আমাকে এটাকে স্বীকার করতেই হয় যে,কোয়ান্টাম কোয়ালিশনের অস্তিত্ব এই জগতে আছে। আমরা যদি এটাকে গ্রহন না করে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি তবে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কর্মকে আলোর গতির চেয়ে দ্রুতগতিতে আহব্বান করতে হবে। এটা এমন যে মনে হয় ঘটনার পিছন থেকে কেউ আমাদের সাথে চালাকি করে খেলছে। মনে করুন একটি রেলওয়ে সিস্টেম, আমরা জানি রেলগাড়ি আলোর গতির চেয়ে বেশি দ্রুত ছুটতে পারে না। কিন্তু আপনি টাইমটেবল ঘেটে দেখলেন যে রেলগাড়িটিকে রাতের মধ্যেই আলোর গতির আগে স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে আসতে হবে। তাই ঘটনার আড়ালে অসাধারন ব্যাপারটি ঘটে, যেটা আমরা সাধারনভাবে ব্যবহার করিনা। এটা একরকমের ডিলেমা। আমার মনে হয় না এর চেয়ে ভাল কোন উপায়ে ব্যাপারটি দেখার কোন উপায় আছে।"** Dr quantum কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট এর শিক্ষায় বলেন, **বিগব্যাং এর সময় সবকিছু একত্রিত ছিল। কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট এখন বলে যে, এখনো সবকিছু সবকিছুর সাথে যুক্ত। স্পেস হচ্ছে একটি কন্সট্রাক্ট যেটা স্বাতন্ত্র্যবোধের মায়ার জন্ম দেয়।**[২৫]

যাদুবিদ্যায় ইন্টেনশন বা অভিপ্রায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ[৫৮]। যাদুকররা স্বীয় চেতনার ইন্টেনশন ব্যবহার করে উদ্দেশ্য হাসিল করে। প্রকৃতির নীতি গুলোয় প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য যাদুকরা নিজেদেরকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন সত্তা মনে করে। এরা নিজেদেরকে স্রষ্টা মনে করে। এই অকাল্ট চর্চাকে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিদান এবং তাতে উৎসাহিত করার পেছনে অপবিজ্ঞানীরা পিছিয়ে থাকেনি।সর্বপ্রথম একাজে যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে মানব মস্তিষ্ক কিভাবে প্রকৃতি বা রিয়ালিটি পাল্টে ফেলতে পারে সেটাকে ব্যাখ্যা করে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা! এক্ষেত্রে ডেভিড বোহম সবচেয়ে বড় যে কাজটি করেছেন সেটাকে বলা হয় হলোনোমিক ব্রেইন থিওরি। হলোনমিক ব্রেইন থিওরি এখন নিউরোসায়েন্সের একটি শাখা, যা এই ধারণাটি অনুসন্ধান করে যে; মস্তিষ্কের কোষগুলিতে বা এর মধ্যে কোয়ান্টাম ইফেক্ট দ্বারা মানব চেতনা গঠিত হয়। বোহম

বিশ্বাস করতেন যে সেলুলার স্তরে মস্তিষ্ক কিছু কোয়ান্টাম ইফেক্টের গণিত অনুসারে কাজ করে, এবং তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, চিন্তাসমূহ 'কোয়ান্টাম এন্টিটি'র অনূরূপ বন্টিত এবং ননলোকাল অবস্থায় থাকে।স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী কার্ল এইচ প্রিব্রাম সহযোগিতায় ডেভিড বোহম মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের হলোনমিক মডেলটির ডেভেলপমেন্ট এর সাথে জড়িত ছিলেন, এটা মানুষের চেতনার প্রকৃতির ব্যপারে একটি মডেল; যা প্রচলিতভাবে গৃহীত ধারণাগুলি থেকে একেবারে আলাদা। বোহম, প্রিব্রামের সাথে কাজ করা এ তত্ত্বটি মানুষের মস্তিষ্ককে কোয়ান্টাম গাণিতিক নীতিগুলি এবং ওয়েভ প্যাটার্ন এর বৈশিষ্ট্য মেনে হলোগ্রামের ন্যায় কাজ করে বলে দাবি করেন।কার্ল প্রিব্রামের হোলোনমিক ব্রেইন থিওরি(কোয়ান্টাম হলোগ্রাফি) মন বা চেতনা দ্বারা উচ্চতর ক্রম প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে ব্যবহার করে করে। তিনি বোহমের সাথে মনুষ্য মনকে ব্যাখ্যা করতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে বোস-আইনস্টাইন সংশ্লেষকে কোয়ান্টাম ডাইনামিক্সকে সমর্থন করার দ্বারা ডেনড্র্যাটিক ঝিল্লিপৃষ্ঠের পানি কাজ করতে পারে।কোয়ান্টাম চৈতন্যের(কনসাসনেস) এই নির্দিষ্ট তত্ত্বটি প্রাথমিকভাবে পদার্থবিদ ডেভিড বোহমের সহযোগিতায় স্নায়ুবিজ্ঞানী কার্ল প্রিব্রাম ডেভেলপ করেছিলেন। এটি মস্তিষ্ককে 'হলোগ্রাফিক স্টোরেজ নেটওয়ার্ক' হিসাবে দেখিয়ে মানুষের চেতনাকে ব্যাখ্যা করে। প্রিব্রাম ব্যাখ্যা দেন যে, এই প্রক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ফাইবারযুক্ত ডেন্ড্রিটিক ওয়েবগুলিতে বৈদ্যুতিক দোলনে জড়িত, যা অ্যাক্সন এবং সিনাপেসের সাথে জড়িত সাধারণ ক্রিয়াকলাপগুলোর চেয়ে পৃথক। এই দোলন(oscillation) তরঙ্গগুলো ওয়েভ ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি করে যেখানে মেমরিটিকে প্রাকৃতিকভাবে এনকোড করা হয় এবং তরঙ্গগুলি Fourier ট্রান্সফর্ম দ্বারা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। Gabor, Pribram এবং অন্যান্যরা মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া এবং হলোগ্রামে তথ্য সংরক্ষণের মধ্যে সাদৃশ্য উল্লেখ করেছিলেন, যা Fourier ট্রান্সফর্মের মাধ্যমেও বিশ্লেষণ করা যায়।[১৩]

এভাবেই সর্বচৈতন্যবাদি ডেভিড বোহম প্রমাণের চেষ্টা করেন যে মানুষের ব্রেইন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতার বাহিরে নয়।

আমাদের মস্তিষ্কের চেতনা পর্যবেক্ষনের ভূমিকা পালন করে ওয়েভ ফাংশন কলাপ্সে সক্ষম।অর্থাৎ,আমাদের মনের ইন্টেনশান দ্বারা রিয়ালিটি ম্যানিপুলেট, ম্যানিফেস্ট করা সম্ভব। আমরাই
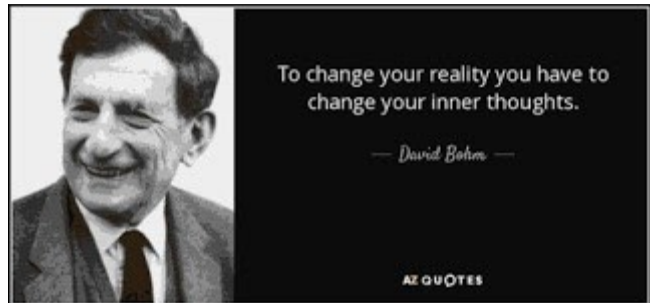
বাস্তবতার স্রষ্টা। আমরাই আমাদের ভাগ্য বিধাতা। বোহম বলতেন সমস্ত বস্তু জগতের উৎস হচ্ছে শূন্যস্থান। বেদান্তবাদি জিদ্দুকৃষ্ণমূর্তির অনুসরণে বলতেন এই চেতনা সমগ্র শূন্যস্থান বা স্পেসজুড়ে রয়েছে। এই চৈতন্যের শক্তি পদার্থে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।তিনি বলেনঃ **"হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন যে সমস্ত বস্তু ইনফরমেশন(0/1 bits) থেকে কাজ করে,শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্র বা ডিএনএ এর বস্তু নয় যা কোষে কাজ করে, যদিও ইলেক্ট্রন খালি স্থান থেকে তৈরি হয় যা ইনফরমেশনের কোনও অজানা উৎস দ্বারা প্রকাশিত হয়, যা সমস্ত শূন্য স্থান জুড়ে রয়েছে । এবং আমাদের চিন্তা, আবেগ এবং পদার্থের মধ্যে বড় কোন বিভাজন নেই। আপনি দেখেন যে তারা একে অপরের মধ্যে প্রবাহিত। এমনকি আপনার সাধারন অভিজ্ঞতায় আপনার চিন্তাভাবনা,আবেগগুলি শরীরের মধ্যে সচল পদার্থের মধ্যে প্রবাহিত হয়। অথবা শরীরে পদার্থের সঞ্চালিত আবেগ এবং চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়। এখন একমাত্র বক্তব্য হলো বর্তমান বিজ্ঞানের কোনও ধারণা নেই যে কীভাবে চিন্তা(thought) এমন কোনও বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে যার সাথে শরীরের কোন সংযোগ নেই অথবা কোন সরাসরি কোন প্রক্রিয়া দ্বারা সংযুক্তও নয়। তবে এবার আপনি যদি বলেন যে, বস্তুজগতের অস্তিত্বের পুরো স্থলটি শূন্যস্থানের(empty space) মধ্যে মোড়ানো এবং সমস্ত পদার্থ এই স্পেস থেকে আসছে, এমনকি আমাদের মস্তিস্ক, আমাদের চিন্তাসহ এখান থেকে আসছে ...তাহলে পদার্থের সৃষ্টির জন্য ইনফরমেশন স্পেস বা শূন্যস্থানকে বিদীর্ন করে। আপনি বলতে পারেন, পদার্থ যে ইনফরমেশন বহন করে, এর উপর ভিত্তি করে আকৃতি ধারন করে, আর তাই চিন্তাপ্রক্রিয়া খালি স্পেসের(ফাকা স্থান) ইনফরমেশনকে উল্টিয়ে দিতে সক্ষম। তাই আমি বলব যে এটা সম্ভব বলেই মনে হয়, এজন্য এটা আসলেই ঘটে কিনা তা দেখতে খুব গভীর পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন।"**

অর্থাৎ যাদুকরদের চর্চা ও বিশ্বাস অনুযায়ী মানব চৈতন্য পদার্থ জগৎ নিয়ন্ত্রনে সক্ষম।উদাহরণস্বরূপ যেভাবে ওয়াচস্কির ম্যাট্রিক্স ফিল্মের নিও'র মত হাতের ইশারা বুলেট থামিয়ে দেয়। ডেভিড বোহম মানুষকে বাস্তবজগতের সৃষ্টিকর্তার অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন। শুধুমাত্র চেতনা/অভিপ্রায় দ্বারা রিয়ালিটি বদলে ফেলা সম্ভব বলেও উল্লেখ করেন।তিনি বলেনঃ**"একজন মানুষ এই সামগ্রিক(জগতের সৃষ্টি) প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়, সে মূলত তার উদ্দেশ্য[বা অভিপ্রায়] অনুযায়ী**

মৌলিকভাবে কার্যকলাপে পরিবর্তন আনতে পারে যা কিনা তার বাস্তব জগতকে পরিবর্তন করে ফেলার শামিল, যা তার চেতনার(consciousness) বিষয়বস্তু।"[১২]

অন্যত্র আমেরিকার নিউএজ অকাল্টিস্টদের ল' অব এ্যাট্রাকশনের প্রচারকারী মিস্টিক-অকাল্টিস্টদের মত বোহম বলেন,**"আমরা যা বিশ্বাস করি তাই বাস্তবতায় রূপ নেবে বলে ধরি, আমাদের বিশ্বাসই নির্ধারণ করে কি সত্য হবে। যা আমরা সত্য হিসেবে ধরি সেটাই আমাদের বাস্তবতা(রিয়ালিটি)।"**

ডেভিড বোহম কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রেটেনশন কে অস্বীকার করেছিলেন। তার এক কলিগ বলেন, **"মূলত বায়োলজি আর ফিজিক্সের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। ইলেক্ট্রনের হয়ত প্রোটো কনসাসনেস আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটা বিশেষ প্রসেসে সৃষ্টি। পার্টিকেলগুলো সলিড নয় বরং এরা বারংবার ঘটা আত্মঃপুনরাবৃত্তিকারী প্রক্রিয়ার ফসল। আমাদের অস্তিত্ব একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ফসল। আমরা নিজেরাই নিজেদের রিয়ালিটির সৃষ্টিকর্তা।"**
বোহমের সমসাময়িক পদার্থবিদদের একটা বড় সংখ্যা কট্টর বস্তুবাদে বিশ্বাস করত। বেদান্তবাদী অকাল্ট চিন্তাধারা সায়েন্টিফিক বানানো তথা বিজ্ঞানে রূপান্তরের জন্য অনেকে প্রশংসা করতো,অনেক বস্তুবাদীরা সমালোচনা করত, এ বিষয়ে তিনি দুঃখের সাথে বলেনঃ**"আমি মনে করি অন্য সাধারন মানুষের তুলনায় বিজ্ঞানীরা কিছু বিষয় মেনে নিতে কঠিন মনে করেন, কেননা তারা এটোমিস্টিক দর্শনে বহু সময় যাবৎ থেকেছে। তারা তাদের মতে এতটা অভ্যস্ত যে হঠাৎ করেই তারা দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে চায়না। তারা হঠাৎ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনকে অহেতুক মনে করে,অস্বস্তিকর ভাবে। কেননা তারা দেখেছে এতদিন পুরাতন তত্ত্বানুসারে ভালই চলেছে এখন পরিবর্তনের দরকার কি! এটা আপনি একদিক দিয়ে দেখে ভালই মনে করবেন কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টিতে এটা খুবই বিপদজনক অবস্থান।"**

ডেভিড বোহম-প্রিব্রামের পর সর্বচৈতন্যবাদী আরেক কিংবদন্তি পদার্থ[অপ]বিজ্ঞানী স্যার রজার পেনরোজ এবং এ্যানেস্থেশিওলজিস্ট স্টুয়ার্ট হ্যামারফ এগিয়ে আসেন। তারা এমন হাইপোথিসিস উত্থাপন করেছেন যা চরম বস্তুবাদী চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের দুজনে মিলে চেতনা সম্পর্কিত একটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব উত্থাপন করে; যাকে অর্কেস্ট্রেটেড অবজেক্টিভ রিডাকশন(Orch-OR) বলে। একে ইন্টিগ্রেটেড
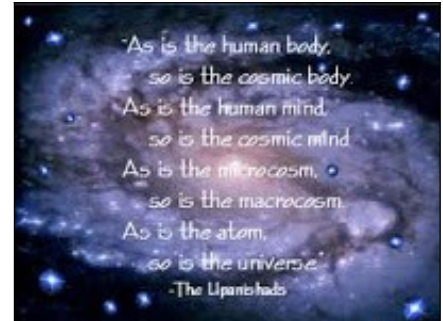
ইনফরমেশন থিয়োরিও বলে, এতে বলা হয় গোটা মহাবিশ্ব চেতনা দ্বারা ছেয়ে আছে। সমস্ত চৈতন্যময় সৃষ্টিজগত একত্রে মিলে মহাচৈতন্য[১৪]। এই দর্শন দ্বারা নিউরোসায়েন্টিস্ট Christof Koch আকৃষ্ট হয়েছেন। স্যার রজার পেনরোজ ও হ্যামারফ উভয়ই সর্বচৈতন্যবাদি(প্যানসাইকিস্ট) বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।ডঃ পেনরোজ নিজেকে একজন প্যানসাইকিস্ট দাবি করার জন্য খুব বেশি দূর যাননি। তিনি বলেছিলেন, সম্ভবত কোয়ান্টাম মেকানিক্স চেতনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেন, **"পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলি জটিল ব্যবস্থা তৈরি করে, এবং এই জটিল ব্যবস্থাগুলি চেতনার দিকে পরিচালিত করে, যা পরে গণিত তৈরি করে, যা পরে অনুপ্রেরণামূলক উপায়ে সংজ্ঞায়িত করে, এর দ্বারা পদার্থবিজ্ঞানের মূল অন্তর্নিহিত নীতিগুলি উত্থাপন করে।"** প্রাচীন চৈতন্যবাদী অকাল্ট তত্ত্বকে বিজ্ঞানে ফেরানোর কথা উল্লেখ করে **Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness** নামে বই রচনা করেন।

পেনরোজ এবং হ্যামারফ প্রথমে তাদের ধারণাগুলি আলাদাভাবে ডেভেলপ করেছিলেন এবং পরে 1990 এর দশকের গোড়ার দিকে উভয় মিলে অর্চ-ওআর নামে তত্ত্বটির পূর্ণতা দেন। তত্ত্বটি 2013 সালের শেষের দিকে লেখক দ্বারা পর্যালোচনা এবং আপডেট করা হয়েছিল। এতে যেটা প্রমানের চেষ্টা করা হয় সেটা হলো, আমাদের মস্তিস্ক কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতিতে কাজ করে। চেতনাও এখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতি মেনে চলে।পেনরোজ প্রস্তাব করেন যে, চেতনা কোয়ান্টাম স্তরে বিদ্যমান এবং মস্তিষ্কের সংশ্লেষগুলিতে থাকে।পেনরোজ লিখেছিলেন, **"কেউ অনুমান করতে পারে মস্তিষ্কের কোথাও কোথাও কোষগুলি একক কোয়ান্টাম সংবেদনশীলতার সন্ধান করতে পারে। যদি এটি প্রমাণিত হয় তবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপে উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত।"**
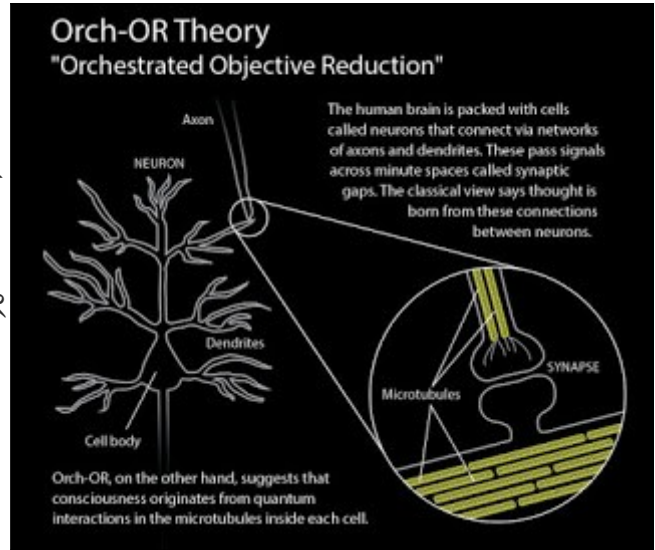
পেনরোজ সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম ইফেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তার 1989 সালের বই The Emperor's New Mind এ। এতে আলোচিত তত্ত্বটিকে বলা হয় অর্চ-ওআর বলা হয়, যা **"অর্কেস্ট্রেটেড অবজেক্টিভ রিডাকশন"** এর সংক্ষিপ্তরূপ।পেনরোজের মতে "অবজেক্টিভ রিডাকশন" বাক্যাংশটির অর্থ, কোয়ান্টাম ইন্টারফারেন্সের কলান্স এবং সুপারপজিশন বুদবুদ ফেটে যাওয়ার মতো একটি বাস্তব, ফিজিক্যাল প্রক্রিয়া।১৯৯৪ সালে তাঁর Shadows of the Mind গ্রন্থে লিখেছেন যে, কোয়ান্টাম চৈতন্যের সাথে জড়িত স্ট্রাকচারগুলো মাইক্রোটিউবিউলস নামক প্রোটিন স্ট্র্যান্ড হতে পারে। এগুলো আমাদের মস্তিষ্কের নিউরন সহ আমাদের বেশিরভাগ কোষে পাওয়া যায়। পেনরোজ এবং হ্যামারফ যুক্তি দিয়েছিলেন যে কম্পনশীল মাইক্রোটিউবিউলস কোয়ান্টাম সুপারপজিশন গ্রহণ করতে পারে।পেনরোজের যুক্তি Gödel এর অসম্পূর্ণ থিওরাম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। পেনরোজের চেতনা(consciousness) সম্পর্কিত প্রথম বই হলো,The Emperor's New Mind (1989)। হামারফ (১৯৯৬) চেতনাকে কোয়ান্টাম সুপারপজিশনের টিউবুলিন প্রোটিন রূপান্তরের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। এখানে চেতনাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখান। তিনি বলেছিলেন, প্রতিটি সচেতন মুহূর্তের সাথে, **"প্ল্যাঙ্ক স্কেল জিওমেট্রির নতুন সমন্বয় অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্বাচিত হয়"**। এটি সময়ের আপাত বিভ্রমের বা ইল্যুশনের দিকে চালিত করে। এইভাবে চেতনা যদি না থাকতো তাহলে সময়ও থাকতো না।২০১৪ সালের জানুয়ারিতে, হ্যামারফ এবং পেনরোজ দাবি করেছিলেন যে মার্চ ২০১৩-এ জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মেটেরিয়ালস সায়েন্সের অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মাইক্রোটিউবুলেসের কোয়ান্টাম কম্পনের আবিষ্কার Orch-OR তত্ত্বকে সমর্থন করে।

হ্যামারফের চিন্তাধারা ইনফরমেশন রিয়েলিজমের সাথে সম্পর্কযুক্ত[৬০]। তিনি বলেন,স্টুয়ার্ট হ্যামারফ বলেন, **"আমাদেরকে স্কুলে শেখানো হয়েছে এই মহাবিশ্ব এ্যাটমসহ বিচিত্র জিনিস দ্বারা তৈরি। এটম দিয়ে মলিকিউল তৈরি, মলিকিউল দিয়ে পদার্থ তৈরি, এবং সবকিছুই এর দ্বারা তৈরি। কিন্তু এটম প্রায় পুরোপুরি শূন্য। যেমন ধরুন এই হাতের বলটি এটমের নিউক্লিয়াস। হাইড্রোজেন এটমের**
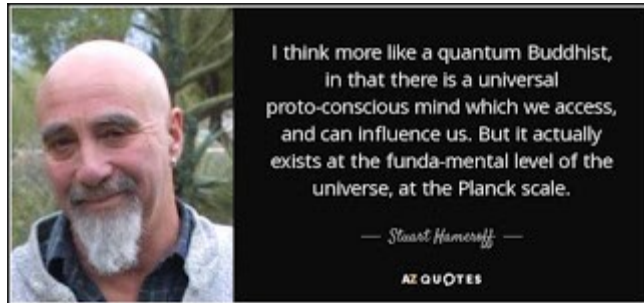
প্রোটন উদাহরণস্বরূপ। এর ইলেক্ট্রন যা একে বাহির থেকে প্রদক্ষিণ করে যা ধরুন ওই পাহাড় সারির দূরত্ব থেকে, এর ভেতরকার সবকিছুই ফাঁকা। আসলে এই মহাবিশ্বই প্রকৃতপক্ষে শূন্য। যদি আমরা এই শূন্যতার আরো ভেতরের দিকে যাই, আমরা এক মৌলিক স্তরে এসে উপনীত হই যেটা ফান্ডামেন্টাল স্পেস টাইম জিওমেট্রি যেখানে শুধুই তথ্য বা ইনফরমেশন আছে বিশেষ প্যাটার্নে। একে প্লাঙ্ক স্কেল বলা হয়। এটাই মহাবিশ্বের ফ্যাব্রিক। এখানে বিগব্যাং এর সময় থেকে তথ্য মওজুদ আছে।"

এটা মূলত সর্বচৈতন্যবাদের অকাল্ট বিশ্বাসকে আরেকটু যুক্তিযুক্ত করে। এখানে চেতনাকে মৌলিকভাবে শূন্য ও এক ডিজিটের ইনফরমেশন হিসেবে প্রকাশ করা হয় ম্যাট্রিক্স ফিল্মের অনুরূপ। এর উপর ভিত্তি করে সিমুলেশন হাইপোথিসিস গড়ে উঠেছে, আগামী **১৯**তম পর্বে এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, বিইযনিল্লাহ। স্টুয়ার্ট হ্যামারফ সর্বচৈতন্যবাদের ব্যাপারে বলেনঃ**"প্রোটোকনসাসনেস হচ্ছে এমন জিনিস যেটা থেকে চেতনার জন্ম। এটা মৌলিক এবং অখণ্ডনীয়। এটা সৃষ্টির শুরু থেকেই ছিল। এটা হয়ত স্পেস টাইম জিওমেট্রির মূলে রয়েছে। এটা বিগব্যাং এর থেকেই ছিল এবং আছে।"** এক বৈঠকে ডেভিড ক্যালমার, স্টুয়ার্ট হ্যামারফ,টিলার প্রমুখ মিলে নিজেদের আকিদাকে মনিস্টিক প্যানসাইকিজম বলে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ তারা একমত পোষণ করেন যে তারা যেটাকে বিজ্ঞান বলে প্রতিষ্ঠার কার্যে নিয়োজিত আছেন সেটা অদ্বৈত সর্বচৈতন্যবাদি বিশ্বাস ব্যবস্থা!

সুতরাং [অপ]বিজ্ঞান আজকে প্রাচীন যাদুকরদের চিন্তা,চর্চা এবং তাদের দৃষ্টিতে যে কুফরি সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল সেটাতে ফিরে গিয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তবাদ বা মনিজম বা প্যানসাইকিজম বা ওয়াহদাতুল উজুদ, যে নামেই ডাকুন না কেন, এই কুফরি আকিদা আজকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা হচ্ছে আমরাই এই রিয়ালিটির স্রষ্টা। আমরাই ঈশ্বর। এটাই মূলত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শিক্ষা। এটাই বিশ্বাস করত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবর্তক বিজ্ঞানীগন। এই শিক্ষা কোয়ান্টাম সাবএ্যাটোমিক জগতের মধ্যে আটকে না রেখে ত্রিমাত্রিক ম্যাক্রো রিয়েলিটিতে বসানোর জন্য মানব মস্তিষ্ক বা মানব চেতনাকে কোয়ান্টাম অবজারভারে বসানো জরুরী। এ কাজটিই

ONEISM OR MONISM . . .
"is the view that there is only one substance and that diversity is ultimately unreal. This view [is] . . . a tenet of both Hinduism and Buddhism."
◂D.B. Fletcher

আন্তরিকতার সাথে করেছেন ডেভিড বোহম, জন হুইলার, স্যার রজার পেনরোজের মত পদার্থবিজ্ঞানের জাহাজগন।এখানেই শেষ নয়। বরং সেটা সবে শুরু। মানব মস্তিষ্ককে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতিতে ফেলার জন্য আরো অসংখ্য ফিজিসিস্টগন চলে আসেন। এদের একজন হেনরি স্ট্যাপ। হেনরি স্ট্যাপ নিচে উল্লিখিত ধারণার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন: **"কোয়ান্টাম তত্ত্বের গণিতের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও মেজারিং ডিভাইসকে পারমাণবিক উপাদানগুলির সংগ্রহ থেকে স্বতন্ত্রভাবে পৃথক হিসাবে গণ্য করার কোনও মানে হয় না। একটি ডিভাইস হচ্ছে বাহ্যিক মহাবিশ্বের অন্য একটি অংশ ... তদুপরি, একজন মানব পর্যবেক্ষকের সচেতন চিন্তাগুলি অবশ্যই তার মস্তিষ্কে যা ঘটছে তার সাথে সরাসরিভাবে সংযুক্ত থাকা সঙ্গত, কিছু মেজারিং ডিভাইসে কী ঘটছে তা নয়। .. আমাদের দেহ এবং মস্তিষ্ক এইভাবে ... কোয়ান্টাম মেক্যানিক্যালি বাহ্যিক মহাবিশ্বের অংশ হয়ে যায়। এভাবে ফিজিক্যাল ইউনিভার্সকে এরূপ ইউনিফাইড পন্থায় ব্যবহার; একটি ধারণামূলক সহজ এবং যৌক্তিকভাবে সুসংগত তাত্ত্বিক ভিত্তি সরবরাহ করে।"**

হেনরি স্ট্যাপ প্রস্তাব করেছিলেন যে, কোয়ান্টাম তরঙ্গগুলি তখনই হ্রাস পায় যখন তারা চেতনার(কনসাসনেস) সাথে ইন্ট্যার‍্যাক্ট করে। তিনি এক্ষেত্রে অর্থোডক্স কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে যুক্তি ব্যবহার করেন। তিনি ছিলেন মূলত একজন প্যানসাইকিস্ট। যাহোক,১৯২০ এর দশকে কোপেনহেগেনে কোয়ান্টাম গুরু নিলস বোরের সাথে কাজ করেছিলেন পদার্থবিদ Pascual Jordan। তিনি বলেছিলেন: **"পর্যবেক্ষণগুলি যা পরিমাপ করতে হবে সে বিষয়েই কেবল বিরক্ত করে না, বরং তারা এটিকে সৃষ্টি করে ... আমরা একটি নির্দিষ্ট অবস্থান অনুমান করতে [একটি কোয়ান্টাম কণা] বাধ্য হই"**। অন্য কথায়, জর্ডান বলেছেন, **"আমরা নিজেরাই মেজারমেন্টের ফলাফল উৎপন্ন করি।"** অর্থাৎ আমরাই বাস্তবজগত নির্মানকারী বা স্রষ্টা।Evolve Your Brain: The Science of Changing Your Mind গ্রন্থে Dr. Joe Dispenza, চিন্তা ও চেতনা সম্পর্কিত বিষয়গুলো মস্তিষ্ক, মন এবং দেহের সাথে সংযুক্ত করে।এতে বলা হয়, আমরা যখন সত্যই আমাদের মন পরিবর্তন করি, তখন মস্তিষ্কে পরিবর্তনের শারীরিক প্রমাণ পাওয়া যায়।তাঁর দ্বিতীয় সেরা বই,Breaking the Habit of Being Yourself: How to Lose Your Mind and Create a New one - এ বলেছিলেন যে একটি নতুন বিজ্ঞান আসছে, যা সমস্ত মানুষকে তাদের পছন্দসই বাস্তবতা(reality) তৈরি করতে সাহায্য করবে। ডাঃ ডিসপেনজা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আপনার চিন্তাভাবনা বা চেতনা বাস্তবজগতকে পরিবর্তন করতে পারে। ডগলাস অ্যাডামস তাঁর বিখ্যাত বই The Hitchhiker's Guide To The Galaxy লিখেছেন, আমাদের উপলব্ধি; এই প্রক্রিয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে[১৫]।

২০১৫ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় সান্তা বার্বারার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ ম্যাথিউ ফিশার যুক্তি দিয়েছিলেন যে মস্তিস্কে আরও শক্তিশালী কোয়ান্টাম সুপারপজিশনগুলি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম অণু থাকতে পারে। বিশেষত, তিনি মনে করেন যে ফসফরাসের পরমাণু-নিউক্লিয়াই তে এই ক্ষমতা থাকতে পারে।ফসফরাস পরমাণুগুলো জীবন্ত কোষের সর্বত্র রয়েছে। এগুলি প্রায়শই ফসফেট আয়নগুলির রূপ নেয়, যেখানে একটি ফসফরাস পরমাণু চারটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে মিলিত হয়।এই জাতীয় আয়নগুলি কোষের মধ্যে শক্তির প্রাথমিক একক। কোষের বেশিরভাগ শক্তি এটিপি নামক অণুতে সংরক্ষণ করা হয়, যার মধ্যে একটি জৈব রেণুতে যোগ হওয়া তিনটি ফসফেট গ্রুপের একটি স্ট্রিং থাকে। যখন কোনও ফসফেটগুলি বিনামূল্যে কেটে ফেলা হয়, তখন কোষটি ব্যবহারের জন্য শক্তি ছেড়ে দেয়। কোষগুলোতে ফসফেট আয়নগুলিকে একত্রিত করার জন্য এবং তাদের আবার ক্লিভ করার জন্য আণবিক মেশিনারি রয়েছে। ফিশার এমন একটি প্রকল্পের কথা বলেছিল যাতে দুটি ফসফেট আয়ন একটি বিশেষ ধরণের সুপারপজিশনে স্থাপন করা যেতে পারে, যাকে "এন্টেঙ্গেল্ড অবস্থা" বলে। ফসফরাস নিউক্লিয়ায় স্পিন নামে একটি কোয়ান্টাম প্রোপার্টি রয়েছে যা নির্দিষ্ট দিকগুলোতে ফিরে থাকা ছোট চৌম্বকের মতো কাজ করে। এন্টেঙ্গল্ড অবস্থায়, একটি ফসফরাস নিউক্লিয়াসের স্পিন অন্যটির উপর নির্ভর করে।অন্যভাবে বলতে গেলে, এন্টেঙ্গল্ড অবস্থা একাধিক কোয়ান্টাম কণাকে ধারন করা বাস্তবিক সুপারপজিশন অবস্থা। ফিশার বলেন,**"যদি পারমাণবিক স্পিনের সাথে কোয়ান্টাম প্রক্রিয়াজাতকরণ মস্তিষ্কে প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত থাকে তবে এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা হবে, যেটা প্রায় সবসময়ই ঘটে থাকে"**।[১৭]

নিউইয়র্ক সিটি কলেজ অফ টেকনোলজির প্রবীণ পদার্থবিদ গ্রেগরি ম্যাটলফ বলেছেন যে তাঁর কাছে প্রাথমিক কিছু প্রমাণ রয়েছে যা দেখায় যে, প্যানসাইকিজম অসম্ভব নয়। ডাঃ ম্যাটলফ এনবিসি নিউজকে বলেছেন, **"এগুলি সবই খুব অনুমানমূলক, তবে এটি এমন কিছু যা আমরা যাচাই করতে পারি এবং হয় যাচাই বা মিথ্যা করতে পারি।"**

২০০৬ সালে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী Bernard Haisch বলেন যে কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা খালি জায়গায়[empty space] চেতনা তৈরি এবং সঞ্চালিত হয়। যে কোন জটিল সৃষ্টি যা পর্যাপ্ত শক্তি উৎপাদনে সক্ষম, সেগুলো চৈতন্য(consciousness) তৈরি করতে বা সম্প্রচার করতে পারে। ডাঃ ম্যাটলফ জার্মান পদার্থবিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যাতে করে এ বিষয়টি পরীক্ষা করে একটি পর্যবেক্ষণমূলক স্টাডির প্রস্তাবনার দিকে যাওয়া যায়।তারা যা পরীক্ষা করেছিল তা হলো Parenago'র Discontinuity।এটা এমন এক পর্যবেক্ষণ যে আমাদের সূর্যের মত নক্ষত্রগুলো, যেগুলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে প্রদক্ষিণ করছে সেসব উষ্ণতর নক্ষত্র গুলোর চেয়ে দ্রুতগতিশীল। কিছু বিজ্ঞানী এটিকে গ্যাস মেঘের সাথে মিথস্ক্রিয়ার জন্য দায়ী করেন। কিন্তু ম্যাটলফ অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন। তিনি সম্প্রতি কনসাসনেস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড রিসার্চ নামের প্রকাশিত জার্নালে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।উত্তপ্ত তারকার চেয়ে শীতল তারকারা "ইউনিডিরেকশনাল জেটের নির্গমন" এর কারণে দ্রুততর চলতে পারে। এই জাতীয় তারকা তাদের সৃষ্টির প্রথম দিকে একটি জেট নির্গত করে। ম্যাটলফ দেখান, যে গতি অর্জনের জন্য এটি তারার সচেতনতার সাথে নিজেকে চালিত করার একটি উদাহরণ হতে পারে।অর্থাৎ বলা হচ্ছে তারকাদের চেতনা আছে। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি Gaia স্পেস টেলিস্কোপ এর লক্ষ্য তারকার মানচিত্র তৈরি করা,যা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সমর্থন বা দুর্বল করার জন্য আরও ডেটা সরবরাহ করতে পারে। ডাঃ ম্যাটলফের অভিমত হলো,একটি প্রোটো-মহাচৈতন্য ক্ষেত্রের উপস্থিতি ডার্ক ম্যাটারের পরিবর্তে কাজ করতে পারে।ডার্ক ম্যাটার মহাবিশ্বের প্রায় 95% ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যদিও বিজ্ঞানীরা এর কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পান নি। সুতরাং, তর্কের খাতিরে বলতে গেলে, চেতনা(Consciousness) যদি এমন উপাদান হয় যা সাবটমিক স্তরে কণাসমূহের সংমিশ্রণে উত্থিত হয়, তবে প্রশ্ন আসে এই ক্ষুদ্র চৈতন্যের বিটগুলো কীভাবে সংহত হয়।
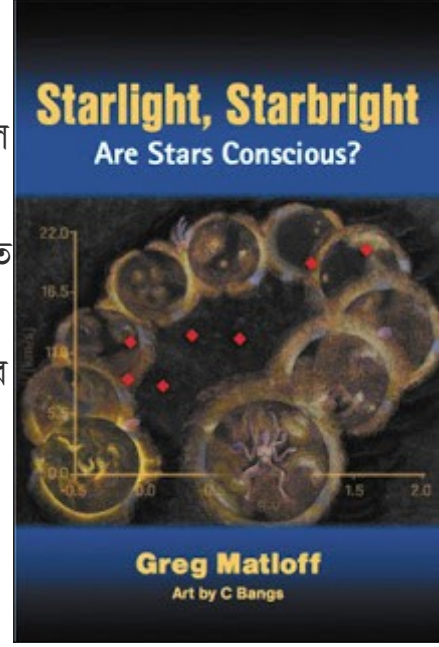
উইসকনসিন-মেডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্টিস্ট এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জিউলিও টোননি প্যানসাইকিজম কিছুটা আলাদা গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, যাকে integrated

information theory বলা হয়। এখানে, চেতনাকে মহাবিশ্বের কোথাও একটি সত্যিকারের ফিজিক্যাল অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ বলা হয়েছে।যদিও আমরা এখনও এটি খুঁজে পাইনি। আমাদের সূর্য আলো এবং তাপকে বিকিরণ করার সাথে সাথে সম্ভবত চেতনাও(consciousness) বিকিরণ ঘটায়।ডঃ টোননি একটি পরিমাপকের ধারনাকে ব্যাখ্যা করেন যে, কতটুকু চেতনা প্রতিটি বস্তুতে বিদ্যমান, সেটা পরিমাপের জন্য। এখানে সেই পরিমাপক ইউনিটকে phi বলা হয়। এটি কোনও জীব নিজেকে বা তার চারপাশের বস্তুর উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে তা ব্যাখ্যা করে। তত্ত্বটি বুদ্ধিকে চেতনা থেকে পৃথক করে, যা কিছু লোক এক হিসাবে অনুমান করে। Giulio Tononi এর প্রস্তাবিত integrated information theory of consciousness তত্ত্ব (আইআইটি), এবং ২০০৪ সালে ক্রিস্টোফ কোচের মতো অন্যান্য স্নায়ুবিজ্ঞানী দ্বারা গৃহীত হওয়ার পরে, চেতনাকে সুবিস্তৃত এবং কিছু সাধারণ সিস্টেমেও এটি পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হয়। তবে, এর দ্বারা পুরোপুরি এটা বোঝায় না যে সমস্ত সিস্টেম সচেতন, এজন্য টোননি এবং কোচকে বলেছেন যে আইআইটি প্যানসাইকিজমের কিছু কিছু উপাদান অন্তর্ভুক্ত করেছে তবে অন্যবিষয়গুলি নয়। কোচ আইআইটি-কে প্যানসাইকিজমের একটি "বৈজ্ঞানিকভাবে পরিশোধিত সংস্করণ" হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১৮][১৬]।

ম্যাটলফ ও টোননি তারকাদের যে চৈতন্যের কথা বলছেন এই ধারনাটি পাওয়া যায় এক শ্রেণীর প্রাচীন জ্যোতিষীদের মধ্যে। তারা তারকাদেরকে মানব ভাগ্যের প্রভাবক হিসেবে মনে করতো। যদি তারকাদেরকে পর্যবেক্ষকের আসনে বসানো হয়,তবে তারা অন্যবস্তুতে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ।

অকাল্ট মিস্ট্রি স্কুল থিওসফিক্যাল সোসাইটির শীর্ষনেত্রী এলিস বেইলী তার এসোটেরিক এ্যাস্ট্রলজি গ্রন্থে উল্লেখ করেনঃ**"বারো নক্ষত্রের শক্তি বারোটি গ্রহের মধ্যে মিশ্রিত, তবে তাদের প্রতিক্রিয়া উত্থাপন করার এবং সচেতনভাবে প্রাপ্ত, স্বীকৃত, এবং নিযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহে বসবাসকারী জীবনের প্রতিক্রিয়া পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এবং স্বতন্ত্রভাবে মানুষের উপর। এটি যথাযথভাবে বলা হয়েছে যে চেতনা সচেতনতার বাহনের উপর নির্ভর করে, তাদের বিকাশের দিক থেকে, এবং তার কাছে পৌঁছে যাওয়া এ জিনিস এবং আবেগগুলির সাথে নিজেকে সনাক্ত করার জন্য ব্যক্তির সক্ষমতার উপর নির্ভর করে এবং কেবল তার উপর নির্ভর করে না, যেটা ইতিমধ্যে নিজের একটি স্বীকৃত অংশ বা দিক হিসেবে বিবেচিত। এটি বলা যেতে পারে যে রাশিচক্রের লক্ষণগুলি থেকে শক্তির প্রভাব দ্বারা প্রকাশিত এবং সম্ভব হওয়া বাস্তবতা এবং গুণাবলীর উচ্চতর প্রতিক্রিয়া মানুষের চেতনার দিকটি ধরে রাখতে গ্রহগুলির ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের উপর কিছুটা নির্ভরশীল। এটি বিবেচনা করুন, কারণ এটি একটি গভীর রহস্যময় সত্যকে সূচিত করে।"**

(এসোটেরিক জ্যোতিষ, পৃষ্ঠা ৫৩/৪)

M. Kafatos এবং R. Nadeau এর কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কিছু দিকগুলোতে সচেতন মহাবিশ্বের ধারনার দিকে ঝুঁকে আছে(1990)।J. Gribbina কোয়ান্টাম ফিজিক্সের সবচেয়ে স্পষ্ট লেখক যিনি প্যানসাইকিজমের ওয়ার্ল্ডভিউ মানতেন (১৯৯৫)। এস.কফম্যান কোয়ান্টাম ফিজিক্স সম্পর্কে খুবই ভাল ধারণা রাখতেন। প্যানসাইকিজম নিয়ে খোলামেলাভাবে বলতেন। তার বই At home in the universe (1999)। তদুপরি, কফম্যান (2016) প্যানসাইকিজম সম্পর্কে আলোচনাটি বারুচ স্পিনোজার কাছে ফিরিয়ে আনলেন। স্পিনোজা ও আইন্সটাইন অভিন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন natura naturans এবং natura naturata তে যার মানে হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির বাহ্যিক কেউ নয়, বরং সর্বেশ্বরবাদের অনুরূপ একজন ইমিন্যান্ট সত্তা যিনি একদিক দিয়ে ঈশ্বর অপর দিকে সৃষ্টি-প্রকৃতি।এভাবেই পদার্থবিজ্ঞানীরা সর্বচৈতন্যবাদের প্রাচীন অকাল্ট ফিলসফি তথা যাদুশাস্ত্রভিত্তিক কুফরি দর্শনে ফিরে যান। Umezawa, Vitiello, freeman, De broglie,Arthur Eddington সহ আরো অজস্র ফিজিসিস্ট অদ্বৈত বেদান্তবাদের সর্বচৈতন্যবাদি আকিদাকে বিজ্ঞানের মোড়কে প্রতিষ্ঠা করে।[১৯] টেগমার্কের
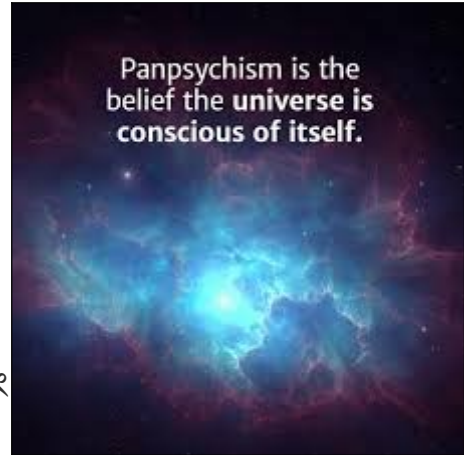
দৃষ্টিভঙ্গি হলো চেতনা পদার্থের অবস্থা(state of matter) গুলোর একটি, আমরা পদার্থের অবস্থা হিসেবে পাই কঠিন, তরল বা বায়বীয়। চেতনাও এরূপ আরেকটি অবস্থা। পদার্থবিদ Tegmark বলেন, **"আমি ধারনা করি যে, চেতনা পদার্থের অপর একটি অবস্থা। অনেক ধরণের তরল যেমন রয়েছে তেমনি অনেক ধরণের চেতনাও রয়েছে।"**[২০]

সর্বচৈতন্যবাদি পদার্থবিজ্ঞানী ক্লি আরউইন বলেনঃ**"চেতনার কঠিন সমস্যাটির দিকে অবশ্যই বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের অ্যান্টোলজিকাল লেন্সের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে, যা আমাদের বলে যে বাস্তবতা হল তথ্য(ইনফরমেশন) তাত্ত্বিক এবং প্ল্যাঙ্ক স্কেল স্পেসটাইমের স্তরে কোয়ান্টাইজড। সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চেতনা (বস্তুর সচেতনতা) ছাড়া তথ্য বা ইনফরমেশন থাকতে পারে না।...এটি চেতনাকে ভাষা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে - বস্তুর একটি সেট এবং অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত স্বাধীনতার ডিগ্রি সহ একটি ক্রম স্কিম। প্ল্যাঙ্ক স্কেলে যেহেতু তথ্য চেতনা ব্যতীত থাকতে পারে না, তাই আমরা একটি "চেতনার আদিম ইউনিট" নামক একটি সত্ত্বার অস্তিত্ব উত্থাপন করি যা কোয়ানটাইজড স্পেসটাইমের ভাষায় গাণিতিক অপারেটর হিসাবে কাজ করে। সাম্প্রতিক অনেক বাস্তবিক আবিষ্কার এবং বিভিন্ন বাস্তবসম্মত ইউনিফিকেশন মডেলের সাথে সংগতিপূর্ণ বেশ কয়েকটি গুণাবলী রয়েছে, (তাই) E8 জ্যামিতির উপর ভিত্তি করে গড়া কোয়াজিক্রিস্ট্যাল গণিত, রিয়ালিটির ভাষা হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মনে হয়।"**[২১]
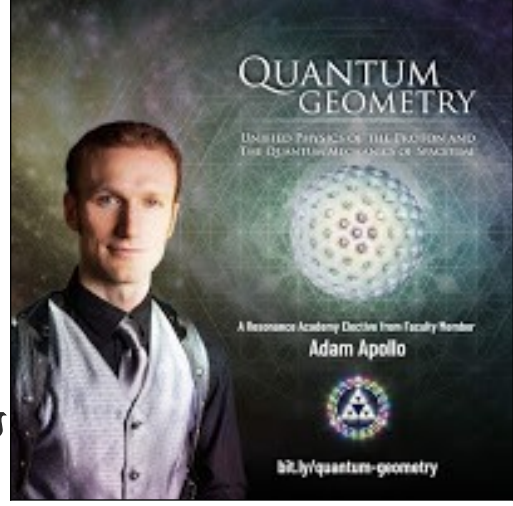
পদার্থবিদ জিম আল খালিলি এক পিবিএস ডকুমেন্টারিতে বলেন,**"আপনি যদি কোন পদার্থবিদের চোখে ভয় দেখতে চান তবে তাকে মেজারমেন্ট প্রব্লেম নিয়ে প্রশ্ন করুন। মেজারমেন্ট প্রব্লেম হচ্ছে, কোন এ্যাটম তখনই নির্দিষ্ট স্থানে জাগ্রত হবে যখন পরিমাপ করতে যাওয়া হবে। অন্যভাবে বললে, এ্যাটম সমগ্র স্থানে ছড়িয়ে থাকে যতক্ষন না কোন সচেতন পর্যবেক্ষক তাকায়। সুতরাং মেজারমেন্ট এর কাজটি বা পর্যবেক্ষণই এই সমগ্র মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে। আমাদের রিয়ালিটি শুধুই ইল্যুশন(মায়া)।"**

জিম প্রায়ই কোয়ান্টাম বায়োলজি এবং কোয়ান্টাম বিবর্তনের প্রচারণা চালায়।কোয়ান্টাম বায়োলজির দ্বারা বোঝায় যে সমস্ত জীব কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতি মেনেই বিবর্তিত হয়ে প্রাণ ধারন করে বিভিন্ন প্রজাতির জন্ম হয়, এমনকি ডিএনএ সৃষ্টিতেও তেও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অবাধ বিচরণ রয়েছে। এ নিয়ে তিনি প্রায়ই অসংখ্য প্রেজেন্টেশনে কাজ করেছেন।[২৩] তিনি ফিজিক্সের উপর অসংখ্য বিবিসি,পিবিএস ডকুমেন্টারিতে উপস্থাপনা করেছেন।এক ডকুমেন্টারিতে তাকে **"ইভিল কোয়ান্টাম ডিলার"** এর সাথে তাস খেলতে দেখা যায়[ছবি ডানে]। ভিডিওতে সেই ইভিল কোয়ান্টাম ডিলারকে শিংযুক্ত শয়তানের প্রতিকৃতিতে দেখা যায়!

তিনি কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গলমেন্ট প্রমাণের জন্য শয়তানের সাথে তাস খেলেন। এবং এতে শর্তারোপ করা হয়, শয়তান বিজয়ী হলে নিলসবোরের দল রিয়ালিটির ব্যাপারে সঠিক ধারণা করে।খেলায় শয়তানটি জয়লাভ করে।[২৪]
একটা বিষয় এখানে লক্ষ্যনীয়, ওরা ঠিকই জানে এসব তত্ত্বের মানে কি এবং কাকে সত্যায়ন করা, এজন্য মাঝেমধ্যে অনেক খোলামেলা উপমা/রূপক ব্যবহার করে, আফসোসের বিষয় আমরা বুঝিনা। জন বেলের ওই কথাটি মনে পরে গেল,**"...যেন কেউ আমাদের সাথে খেলছে...।"**

যাইহোক, সময় যতই সম্মুখপানে গড়ায় অকাল্ট ফিলসফির ভ্যালিডেশনের স্প্যান-হোরাইজন দিনকে দিন বাড়তে থাকে। এখন ফিজিক্স কমিউনিটি ছাপিয়ে এই প্রাচীন প্যাগান বিলিফ সিস্টেমকে নিউরোসায়েন্টিস্ট, বায়োলজিস্ট, ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার খ্যাতিমান লোকেরা প্রচারণা কাজে আন্তরিক ভাবে এগিয়ে এসেছে। গুগল পাওয়ার্ড TEDx এর প্রেজেন্টেশন, লেকচারগুলোয় এখন প্রায়ই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিজিক্স ছেড়ে সর্বচৈতন্যবাদি কোয়ান্টাম মিস্টিক্যাল অকাল্ট ফিজিক্সকে আঁকড়ে ধরার প্রতি আহব্বান করা হয়। বায়োলজিস্ট রুপার্ট শেল্ড্রেক [Ph.D] এমনই একজন। তিনি ৮০ টিরও বেশি সায়েন্টিফিক পেপার লিখেছেন।তিনি ছিলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য। তিনি TEDX এ দেয়া এক বক্তৃতায় বলেন,**"উনিশ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞান যে বিশ্বাস বা দর্শন অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে**

সেটাকে বলা হয় বস্তবাদের দর্শন বা ফিলসফিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম। এবং বিজ্ঞান বস্তুবাদের অংশ হিসেবে দেখা হয়। আমি মনে করি আমরা যেহেতু এটা ভাঙতে শুরু করেছি, সুতরাং বিজ্ঞান পুনরুজ্জীবিত হবে।"অন্যদিকে এ্যান্টন জেইলিঞ্জার বলেন,**"রিয়েলিজমকে আজকের পদার্থবিদগন যেরূপ বিশ্বাস করেন তার চেয়ে বেশি পরিমানে আমাদের ত্যাগ করতে হবে।"** হুইলারের ডিলেইড চয়েজ এক্সপেরিমেন্ট এ প্রমান করা হয় যে, নিলস বোরের পক্ষের অবস্থান শুদ্ধ, আইনস্টাইনের পক্ষটি ভুল। কগনিটিভ সায়েন্টিস্ট ডোনাল্ড হফম্যান কোয়ান্টাম ফিজিক্স জনহুইলারকে রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে বলেন, এই বাস্তবতা ইল্যুশন, অব্জেক্টিভ রিয়ালিটি বলে কিছু নেই।

পদার্থবিজ্ঞান এখন রিয়েলিজম বা বাস্তববাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এখন স্বতসিদ্ধ সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে প্লেটোর কাব্বালাহ থেকে গৃহীত আইডিয়ালিজম বা ভাববাদ। এই বিশাল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পিছনে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবর্তক [অপ]বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি আছে হিপ্পিদের অবদান। হিপ্পিদের নিয়ে বিগত পর্বগুলোয় সংক্ষেপে লিখেছিলাম। সহজ কথায় এরা হচ্ছে সাদাচামড়ার আমেরিকান বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারী মাল'উন।এদের কতক গৌতম বুদ্ধের অনুসারী বৌদ্ধ। কতক নিওপ্যাগানিস্ট, কতক সারাদিন মদগাঁজা ও অন্যান্য

সাইকাডেলিক ড্রাগ গ্রহন করে চেতনার ওপারে ভ্রমন করে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের জন্য। এদের অনেকে আবার এলজিবিটি সহ সবধরনের ট্যাবু মুভমেন্টে কাজ করে।কেউ বা উইক্কানদের সাথে মিশে যাদুটোনা,শয়তানের পূজা সহ সবধরনের বামপথের অনুসরণ করে। শুনতে নিশ্চয়ই অবাক লাগছে এরাই আজকের পদার্থবিজ্ঞানের প্যারাডাইম শিফটিং এর ভূমিকায় কাজ করেছে। আজকের পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম বিপ্লবের দ্বারা এহেন সর্বচৈতন্যবাদে প্রত্যাবর্তনে তাদেরই অবদান অনেক বেশি ছিল। এ স্বীকৃতি আমি দেই নি। আমার চেয়ে বিস্তারিতভাবে সুন্দর করে বলেছেন পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড কায়সার। তিনি এই বিষয়ের উপর একটা বই-ই রচনা করেছেন **How the Hippies Saved Physics : Science,**

Counterculture, and the Quantum Revival নামে। তাছাড়া একাধিক ভিডিও সাক্ষাতকারেও এ নিয়ে অনেক কথা বলেন। আমার নিজে থেকে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। তিনি যে বর্ননা দিয়েছেন, সেটাই যথেষ্ট। তিনি বলেনঃ**"বর্তমানে কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্সের একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে যেখানে পদার্থবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে অনেক দিকের বিজ্ঞানীরা আছেন যারা একের পর পর এক সাফল্যময় উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের দ্বারা এগিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ধরুন কোয়ান্টাম কম্পিউটার,কোয়ান্টাম এনক্রিপশন। এর দ্বারা ব্যাংকের ট্রাঞ্জেকশন এবং ফেডারেল নির্বাচনে ভোটিং এর খুব কাজে আসছে।বর্তমানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর ভিত্তি করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প চলছে যারা এর নীতির উপর ভর করে বিভিন্ন গবেষণা চালাচ্ছে। এখন ব্যপার হচ্ছে ব্যাংকার বা রাজনীতিবিদগন কেন কোয়ান্টাম ফিজিক্সের উপর এত নির্ভরশীল হতে যাচ্ছে, এটা খুবই অদ্ভুত ব্যপার। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক কাজের সুযোগ এসেছে। ১৯৭০ সালের দিকে একধরনের পতন শুরু হয়। বিশেষ করে আমেরিকায়। এ সময়টাতে ফিজিসিস্টদের খুব একটা ভাল দিন যাচ্ছিল না। এসমস্ত আজকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব খুব কষ্টের অবস্থা থেকে এসেছে। তখনকার ফিজিক্সের উপর পিএইচডি ধারী ১০০০ জনের মাত্র ৫০ জনের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা ছিল। আমেরিকার তরুন পদার্থবিদদের জন্য এটা খুবই কষ্টের সময়। তখন একদল তরুন মেধাবী ও প্রতিভাবান কিছু পদার্থবিদ মাত্র পিএইচডি নিয়ে বের হয়। ওটা তাদের জন্য একদমই ভুল সময়।**

তারা জার্নাল আর্টিকেলও বের করে কিন্তু চাকুরী খুজে কোথাও কোন চাকুরী পায় না। তাদের মধ্যে দশজন বার্ক্লি ক্যালিফোর্নিয়ায় একত্রিত হলো। তাদের অনেক আশা ছিল তারা ভাল একটা জব পাবে পাশাপাশি তারা পরস্পর কোয়ান্টাম ফিজিক্সের যে অদ্ভুত দর্শনের কথা বলে তাতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। তো তারা একত্রিত হয়ে সাক্ষাতের আয়োজন করত,তারা নিজেদের দলের নাম দেয় 'ফান্ডামেন্টাল ফিজিক' গ্রুপ। তারা প্রতি শুক্রবারের বিকাল ৪ টায় বার্ক্লিতে জড়ো হত। এভাবে তারা তাদের আলোচনা সভা দীর্ঘ চার বছর চালিয়ে যায়। তারা বলতে শুরু করে যে তারা যদি চাকরিবাকরির ক্যারিয়ার নাও গড়তে পারে,তারা তাদের ফিজিক্সে কৌতূহলী অনুসন্ধান চালিয়ে
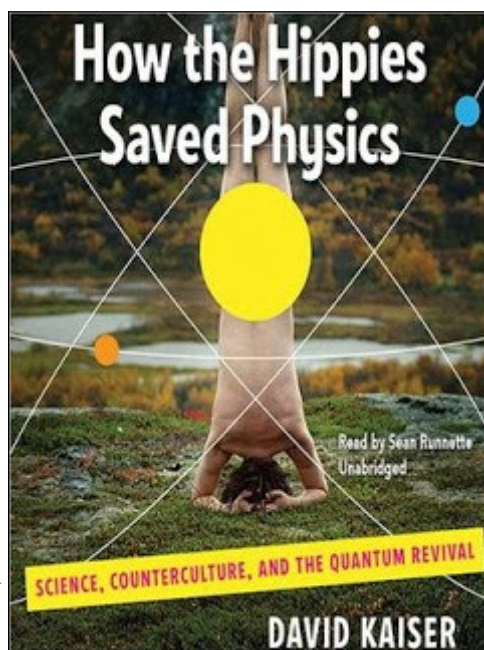
যেতে পারবে কারন, তাদের হাতে অনেক অবসর সময় ছিল। একটা বিষয়ে তাদের খুব আগ্রহ ছিল এটা ছিল কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট বা বেলস থিওরাম। আইরিশ ফিজিসিস্ট জন বেল এরও কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট এর ব্যপারে খুব আগ্রহ ছিল। তিনি ৬০ এর দশকে এক অখ্যাত জার্নালেও উল্লেখ করেন কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট যদি সত্য হয় তবে পার্টিকেল অনেক দূরে থাকলেও একে অপরের সাথে সংযোগ রক্ষা করে যেটা আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন না। বেল বলতেন এটা আপনাদের ভাল না হলেও সত্য হওয়া প্রয়োজন। তো, এই মহাজাগতিক রহস্যময় গুপ্ত আচরণের ব্যপারে ফান্ডামেন্টাল ফিজিক গ্রুপের চরম আকর্ষণ ছিল, এ নিয়েই তারা বছরের পর বছর আলোচনা করে যান। জন ক্লাউজার ছিলেন এই পদার্থবিজ্ঞানী দলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, তিনি সর্বপ্রথম এই ধারনাটিকে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেন, সাথে স্টুয়ার্ট ফ্রিম্যানও ছিল। ১৯৭০ এর দিকেই অনেক ভিন্ন সংস্কৃতি গুলোর বিপ্লব আমেরিকার সানকফ্রান্সিস্কোতে চলতে শুরু করে। ওই সময়ে পত্রিকাগুলোতে প্রমোট করা হতো, মাইন্ড রিডিং, স্পুনবেন্ডিং(মনের শক্তি দ্বারা চামচ বাকিয়ে ফেলা),ইএসপি, ইউএফও এবং সবধরনের অকাল্ট(যাদুবিদ্যা) বিষয় গুলো। অন্যদিকে আমাদের এদিকে কিছু লোক ছিল যারা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভূত রহস্যে মোড়ানো বিষয় গুলো নিয়ে সারাদিন ভাবতো যেমনটা বলা হয় যে আমি যদি এ স্থানে কোন কিছু করি তাহলে ওইদিকটায় সেটার প্রভাব পড়বে। তাদের অনেকে ভাবা শুরু করলো, এই বিষয়টি কি মাইন্ডরিডিং বা ইএসপি এর মতই কোন বিষয় কিনা। এটা সত্য যে তখন অধিকাংশ মানুষই মাইন্ড রিডিং ও অন্যান্য অকাল্ট বিষয় গুলোয় বিশ্বাস করতনা, বরং পত্রিকা ও গনমাধ্যম গুলোয় এগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা হত। বিভিন্ন অকাল্ট এক্সপেরিমেন্ট গুলোকে বেশি বেশি প্রচার করত।

তো তারা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মধ্যে এ ধরনের তাৎপর্য খুজে বেড়াতো।আমি আগেই বলেছি তাদের অধিকাংশেরই নিয়মিত কোন চাকুরি ছিল না। তাদের অনেকে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনে ছিল যেটা পদার্থবিজ্ঞানের অনেক গ্রহনযোগ্য একটা স্থান। তো তারা যেটা করতো, যে একটা ভাল সাপোর্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করে নিজেদের মধ্যে। তো সে সময় (অকাল্টিজমের প্রতিযোগিতায়) যেটা হলো যুক্তরাষ্ট্র ভাবতে শুরু করলো যে সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ভাল মানের মাইন্ডরিডার আছে। এজন্য তারা ভয় করতো হয়ত সোভিয়েত এর দ্বারা সবার মাইন্ড কন্ট্রোল জাতীয় কিছু করে ফেলতে

পারে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র নন ট্রেডিশনাল(অকাল্ট) রিসার্চে বিনিয়োগ শুরু করলো। শুধুমাত্র মাইন্ড রিডিং এর গবেষণায় ১০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে। তখন বার্কলির বেকার পদার্থবিজ্ঞানীদের ভাড়া করা হয় যাতে তারা এসব মাইন্ডরিডিং এর ব্যপারগুলোকে কোয়ান্টাম ফিজিক্স দ্বারা ব্যাখ্যা দেয়,তারা সেখানে পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে। আরেকটা সোর্স থেকেও সাহায্য গ্রহন করে, সেটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার হিপ্পি মুভমেন্টদের(বিগত পর্বে উল্লেখ করেছি) থেকে যারা হিউম্যান পটেনশিয়ালটি(মানুষের মাঝে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত আছে এমন ধারনা) নিয়ে কথা বলতো। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী পার্টিকেল যেভাবে টাইম ও স্পেসের সর্বত্রজুড়ে সংযোগ বা বিরাজ করে, তেমনি তারা ধারনা করতো মানুষের মন দ্বারা অতিমানবীয় ক্ষমতাকে আনলক করার সম্ভাবনা আছে কিনা। এর দ্বারা আরো অস্বাভাবিক অনেক কিছু করা সম্ভব কিনা। তো, এভাবেই বছরের পর বছর খুবই স্মার্ট এবং মেধাবী পদার্থবিজ্ঞানীগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওইসব(অকাল্ট রিসার্চের) কাজে সাহায্য করে যাচ্ছিল। এরপরে তারা মেইন জার্নালে যাবতীয় গবেষণা ও পরীক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে লিখতো না বরং নিজেদের মধ্যে কিছু জার্নালে সেসব প্রকাশ করত। এরপরে তাদের জার্নাল গুলো হিপ্পিদের(হিপ্পিদের পরিচয় সহজ কথায় আমেরিকান সাদা চামড়ার হিন্দু) মধ্যে ঘুরতে থাকে। তাদের মধ্যে গবেষণা নথিগুলোকে ইমেইল বা আনঅফিশিয়াল জার্নাল আকারে ঘুরতে থাকে। তাদের মধ্যে নোবেল বিজয়ী ফিজিসিস্ট থেকে শুরু করে যাদুবিদ্যায় আগ্রহী লোকেরাও ছিল। তাদের এ সকল (কোয়ান্টাম মেকানিক্সভিত্তিক অকাল্ট ফিলসফি ও) গবেষণা গুলো(নিজেদের কমিউনিটির বাইরে) বিভিন্ন বই আকারে প্রকাশ করতে শুরু করে যা জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। সেসব বই মিলিয়ন মিলিয়ন কপি বিক্রয় হয়। তারা বই বিক্রয়ে এওয়ার্ডও অর্জন করে। এরকম বইয়ের মধ্যে আছে পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিতজফ কাপ্রার The Tao of physics[তাও চাইনিজ সর্বেশ্বরবাদি অকাল্ট দর্শনের নাম]। গ্যারি জুকাভের The Dancing Wu Li Masters। যখন আমরা কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্স নিয়ে আজ ভাবি তখন দেখতে পাই সেই সময়ের এসমস্ত পদার্থবিজ্ঞানীদের অবদানগুলো। ওইসময়টাতে বেলস থিওরাম নিয়ে অন্য কেউই এত ভাবে নি। তারা কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট নিয়ে আসলেই অনেক গভীর গবেষণা করেন। তারা অনেক বুদ্ধিদীপ্ত থট এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করেন যেগুলায় বলেন বেলস থিওরামের সাথে আইন্সটাইনের রিলেটিভিটি থিওরির অনেক সাংঘর্ষিকতা আছে। এটা নিয়ে জন বেল নিজেও চিন্তা করেছেন যে কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট রিলেটিভিটি তত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে দুই পদার্থবিজ্ঞানের পিলার সংঘর্ষে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে রিলেটিভিটির সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, যদি তা না হয় তবে সেটা বিরাট খবর। তো বার্কলে ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স গ্রুপটি অনেক সুচতুর থট এক্সপেরিমেন্ট কে ব্যবহার করে মডার্ন ফিজিক্সের বিভিন্ন দুর্বল জয়েন্ট গুলোকে খুজে বের করতে শুরু করে। তারা আরো কিছু পদার্থবিদদের এ

ব্যপারে সাড়া নেয়ার চেষ্টা করে। এরপরই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক পদার্থবিজ্ঞানীরা সাড়া দিতে শুরু করেন, তারা এমন সব থিওরির পরিচয় ঘটান যা হাইজেনবার্গ, জন বেল কেউই জানতো না। যেমন, আজকের বিখ্যাত নো ক্লোনিং থিওরাম।কোয়ান্টাম ফিজিক্সের খুবই গভীর মৌলিক ফ্যাক্ট যেটা আগে কারও জানা ছিল না। এই তত্ত্বটি এসেছে ওইসব বার্কলে ফান্ডামেন্টাল ফিজিক গ্রুপের চিন্তাসমূহের ফলস্বরূপ। আজকের কোয়ান্টাম এনক্রিপশনের জন্য কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গল্মেন্ট ও নো ক্লোনিং থিওরাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এরই মাধ্যমে আমরা এনক্রিপ্টেড কোয়ান্টাম সিস্টেম পেয়েছি।তো আপনি যদি সকল প্যাকেজগুলো একত্রিত করেন, আপনি দেখতে পাবেন, ওই বার্কলে ফিজিসিস্টরা অনেক ভুলও করেছে, ভুল আমরাও করি কিন্তু তাদের ভুলগুলো ছিল অত্যন্ত প্রোডাক্টিভ। তারা খুবই ডিসিপ্লিন্ড এবং তাদের থট এক্সপেরিমেন্ট গুলোও খুবই ক্রিয়েটিভ। তো এভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও তাদের তত্ত্ব নিয়ে অনেক সাংঘর্ষিকতা চলতে থাকে, বিশেষ করে সানফ্রান্সিসকোর হিপ্পি কমিউনিটির সাথে। হিপিরাও অনেক প্রশিক্ষিত বিদ্বান ছিল কিন্তু তাদের আইডিয়া গুলোও অনেক বেশি অদ্ভুতুড়ে ছিল, তাদের চিন্তাধারা ছিল মেইনস্ট্রিম থেকে অনেক ভিন্ন। সমন্বিত ভাবে তারা অনেক প্রোডাক্টিভ মিস্টেইক্স করেন। তারা ভুল অনেক বেশি করলেও সেগুলো খুবই প্রোডাক্টিভ ছিল।তাদের এই ভুল গুলোর কারনেই আমরা আজ এমন জিনিস পাচ্ছি যা আগের কেউ জানতো না।"[২৬]

কলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভিক্টর এন ম্যান্সফিল্ড বৌদ্ধধর্মের সাথে Jungian মনোবিজ্ঞানের সাথে তাঁর নিজস্ব সংযুক্ত পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলি কাগজপত্র এবং বই লিখেছিলেন,তিনি 'দ্য তাও অব দ্য ফিজিক্স' এর প্রশংসা করে 'ফিজিক্স টুডে' তে ১৯৭৫ সালে লিখেছেনঃ**"ফ্রিতজফ ক্যাপ্রা, দ্যা তাও অব ফিজিক্সে... আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুদ্ধ-কৃষ্ণের মিস্টিক্যাল[অকাল্ট] দর্শনগুলির সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। যেখানে অন্যরা এই আপাতদৃষ্টিতে এই ওয়ার্ল্ডভিউ গুলোকে একত্রিত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন, ক্যাপ্রাকে (বলতেই হয়) একজন উচ্চশক্তির তাত্ত্বিক,(তিনি) প্রশংসিতভাবে সফল হয়েছে। আমি দৃঢ়তার সাথে সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞানী উভয় শ্রেণীকেই বইটি পাঠের পরামর্শ দিচ্ছি। "**

এভাবেই কোয়ান্টাম রিভাইভাল তথা বেদান্তবাদের বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলীয় অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ বা যাদুশাস্ত্রভিত্তিক বিশ্বদর্শন/বিশ্বাসব্যবস্থা বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে বেদান্তমেকানিক্স বললে অবিচার হবে না। জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী Peter Hans Dhurr বলেন,**"যখন আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর কোন লেকচার দেই, আমি অনুভব করি যেন আমি বেদান্তশাস্ত্র নিয়ে কথা বলছি।" তিনি নিজেও বেদান্তবাদি আদিশঙ্করের অনুসারী।** অন্যত্র বলেন,**"আমি পদার্থের উপর গত ৩৫ বছর গবেষণা করেছি, শুধু মাত্র এটা বের করার জন্য যে এর আদৌ অস্তিত্ব নেই! আমি এমন কিছু নিয়ে গবেষণা করেছি যার আদৌ অস্তিত্ব নেই।এটাই বহু আগে উপনিষদে আদি শঙ্কর বলেছিলেনঃতুমি যা-ই দেখ তার কোন অস্তিত্বই নেই।"**
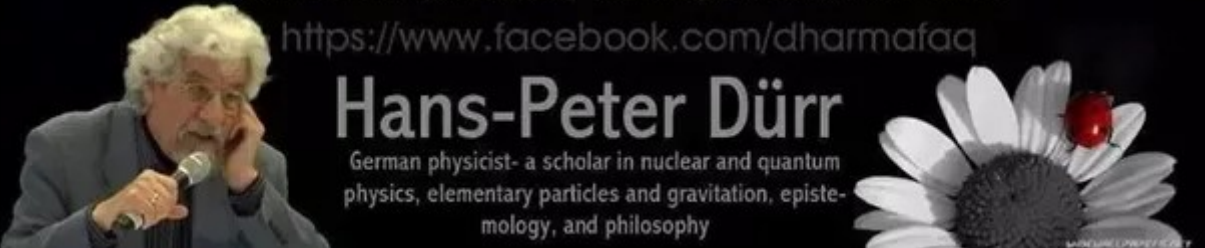
জনাব উল্ফগ্যাং পাওলি আরেকজন নোবেল বিজয়ী কোয়ান্টাম [অপ]বিজ্ঞানী যিনি সর্বস্বীকৃত অকাল্টিস্ট[২৭]। আলকেমি,নিউমেরলজি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিরচণ করেন।বিশ্বাস করতেন পূর্বাঞ্চলীয় বেদান্তবাদে। এর উপর নির্ভর করে তিনি কিছু অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি ছিলেন

Carl Jung and Wolfgang Pauli

অকাল্ট আধ্যাত্মবাদি সাইকোলজিস্ট Carl Jung এর অত্যন্ত কাছের মানুষ। মায়ের আত্মহত্যা, স্ত্রীর ডিভোর্সের জন্য চরম হতাশা আর বিষাদময় জীবন কাটাতেন।তখনই Carl Jung তার পাশে দাড়ালেন। অকাল্টিজমে[যাদুশাস্ত্রে] ডুবে থাকার জন্য তিনিও বিশ্বাস করতেন আমাদের চৈতন্যই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা। তিনি যাদুকরদের এই কুফরি আকিদার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি দিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বলেন,**"নির্বাচন করার স্বাধীনতার সক্ষমতা (কমপক্ষে আংশিকভাবে) এবং যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার উপর মৌলিকভাবে নিয়ন্ত্রণহীন প্রভাবের মাধ্যমে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান পর্যবেক্ষককে তার মাইক্রোকোজমে আরও একবার সৃষ্টির এক ক্ষুদ্র প্রভু হিসাবে পরিণত করেছে। কিন্তু যদি এই ঘটনাগুলি নির্ভর করে যে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে কী সম্ভব নয় যে এগুলোও ঘটনাকারী যা তাদের পর্যবেক্ষণ করে তার উপর নির্ভর করে (অর্থাৎ পর্যবেক্ষকের মানসিকতার প্রকৃতির উপর)? এবং যদি নিউটনের সময় থেকে ডিটারমিনিজমের আদর্শের সন্ধানে থাকা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান[ন্যাচারাল সায়েন্স] অবশেষে প্রাকৃতিক নীতিগুলোর পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যের মূলে "সম্ভবত" পর্যায়ে পৌঁছে যায় ... তবে সেই সমস্ত বৈষম্যের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকা কি উচিত যা শেষ পর্যন্ত সমস্ত অর্থে "পদার্থবিজ্ঞান" এবং "মানসিকতার" এর মধ্যে পার্থক্যকে ছিনতাই করে?"**

তিনি এ কথা কার্ল ইয়াঙ এর নিকট লিখে পাঠান। অনেকে বুঝতে পারেন নি হয়ত, তাই সহজ করে বলি। উল্ফ গ্যাং পাওলি কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এটা পর্যবেক্ষককে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্র প্রভুর[মিনি ত্বাগুত] আসনে বসায়। নিউটনিয়ান মেকানিক্স থেকে শুরু হয় ডিটারমিনিস্টিক ফিজিক্স, এখানে সবকিছুই নির্ধারনযোগ্য মেকানিস্টিক। সহজ কথায় এই পদার্থবিদ্যার ধারা ভাগ্য বলে কিছুকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স সবকিছুকে "সম্ভবত" বা প্রোব্যাবিলিস্টিক করে তোলে। সবকিছুই ননলোকাল যতক্ষন না কোন চৈতন্য পর্যবেক্ষণ করে মনের শক্তির বলে ওয়েভফাংশন কলাপ্স ঘটায়, অর্থাৎ পিউর এনার্জি

ফর্ম থেকে পদার্থে রূপান্তর ঘটায়। মানে এখানে পর্যপবেক্ষকই ঈশ্বরের কাজ করে। পাওলি সাহেব প্রশ্ন তোলেন,কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা বেদান্তমেকানিক্স এসে গেছে, এখনো কি মন ও পদার্থবিদ্যার মধ্যে বিভাজনকারী কোন কিছু থাকা উচিত!? গ্যারি ওয়েইন বলেন, পাওলি কোয়ান্টাম মেকানিক্স ভালভাবে বুঝতে বেদান্তশাস্ত্র আগে পড়তে পরামর্শ দিতেন।[২৯]

In Quest of Brahma

CERN

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
[Large Hadron Collider]

একাধিক রাষ্ট্র মিলে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মাটির ৩০০ ফুট নিচে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পার্টিকেল এক্সিলারেটর নির্মান করেছে।এটা ফ্রান্সের সীমানাতেও প্রবেশ করেছে। এই লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার মূলত জয়েন্ট ইউরোপীয়ান প্রজেক্ট এবং এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও

সম্পৃক্ততা আছে।এটাই পদার্থবিদ্যার গবেষণায় সবচেয়ে বড় ল্যাবরেটরি। এই সার্ন ল্যাবের সামনেই রাখা হয়েছে নটরাজ শিবের বিশাল মূর্তি! এর উদ্দেশ্য কি? [অপ]বিজ্ঞানীরা সেখানে কি করছে? উত্তর হচ্ছে তারা ব্রহ্মচৈতন্যের সন্ধানে একযোগে কাজ করছে। শুনতে অবাক লাগছে? পূর্বাঞ্চলীয় বেদান্ত-ঔপনিষদিক শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বে আছে, ব্রহ্ম হচ্ছে সৃষ্টির

দেবতা,শিব ধ্বংসের এবং বিষ্ণু সংরক্ষক। ব্রহ্মার মায়াকল্পের শেষ লগ্নে নটরাজ শিব ধ্বংস নৃত্য শুরু করে সমস্ত ঐন্দ্রজালিক পদার্থ তথা মহাবিশ্বের[মায়ার] ধ্বংস ঘটায়, সাথে সাথে ব্রহ্ম আবারো মহাবিশ্বের তথা এর সবকিছু পুনরায় সৃষ্টি করতে চলে আসে। বেদান্তবাদী আজকের পদার্থবিজ্ঞানীগন এই ব্রহ্মার সন্ধানে কাজ করছেন। তারা সেই সাবএ্যাটমিক পার্টিকেলের অনুসন্ধান করছেন যা সমস্ত বস্তুকে ধরে আছে। যা সমস্ত বস্তুর মূলে আছে।

এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সেই মহাচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্য! এ লক্ষ্যে তারা প্রোট্রন বা পার্টিকেলকে আলোর গতিতে ছুটিয়ে পরস্পর সংঘর্ষ ঘটিয়ে ধ্বংস করেন। এতে দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রীয় রূপক বর্ননার ব্রহ্মাকে খুজে বেড়ান যা সৃষ্টিক্রিয়ায় আসে। যা নটরাজ শিবের ধ্বংস নৃত্যের দ্বারাই কেবল পাওয়া যায়। এজন্যই শিবের ধ্বংস নৃত্যরত প্রতিকৃতি সার্ন ল্যাবের সামনে সসম্মানে রাখা হয়েছে। ফিজিসিস্টগন জানেন, তারা এখানে শিবের কাজটি করছেন। আমি পূর্বে বহুবার বলেছি, বেদান্তবাদি দর্শনে বিভিন্ন দেবদেবীর বর্ননাগুলো মূলত রূপক। এতে দেবতাদের দ্বারা প্রকৃতির বিভিন্ন

শক্তি, আচরণ ও নীতিকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে। মূল বার্তা হচ্ছে অদ্বৈত অস্তিত্ব[ওয়াহদাতুল

উজুদ] তথা সর্বেশ্বরবাদ। পদার্থবিজ্ঞানী Fritjof Capra বলেন[৩১], **"কয়েকশ বছর আগে, ভারতীয় শিল্পীরা শিবের নৃত্যের দৃশ্যের চিত্রগুলি সারিবদ্ধভাবে ব্রোঞ্জের দ্বারা সুন্দরভাবে তৈরি করেছিলেন। আমাদের সময়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক নৃত্যের প্যাটার্ন চিত্রিত করার জন্য সর্বাধিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। মহাজাগতিক নৃত্যের এই রূপক এভাবে প্রাচীন পুরাণ, ধর্মীয় শিল্প এবং আধুনিক পদার্থবিদ্যাকে এক করে দেয়।"** অন্যত্র বলেন,**"কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব অনুসারে, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের নৃত্য পদার্থের অস্তিত্বের মূলভিত্তি। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এইভাবে প্রকাশ করেছে যে, প্রতিটি সাবএ্যাটমিক কণা কেবল এনার্জিরনৃত্যই করে না, এটি একটি সৃষ্টি ও ধ্বংসের কম্পনশীল নৃত্য করে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্য শিবের নৃত্য হলো সাবএ্যাটমিক পদার্থের নৃত্য, সমস্ত অস্তিত্ব এবং সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মূল ভিত্তি।"**

সুতরাং বুঝতেই পারছেন অপবিজ্ঞানীরা সার্ন ল্যাবে শিবমূর্তির সামনে কিসের অনুসন্ধান করছেন। তারা পদার্থের মূলে যেতে চাইছেন।দেখতে চাইছেন সেই ব্রহ্ম চৈতন্যের অস্তিত্বকে যা মহাবিশ্বের পদার্থের মায়াজাল বুনেছে। এই লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের ভেতরে বেদান্তের রূপক দেবতা নটরাজের ধ্বংস নৃত্য চলে পদার্থের ভিত্তির অন্বেষণে যাকে বলা হয় ঈশ্বর কণা বা হিগস ফিল্ড। ফিজিসিস্ট ফ্রিতজফ অন্যত্র বলেনঃ**"শিবের নৃত্য সমস্ত অস্তিত্বের ভিত্তিমূলের প্রতীকী। একই সাথে শিব আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, পৃথিবীতে এই বহুবিধ রূপগুলি মৌলিক নয়, বরং মায়াজাল এবং চিরপরিবর্তনশীল। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ছন্দটি শুধুমাত্র ঋতুর আর সকল জীবিত বস্তুর জীবন মৃত্যুর পালাবদলেই প্রকাশ হয় বলে দেখায় না, বরং এটা অজৈব পদার্থেরও মর্মার্থ বর্ননা করে।"**

সার্নের বিজ্ঞানীগন শুধুমাত্র বৈদিক শিবমূর্তি স্থাপন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা সেটার উদ্বোধন শুরু করে সার্ন ল্যাবে কর্মকর্তাদের সম্মিলিত শিবের ধ্বংস নৃত্যের অনুকরণে নৃত্যের মাধ্যমে।

২০১৫ সালের মার্চে তারা সার্নের মধ্যে এই শয়তানি নৃত্যকে প্রকাশ করে[নিচের ছবি]। এগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আধুনিক বিজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রেরই নতুনরূপ। অপবিজ্ঞানীগন আন্তরিকভাবে আল্লাহর রাসূল[সাঃ] ভাষ্য অনুযায়ী কুফরের মূল পূর্বাঞ্চলের যাদুশাস্ত্র ও কুফরি দর্শনকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং প্রকাশ্যে কাজ করছে। অথচ আমরা এসবকে গ্রহন করছি বিশুদ্ধ হালাল "বিজ্ঞান" হিসেবে।

যখন পার্টিকেল এক্সিলারেটরে পার্টিকেলকে ছোটানো হয় এবং সংঘর্ষ ঘটিয়ে তথা রূপকার্থে শিবনৃত্যের দ্বারা ব্রহ্মাকে আহবান করা হয়, তখন বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত কিছু দৃশ্য দেখেন। তারা তাতে অসংখ্য মুখাবয়ব আবিষ্কার করে[ডানের ছবি]![৩৩] হয়ত এরা পদার্থের উপর ম্যানিপুলেট করতে গিয়ে মাত্রাভেদ করে শয়তানের জগতে কোনভাবে প্রবেশ করছে[আল্লাহই ভাল জানেন]। অধিকাংশ লোকের ধারনা, সার্নের এই কাজ আমাদের জগত ও উচ্চতর জগতের মাত্রার দুয়ারকে খুলে দেবে। অর্থাৎ শয়তানের দুয়ার খুলে দেবে। আপনারা হয়ত জানেন, নটরাজ শিবের আরেক ইনকারনেশন হচ্ছে 'রুদ্র'[৩৪]। তিব্বতীয় বৌদ্ধরা রুদ্রচক্রী নামের এক মহাশক্তিধর মেসিয়ানিক সত্তার অপেক্ষা করছে যেটা বৌদ্ধদের কালচক্রতন্ত্র অনুযায়ী শেষ অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়ে নূহ,ঈসা,মূসা,সাদাচাদরওয়ালা, মুহাম্মদ এবং মাহদী নামের ব্যক্তিদের অনুসারীদের[ম্লেচ্ছ] বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অনেক বৌদ্ধ লামাদের মতে তিনি সাম্বালা বা আগার্থায় আছেন, হয়ত যমীনের নিচে অথবা অন্যমাত্রায় রাজত্ব করছেন। তিনিই সর্বশেষ কল্কি অবতার! এ নিয়ে আলাদা আর্টিকেলে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। এই মহা শক্তিধর সত্তাকে লামারা ব্রহ্মাত্মা নামেও ডাকে। পোলিশ পর্যটক Ferdynand Ossendowski রাশিয়ান বিপ্লবের সময় দূর প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। তার অভিজ্ঞতার উপর 'Beasts Men and Gods' নামে বই প্রকাশ করেন ১৯২১ সালে। তাতে তিনি পঞ্চম সেকশনের ৪৬-৪৯ চ্যাপ্টারে তিনি তিব্বতের উপত্যকায় থাকাকালে অদ্ভুত উদ্বেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। তাকে সেখানকার বৌদ্ধ লামারা বৌদ্ধধর্মে উল্লিখিত বিশ্বসম্রাট ব্রহ্মাত্মার কাহিনী শোনায়। তারা বলে, অনেক বছর আগে একদল

মানুষসহ এক মহান ব্যক্তি মাটির নিচে হারিয়ে যায়,যারা আর কখনোই ফেরেনি।[পৃঃ৩০২] তাদের রাজ্যে অনেকেই গিয়েছে, এমনকি গৌতমবুদ্ধ নিজেও গিয়েছে। তাদের ওই রাজ্যটার অবস্থান স্পষ্টভাবে কেউই জানেনা। সেখানকার রাজা এক মহাশক্তিধর ব্যক্তি। সেখানে কোন অপরাধ, যুদ্ধ কিছুই নেই। সেটা একটা পার্থিব স্বর্গ। বিজ্ঞান সেখানে কোনরকম ব্যাঘাতহীনভাবে বিকশিত হয়ে চূড়ান্তপর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এখন মাটির নিচের এই স্বর্গরাজ্য মিলিয়ন খানেক মানুষ বাস করে। তাদের রাজাই হচ্ছে এই বিশ্বজগতের রাজা। তিনি এই বিশ্বের সকলের আত্মার ব্যাপারে জানেন।তিনি সেখান থেকেই মাটির উপরের প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষকে পরিচালনা করেন বা তাদের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। তারা তাকে মেনে চলে।

অন্য আরেক লামা বললেন, **"মানুষের জন্ম মৃত্যুর উপরও তার ক্ষমতা রয়েছে। আসমান যমীনের সকল ক্ষমতা আছে।"** এবং **"তার নির্দেশে গাছ,ঘাস এবং ঝোপঝাড় জন্মাতে পারে;বৃদ্ধ অক্ষমরা শক্তসমর্থ যুবকে পরিনত করতে পারেন;মৃতকে জীবিতও করতে পারেন।"[পৃষ্ঠা ৩০৪]** সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যায়, ব্রহ্মাত্মা হচ্ছেন এমন এক খোদায়ী সত্তা যিনি বেহেশতি রাজ্য আগার্থা বা সাম্ভালায় রাজত্ব করেন।

ওসেনডোস্কির বইটি লেখার শেষের দিকে তাকে উচ্চমার্গীয় এক লামা তাকে বলেন, ওই লামার প্যাগোডায় ১৮৯১ সালে এসেছিলেন এবং কিছু ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী করেন।এটা ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক মহাযুদ্ধের সতর্কবানীঃ অর্ধচন্দ্র ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হবে এবং এর অনুসারীরা[মুসলিমদের বোঝানো হচ্ছে] ভিক্ষা এবং অন্তহীন যুদ্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। তাদের দখলদাররা সূর্যের দ্বারা আঘাত হানবে কিন্তু কোন লাভ হবেনা, তারা ২য় বারে আরো কঠিন দুর্ভাগ্যের দিকে যাবে, যেটা শেষ হবে অন্যসব লোকেদের সামনে তাদের অপমানের পাত্র হবার দ্বারা[পৃঃ৩১৩]।যখন ভবিষ্যদ্বানীর কথা গুলো শেষ হবে, **"এরপরে আগার্থার মানুষেরা মাটির নিচের রাজ্য থেকে বেড়িয়ে ভূপৃষ্ঠে চলে আসবে।"[পৃঃ৩১৪]**

বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারী সুফিমিস্টিক জনাব René Jean-Marie-Joseph Guénon তার বই-Lord of the World 'এ ব্রহ্মাত্মাকে কুতুব শব্দে উল্লেখ করেছেন। এবং উনিশ ও বিংশ

শতকের অকাল্টিজমের সকল শিক্ষার উৎস হিসেবে সাম্ভালা/আগার্থাকে উল্লেখ করেন এবং সেখানে থাকা বিশ্বরাজাকে সমস্ত অকাল্ট শিক্ষার হায়ারার্কি চক্রের প্রধান বলে উল্লেখ করেন[পৃঃ২৩]। এই রাজার শিক্ষার যে উচ্চতম সার্কেল আছে সেটা পাশ্চাত্যের অকাল্টিজম যেমন,হার্মেটিক অর্ডার অব গোল্ডেন ডনের প্রধান, থিওসফিক্যাল সোসাইটির মহাত্মা এবং সুফিবাদের Aqtab এর সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও যোগাযোগ রাখে।[৩৫]

মুসলিমদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে যাবে, অনেক অলৌকিক ক্ষমতার মালিক হিসেবে বলা এই ব্রহ্মাত্মা বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে মনে করছেন? তার মানে, যদি সকল অকাল্ট মিস্ট্রি স্কুল গুলোর হায়ারার্কিতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রধান দাজ্জাল হয়[বস্তুত তা-ই] তাহলে গ্রেসিয়ান ও বৈদিক অকাল্ট ট্রেডিশন এবং এর উপর গজানো পদার্থবিজ্ঞান মূলত কার শিক্ষা!? কার কাছ থেকে আসছে! দাজ্জালের!!!?

এ কারনেই সার্ন ল্যাবের সামনে রুদ্র তথা নটরাজ শিবমূর্তি। যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানীদের জেনেভায় এসব কার্যের সাথে শয়তান ও দাজ্জালের সুস্পষ্ট সম্পর্ককে ঠাহর করা যায়,সেহেতু এই পার্টিকেল এক্সিলারেটর দ্বারা জ্যাক পার্সন্সের 'ব্যবিলন ওয়ার্কিং' এর ন্যায় কোন ধরনের ডিমেনশনাল রিফট বা ইন্টারডিমেনশনাল পোর্টাল তৈরির আশংকাকে একদম উড়িয়ে দেয়া যায়না। সম্ভবত এন্টিম্যাটারসহ বিভিন্ন পার্টিকেল নিয়ে কাজ করা, মিনি বিগব্যাং তৈরির চেষ্টার খবর শুনে অনেক ম্যাটেরিয়ালিস্ট পদার্থবিজ্ঞানীরা সার্নের কার্যক্রমের সমালোচনা করে। স্টিফেন হকিং নিজের নাস্তিকতার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, **"এটা নরকের দুয়ার খুলে দেবে"**। অন্যত্র বলেন, **"এটা প্যান্ডোরার বক্স খুলে দেবে,একবার যদি আপনি**
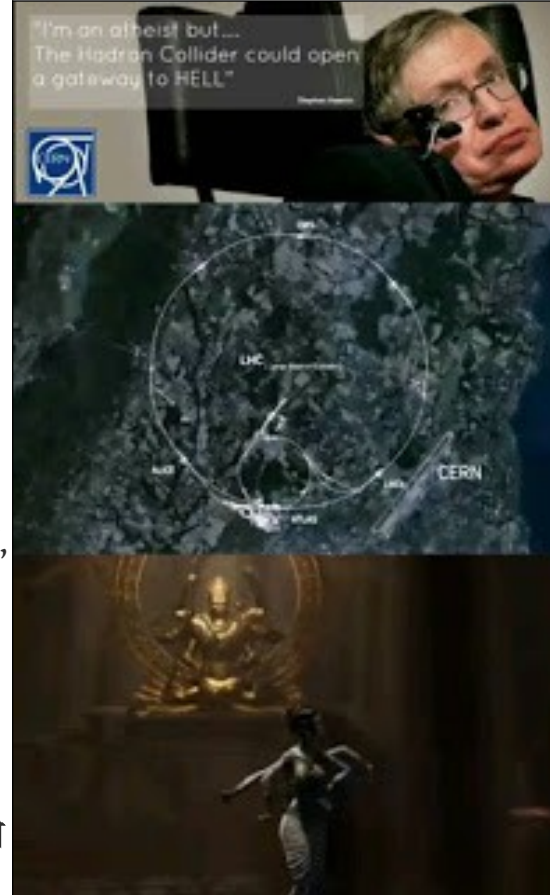
খুলে দেন এটা থেকে যা আসবে তা আর ফেরত পাঠাতে পারবেন না"[৩২]। সার্নের গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক কম্পিউটিং শাখার ডিতেক্টর Sergio Bertolucci এক ব্রিফিংয়ে রিপোর্টারদের বলেন,**"এই দরজার বাহির থেকে হয়ত কিছু আসবে,অথবা আমরা কোনকিছুকে এর মধ্য দিয়ে পাঠাতে পারব।"**

অকাল্ট থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেতানেত্রীগন বলতেন বিশ্বশিক্ষক বা ওয়ার্ল্ড টিচার আমাদের জগতের মাত্রায় দেহধারন করেছেন বা দেহের অবয়বে রূপান্তরিত হয়েছেন। যদি দাজ্জাল নিজেকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মচৈতন্য বা ব্রহ্মের আত্মার দৈহিক কাঠামোগত রূপ ধারন করার দাবি করে অর্থাৎ নিজেকে প্রভু বলে দাবি করে, তার রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে একজনও সার্নের বা কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টও থাকবে!?

চলুন, এবার সার্নের পদার্থবিজ্ঞানীদের অবস্থা দেখা যাক। তাদের আকিদা ধীরে ধীরে আধ্যাত্মবাদে আরো বেশি শক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ কুফরের পথে অটলতা বাড়ছে। এদের কেউ সব ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছে মহাঋষি মহেশযোগীর ধ্যানকক্ষে। এমনই একজন পদার্থবিজ্ঞানী জন স্যামুয়েল হাগেলিন। তিনি সার্নে পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চে নিয়োজিত ছিলেন। গবেষণার বছরখানেক পর হঠাৎ করে সবছেড়ে আত্মার সিদ্ধির সন্ধানে ধ্যানচর্চা শুরু করেন।হয়ে যান একজন অদ্বৈত বেদান্তবাদী সাধক।হয়ে যান আমেরিকান ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশনের[টিএম] প্রধানগুরু।এরপর মহাঋষি মহেশযোগী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা অধ্যাপনা শুরু করেন। জন হাগেলিন অন্য সবার মতই ব্রহ্মচৈতন্যে বিশ্বাসী। তিনি বিজ্ঞানে মহাচৈতন্যকে নিয়ে আলাদাভাবে কাজ শুরু করেন।প্রতিষ্ঠা করেন সুপারস্ট্রিং থিওরি। তিনি মহাচৈতন্যবাদ দ্বারা ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কাজ করেন।
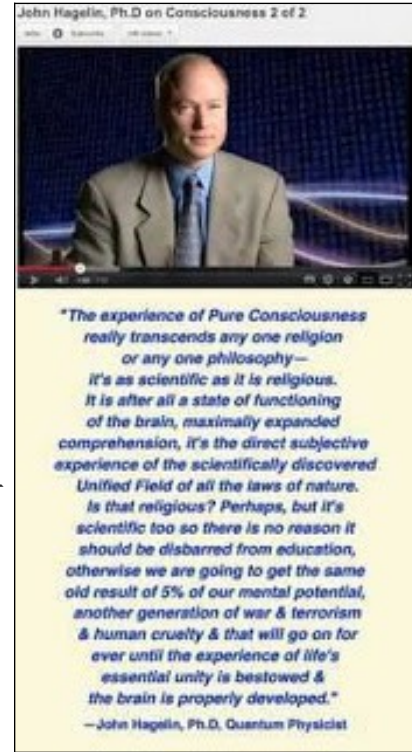
সর্বচৈতন্যবাদি এই পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন চেতনাই বস্তু জগতের মূলে রয়েছে। সবকিছুই চেতনার এক মহাসমুদ্র। তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দ্বারা রিয়ালিটির বর্ননায় বলেনঃ**"আমি**

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছি এবং সার্ন ল্যাবে কাজ করেছি।কোয়ান্টাম মেকানিক্স হচ্ছে ইনফরমেশনের খেলা ও প্রদর্শনী, সম্ভাব্য তথ্যের খেলা ও প্রদর্শনী। ইনফরমেশনের ওয়েভ। সম্ভাব্য ইলেক্ট্রনের তরঙ্গ। এ জগতটি শুধু ইলেক্টনের না বরং পটেনশিয়াল ইলেক্টনের। আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে কিসের সম্ভাব্য তরঙ্গ? এটা কি সমুদ্রের ঢেউ? জ্বিনা। এটা মহাজাগতিক সমুদ্র, বিশুদ্ধ সম্ভাব্যতার ঢেউয়ের সমুদ্র। Abstracr pure potential existence এর সমুদ্র, একে আমরা বলি ইউনিফাইড ফিল্ড বা সুপারস্ট্রিং ফিল্ড, আর এর দ্বারাই আমরা তৈরি। ফিজিক্স জানতে চেষ্টা করে বিশ্বজগতের মৌলিক কাঠামো, বিল্ডিং ব্লক্সকে যার দ্বারা সব কিছু নির্মিত। বুঝতে চেষ্টা করে এই জীবন এবং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের গোড়াকে। জীবন ও মহাবিশ্ব যেন আপনার আঙ্গুলের ফাঁকা থেকে বেরিয়ে যায়।এবং আপনি আসতে থাকেন ক্রমশ বিমূর্ত অবস্থায় এবং একপর্যায়ে pure abstraction এর মধ্যে। এটাই ইউনিফাইড ফিল্ড। পিওর এ্যাবস্ট্রাক্ট পটেনশিয়াল এক্সিস্টেন্স। বিশুদ্ধ বিমূর্ত সত্তা। বিশুদ্ধ আত্মসচেতন (অনন্ত) সম্ভাবনাময় মহাচৈতন্য। যেটা কম্পনশীল তরঙ্গের দ্বারা জাগরিত হয় এবং গঠন করে সমস্ত পদার্থ এবং সমগ্র মহাবিশ্বকে।"

তিনি বিশ্বাস করতেন অদ্বৈত অস্তিত্ব বা Monism/pantheistic panpsychism'এ যেটাকে আরবিতে বলা হয় ওয়াহাতুল উজুদ।আজকের পদার্থবিজ্ঞান এই বেদান্তবাদী প্রাচীন অদ্বৈত অস্তিত্বে অস্তিত্বের কুফরি বিশ্বাসের দিকেই হাতছানি দিয়ে ডাকে।এই সার্নের পদার্থবিদ মানুষকে মনচৈতন্য ব্যবহার করে কিভাবে বস্তুজগতে প্রভাব ফেলা যায় সেটার শিক্ষা দেয়। কেন স্বাভাবিক চেতনা দ্বারা আমরা বস্তুজগতে প্রভাব ফেলতে পারিনা সেটাও বলেন। হাগেলিন বলেনঃ **"ইউনিভার্স যেমন বিভিন্ন স্তরে স্তরে সাজানো ঠিক একইভাবে মনেরও একই ভাবে বিভিন্ন স্তরের কাঠামো আছে। একদম অগভীর থেকে গভীর পর্যন্ত। আমরা যদি মনকে খুবই অগভীরভাবে ব্যবহার করি সাধারন চিন্তা দ্বারা। আমরা খুব সামান্য ক্ষমতাই দেখব যেটা হাতের সাহায্য ছাড়া টেবিলের বালুকণাকেও নড়ানোর জন্য যথেষ্ট না। এতটাই দুর্বল হতে পারে চেতনা। কিন্তু অন্যদিকে চেতনার সবচেয়ে গভীরতম ধাপ গোটা মহাবিশ্বকে তৈরি করে। আক্ষরিকভাবে আমরা বিভিন্ন জগতে বাস করি।যেমন ম্যাক্রোস্কপিক জগত যেটা আমাদের সত্তার জগত এবং অন্যদিকে মাইক্রোস্কপিক জগত যেটা আমাদের এটম ও নিইক্লিয়াইর জগত। দুটোই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত যাদের নিজস্ব ভাষা ও গণিত রয়েছে।একদিকে আমি আমার এ্যাটম অন্যদিকে আমি আমার দেহসত্তা, আমার ম্যাক্রোস্কপিক শারীরিক কাঠামো। এগুলো সবই সত্য। সত্যের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। বিজ্ঞান ও দর্শন যে সর্ব গভীরতম সত্যের ব্যপারটি প্রকাশ করেছে সেটা হচ্ছে মৌলিক একত্বের সত্য (ননডুয়ালিটিঃএকক অস্তিত্ব/ওয়াহদাতুল উজুদ)।**

সবচেয়ে গভীর সাবনিউক্লিয়ার পর্যায়ের বাস্তবতা হচ্ছে আমি এবং আপনি(অস্তিত্বগতভাবে) একদমই 'এক'।"

অর্থাৎ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আজ বেদান্তশাস্ত্রের অনুসরনে অদ্বৈত অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই [অপ]বিজ্ঞানীও অন্য সকল বৈদিক যাদুশাস্ত্রের অনুসারীদের অনুরূপ বলেন, আমরাই এই সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা। সমগ্র অস্তিত্ব ভিত্তিগতভাবে একক এবং বস্তু অবস্তু এমনকি শূন্যস্থানেও চেতনা বিদ্যমান। সবকিছু মিলে এই ব্রহ্মাণ্ড এক বুদ্ধিপ্রদীপ্ত সচেতন সত্তা। সবকিছুই এর সহযোগী স্রষ্টা।তিনি বলেন,**"কোয়ান্টাম ফিজিক্স এবং মলিকিউলার বায়োলজি উভয় ডিসিপ্লিনই আজ বলে যে আমরাই আমাদের বাস্তব জগতের সৃষ্টিকর্তা।সর্বশেষে আমরা দেখি চৈতন্যের ফিজিক্সটা কিরূপ? আমরা প্রশ্নটা আজ করতে পারি। চেতনা কি জিনিস।এটা কোথায় থেকে আসে, এর উৎস কি। মানুষের সক্ষমতার সীমানা কি? আমরা আজ এই প্রশ্নোত্তরের জন্য প্রস্তুত। আজকের cutting Edge বিদ্যার প্রভাবে তৈরি ইউনিফাইড ফিল্ডের জ্ঞানের দ্বারা আমরা আজ জানি যে জীবনের অস্তিত্ব মৌলিকভাবে একক। এই একত্বের মূলে মন ও পদার্থের মূলে আছে চৈতন্য। মহাজাগতিক চৈতন্য। তো এই গভীর উপলব্ধিতে বলা যায় যে চেতনা মস্তিষ্কের সৃষ্টি নয়। এটা মস্তিষ্কের কোন বায়োকেমিক্যাল প্রসেসে তৈরি নয়, বরং এটা প্রকৃতির মৌলিক জিনিস। এটা প্রকৃতির একদমই শেকড়ের। একে আমরা বলি ইউনিফাইড ফিল্ড।এখন আমাদের চৈতন্যের ভিত্তিগত জ্ঞান আছে। এটা মাইন্ড বডির সমস্ত আর্গুমেন্ট এর সমাধান করে। বিগত শতাব্দী ধরে পদার্থবিদ্যা প্রকৃতির ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করেছে, চেষ্টা করেছে প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গভীরতম ভিত্তিমূলে যেতে যেখানে আছে একক মহাজাগতিক সার্বজনীন বুদ্ধিদীপ্ত অস্তিত্বের একক ফিল্ড। এই ফিল্ডটি গ্রাভিটি, ইলেক্ট্রম্যাগনেটিজম,লাইট, রেডিওএ্যাক্টিভিটি, নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুকে একীভূত করে। সবধরনের ফোর্স এবং প্রকৃতির সবধরনের পার্টিকেল যেমনঃ কোয়ার্ক,নিউট্রন,প্রোট্রন সবকিছুকে একীভূত করে। এবং সবকিছুকে এককভাবে বোঝা যায়। এরা সবাই একক অস্তিত্বের সমুদ্রের(ওয়াহদাতুল উজুদ) ভিন্ন ভিন্ন ঢেউ, যাকে বলা হয় ইউনিফাইড ফিল্ড বা সুপারস্ট্রিং ফিল্ড। এই ফিল্ড হচ্ছে ননম্যাটেরিয়াল(অবস্তুগত) ফিল্ড। এটা আলটিমেটলি চৈতন্যের সমুদ্র। আমার আপনার সকলের চেতনার উৎস ওই একক চেতনা। মহাবিশ্বের সবকিছুই ওই চেতনা ছাড়া আর কিছু নয়।"**[৩৬]

সর্বচৈতন্যবাদি এই পদার্থবিদ বৈদিক-উপনিষেদিক শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করেও ব্রহ্মচৈতন্যের উপর অনেক লেকচার দিয়েছেন[৩৭]। এই হচ্ছে শিবমূর্তি স্থাপিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমানবিক গবেষণা কেন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞানীদের অবস্থা।সার্নে কাজ করতেন জন স্টুয়ার্ট বেল, যিনি বেলস থিওরামের দ্বারা ননলোক্যালিটি প্রমানের দ্বারা কোয়ান্টাম বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেন। তার এ অবদানেরর দরুন বিজ্ঞান ম্যাটেরিয়ালিজম ছেড়ে প্লেটনিক আইডিয়ালিজমের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। পদার্থবিজ্ঞান ফিরে গেছে প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো পিথাগোরাসদের কাছে, যারা বাবেল শহরের ইহুদিদের থেকে যাদুশাস্ত্র কাব্বালার জ্ঞান নিয়ে ফিরে নিজেদের ভাষায় প্রচার করতেন। অর্থাৎ আজকের পদার্থবিজ্ঞান মূলত ফিরে গেছে বাবেল শহরে।একদিকে সার্ন ল্যাবের সামনে নটরাজ শিব, অন্যদিকে সার্নের অদূরেই ইতালির সীমান্তের দিকে হঠাৎ করে নির্মাণ করা হলো বাবেল সম্রাট নমরুদের পালমিরা ফটক। দায়েশ যখন ইরাকের বাবেল শহরের বা'আল মন্দিরের পালমিরা উড়িয়ে দিল,এর পরেই এর নির্মাণ। ইতালির দেবতা অ্যাপোলো পূজার স্থানটিতেই নমরূদের পালমিরা আর্চ নির্মাণ করা হয়। শুধুমাত্র ইতালিতেই নয়, লন্ডন ও নিউইয়র্কেও করা হয়। এগুলো উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে অনেক রিচুয়াল করা হয়। এই নির্মাণ প্রদর্শনীর পাশেই বাবেল সম্রাট নমরূদের প্রতিকৃতি এবং পোস্টারে লেখা **"ধ্বংসের পর আবারও নমরুদের পালমিরার জেগে ওঠা।"**[ছবি ডানদিকে] এখানে নমরুদ ও বা'আল দেবতার সম্পর্ক হতে পারে, নমরুদের মৃত্যুর পর তাকে বা'আল দেবতা নামে পূজা করা হতো।
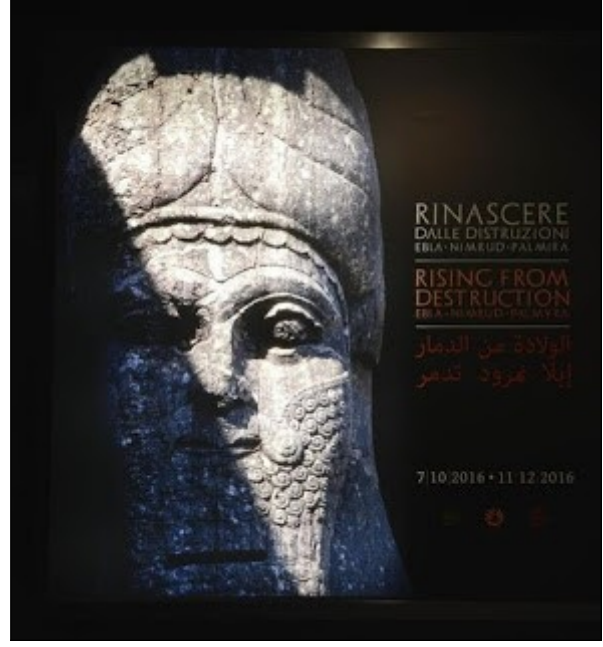
নমরুদের এই বাবেল শহরই যাদুশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রাচীন মহাবিদ্যালয়। এখান থেকেই সবদিকে যাদুবিদ্যা এবং যাদুশাস্ত্রের প্রসার ঘটে। সত্যিকারের সিহরে যাদুকররা মন বা চেতনাকে ব্যবহার করে বা করা শেখায়। জ্বীনের দ্বারা কারও ক্ষতি সিহরের সংজ্ঞার মধ্যে পড়েনা। জ্বীন-শয়তানদেরকে যাদুকররা গাইড হিসেবে ব্যবহার করে। সিহর বা যাদু হচ্ছে একটা [বি]জ্ঞান, একটা বিদ্যা যার দ্বারা প্রাকৃতিক বা মানসিক পরিবর্তন ঘটানো হয়। একাজে মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় মানুষের মনকে, মনের ইচ্ছা-অভিপ্রায়[ইন্টেনশন] বা

চেতনাকে। এটাই হার্মেটিক-কাব্বালিস্টিক অকাল্টের ম্যাজিক্যাল ইনিসিয়েশান[৪০][৫৮]। পাশ্চাত্যের যাদুবিদ্যার ট্রেডিশানে সিজিল, ক্যায়স/ সিম্প্যাথেটিক ম্যাজিক পুরোটাই ইন্টেনশান নির্ভর,এতে তেমন কোন রিচুয়াল পালন কিংবা শয়তান কিংবা যাদুকরদের ভাষায় দেবতার ভক্তি করা হয়না[৪১]। যাদুকর উইচরা মনে করে এই বিদ্যা এক প্রকার আর্ট, এক ধরনের ক্র্যাফট যার দ্বারা কোন কিছু অর্জন করা যায়। এরা বাস্তবজগত বা রিয়ালিটির ব্যপারে একজন পদার্থবিদের অনুরূপ ধারনা রাখে। তাদের কাছে উইচক্র্যাফট স্রেফ reality manipulation। যাদুবিদ্যার এই মাত্রারচর্চাকে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা অনেকটা এরকম যে, আল্লাহর উপর ভরসা না করে, নিজেকে রবের আসনে বসিয়ে প্রকৃতির গুপ্ত নীতিগুলোকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল। যাদুকরদের ইন্টেনশান সৃষ্টিকর্তা ভাল করেই জানেন, সে অনুযায়ী তাদেরকে ফলাফল প্রদান করেন কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভরসায় অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাস করে নিজেকে রবের আসনে বসানোর দরুন,এটা কুফর। এজন্য যাদুবিদ্যায় শয়তানের অর্চনা কিংবা পবিত্র গ্রন্থের অবমাননা না করলেও কুফরি।আধুনিক মুসলিমদের অধিকাংশই যাদুর ওই চৈতন্যঘটিত সুপারন্যাচারাল বিষয়টিকে অস্বীকার করে মু'তাযিলাদের অনুরূপ,এরা যাদু বলতে বোঝে শুধু শয়তানের পূজা করে শয়তানজ্বীন দ্বারা কোন কার্যহাসিল। কালো যাদু মানে তাবিজ কবচ লিখে জ্বীন দ্বারা চালান, এরপরে জ্বীনের উপদ্রব। তাদের দৃষ্টিতে এটা এজন্যই কুফরি যে, শয়তানের সন্তুষ্টির জন্য অর্চনা কিংবা পবিত্র জিনিসের অবমাননা করা হয়, অথচ এ রিচুয়াল কাল্টগুলো মূল সিহরের সংজ্ঞাতেই পড়েনা,এই চিন্তাধারা বিশুদ্ধ আকিদার দাবিদারদের থেকে শুরু করে সিহরের রুকইয়্যাহকারীদের[চিকিৎসক] মধ্যে পর্যন্ত বিদ্যমান; যার জন্য এরা যাদুকে আলাদা কোন বিদ্যা হিসেবে দেখে না,যার দরুন কোয়ান্টাম মেকানিক্সসহ পদার্থবিজ্ঞান যদি কাব্বালা কিংবা জ্যোতিষবিদ্যার শিক্ষাকে প্রচার করে, এরা সেটাকে যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত মনে করেনা বরং মনে করে বিশুদ্ধ - নিষ্কলুষ হালাল বিদ্যা। যাইহোক, আধুনিক [অপ]বিজ্ঞান আজ চৈতন্যনির্ভর যাদুবিদ্যার এই শাখাটিকেই শেখায়। কোয়ান্টাম মেকানিক্স রিয়ালিটির ব্যপারে যাদুশাস্ত্র(বৈদিক ও কাব্বালিস্টিক) নির্ভর মেকানিক্সের শিক্ষা দেয়, একটা কুফরি অদ্বৈত সর্বচৈতন্যবাদি মেটাফিজিক্সকে দ্বার করায়। এরপরে ডেভিড বোহম, হুইলার, রজার পেনরোজ, স্টুয়ার্ট হ্যামারফসহ আরো অনেকে প্রমাণ করে যে আমাদের মস্তিষ্ক কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর যাদুকরি তত্ত্ব মেনেই কাজ করে। এর দ্বারা বোঝায় আমরাই এই রিয়ালিটির স্রষ্টা। অতঃপর আধুনিক বিজ্ঞানীগন সরাসরি এটা বলেন। শুধু তাই না, তারা আজ ভাগ্য পরিবর্তন ও সুখী জীবন গঠনের জন্য আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতাদানে [অপ]বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রাচীন সিহর[যাদু] অবলম্বনের শিক্ষা দেয়[কোয়ান্টাম সর্সারি(৫৮)]। আহবান করে কুফরের পানে। প্রথম অবস্থায় শুধুমাত্র আকিদাগত কুফরের দিকে আহব্বান করেছে। এমন

আকিদাকে বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে, এমন আকিদা বা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বিচিত্র তত্ত্ব তৈরি করছে যার অরিজিন্স[উৎস] প্রাচীন মিশর-বাবেল-ভারত ও গ্রীসের যাদুকরগন।

মহাকাশ সংস্থা নাসার পদার্থবিজ্ঞানী টম ক্যাম্পবেল অপর এক ব্রহ্মচৈতন্যবাদি পদার্থবিদ। তিনি মহাচৈতন্যের প্রচারে অনেক স্পষ্ট। অজস্র ভিডিও ইন্টারভিউ, প্রেজেন্টেশনে তার অদ্বৈত বেদান্তবাদি আদর্শকে প্রচার করেন।তার দৃষ্টিতে ঈশ্বর প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান মিশরীয় জ্যোতিষী যাদুকরদের অনুরূপ। তিনি খোলখুলিভাবে সর্বেশ্বরবাদের কথা বলতে গিয়ে বৈদিক মহাচৈতন্যকেই ঈশ্বর হিসেবে অভিহিত করেন। সমস্ত সৃষ্টির বস্তুই কো-ক্রিয়েটরস। সবাই মিলে (কালেক্টিভলি) একক অস্তিত্ব। সকলেই ঈশ্বর।[৩৮] তিনি বলেন, **"চৈতন্য(consciousness) হচ্ছে একধরনের ইনফরমেশন(তথ্য), একধরনের ইনফরমেশন ফিল্ড। একরকমের ডেটা। চেতনা হচ্ছে একমাত্র ফান্ডামেন্টাল,অন্য যাই আছে তা এর থেকে উদ্ভূত। আমাদের বাস্তব জগত, শরীর মস্তিষ্ক যা-ই আছে সবই চেতনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং চেতনা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রিয়ালিটি।যদি বলা হয় এই সমগ্র জগৎ কি ঈশ্বরের সৃষ্টি(?),যদি ঈশ্বর বৃহত্তর মহাচৈতন্য হয় তবে, হ্যা সবকিছুই বৃহত্তর চেতনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আরোপ করা হলে সবকিছুই যথার্থ হয়।"**

তিনি মহাচৈতন্যেবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ইনফরমেশন রিয়েলিজমের[২৮] পক্ষে বলেন। তাছাড়া সরাসরি মনের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়(ইন্টেনশান) ব্যবহার করে কার্যসিদ্ধির উপায় বাতলে দেন। কোয়ান্টামতত্ত্ব বা বেদান্তমেকানিক্স ব্যবহার করে রিয়ালিটি ম্যানিফেস্টের শিক্ষা দেন। অর্থাৎ সিহরের শিক্ষা দেন![৩৯] সুতরাং এসমস্ত বিজ্ঞানীদের যদি বিজ্ঞানের মুখোশের আড়ালে থাকা যাদুকর বলা হয়, কিছু মাত্র অবিচার হবে না।

পুরো মহাবিশ্বকে জীবন্ত সচেতন সত্তা হিসেবে ধরার প্রবণতা বায়োসেন্ট্রিজম নামের আরেক নব্য তত্ত্বের সাথে মেলে। তবে সর্বচৈতন্যবাদ[প্যানসাইকিজম] খাটি প্যাগান বিশ্বাস ব্যবস্থা। এটাকে সায়েন্টিফিক মর্যাদাদানের দ্বারা আজ কোয়ান্টাম মেকানিক্স আধ্যাত্মিক পথের এক পাথেয় হিসেবে অকাল্টিস্টদের পাশাপাশি সরাসরি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি,গবেষণা

প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যন্ত প্রচার শুরু করেছে।[২২] অকাল্ট রাইটার mitch horowitz বিগথিংক'এ দেয়া এক প্রশ্নোত্তরে বলেন,**"এজ অব এনলাইটমেন্টের সময়টাতে অনেক লোক এস্ট্রলজি, আলকেমি, ভবিষ্যদ্বাণীসহ অনেক কিছু প্রাক্টিস করা শুরু করে। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বত্র আলো ছড়াতে থাকে, মানুষ নিউটনিয়ান মেকানিক্সেও সেই সাথে খুবুই আগ্রহী হয়। আপনারা এটা জেনে কিছু মনে করবেন না যে নিউটন নিজেও আলকেমি চর্চা করত। কিন্তু এরপরেই হঠাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক অকাল্টিজমকে একেবারে বাদ দিলো সকল কোর্স ও ইউনিভার্সিটির বিষয় থেকে। আপনি যদি সামনের দিকে এগিয়ে বিংশ শতকের দিকে পিছনের ৮০ বছরে ফিরে যান এবং আজ পর্যন্ত দেখেন, আপনি দেখবেন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিভিন্ন পরীক্ষণগুলো জনমনে বিচিত্র ধর্মীয় রহস্যবাদী[সেই প্রাচীন] চিন্তাকে আবারো জাগ্রত করছে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের পরীক্ষনগুলোয় বিগত আশি বছরে যে অদ্ভুত বিষয় গুলো দেখা যাচ্ছে সেসবকে বাদ দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়া সত্যিই অসম্ভব যেমনঃ এ্যাটোমিক স্কেলে বিজ্ঞানীগন দেখছেন পার্টিকেলগুলো পর্যবেক্ষনের আগে দেখা যায় না।এটা সব ধরনের অসাধারন বিষয়কে সত্যায়ন করছে। বিজ্ঞানীগন এখন এ ব্যপারে উদ্বিগ্ন যে, নিউএজার(নিউএজ অকাল্ট স্পিরিচুয়ালিস্ট) বা আমার মত [অকাল্ট রাইটার] লোকেদের এই [বৈজ্ঞানিক]বিষয়গুলো [নিজেদের বলে] দখল না করতে শুরু করে। যেন এটা না বলা শুরু করে যে 'আহাঃ দেখো! রেনেসাঁ যুগের অকাল্টিস্টরা যা নিয়ে আগ্রহী ছিল তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে।'কারন কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টগন নিজেরাও এ বিষয় গুলো বুঝতে পারছেন না। এটা এ যুগের চ্যালেঞ্জ, এ যুগের রহস্য!"**[৪২]

এবার চলুন যাদুশাস্ত্রের অনুসারী রহস্যবাদী লেখক, সাধক ও ঋষিদের(mystic) কাছে। এরা তাদের অনুসৃত অকাল্ট শাস্ত্রের অনুসারে উল্লিখিত পদার্থবিদদের অনুরূপই সর্বচৈতন্যবাদি এবং তারা চেতনানির্ভর সিহর চর্চার পথে উৎসাহ দেয়। হিন্দু ধর্মগুরু শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর বলেন,**"যখন সাব্জেক্ট ও অব্জেক্ট বাদ দেয়া হয় তখন যেটা থাকে, সেটা হলো কম্পনশীল এনার্জি। আপনি যখন গর্ভে ছিলেন**

Why You Should Be Aware Of Quantum Physics

তখনও কম্পনটাই সর্বপ্রথম ঘটেছিল।জগতের সবকিছুই কম্পমান। আপনি যদি কম্পনকে অনুভব করেন তাহলে আপনি এস্বায়োনিক লেভেলের পিছনের চেতনাকে অনুভব করেছেন। আপনার প্রথম অনুভূতিটাই তরঙ্গ এরপর পারসেপশান। আমাদের শরীরসহ এই মহাবিশ্বটা কম্পনশীল এনার্জি। কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তারা আমাদের কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এটা বলে সব কিছুই ওয়েভফাংশন, অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।সমস্ত সৃষ্টি জগতটি ওয়েভ ফাংশন।"

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ এবং অকাল্ট রাইটার সিন্থিয়া সুই লারসন বলেন,**"এরকম বলা হয় যাদুকরী চিন্তা তেমন কাজের না। কিন্তু আসলে যাদুকরী চিন্তা খুবই শক্তিশালী। কারন কোয়ান্টাম জগতে কল্পনাশক্তিই রাজা। এটাই সবকিছুর মূল। চৈতন্যই আসল। আমরা যখন স্বীকৃতি দেই যে সমস্ত পদার্থ এনার্জি দ্বারা তৈরি এবং সবাই কম্পনশীল। আমাদের মধ্যে একরকমের চিন্তা তৈরি হয় যে এই বাস্তবতা পদার্থগত ভাবে সত্য নয়, যেমনটা আমরা ভাবতে পছন্দ করি।তাই এই প্রকৃতির বাস্তবতা হচ্ছে চৈতন্য, যা নিজের পানে চেয়ে আছে, এটা অনেকটা ফিডব্যাক লুপ। তার মানে আমরা যখন বাহিরে কিছুকে দেখি সেটা মূলত মহাচৈতন্য। এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসলে আমাদেরকে আমাদের বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করছে।"**
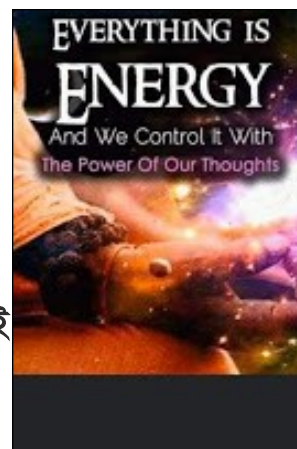
অকাল্ট বা যাদুবিদ্যা শিক্ষার টিভি সিরিজ Wisdom Teaching এর নির্মাতা, পরিচালক ও লেখক জনাব ডেভিড উইলকক বলেন, **"পদার্থ এবং এনার্জি হচ্ছে গভীরতম সহজাত নীতির ফসল।**

যদিও সকল জীবন নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তাকে খুজে পায়, আমরা মূলত মৌলিকভাবে ইউনিফাইড কনসাসনেস শেয়ার করছি যা দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্ট। এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ দেখছি যে এই মহাবিশ্বের উদ্ভূত হয়েছে জ্যামিতিক বীজ থেকে যার কোন স্থানকাল নেই।যেহেতু আমরা সচেতন, চেতনা ওই বীজের মধ্যেও আছে, সেখান থেকেই স্থান কাল উদ্ভূত হচ্ছে । সুতরাং এই 'সব কিছুই এক' দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটির বৈজ্ঞানিক ফাউন্ডেশন রয়েছে। স্পেস, টাইম, ম্যাটার,
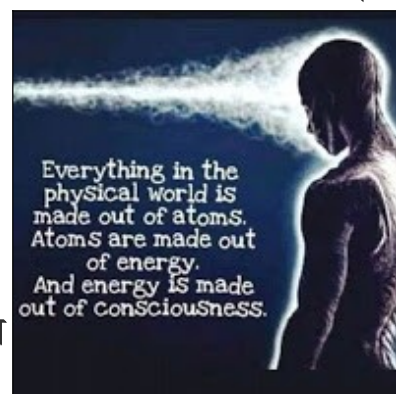
বায়োলজি সবই মহাচৈতন্যের সৃষ্টি।"

নিউএজ প্যাগান অকাল্ট মুভমেন্টের শীর্ষস্থানীয় গুরু দীপক চোপ্রা বলেন, **"আত্মা আপনার শরীরের মধ্যে নেই বরং আপনার শরীরটাই আত্মা এই মহাবিশ্ব আপনার আত্মা।আত্মা হচ্ছে মূল চৈতন্য যা স্পেস টাইমের বাইরে রয়েছে। আপনি শরীরে মস্তিষ্কে আত্মাকে খুজে বেড়াচ্ছেন কিন্তু খুজে পাচ্ছেন না, কারন সেটা সেখানে নেই। কোন কিছুই আপনার চেতনার বাহিরে নয়।আপনার আত্মাই হচ্ছে কালেক্টিভ আত্মা অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্স বা ইউনিভার্সাল আত্মার অংশ যাকে আমরা ঈশ্বর বলি। চৈতন্য হচ্ছে সর্বময় ছাপিয়ে থাকা অস্তিত্ব সমগ্র স্থান কালের মূল। এটা সৃষ্টিকারী ও সম্পর্কযুক্ততার ফিল্ড, এটা ইন্টেনশনের ফিল্ড।"**[৫৯]

Beyond belief টিভি সিরিজে যাদুশাস্ত্রের অনুসারী amelia kimkedi বলেন , **"আমরা বলি মহাজাগতিক মহাচৈতন্যের কথা, আমি বলি প্রত্যেক জীবিত বস্তুর মধ্যেই ঐশ্বরিক আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা একে জিরো পয়েন্ট এনার্জি ফিল্ড অথবা মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা যাই বলিনা কেন আমরা মূলত একে ঈশ্বর বলি। ঈশ্বরের নতুন নাম হলো জিরো পয়েন্ট এনার্জি। সুতরাং একটা হলোগ্রাফিক রেকর্ডের সমুদ্র আছে যেটায় সমস্ত জীবন্ত বস্তুর ইতিহাস খদিত আছে, আর এর সাথে কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা যায়। এই কোয়ান্টাম প্রসেস হচ্ছে নিঃশর্ত ভালবাসা।"**

“Selfhelp.la" এর Coach এবং Founder; Armando Perez বলেন,**"অধিকাংশ মানুষই জানেনা কিভাবে এই জগত কাজ করে,কিভাবে এনার্জি কাজ করে।এনার্জি ওয়েভ আমাদের চারপাশেই আছে। কয়েকশ বছর আগে একজন চেষ্টা করেছে কিভাবে এই এনার্জি ব্যবহার করে রেডিও ওয়েভ তৈরি করা যায়। এই এনার্জি আসলে সবসময়ই ছিল আপনি যেখানেই থাকুন না কেন। অধিকাংশ মানুষই এটা অনুধাবন করেনা যে আমরাই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ যারা চলাফেরা করি, কথা বলি, অনেকটা আপনার সেলফোনের মত ট্রান্সমিশন টাওয়ার। ওই বক্স গুলোর মত যারা সারাক্ষণ সিগ্নাল আদান প্রদান করছে। আমরাও সেরকমই। ধরুন আমরা ঘরভর্তি লোকেদের মধ্যে দিয়ে হেটে গেলাম কেউ খেয়াল করেনি।ঘরের অন্যরুমের মানুষদের আপনি জানেন না কিন্তু কিছু একটা তাদের অস্তিত্ব আপনাকে জানান দেবে। আমরা প্রায়ই ভাইবের ব্যপারে শুনি, তার ভাল ভাইব আছে তার ছোট ভাইব। ভাইব হচ্ছে ভাইব্রেশনের সংক্ষিপ্ত রূপ। এবং ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সীর সমতূল্য। তো আমাদের হাই বা লো ফ্রিকোয়েন্সী থাকতে পারে। তো লোকেরা হাই বা লো ভাইব্রেশনের কথা বলেনা তারা বলে আমি ভাল বা খারাপ বোধ করছি। আমি পজেটিভ থিংকারদের কেউ নই যারা খুশি থাকা এবং ইতিবাচক চিন্তা ও বিশ্বাস করার কথা প্রচার করে। আমি তাদের কেউ নই কিন্তু আমি বুঝি যে কোন কিছু**

অর্জনের প্রতি বিশ্বাসের একটা শক্তি আছে যতক্ষন না তা লাভ করছেন।"

NLP এক্সপার্ট এবং হিপনোথেরাপিস্ট Carlos Casados বলেন,**"ভিক্টোরিয়ান যুগে এলিস্টার ক্রোওলি নামের একজন বিখ্যাত অকাল্টিস্ট ছিলেন যিনি বলতেন যাদু হচ্ছে মনের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন সাধনের আর্ট ও বিজ্ঞান, যাতে ভবিষ্যতের মুহূর্ত গুলোকে কল্পনা করে কিছু নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে বিষয় গুলোকে হতে দেয়া, আমার অবচেতন মন ওই অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করবে। কোন কষ্ট ছাড়াই মনে হবে আমার ওই কাজটি করতে হবে, আমি যেন ওই কাজ করতে বাধ্য। এই অনুভূতি গুলো স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করবে যেভাবে আমি বাস্তবতাকে উপলব্ধি করি। এটা কি সত্যিই যাদু? এটা নির্ভর করে আপনি যাদুবিদ্যাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তাই না?"**

আপনারা দেখতে পারছেন যাদুকরদের সর্বেশ্বরবাদী মহাচৈতন্যের আকিদাকে আজ পদার্থবিজ্ঞান সত্যায়ন করেছে, শুধু তাই নয় এ্যালিস্টার ক্রোওলির মত যাদুকর শয়তানের পূজারীর বিদ্যাকেই আজকের অপবিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করছে।বেদান্তসর্বচৈতন্যবাদী পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ অমিত গোস্বামী যাদুকরদের অনুরূপ মানুষের চিন্তা চেতনা ও অভিপ্রায়ের যাদুকরি শক্তির বিষয়ে বলেন,**"এখন এই পরীক্ষাও করা হয়েছে যে যখন আপনি আলোক রশ্মিকে ফ্ল্যাশ হতে দেখেন তখন আপনার ব্রেইন পটেনশিয়াল ওই লাইট ফ্ল্যাশের সিগ্নেচার ধরে ফেলে যাকে বলা হয় ইভোক পটেনশিয়াল।এটা ইইজি মেশিন মস্তিষ্কে যুক্ত থাকলে পরিমাপ করা যায়। এবার ধরুন আমি ওইদিকটায় অন্ধকারে বসে আছি, সেখানে কোন আলোর প্রক্ষেপণ নেই, আমি আপনাকে দেখতেও পারছি না কিন্তু আমার মস্তিষ্কও (একই অভিজ্ঞতা লাভ করছে), কারন আমি "ইন্টেনশন" দ্বারা আপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমি আপনার সাথে সরাসরি একই অভিজ্ঞতা লাভ করতে 'অভিপ্রায়' রাখি। এই 'ইন্টেনশন' আমাদেরকে একই সাথে একই ব্রেইন পটেনশিয়াল তৈরিতে সাহায্য করছে। এই পরীক্ষাটি প্রথমে হাকোবুক গ্রীনবার্গ ইউনিভার্সিটি অব মেক্সিকো তে এবং পরবর্তীতে লন্ডনের পিটার হেন্ড্রিকে করা হয়। জগতের সমস্ত বিষয়গুলো সহজ বোধ্য হয়ে যাবে যদি মহাচৈতন্যকে মহাবিশ্বের ভিত্তি হিসেবে ধরি।"**
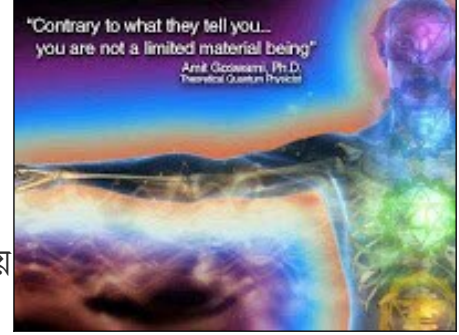
অর্থাৎ যাদুকরদের বিশ্বাস ও চর্চার ইন্টেনশনের বা মানুষের চেতনার শক্তি আছে এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও পরীক্ষীত সত্য! এই পদার্থবিদ বিজ্ঞানপ্রিয় জনসাধারণকে মনের ইচ্ছা বা চেতনাকে ব্যবহার করে ভাগ্য নির্ধারন - পরিবর্তন ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি শেখান বাস্তবতার কোনো কিছু পছন্দ অপছন্দ ইচ্ছামত নির্ধারনের দ্বারা কার্যসিদ্ধির কৌশল, অর্থাৎ সরাসরি যাদুচর্চার আহব্বান[৬৫]। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ! তিনি বলেন, **"কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলে পদার্থ হচ্ছে চেতনা কর্তৃক নির্বাচনের সম্ভাব্যতার তরঙ্গ। চৈতন্য বলতে আমাদের বোঝায়। পাথর পছন্দ করতে পারেনা,সেটা সচেতন নয়। কিন্তু আমরা নির্বাচন বা পছন্দ করতে পারি কারন আমরা সচেতন।আমরা যদি আমাদের বাস্তবতাকে ইচ্ছামত নির্বাচন করি তাহলে আমরা যা খুশি তাই নির্বাচন করতে পারব। কোয়ান্টাম ফিজিক্স কিভাবে নির্বাচন করার কথা বলে? কোয়ান্টাম ফিজিক্স আসলে কি বলে? কোয়ান্টাম ফিজিক্স আমাদের যেটা বলে, আমরা চৈতন্যের এমন স্থান থেকে নির্বাচন করি যেখানে আমাদের সকলের অস্তিত্ব অভিন্ন, একক। যেখানে স্বকীয়তা ভিন্নতা বলে কিছু নেই।...হ্যা আমরা আমাদের বাস্তবতাকে নির্ধারন করি, কিন্তু আমরা সেটা নিজেদের ইগো থেকে নির্বাচন করিনা বরং আমরা চেতনার সেই গভীরতম স্থান থেকে (নিজেদের ভাগ্য)নির্ধারন করি বা নেই নির্বাচন করি যেখানে আমি আপনি ও প্রত্যেকেই একক অস্তিত্ব।..."**

অন্যত্র বলেন, **"আমরা সত্যিই আমাদের বাস্তবতার স্রষ্টা, এটা শুনতে যদিও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যপারে অজ্ঞ [যাদুশাস্ত্রের অনুসারী আধ্যাত্মিক সংগঠন] নিউএজারদের দাবির মত মনে হয়, মূলত কোয়ান্টাম মেকানিক্স এটাই বলে।....এই জগত চেতনা দ্বারা সৃষ্টি। এই পৃথিবী হচ্ছে চেতনা। চেতনা হচ্ছে গ্রাউন্ড, কোয়ান্টাম ফিজিক্স বিষয়টা দিবালোকের মত পরিষ্কারভাবে বলে।"**

আরইজি মেশিন বা র‍্যান্ডম ইভেন্ট জেনারেটর একটি ইলেক্ট্রনিক মেশিন। এটা মানুষের ইন্টেনশনের প্রভাবকে প্রমাণ করে। নোয়েটিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান গবেষক Dean Radin বলেন, **"একধরনের র‍্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর এক্সপেরিমেন্ট যেটা ১৯৬০ সালের পর দিয়ে গত ৪০ বছরে অনেক অনেকবার করা হয়েছে প্রায় শতবার বা তারও বেশি। এই র‍্যান্ডম জেনারেটর এক ও শূণ্যের র‍্যান্ডম বিট তৈরি করে। আপনি কাউকে যদি একটি বাটন চেপে প্রায় ২০০ টি বিট তৈরি করতে বলেন এবং আবারো বললেন জিরো বিট বাদ দিয়ে আরো ১ বিট তৈরি করতে। এখন কথা হচ্ছে এত সব পরীক্ষায় কি সত্যিই কোন তাৎপর্য আছে যেখানে**

কেউ শূন্য বা এক বিট তৈরি করতে বলে।হ্যা তাৎপর্য আছে। যেকোনো ভাবে এই র‍্যান্ডম নাম্বার জেনারেটরের আউটপুট তৈরিতে মানুষের ইন্টেনশনের একটা ভূমিকা আছে। মানে আপনি যদি ১ তৈরি করতে বলেন, জেনারেটর কোনভাবে ১ জেনারেট করবে। "

পদার্থবিজ্ঞানীদের ব্যবিলনীয়ান অকাল্টিজমে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে অন্য বিভাগের গবেষক বিজ্ঞানীরাও এ পথে এগিয়ে আসে। এমনই একজন হলেন William A. Tiller। তিনি Stanford University এর emeritus of materials science and engineering এর প্রফেসর। তিনিও ম্যাট্রিক্স ফিল্মের মত একইভাবে মানব চেতনা বা চিন্তা/অভিপ্রায়(ইন্টেনশন) দ্বারা প্রকৃতির নীতিকে পাল্টে ফেলার শিক্ষা দেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞানীদের অনুরূপ বলেন আমরাই এই হলোগ্রাফিক মায়াজগতের[হলোডেক] পরিচালনাকারী স্রষ্টা। তিনি বলেন,**"আমরাই এই হলোডেক(hollow deck) চালাচ্ছি। আমরাই কালেক্টিভভাবে সেখানে আছি। এর এমন ফ্লেক্সিবিলিটি আছে যে আপনি যাই কল্পনা করুন না কেন তাই এটা তৈরি করে ফেলবে। আপনি যখন যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন হবেন, আপনার ইন্টেনশন যেকোন কিছুকে ম্যাটেরিয়ালাইজ করবে। অধিকাংশ লোকেই রিয়ালিটিকে পাল্টে ফেলতে পারে না কারন তারা বিশ্বাস করে যে তারা এটা পারেনা।"**

Noetic science Institute প্রধান বিজ্ঞানী ডন র‍্যাডিন যাদুবিদ্যা ও যাদুশাস্ত্রের উপর বিশদ গবেষণা করেন! তিনি ল্যাবে যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব খুজে পান। তিনি বিভিন্ন শ্রেনীর যাদুর শাখা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং পৃথিবীর সকল স্থানের যাদুকররা যেন একসুতোয় বোনা। শামান থেকে পিথাগোরাস, সকলের মতাদর্শ অভিন্ন। তিনি আসলে এত বিস্তারিত বলেছেন, যে আমার আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। মানুষের চেতনা বা অভিপ্রায় নির্ভর যাদুর ব্যপারে তিনি উৎসাহিত করেন, তিনি
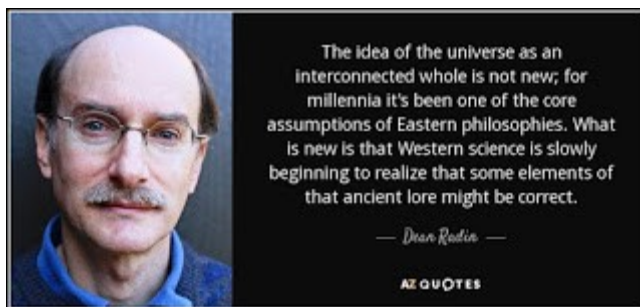
যাদুচর্চায় স্পেল ক্যাস্টিং বা ইন্টেনশনের ঘাটতিজনিত কারনে বিফলতা নিয়েও বলেন এবং কিভাবে সফলভাবে সিহর বা যাদুচর্চা সম্ভব, সে উপায়ও বাতলে দেন!!তিনি বলেন, **"আমরা আমাদের গবেষণা কেন্দ্রে মানুষের বিভিন্ন সাইকিক ফেনোমেনা, মিস্টিক্যাল অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণা করি। আমরা ইইজি মেশিন দ্বারা ব্রেইন এ্যাক্টিভিটি পর্যবেক্ষণ করি। তো, আমি যে যাদুর ব্যপারে বলবো তা হ্যারি পর্টার বা হ্যারি হুদিনীর মত কোন কিছু নয়, সেসব ফিকশনাল বিষয় বরং আমি বলবো সত্যিকারের যাদুর বিষয়ে। সত্যিকারের যাদু তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে বলব ভবিষ্যৎ গননা(ডিভিনেইশান), যেখানে মন দ্বারা স্থানকালের মধ্য দিয়ে কোন কিছু অনুভব করতে পারে। বস্তুবাদী চিন্তা দ্বারা আমরা জানি না এটা কিভাবে হয়। কিন্তু আইডিয়ালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী(স্বাভাবিকভাবেই) এটা ঘটেই। সব বিষয় গুলো এরকমই। ২য় ক্যাটাগরিতে আছে 'ইচ্ছার শক্তি'। সায়েন্টিফিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাকে বলতে পারি, " mind matter interaction" বা সাইকোকেনেটিক ইফেক্ট। এর দ্বারা বোঝায় আপনার ইন্টেনশন বা ইচ্ছা শক্তি (কোনকিছুকে)পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, এটা জিনিসগুলোকে ঘটায়। ৩য় ক্যাটাগরিতে আছা theurgy বা শয়তানকে আহব্বান। সিরিমোনিয়াল ম্যাজিকে শয়তানকে ব্যবহার করা হয় কোন কিছু করবার জন্য। আমি যাদুবিদ্যার প্রতি এজন্যই আগ্রহী হয়েছি যে অধিকাংশ সময়েই আমি বিভিন্ন প্যারাসাইকোলজিক্যাল ফেনোমেনা নিয়ে কাজ করেছি। এবং কিছু এসোটেরিক শাস্ত্র পাঠ করে বুঝতে পেরেছি যে আমরা যা নিয়ে ল্যাবে কাজ করি তাকেই যাদু বলে ডাকা হয়। ডিভিনেইশান হলো ক্ল্যারভয়েন্স বা প্রিকগনিশন। ইচ্ছার শক্তি হচ্ছে সাইকোকেনেটিক ইফেক্ট। থিউরজি হচ্ছে নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স বা মিডিয়ামশিপ। আমি যখন ৪০ বছর এসব নিয়ে কাজ করেছি তখন জানতামই না যে এগুলোই ট্রেডিশনাল ম্যাজিক! অনেক মানুষ আছে যারা যাদুবিদ্যার ব্যপারে খুবই আকর্ষিত হয় কিন্তু মোটেই পরোয়া করে না যে, যাদু কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করে। তারা এমনকি এটাও ভাবে না যে এটার অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা, তারা শুধুই এটাকে ব্যবহার করতে চায়। আমরা ইতিহাসে দু ধরনের যাদু চর্চাকে দেখতে পাই, এক হচ্ছে লিখিত(মন্ত্র) যাদু, আরেকটি হচ্ছে সিজিল ম্যাজিক।এদুটাই খুব মৌলিক চর্চা যা গোটা ইতিহাস জুড়ে রয়েছে। কারন হয়ত এগুলো কিছু করতে সমর্থ। মানসিক দিক দিয়ে এটা এরকম যে আপনি যেটা হোক চাচ্ছেন, লিখে ফেলা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি আদৌ জগতে কোন পরিবর্তন আনে? এটাই আমরা আজ ল্যাবরেটরিতে দেখছি, সরাসরি যাদুটোনাই যে করা হচ্ছে এমন না বরং আমরা দেখছি শক্তিশালী অভিপ্রায় প্রক্ষেপণের কোন প্রভাব আছে কিনা। সিজিল ম্যাজিকও হচ্ছে লিখিত যাদুচর্চার প্রক্রিয়া ,কিন্তু এখানে পার্থক্য হলো এখানে কোন কিছু সরাসরি লেখা হয় না বরং আপনি এক্ষেত্রে কিছু প্রতীক তৈরি করলেন।যখন আপনার ওইসব প্রতীক তৈরি হয়ে যাবে এগুলো দেখা মাত্রই এর পেছনের ইন্টেনশন বা অভিপ্রায় মনে উঠবে।**

এখানে যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন ওই সিম্বলের মধ্যে আপনার সমগ্র ইন্টেনশনকে প্রক্ষেপ করতে হবে যাতে যেটা ঘটাতে চাচ্ছেন সেটা হয়। আমরা ল্যাবে ব্যপারটা দেখেছি, এখানে আপনি যতই ইন্টেনশনকে প্রক্ষেপ করুন না কেন ততক্ষন পর্যন্ত কাজ হবে না যতক্ষন না এই ইন্টেনশানকে রিলিজ করা হবে। তো সিজিল ম্যাজিকে যেটা করা হয়, আপনি সিম্বল তৈরি করে তাতে আপনার চরম অভিপ্রায় বা মনোবাসনা তাতে চালিত করেন এরপর প্রতীকটিকে আগুনে পুড়িয়ে দেন বা পানিতে ড্রয়ারে রাখেন, মোট কথা এটাকে দূরে সরিয়ে দেন। সুতরাং আপনি আপনার অভিপ্রায়কে যেটা করবার সেটা করতে দেন। তো, একটা জনপ্রিয় ধারনা প্রচলিত আছে যে আপনি আপনার বাস্তবতা তৈরি করেন[You create your own reality]।

মানে আপনার ধারনা ম্যানিফেস্ট করবে। এখান থেকেই এ্যাফারমেশনের ধারনা এসেছে। এটা পজেটিভ সাইকোলজির সাথেও যুক্ত। এই ধরনের চিন্তাধারা ও চর্চা খুজলে পাবেন এগুলো মূলত শামানদের থেকে এসেছে।এটা একটা Esoteric tradition এর অংশ। এবার ধরুন অনেকে বলবে আমি বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক চাচ্ছি কিংবা হাতে বিরাট স্বর্ণের স্তুপ চাচ্ছি। কিন্তু এটা তো হচ্ছে না।এখানে আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা ঘটছে আমাদের সচেতন মনের লেভেলে। সকল ঘটনা ঘটায় আরো গভীরতম লেভেলের চেতনা। এটাকে উদাহরণস্বরূপ বোঝাতে ধরা যায় সমুদ্রে ভাসমান বরফের পাহাড়ের উপরিভাগের সাথে। বরফের মাথাটি পানির উপর আপনি খুব সহজেই দেখছেন। কিন্তু এর সিংহভাগই পানির নিচে আছে, এখানেই কার্য বা ঘটনা সম্পাদিত হয়। আমি একটি মার্সেডিস চাইলেই পাচ্ছি না কারন আমাদের সাব-কনশাস এবং সচেতন মন একই সাথে চায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উভয় শ্রেনীর মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। যেমন ধরুন কুকি খাওয়া ভাল না; এটা আপনি জানেন কিন্তু আপনিই আপনার অন্যহাত দিয়ে কুকি মুখে নিয়ে খেয়ে ফেলছেন। এভাবেই অচেতন মন সচেতন মনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এইজন্যই ধ্যান করা শুধু দেহমনের জন্যই ভাল নয়, যাদুচর্চার জন্যও অত্যাবশকীয়। যোগীরা হয়ত গভীর ধাপের ধ্যানকে সমাধি বলে অন্যদিকে যাদুকররা বলে নোসিস(Gnosis)। এটা সকল মাজহাবের যাদুকররা বলবে আপনাকে
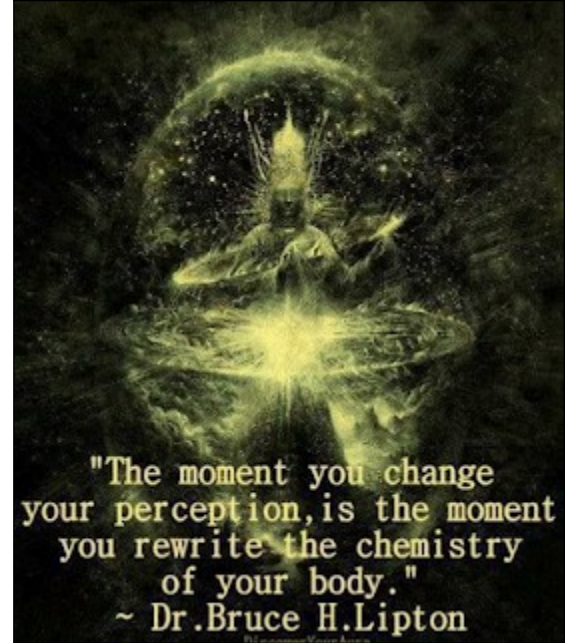
যাদুচর্চার কাজ গুলো নোসিসের স্তর থেকে করতে হবে। অধিকাংশ মানুষই অত গভীর পর্যায় পর্যন্ত যায় না, আজকের জগতে মানুষের মনযোগ ওই পর্যায় থেকে সরিয়ে নেয় অথচ এটাই(নোসিস) খুব প্রয়োজনীয়। এস্ট্রলজি, আলকেমি, হার্বালিজম ছিল প্রোটো সায়েন্স। প্রত্যেক জ্যোতিষী ও আলকেমিস্ট ইন্টেনশন বা মনের শক্তির গুরুত্বের ব্যপারে জানতেন।এখন যেটা হচ্ছে যে, বিজ্ঞান ধীর গতিতে পরিপক্ক হয়ে চেতনা ও অভিপ্রায়কে প্রাচীন জ্যোতিষী ও আলকেমিস্টদের মত গুরুত্বের আসনে বসাতে শুরু করেছেন। আমি বাতেনি মতাদর্শগুলো যেমনঃ শামানিজম থেকে পিথাগোরাস, পূর্বাঞ্চলীয়(ভারতীয় বেদান্তবাদ) এবং আজকের সময় পর্যন্ত বিস্তারিত দেখেছি।আপনি চিন্তাধারাগুলোর একই সুতোর বুননের অনুরূপ সাদৃশ্য খুজে পাবেন। এবং তারা সকলেই বলে যে, রিয়ালিটির(বাস্তবতা) অধিকতর ভাল ব্যাখ্যা হচ্ছে আইডিয়ালিজম, সবকিছুই চেতনা বা মন থেকে উদ্ভূত।"

আজ পদার্থবিজ্ঞান মিশর-বাবেল শহরের যাদুশাস্ত্র উদ্ভূত পিথাগোরাস-প্লেটো-শামানদের আইডিয়ালিস্টিক সর্বচৈতন্যবাদে ফিরে গেছে। ডিন র‍্যাডিন সঠিক বলেছেন, **"এখন যেটা হচ্ছে যে, বিজ্ঞান ধীর গতিতে পরিপক্ক হয়ে চেতনা ও অভিপ্রায়কে প্রাচীন জ্যোতিষী ও আলকেমিস্টদের মত গুরুত্বের আসনে বসাতে শুরু করেছেন।"** সেই ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক থেকে শ্রোডিঞ্জার। আরসি হেনরি থেকে উল্ফগ্যাং পাওলি এরা সকলেই "বিজ্ঞানী" শব্দের আড়ালে থাকা অভিশপ্ত যাদুকর। এরা যে বিদ্যা শিখিয়েছে, সেটা অপবিদ্যা। এসব অকাল্ট এসোটেরিক ফিলসফি, মিস্টিসিজম। তারা আজ সফলভাবে যাদুচর্চার উপায় পদ্ধতিও শেখাচ্ছে! আজ মিচিও কাকুর মত পদার্থবিজ্ঞানীরা বেদান্তবাদী হিন্দু সাধগুরুর সাথে সাক্ষাৎকারে যাচ্ছেন।ডার্ক ম্যাটার নিয়ে বৈদিক শিক্ষা দেন[৪৪]। অকাল্ট তার তার দৃষ্টিতে প্রযুক্তির মত বিদ্যা যা দ্বারা উপকারী কাজ বা ভাল কাজ উভয়ই করা যায়! তার মতে অকাল্ট দ্বারা উপকারী বা ভাল কিছু করা উচিত[৪৫]। যাইহোক,রিলেটিভিটিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিপ্লবের পর থেকে গুগলের টেডএক্স এ যাদুশাস্ত্র এবং কোয়ান্টাম মিস্টিসিজমকে প্রমোট করা ব্যাপক আকারে বেড়ে যায়।TEDx এ গুশা নিজের পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে তার ডাক্তারি পেশা ফেলে বেদান্তশাস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গেরুয়া পোশাক ধারন করে যোগী হবার গল্প শোনান।তিনিও মহাচৈতন্যের শিক্ষা দেন[৪৩]। এ্যাডাম মার্ফি তো টেডএক্সে সরাসরিই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে যাদুবিদ্যা বলে অভিহিত করলেন[৪৭]।

এ অবস্থা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। সেদিন দেখলাম একলোক সিজিল ম্যাজিক শিক্ষা দিচ্ছে টেডএক্সের প্রেজেন্টেশন লেকচারে[৪৮]। ২০০৪ এর দিকে বিভিন্ন শ্রেনীর একদল বিজ্ঞানীরা মিলে এক বিশাল ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করা হলো What the bleep do we know নামে। পদার্থবিদ্যা,প্যাগান সর্বেশ্বরবাদী আধ্যাত্মবাদ মিলিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়। সেটা অনেক পুরস্কার লাভ করে। এতে এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের ভূমিকায় অভিনয় করে বাকপ্রতিবন্ধী ম্যাটলিন। এতে আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটিকে প্রমাণ করা হয়। এতে একটা দৃশ্যতে দেখানো হয় এক শিশু অভিনেতা ম্যাটলিনকে তার যাদুর খেলার কোটে খেলবার জন্য আহবান করে। সে সুপারপজিশন, ননলোকালিটির কিছু বিষয় ব্যবহার করে অতিপ্রাকৃতিক খেল দেখায় এবং ব্যাখ্যা করে যে, সে **"ডঃ কোয়ান্টাম কমিক্স থেকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিষয় শিখে নিজের খেলার কোটে যাদু করে"**[৪৯]।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যাদুকরী নীতিসমূহ পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছেও রহস্যময় এবং অনেকক্ষেত্রে ব্যাখ্যাতীত। সার্নের জন স্টুয়ার্ট বেল কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গলমেন্টের ব্যাপারে এমনটিই বলেছিলেন, **"এটা একটা দ্বিধাময় বিষয়,আমাদের কাছে এটা বোঝাতে এর চেয়ে ভাল কোন উপায় নেই।..এটা এমন যে মনে হয় কেউ আমাদের সাথে চালাকি করে খেলছে।"** এবার একবার ভাবুন, বেদান্তশাস্ত্র উদ্ভূত এই বিদ্যা যদি ত্রিমাত্রিক জগতের মেকানিক্যাল বা ডিজিটাল যন্ত্রে প্রয়োগ করা হয়,কেমন হবে! অর্থাৎ যাদুবিদ্যার

তাত্ত্বিক নীতিকে প্রয়োগ করে প্রযুক্তিতে রূপান্তর চেষ্টা।জ্বি পাঠক,কম্পিউটার প্রযুক্তিতে এই কাজটিই এখন করা হচ্ছে 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার' নাম দিয়ে। কোয়ান্টাম প্রসেসর নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে আরো বহু বছর আগে থেকে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতি মেনে কাজ করায় এটা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির কম্পিউটার। কোয়ান্টাম পার্টিকেল ফিজিক্স অনুযায়ী কোয়ান্টাম সুপারপজিশনে সবকিছু ননলোকাল অবস্থায় থাকে। সবই অদ্বৈত অস্তিত্বের একক সমুদ্র। যদি মহাজাগতিক মহাচৈতন্য কম্পিউটারের ক্যালকুলেশন ও প্রসেসিং এ পর্যবেক্ষক হিসেবে দাড়ায়, তবে এর চেয়ে দ্রুতগতির আর কিছুই হয়না।কম্পিউটার বাইনারি বিট ০ বা ১ উপর কাজ করে,কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই ভিন্ন।এখানে জিরো বা এক বিট একসাথে ননলোকাল অবস্থায় ধরা হয়। এই বিটের নাম দেয়া হয়েছে কিউবিট।

এই কিউবিট প্রয়োজন মত ১ বা ০ হয়ে কাজ করে। সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান D-ওয়েভ।এছাড়াও আছে আইবিএম এর IBM-Q। কোয়ান্টাম কম্পিউটার গুলোতে ইলেক্ট্রনের বদলে ব্যবহৃত হবে ফোটন।এজন্য এটা ইলেকট্রনিকস নয় বরং ফোটনিক্স। নিলস বোর ইন্সটিটিউটের পদার্থবিদ Petar Lodahl কোয়ান্টাম কম্পিউটার ডেভেলপে গবেষণা করছেন।তিনি বলেন, **"কম্পিউটার গুলো দিন দিন উন্নততর হচ্ছে। আমরা জানি বর্তমানের কম্পিউটার গুলোয় একটা বড় সীমাবদ্ধতা আছে,সেটা যেকোন গননা একটি সময়ে করে। এ সমস্যা দূর করতে আমরা নিলস বোর ইন্সটিটিউটে কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোয়ান্টাম চিপ ডেভেলপের চেষ্টা করছি যেটা ইলেক্ট্রনের বদলে আলোর ফোটন কণা ব্যবহার করবে। এটা ইলেক্ট্রনিক্স নয় বরং ফোটনিক্স। আমরা কোয়ান্টাম জগতের অদ্ভুত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছি।"** এ কথাগুলো তাদের দেয়া এক অফিশিয়াল ভিডিও বার্তায় বলেন।[৫০]

মজার বিষয় হচ্ছে, ভিডিওর ট্রাঞ্জিশনে হিন্দুদের স্বস্তিকা প্রতীকটি হাজির হয়[ছবি ডানে]। অর্থাৎ ওদের গবেষণা Pure Occult! বেদান্তশাস্ত্রের অনুসরণে যে তারা গবেষণা চালাচ্ছে, সেটা সার্নের পার্টিকেল এক্সিলারেটরের সামনে শিবমূর্তি স্থাপনের অনুরূপ স্বস্তিকা প্রতীকের দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছে। উল্লেখ্য, নাৎসি এডলফ হিটলারও বৈদিক অকাল্ট চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আর্য সুপ্রিমেসির আদর্শ ধারন করে, তারাও এই অকাল্ট প্রতীককে ব্যবহার করেছে। যাইহোক, নিলসবোর উপনিষদপ্রেমী ছিলেন। তিনি যেকোন প্রশ্নের উত্তর পেতে উপনিষদের কাছে যেতেন।
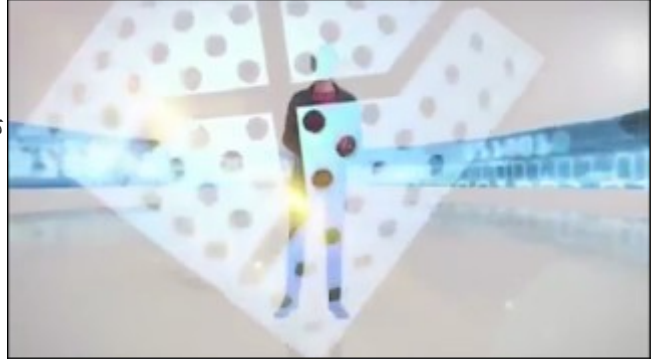
তার নামের এই ইন্সটিটিউটে খুব স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক-উপনিষেদিক চিন্তাধারাকেন্দ্রিক গবেষণা হবে,এটাই স্বাভাবিক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্মানেও বৈদিক কস্মিক ননডুয়াল কনসাসনেসের ধারনাটি গুরুত্বপূর্ন। সীমাহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসারণে বেদান্তবাদের মহাচৈতন্যের পর্যবেক্ষণ জরুরি। এজন্য আজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যারা কাজ করছে এরা সবাই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং ননডুয়াল ফিলসফির দিকে

ঝুঁকছে। "সায়েন্স এন্ড ননডুয়ালিটি" নামের একটা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সংগঠন খুব আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন "ননডুয়ালিটি" বা অদ্বৈত বেদান্তবাদী চিন্তা ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরিসহ প্রতিষ্ঠায় [৪৬]। সম্ভবত এ কারনেই আর্থার সি.ক্লার্ক বলেছেন, **"পর্যাপ্তভাবে চরমউন্নত প্রযুক্তি যাদুর থেকে পার্থক্যহীন"**।

[আমরা সমস্ত প্রযুক্তিকে যাদু বা সিহরের অন্তর্ভুক্ত বলি না বরং শুধুমাত্র সেসব যেগুলো যাদুবিদ্যার নীতির অনুসরণে তৈরি করা হয়েছে,যেগুলোর কার্যনীতির মূল রহস্যের ব্যাপারে এর নির্মাতাও নিশ্চিতভাবে জানে না।আপনারা দেখেছেন কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টদের কাছেই বিষয়গুলো ধোয়াশাচ্ছন্ন। অন্যদিকে যেসব প্রযুক্তি যাদুশাস্ত্রের অনুসরনে নির্মাণ করা হয়নি এবং যার কার্যনীতি মানবীয় বুদ্ধির আওতাধীন সেসব প্রযুক্তি, হোক তা ডিজিটাল বা মেকানিক্যাল, সিহর বা যাদুর আওতাধীন মনে করিনা। আর্থার সি.ক্লার্ক বলেন,**"যাদু হচ্ছে এমন বিজ্ঞান যা আমরা এখনো বুঝিনা।"** এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করবার উদ্দেশ্য এই যে, একদল লোক আমার এসকল তৈরি ডকুমেন্টস এর উপর ভিত্তি করে ভিডিওই নির্মাণ করে ফেলছে, যাতে সরাসরি সকল প্রযুক্তিকে যাদুর আওতায় ফেলছে। এটা সুনিশ্চিতভাবে বাড়াবাড়ি।]

যাদুবিদ্যা শুধু মাত্র পদার্থবিজ্ঞানীদেরই নয়, নিউরোসায়েন্টিস্টদেরকেও প্রলুব্ধ করেছে। তারাও আলকেমিক্যাল প্রাক্টিসের মূল রহস্য উদঘাটনে সময় ব্যয় করছেন। সাধারনত ট্রান্সহিউম্যানিস্টিক এজেন্ডা নিউরোসায়েন্সে অকাল্ট রিসার্চের দিকে নিয়ে গিয়েছে। তারাও মহাচৈতন্যের দিকে হেটেছেন। তারাও বিশ্বাস করতেন গভীর চৈতন্যের স্তরে মানুষই সৃষ্টিকর্তার ভূমিকায় সৃষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেয়।নিউরোসায়েন্টিস্ট ফিলিপ এ্যাশলি ফ্যানি তার বই, **"Isaac Newton and transmutation of alchemy : an alternate view of Scientific Revolution"** বলেন,**"আলকেমি হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া আছে যার দ্বারা চূড়ান্ত সত্যের অন্বেষণ করা হয়, এবং এটা সম্ভবত কাজ করে,অন্তত সৌভাগ্যবান সামান্য কিছুলোকের ক্ষেত্রে।এই প্রাচীন বিজ্ঞান চর্চাকারীদেরকে সৃষ্টিজগতের গভীর স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে বাস্তবজগতের সৃষ্টি ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পথ করে দেয়।"**
তিনি ফিলসফার্স স্টোনের ব্যপারে বলেনঃ **"তথাকথিত লোহার ঔষধ ঐ পাথর লেড ও টিনের অসুখ নিরাময়ে ভাল ওষুধ যা এদেরকে আরো পার্ফেক্ট লৌহ যথাঃ রূপা ও স্বর্ণে রূপান্তর করতে পারে। একই ভাবে একে জীবনের অমৃতসুধা হিসেবে দেখা হয় যা মানুষের অসুস্থতা দূর করে মৃতুকে আটকে দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই পাথর মানুষকে ওই দৈবিক আত্মার সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করে যা মহাবিশ্বের সর্বত্র ছেয়ে আছে। এটা এমন এক প্রক্রিয়ায়, যার দ্বারা তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দান করে যাকে (তখন) যাদুকর বলা হয়। আলকেমিস্টরা এ দার্শনিকদের পাথরকে সমস্ত জ্ঞানের চাবিকাঠি হিসেবে দেখে।"**

কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট ডক্টর ফ্রেড এ্যালান ওল্ফ[পিএইচডি] তার 'mind into matter:A new alchemy of science and spirit' বইয়ে উল্লেখ করেনঃ**"অধিকাংশ আধুনিক অভিধানগুলো আলকেমিকে রসায়নতত্ত্বের অপেশাদার, পরীক্ষামূলক ও অনুমানকেন্দ্রিক অগ্রদূত স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে।যদিও কেমিস্ট্রি আলকেমি থেকেই উদ্ভূত, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যতা এখন কম। যেখানে কেমিস্ট্রি বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাইযোগ্য বাস্তব ঘটনা নিয়ে কাজ করে, সেখানে আলকেমির রহস্যময় তত্ত্ব অনুসন্ধান করে গুপ্ত অস্পৃশ্য উচ্চতর বাস্তব জগতের গঠন নিয়ে, এই রিয়ালিটিকে অনুধাবন করাই আলকেমিস্টদের লক্ষ্য। একে তারা বলে ম্যাগ্নাম ওপাস যার অর্থ 'বিশাল কর্ম', পূর্নাঙ্গ অনুধাবন।"**

আলকেমিস্টদের এই প্রাচীন লক্ষ্য আবারো আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান নতুন করে স্থান দিতে শুরু করেছে।শুরু হয় সর্বচৈতন্যবাদি পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও বেদান্তবাদি শ্রোডিঞ্জারের মাধ্যমে। আজ পদার্থ বিজ্ঞান ফিরে গেছে সেই প্রাচীন বাবেল শহরের [যাদুশাস্ত্র]কাব্বালায়।

তারা ফিরে গেছে ইহুদী কাব্বালিস্টদের কাছে। ২০০৪ সালে হঠাৎ একঝাঁক পদার্থবিজ্ঞানী ও নিউরোসায়েন্টিস্ট ইসরাইলের সবচেয়ে বড় কাব্বালাহ একাডেমি Bnei Baruch কাব্বালাহ একাডেমি প্রধান কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ Michael Laitman এর কাছে।এটাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাব্বালাহ একাডেমি। [অপ]বিজ্ঞানীগন সেখানে এই কাব্বালিস্টদের প্রধান র‍্যাবাঈয়ের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করেন। মিকাঈল লেইটম্যান বিজ্ঞানীদেরকে কাব্বালার সাজারাতুল খুলদের ব্যাপারে বোঝাচ্ছিলেন। তিনি হোয়াইটবোর্ডে বিভিন্ন প্রতীক ও জ্যামিতিক ছকে বোঝাচ্ছিলেন। বিজ্ঞানীদের অনেকের কাছে বেশ কঠিন মনে হচ্ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন বৈঠকে তারা অবশেষে বুঝতে পারে কাব্বালাহ অত্যন্ত উঁচুমানের বিজ্ঞান। তারা একত্রে বিশাল সভা-সেমিনারের আয়োজন করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট ডক্টর ফ্রেডএ্যালান ওল্ফ। তিনি বলেই ফেললেনঃ**"আমি পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করি এবং এই ব্যপারে জানি। কিন্তু কথা হলো, কাব্বালাহ হচ্ছে একটা বিজ্ঞান যা আমার কাছে আসে নি। আমি পরোয়া করিনা আপনি কি করছেন, এটাতে একটা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র আছে যা যেকোন কিছুকে উন্নত করতে সক্ষম।আমি পরোয়া করিনা,আপনি একজন ইহুদি, মুসলিম কিংবা অইহুদি যা-ই হন না কেন,আপনি যে জাতীয়তাই ধারন করেন না কেন, যে ধর্মেরই হন না কেন ; কাব্বালাহ আপনার মনের সব ধরনের সংকীর্ণ চিন্তাধারা থেকে স্বাধীন করে আনবে,যেটা আপনাকে ছোট সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে আটকে রাখে।আমার এ কথাগুলো হয়ত আপনাকে জাগ্রত করবে। আর যদি না হয় তবে আমি বলব আপনি হয়ত এখনো ঘুমিয়ে আছেন।"**[৫১]

সুতরাং, কাব্বালাহ হচ্ছে বিজ্ঞান!! শুধু তাই না,এটা আপনাকে সব ধরনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবে!কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ লেইটম্যান কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানীদের কাব্বালিস্টদের অনুরূপ উপলব্ধিতে ফেরার কথা বলেন। তিনি কোয়ান্টাম ফিলসফির অনুরূপ এক্সট্রিম

আইডিয়ালিজমের কথা বলেন এবং কাব্বালাহ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে একাকার করে বলেন যে,কোয়ান্টাম বিজ্ঞান কাব্বালারই ছোট একটা অংশ, কাব্বালার জ্ঞান আরো উচুমানের। এই জ্ঞান শুধুমাত্র কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর নির্ভর করে পাওয়া সম্ভব নয়,এটা পেতে কাব্বালার কাছেই আসতে হবে।তিনি বলেন,"**তারা[পদার্থবিদ] একটি ভাল উদাহরণ দিয়েছে। তারা বলে, একজন রেড ইন্ডিয়ান সমুদ্র তীরে দাড়িয়ে আছে, সে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিল, তখনই কলম্বাসের জাহাজ তীরে ভেড়ে। কিন্তু ওই ইন্ডিয়ান জাহাজটিকে দেখতে পায় না। সে কেন সেটাকে দেখেনি? না দেখার কারন সে কখনো এত বড় কাঠামোকে সমুদ্রে ভাসতে দেখেনি। তারা এখানে ভুল করেছে,কারন জাহাজটিরও অস্তিত্ব নেই। এটা শুধুই কল্পনা, যারা কল্পনা করে তাদের। এই জগতেরও অস্তিত্ব নেই।আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনার নিজের জাহাজ যদি না থাকে, আপনি বাইরের অন্য জাহাজগুলোর খবর নিতে পারবেন না।আমি যদি না জানি বাইরে কি আছে, আমার প্রয়োজন হবে যেন কেউ আমাকে বাইরের অবস্থা সম্পর্কে বলে।এছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। এজন্যই কাব্বালিস্ট ঋষিগন আমাদের জন্য কিতাব লেখেন। এই কিতাব গুলো অনুসরণ করে আপনি কল্পনা করতে শুরু করেন বাহিরে কি আছে তার ব্যপারে। ওই কল্পনা থেকে আপনি আপনার মনে একরকমের প্যাটার্ন আঁকতে শুরু করেন। আপনি জানেন এগুলো প্রথমাবস্থায় শুদ্ধ নয় কিন্তু ধীরে ধীরে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রবলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনি এর আসল আকৃতি বুঝতে শুরু করেন। এরপরে আপনি আপনি এমন এক পর্যায়ে পৌছান যে আপনি দেখতে শুরু করেন। আলো এই জাহাজের মধ্যে সৃষ্টি। কল্পনা করুন, একজন গুহামানব সিনেমার মত করে হঠাৎ করে আমাদের আধুনিক জগতে চলে আসলো। সে এসে চারপাশ দেখতে থাকলো এবং বিচরণ করতে শুরু করলো, কিন্তু সে আসলে (আধুনিক সভ্যতার দালানকোঠা,নির্মাণের) কিছুই দেখতে পারবে না। সে কি এবার দেয়াল ভেদ করে হেটে যেতে পারবে? হ্যা সে পারবে।তার এ ব্যপারে কোন ধারনাই নেই সুতরাং তার জন্য সেসবের অস্তিত্বই নেই। তার জন্য কোন পদার্থ নেই। তার জন্য কোন বস্তুই আকার ধারন করেনা। ব্যপারটা এরকমই সহজবোধ্য। আমরা যদি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসি, তবে ওই সত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে আসব যেটা কাব্বালিস্টরা আমাদেরকে বলে, যেটা আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত লাগে। ওই বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা**

করেন, তারাও কেন একই অনুধাবনে পৌছেছেন। কারন তারা এমন এক জগতে পৌছেছেন যেখানে সব নীতিগুলো খুবই অদ্ভুত। হঠাৎ একই জিনিস দুই স্থানে থাকতে পারে। স্থানকালের চলাচল অন্য আকৃতিতে হতে পারে। তারাও (কাব্বালিস্টদের ন্যায়) একই চিন্তায় উপনীত হয়েছেন। সবকিছুই যে অনুভব(পর্যবেক্ষণ) করে তার উপর নির্ভর করে।তাই কোন দেয়াল ভেদ করে যাওয়া বা না যাওয়া আমার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। সবকিছুই আমার উপরে, এর মানে আমার জাহাজ(শরীর অর্থে) অনুযায়ী হ্যা বা না। আমরা এ জগতে ৫টি ভেসল নিয়ে জন্মাই,এবং এগুলো আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্মে উন্নয়ন ঘটাই, তো একটি শিশু জন্মের পর থেকেই তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারনা নেয়।একমাত্র সে-ই তার জগতকে ধারন করে এবং প্রভাব ফেলে। এটা ছাড়া অন্য সকল পদার্থ ও আকৃতি তার কাছে অবস্তুগত অস্তিত্বহীন। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই আমাদেরকে সব জিনিসকে দেয়। আমরা কি কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে ব্যবহার করে কাব্বালার জ্ঞানের কাছে পৌছাতে পারব? জ্বিনা, তাহলে আব্রাহাম আভিনু(Ph.D) কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে প্রথমেই ঘাটাঘাটি করতেন। তারা ভালবাসা এবং একক অস্তিত্বের(ওয়াহদাতুল উজুদ) কথা বলে। কারন তারা এই ফর্ম বা আকৃতির প্রতি একরকমের মুভমেন্ট অনুভব করে।কিন্তু আপনি একে কিভাবে ব্যবহার করবেন? কোয়ান্টাম ফিজিক্স এটা আপনাকে বলে না।কারন এটা হচ্ছে উচ্চতর উর্দ্ধমুখী শক্তি।ধরুন এখানে দেয়ালে একটি ত্রিমাত্রিক ছবি দেখছেন এবার আপনি চোখ সরিয়ে আবারও ছবির মধ্যে নিজেকে আবিষ্ট করলেন এবং বাস্তব ত্রিমাত্রিক ছবি পেলেন। কাব্বালার জ্ঞান যেটা করে যে, এটা ছবিটিকে পেতে সাহায্য করে, এটা নতুন কিছু করেনা, এটা আপনার মনোযোগ, অ্যাট্রিবিউট এমনভাবে ব্যবহার করা শেখায় যে আপনি তাকে (বাস্তব) পদার্থে দেখতে শুরু করেন।"

কাব্বালিস্টদের সাথে ইজরাইলে হওয়া বিজ্ঞানীদের সভা সেমিনারের পরে তারা পরস্পর প্রীতিডোরে একে অপরকে আলিঙ্গন করে বিজ্ঞান ও কাব্বালার এ অসাধারণ মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত তৈরি করে। ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন, যাদুশাস্ত্র কাব্বালার অনুসারীদের প্রধান র‍্যাবাঈ মিকাঈল লেইটম্যানের সাথে কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট ডক্টর ফ্রেডএ্যালান ওল্ফের মৈত্রী
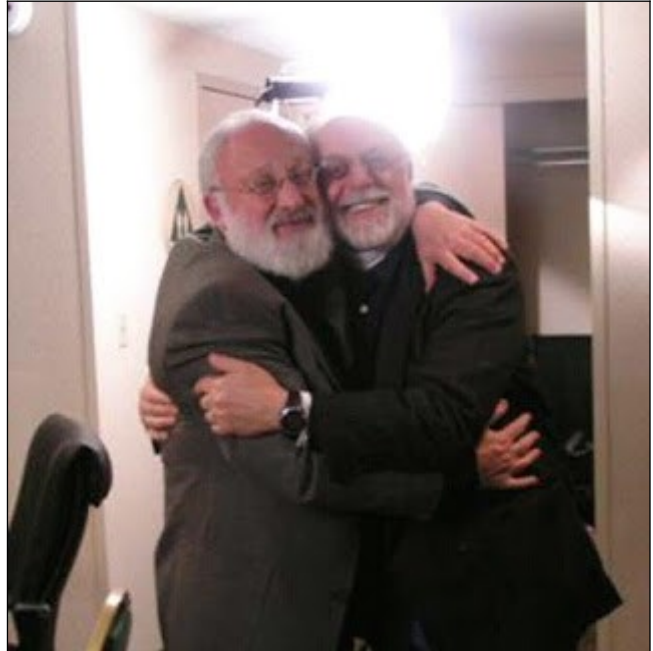
ও ভালবাসার এক অনন্য আলোকচিত্র। এভাবেই বিজ্ঞান ফিরে গেছে ব্যবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্র কাব্বালায়। আজ এটাই বিজ্ঞান! আপনারা দেখেছেন, কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর মূল অরিজিন্স বেদান্তশাস্ত্র , এই বৈদিক শাস্ত্রের গোড়া ব্যবিলনীয়ান কাব্বালাহর সাথেই মিলবে।আজকের কোয়ান্টাম ফিজিক্স সে হিসেবে মূলত কাব্বালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পূর্ণ করা হবে, এটাই স্বাভাবিক। লেখক পিটার গুড চাইল্ড বলেন,**"এমনকি আজও ওই আবিষ্কারের প্রসেসগুলো চলছে। আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাই না যে কাব্বালার জোহারের শিক্ষা হলো, মৃত্যু বলে কোন কিছু নেই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় দেখলেন একটি প্রানী রাস্তার মধ্যে দৌড়ে যাবার সময় দুর্ঘটনায় মারা যায়, যেটা দুঃখজনক। কিন্তু কাব্বালার আসল শিক্ষা হলো, ওই প্রানীর দেহ পরমাণুর সমন্বয়ে সৃষ্টি, যেটা কাব্বালিস্টিক কিতাবাদিতে লেখা আছে। পরমাণু হচ্ছে আলোর ছোট ছোট বিন্দুর মত পদার্থ, যেমনটা ওই শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এগুলো এমন পার্টিকেল যা আপনি আপনার চোখে দেখেন না কিন্তু এরা এই প্রকৃতির বিল্ডিং ব্লক,সমস্ত মহাবিশ্ব এর দ্বারা তৈরি । এখন এই মৃত প্রানীর দেহ এটমের তৈরি যাতে এনার্জি আছে।তো, কাব্বালিস্টিক শাস্ত্র পার্টিকেল থিওরির দিকে বিষয় গুলো নিয়ে আসে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো কাব্বালার ওরাল ট্রেডিশন যেটা দাদা থেকে বাবা, বাবা থেকে পুত্র বা কন্যা লাভ করে, আমি দেখছি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের একটা ভার্সন সেন্ট্রাল ইস্টার্ন ইউরোপে খুবই শক্তিশালী, যেখান থেকে সকল নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট এসেছে। নিলস বোর,জিলার্ড,এলবার্ট আইন্সটাইন, ওপেনহেইমার, এ্যাডওয়ার্ড টেলার, আপনি যদি এদের পারিবারিক ইতিহাস দেখেন, দেখবেন এরা সবাই সেন্ট্রাল ইস্টার্ন ইউরোপ থেকে এসেছে, যেখানে ভৌগোলিক ভাবে কাব্বালার ওরাল ট্রেডিশন ইউরোপে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।দ্য রিয়েল ডক্টর স্ট্রেঞ্জ লাভ নামে নতুন বই লিখেছি যেটা কাল বের হবে নামে।এটায় দেখানো হয়েছে কাব্বালাকে বর্তমানে কোয়ান্টাম থিওরিতে লেখা হয়েছে। কোয়ান্টাম থিওরিতে দেখানো হয় কোয়ার্ক, নিউট্রিনো এবং সবধরনের এক্সটিক পার্টিকেল আলোর তিনভাগের দুইভাগ গতিতে সঞ্চালন করে, যেটা পার্টিকেল এক্সিলারেটরে আবিষ্কার হয়েছে। আপনি যদি কাব্বালার ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন, এলবার্ট আইনস্টাইন, এডওয়ার্ড টেলার অবশ্যই কাব্বালার ব্যাপারে জানতো। আপনি দেখে মনে হবে কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে কাব্বালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তৈরি করা হয়েছে।"**

আমেরিকান থিওরেটিকাল ফিজিসিস্ট ফ্রেড এ্যালান ওল্ফ সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করতেন। পাশাপাশি টেলিভিশনে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টারিতে কাজ করেছেন।

তিনি ছিলেন বার্কেলে ফান্ডামেন্টাল ফিজিক গ্রুপের একজন সদস্য যাদের অবদানের কথা ডেভিড কায়সারের মুখে শুনেছেন। জনাব এ্যালান উল্ফকে ডিস্কোভারি চ্যানেলের পিবিএস ডকুমেন্টারি ক্লোজার টু ট্রুথ সিরিজের 'নো দ্য জোন' এ পদার্থবিজ্ঞানীর ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া 'Dalai lama Renaissance'

ডকুমেন্টারিতেও কাজ করেন। তিনি ডক্টর/ক্যাপ্টেন কোয়ান্টামের আড়ালে কাজ করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বংশগতভাবে এই পদার্থবিদ মূলত একজন ইহুদী। এজন্যই কাব্বালার প্রতি এত অবসেশন। তিনি সর্বচৈতন্যবাদের(প্যানসাইকিজম/প্যান্থেইজম) প্রচার করতেন। তিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এর অনুরূপ সবকিছুর পেছনে একক কোয়ান্টাম মাইন্ডের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন,**"মন বলে কিছু একটা আছে, কিন্তু স্থানকেন্দ্রিক কিছু নয়।এটা এমন কিছু নয় যে স্থানকালের ভেতর নয়, আমার আপনার মাথার মধ্যে নয়। বরং এটা আছে স্থান কালের বাহিরে। এটা অনেকটা এরকম যে আমরা কিছু লোক এ রুমের মধ্যে আছি, আর কেউ একজন আমাদেরকে বাহিরে থেকে দেখছে। এবং আমরা যা যা বলছি তা ঘটাচ্ছে। কিন্তু আমরা তার ব্যাপারে সচেতন নই। আপনি ব্যাপারটা বুঝতেছেন তো, বাহিরে একটা মন(চৈতন্য) আছে যেটা আমাদের মনে হয় যে সেটা, আমার মন, আপনার মন, তার মন, সবার মন। আমরা যদি মহাবিশ্বকে একক মন(চৈতন্য) হিসেবে ধরি তাহলে মনের সকল একাধিকতা যেমনটা আমাদের ব্রেইনকে মনে করি সেটা আসলে একরকমের মায়া। মূলত শুধুমাত্র একক মনের অস্তিত্ব আছে।"**[৫২]

সর্বচৈতন্যবাদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে তিনি হিপি-মিস্টিকদের ড্রাগ গ্রহন করে চেতনার ওপারের রেফারেন্স দিতে ভুল করেন নি।তিনি বলেন,**"আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন সেটাও আপনাকে অনুভব করছে তার নিজের মত করে। চৈতন্য সবকিছুতে বিদ্যমান।আপনি শুধু এটাকে মানুষের মাথার মধ্যে রাখতে পারেন নাহ, এটা সর্বত্র ছেয়ে আছে।এটা যদি হিগস ফিল্ড হয় তবে তা সর্বময় রয়েছে। যারা আউটার বডি এক্সপেরিয়েন্স কিংবা LSD(সাইকাডেলিক ড্রাগ নিয়ে অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাসনেস) সেবন করেছে তারা এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে চেতনা সবকিছুর মধ্যেই আছে। বড় বড় ঋষিগনও একই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, Zhuang Zhou ঘুম থেকে**

উঠে স্বপ্নে নিজেকে প্রজাপতি রূপে দেখে নিজের আসল অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেন।নেটিভ আমেরিকান ইন্ডিয়ানরাও এই অভিজ্ঞতার ব্যপারে জানে।"

আর সকল পদার্থবিজ্ঞানীর অনুসারে তিনিও বিশ্বাস করতেন যে পর্যবেক্ষকই জগতের স্রষ্টা। পর্যবেক্ষকের গুরুত্বের ব্যপারে বলেন,**"অবশ্যই পর্যবেক্ষণ এবং পদার্থের মধ্যে কোন রকমের সম্পর্ক থাকবে যা আপনার চারপাশের জগতকে সত্য করে তোলে।"** তাকে নিউএজ মুভমেন্টের হার্মেটিক ল' অব এ্যাট্রাকশনের প্রচারকারীদের বিখ্যাত ডকুমেন্টারি "সিক্রেট" এ উপস্থিত হতে দেখা যায়। মিস্টিকদের সাথে বেশি ওঠাবসার জন্য কিছুটা সমালোচিতও হতে হয়। আইডিয়ালিস্ট চেতনাবাদী এই পদার্থবিদ প্রাচীন সাব্জেক্টিভ রিয়েলিজমের উত্থানের সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যাদুকর আলকেমিস্টদের অনুরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আন্তরিকভাবে ধারন করার কথা জানান। এ বিষয়ে বলেনঃ**"আজ আমরা যতই বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিনা কেন এখনো আমরা প্রাচীন রহস্যবাদি (যাদু)বিদ্যার সাহায্য না নিয়ে ওই পর্দার ওপারে যেতে পারি না, যেটা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে পার্থক্য করে। বিজ্ঞানী উল্ফ গ্যাং পাওলি একবার বলেছিলেন, বিজ্ঞানীরা ১৭ শতাব্দীতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় যখন থেকে তারা বিলুপ্তপ্রায় সাব্জেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গির যেকোন প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বাদ দিয়ে বোধযোগ্য সবকিছুকে শুধুমাত্র অব্জেক্টিভ সায়েন্স বানিয়ে ফেলে। আধুনিক বিজ্ঞান এখন অবজেক্টিভ বিষয় গুলো সাব্জেক্টিভ জিনিসের প্রতিফলন হিসেবে প্রতিষ্ঠার(প্লেটনিক আইডিয়ালিজম) চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন,পদার্থবিজ্ঞানে করা হয়েছে। আমরা সহ অনেক বিজ্ঞানীরাই নতুন অব্জেক্টিভ ম্যাটেরিয়ালিজমে বিশ্বাস করেনা, আমরা পূর্বে আসা আলকেমিস্টদের মত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করি বস্তুবাদের উর্ধ্বের কোন কিছু এই মহাবিশ্বের জন্য দায়ী।"**
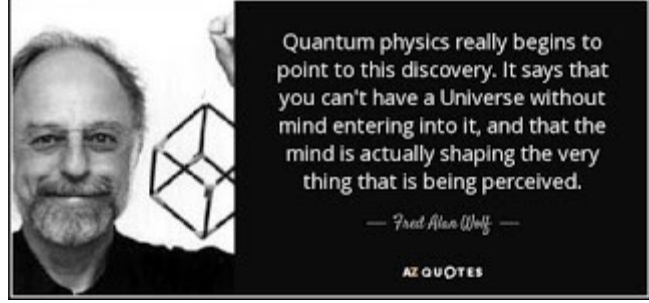
অতএব, হার্মেটিক আলকেমি ও জ্যোতিষবিদ্যার উৎকর্ষের যুগের যাদুকরদের কুফরি সাব্জেক্টিভ আইডিয়াকিস্টিক ওয়ার্ল্ডভিউয়ের দিকে আধুনিক [অপ]বিজ্ঞান আবারও ফিরে গেছে। মূলত, এটাই [অপ]বিজ্ঞানের আসল পরিচয়। যাদের হাতে সেই রয়্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনাকারীরাই ছিল অকাল্ট সিক্রেট সোসাইটির[ফ্রিম্যাসন] শীর্ষস্থানীয় সদস্য। এরা সাধারন মানুষের কাছে যাদুশাস্ত্রের গ্রহনযোগ্যতা তৈরি করতেই সাব্জেক্টিভ ওয়ার্ল্ডভিউ অল্পকিছু বছরের জন্য বাদ দিয়ে সেকুলার ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিলসফির প্রচার করে, পরে যখন এটার সর্বস্তরে গ্রহনযোগ্যতা তৈরি হয় অর্থাৎ আজকের যুগে আবারো পুরাতন আইডিয়ালিস্টিক রিয়েলিজমে ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ মিশর ও বাবেল শহরের যাদুকর চন্ডাল ঋষিগন এবং গ্রীসের প্লেটো পিথাগোরাসদের ম্যাজিক্যাল কুফরি বিশ্বাসব্যবস্থাকে পুনঃসত্যায়ন করা হয় কথিত বিজ্ঞানীদের দ্বারা। আজকে আমরা যেসকল [অপ]বিজ্ঞানীদেরযাদের 'বিজ্ঞানী' বলে শ্রদ্ধা করি,এরা কি আসলেই বিজ্ঞানী নাকি যাদুকর/মিস্টিক/অকাল্ট ফিলসফার!?
নিউরোসায়েন্টিস্ট জুলিয়া মসব্রিজ বলেন,**"আমি কেন বিজ্ঞানী, কারন আমি একজন মিস্টিক(অকাল্ট ফিলসফার), আমি এর মানে এটা বোঝাই না যে আমি বিজ্ঞানী হয়েছি মিস্টিক্যাল প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার জন্য, যদিও আমার কিছু কাজে এ বিষয় গুলো জড়িয়ে আছে।আমি যেটা বুঝিয়েছি যে, একজন মিস্টিক ঠিক সেই একই কাজই করে যা একজন বিজ্ঞানী করে থাকে। সেটা হচ্ছে, নিজে নিজে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের মধ্যে কোন কিছুর আহব্বান করা, এমনিভাবে যেটা আপনি নিজেও জানেন না।এরপরে অনুসরণ করলেন, অন্ধভাবে এর পিছনে হাটলেন, এবং দেখলেন এটা কোথায় পৌছায় এরপর যেটা পেলেন সেটা সবার সাথে প্রকাশ করলেন। এটাই একজন মিস্টিক করে থাকে, এবং একই সাথে একজন বিজ্ঞানীও করে থাকে। আমি একটা পরীক্ষন করলাম যার ব্যপারে আমার কোন ধারনাই নেই। সেটা আমি কোথা থেকে পেলাম, আমার নিজেরই কোন ধারনা নেই। এরপর দেখি কি ঘটে, এরপর রাতারাতি আরেকটা প্রশ্ন মনে উদয় হয়,সেটাকে অনুসরণ করা শুরু করি। এটা মহাবিশ্বজগতের সাথে এক অসাধারণ নৃত্য। এজন্য আমার কাছে সায়েন্টিফিক অন্বেষণ এবং মিস্টিক্যাল(যাদুকরী) অন্বেষণ একই মনে হয়। উভয়ই তাদের কাজের ক্ষেত্রে সামান্য ভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। মাঝেমধ্যে যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যেও খুব বেশি পার্থক্য থাকে না।সবই অবজারভেশন, সবই অনুপ্রেরণা এবং সবই কমিউনিকেশন।"**
অর্থাৎ, মূলত কথিত বিজ্ঞানীরা প্রত্যেকেই মিস্টিক,দার্শনিক। উনিশ শতকের পূর্বে এই বিজ্ঞানের নামই তো ছিল, "ন্যাচারাল ফিলসফি"। "বিজ্ঞান" শুধুই জনগনের কাছে যাদুশাস্ত্রের গ্রহনযোগ্যতা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যবহার করা টোপ মাত্র। এটা রিপ্যাকেজড ব্যবিলনীয়ান মিস্টিসিজম ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেদেরকে সুস্পষ্ট মিস্টিক বলে স্বীকৃতিদানকারী জুলিয়া মসব্রীজ Consciousness hacking এ কাজ করতেন।তাছাড়া নোয়েটিক সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ইনোভেশন ল্যাবের ডিরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। নোয়েটিক ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা এস্ট্রোনট এডগার মিচেল।তিনি একবার স্পেস ট্রাভেলের

সময় ট্রান্সেন্ডেন্টাল এক্সপেরিয়েন্স লাভ করেন। তিনি বলেছেনঃ**"পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় ২৪০,০০০ মাইল তারকা ও গ্রহসমূহের মধ্যে যখন তাকিয়ে ছিলাম যেখানে আমি গিয়েছিলাম, সেটা দেখে হঠাৎ করেই আমার মধ্যে একরকমের অনুভূতি জাগ্রত হয়। মনে হয় যেন, এই মহাবিশ্ব বুদ্ধিদীপ্ত, প্রেমময় এবং ঐকতানপূর্ন।"** অর্থাৎ তিনি স্পেসে গিয়ে সর্বচৈতন্যবাদী অনুভূতি লাভ করেছেন। বিগত পর্বে স্পেসসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় দেখিয়েছিলাম এদের যাত্রাও শুরু হয়েছে যাদুবিদ্যা এবং শয়তানের আরাধনার মাধ্যমে। Space Age এর জনক যাদুকর জ্যাক পার্সন্সকে নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন। প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত এই বিজ্ঞানের প্রতিটি স্তরেই আছে যাদুশাস্ত্র, অকাল্ট ফিলসফি আর মিস্টিসিজমের চক্ষুষ্মান প্রমাণ। আজ অল্প কিছু অপবিজ্ঞানীদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি, যদি এই বিজ্ঞানের আড়ালে লুকানো মিস্টিকদের তালিকা ধরে সকলের অপবৈজ্ঞানিক উপাখ্যান রচনা করি, তবে দিনের পর দিন যাবে তবুও এদের অপবিদ্যার কথা শেষ হবেনা।

এদের উদ্দেশ্য কি? সোজা উত্তর, ধর্মকে বাদ দিয়ে প্রাচীন প্যাগানিজম এবং অকাল্ট ফিলসফি প্রতিষ্ঠা, একটি ধর্মহীন অকাল্ট টেকনোক্রেটিক বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণ।আগের পর্বগুলোয় দেখিয়েছি, বর্তমানকালের সকল আধ্যাত্মবাদী অকাল্ট সংগঠন ও সংস্থার পিছনে বটবৃক্ষের ন্যায় পৃষ্ঠপোষকতা করছে জাতিসংঘ। বিজ্ঞানটা এর বাইরের নয়। বেদান্ত মেকানিক্স তথা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবর্তক পথিকৃৎদের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? একেকজন অকাল্ট ফিজিক্স ও ফিলসফিকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে, আর সাথে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে। এরা যায় কালচক্রতন্ত্রের সেই মহান অবতার তথা কাব্বালিস্টিক মসীহের নেতৃত্বে এক সরকারবিশিষ্ট বিশ্বব্যবস্থা। যেখানে ধর্মগুলোকে উৎখাত করা হবে। এজন্য ধর্ম সমূহের বিপক্ষে নিরেশ্বরবাদ বা নাস্তিকতার চেয়ে সর্বেশ্বরবাদি আকিদাকে শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে নিয়েছে, যেটা প্রাচীন যাদুকরদের মাঝে ছিল। বিজ্ঞান যে কাজটা করছে সেটা হলো, এসকল কুফরি আকিদাকে লজ্যিক্যালি সত্যায়ন করছে[৬৩]। বিজ্ঞানের তর্কাতীত গ্রহনযোগ্যতার সুযোগে ধর্মীয়
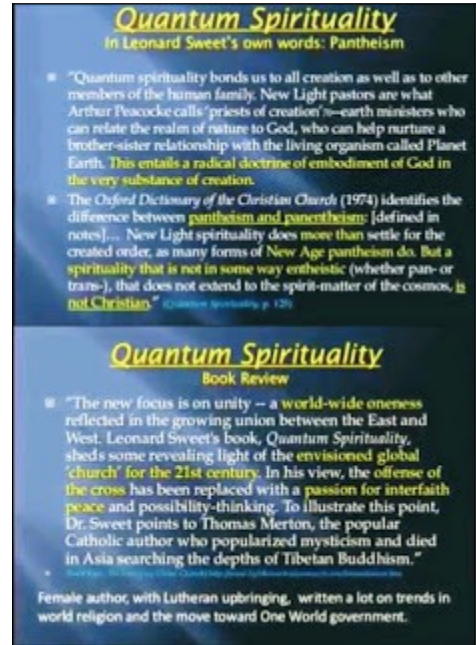
সম্প্রদায়ের মাঝে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে এবং ইয়াক্বিনের স্থানটি দখল করে নিচ্ছে। ওরা এইসব কুফরি আকিদা গ্রহনে যৌক্তিকতা হিসেবে যেটা দ্বার করায় তা হচ্ছে, ধর্ম বহু বছর ধরে হানাহানি, বিদ্বেষই প্রচার করেছে। ধর্মে মানবতা - ঐক্য - ভালবাসা বলে কিছু নেই। এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী দিয়েছে যুদ্ধ, দাঙ্গা। শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ। অন্যদিকে ননডুয়ালিটি আপনাকে দেবে নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং মহাজাগতিক ঐক্যের অনুভূতি। এটা সমস্ত অস্তিত্বকে নিজের সাথে যুক্ত ভাবতে শেখায়। তাই পারস্পারিক সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সর্বোপরি এক শান্তিময় পৃথিবীতে গড়তে এই প্রাচীন অদ্বৈত বেদান্তবাদী বিশ্বাসের বিকল্প নেই। তাছাড়া এটা বৈজ্ঞানিকও। সবকিছুতেই মহাজাগতিক চৈতন্য বিদ্যমান। এই ইউনিভার্স সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা। এটাই এককভাবে ঈশ্বর। আইনস্টাইন, স্পিনোজা থেকে শুরু করে সকল কাব্বালিস্ট - বেদান্তবাদের অনুসারীদের বিশ্বাস তাই। আমরাই এই রিয়ালিটির সৃষ্টিক্রিয়ায় অংশীদার[কো-ক্রিয়েটর]। আমরাই ঈশ্বর। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস বিদ্বেষ-বিভাজনকারী ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। যাদুশাস্ত্রের অনুসারী louis Turi[beyond belief]বলেনঃ**"আমরা আজ অসাধারণ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে উপনীত হয়েছি। আমরা চাঁদে যাচ্ছি, আমাদের জিপিএস ও ইন্টারনেট রয়েছে।কিন্তু দু হাজার বছর ধরে এখনো আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে প্রবঞ্চনাময়, ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যমান। এই গ্যাপটি দূর করতে দরকার কস্মিক চেতনার বিশ্বাসের। শুধু আপনিই বিশ্বাসী হলেই হবেনা, বরং শাসক গোষ্ঠীরা কস্মিক কনসাসনেসের ব্যাপারে একমত হবেন। সেটাই হবে মুক্তির পথ।আমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তিগতভাবে একত্রিত হয়ে কাজ করি তবে তারা একে গুরুত্বের সাথে দেখবে এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই জনগণের মধ্যে প্রক্রিয়াগুলো ছড়াতে পারব, যেটা চেতনার জাগরণে উৎসাহিত করবে।"** অপর আরেক অকাল্ট ফিলসফির অনুসারী Andrew Harvey[Open minds]বলেন,
"আপনি ঐশ্বরিক চেতনা নিয়ে জন্মলাভ করেছেন। এই জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুবিচার এবং গভীর শান্তি ও চরম ভালবাসায় ভরা সহানুভূতি নিয়ে বেচে থাকার অনুভূতি অর্জন। পরস্পরভেদী আনন্দ ও সবকিছুর প্রতি ভালবাসা এ পৃথিবীতেই অনেক আগে থেকে আছে, এটা অন্য কোথাও নেই। নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক চেতনা জাগ্রত করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মহাবিশ্ব,নিজের এবং এর সকল সত্তার মধ্যে ঐশ্বরিক অস্তিত্বকে জাগরিত করা।"[৫৩]

অকাল্টিস্ট ট্যারেন্স মেকানা বলেনঃ**"আমি মনে করি আমরা এখন বার্থ ক্যানালে আছি যেখানে সব কিছু ধ্বংস হচ্ছে। সমুদ্র আবহাওয়া এমনকি আমাদের শরীরও ধ্বংসের মুখে আছে যেখানে আমরা নানা রোগব্যাধিকে দেখছি। আমরা এখন শুধুই সামনের দিকে যাচ্ছি। সামনেই একমাত্র মুক্তির পথ এটাই একমাত্র পথ।আমি এই চিন্তাকে প্রচার করতে পছন্দ করি প্রথম একারনে যে**

আমি এতে বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়ত, এটা একটা আশার বার্তা। এটা ছাড়া মানুষ খুবই ঝুকির মুখে যাচ্ছে কারন দিন দিন সবকিছু ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এখন কোন রকমের ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফেজ ট্রাঞ্জিশনে বিশ্বাস ছাড়া একরকমের আশাহীন নিহিলিজমের দিকে যাবার প্রবণতা আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মগুলো ব্যর্থ হয়েছে। ধর্ম যেটা দিয়েছে সেটা যুদ্ধ বিগ্রহ। আমরা প্রথমবারের মত সত্যিকারের মত মানব সভ্যতার ফেজ ট্রাঞ্জিশনের দিকে যাচ্ছি।" ২০১১ সালে কেম্ব্রিজে সায়েন্স ও স্পিরিচুয়ালিটিকে এক করে jeff lieberman গুগলের টেডএক্সে লেকচার দেন, তিনি প্রচার করেন যে আমরা সকলেই একক অস্তিত্ব। সকলেই একক মহাচৈতন্যের অংশ।তিনি দুঃখ দুর্ভোগের দুঃসহ মানসিক পরিতাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ওয়াহদাতুল উজুদে[Monism-অদ্বৈত বেদান্তবাদ] বিশ্বাসের আহবান জানান। তিনি ব্যাখ্যা করেন, যখন সকলে মিলে এক অস্তিত্বের বিশ্বাস অন্তরে প্রবিষ্ট হবে, তখন আমরা যাবতীয় ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলে যেতে পারব। তার মতে শুধু এই বিশ্বাসের দ্বারাই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব[৫৪]।

কাব্বালিস্টিক-বৈদিক সর্বচৈতন্যবাদি [অ]শান্তির বার্তায় সাড়া দিয়েছেন অনেক শিল্পী, সেলিব্রেটি অভিনেতা -অভিনেত্রী, টিভি ব্যক্তিত্বরা। Ashton Kutcher , Mila Kunis , Demi Moore , James Van Der Beek , Marla Maples , Madonna , Ariana Grande , Frankie Grande, Britney Spears , Roseanne Barr , Sandra Bernhard , Anthony Kiedis , Mick Jagger , Jerry Hall , Lucy Liu , Alex Rodriguez , Rosie O'Donnell , Naomi Campbell , Donna Karan , Elizabeth Taylor , Paris Hilton , Nicole Richie , Kyle Richards , Heather McComb, Lindsay Lohan'সহ আরো অনেক সেলিব্রেটি কাব্বালাহকে গ্রহন করেছেন ধর্মের বিকল্প হিসেবে। আয়রনম্যান খ্যাত Robert Downey Jr. গ্রহন করেছেন পূর্বাঞ্চলীয় মিস্টিক্যাল ট্রেডিশনের শাখা তথা বৌদ্ধধর্মকে। আরো আছেন এ্যাঞ্জেলিনা জোলি, জেনিফার লোপেজ...। এঞ্জেলিনা জোলির শরীর বৌদ্ধদের ট্যাটু দ্বারা আবৃত।তাতে আছে বৌদ্ধ মন্ত্র,বৌদ্ধ মন্দির ও যাদুবিদ্যার চার ইলিমেন্টসের [আগুন,পানি,মাটি, বায়ু] নাম। এরা বিশ্বাস করে বিশ্বশান্তি এর দ্বারাই প্রতিষ্ঠা সম্ভব। হয়ত আপনার চেনা জানা অনেকেই এদের কারও না কারো ফ্যান। আমেরিকার নিউএজ মুভমেন্টের অনুসারী সেলিব্রেটিদের সংখ্যা আরও বেশি। এখানে আছে মরগান ফ্রিম্যানের মত সায়েন্স ফিকশন ফিল্মের অভিনেতা ও সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টারির উপস্থাপক থেকে শুরু করে জিমকেরির মত অভিনেতারা। জিম কেরি বলেন,**"আমি ঘুম থেকে উঠলাম এবং হঠাৎ বুঝতে পারলাম ভাবনা কিরকম ভ্রম জিনিস, এটা কি রকমের আমাদের দুর্দশার জন্য দায়ী। এরপর আমিই আমাকে নিয়ে ভিন্ন মাত্রায় ভাবতে শুরু করলাম, এবং ভাবছিলাম এখন কে কাকে নিয়ে ভাবছে। হঠাৎ**

করেই আমার মাঝে অদ্ভুত রকমের স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করলাম। আমি নিজেকে অনেক বড় দেখতে শুরু করলাম।আমি আমার শরীরের চেয়ে বড়। আমি অনুভব করলাম আমি সবকিছুতে এবং সবার মাঝে রয়েছি। আমি মহাবিশ্বের কোন অংশ নই বরং আমিই মহাবিশ্ব। আমরা সকলেই একক জিনিস, এটা সত্যিই।"[৫৫]

এভাবেই বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত ও প্রমাণিত কুফরির দ্বারা বিশ্বে যাদুশাস্ত্রভিত্তিক ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলে একযোগে কাজ করছে। আমাদের মুসলিমদের অবস্থা কিরূপ? আমরা কি বিশ্বের চলমান কুফরের স্রোতের অনুকূলে চলছি? দুর্ভাগ্যজনকভাবে উত্তর হচ্ছে, হ্যা। আমরা মুসলিমরা ইহুদী ও বৈদিক অপবিদ্যাকে আপন করে গ্রহন করে নিয়েছি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে। বিজ্ঞানের নামে অস্পষ্ট করে দেয়া সুস্পষ্ট কুফরি যাদুশাস্ত্রকে শুধুমাত্র সাধারন মুসলিমরাই গ্রহন করেনি, আলিমরাও একে বৈধতা দিয়েছেন। আলিমরা আজ তাদের ধর্মীয় বায়ানে দু একটা [অপ]বৈজ্ঞানিক শব্দ মুখে আওড়াতে পারলে ধন্য মনে করেন। নিজেকে খুবই বিজ্ঞ মনে হয়। প্রচার করছে তাওহীদ কিন্তু সেটাকে রিইনফোর্স করছে ইত্তেহাদের আকিদা দ্বারা। প্রচার করছে ইসলামের কিন্তু একে সত্যায়নের জন্য রেফারেন্স হিসেবে যেটাকে টানছে সেটা বেদান্তশাস্ত্রের এবং এর অনুসারী অকাল্ট ফিলসফারদের। এরা আলিম হয়ে প্রচার করছে জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভর আকাশবিদ্যার ধারনাকে, যেখানে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) একে যাদুবিদ্যার শাখায় ফেলেছেন। সমস্ত নিষিদ্ধবিদ্যাকে বৈধতাদানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইজতেহাদের দরজাকে। আলিমদেরই যদি এই অবস্থা হয়, সাধারন মুসলিমদের কি অবস্থা হবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সাধারন মুসলিমরা আজ [অপ]বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনকে মানতে ও বুঝতে পছন্দ করে। কোন কিছু বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেটাকে যেভাবেই হোক বৈজ্ঞানিক বানাতে চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক না হলে তাদের ঈমান ঈয়াক্বিনের খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে অপবিজ্ঞানকে ধারনের যাত্রা শুরু হয় আরবে গ্রীক-ভারতীয় দর্শন তথা কালামশাস্ত্র গ্রহনের মাধ্যমে। কালামিরা ছিলেন, আজও কালামিদের উত্তরসূরীরা আছেন। যদি বলেন গ্রীক দর্শনের ফিতনা শেষ তবে বড় ভুল করবেন, কেননা মধ্যযুগে ব্যাবিলনীয়ান মিস্টিসিজম থেকে আসা গ্রীক দর্শনের প্রভাব আজকের তুলনায় খুব সামান্যই ছিল। সেসময় গ্রীকদর্শন বহিরাগত বিদ্যা হিসেবে খুব স্পষ্টই ছিল। কিন্তু আজ এর পোশাক ফ্লেভার একদমই পাল্টে ফেলা হয়েছে 'বিজ্ঞান' নামের দ্বারা। বিজ্ঞান আজ প্লেটোনিক আইডিয়ালিস্টিক অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে সত্যায়ন করছে[৬৪], যে বিজ্ঞান সর্বজনগৃহীত শ্রদ্ধেয় নিষ্কলুষ বিদ্যা। অর্থাৎ আড়ালে থেকে ভিন্ন নামে কালামশাস্ত্র সর্বত্র আরও শক্তভাবে প্রবেশ করেছে। আগে

কালামশাস্ত্রের ইল্মের বিরুদ্ধে বলার মত অনেক আলিম ছিল, কিন্তু আজ এর বিরুদ্ধে বলা তো দূরের কথা,উল্টো সপক্ষে ইজতিহাদের পক্ষের আলিমদের অভাব নেই।এর উল্টোটা বললে খারেজি কিংবা "পথভ্রষ্ট গোমরাহ চক্র" ট্যাগ মিলতে পারে। এজন্য কালামিরা শেষ হয়ে যায়নি। উল্টো নব্যকালামিদের দ্বারাই সর্বত্র ছেয়ে গেছে।

সাফিয়্যাহ সাবরিনা সাঈদ নামের জনৈক বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল মর্ডানিস্ট মুসলিমকে প্রায়ই দেখি বিজ্ঞানকে চরমভাবে ইসলামাইজ করে প্রচার করতে। সেদিন তার কথা শুনে 'থ হয়ে যাই। তিনি বলেন, **"একজন মুসলিম হিসেবে যে কারনে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যপারে আমি আগ্রহবোধ করি, সেটা হচ্ছে এই যে এটা(কোয়ান্টাম মেকানিক্স) হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন।এটা যেন এমন যেন, মানবজাতি তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তনের চক্রকে সম্পূর্ন করেছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স জগতের ব্যপারে যে ধারনা দেয় সেটা নতুন নয় বরং অনেক পুরোনো, প্রাচীন ও রহস্যময়। এখন কোয়ান্টাম মেকানিক্স রিয়ালিটির যে বর্ননা দিচ্ছে সেটাই ইতিহাসের পাতায় প্রাচীনকাল থেকে সকল মিস্টিক্যাল ট্রেডিশন বলে এসেছে। আমার কাছে এটা খুবই উল্লেখযোগ্য। এ কারনে যে, প্রাচীন যুগের লোকেরা নিজেদের অনুমান ও ধারনা করে বাস্তবজগতের ব্যপারে যা বলতো সেগুলোই আধুনিক যুগের মানুষরা ভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বলছে যেটা নিশ্চিত করে প্রাচীন শাস্ত্রগুলো সৃষ্টিজগতের ব্যপারে যা বলতো তার সবই সত্য। এবং এই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এজন্যই আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রায় সব কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জনক বিজ্ঞানীগন বিভিন্ন মিস্টিক্যাল ট্রেডিশানের মধ্যে ডুবে ছিলেন, যেমন পূর্বাঞ্চলীয় বা পাশ্চাত্যের (রহস্যবাদসমূহে)। কোয়ান্টাম বিপ্লবের জনক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বলেন,চেতনাই জগতের সবচেয়ে মৌলিক জিনিস। ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ যিনি আনসার্টেইনটি প্রিন্সিপ্যালের জনক,আরউইন শ্রোডিঞ্জার যার ইক্যুয়েশন আমরা মূল হিসেবে ব্যবহার করি, হার্মানের গেজ থিওরি যেটাকে স্ট্রিং থিওরিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই পূর্বাঞ্চলীয় রহস্যবাদে(হিন্দু-বেদান্তবাদি দর্শন) ডুবে ছিলেন। উল্ফ গ্যাং পাওলির এক্সক্লুশন প্রিন্সিপলও মিস্টিসিজম দ্বারা প্রচ্ছাদিত। জন ভন নিউম্যান বলেছেন চেতনাই ওয়েভ ফাংশনের কলাপ্স ঘটায়। মুসলিম বিশ্বে আলাদা মিস্টিক্যাল ট্রেডিশন ছিল, আমাদের নয়শ বছর ধরে ইসলামিক সায়েন্স, কস্মোলজি, অ্যাস্ট্রোনমি ইত্যাদি ছিল। সেসময়ের মিস্টিকগন জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে লিখতেন। এবং পদার্থবিদগনও গভীরভাবে আধ্যাত্মবাদ ও মিস্টিসিজমে(যাদুশাস্ত্রভিত্তিক বিশ্বাসব্যবস্থা) ডুবে ছিলেন।মূলত ইসলামি এ্যাটোমিক থিওরি যেটাকে আশআরি এটোমিজম বলে সেটা মূলত সেসকল ধর্মতাত্ত্বিক - মিস্টিকদের দ্বারা গঠন করা হয়। আমার কাছে ওই ট্রেডিশন থেকে আসা কোয়ান্টাম মেকানিক্স শুধুই প্রাচীন জ্ঞান**

প্রকাশের নতুন ভাষা।"[৫৬]

এ মুসলিমার[!] কথাগুলো আমাকে নির্বাক করে দেয়। তিনি প্রথমেই বলে নিচ্ছেন, মুসলিম হিসেবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স যে কারনে তাকে আকর্ষিত করে, তা হলো এটা মানবজাতির বিশাল অর্জন এবং এটা প্রাচীন যাদুকরদের কুফরি আকিদাকে সত্যায়ন করে! তিনি এটার স্বীকৃতিও দিচ্ছেন যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবর্তক পদার্থবিদগন বেদান্তশাস্ত্র এবং অকাল্ট ফিলসফির মধ্যে ডুবে ছিলেন। এরপরে এটাও গর্বের সাথে বলছেন যে মধ্যযুগে অনেক আরব কালামিরা জ্যোতিষবিদ্যা-যাদুশাস্ত্রের চর্চা করতেন,আশআরি স্কুল অব থটের এ্যাটোমিক থিওরির কথাও বলেন। তার নিকট এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রাচীন কুফরি অকাল্ট বিদ্যার প্রকাশের নতুন ভাষা। আমি এখানে লিটারেচারের আইরনি,প্যারাডক্স ফিগার অব স্পিচ গুলোর সবই খুজে পাচ্ছি! তিনি নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিচ্ছেন অথচ যাদুশাস্ত্রভিত্তিক যাদুকরদের কুফরি আকিদাসমূহের সত্যায়নের বিষয়টিতে তিনি খুবই রোমাঞ্চিত। অর্থাৎ এখানে অজ্ঞতার কোন কিছু নেই, সব যেনে বুঝে কুফরের পক্ষাবলম্বন! পরবর্তীতে আবিষ্কার করি সুফি আলিম ইমরান নযর হোসেনের গুরু ফজলুর রহমান আনসারিকে তিনিও গুরুভক্তি করেন! মা'আযাল্লাহ। এজন্যই এই অবস্থা। অন্যত্র দেখলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স তথা বেদান্তমেকানিক্স[৬২] ব্যবহার করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর মিরাজ গমনকে ব্যাখ্যা করছে[৫৭]! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ! এদের সংখ্যা আজ অনেক। এরা বস্তুত নিও-কালামি। মু'তাযিলা ও আশআরি-মাতুরিদিরা নিজেদের কালাম শাস্ত্র অনুসরনের ব্যপারে স্বীকৃতি দেয়।কিন্তু এরকম মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি, যারা নিজেদের বিশুদ্ধ[স্বহীহ] আকিদার মুসলিম বলে পরিচয় দেয় কিন্তু উপরিউক্ত মুসলিমার ন্যায় নিজের পরিচয়ের সাথে পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস ধারন করে। এরকম ব্যধিগ্রস্ত দুরাত্মার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, যারা সব জেনে-বুঝেও কুফরি বেদান্তশাস্ত্রে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু অন্যদিকে নিজেদেরকে স্বহীহ আকিদার মুসলিম বলে দাবি করে।এসব ধর্ম-বিদ্যার খাটি অনুসারীরাই বলে দেয় যে, এসব জ্ঞানের উৎস হচ্ছে দাজ্জাল। এমতাবস্থায় এরকম দুই নৌকায় পা দেয়া মুসলিম দাবিদারদের অবস্থা কি হবে, যখন সমস্ত অকাল্ট ট্রেডিশনের উস্তায জনাব দাজ্জাল সাহেব আত্মপ্রকাশ করবেন!?

যখন থেকে কালাম শাস্ত্রের এ্যাডভান্স সংস্করণ তথা গ্রেসিয়ান ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট ফিলসফি তথা যাদুকরদের কুফরি মতবাদ বা বিশ্বাসকে সত্যায়নকারী অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু

করি, অজানা অচেনা অনেক মানুষ আমার বিরুদ্ধে লেগে পড়ে। অতীতের আলিমরা কালামিদের[গ্রেসিয়ান অকাল্ট ফিলসফিকে দ্বীনের সাথে সমন্বয়কারী] যে ফিতনাটি দেখেছেন, সেটা আজকের তুলনায় খুবই কম। সে অবস্থাতেই তারা অনেক রোষানলে পড়েছেন। সেখানে আজকের ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউয়ের পূর্নতাপ্রাপ্তির দিনে আমার মত গাইরে আলিমের কি অবস্থা হওয়া উচিত, সেটা সম্ভবত বুঝতেই পারছেন। ডানের ছবিতে জনৈক [আমার] অচেনা লোককে দেখতে পাচ্ছেন, যিনি আমাকে কাজ্জাব বলছেন। অর্থাৎ আমি বেদান্তশাস্ত্রভিত্তিক এই শৈবধর্মীয় অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বলবার জন্য কাজ্জাব! তাহলে সত্যবাদী কারা?

ব্রহ্ম শিব আর অদ্বৈত বেদান্তবাদকে সত্যায়নকারী, বিজ্ঞানে রূপান্তরকারী আরউইন শ্রোডিঙ্গার, নিলসবোর আর ওয়ার্নার হাইজেনবার্গগন? সত্য কি তাহলে ব্রহ্মচৈতন্য এবং সার্নের সামনে নটরাজ শিবের ধ্বংস নৃত্য? লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ! জ্ঞানহীন নির্বোধ কেউ যদি প্রজ্ঞাবানদের অনুরূপ ভান ধরে, তাহলে এভাবেই ধরা পরে। এরা আসলে কোন বিশ্বাসব্যবস্থার পক্ষাবলম্বন করে!? উত্তর আল্লাহ আযযা ওয়াযালই ভাল জানেন। যতদিন অনলাইনে সক্রিয় ছিলাম ততদিন এরা আদৌ আমার 'ফ্রেন্ডলিস্টে'ই ছিল না, কখনো এদেরকে চিনতামও না কথা বলা তো অনেক দূরের ব্যপার। সুতরাং অজানা প্রক্রিয়ায় আমি তাদের সাথে কবে কিরূপ আদবহীন আচরণ করেছিলাম, সেটা আল্লাহই ভাল জানেন। যদি "তাদের কল্পনা কিংবা স্বপ্নে" [এছাড়া আর কোনভাবে সম্ভব নাহ] কখনো তাদের সাথে আদবহীন কিছু করে থাকি, তাহলে বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি যা বলি তা রিফিউট করা অল্প সময়েই খুব সহজ। প্রথমেই এ্যাঞ্জেলিনা জোলি, জেনিফার লোপেজ, ম্যাডোনা কিংবা জিম কেরীদের বিশ্বাসের অবস্থানে গিয়ে নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। অথবা নিজেকে ইসলামের নাম ভাঙ্গানো বাতেনিয়্যাহ ফের্কাগুলোয় নিজেকে অধিভুক্ত করতে হবে।

আমি যা-ই বলি সবই ১৪০০ বছর আগের সাহাবী আজমাঈনদের অবস্থান থেকে। তারা যেটাকে অনুসরণীয় বলেছেন, সেটাকে অনুরণীয় বলি।তারা যে শাস্ত্র বা বিশ্বাসব্যবস্থাকে বর্জনীয় বলেছেন সেটাকে বাতিল সাব্যস্ত করি। অপবিজ্ঞানে গত পর্বে ব্রহ্মকে পেয়েছেন, আজ দেখেছেন শিবকে। আগামীপর্বে আসবে বিষ্ণু। বিজ্ঞান আবারও ফিরে গেছে বৈদিক ঋষি ও বাবেল

শহরের ইহুদি কাব্বালিস্টদের কাছে। সামনের পর্বগুলোয় আরো স্পষ্ট ভাবে দেখবেন যে, আজকের এই অপবিজ্ঞান যাকে সায়েন্স বলছে, তা মূলত ব্যবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্রভিত্তিক অপবিদ্যা।

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

রেফঃ

[১]en.m.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation
[২]en.m.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation
[৩]en.m.wikipedia.org/wiki/Wigner%27s_friend
[৪]https://m.youtube.com/watch?v=V9KnrVlpqoM
[৫]en.m.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind
[৬]http://imaginingthetenthdimension.blogspot.com/2014/12/the-science-of-interstellar.html?m=1
[৭]en.m.wikipedia.org/wiki/Retrocausality
[৮]en.m.wikipedia.org/wiki/John_Archibald_Wheeler
[৯]https://futurism.com/john-wheelers-participatory-universe

http://kwelos.tripod.com/anthropism.htm
[১০]https://m.youtube.com/watch?v=qSYw7XUX7_Y
[১১]https://www.cosmic-core.org/free/article-134-the-holographic-universe-part-1-david-bohm-the-holographic-universe/
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/david-bohm-quantum-mechanics-and-enlightenment/
[১২]https://www.scienceandnonduality.com/article/david-bohm-implicate-order-and-holomovement
[১৩]en.m.wikipedia.org/wiki/David_Bohm
http://www.consciousness.arizona.edu/documents/TSC2018AbstractBookfinal3.pdf
en.m.wikipedia.org/wiki/Holonomic_brain_theory
[১৪]en.m.wikipedia.org/wiki/Universal_mind
[১৫]http://www.messagetoeagle.com/use-your-mind-to-change-reality-it-is-easier-than-you-think/
[১৬]http://www.physics-astronomy.com/2017/07/quantum-consciousness-universe-may-be.html?m=1
[১৭]http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physics
https://phys.org/news/2019-11-quantum-physics-reality-doesnt.html
[১৮]en.m.wikipedia.org/wiki/Panpsychism
[১৯]http://www.scielo.br/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0101-31732018000500101&sa=U&ved=2ahUKEwjyzqqD1N_oAhU2zDgGHcOWB38QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw3lm-71rbIgftfOPs_pkOh9
en.m.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics
https://blogs.scientificamerican.com/observations/spacetime-emergence-panpsychism-and-the-nature-of-consciousness
https://aeon.co/ideas/panpsychism-is-crazy-but-its-also-most-probably-true
[২০]https://medium.com/the-physics-arxiv-blog/why-physicists-are-saying-consciousness-is-a-state-of-matter-like-a-solid-a-liquid-or-a-gas

[২১]https://quantumgravityresearch.org/portfolio/hard-problem-of-consciousness
[২২]https://www.scienceandnonduality.com/article/quantum-physics-as-a-spiritual-path
https://www.scienceandnonduality.com/article/the-reality-of-consciousness
[২৩]https://m.youtube.com/watch?v=NUFHbfYG83c
[২৪]https://m.youtube.com/watch?v=ISdBAf-ysI0
[২৫]https://m.youtube.com/watch?v=O8Ia3kcQydc
[২৬]https://m.youtube.com/watch?v=iah2GeJgWJk
https://m.youtube.com/watch?v=0Lpf15w6voc
https://m.youtube.com/watch?v=iah2GeJgWJk
https://m.youtube.com/watch?v=BH8dQvVmlXU
https://www.scientificamerican.com/article/how-the-hippies-saved-physics-science-counterculture-and-quantum-revival-excerpt/
[২৭]https://www.brainpickings.org/2019/03/13/wolfgang-pauli-carl-jung-figuring/
https://www.newscientist.com/article/dn17023-why-two-geniuses-delved-into-the-occult/
[২৮]https://www.scienceandnonduality.com/article/physics-is-pointing-inexorably-to-mind?
https://phys.org/news/2009-06-quantum-mysticism-forgotten.html
[২৯]https://www.esamskriti.com/essays/docfile/39_1439.pdf
[৩০]https://m.youtube.com/watch?v=jhPmmSfkDIU
https://m.youtube.com/watch?v=L1rFMetfIXY
[৩১]https://www.fritjofcapra.net/shivas-cosmic-dance-at-cern/
https://wptt.org/2010/03/19/the-cosmic-dance/
[৩২]https://www.agoracosmopolitan.com/news/ufo_extraterrestrials/2019/03/05/13549-new-theory-suggests-that-cern-collider-could-open-the-gates-of-hell.html
[৩৩]https://www.nature.com/news/2008/081103/full/news.2008.1203.html

[৩৪]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rudra
[৩৫]http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/Rudra_Chakrin:_King_of_the_World,_Tantric_Apocolyptic_Redeemer,_and_Dajjal
[৩৬]https://m.youtube.com/watch?v=B_MqGGlnBAQ
[৩৭]https://m.youtube.com/watch?v=4u3f7_p1i8c
[৩৮]https://m.youtube.com/watch?v=dgMRS0bA_2A
https://m.youtube.com/watch?v=zstsJ7-ULM0
https://m.youtube.com/watch?v=T1vYHOPFgcg
https://m.youtube.com/watch?v=5fcKezLW__Q
https://m.youtube.com/watch?v=21cbogJAgjY
https://m.youtube.com/watch?v=_wISsxE-EZU
[৩৯]https://m.youtube.com/watch?v=NWqxqOCoWVg
https://m.youtube.com/watch?v=LhaP0S6blCA
https://m.youtube.com/watch?v=iSrjSRiMvM0
[৪০]https://m.youtube.com/watch?v=an1_z41VEZg
https://m.youtube.com/watch?v=Rg_wig9VY1I
https://m.youtube.com/watch?v=KHeak6M1Iw8
https://m.youtube.com/watch?v=dWYLBmoK-vs
https://m.youtube.com/watch?v=nyrYo6rhhew
https://m.youtube.com/watch?v=Rj_ISTkZYvY
https://m.youtube.com/watch?v=84xU6W1UGj4
https://m.youtube.com/watch?v=-9NH5U7bOOY
https://m.youtube.com/watch?v=r7cYsgB4G1s
https://m.youtube.com/watch?v=5i3-9JqLH2Y
[৪১]https://m.youtube.com/watch?v=hMhuVrlB1lE
https://m.youtube.com/watch?v=XZfgvdPwz5Y
https://m.youtube.com/watch?v=ZSrtV-Je8Ms
https://m.youtube.com/watch?v=zYcETVmLA4M
https://m.youtube.com/watch?v=JYTHmLQzcUE
https://m.youtube.com/watch?v=9SrekXBdd6I

https://m.youtube.com/watch?v=B2RDjf9FCBE
https://m.youtube.com/watch?v=mpd0N-ubfwg
https://m.youtube.com/watch?v=ZSrtV-Je8Ms
https://m.youtube.com/watch?v=sYrm9YZBeqs
https://m.youtube.com/watch?v=GZ019mza4RA
https://m.youtube.com/watch?v=9V1nj-Xq0Qg
https://m.youtube.com/watch?v=_-5g1t7Fimg
https://m.youtube.com/watch?v=b9ciM1ciYKY
https://m.youtube.com/watch?v=r_teXX3rfmM
https://m.youtube.com/watch?v=yT1NDLkDVGE
https://m.youtube.com/watch?v=bj9bhX8iE-0
[৪২]https://m.youtube.com/watch?v=2clykIEvyz8
[৪৩]https://m.youtube.com/watch?v=lo0X2ZdElQ4
[৪৪]https://m.youtube.com/watch?v=vElbDPr0NtY
[৪৫]https://m.youtube.com/watch?v=x5CV-j0y2fU
[৪৬]https://m.youtube.com/watch?v=BZ0YFoUcY0s
[৪৭]https://m.youtube.com/watch?v=BHOzudE1oRk
[৪৮]https://m.youtube.com/watch?v=zL8LBcSx7yU
[৪৯]https://m.youtube.com/watch?v=lDIqNTDi96I
[৫০]https://youtu.be/I7-geL0Puqw
[৫১]https://m.youtube.com/watch?v=yhlTXnM625w
[৫২]https://m.youtube.com/watch?v=l3kX4KMzPn4
[৫৩]https://m.youtube.com/watch?v=PgYO3VB6ubo
[৫৪]https://m.youtube.com/watch?v=N0--_R6xThs
[৫৫]https://m.youtube.com/watch?v=uIaY0l5qV0c
[৫৬]https://m.youtube.com/watch?v=je2x4_JK0gU
[৫৭]https://m.youtube.com/watch?v=C1VEr81KKpc
[৫৮]https://deepeartharts.com/blog/2017/6/1/consciousness-and-magic
http://www.traditionalwitch.net/forums/topic/2652-science-quantum-physics-witchcraft/

http://www.quantumsorcery.org/quantumsorcery.html
https://www.wildmaryacademy.com/post/the-sorcery-of-consciousness
https://steemit.com/magic/@krnel/reality-unreality-magic-and-sorcery-the-power-of-consciousness-pt-10
https://gnosticteachings.org/faqs/psychology/1720-what-is-consciousness.html
https://openmindcounseling.com/mind-consciousness-occult-evolutionary-theory/
https://templeofwitchcraft.org/consciousness-community-and-healing-rest-response-and-regenerate/
https://deepeartharts.com/blog/2017/6/1/consciousness-and-magic
https://www.dimension1111.com/magick-and-intent.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maleficium_(sorcery)
https://blacklightmetaphysics.wordpress.com/2013/08/23/intention-in-magic/
https://www.mumblesandthings.com/blog/magical-intention
https://sarahprout.com/activate-the-magic/
https://www.hellanamaste.com/blog/better-intention-setting
https://thetravelingwitch.com/blog/2018/8/26/how-to-set-a-clear-powerful-intention-why-its-important
https://www.patheos.com/blogs/teaaddictedwitch/2018/03/more-than-just-intention-magic/
https://m.youtube.com/watch?v=FzYwuifw1O4
https://m.youtube.com/watch?v=2w_xj2klAgE
https://m.youtube.com/watch?v=7c3AVj66ahg
[৫৯]https://m.youtube.com/watch?v=es2JOsBs1Ys
[৬০]https://m.youtube.com/watch?v=iIyEjh6ef_8
https://m.youtube.com/watch?v=1d5RetvkkuQ
https://m.youtube.com/watch?v=I4vjq46gCUQ
[৬১]https://www.esoteric-philosophy.net/consc.html
https://books.google.com.bd/books?id=4VMBNEW8-HEC&pg=PA44&lpg=PA44&dq

https://www.theosociety.org/pasadena/hpb-sio/sio-kosm.htm
https://thebuddhistcentre.com/westernbuddhistreview/rebirth-and-consciousness
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Consciousness
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wiccan_views_of_divinity
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neopaganism
[৬২]https://m.youtube.com/watch?v=efMfEZL6wtc
https://m.youtube.com/watch?v=qj_i7YqDwJA
[৬৩]https://m.youtube.com/watch?v=3lhOX1aY5DE
[৬৪]https://m.youtube.com/watch?v=4C5pq7W5yRM
https://m.youtube.com/watch?v=oZbJc64edpU
https://m.youtube.com/watch?v=bBtMeWaqmgA
[৬৫]https://m.youtube.com/watch?v=2mwz2ARM90g
[৬৬]https://m.youtube.com/watch?v=V9KnrVlpqoM

বিগত পর্বগুলোর লিংকঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

পর্ব-১৯

পদার্থবিজ্ঞানের অকাল্ট মায়াবাদি আকিদায় প্রত্যাবর্তন
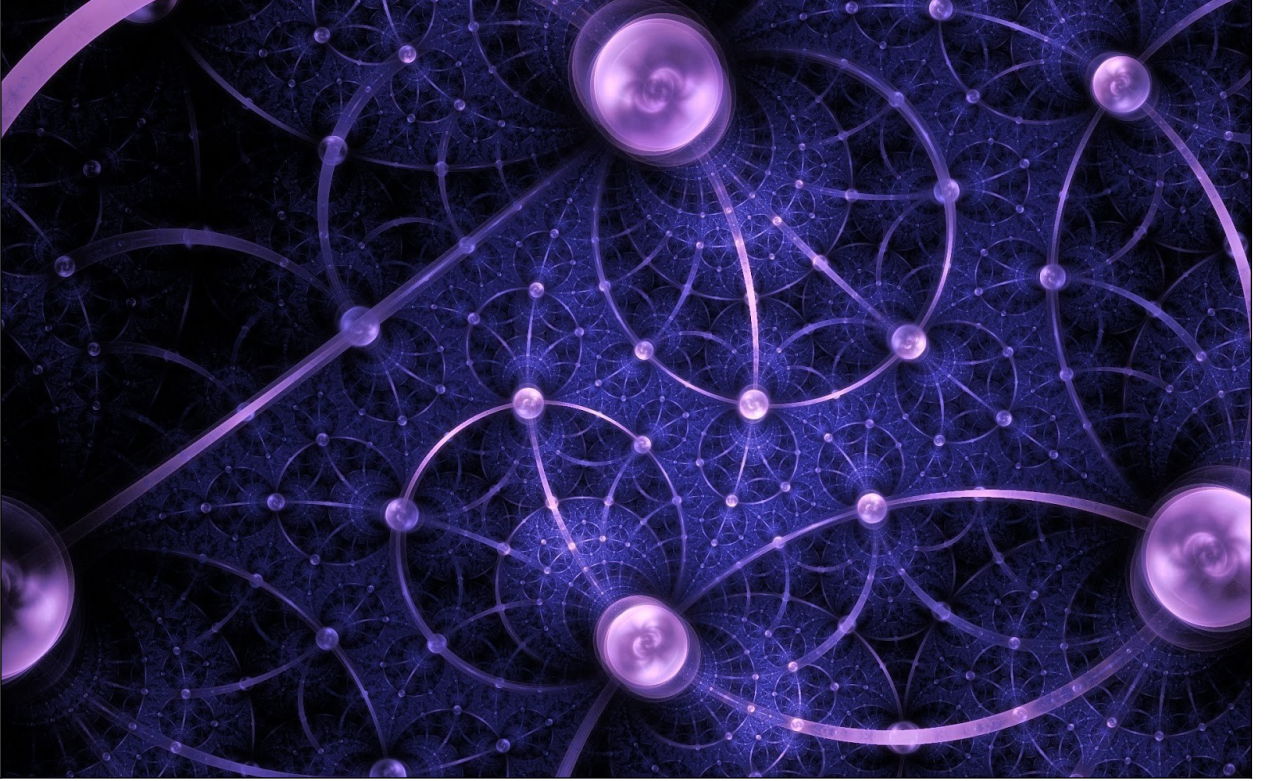
প্রাচীন ملعون যাদুকরদের বাস্তবতা এবং সমগ্র অস্তিত্বের ব্যপারে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, গোটা বিশ্বজগতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সবই মায়া। মায়া শব্দের বৈদিক অর্থ যাদু,উইচক্র্যাফট/সর্সারি [১]। যাদুকররা গোটা বিশ্বজগতকেই যাদু বা মায়া বলে অভিহিত করে। এই বিশ্বাস ভারতীয় যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক দর্শনগুলোতেও ছিল।পুরাণ এবং বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে, মায়াকে বিষ্ণুর নয়শক্তির মধ্যে একটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর ঘুমের সাথে সাথে স্বপ্নের দ্বারা তৈরি হয় মায়া। বিষ্ণু, ইন্দ্রের মতোই মায়া সৃষ্টির কর্তা; এবং মায়া বিষ্ণুর গোটা দেহকে[মহাবিশ্বকে] আচ্ছন্ন করে।

*In Puranas and Vaishnava theology, **māyā** is described as one of the nine shaktis of Vishnu.[42] M**āyā** became associated with sleep; and Vishnu's m**āyā** is sleep which envelopes the world when he awakes to destroy evil. Vishnu, like Indra, is the master of m**āyā**; and m**āyā** envelopes Vishnu's body[৩].[উইকিপিডিয়া]*

বিগত পর্বগুলোয় মায়াবাদের বেদান্তবাদী একটা স্তরের ব্যপারে আলোচনা হয়েছে, যেখানে ব্রহ্মচৈতন্যের এবং সবকিছুর এক ও অভেদ অস্তিত্বের মধ্যে মানুষের বাহ্যিক বিচ্ছিন্নতার(প্রতিটি বস্তু ও প্রানীর মধ্যবর্তী বস্তুগত ফাঁকাস্থান) বিশ্বাসের জন্য সবকিছুকে মায়া(ইল্যুশন) বলা হয়েছে। মায়াতত্ত্বের অপর বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে সমগ্র মহাবিশ্ব মহাজাগতিক একক চেতনার কল্পনা বা স্বপ্ন। ভারতীয় অকাল্ট ফিলসফির বিষ্ণুর মায়ার পাশাপাশি এই আকিদা বা বিশ্বাস খুজে পাওয়া যায় মিশরীয় যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক দর্শনগুলোয়। মিশরের 'ভেইল অব আইসিস' এর দ্বারা এই চিন্তাধারাকে বোঝায়। হিন্দুধর্মের বিষ্ণুপুরাণে এরূপ বর্ননা পাওয়া যায়। যখন মহাজাগতিক ক্ষীর সমুদ্রে বিষ্ণুদেব নিদ্রায় যান, তখন স্বপ্নে তার নাভিমূল থেকে ব্রহ্মাকে জন্ম হতে দেখেন। ব্রহ্মাকে সৃষ্টির জন্য আদেশ করা হয়। এভাবে ব্রহ্মাকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা এবং বিষ্ণুকে বলা হয় এই ব্রহ্মকল্পের ধারক তথা ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর। হিন্দু পুরাণ-ঔপনিষদিক বিশ্বাসে বলা হয় বিষ্ণু যখন ঘুমিয়ে যায় তার স্বপ্নে নাভিমূল থেকে ব্রহ্মার উত্থান হয়ে মহাবিশ্বের তথা ব্রহ্মকল্পের মহামায়ার সূত্রপাত ঘটে। ব্রহ্মকল্পের অবসান ঘটে ধ্বংসের নৃত্যকারী নটরাজ শিবের আবির্ভাবের দ্বারা।কল্পের সাগরে শেষনাগের অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর নাভি থেকে জাত পদ্মের ওপরে ব্রহ্মাকে বসে থাকতে দেখা যায়। বলা হয়,সৃষ্টির আদিতে বিষ্ণুই একা ছিল, সৃষ্টির কথা স্মরণ হতেই তাঁর নাভিজাত পদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়[৪]। যেহেতু সমস্ত মহাবিশ্ব বিষ্ণুর ঘুমের স্বপ্ন বা কল্পনা, এই জগত বস্তুত মায়া বা ইল্যুশন। বৈদিক সংজ্ঞানুযায়ী যেটাকে যাদু বলা হয়। উপনিষদে গোটা প্রকৃতি জগতকে বলা হয়েছে যাদু। বিষ্ণুর স্বপ্নে নাভিমূলে উদগত স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে যাদুকর। মনুষ্যজাতি এ যাদুর মায়াজালে সহজে মোহিত হয়ে মায়াময় অস্তিত্বহীন জগতের সাথে বন্ধন তৈরি করে। এই মিথ্যা বন্ধনী থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষকে যাদুবিদ্যার পেছনের গুপ্তবিদ্যা অন্বেষণের আহব্বান করে উপনিষদ! এ কথা সরাসরি উপনিষদেও এসেছেঃ ***The concept of Maya appears in numerous Upanishads. The verses 4.9 to 4.10 of Svetasvatara Upanishad, is the oldest explicit occurrence of the idea that Brahman***

(Supreme Soul) is the hidden reality, nature is magic, Brahman is the magician, human beings are infatuated with the magic and thus they create bondage to illusions and delusions, and for freedom and liberation one must seek true insights and correct knowledge of the principles behind the hidden magic.[উইকিপিডিয়া]

আধুনিক বিজ্ঞান এই মায়াবাদি মহাবিশ্বের ধারনা তথা ম্যাজিক্যাল অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে সত্যায়ন করছে। ঔপনিষদিক বিদ্যার সাথে সুর মিলিয়ে বলছে এই মহাবিশ্ব একটি যাদুপ্রদর্শণী। জ্বি,কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার বলেন:"

"প্রশ্নটি হচ্ছে, প্রশ্নটি কী?
সবই কি যাদুপ্রদর্শনী?
বাস্তবতা কি একটি মায়া(ইল্যুশন)?
(এ) মেশিনের কাঠামো কী?
ডারউইনের ধাঁধা: প্রাকৃতিক নির্বাচন[ন্যাচারাল সিলেকশন]?
স্পেস-টাইম কোথা থেকে আসে?
এটা চেতনা থেকে আসে, এটা ছাড়া কোন উত্তর আছে?
সেখানে কি আছে?
এটা কি আমরা নিজেরাই?
অথবা, এর সবই কি কেবল একটি ম্যাজিক শো?
আইনস্টাইন আমাকে বলেছেন:
"আপনি যদি শিখতে পারেন, শেখান!"

অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব তথা সমগ্র ত্রিমাত্রিক জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, সেসব স্বপ্নীল মায়াজাল। বিষ্ণুর কল্পনা।একে ইংরেজিতে একে বলা যায়, Dream, simulation, hologram কিংবা illusion। এটাই প্রাচীন ন্যাচারাল ফিলসফি তথা জাগতিক অস্তিত্বের ব্যপারে যাদুকরদের বিশ্বাস। উল্লিখিত দেবদেবীর কথাগুলো রূপকার্থে গুন বা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। নিম্নশ্রেণীর ভক্তি সম্প্রদায় এদেরকে মাটি দিয়ে বাস্তবিক দেবদেবীর রূপ দিয়ে পূজা করে।

যাদুবিদ্যা বা যাদুশাস্ত্রের বিশ্বাসকে, বিজ্ঞান নামে প্রতিষ্ঠিত অপবিজ্ঞান কি করে বৈদিক অদ্বৈত বেদান্তবাদী কুফরি বিশ্বাসকে সায়েন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে সেটা ১৭ ও ১৮তম পর্বে বিস্তারিত

দেখেছেন। মূলত, অদ্বৈত বেদান্তবাদে ফিরে যাবার দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান আইডিয়ালিস্টিক অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে সত্যায়ন করেছে। কোয়ান্টাম পদার্থবিদগন এ সুবিশাল কাজটিকে করেছে। সরাসরি ব্রহ্মচৈতন্যে ফিরে যাবার পাশাপাশি তারা এর সাথে যুক্ত বিষ্ণুর ব্রহ্মকল্পের সেই আদি বিশ্বাসকেও সত্যায়ন করেছে। অদ্বৈত অস্তিত্বের পাশাপাশি বাস্তবজগতকে বলা হচ্ছে, এটা ভার্চুয়াল কন্সট্রাক্ট। অর্থাৎ মহাবিশ্ব জগত একরকমের হলোগ্রাফিক স্বপ্নময় অসত্য অস্তিত্ব। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জনক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নিজেই হলোগ্রাফিক ইউনিভার্সের কথা বলেছেনঃ**"এই মহাবিশ্ব,যার মধ্যে আমরা কাজ করি এটি একটি হলোগ্রাফিক ইনফরমেশনাল স্ট্রাকচার, যার মধ্যে আমরা আমাদের চেতনাকে ব্যবহার করে প্রবেশ এবং কাজ করি। প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি মাইক্রোভার্সে বাস করে,যেটাকে শ্রদ্ধেয় এন্টন উইলসন বলেছেন 'রিয়ালিটি টানেল' - পরস্পরেরসাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয় শেয়ার্ড প্রোগ্রামের জন্য। মাল্টিভার্সের মধ্যে প্রোগ্রাম গুলোর অবস্থান পরস্পরের সাথে যুক্ত একীভূত তরঙ্গরূপে। আমাদের মনই এটাকে স্থান কাল ও বস্তুতে সাজায়। আপনি আপনার (মানসিক)প্রোগ্রামকে নতুনভাবে সাজান তবেই ভিন্ন ধরনের রিয়ালিটিতে নিজেকে খুজে পাবেন।"**

ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ম্যাট্রিক্স ম্যাথম্যাটিক্যাল মেকানিক্স নিয়ে এসেছিলেন। আজকে বৌদ্ধ,বেদান্তশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের অকাল্ট ফিলসফিকে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে হলিউডের ম্যাট্রিক্স ফিল্মে। মহাবিশ্ব একটি হলোগ্রাফিক সিমুলেশন বা ভার্চুয়াল ইন্সট্রাক্ট। সবকিছুই মৌলিক সংখ্যা বা ইনফরমেশনের দ্বারা তৈরি। সুতরাং বৈষ্ণব-উপনিষদের স্বপ্নময় বাস্তব অস্তিত্বহীন বিশ্বজগতের প্রাচীন ধারনায় ফেরত আসা শুরু হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জনকদের হাত ধরে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স তথা বেদান্ত মেকানিক্সই গোটা সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সৃষ্টিজগতের উৎপত্তির জ্ঞানকে পাল্টে প্রাচীন যাদুকরদের বিশ্বাসব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায় এবং সেটাকে যথার্থ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

মায়াবাদি বা আইডিয়ালিস্টিক বাস্তবতার ধারনা সবচেয়ে পুরোনো যে শাস্ত্রে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ব্যাবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ। কাব্বালিস্টিক টেক্সটগুলোর মূল শিক্ষার বিষয়ই হচ্ছে হাইপার ডাইমেনশনাল আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্স। বলতে পারেন বাস্তবজগতের ব্যপারে আজকের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খুব উন্নততর অথচ সবচেয়ে পুরোনো বিদ্যা রয়েছে কাব্বালায়। যখন ইহুদী যাদুকরদের থেকে গ্রীক জ্ঞানবাদী দার্শনিক মনীষীগন[!] গ্রীসে পৌছায় তখন গ্রীস হয়ে যায় অপবিদ্যার সমৃদ্ধ ভূমি। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস ব্যবিলন-মিশরের ম্যাজাইদের থেকে বাস্তব জগতের ব্যপারে বিকৃত কুফরি বিশ্বাস তথা আকিদাকে নিয়ে আসেন।এ আর্টিকেল সিরিজের পূর্ববর্তী পর্বগুলোয় পিথাগোরাসের বাবেল সফরের দলিলগুলো নিয়ে আলোচনা গত হয়েছে। পিথাগোরাসকে আইডিয়ালিস্টিক ডিজিটাল ফিজিক্সের আদি প্রবক্তা বলা যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই মহাবিশ্ব নাম্বার বা সংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত। সবকিছুই গনিত সবকিছুই সংখ্যা। এজন্য তিনি তার শিষ্যদেরকে সংখ্যাতত্ত্ব বা নিউমেরলজির শিক্ষা দিতেন। তারা বিশ্বাস করত সংখ্যার মধ্যেই রিয়ালিটির গুপ্তজ্ঞান রয়েছে।
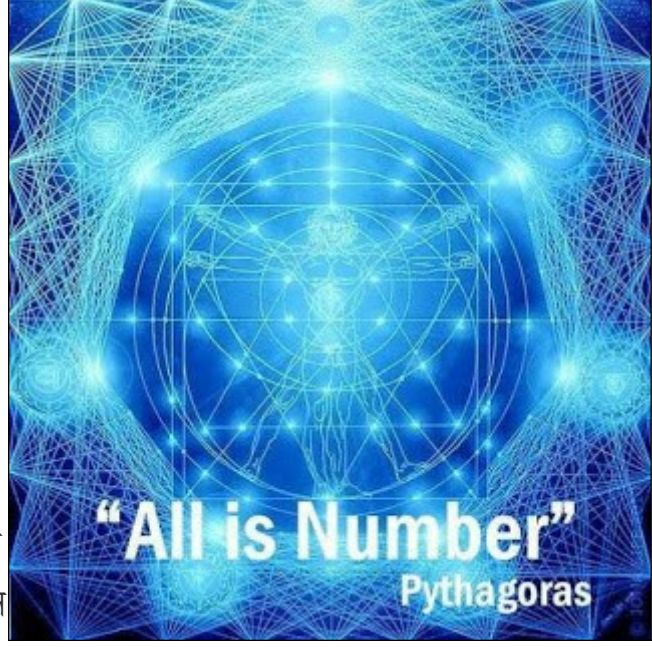
নোভা ডকুমেন্টারিতে দেখানো হয় যে,পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন এই মহাবিশ্বের সব কিছুই নাম্বার বা সংখ্যা ও গণিতের সমন্বয়ে সৃষ্টি। এমনকি শব্দ তরঙ্গ বা মিউজিকও জটিল গণিতের সমন্বয়ে সৃষ্ট। যত উচ্চতর জটিল গাণিতিক ছন্দ, মিউজিক তত শ্রুতিমধুর। তিনি স্ট্রিং বা তারকে গাণিতিক রেশিওতে ভাগ করে সর্বপ্রথম গিটারের অনুরূপ বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে ফেলেন[২]। তিনিই সর্বপ্রথম বাদ্যযন্ত্রের মিউজিক্যাল নোটের হার্মোনিয়াস ইন্টারভ্যালের রেশিও আবিষ্কার করেন। সুতরাং আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সাথে পিথাগোরাসের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। জ্যাজ মিউজিশিয়ান এ্যাস্প্যারেঞ্জা স্প্যাল্ডলিং গনিতকে খুবই ভালবাসেন তিনি গানিতিক পার্ফেকশান খুজে পান বাদ্যযন্ত্রের মাঝে। পিথাগোরাসের আধ্যাত্মিক শিষ্য গ্যালিলিও তার অনুরূপ বিশ্বাস করতেন যে এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ গানিতিক ভাষায় লেখা। অর্থাৎ ডিজিটাল ফিজিক্স আধুনিক কিছু নয়, বরং প্রাচীন যাদুকরদের আকিদার নতুন সংস্করণ।

পাশ্চাত্যে মহাবিশ্বের মায়াময় স্বপ্নীল অস্তিত্বের সর্বপ্রথম ধারনা দেয় দার্শনিক রেনে ডেকার্ট। তাঁর লেখা 'মেডিটেশন অন ফার্স্ট ফিলোসফি'(1641) তে রিয়ালিটিকে স্বপ্নের সাথে পার্থক্যহীন দাবি করেছিলেন। তার স্বপ্নের যুক্তিটি নিম্নরূপ: **"এমন বিশ্বাসের কোনও সত্যতা নেই যে আমি সত্যি সত্যিই আগুনে বসে আছি, যেহেতু আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি নিশ্চিতভাবে আগুনের পাশে বসে আছি, অথচ এটা আমার কাছে অজানা ছিল যে আমি স্বপ্ন দেখছি ।"** ডেকার্টের যুক্তি অনুসারে,স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় থাকার বাস্তবতা থেকে পার্থক্যহীন হতে পারে। জীবন জাগ্রত ও স্বপ্ন দেখার মধ্যে যে কোন বিষয়গত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই পার্থক্য একজনকে আত্মবিশ্বাসের সাথে দৃঢ়ভাবে বলতে দেয় না যে সে জেগে আছে বা স্বপ্ন দেখছে। ডেকার্ট "মেডিটেশন অন ফার্স্ট ফিলোসফি"তে বলেছেন, **"... এমন কোনও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি যার দ্বারা আমরা ঘুম থেকে জাগ্রত অবস্থাকে স্পষ্টভাবে আলাদা করতে পারি",** এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, **"সম্ভবত আমি এই মুহূর্তে স্বপ্নের মধ্যে আছি এবং আমার সমস্ত বাস্তব উপলব্ধি ভুল[বিভ্রম/মায়া]।"** ডেকার্ট ছিলেন পাশ্চাত্যের প্রথম স্বীকৃত দার্শনিক।তিনি স্বাভাবিক ভাবেই বিচিত্র মিস্টিক্যাল অকাল্ট টেক্সটের মধ্যে ডুবে ছিলেন তৎকালীন অন্য সকল দার্শনিকদের মত[৫]। সুতরাং তিনি সেখান থেকেই মূলত প্রাচীন মায়াবাদি অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে প্রচার করছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন, হয়ত আমাদের বাস্তব জগতের ধারনাটিও ভুল। আমরা হয়ত স্বপ্নের মধ্যে আছি। যেহেতু এই বিশ্বাসের অরিজিন যাদুশাস্ত্র সুতরাং এর অনুসারী কাউকে যদি ইলাহের স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করে তবে শয়তানকেই ইলাহ বলে স্বীকৃতি দেবে। রেনে ডেকার্ট এ কাজটিই সরাসরি করেছেন। তিনি স্বপ্নময় জগতের স্রষ্টা হিসেবে শয়তানকে স্বীকৃতি দেন। Descartes একে বলেন অশুভ শয়তানের[Evil Demon] হাইপোথিসিস, যা তার পরের লেখায় উত্থাপিত হয়। তিনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে একটি "অশুভ শয়তান" মহা প্রতারণার[মিথ্যা রিয়ালিটিকে সত্য হিসেবে উপস্থাপনের] জন্য দায়ী, যাকে আমরা দৃঢ়তার সাথে বাস্তবতা হিসাবে উল্লেখ করি - এই শয়তান তার নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করে বাহ্যিক বিশ্বজগতের সম্পূর্ণ বিভ্রম বা মায়া তৈরি করছে। এই ধূর্ত শয়তান আমাদের সমস্ত সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। ডেকার্টের এ মায়াবাদি তত্ত্বকে পরবর্তীতে হ্যান্স মোরাভিক পুনরুত্থাপন করেন।

ডেকার্টের ইভিল ডিমন তথা অশুভ শয়তানের তত্ত্বটি এখানেই শেষ হয়নি।আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, এটা আজ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচারক ও ধারকরা তাদের আকিদায় বৈজ্ঞানিকভাবে এই

শয়তানি বিশ্বাস লালন করেন,এটা তারা এমনকি সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টারিতেও প্রচার করেন। সেটা ইনশাআল্লাহ একটু পড়েই বুঝবেন।

মায়াবাদি এই কুফরি দর্শন প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে ইনফরমেশন বেজড ডিজিটাল প্যানকম্পিউটেশনালিস্টিক ফিজিক্সের ধারা। মূলত আইডিয়ালিজম এরই হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিজিটাল ফিজিক্স এর দ্বারা এমন পদার্থবিদ্যার ধারাকে বোঝায় যেখানে রিয়ালিটিকে ডিজিটাল বাইনারি কোড বেজড ভার্চুয়াল কন্সট্রাক্ট হিসেবে দেখা হয়। সেটা হতে পারে ডিজিটাল বাইনারি কম্পিউটার কোড বা এরকম কিছু। সবকিছুর নিচে আছে ইনফরমেশন। এরও নিচে আছে মহাচৈতন্য। ডিজিটাল ফিজিক্সে রিয়ালিটিকে পিক্সেলেটেড বলা হয়। অর্থাৎ পদার্থের একদম মৌলিক অবিভাজ্য পর্যায়ে গেলে ত্রিমাত্রিক পিক্সেল খুজে পাওয়া যাবে যেমনটা কোন দ্বিমাত্রিক কম্পিউটারের ছবিকে জুম করতে থাকলে অবশেষে ইমেজটি ফেটে অসংখ্য ২ডি পিক্সেল দেখা যায়। নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ম্যাট্রিক্স ম্যাথম্যাটিকস ব্যবহার করে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রথম সমীকরণ তৈরি করেছিলেন। তিনি থিওরাইজ করেছিলেন, স্থান এবং সময় অবিভাজ্য, ত্রিমাত্রিক প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের ইউনিটগুলিতে (আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিনের 2 ডি পিক্সেলের অনুরূপ) পিক্সেলেটেড অবস্থায় আছে। গণিতও এর ইঙ্গিত করে, এবং রিয়ালিটির মসৃণতার[অ-পিক্সেলেটেড] জন্য কোনও শক্ত পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই। মসৃণ স্পেসটাইমে যে কোনও দুটি পয়েন্টের মধ্যে অসীম পরিমাণের পয়েন্টের বিস্ময়কর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বজেনোর ডিকটোমী প্যারাডক্স এই সমস্যাটির মুখোমুখি হয় যে, আপনি যদি পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি'তে যেতে চান, তবে আপনাকে প্রথমে অবশ্যই এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে অর্ধেক পথ যেতে হবে। এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে অবশ্যই সেই দুটি পয়েন্টের মধ্যে অর্ধেক পথ পাড়ি দিতে হবে এবং এভাবে অসীমভাবে।স্পষ্টতই, এই প্যারাডক্সটি অর্থহীন, কারণ আমরা সাধারণত বি পয়েন্টে যেতে পারি। যাইহোক, আমরা যদি বি বিন্দুতে যেয়ে থাকে তবে এটি সূচিত করে যে বাস্তবতা পিক্সেলেটেড। পিক্সেলেটেড রিয়েলিটি সম্পর্কে হাইজেনবার্গের ধারণাগুলি তাঁর দিনের বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর কাছে অত্যন্ত র্
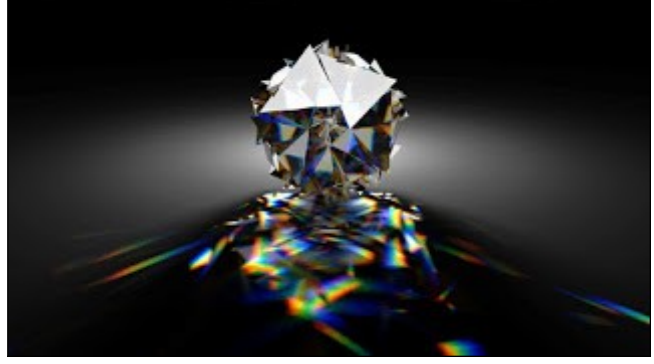
র‍্যাডিক্যাল ছিল, একমাত্র নিলস বোর তার সাথে একমত হয়েছিলেন।বর্তমানে অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীরা ডিজিটাল ফিজিক্সের পিক্সেলেটেড স্পেসটাইমের ধারনাকে মেনে নিচ্ছেন। বেশিরভাগ একমত যে প্লাঙ্ক স্কেলের চেয়ে কম হতে পারে না, যা স্পষ্টত বলে যে বাস্তবতা পিক্সেলেটেড। খুব শীঘ্রই পিক্সেলেটেড স্পেসটাইমের পক্ষে একটি শক্তিশালী কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার হতে যাচ্ছে যেটা স্মুথ স্পেসটাইমের ধারনাকে চূড়ান্তভাবে ভুল প্রমাণ করবে[৬]।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আবির্ভাবের দ্বারা প্রাচীন অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে সত্যায়ন কার্য শুরু হলে এর মাঝে বৈষ্ণবীয় - বেদান্তবাদী মায়াতত্ত্বে তাৎপর্য উপলব্ধি শুরু হয়, কিন্তু আলাদাভাবে সরাসরি মায়াবাদে ফিরে যাবার জন্য প্রয়োজন হয় নতুন কোন থিওরির। এজন্য পদার্থবিজ্ঞানীগন **১৯৭০** সাল দিয়ে হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপল তৈরি করে বৈষ্ণবী মায়াকল্পের ধারনাকে আলাদাভাবে প্রচার শুরু করে। স্পেস তথা মহাশূন্যের ধারণা ততদিনে মানুষের কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কাব্বালিস্টিক হেলিওসেন্ট্রিক মহাকাশতত্ত্বের উপর অনেক থিওরির জন্ম হয়, এসব নিয়ে অনেক কল্পনা জল্পনা শুরু হয়। ব্ল্যাকহোল, এন্টি ম্যাটার,ডার্ক ম্যাটার অমুক তমুক বিচিত্র কাল্পনিক জিনিস মূল আলোচনার বিষয়ে পরিনত হয়। এ সকল তত্ত্ব, হাইপোথিসিস আসলে সবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এসব বিষয়, হয় পরবর্তীতে কোন একটা সম্পর্কযুক্ত বিশ্বাসব্যবস্থাকে সত্যায়নে সহযোগিতা করে, কিংবা প্রাচীন কোন আকিদার দিকে নিয়ে যায়। যেমন ধরুন ব্ল্যাকহোল।
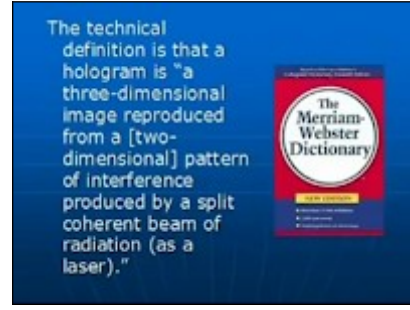
এই হলোগ্রাফিক তত্ত্ব এসেছে ব্ল্যাকহোল তত্ত্ব থেকে।মাইকেল ট্যালবটের মতে,হলোগ্রাম হচ্ছে **"ভার্চুয়াল ছবি, যেটাকে (অস্তিত্বশীল হিসেবে) দেখা যায়, অথচ সেটা নেই..."।** হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপ্যাল বলে যে, গ্রাভিটি পাতলা- স্পন্দিত স্ট্রিং থেকে উদ্ভূত হয়, যা সমস্ত ফ্ল্যাট, দ্বিমাত্রিক ইউনিভার্সের হলোগ্রাম।বিজ্ঞানীরা দেখে যে ব্ল্যাকহোলগুলোয় যদি সব গ্রাস করে নেয় তবে সকল ত্রিমাত্রিক বস্তুকে দ্বিমাত্রিক সার্ফেসে সকল ত্রিমাত্রিক বস্তুর ইনফরমেশন সংরক্ষণ করবে। একইভাবে এই দ্বিমাত্রিক জগত থেকে আবারো বস্তুটির ত্রিমাত্রিক রূপ দেয়া সম্ভব, এখান থেকে

ধরা হয় মহাবিশ্ব পুরোটাই হলোগ্রাম। ব্ল্যাকহোল তত্ত্ব থেকে এ ধারণাটি আসে। ১৯৭০ এর দশকে গবেষকরা জানলেন যে যখন কোনও বস্তু ব্ল্যাকহোলে পড়ে ব্ল্যাকহোলের অংশ হয়ে যায়, তখন দুটি জিনিস ঘটে। এক,অবজেক্ট সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য হারিয়ে যায়। দুই, ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হোরাইজনের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়। প্রথম ঘটনাটি থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় 'ল লঙ্ঘন করেছে বলে মনে হয়, কারণ হারিয়ে যাওয়া বিবরণগুলির মধ্যে একটি হলো অবজেক্টটির এনট্রপি বা তার অংশগুলোর আণুবীক্ষণিক তথ্য। তবে দ্বিতীয় সত্যটি একটি উপায় বের করে দিয়েছে: যদি এনট্রপি সর্বদা বর্ধমান হয় এবং একটি ব্ল্যাকহোলের পৃষ্ঠের অঞ্চলটিও, তাহলে সম্ভবত ব্ল্যাকহোলের কোথাও তথ্য বা ইনফরমেশন কোনওভাবে সেখানে সঞ্চিত থেকে যায়।
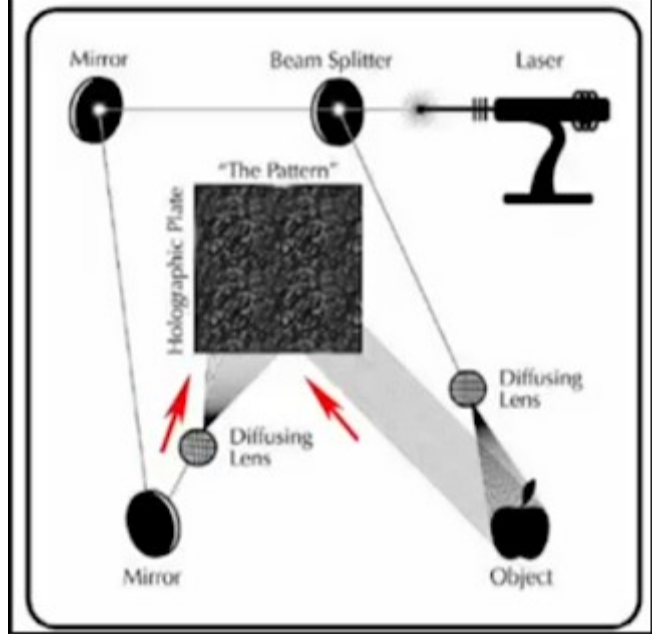
হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম গ্রাভিটি স্ট্রিং থিওরির বিষয়। এর প্রথম প্রস্তাবনাকারী Gerard 't Hooft। পরবর্তীতে Leonard Susskind বিস্তরব্যাখ্যা দান করেন। থর্ন 1978 সালে দেখেছেন যে, স্ট্রিং থিওরি এমন এক lower-dimensional বর্ণনাকে স্বীকার করে যার মধ্যে হলোগ্রাফিক উপায়ে মহাকর্ষের উত্থান ঘটে। হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপ্যাল ব্ল্যাকহোল থার্মোডাইনামিক্স থেকে উত্থাপিত হয়েছিল। ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে ধারনাটি এরূপ, যে সব বস্তু গর্তে পড়েছে তাদের তথ্যবহুল বিষয়বস্তু পুরোপুরি ইভেন্ট হোরাইজনের ফ্লাকচুয়েশনে থাকতে পারে। হলোগ্রাফিক নীতি ব্ল্যাকহোলের ইনফরমেশন প্যারাডক্সকে স্ট্রিং তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে সমাধান করে।

এবার চলুন,১৯৯৩-এর দিকের ঘটনায় যাওয়া যাক। পৃথকভাবে কাজ করা দুই পার্টিকেল ফিজিসিস্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মহাবিশ্ব নিজেই একইভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই ধারণাটি দিয়ে শুরু করে যে, স্পেস বা স্থানের প্রতিটি ভলিউমে তথ্য সঞ্চিত রয়েছে। তবে স্পেসের যে কোনও স্থান ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে পারে, যেটা হবে

প্রকৃতির সবচেয়ে ঘন ফাইল ক্যাবিনেট, যা অঞ্চলের বিটগুলিতে তথ্য সঞ্চয় করে। সম্ভবত তারপরে, স্পেস, ব্ল্যাকহোল বা কোনও প্যাচ বর্ণনা করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা হলো এই অঞ্চলের ইনফরমেশনের মান । এ ধারণাটির থেকে হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স তত্ত্বের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। জেআর মিনকেল বলেন,**"আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে হলোগ্রাফিক নীতিটি সমস্ত স্থানের সকল স্পেস টাইমে কাজ করে। আমাদের সেখানে এই আশ্চর্যজনক প্যাটার্ন রয়েছে, যা ব্ল্যাকহোলের তার চেয়ে অনেক বেশি সাধারণ। এবং এটি কেন কাজ করে তার ব্যাপারে আমাদের কোনও ধারণা নেই। এটা আমাদের যেটা জানাচ্ছে যে আমাদের এ জগতের এমন একটি বিবরণ বা ব্যাখ্যার সন্ধান করা উচিত; যা বর্তমানে আমাদের কাছে বিদ্যমান তত্ত্বের চেয়ে আরও বেশি অল্পভাষার এবং সম্ভবত কোয়ান্টাম গ্রাভিটির সাথে এটি করতে হবে।"**[৭]

মাইকেল ট্যালবট একজন অস্ট্রেলিয়ান লেখক, যার বইগুলি মূলত কেবলমাত্র সায়েন্স ফিকশনের। তিনি একজন মিস্টিক ছিলেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে মিস্টিসিজম মিলিয়ে বই লিখতেন। তার একটি কিতাবের নাম Mysticism And The New Physics, Beyond The Quantum। তিনি হঠাৎ বাস্তবতার ব্যাপারে "দ্য হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স" নামের বই পাব্লিশ করেন, এতে বলা হয় যে, এই মহাবিশ্ব একটি বিশাল হলোগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়, অর্থাৎ একটি মায়া, যা বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট প্রাথমিক স্তরের অভিক্ষেপ[প্রজেকশন]। তার বইয়ের এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞান মহল সায়েন্সফিকশন হিসেবে নেয় নি বরং খুব সিরিয়াসলি গ্রহন করে। মাইকেল ট্যালবটের এ বইতে বলেন, **" এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে যে আমাদের এ জগতের সমস্ত জিনিস, স্নোফ্লেক্স থেকে ম্যাপল গাছ, পতনশীল তারকা থেকে ঘূর্ণনশীল ইলেকট্রন পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ভূতুরে ছবি, যা এমন এক লেভেলের রিয়ালিটির প্রজেকশন যেটা শুধুমাত্র আমাদের রিয়ালিটিই নয় বরং এই স্পেস-টাইমেরও বাইরের।"**

হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স এর অকাল্ট তত্ত্বকে আলাদাভাবে সর্বপ্রথম প্রচার শুরু করেন খ্যাতিমান ইহুদী পদার্থবিজ্ঞানী David Bohm। ডেভিড বোহম ছিলেন বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারী ওপেনহেইমারের শিষ্য এবং ইহুদী পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বন্ধু। তিনি তৎকালীন প্রথম সারির কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টদের একজন। ইহুদি পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড বোহম পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য স্মরনীয় হয়ে আছেন। বার্কলেতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পরপরই তিনি ইলেক্ট্রন ফেনোমেনন আবিষ্কারের দ্বারা প্লাজমা তত্ত্ব তৈরি করেন যাকে এখন বোহম ডিফিউশন বলা হয়। **১৯৫৫**

বোহম ইসরাইলে চলে আসেন, সেখানে তিনি হাইফার Technion 'এ দু'বছর কাজ করেন। [৮]

এই হলোগ্রাফিক থিওরি তৈরির কাজে ডেভিড বোহমের পাশে ছিল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্সের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কার্ল এইচ প্রব্রাম। অদ্ভুতভাবে, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রের এ দুই বিজ্ঞানী তাদের গবেষণায় একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। "স্টার ওয়ার্স" মুভিটিতে দেখে থাকবেন,একটি লেজারযুক্ত রোবট মহাকাশে ত্রি-মাত্রিক চিত্র তৈরি করে যা সম্পূর্ণ বাস্তব বলে মনে হয়। সম্ভবত, আমাদের পুরো বিশ্বজগতটি এমন একটি হলোগ্রাম যা বাস্তবের এমন গভীর স্তর থেকে প্রজেক্ট করা হয়েছে, যেটা স্থান কালের বাহিরে অবস্থিত। ডেভিড বোহম এবং কার্ল প্রব্রামকে এমন ধারনা সত্য কিনা প্রশ্ন করা হলে তাদের থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ"সূচক জবাব আসে। কার্ল প্রিব্রাম ট্রেডিশনাল নিউরোফিজিওলজির ধারণায় হতাশ হয়ে পরে হলোগ্রামের ধারণায় এসেছিলেন, কারন ট্রেডিশনাল পদ্ধতি মস্তিষ্কের কর্মপ্রণালীর ব্যাখ্যায় প্রচুর কনফ্লিক্ট বিদ্যমান এবং এর অনেক রহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারেনা।

উভয় বিজ্ঞানীর মতে, হলোগ্রাফিক মহাবিশ্বের তত্ত্বটি সহজেই চিন্তা-চেতনার দ্বারা বস্তুকে সরানো অর্থাৎ টেলিকেনেসিস, টেলিপ্যাথি, ভবিষ্যদ্বাণী, অন্ধ লোকদের "দেখার" ক্ষমতা এবং অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার রহস্যগুলির অনেকগুলোর ব্যাখ্যা করে। বিগত দশকে, অনেক বিজ্ঞানী এই ক্ষেত্রে গবেষণা করেছিলেন এবং আরও প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন যে হলোগ্রাফিক তত্ত্বটি সঠিক। 1982 সালে, পদার্থবিদ এ্যালাইন এসপেক্ট নিউরোফিজিওলজি ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, যা স্মৃতি এবং উপলব্ধির
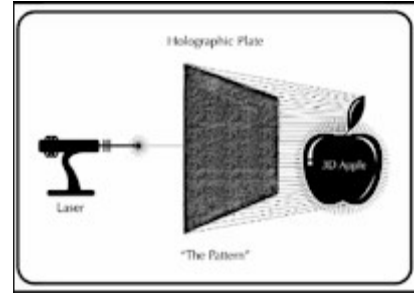
হলোগ্রাফিক প্রকৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।বোহম দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যে যদিও মহাবিশ্বকে বাহ্যিকভাবে সলিড বস্তুগত মনে হয়, অথচ এটি প্রকৃতপক্ষে একটি হলোগ্রাম। তিনি এই হলোগ্রাফিক ইউনিভার্সের "প্রতিটি অংশে সম্পূর্ণ" ধারণাতে বিশ্বাসী ছিলেন এর মানে, বাহ্যিক জগতের প্রতিটি অংশে পুরো মহাবিশ্বের গঠন উপাদান ও তথ্য রয়েছে। বোহম বলেন,**"হলোগ্রাম ব্যাখ্যা করে কিভাবে পুরো হলোগ্রাফিক দৃশ্যের তথ্য কিভাবে সিনেমার প্রতিটা অংশে এনফোল্ড করা থাকে।"** বোহম ও প্রিব্রাম মিলে হলোনমিক ব্রেইন থিওরি তৈরি করেন যাতে ব্যাখ্যা করা হয় যে আমাদের মস্তিষ্ক হলোগ্রাফিক পন্থায় কাজ করে এবং কোয়ান্টাম

ইফেক্ট মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত সাধারন বিষয়।মাইকেল ট্যালবট তার বই হলোগ্রাফিক ইউনিভার্সে উল্লেখ করেন," **প্রিব্রাম বুঝতে পেরেছিল যে যদি হলোগ্রাফিক মস্তিষ্কের মডেলটিকে তার যৌক্তিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। অব্জেক্টিভ রিয়ালিটি: কফি কাপ, পর্বত সুড়ঙ্গ, এলম গাছ এবং টেবিল ল্যাম্প প্রভৃতির জগত - হয়ত অস্তিত্বশীল নয়। অথবা কমপক্ষে আমরা যেরূপে এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি,এটা ওইরূপ নয়। তিনি কি আশ্চর্য হয়েছিলেন যে,এমনটা কি হতে পারে যে, রহস্যবাদীরা[অকাল্ট ফিলোসফার] বহু শতাব্দী ধরে যা বলে আসছিল তা সত্য, বাস্তবতা হচ্ছে মায়া, একটি ইল্যুশন এবং যার অস্তিত্ব ছিল সেটা সত্যিই তরঙ্গ রূপগুলোর একটি বিশাল, অনুরণনকারী সিম্ফনি, একটি "ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন" যা রূপান্তরিত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়তে প্রবেশ করার পরেই আমরা এটিকে জগত বলে মনে করি?"**

বোহম থিওসফিক্যাল সোসাইটি সহজ কথায় হিন্দুত্ববাদী তান্ত্রিক শাখা সংগঠনের গুরু যিদ্দুকৃষ্ণমূর্তির সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এজন্য প্রিব্রামের অনুরূপ বৈদিক মায়াবাদকে ধারন করে তাকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক। বোহম বিশ্বাস করতেন সমস্ত সৃষ্টিজগতটিই একটি হলোগ্রাফিক প্রজেকশন অনুরূপ মায়া।তিনি ডিসিসির এক আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। সেখানে বাস্তব জগত সম্পর্কে লিখেছেনঃ**“আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব বাস্তবতা হলোগ্রাফিক চিত্রের মতো সত্যই একধরনের মায়া। এটি বাস্তব জগতের বিস্তৃত ও আরো প্রাথমিক স্তরে অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের একটি গভীর ক্রমসংগঠন, যা আমাদের বাহ্যিক জগতের সমস্ত বস্তু এবং উপস্থিতিকে একইভাবে জন্ম দেয়, যেভাবে একটি হলোগ্রাফিক ফিল্মের হলোগ্রামকে জন্ম দেয়। যদি বিশ্বের সলিড আকৃতিগত বস্তুজগত একটি গৌণ বাস্তবতা হয়, এবং 'বাহিরে সেখানে'র সব কিছু ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর একটি হলোগ্রাফিক ব্লার[Holographic blurr] হয় এবং মস্তিষ্কও যদি একটি হলোগ্রাম হয় এবং তা ফ্রিকোয়েন্সি প্রক্রিয়াকরণের অংশ নেয়, তবে অব্জেক্টিভ রিয়ালিটি কি হয়ে যায়? বেশ সহজভাবে বলতে গেলে এটির অস্তিত্ব বিলোপিত হয়ে যায়।যদিও আমরা ভেবে থাকি যে, আমরা দৈহিক আকৃতিগত সত্তা একটি দৈহিক আকৃতিগত জগতের মধ্য দিয়ে চলেছি, এটি মূলত একটি মায়া[ইল্যুশন]। আমরা আসলেই ক্যালিডোস্কোপিক ফ্রিকোয়েন্সির সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ভাসমান 'রিসিভার'[স্বরূপ]।"**[৯]

১৭ জানুয়ারি ২০১২ সালে জার্মানির জিইও৬০০ গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্টর এর বিজ্ঞানীগন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছেন যে আমাদের এই ইউনিভার্স একটি হলোগ্রাফিক প্রজেকশন। জার্মান বিজ্ঞানীদের গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ শনাক্ত করার যন্ত্র গুলো অদ্ভুত শব্দ ধারন করছিল,সেখানকার

বিজ্ঞানীরা এর কারন হিসেবে উপসংহারে আসেন যে এর কারন হতে পারে, মহাবিশ্ব একটি হলোগ্রাম। ইলিনয়ের বাটাভিয়ায় অবস্থিত ফার্মি পার্টিকেল ফিজিক্স ল্যাবের পদার্থবিজ্ঞানী Craig Hogan বলেন, জিইও৬০০ স্পেস টাইমের ফান্ডামেন্টাল লিমিটের শেষ পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছে। তিনি বলেন, **"জিইও৬০০ যদি ওই ফলাফলে উপনীত হয় যেটার আশংকা আমি করি, তবে বলব যে আমরা একটা বৃহদাকার মহাজাগতিক হলোগ্রামে বাস করি। আমরা যে হলোগ্রামে বাস করি, এটা শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু এটা ব্ল্যাকহোলের ব্যপারে আমাদের প্রকৃতিগত বোধ, এবং দৃঢ় থিওরিটিক্যাল ফুটিং। এটা ওইসব থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্টদের জন্যও সহযোগীতাকারী তত্ত্ব যারা এই মহাবিশ্ব মৌলিক ভাবে কিভাবে কাজ করে, সেটা আবিষ্কারের জন্য অনবরত থিওরি গুলোর মধ্যে লড়াইরত আছে।"**

Hebrew University of Jerusalem এর ফিজিক্স প্রফেসর Dr. Jacob D. bekenstein বলেন,**"হলোগ্রাফিক থিওরি নামের আশ্চর্যজনক থিওরিটি বলে যে ইউনিভার্সটি হলোগ্রামের ন্যায়....প্রচন্ড চাপে থাকা ভর-ব্ল্যাকহোলের ফিজিক্স একটা হিন্টস হিসেবে আমাদের বলে যে এই থিওরি সত্য হতে পারে।"**

-Scientific American [august 2003]

একইভাবে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ ব্রেইন গ্রীন ২০১১ সালে ডিস্কোভারি চ্যানেলের নোভা ডকুমেন্টারির পর্ব The Fabric of Cosmos : what is space এ বলেন, **"আমাকে কি খুব বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু বর্তমানে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে আমি আপনি এবং এমনকি স্পেস আসলে একধরনের হলোগ্রাম। আমরা যা-ই দেখি, যাই ত্রিমাত্রিক জগতে অনুভব করি, তা সম্ভবত দূরবর্তী দ্বিমাত্রিক সার্ফেস থেকে উদ্ভূত ত্রিমাত্রিক প্রজেকশনের ইনফরমেশন।"**[১২] স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ফিজিসিস্ট লিওনার্দ সাস্কিন্ড অন্য সকলের

ন্যায় হলোগ্রাফিক মায়াতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন,**"আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতটি কি হলোগ্রামের ন্যায় মায়া[ইল্যুশন]?সম্ভবত, আমি মনে করি ত্রিমাত্রিক এ জগত একধরনের মায়া। এবং বাস্তবজগতের সর্বশেষ রূপ হচ্ছে মহাবিশ্বের দ্বিমাত্রিক সার্ফেস।"** University of Southampton এর থিওরিটিক্যাল পদার্থবিদদের একটি দল বিশ্বাস করে যে, বিগব্যাং এর পর অবশিষ্ট রেডিয়েশন তথা মহাবিশ্বের কস্মিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (সিএমবি) নিয়ে গবেষণা করে যে তথ্যপ্রমাণ হাতে আসে, তা আমাদের ইউনিভার্সকে মায়া বলে সাব্যস্ত করে। Professor Kostas Skenderis বলেন,**"কল্পনা করুন যে আপনি যা দেখেন, অনুভব করেন এবং তিন মাত্রায় যা শুনে থাকেন এবং আপনার সময় সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে একটি সমতল দ্বি-মাত্রিক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত হয়।"** University of Waterloo, Perimeter Institute এর Niayesh Afshordi বলেন, **"আমরা এই হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স মডেল ব্যবহার করার প্রস্তাব দেই, যা মহাকর্ষ এবং ইনফ্ল্যাশনের উপর নির্ভর করে চলা জনপ্রিয় বিগব্যাং মডেলের চেয়ে আলাদা।"** আফশোরদী আরো বলেন, **"এই মডেলগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র প্রেডিকশন দ্বার করায় যা আমরা আমাদের ডেটা পরিমার্জন করার সাথে সাথে আমাদের তাত্ত্বিক বোধগম্যতার উন্নয়ন করতে পারি, পরের পাঁচ বছরের মধ্যে।"** Skenderis বলেন, **"আমরা যেভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি কাঠামো নিয়ে চিন্তা করি, তাতে হলোগ্রাফিক তত্ত্বটি অনেক লম্বা দূরবর্তী[উন্নততর] চিন্তার বিষয়।"**[১১]
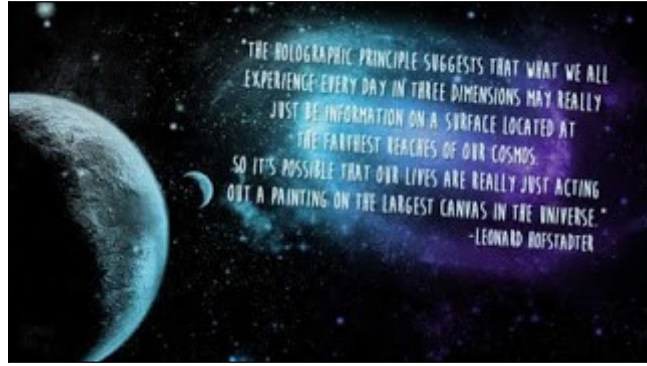
সুতরাং দেখতে পারছেন যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়; সর্বত্রই এখন বৈদিক মায়াবাদের জাল বোনা হয়েছে। এই হলোগ্রাফিক জগতের হলোগ্রাম তৈরি হয় ডিজিটাল বিটস, ইনফরমেশনের সমন্বয়ে। স্টুয়ার্ট হ্যামারফ বলেন, **"আমাদেরকে স্কুলে শেখানো হয়েছে এই মহাবিশ্ব এ্যাটমসহ বিচিত্র জিনিস দ্বারা তৈরি। এটম দিয়ে মলিকিউল তৈরি, মলিকিউল দিয়ে পদার্থ তৈরি, এবং সবকিছুই এর দ্বারা তৈরি। কিন্তু এটম প্রায় পুরোপুরি শূন্য। যেমন ধরুন এই হাতের বলটি এটমের নিউক্লিয়াস। হাইড্রোজেন এটমের প্রোটন উদাহরণস্বরূপ। এর ইলেক্ট্রন যা একে বাহির থেকে প্রদক্ষিণ করে যা ধরুন ওই পাহাড় সারির দূরত্ব থেকে, এর ভেতরকার সবকিছুই ফাঁকা। আসলে এই মহাবিশ্বই প্রকৃতপক্ষে শূন্য। যদি আমরা এই শূন্যতার আরো ভেতরের দিকে যাই, আমরা এক মৌলিক স্তরে এসে উপনীত হই যেটা ফান্ডামেন্টাল স্পেস**

টাইম জিওমেট্রি যেখানে শুধুই তথ্য বা ইনফরমেশন আছে বিশেষ প্যাটার্নে। একে প্লাঙ্ক স্কেল বলা হয়। এটাই মহাবিশ্বের ফ্যাব্রিক। এখানে বিগব্যাং এর সময় থেকে তথ্য মওজুদ আছে।"

পদার্থবিজ্ঞানীরা মায়াবাদের গ্রহণযোগ্যতা বর্ধনে সেটাকে আরো যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিককরনে ডিজিটাল ফিজিক্স তথা ইনফরমেশন থিওরির প্রস্তাব করেন।ইনফরমেশন থিওরি অনুযায়ী বোঝানো হয় যে, সকল বার্তাকে বাইনারি ইউনিট অথবা বিটে রূপান্তরযোগ্য।যা হ্যা বা না প্রশ্নের উত্তর দেয় শুধু।জন হুইলার প্রস্তাব করেছিলেন যে পদার্থবিদ্যাকে ইনফরমেশন থিওরিতে পুনর্গঠন করা উচিত,ইনফরমেশন থিওরির ধারণাকে তিনি এই বাক্যটিতে আবদ্ধ করেছেন "it from bit"। এর দ্বারা বোঝায় যে বাস্তব হলোগ্রাফিক জগতের সকল বস্তুর নিচে ক্ষুদ্রতম স্তরে গেলে শূন্য ও একের বাইনারি বিট পাওয়া যাবে। মহাচৈতন্যের থেকেই এই বিট উৎসারিত হয় বা ইনফরমেশন উদ্ভূত হয়[১০]। ১৯৯০ সালে হুইলার বলেছিলেন যে, মহাবিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানের জন্য ইনফরমেশন হলো মৌলিক। তার "এটা বিট থেকে" মতবাদ অনুসারে, বাহ্যিক জগতের সমস্ত কিছুই ইনফরমেশন থেকে উদ্ভূত। ১৯৮৯ সালে তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে,**"প্রতিটি it - প্রতিটি কণা, বলের প্রতিটি ক্ষেত্র এমনকি স্পেসটাইম কনটিনুয়াম - তার ক্রিয়াকলাপ, এর ব্যাখ্যা,এমনকি এর সমগ্র অস্তিত্ব - এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে -বাইনারি চয়েজ, বিটগুলো থেকে হ্যাঁ-বা-না প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত হয়।এটা বিট থেকে ধারনাটি প্রতীকী হিসেবে বলে যে বাহ্যিক জগতের সমস্ত কিছুর তলানী বলে কিছু আছে-খুবই গভীর তলদেশ- অধিকাংশ ক্ষেত্রে - একটি অবস্তুগত উৎসের ব্যাখ্যা; আমাদের রিয়ালিটি হ্যা বা না প্রশ্নের থেকে উত্থিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় এই বাহ্যিক জগতের অরিজিন্স হলো তথ্যতাত্ত্বিক এবং এটা একটা অংশগ্রহণমূলক ইউনিভার্স।"**

একই সময়ে তৈরি হয়ে যায় ম্যাট্রিক্স নামের জগদ্বিখ্যাত ফিল্ম যেখানে বুদ্ধধর্মের অবলম্বনে কোড বেজড রিয়ালিটিকে দেখানো হয়। ডিরেক্টর শামানিস্ট কন্যা লানা ওয়াচস্কি, মরফিয়াসের

মুখে বলেন,**"আপনি বাস্তবতাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেন? আপনি যদি বাস্তবতাকে দেখা,শোনা, অনুভব, স্বাদকে বোঝান তাহলে বাস্তবতা বলতে শুধুই আপনার মস্তিষ্কের ইলেক্ট্রিক্যাল সিগ্নালের ব্যাখ্যাকে বোঝাবে। এই [স্ক্রিনের ভিডিও] ছিল আপনার চেনা বাস্তবতা। এই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর দুনিয়া। এটার অস্তিত্ব এখন নিউরো-ইন্টার‍্যাক্টিভ সিমুলেশনের অংশ যাকে আমরা ম্যাট্রিক্স বলি। নিও, আপনি এতদিন স্বপ্নময় জগতে বাস করতেন।"**

এভাবেই পদার্থবিজ্ঞানে শক্তিশালী বৈদিক অকাল্ট প্যারাডাইম দাঁড়িয়ে যায়। একে একে সত্যায়ন ক্রিয়া চলতে থাকে সমস্ত প্রাচীন যাদুকরদের কুফরি আকিদা সমূহ, বাতেনি ফের্কার বিশ্বাস সমূহ, এবং গ্রীক দর্শন। বিগত দুই পর্বে পদার্থবিজ্ঞানীদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ধারার প্রবর্তক এবং আরো অনেক বিখ্যাত ফিজিসিস্টদের ব্রহ্মচৈতন্যবাদি বৈদিক বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানকে বেদান্তবাদের আদি মোড়কে ফেরানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। মূলত,প্রত্যেক বেদান্তবাদী অপবিজ্ঞানী হলোগ্রাফিক ডিজিটাল ফিজিক্সে বিশ্বাস করতেন। এমনকি যারা যারা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলবার সুযোগ পায়নি তারাও, কেননা এটা আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্সেরই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাটাস। এজন্য আবারো ঐসব পদার্থবিজ্ঞানীদের হলোগ্রাফিক ইউনিভার্সের বিশ্বাসের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

বেদান্তশাস্ত্র ভিত্তিক কোয়ান্টাম মেকানিকস নির্ভর আইডিয়ালিস্টিক ডিজিটাল ফিজিক্স বা ইনফরমেশন থিওরির ডেভেলপমেন্ট এখানেই শেষ নয়। হলোগ্রাফিক বৈদিক মায়াবাদ আরো ভাল করে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা হচ্ছে সিমুলেশন শব্দটি। বলা হচ্ছে যে আমাদের এই রিয়ালিটি বা বাস্তবতা হচ্ছে হলোগ্রাফিক
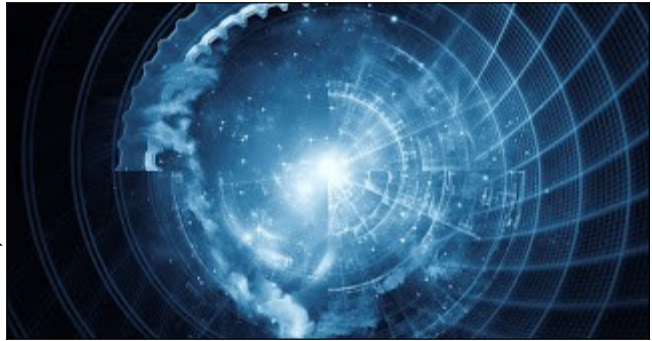
সিমুলেশন।সহজে বোঝানোর জন্য আনা হয়েছে কম্পিউটার সিমুলেশনকে। বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করলো যে আমাদের এই বিশ্বজগত একটি দৈত্যাকার কম্পিউটারের প্রজেকশন। Konrad Zuse এর লিখিত Rechnender Raum (translated into English as Calculating Space) নামের বইয়ে সর্বপ্রথম মহাবিশ্বকে সুপারকম্পিউটার বলে উত্থাপন করা হয়। এছাড়াও মহাবিশ্বকে দৈত্যাকার কম্পিউটার বলেছেন Stephen Wolfram, Juergen Schmidhuber এবং নোবেলবিজয়ী Gerard't Hooft। তারা বলতেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রোব্যাবিলিস্টিক প্রকৃতির সাথে কম্পিউট্যাবিলিটি সাংঘর্ষিক নয়। তাদের এ চিন্তার কারন অনেকে কম্পিউটেশনকে ডিটারমিনিস্টিক মনে করেন।এতে সাধারন সেন্সে সবকিছুই বাঁধাধরা গননাযোগ্য এবং প্রেডিক্টেবল মনে হয়। এ সীমাবদ্ধতা থেকে বের করতে তারা প্রস্তাব করে ডিজিটাল ফিজিক্সের কোয়ান্টাম ভার্সন। সম্প্রতি Seth Lloyd, Paola Zizzi এবং Antonio Sciarretta প্রমুখ ডিজিটাল ফিজিক্সের কোয়ান্টাম ভার্সনের প্রস্তাব করেন। এর মধ্যে আছে Carl Friedrich von Weizsäcker এর Ur-alternative বাইনারি থিওরি, pancomputationalism, computational universe theory। John Archibald Wheeler এর "It from bit", এবং Max Tegmark এর ultimate ensemble'ও এর অন্তর্গত।

Pancomputationalism বলতে মহাবিশ্বকে একটি গণনাকারী দৈত্যাকার কম্পিউটার অনুরূপ যন্ত্রকে বোঝায়, যেটা তার বর্তমান অবস্থার পরবর্তী ধাপকে গণনা করে। Zuse এর 1967 সালের থিসিস পেপারের উপর ভিত্তি করে Jürgen Schmidhuber সর্বপ্রথম এই তত্ত্বকে উত্থাপন করেন। Pancomputationalists, Lloyd (2006) মহাবিশ্বকে একটি quantum computer এর সাথে তুলনা করেন। MIT এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রফেসর seth Lloyd বলেন, **"এই মহাবিশ্ব মূলত একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার। আইন্সটাইনের চেয়ে নিজের ইন্টুইশনে কে বেশি আস্থা রাখে বলুন। যাইহোক,আইনস্টাইনের অবজেক্টিভ রিয়ালিটির(বস্তুজগতের বাস্তব স্বকীয় অস্তিত্বের) ধারনা পুরোপুরি ভুল।"**

কোয়ান্টাম বিটকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যায়, আলো কোয়ান্টাইজড ফোটন, ইলেক্ট্রিসিটি হচ্ছে ইলেক্ট্রন, এটাও বাস্তব জগতের ভার্চুয়াল কন্সট্রাক্টের দাবির সপক্ষে যুক্তি দেয়। কারন ডিজিটাল প্রসেসে সকল ডেটার নূন্যতম কোয়ান্টিটি হিসেবে বিট বা পিক্সেল হিসেবে

থাকবে। এবং আমাদের এই জগতেও একই উপাদান পাওয়া যায়। কোন কম্পিউটার ইমেজকে যদি কাছে থেকে পরীক্ষা করা হয় তবে তা সর্বশেষে পিক্সেলে বিভাজিত হবে, এটা আমাদের প্রকৃতিতেও বিদ্যমান। গত শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে পদার্থ আসলেই কোয়ান্টাইজড। এটা গঠিত এটোমের চেয়ে বিলিয়ন গুন ক্ষুদ্র অবিভাজ্য পার্টিকেল। এসব এভিডেন্স একত্রে বলে যে প্রকৃতি হচ্ছে কম্পিউটেবল বিট দ্বারা তৈরি ম্যাট্রিক্স। স্থান, কাল, এনার্জি সবকিছুই কোয়ান্টাইজড, সবই বিটের সমন্বয়ে তৈরি। এর মানে এই মহাবিশ্বের উপাদান এবং অবস্থা সংখ্যা নির্দিষ্ট। এর মানে এটা কম্পিউটেবল। যদি মহাবিশ্বের আসল প্রকৃতি ডিজিটাল হয় যার স্পেস টাইম কোয়ান্টাম বিটস দ্বারা তৈরি হয়,অর্থাৎ জন হুইলারের অবস্থান সঠিক।

বৈদিক মায়াবাদকে বিজ্ঞান বিতর্কের উর্ধ্বে নিতে এবার হলোগ্রাফিক তত্ত্বের পূর্ণতাদানে বলা শুরু করেছে এই মহাবিশ্ব হলো কম্পিউটার প্রজেকশন বা কম্পিউটার হলোগ্রাফিক সিমুলেশন অথবা কম্পিউটার গেইমের অনুরূপ সিমুলেটেড প্রোগ্রাম। তৈরি হয় সিমুলেশন হাইপোথিসিস। এটাই বৈদিক-বৈষ্ণবী মায়াবাদের সর্বাধুনিক সংস্করণ। এটা সেই প্লেটনিক আইডিয়ালিজমকে পরিপূর্ণতা দেয়। যেহেতু আমাদের বিশ্বজগত উচ্চমাত্রার জগতের হলোগ্রাফিক প্রজেকশন, এটাকে কোন আসল বস্তুর ছায়ার সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ আবারও ফিরে যেতে হবে প্লেটোর সেই "এ্যালিগোরি অব কেইভে"। যেখানে হাত পা বাধা কিছু লোক সারাজীবন গুহার আলো আধারের মধ্যে তাদের ছায়াকে দেখে এসেছে, এবং সেই ছায়াকেই তাদের অস্তিত্বের আসল রূপ বলে বিশ্বাস করেছে এরপর যখন ছাড়া পেল, তাদের কাছে ত্রিমাত্রিক জগত একদম দুর্বোধ্য মনে হলো। ত্রিমাত্রিক জগতের বাস্তবতাকে তারা মেনে নিতে পারেনি। ফলে তারা পুনরায় গুহায় ফিরে আসে দ্বিমাত্রিক ছায়ার জগতে। হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স বা সিমুলেটেড রিয়ালিটি প্লেটোর আইডিয়ালিজমের কথা বলে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স অনেক আগে থেকেই আইডিয়ামিজম কে সত্যায়ন করেছে। কিন্তু হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স তত্ত্ব সম্পূর্ন প্লেটোনিক আইডিয়ালিজমে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে আধুনিক বিজ্ঞান কে, যেখানে বলা হচ্ছে আমরা উচ্চতর মাত্রাসমূহ থেকে আসা হলোগ্রাফিক প্রজেকশন বা উচ্চতর জগত সমূহের অন্তর্গত কম্পিউটার সিমুলেশন বা কাল্পনিক সুপার কম্পিউটারই হায়ার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটি। আমরা

যে বস্তু জগতকে সত্য বলছি সেটা সত্য নয়। আমাদের দেখা চিরচেনা সত্য জগতটি উচ্চতর মাত্রা থেকে দেখতে ভিন্ন। ধরুন ৮ম বা ৯ম মাত্রায় অবস্থান করলে ৩য় মাত্রাকে অন্যরকম দেখাবে। অর্থাৎ আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতই আল্টিমেট রিয়ালিটি নয়।

সিমুলেশন আর্গুমেন্ট শুরু হয় মিস্টিক - দার্শনিকদের হাত ধরেই। দার্শনিক মানেই অকাল্ট ফিলসফির অনুসারী। হলোগ্রাফিক মায়াতত্ত্বকে একজন দার্শনিক শুধুমাত্র বৈদিক ট্রেডিশনেই সীমাবদ্ধ দেখেনা। Mexican toltec একই কথা বলে।একইভাবে ইহুদি কাব্বালিস্টিক যাদুশাস্ত্রে বিশ্বজগতকে বলা হয় Alma 'd shikra [world of illusion]। ১৯৭৪ সালে ফিলিপ কে ডিক মুখ অপারেশন এর পর বাসায় নার্সের যন্ত্রনাদায়ক মেডিকেশনের অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ করে দরজার কলিং বেল বাজলো। দরজা খুলেই তিনি মাছের প্রতিকৃতির নেকলেস পরিহিতা এক নারীকে আবিষ্কার করেন, একইসাথে তার মধ্যে অদ্ভুত অনুভূতির জাগ্রত হয়। তার মনে হলো তার মধ্যে উচ্চতর জগতের মহাচৈতন্যের স্রোত বয়ে গেল। তিনি একে বলেন,'invasion of transcendent higher mind'! তিনি অনেকক্ষন চিন্তাভাবনার বাহিরে চলে গিয়েছিলেন। তার মনে হলো মহাজাগতিক তথ্য তাকে গ্রাস করেছে। তিনি সারা মহাবিশ্বকে দেখতে লাগলেন। তিনি বর্ননা করেন যে তিনি একইসাথে বর্তমান অসংখ্য মাত্রাসমূহ, অতীত বর্তমানের টাইমলাইন দেখেন, একই সাথে অতীতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মাঝেও নিজেকে আবিষ্কার করেন। মহাবিশ্বকে তিনি হলোগ্রাফিক ইল্যুশন হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন।সাইকাডেলিক ড্রাগের প্রভাবে যা অনুভব করা যায় সবই প্রত্যক্ষ করেন । তার এই চৈতন্যের ধাক্কা অনেকদিন পর্যন্ত রয়ে যায়। তিনি কখনো ল্যাটিন ভাষায় কথা বলেন নি। কিন্তু হঠাৎ করে কথা বলতে শুরু করেন নির্ভুলভাবে। তিনি দাবি করেন তার মধ্যে যিশু খ্রিষ্ট, টমাসের স্মৃতিও ছিল! ফিলিপ কে ডিক অনুভব করেন তার এই মহাজ্ঞান লিখে রাখা প্রয়োজন। এরপর লেখা শুরু করেন এবং প্রায় নয়শত পৃষ্ঠার একটি বই লেখেন, যার নাম দ্যা এক্সেজিস অব ফিলিপ কে ডিক। তিনি এতে উল্লেখ করেন, **"আমরা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামড রিয়ালিটিতে[বাস্তবতা] বাস করি। এর একটি মাত্র যে ক্লু'টি আমাদের কাছে আছে সেটা হলো যখন এই [সিমুলেটেড] রিয়ালিটির কোন একটা ভ্যারিয়েবল পরিবর্তন করা হয় বা কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটানো হয়, আমরা তখন ডেজা'ভু[কোন একটা অচেনা জায়গাকে হঠাৎ চেনা মনে হওয়া, কোন ঘটনাকে হঠাৎ আগেও ঘটেছে মনে হওয়া] অনুভব করি। এই অনুভবগুলো গুরুত্বপূর্ণ। যখনই কোন ভেরিয়েবলের পরিবর্তন ঘটা তখনই আরেকটি বিকল্প বাস্তবতার[অল্টারনেটিভ রিয়ালিটি] জন্ম হয়।"**

ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ফিল্মে ডক্টর স্টিফেন স্ট্রেঞ্জ যখন সর্সারার সুপ্রিমের সাথে দেখা করেন, তখন ম্যাটেরিয়ালিস্ট স্ট্রেঞ্জ এই ডাইনীর যাদুবিদ্যাকে তাচ্ছিল্য করছিল অবিশ্বাসের সাথে, তখনই স্ট্রেঞ্জকে রিয়ালিটির আসল রূপ ও মেকানিক্স শেখাতে অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাসনেস বা চেতনার ওপারে নিয়ে যান। এই ফিল্ম মূলত ম্যাটেরিয়ালিস্টিক বস্তুজগতের নিচের আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটির বিশ্বাসকে প্রোমোট করে তৈরি করা হয়, ম্যাটেরিয়ালিজমকে ভুল প্রমাণ করে আইডিয়ালিজমকে সত্যায়ন করা হয়। যাইহোক, এ ফিল্মের ডঃ স্ট্রেঞ্জের ন্যায় ফিলিপ কে ডিকেরও একইরকমের ট্রান্সেন্ডেন্টাল এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল। তবে ডিকের ব্যপারটা সামান্য ভিন্ন। দুয়ার খুলবার সাথে সাথে এমন মহাচৈতন্যের অনুভূতি উদয়ের রহস্যের সহজ ব্যাখ্যা হলো, তার মধ্যে বায়ো-প্লাজমিক হায়ার ডাইমেনশনাল সত্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। সহজ ভাষায় বললে,শয়তান জ্বীনের অনুপ্রবেশ ঘটে।ডিক এ কথা নিজেই বলেন।তিনি বলেছেন **,"বায়োপ্লাজমিক অর্গনের মত কোন এনার্জি প্রবেশ করে।উচ্চ শিখরে থাকা সচেতনতা আমাকে সারাবিশ্বকে দেখায়। আমি সর্বত্রবিরাজমান এক যৌক্তিক মন দ্বারা আমার মনে হামলা হওয়াকে অনুভব করি। হঠাৎ করেই দুর্বোধ্য গোটা জীবনকে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।"**

অনেক সমালোচক মনে করেন এই রকম র‍্যাডিক্যাল চৈতন্যবোধের কারন সাইকাডেলিক ড্রাগ, যা তাকে চেতনার ওপারে নিয়ে যায়।এটা সত্য যে অনেকেই সাইকাডেলিক ড্রাগ সেবনে সিমুলেটেড রিয়ালিটির উপলব্ধি লাভ করে[২০]। বাইরন কেডি, একার্ড টোল, আনিতা মর্জানি সবাই এরকম ট্রান্সেন্ডেন্টাল অনুভূতি হয়েছিল। ডিকের সাইকাডেলিক মাদক সেবনের

কথা যেহেতু পাওয়া যায় না, ডিকের নিজের কথার উপর ভিত্তি করে এটাই ধরা যায় যে তার মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই বায়োপ্লাজমিক সত্তা তথা শয়তানগুলোই রেনে ডেকার্টের "অশুভ শয়তান" তত্ত্বের আইরনিক সত্যায়ন করে। ডিক ডেকার্টের মায়াবাদের আধুনিক সংস্করণ তথা সিমুলেশন তত্ত্বের সত্যায়ন করেন, মহাবিশ্বকে কম্পিউটার সিমুলেশন হিসেবে দেখার দাবির দ্বারা। স্বাভাবিক ভাবেই শয়তান চাইবে যে, মানুষ যেন তাদের জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে ইলাহের আসনে বসাক। রেনে ডেকার্ট তার আকিদায় সেটা বসিয়েছিল। এবার ওই শয়তানেরই দেখানো এই মেটাফিজিক্যাল ব্যাখ্যার পথ ধরে আধুনিক বিজ্ঞান সমগ্র মানবজাতির আকিদায় শয়তান জ্বীন জাতিকে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার আসনে বসাতে যাচ্ছে!

সিমুলেশন তত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন দার্শনিক নিক বোস্ট্রম। তিনি সিমুলেশন তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই সিমুলেশনের স্রষ্টার সিমুলেশন তৈরির একাধিক কারন দেখিয়েছেন। এর একটি এ্যান্সেস্টর সিমুলেশন। এর দ্বারা বোঝায়, কোন উচ্চমাত্রিক এলিয়েন সভ্যতা উন্নয়নের চরম শেখরে পৌঁছে সিদ্ধান্ত নেয় যে আর কোন সচেতন প্রানীর সৃষ্টি হবেনা। তারা ওই অবস্থায় কম্পিউটার সিমুলেশন তৈরি করলো যাতে করে,তাদের জগতের একদম শুরুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিগব্যাং থেকে শুরু করে বিবর্তনসহ সবকিছু এতে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবর্ধিত হওয়া দেখাবে। ওই সিমুলেশনের প্রানী জগত আত্মসচেতন এজন্য তারা তাদের বাস্তবতাকে সত্য বলে মনে করে। অনেক সিমুলেশন থিওরিস্ট সারা মহাবিশ্বের প্রতিটি এটম/ মলিকিউল সিমুলেট করবার মত কম্পিউটার সক্ষমতার কথা ভাবতে গিয়ে অসম্ভব মনে করেন, এর সমাধানে তারা কম্পিউটার সিমুলেশন বা আধুনিক গেইমস এর গ্রাফিক্সের ভিডিও রেন্ডারিং প্রসেসকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। আপনারা দেখবেন উন্নত গ্রাফিক্সের ভিডিও গেইমের জগতে যে দিকে অবজার্ভ করা হয় বা যেদিকে স্ক্রিন ঘোরানো হয় সেদিকই ঝাপসা থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। এখানে বিষয়টি কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবজারভার ইফেক্টের সাথে

Bostrom's Trilemma

One of the following statements must be true:

1. "The fraction of human-level civilizations that reach a posthuman stage (that is, one capable of running high-fidelity ancestor simulations) is very close to zero"
2. "The fraction of posthuman civilizations that are interested in running ancestor-simulations is very close to zero"
3. "The fraction of all people with our kind of experiences that are living in a simulation is very close to one"

সম্পর্কযুক্ত। পর্যবেক্ষণ ছাড়া অন্য অঞ্চলগুলো ননলোকাল অবস্থায় থাকে। যাইহোক, সিমুলেশন থিওরিস্টরা বলেন যে, আমাদের গোটা পৃথিবীটি গেইমের স্ক্রিনের এলাকার মত সবসময় পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকে, মহাবিশ্বের বাকি অংশগুলো এর বাইরে থাকে, এজন্য গোটা মহাবিশ্বকে এ্যাটম বাই এ্যাটম সিমুলেট করার জন্য অসম্ভব ক্ষমতার কম্পিউটার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এটা সিমুলেশন হাইপোথিসিসকে অসম্ভাব্যতা থেকে বাচায়। নিক বোস্ট্রম বলেনঃ" **সায়েন্স ফিকশনের অনেক কর্ম, পাশাপাশি অনেক প্রযুক্তিবিদ এবং ভবিষ্যতত্ত্ববিদদের কিছু পূর্বাভাসস্বরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, আগামী নিকট ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে কম্পিউটিং শক্তি পাওয়া যাবে। আসুন আমরা এক মুহুর্তের জন্য অনুমান করি যে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সঠিক। একটি জিনিস যা পরবর্তী প্রজন্মগুলো তাদের সুপার-পাওয়ারফুল কম্পিউটারগুলোর সাথে করতে পারে তা হলো, তাদের পূর্ববর্তী বা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের বিস্তারিত সিমুলেশন চালু করা, কারণ তাদের কম্পিউটারগুলো এত শক্তিশালী হবে, তারা এ জাতীয় অনেকগুলি সিমুলেশন চালাতে পারে। মনে করুন যে, এই সিমুলেটেড রিয়ালিটির লোকেরা সচেতন (যদি সিমুলেশনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সূক্ষ্ম হয় এবং যদি ফিলসফি অব মাইন্ডের কোন বিস্তৃতভাবে স্বীকৃত অবস্থান সঠিক হয়)। তারপরে এটি ঘটতে পারে যে আমাদের মতো বিশাল সংখ্যক মন মূল জাতির অন্তর্গত নয়, বরং একটি মূল জাতির উন্নত বংশধরদের সিমুলেশনের লোকদেরই। তারপরে এটির পক্ষে যুক্তি দেয়া সম্ভব যে, এটি যদি হয়, তবে আমরা ভাবা যুক্তিযুক্ত যে আমরা সম্ভবত মূল বায়োলজিক্যাল অস্তিত্বের পরিবর্তে সিমুলেটেড মনের মধ্যে রয়েছি। অতএব, আমরা যদি মনে করি যে আমরা বর্তমানে কম্পিউটার সিমুলেশনে বাস করছি না, তবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে আমাদের পরবর্তী বংশধররা যারা থাকবে তারা তাদের পূর্বসূরীদের সিমুলেশন চালাবে।[১৩]**

—Nick Bostrom,
Are you living in a computer simulation?, 2003

নিক বোস্ট্রমের পর থেকে একে একে পদার্থবিজ্ঞানীরা একে একে বৈদিক মায়াবাদের সর্বাধুনিক সংস্করণ সিমুলেশন তত্ত্বের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন। পদার্থবিজ্ঞানী ব্রায়ান

উইটওর্থ[MIT] ম্যাটেরিয়ালিস্টিক এবং আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্স এর যাবতীয় ডেটা পাশাপাশি রেখে গবেষণা করেন, এতে তিনি বস্তুবাদী বিজ্ঞান অপেক্ষা আইডিয়ালিস্টিক সিমুলেশন হাইপোথিসিসের সর্বাধিক বিশুদ্ধতা ও কন্সিস্টেন্সি পান। সিমুলেশন হাইপোথিসিসের প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম দেওয়া হয়েছিল ২০০২ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, সিয়াটেল) থেকে পদার্থবিজ্ঞানী Silas R. Beane এবং সিয়াটেলের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Zohreh Davoudi এবং Martin J. Savage এর একটি যৌথ গবেষণাপত্রে। বিগব্যাং মডেলের শূন্য থেকে সব সৃষ্টির তত্ত্বটিও সিমুলেশনের সাথে অনেক যৌক্তিকভাবে সংগতিপূর্ণ। আমরা জানি শূন্য থেকে বিগব্যাং এর দ্বারা সব কিছু অস্তিত্বে আসে। একইভাবে একটি কম্পিউটার সিমুলেশনও চালু করার সময় একদম শূন্য থেকে শুরু হয়। ধরুন প্রতিবার একটি গেইম চালুর সময় বিগব্যাং সংঘটিত হয়। সিমুলেশন মডেলের অনুসারীরা এমনটাই দাবি করেন।সুতরাং, বোস্ট্রোম এবং ডেভিড চামার্সের মতো একমত হয়ে অন্যান্য লেখকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে "সিমুলেশন হাইপোথিসিস" এর গবেষণামূলক যুক্তি থাকতে পারে এবং তাই সিমুলেশন হাইপোথিসিস একটি সংশয়মূলক অনুমান নয় বরং একটি "মেটাফিজিক্যাল হাইপোথিসিস"। প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান সভ্যতার যাদুকরদের আকিদা ছিল বাস্তবতা নিজেই একটি গাণিতিক কাঠামো।সেই থেকে এটা পিথাগোরাসের আকিদা[বিশ্বাস] এবং একইভাবে তার প্রাচীন ও বর্তমান অনুসারীদেরও। 2017 সালে 17 তম বার্ষিক আইজ্যাক অসিমভ বিতর্ক চলাকালীন মহাবিশ্ব সিমুলেটেড কিনা সে আলোচনায় ফিজিসিস্ট টেগমার্ক বলেছেন: **"পরে একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে [বাস্তবতা] সম্পর্কে আমি যত বেশি জানতে পেরেছিলাম, ততই আমি আরও আঘাত পেয়েছিলাম যে, আপনি যখন প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে তার গভীরতায় নামবেন, আপনারা সবাইকে একগুচ্ছ কোয়ার্ক এবং ইলেক্ট্রন হিসেবে দেখবেন [...] যদি আপনি দেখেন এই যে কোয়ার্কগুলি কীভাবে চলাফেরা করে, তাহলে দেখবেন নিয়মগুলি সম্পূর্ণ গাণিতিক, যতদূর আমরা বলতে পারি।"** তিনি আরো বলেনঃ **"যদি আমি একটি কম্পিউটার গেমের একটি চরিত্র হয়ে থাকি, তবে আমি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারব যে,এর নিয়মগুলি সম্পূর্ণ কঠোর গাণিতিক। এটা হুবহু যে কম্পিউটার কোডে**
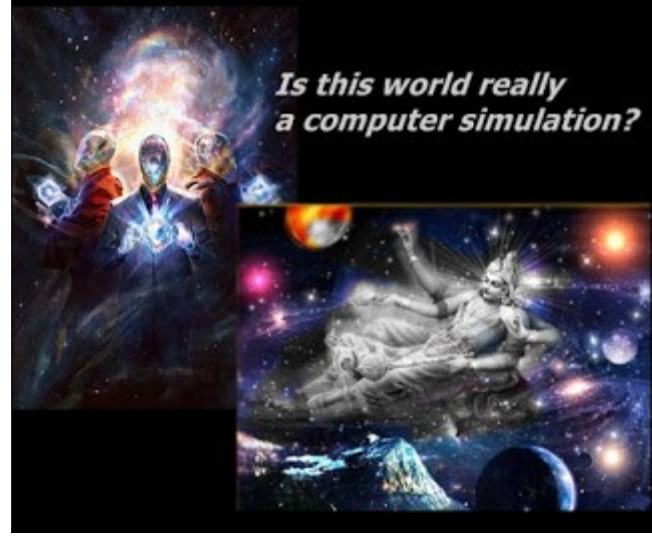
লেখা হয়েছিল তাতে প্রতিফলিত করে।"

টেগমার্ক এক ডকুমেন্টারিতে বলেন,কম্পিউটার গেইমের পুরা জগতটি তৈরির পেছনে থাকে ম্যাথম্যাটিকাল ইক্যুয়েশন। তিনি আমাদের জগতটিকেও কম্পিউটার সিমুলেটেড প্রোগ্রামের অনুরূপ বলেন। এজন্যই আমাদের জগতের সকল সৃষ্টির মাঝে ফিবোনাক্কি সিকোয়েন্স মেইন্টেইন করতে দেখা যায়। তিনি বলেন,**"ধরুন আমাকে একটি গেইমের ক্যারেক্টারে রূপান্তর করা হলো এবং আমার সেখানে আত্ম সচেতনতাও থাকলো যার ফলে আমি সে জগতের সবকিছু সত্য ভাবতে শুরু করলাম, এবং একপর্যায়ে আবিষ্কার করলাম যেকোন বস্তুর উত্থান পতন থেকে শুরু করে সমস্তকিছুর পিছনে আছে একজন প্রোগ্রামারের ম্যাথম্যাটিকাল ইক্যুয়েশন। একইভাবে এই জগতকেও ধরুন,এই মহাবিশ্বও গেইমের অনুরূপ কম্পিউটার প্রোগ্রামের ন্যায়। এই যে আমার হাত, এখানে কোন গনিত খুজে পাচ্ছিনা কিন্তু আপনি যতই গভীরে যাবেন শুধু গাণিতিক হিসাব পাবেন। আমার কিছু কলিগরা বলেন যে এই মহাবিশ্বে কিছু ম্যাথম্যাটিকাল প্রপার্টি আছে, কিন্তু আমি বলি এটি পুরোটাই গণিত। শুধুমাত্র কিছু জিনিসে গাণিতিক হিসাব নেই বরং এই মহাবিশ্বের এ্যাসেন্সই হচ্ছে গণিত।"**

১৯৭৫ সালে ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকস আবিষ্কারের দ্বারা গণিতের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন বেনওয়া ম্যান্ডেলব্রট [Benoit Mandlebrot]। এই গণিত দ্বারা অনন্ত সেল্ফ সিমিলার প্যাটার্ন তৈরি করা যায়। এই গণিতের উপর নির্মিত কম্পিউটার সিমুলেটেড প্যাটার্ন আপনি অগণিত বার জুম করতে পারেন। ডানে দেখানো চিত্রের একদম ক্ষুদ্রতম অংশকে যদি জুম করেন, দেখবেন একইরকমের আরেকটি জগত এর নিচে লুকিয়ে

আছে। এরকম প্যাটার্ন[নিচের ছবিতে] আমাদের বাস্তব জগতের গাছের পাতা, ফার্ণ উদ্ভিদের ডগাসহ অনেক কিছুতে বিদ্যমান। এটা দার্শনিক ও হলোগ্রাফিক ইউনিভার্সে বিশ্বাসীদের ভাবায় আমাদের এই ইউনিভার্সটিও এরকম সেল্ফ সিমিলার ইনফিনিট প্যাটার্নের উপর তৈরি। এর দ্বারা যাদুকরদের মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সীমাহীনতাকে আরোপ করে। হলোগ্রাফিক মডেল ও ফ্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকসের সমন্বয়ে তৈরি হয় হলোফ্র্যাক্টাল থিওরি। ম্যান্ডেলব্রটের বিস্ময়কর এই গাণিতিক ধারার উপর বর্তমানে কম্পিউটার সিমুলেশনে, এ্যানিমেশন/গেইমে সফলভাবে ব্যবহার করা হয় গেইমের প্রাকৃতিক জগতটিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য। ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকস প্রাচীন সেক্রিড জিওমেট্রি,পাই রেশিওর সাথে সংগতিপূর্ণ। PBS/NOVA 'র ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকসের উপর “Fractals – Hunting the Hidden Dimension” নামে একটি ডকুমেন্টারি নির্মান করেছিল। তাছাড়া এ বিষয় বুঝতে Arthur Clarke এর “Fractals – The Colors of Infinity” ডকুমেন্টারিটাও দেখা যেতে পারে। এবার বাস্তব জগতে কম্পিউটার প্রোগ্রামে ব্যবহৃত গণিত আবিষ্কারের পালা, যেটা চূড়ান্তভাবে সত্যায়ন করবে যে আমাদের বস্তুজগত মূলত কম্পিউটার সিমুলেশন, ম্যাট্রিক্স ফিল্মের ন্যায় আমরা কোড হলোগ্রাফিক ম্যাট্রিক্সে বসবাস করি।

মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ জেমস গেটস, যিনি আইজ্যাক অসিমভ বিতর্কে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এমন এক বিষয় আবিষ্কার করেছেন, যা সিমুলেশন হাইপোথিসিসকে সমর্থন করে। সুপারস্ট্রিং থিওরিতে কাজ করার সময়, তিনি কিছু তাত্ত্বিক সমীকরণের আবিষ্কার করেন। গেটস বলেছেন যে সমীকরণগুলি ত্রুটি-সংশোধনকারী কোডগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা

কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত ত্রুটিগুলি যাচাই করার জন্য এবং সমাধান করতে ব্যবহৃত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে, অ-সিমুলেটেড মহাবিশ্বে এই জাতীয় কোডগুলি আবিষ্কার করা "অত্যন্ত অসম্ভব"। বক্তৃতাকালে তিনি আরো বলেছিলেন: **"ত্রুটি-সংশোধন করার কোডগুলি[Error-correcting codes] ব্রাউজারগুলোকে কার্যক্ষম করে, তাহলে আমি কোয়ার্ক, এবং লেপটন এবং সুপারসেমেট্রি সম্পর্কে যে সমীকরণগুলি নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম সেগুলোতে কেন এগুলোর উপস্থিতি ছিল? এটাই আমাকে এই অত্যন্ত বাস্তব উপলব্ধিতে নিয়ে এসেছিল যে আমি আর বলতে পারি না যে ম্যাক্স [টেগমার্ক] এর মতো লোকেরা পাগল[কারন তারা মহাবিশ্ব কে কম্পিউটার সিমুলেশন বলে]** [১৪]। "

তিনি আরো বলেন,**"আমি গত পাচ ছয় বছর ধরে আমি যে ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করছি, তাতে আমি ঐ অভিন্ন কম্পিউটার কোড পেয়েছি যা ইন্টারনেট ব্রাউজারকে সচল করে। যদি এই ইক্যুয়েশন গুলো বলে যে রিয়ালিটি বা বাস্তব জগতে কম্পিউটার কোড লুকিয়ে আছে, তবে তা সত্যিই অদ্ভুত ব্যপার। এটা এতটা অদ্ভুত যে আমি বলতে পছন্দ করব যে, চলো ম্যাট্রিক্স মুভির কাছে ফিরে যাই, ওখানে কোন পদার্থবিদ কাজ করেছে কিনা দেখি। তারা হয়ত রিয়ালিটির ব্যপারে জানতে চাইতো যে আমরা ম্যাট্রিক্সের মাঝে আছি কিনা। আর তারা যেকোনভাবে কম্পিউটার কোড ব্যবহার করেছে। এবং এই ইক্যুয়েশন গুলো আমাদের জগতকে বর্ননা করে, এটাই আমি বলি।"**

অর্থাৎ ফিজিসিস্টরা শতবছর আগের ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের ম্যাট্রিক্স মেকানিক্সের পরিপূর্নতা দান করেছেন। হলিউডের বৈদিক ও বৌদ্ধ অকাল্ট দর্শনের উপর নির্মিত ম্যাট্রিক্স ফিল্মে দেখানো রিয়ালিটির বর্ননাটিই শুদ্ধ। এখানে স্বয়ং পদার্থবিজ্ঞানীই সাজেস্ট করছেন ম্যাট্রিক্স ফিল্ম দেখবার জন্য, তিনি স্বীকৃতি দিচ্ছেন এটাই রিয়ালিটির আসলরূপের বিশুদ্ধ উপস্থাপন। জেমস গেট নেইল ডি'গ্রাস টাইসনসহ একাধিক পদার্থবিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে করা সাক্ষাতকারে তার এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা বলেন। তিনি বলেন,**"এগুলো হচ্ছে সেসব ইক্যুয়েশন যার উপর আমি গত ১৫ বছর কাজ করেছি, এসবের বিষয়েই আমার কলীগরা আমাকে প্রশ্ন করত।**

এই ছবিগুলোতে সেসব তথ্য গুলো আছে যা আমরা স্ট্রিং থিওরিতে পেয়ে থাকি, এবং সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো আপনি এর মধ্যে কম্পিউটার কোড খুজে পাবেন,ওইরকম কোড যা আপনি ইন্টারনেটে ব্রাউজারে পেয়ে থাকেন। আমি এখন এই পাজলের মধ্যে পড়ে গিয়েছি যে আমিই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে বাস করছি কিনা।" নেইল ডিগ্র্যাস টাইসন তাকে থামিয়ে বলেন,**"আপনি আমার মন জুড়িয়ে দিয়েছেন, আপনি বললেন যে, এই জগতের মৌলিক নীতি খুজতে গিয়ে এমন কিছু ইক্যুয়েশনের কাছে গিয়েছেন যেটা সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত ইক্যুয়েশনগুলোর সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। তার মানে আপনি বলছেন, আপনি যত গভীরে যাচ্ছেন, আপনি এই কস্মোর ফ্যাব্রিকের উপর কম্পিউটার কোড আবিষ্কার করছেন। তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন যে, আমাদের মহাবিশ্ব কিছু [এলিয়েন] এন্টিটির প্রোগ্রাম আর আমরা শুধুই তাদের কোডগুলোর বহিঃপ্রকাশ? অনেকটা ম্যাট্রিক্স এর মত?"** উত্তরে জেমস গেইট বলেন,**"[জ্বি] যেসব ইক্যুয়েশনে আমরা কস্মোর বর্ননায় ব্যবহার করে থাকি। কম্পিউটার কোড[পাওয়া যাচ্ছে], ওয়ান ও জিরো বিট। এটা সাধারণ কোন কম্পিউটার কোড নয় বরং বিশেষ ধরনের কম্পিউটার কোড যা কল্ট শ্যানন ১৯৪০ সালে আবিষ্কার করেছিলেন।এটাই এখন আমরা স্ট্রিং থিওরির মধ্যে দেখছি যেটাকে আমরা আজ সুপারসেমেট্রিক বলি। আপনি [প্রজেক্টরে] দেখানো চিত্রগুলো[ডানে] যা দেখছেন তা কোডের মত দেখতে নয় বরং এগুলো হলো এমন সব ইক্যুয়েশনের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যা ওইসব কোডের সমন্বয়ে তৈরি। আরো স্পষ্ট করে বললে বলবো,আমি এখন খুবই অদ্ভুত পর্যায়ে এসে পৌছেছি। আমি কখনোই আশা করিনি যে, ম্যাট্রিক্স ফিল্মটি আমি যেখানে আছি সেটার যথাযথ নির্ভুল প্রতিচ্ছবি।"**
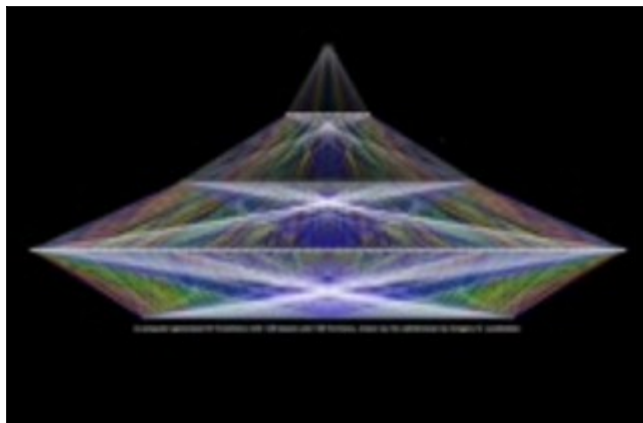
নেইল ডি'গ্র্যাস টাইসন নিজেও সিমুলেশনতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। জেমস গেইটের স্বীকৃতি তার এই অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে আরো পোক্ত করেছে। তিনি ল্যারি কিং এর সাথে দেয়া সাক্ষাতকারেও সিমুলেশন হাইপোথেসিসে বিশ্বাসের কথা বলেন[২২]। তিনি অন্যত্র বলেন,**" আমি এটা[সিমুলেশন থিওরি] [ভাবতে] ভালবাসি। হয়ত কোন এলিয়েন সিভিলাইজেশ্যনের বোচা নাকওয়ালা শিশুরা তাদের বাড়ির বেজমেন্টে বসে আমাদেরকে সিমুলেট করছে। তাদের**

কম্পিউটিং ক্ষমতা ও প্রযুক্তি আমাদের থেকে উন্নত এবং তারা এমনভাবে প্রোগ্রাম করেছে যে তারা আমাদের মহাবিশ্বের প্রতিটি মলিকিউল পর্যন্ত প্রোগ্রামের আওতায় এনেছে। আমরা এখানে তাদের বিনোদনের বস্তু হিসেবে আছি।"

বিলিয়নিয়ার টেক জায়ান্ট ইলন মাস্কও সিমুলেশন হাইপোথেসিসে বিশ্বাস করেন। তার বিশ্বাসের স্বীকৃতি সিমুলেশন তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্যতার উচ্চ আসনে নিয়ে যায়। ইলন মাস্ক বর্তমান যুগের থ্রিডি ফটোরিয়ালিস্টিক গেইমগুলোর কথা বলেন যা বাস্তবজগত থেকে প্রায় পার্থক্যহীন। ইলন মাস্ক বলেন,**"আমরা প্রতিবছরই ভার্চুয়াল গেইম গুলোয় উন্নতি সাধন করছি। এখন আমাদের ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, অগমেন্টেড রিয়ালিটি উভয়ই রয়েছে। যদি আপনি উন্নতির অবস্থাটাকে পর্যালোচনা করেন, গেইমগুলোকে দেখবেন সেগুলো এখন অনেকটাই বাস্তবজগতের সাথে প্রায় পার্থক্যহীন হয়ে গেছে। হ্যা আমরা খুব সম্ভবত সিমুলেশনের মধ্যে আছি। বাস্তব জগতে আমাদের বসবাসের সম্ভাবনা বিলিয়নের মধ্যে এক।"**[১৫]

পদার্থবিজ্ঞানী টমাস ক্যাম্পবেল ইউএস মিসাইল ডিফেন্স, আর্মি ও নাসায় কাজ করেন। তার মাই বিগ টো[থিওরি অব এভ্রিথিং] বইতে সিমুলেশন হাইপোথিসিস কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই ত্রিমাত্রিক জগত হায়ার রিয়ালিটির আইডিয়ালিস্টিক শ্যাডো, এটা হলোগ্রাম। অনেকে হয়ত হলোগ্রামটি ইনফরমেশন নাকি চৈতন্যের তৈরি, নাকি বাইনারি ডেটার সমন্বয়ে সৃষ্ট,সেটা বুঝতে পারছেন না। টম ক্যাম্পবেল এর সহজ সমাধানে বলেন,**"চেতনা হলো ইনফরমেশন। এটা হচ্ছে ডেটা।"** টমাস ক্যাম্পবেলের ন্যায় পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ গ্রীন ব্রেইনও সিমুলেশন তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি এক প্রশ্নোত্তরে আমাদের জগত যে উচ্চতর মাত্রার কিছু কিশোরের কম্পিউটার গেইমের সিমুলেশন সে সম্ভাবনার কথা প্রকাশ

করেন। রন গ্যারেট গুগল, জেপিএল সহ অনেক জায়গায় কাজ করেছেন। তিনি গুগল টেড টকে একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে করা প্রেজেন্টেশনে বলেন, **"আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জিরো ইউনিভার্স ইন্টারপ্রিটেশানের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে বলব। আপনি যদি মনে করেন ফিজিক্স মহাবিশ্বকে যেরূপ বর্ননা করে সেরূপই, তাহলে আমি আপনাকে স্পষ্ট ভাবে বলব যে এটাই আসলটা নয়, কারন এক ধরনের বিশেষ মেটাফিজিক্যাল বাস্তবতার জন্য মেজারমেন্ট স্থান-কালে কন্সিস্টেন্ট। এটা আমরা যা মনে করি তার ঠিক বিপরীত কিছু বলে, আমরা [ফান্ডামেন্ডালভাবে] এ্যাটম দ্বারা তৈরি নই বরং বিট দ্বারা তৈরি। আমরা হলাম আমাদের চিন্তা/চেতনা।আমরা হচ্ছি কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সিমুলেশন। মহাবিশ্ব কেন অনুধাবনযোগ্য মনে হয়,অর্থাৎ ফিজিক্যাল থিওরির ব্যাখ্যা হলো, কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসলে একটি কম্প্রিয়েন্সেবল ইউনিভার্সের ধারনা দিতে চেষ্টা করে তবে এই মূল্যের বিনিময়ে যে আপনাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্বাস করতেই হবে যে এই মহাবিশ্ব,যাকে আপনি বাস্তব বলে মনে করেন তা আসলে বাস্তব নয় বরং মায়া।"**

2017 সালে, Campbell et al. তাদের গবেষণাপত্র "সিমুলেশন থিওরি অন টেস্টিং" এ সিমুলেশন[১৬] হাইপোথিসিস পরীক্ষা করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। 2018 সালে তারা পরীক্ষাগুলির তহবিলের জন্য একটি কিকস্টার্টার ক্যাম্পেইন শুরু করেছিল, যা ২৩৬,৫৯০ ডলারে পৌঁছেছিল, যেখানে মাত্র ১৫,০০০০ ডলার প্রয়োজন ছিল। জনমনে সিমুলেশন হাইপোথেসিসের বিষয়ে এত আগ্রহের একটি কারন হলো মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা। হলিউড ফিল্মগুলো অনেক বড় ভূমিকা পালন করে মানুষের
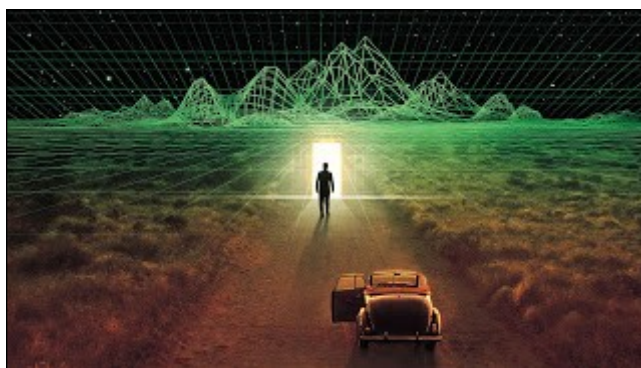
ব্রেইনওয়াশিং এর জন্য। রাইনার ওয়ার্নার ফ্যাসবিন্ডার পরিচালিত ওয়ার্ল্ড অন এ ওয়্যার (1973), থার্টিন্থ ফ্লোর(1999), আমেরিকান লেখক ফিলিপ কে ডিকের "We Can Remember It for You Wholesale" একটি ছোট গল্প, এটি ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ফ্যান্টাসি অ্যান্ড সায়েন্স ফিকশন - ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি টোটাল রিকল (১৯৯০

চলচ্চিত্র) এবং টোটাল রিকল ২০১২ সালের ফিল্মের ভিত্তি ছিল।এ সমস্ত সায়েন্স ফিকশন লেখনী, ফিল্ম জনমনে বিস্তর প্রভাব ফেলে।

1983 সালে একটি টেলিভিশন চলচ্চিত্র In Overdrawn at the Memory Bank -এ দেখায়, মূল চরিত্রটি তার মনকে একটি সিমুলেশনের সাথে যুক্ত করার জন্য অর্থ প্রদান করে। দ্য স্টার ট্রেক: দ্য নেক্সট জেনারেশন এর "শিপ ইন আ বোতল" পর্বে দেখায় লোকেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সিমুলেশনে জীবনযাপন করছে, পিকার্ডের শেষে দেখানো ব্যাখ্যানুসারে শেষে বোঝানো হয় যে, সম্ভবত তারা কোনও টেবিলের বক্সের মধ্যে গেইম সিমুলেশনের মধ্যে আছে। এটি নাটকীয় আইরনির সম্ভাব্য ব্যবহার, যেখানে অভিনেতা এবং দর্শকদের উভয়ই অবগত যে টেলিভিশন প্রোগ্রামটি সত্যই এক ধরণের সিমুলেশন। ১৯৯৯ সালের থার্টিন্থ ফ্লোর ফিল্মে দেখায় আমাদের বাস্তবতাটিও মূলত উচ্চতর মাত্রায় অবস্থিত সুপার কম্পিউটারের সিমুলেশন। সম্প্রতি, একই সিমুলেশন এর থিমটির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল ১৯৯৯ সালে বৌদ্ধ দর্শনের উপর নির্মিত দ্য ম্যাট্রিক্স ছবিতে। জেমস গেইটের মুখেই তো শুনলেন, এটাই সাইন্স! ২০১০ সালের ক্রিস্টোফার নোলানের পরিচালিত ইন্সেপশন নামের আরেকটি ফিল্মে আমাদের বাস্তবজগতকে স্বপ্নময় সিমুলেশন বলে উপস্থাপন করা হয়। এ ফিল্মের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা কৃত্রিম স্বপ্নের দ্বারা বিভিন্ন লোকের গোপন তথ্য চুরি করে। এতে স্বপ্নের মধ্যে আরো দুই তিন স্তরের স্বপ্নের জগতকে দেখায়। লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর স্ত্রী ম্যারিয়ন কোটিলার্ড স্বপ্নের জগতটিকে বাস্তবের সাথে পার্থক্যহীন অনুভব করে,তাছাড়া সে দেখতে পায়, কৃত্রিম স্বপ্নের প্রজেকশন থেকে বের হবার উপায় মৃত্যু, এটা তার মাঝে আমাদের বাস্তবজগত সম্পর্কেও ধারনা দিতে শুরু করে যে এ জগতটিও উপরের জগতের ড্রিম প্রজেকশন, এ জগতটিও সত্য নয়। ফলে সে জগতের স্বপ্নের ঘোর থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, উচ্চতর ডাইমেনশনের জগতে জাগ্রত হবার আশায়। উইকিপিডিয়াতেও এসেছে এই ফিল্মটি পরিচালক ক্রিস্টোফার নোল্যান দ্যা ম্যাট্রিক্স, থার্টিন্থ

ফ্লোর থেকে উৎসাহিত হয়ে মায়াবাদকে প্রমোট করে তৈরি করেছেন।

এভাবেই আধুনিক অপবিজ্ঞান বিশ্বের বর্তমান ক্ষমতাসীন ইহুদীদের মিডিয়ার প্রচারণায়,বিজ্ঞানীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগীতায় ফিরে গেছে বৈদিক-কাব্বালিস্টিক মায়াবাদে[১৭]। সত্যায়ন করা হয়েছে প্লেটোর আইডিয়ালিজমে[১৯]।আজ বলা হচ্ছে বৌদ্ধ বেদান্তশাস্ত্রের সারশিক্ষার উপর নির্মিত ফিল্ম দ্য ম্যাট্রিক্স'ই আমাদের জগতের আসল পরিচয়। পদার্থবিজ্ঞানী ক্লি আরউইন সান ফ্রান্সিসকোর থিওসফিক্যাল সোসাইটির এর সভায় ম্যাট্রিক্স ফিল্মকে স্লাইডে ব্যবহার করে আমাদের বাস্তবতা যে ম্যাট্রিক্স ফিল্মের মত তার উপর সায়েন্টিফিক প্রমান উপস্থাপন করে প্রেজেন্টেশনের শুরুতেই বলেন,**"ম্যাট্রিক্স ফিল্মটি আমার নিকট সর্বকালের সবচেয়ে প্রিয় ফিল্ম।**[১৮]" কোয়ান্টাম অপবিজ্ঞানের জনক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই ম্যাট্রিক্সের কথাই বলেছেন। জন হুইলার ইট ফ্রম বিট দ্বারা এরই কথা বলেছেন।

বৈদিক মায়াবাদের আধুনিক সংস্করণ সিমুলেশন হাইপোথেসিস আবারো সেই রেনে ডেকার্টের ইভল ডিমন তত্ত্বে ফিরে গেছে। সহজ কথায়,প্রচার করা হচ্ছে যে এই ইউনিভার্সের সিমুলেটর হচ্ছে শয়তান। পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা সিমুলেশনের স্রষ্টা হিসেবে বলছে এলিয়েনদেরকে। এলিয়েনরা কারা, সে পরিচয় বিগত পর্বে পেয়েছেন। আজ

THE EVIL DEMON

Lastly, Descartes entertains the possibility that he is being deceived by an evil demon. This evil demon could deceive him into thinking just about *anything*-- e.g., that 2+2=4 even if in fact it didn't; that red is a particular colour even if it weren't;

শয়তান জ্বীন জাতিকে এলিয়েন নামে প্রচার চলছে। আপনারা অবশ্যই মলিকিউলার বায়োলজিস্ট হাশিম আল ঘাইলির নাম শুনেছেন। তিনি বিখ্যাত সায়েন্স কমিউনিকেটর ও সায়েন্টিফিক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে। উইকিপিডিয়ার দেয়া তথ্যানুযায়ী প্রতি সপ্তাহে তার ভিডিও ডকুমেন্ট গুলোয় পাঁচ মিলিয়ন ভিউ হয়। হয়ত আপনি বা আপনার ফেসবুক ফ্রেন্ডলিস্টের অনেকেই তার পেইজে লাইক দিয়ে আছেন। অনেককেই তাদের ভিডিও কন্টেন্ট শেয়ার করেন। সেদিন এক দ্বীনি ফেসবুক সেলিব্রেটি ভাইকে দেখেছিলাম "হাশিম আল ঘাইলি"র কোন একটা ভিডিও শেয়ার করেছেন। আমি জানিনা মূর্খতার কোন পর্যায়ে আমরা পৌছে গিয়েছি! এরাবিক/ইসলামিক নামযুক্ত কোন বিজ্ঞান ব্যক্তিত্বকে দেখলেই ঝাপ দেই! এক সাক্ষাৎকারে তাকে [সুডো]সায়েন্স এবং নাস্তিকতা একে অন্যের সাথে জড়িত কিনা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা হয়।তিনি উত্তরে বলেন,**"আমি এটি যেভাবে দেখছি, বিজ্ঞান এবং নাস্তিকতা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। সমস্ত বিজ্ঞানে বিশ্বাস রাখতে, আপনাকে প্রথমে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধী যেকোন ধারণা ছেড়ে দিতে হবে। আপনি কেবল কিছু বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস রাখতে এবং এর কিছু অংশকে উপেক্ষা করতে পারেন না, কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই পুরো কাঠামোটি তৈরি করতে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্বদা অনুসরণ করতে হয়। হয় এর পুরো প্যাকেজটিতে স্বীকার করা বা এটির সবকিছুকে একবারে প্রত্যাখ্যান করা।যে বিষয়গুলো ধর্মকে দুর্বল করে তোলে তা হলো, তারা যে বিশ্বাসকে প্রচার করে সেগুলো বহু শতাব্দী ধরে ভালভাবে সংরক্ষিত, অপরিবর্তনীয় এবং ধর্ম এর অনুসারীদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া অনুমিত নয়, তবে আপনাকে বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য নাস্তিক হতে হবে না, আপনি এখনও একই সাথে ধর্ম এবং বিজ্ঞানে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আপনার যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক মন উভয়কে একই সাথে স্থান দিতে সক্ষম হবে না।"**

এই বাক্যমালার দ্বারা হাশিম তার নিজের নাস্তিক্যবাদি বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেন। তিনি সত্যই লিখেছেন। সাদা আর কালো দুইটা এক সাথে হতে পারেনা। তিনি ভাল করেই উপলব্ধি করেছেন ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রচলিত বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক। উভয় পাশাপাশি অবস্থান করতে পারেনা। একজন মানুষ একই সাথে দুই নৌকায় থাকতে পারেনা। কিছুকাল থাকলেও তাকে কিছুদিনের মধ্যে দুয়ের একটিকে বেছে নিতে হয়। হাশিমের কথায় প্রতিফলিত হয় ইসলাম ও প্রচলিত [অপ]বিজ্ঞানের মধ্যে আপোষ করে সমন্বয়সাধনের প্রতারণাপূর্ণ অপপ্রয়াসের। আজ কিছু মুসলিমরা এ দুই মেরু এক করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে, যার মেলবন্ধন বা সহাবস্থান কখনো সম্ভব না। হাশিম আল ঘাইলি অনেক বিখ্যাত সায়েন্টিফিক ভিডিও ডকুমেন্ট নির্মাণ করেছে। যার মধ্যে আছে Pale Blue Dot,The Future is Now এবং In Science We Trust।

"ইন সায়েন্স উই ট্রাস্ট" টাইটেলটি বেশ ইন্ট্রেস্টিং। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে পেনিসিলভানিয়ার মিনিস্টার আমেরিকার সকল কারেন্সির উপর সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিয়ে “In God We Trust” ন্যাশনাল মটো হিসেবে বাক্যটি লেখার প্রচলন চালু করে। হাশিম আল ঘাইলি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের স্থলে সায়েন্সকে বসিয়েছে। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন না বরং [অপ]বিজ্ঞানে। আমি তার ব্যবহৃত টাইটেলের "সায়েন্সের" স্থানে "উইচক্র্যাফট" বা "ম্যাজিক" শব্দটিকে বসানো অধিকতর অর্থপূর্ণ মনে করি,কেননা আধুনিক বিজ্ঞানের আসল পরিচয় সেটাই। আল ঘাইলিকে নিয়ে এত কথা লেখার উদ্দেশ্য হলো, তিনি অন্যান্য জনপ্রিয় সায়েন্স কমিউনিকেটরদের অনুরূপ বৈদিক মায়াবাদি সিমুলেশন তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। তিনি সম্প্রতি "সিমুলেশন" নামে একটা ফিল্মও তৈরি করেছেন[২৪]।

তিনি এতে সরাসরি শয়তান জ্বীন জাতিকে আমাদের জগতের সিমুলেটর বা স্রষ্টা হিসেবে দেখায়! এর ট্রেইলার ইমেজে আপনারা দেখতে পারছেন, (ডানের ছবিতে)তারা সুস্পষ্টভাবে শয়তানকে শয়তানের চেহারাতে দেখিয়েই সৃষ্টিকর্তার আসনে রিপ্লেস করেছে। এটাকে ডিজিটাল স্যাটানিজম নাকি ডিজিটাল পলিথেইজম কি নামে অভিহিত করা উচিত,সেটা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। হাশিম আল ঘাইলির খ্যাতি জগতজোড়া। ফেসবুকেই ২১ মিলিয়ন+ ফলোয়ার! ভিডিও সম্পাদনায় অসাধারণ। ৬ বিলিয়ন+ অর্গানিক ভিউয়ার। তার এ অসাধারন ভিডিও সম্পাদনার নৈপুণ্য ব্যবহার করে কুফরি বৈদিক মায়াবাদি আকিদাকে প্রোমোট করে ভিডিও নির্মাণ করেছেন। তিনি সিমুলেশন ফিল্মে দেখিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর পরকাল বলে কিছু নেই। মৃত্যুর পর মানুষ উচ্চতর ডাইমেনশনে ট্রান্সেন্ড করে। আমাদের দেখা মহাবিশ্ব এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত শয়তান জ্বীনদের তৈরি। তারাই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা! আর এই জগৎ হলোগ্র্যাফিক সিমুলেশন।

ধরুন ফলোয়ারের আনুমানিক কয়েক লাখই মুসলিম। হয়ত এর মাঝে হাজার হাজার ধার্মিক মুসলিমও আছে। আমার আইডিতে মিচুয়াল ফ্রেন্ডদের মধ্যে অনেক ফলোয়ারস ছিল। অনেকে তার দুর্দান্ত ভিডিও গুলো শেয়ার করত! এই বিখ্যাত বিজ্ঞানপূজারী সেলিব্রিটি এখন গনহারে মুশরিক মালাউন বানানোর উদ্দেশ্যে ফিল্ম রিলিজ করেছেন। এর ট্রেইলারেই শয়তানের চেহারা রেখেছেন(ছবিটা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া)। এরাই "ক্রিয়েটরস"!!! ট্রেইলার ভিডিওতেই বলেছে, এরাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রা ও কোঅর্ডিনেটর [লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ]। আমাদের ভাগ্যও তাদের হাতে নির্ধারিত। ট্রেইলারেই বলে আমাদের সমস্ত কাজ ও সিদ্ধান্ত সর্বোপরি সবকিছুই প্রিক্যালকুলেটেড। এও বলা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্স বৃহত্তম ইউনিভার্সের অংশ এবং সবকিছুই হায়ার পারপাজের জন্য ঘটছে। মূল ফিল্মে দেখানো হয়, একটি টেকঅর্গানাইজেশন ২০১৩ সালের আঘাত হানা উল্কার ব্যপারে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছে ২০১১ সালে। এই ভবিষ্যতবাণীর মধ্যে আছে এস্ট্রলজিক্যাল তাৎপর্য,এটা নিয়ে আগামীপর্বে আলোচনা হবে।এভাবেই অপবিজ্ঞান ফিরে গেছে রেনে ডেকার্টের "অশুভ শয়তানের" তত্ত্বে। যেখানে শয়তানকে বলা এই স্বপ্নীল বাস্তবতার মায়াজালের স্রষ্টা। এজন্যই প্রথমদিকে বলেছিলাম আধুনিক বিজ্ঞান এখন মানুষকে শয়তানের ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়ার ও স্বীকৃতিদান করেছে। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যপার হচ্ছে এর প্রচারণার শুরুই হয়েছে এক মুসলিম নামধারীর থেকে। তাহলে এবার ভাবুন কত হাজার মুসলিমদেরকে কুফরি আকিদার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হাশিম আল ঘাইলিদের আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানতে অনেক অসুবিধা কিন্তু শয়তানকে ইলাহ মানতে কোন কষ্ট নেই। সরাসরি ফিল্মই তৈরি করে ফেলেছে স্বীকৃতি দিয়ে!
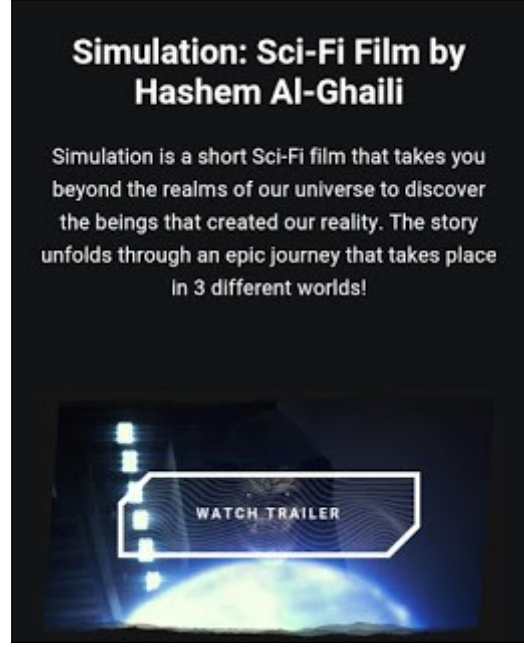
সিমুলেশন বা মায়াবাদকে সত্যায়ন মানে একটি বিকল্প কুফরি মেটাফিজিক্স বিনির্মাণ। বিশ্ব কাফির শক্তির আজ এই বৈদিক মায়াবাদি চেতনাকে প্রসার প্রচারণার পিছনে আছে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাচীন আব্রাহামিক বিশ্বাস ব্যবস্থার মূলোৎপাটন। তাওহীদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করে

কাব্বালিস্টিক ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য যাদুশাস্ত্রভিত্তিক প্যাগান বিশ্বাসব্যবস্থা তথা ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন প্রতিষ্ঠা।

এই লক্ষ্যে সর্বপ্রথম যাদুবিদ্যার ও যাদুশাস্ত্রের নাম পরিচয় এবং কিছু নীতিমালা পাল্টে কয়েক শতাব্দী ধরে অপবিদ্যা ও কুফরি শিক্ষা সমূহকে বিজ্ঞানের নামে সকলের গ্রহনযোগ্যতার আসনে নেয়া হয়। অতঃপর, সবাই একে গ্রহন করলে বিজ্ঞান তার আদি পরিচয়ে প্রত্যাবর্তন শুরু করে। নামেই শুধু বিজ্ঞান আছে কিন্তু এর যাবতীয় শিক্ষা ও অপবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসসমূহ হাজার বছরের পুরোনো যাদুশাস্ত্রের শিক্ষায় ফিরে গিয়েছে। সেসবকে আজ সত্যায়ন করছে এবং যুক্তিযুক্ত গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞান বলছে। বৈদিক মায়াবাদ আজ বিজ্ঞান। ব্রহ্মচৈতন্য ,সর্বচৈতন্যবাদ আজ বিজ্ঞানের বিষয়। নিগেল ক্যালডারের মত সায়েন্স অথোরগন সরাসরি মহাবিশ্বের ব্যপারে "ম্যাজিক ইউনিভার্স" নামে বই পাব্লিশ করছেন। বৈদিক শাস্ত্রগুলো হয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আধার! নিলস বোর, ওপেনহেইমার,শ্রোডিঞ্জার,হাইজেনবার্গ প্রত্যেকেই এসব বৈদিক অকাল্ট শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে ছিলেন অপবৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক কুফরি আকিদাগুলোর অনুসরনে সর্বাধিক এগিয়ে আছে অকাল্টিস্ট বা পাশ্চাত্যের যাদুকররা[২৩]। এরা মানুষকে আহব্বান করে ধর্মহীনতার পথে। এক জ্যোতিষী মহিলা স্পষ্টভাষায় এই ম্যাট্রিক্সের বিভ্রম থেকে বাঁচতে কিছু উপায় বলে দেন, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ধর্মসমূহকে বিশ্বাসের খাতা থেকে বাদ দেয়া,স্পিরিট চ্যানেলিং বা শয়তানকে বস করা, তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে ওই নারী জ্যোতিষীর নিকট ডেমিয়ার্জের(মহাচৈতন্যের) বার্তা আদানপ্রদানের মাধ্যম, অর্থাৎ শয়তান জ্বীন হচ্ছে এদের ম্যাসেঞ্জার![২১]
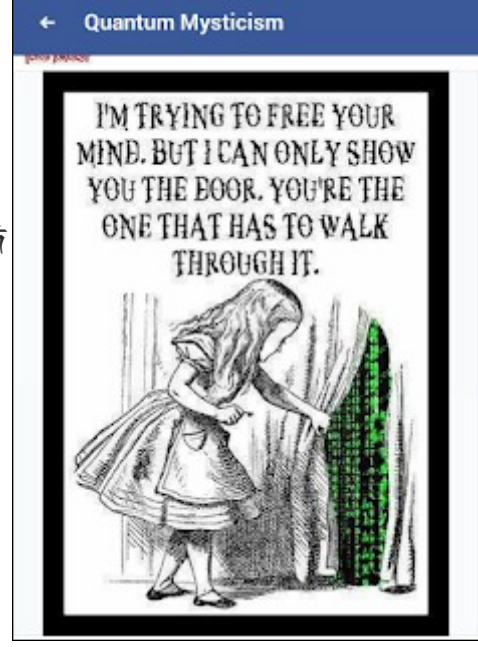
অপবৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বাধাহীন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। গত পর্বগুলোয় একে একে ব্রহ্মা, শিবকে দেখেছেন,দেখেছেন পদার্থবিজ্ঞানীগন কাব্বালাহকে সায়েন্স বলছে। আজ বিষ্ণুকে পেলেন আগামী পর্বে দেখবেন, বিজ্ঞানীরা সরাসরি কাব্বালাহকে আধুনিক কস্মোলজিসহ সমস্ত

পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিফলিত বিদ্যা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বুঝতে পারবেন, আধুনিক বিজ্ঞানের আড়ালে লুকিয়ে আছে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কুফরি তত্ত্ব। "বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান" সিরিজে অনেক সংক্ষেপে মূল বিষয় গুলো আলোচনা করা হচ্ছে, এটা থেকে অনেক বিষয়ই আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো এত ব্যাপক যে সমস্ত বিষয় যদি আলোচনার চেষ্টা করি তাহলে এক পর্বই শেষ করা সম্ভব হবেনা। আজ কথিত বিজ্ঞানের পরিচয় সম্পর্কে আপনারা অনেকটাই অবগত। সামনের পর্বগুলোতে বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ।

[চলবে ইনশাআল্লাহ..]

রেফঃ

[১]Bhattacharji, Sukumari (1970), The Indian Theogony: A Comparative Study of Indian Mythology from the Vedas to the Puraṇas, pages 35-37, Cambridge University Press Archive Sanskrit and Tamil Dictionaries. Retrieved 24 August 2016.

[২]https://m.youtube.com/watch?v=RwxZ21qRdMg

[৩]en.m.wikipedia.org/wiki/Maya_(religion)

[৪]https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3

[৫]https://www.theosophy-nw.org/theosnw/world/modeur/ph-wett2.htm

[৬]https://quantumgravityresearch.org/portfolio/pixelated-vs-smooth-spacetime

[৭]https://www.scientificamerican.com/article/sidebar-the-holographic-p/
[৮]en.m.wikipedia.org/wiki/David_Bohm
en.m.wikipedia.org/wiki/Holographic_paradigm
[৯]http://fractalenlightenment.com/760/enlightening-video/the-holographic-universe-perceiving-reality
en.m.wikipedia.org/w/index.php?search=Holographic+universe+&title=Special%3ASearch
[১০]https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/a-super-simple-non-quantum-theory-of-eternal-consciousness
[১১]https://www.wired.co.uk/article/our-universe-is-a-hologram
[১২]https://m.youtube.com/watch?v=klpDHn8viX8
[১৩]https://www.gaia.com/article/do-we-live-in-a-holographic-universe-simeon-hei
https://www.gaia.com/article/universe-is-a-simulation-can-we-hack-it
[১৪]https://www.samwoolfe.com/2020/02/dmt-simulation-hypothesis.html
https://m.youtube.com/watch?v=Gj47A7VBrvM
[১৫]https://www.space.com/41749-elon-musk-living-in-simulation-rogan-podcast.html
https://m.youtube.com/watch?v=ZFWD0Jwwbcg
[১৬]en.m.wikipedia.org/wiki/Simulation_hypothesis
en.m.wikipedia.org/wiki/Digital_philosophy
en.m.wikipedia.org/wiki/Simulated_reality
https://m.youtube.com/watch?v=pznWo8f020I
[১৭]https://m.youtube.com/watch?v=l8AjoUb8Tq8
https://globalhinduism.wordpress.com/2012/05/23/modern-science-and-the-philosophy-of-hinduism/
https://www.hinduwebsite.com/hinduism/essays/advaita-holographic-principle.asp
https://sarikanandacerebrate.com/2015/01/18/holographic-universe-and-the-hindu-philosophy

https://www.nbcnews.com/mach/science/are-we-living-simulated-universe-here-s-what-scientists-say-ncna1026916
https://www.scientificamerican.com/article/are-we-living-in-a-computer-simulation/
https://builtin.com/hardware/simulation-theory
https://www.awakeninthedream.com/articles/quantum-meta-physics
en.m.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle
https://plato.stanford.edu/entries/panpsychism/
https://www.quora.com/What-is-the-link-between-solipsism-and-simulation-theory
https://stillnessinthestorm.com/2016/08/consciousness-universe-vs-simulation-hypothesis-are-we-living-in-a-computer-simulation-created-by-an-advanced-civilization-elon-musk-says-yes/
en.m.wikipedia.org/wiki/Hylomorphism
http://blog.world-mysteries.com/science/universe-as-a-conscious-holographic-information-processor/
http://brainmind.com/QuantumConsciousness2.html
en.m.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_science
en.m.wikipedia.org/wiki/The_Void_(philosophy)
en.m.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_religion_and_science
http://psychologybuddhism.blogspot.com/2017/08/
https://thex.ca/2018/02/09/panpsychism-and-idealism-consciousness-ego-enlightenment-feb-6th-2018/amp/
en.m.wikipedia.org/wiki/Digital_physics
en.m.wikipedia.org/wiki/Maya_(religion)
en.m.wikipedia.org/wiki/Acosmism
[১৮]https://youtu.be/fV07SJz1YXI
[১৯]https://m.youtube.com/watch?v=QiZLlpqAQ7U
https://m.youtube.com/watch?v=sFldDgotNDQ
https://m.youtube.com/watch?v=ORWTat-EaW4

[২০]https://medium.com/the-humanists-of-our-generation/my-lsd-trip-an-exploration-into-the-experience-of-altering-consciousness-918710cd2cbf
[২১]https://m.youtube.com/watch?v=UaT5v9ZE68A
https://m.youtube.com/watch?v=4L87pRqRrYE
[২২]https://m.youtube.com/watch?v=SYAG9dAfy8U
[২৩]https://youtu.be/ccQPesc7HFs
https://m.youtube.com/watch?v=btiEVxJLTAM
[২৪]https://m.youtube.com/watch?v=H6-N1v1REu8
https://youtu.be/YmP7aXs9ILk

বিগত পর্বগুলোর লিংক:

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

পর্ব - ২০

- পদার্থবিজ্ঞানীদের ইন্দ্রজালে প্রত্যাবর্তন -

পদার্থবিজ্ঞানীরা আজ ফিরে গিয়েছে ইন্দ্রজালের দিকে। আমার মনে পড়ে দু-তিন বছর আগে এরকম টাইটেলেই একটা ছোট আর্টিকেল লিখেছিলাম, কিন্তু অধিকাংশই কিছু বুঝতে পারেন নি। অনেকে বিস্তারিত লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। আজ কয়েক বছর আগের সেই জমে থাকা কথাগুলো বিস্তারিত লিখতে যাচ্ছি। বৈদিক- ঔপনিষদিক শাস্ত্রগুলোয় ইন্দ্রজাল দ্বারা বোঝায়, দেবতা ইন্দ্রের ছড়ানো মায়া জালকে। এর রূপক অর্থঃ সমস্ত সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের মূল ফ্যাব্রিক বা প্রাইমোর্ডিয়াল ফিল্ড। সহজ করে বলতে গেলে, যে বুননের উপর সমস্ত বস্তুজগত দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যাকুয়াম স্পেস, শূন্যস্থান হচ্ছে সেই বুনন। অথর্ব-বেদ ইন্দ্রকে ইন্দ্রজালের পরিশীলিত ধারণার কেন্দ্রস্থলে রেখেছে। এই জালে, প্রতিটি গিঁটে একটি হীরা, প্রতিটি হীরক অন্যান্য গিঁটকে প্রতিফলিত করে এবং এইভাবে পুরোটি। আধুনিক পদার্থবিদ্যার ‘‘হলোগ্রাফিক প্যারাডাইম’’ ইন্দ্রজালেরই ধারণা, যেটা বিকাশের জন্য পশ্চিমাদের আরো চার হাজার বছর দরকার ছিল(বেদান্তশাস্ত্রের জন্য লাগেনি)। [উইকিপিডিয়া]

রাজীব মালহোত্রা তার ইন্দ্রজাল নামের কিতাবে লিখেছেন, **"ইন্দ্রজাল হলো হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বর্নিত বিশ্বজগত এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপক। ইন্দ্রজাল দ্বারা মহাবিশ্বকে পরস্পর আন্তঃসংযোগ এবং**

আন্তঃনির্ভরতার জালের ন্যায় বোঝানো হয় [...] আমি এটিকে বৈদিক বিশ্বজগতের ধারনার ভিত্তি হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, এটি কীভাবে বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রীয় নীতিতে পরিণত হয়েছিল এবং সেখান থেকে মূলধারার পশ্চিমা চিন্তাধারার বিভিন্ন শাখা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।"

বৌদ্ধ দর্শনে ইন্দ্রজাল হচ্ছে হলোগ্রাফিক বাস্তবতার রূপক: **"ইন্দ্রের স্বর্গে মুক্তোর একটি নেটওয়ার্ক আছে বলা হয়, সেটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে আপনি যদি একটির দিকে তাকান তবে দেখবেন, অন্যগুলো এতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।" স্যার চার্লস এলিয়ট বলেন, "ধূলিকণার প্রতিটি কণায় অজস্র সংখ্যক বুদ্ধ বিদ্যমান রয়েছে "। যাদুশাস্ত্রভিত্তিক প্যাগান দর্শনের প্রচারক মিস্টিক এ্যালান ওয়াটস বলেন,"ভোরের শিশির দিয়ে ঢাকা একটি বহুমাত্রিক মাকড়সার জালকে কল্পনা করুন এবং প্রতিটি শিশিরবিন্দুতে অন্যান্য শিশিরবিন্দুর প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান এবং প্রতিটি প্রতিচ্ছবির শিশিরবিন্দুতে অন্যান্য সমস্ত শিশির ফোঁটার প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান। এবং এরকম অনন্ত অসীমভাবে বিদ্যমান। এটি হলো একটি ছবির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মহাবিশ্বের ধারণার উদাহরন।"** মহাযান বৌদ্ধমতের অবতমসক সূত্র গ্রন্থে 30 টি সূত্রের নাম দেওয়া হয়েছে "দ্য ইনক্যালকুলেইবল" কারণ এটি মহাবিশ্বের সীমাহীনতার ধারণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে **"ব্রহ্মাণ্ড কল্পনাতীতভাবে অসীম, এবং তাই এখানে জ্ঞান এবং আলোকিতকরণের ক্রিয়াকলাপের সুযোগ বিশদ।"** সূত্রের অন্য একটি অংশে, সমস্ত বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের জ্ঞানকে এই রূপক দ্বারা বোঝানো করা হয়েছে:**"তারা [বুদ্ধরা] জানে যে সমস্ত ঘটনা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল উৎস থেকে আসে।তারা সমস্ত বিশ্বব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানে। তারা জানে সমস্ত জগতের বিভিন্ন ঘটনা, ইন্দ্রের জালের সাথে সম্পর্কিত। "**
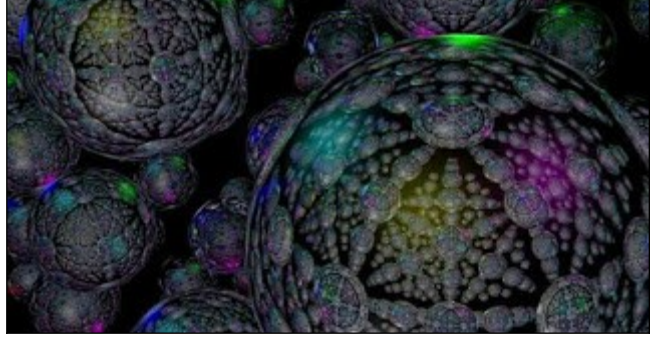
রাজিব মালহোত্রা ইন্দ্রজালে উল্লেখ করেন,**"মহাযান বৌদ্ধধর্মের অবতমসক সূত্র (যার অর্থ 'ফুলের মালা') মহাজাগতিক আন্তঃবিভাজন ব্যাখ্যা করার জন্য ইন্দ্রজালকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে। এই সূত্রটি সমস্ত আয়নাকে সমস্ত আয়নার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলন করাকে বুঝায় যা সমস্ত কিছু দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়। সবকিছু একই সাথে কারণ ও প্রভাব[cause and effect], সাপোর্ট এবং**

সাপোর্টেড। এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং এর যুক্তিটিকে চীনের হুয়া-ইয়েন বৌদ্ধধর্মে আরও বিকশিত হয়েছিল।"

[Indra's Net by Rajiv Malhotra p. 13-14]

চীনা হুয়া ইয়েন ট্রেডিশনটি বেশ কয়েকটি চিন্তাবিদদের দ্বারা বিকশিত হয়েছিল, উল্লেখযোগ্যভাবে Fa-tsang (খ্রিঃ ৬৪৩-৭১২)। তাঁর মাধ্যমে, এটি কোরিয়া এবং অন্যান্য পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে চলে যায়, জাপানে 'কেগন' নামে পরিচিতি লাভ করে। হুয়া-ইয়েন, চীনা বৌদ্ধ চিন্তার সর্বোচ্চ বিকাশ হিসাবে প্রশংসিত। ডি.টি. সুজুকি হুয়া-ইয়েনকে জেনের[Zen] দর্শন এবং ধ্যান চর্চার মূল হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ফ্রান্সিস কুক হুয়া-ইয়েনের মূল দর্শনটি নীচে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: **"মহান দেবতা ইন্দ্রের স্বর্গীয় বাসভবনে খুব দূরে, এমন এক বিস্ময়কর জাল রয়েছে, যা কিছু চাতুর্যময় কারিগর দ্বারা এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল যে, এটি সমস্ত দিক থেকে সীমাহীনভাবে প্রসারিত। দেবদেবীদের অমিতব্যয়ী রুচি অনুসারে কারুশিল্পীরা জালের প্রতিটি "চক্ষু" তে একক চকচকে রত্ন ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং যেহেতু জালটি নিজেই মাত্রার দিক দিয়ে অসীম, তাই রত্নগুলি সংখ্যায় অসীম। সেখানে রত্নগুলি প্রথম মাত্রায় তারকার ন্যায় ঝুলে আছে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। যদি আমরা এখন নির্দ্বিধায় পরিদর্শন করার জন্য এই রত্নগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন করি এবং এটি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করি তবে আমরা আবিষ্কার করব যে এর পালিশ পৃষ্ঠে জালের অন্যান্য সমস্ত রত্নগুলি প্রতিবিম্বিত হয়েছে, সংখ্যায় অসীম। কেবল এটিই নয়, এই একটি রত্নে প্রতিবিম্বিত প্রতিটি রত্ন অন্য সমস্ত রত্নকেও প্রতিবিম্বিত করে, যাতে একটি অসীম প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়া ঘটে। "**

[Indra's Net by Rajiv Malhotra p. 13-14]

সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন, ইন্দ্রজাল রূপকটি চীনা হুয়ান দার্শনিক স্কুল অব থটে একটি অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে,যেখানে এটি মাইক্রোকসমোস এবং ম্যাক্রোকসমোসের ইন্টারপেনেট্রেশন (ওয়াইলি: জং-'জুগ; সংস্কৃত: যুগানাদ্ধ) বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা বোঝায়

সবকিছু সবকিছুর উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ এক প্রকারের মহাজাগতিক ইন্টারডিপেন্ডেন্স। ডানে যে ছবিটি দেখছেন এটা কোন সায়েন্সফিকশন আর্ট না, এটা প্রাচীন বৈদিক অকাল্ট টেক্সটেরই ঐন্দ্রজালিক বর্ননাসমূহের চিত্রায়িত রূপ। সকল পদার্থ ইন্দ্রজালের উপর রত্নের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সকল পদার্থের বৈশিষ্ট্য একে অপরকে প্রতিফলিত করে ইন্দ্রজালের রত্নের ন্যায়। অর্থাৎ মহাবিশ্বের একটি পদার্থের বৈশিষ্ট্য, গুনাগুন ও আচরণ অন্যসকল বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হয় অর্থাৎ প্রভাবিত করে। সকল বস্তু একে অন্যের সাথে সংযুক্ত এবং আন্তঃনির্ভরশীল। একটির মৌলের ক্রিয়া বা পরিবর্তন মহাবিশ্বের অন্য সকল বস্তুকে পরিবর্তন করে। এই শিক্ষার মধ্যে প্লেটনিক আইডিয়ালিজমের কাব্বালিস্টিক শিক্ষাও গভীরভাবে নিহিত আছে,সেটা আগামী পর্বের আলোচ্য বিষয়। বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী ইন্দ্রজাল দ্বারা যাদু ও মায়াকেও বোঝায়। Teun Goudriaan মতে, ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে মহান যাদুকর, যিনি তাঁর শত্রুদের তাদের নিজের অস্ত্র দ্বারা প্রতারিত করেন, যার ফলে পৃথিবীতে মানবজীবন ও সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ইন্দ্র পার্থিব যাদুবিদ্যার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন,এটা ইন্দ্রজাল শব্দে প্রতিফলিত হয়। "ইন্দ্রের জাল" দ্বারা সাধারনত যাদুকরদের যাদুসংক্রান্ত সকল চর্চাকে বোঝায়। Goudriaan এর মতে, ইন্দ্রজাল শব্দটি **অথর্**ববেদ এর ৮.৮.৮ পদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে,যেখান থেকে Goudriaan একটি ভিন্ন অনুবাদ দিয়েছেন: **"এই পৃথিবী ছিল ইন্দ্রের এক বিশাল আকারের জাল, সুবিশাল ; ইন্দ্রের এই জালের মাধ্যমে আমি সমস্ত লোককে অন্ধকারে আবদ্ধ করে রেখেছি।"**[১]

কথিত আধুনিক বিজ্ঞান আজ ফিরে গেছে বৈদিক ঐন্দ্রজালিক ব্রহ্মচৈতন্যের আকিদায়[বিশ্বাসে]। এটাই আজকের সায়েন্স। বিগত পর্বগুলোয় চৈতন্যবাদ ও মায়াবাদের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রজালের বৈদিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায়, আজ আধুনিক মহাকাশ ও পদার্থবিজ্ঞান ফিরে গেছে সুস্পষ্ট যাদুশাস্ত্রে। রাজিব মালহোত্রা বলেন, **"মহাবিশ্বকে কোনও সূচনা বা শেষ না দিয়ে সমস্ত দিকে ছড়িয়ে দেওয়া অসীম জাল হিসাবে কল্পনা করুন। প্রতিটি নোডে বহু-মুখী জুয়েল তৈরি হয়, প্রত্যেকে একে অপরকে পরিবর্তনশীল সহস্রষ্টার প্রবাহে প্রতিফলিত করে। প্রতিটি জুয়েল চেতনারই ফ্রাক্টাল , একটি জীবন্ত প্রাণ; উভয় সম্পূর্ণরূপে একটি অণুজীব এবং সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য; উভয়ই অর্গ্যানিক সমগ্র ইউনিটির**

মধ্যে অনন্য স্বতন্ত্র কিন্তু একে অপরের জন্য অপরিহার্য । প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইন্দ্রজাল হচ্ছে বৈদিক রূপক। এবং আজ, কোয়ান্টাম সায়েন্স, অনিশ্চয়তার নীতি এবং ননলোকাল এন্টেঙ্গলমেন্টের মতো আবিষ্কার গুলো যেন এই রূপকের বাস্তব সত্যতাকে প্রদর্শন করছে।"[২]

ইন্দ্রজাল বলতে আগেই উল্লেখ করেছি, মহাজাগতিক ওই বুনন বা জালকে বোঝায় যার উপর বস্তুজগত দাঁড়িয়ে আছে। এটা ফিজিক্যাল জগতের ভিত্তিস্বরূপ। এই মহাজাগতিক জালকে প্রাচীন যুগ থেকে বিভিন্ন অকাল্ট ট্রেডিশনের একেক ভাষায় একেক নামে ডাকা হত। কেউ বলে ইথার, কেউ বলে প্রাণ-আকাশ,কেউ বলে চি-কি, কেউ বলে ব্রহ্মচৈতন্য,কেউ বলে অর্গন,কেউ বলে ভ্রিল,কেউ বলে এ্যাপেইরন,কেউ বলে কুইন্টএ্যাসেন্স,কেউ বলে ইং-ইয়াং....ইত্যাদি অজস্র নাম অথচ একই উপাদান। এই ঐন্দ্রজালিক এনার্জি ফিল্ড সবসময়ই যাদুকরদের বিভিন্ন চর্চা, শাস্ত্র ও বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন গ্রীসে ইথার ছিল সমস্ত দার্শনিক - অকাল্টিস্টদের মধ্যে বহুল প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত মহাজাগতিক ফিল্ড এর ধারনা।

পিথাগোরিয়ান অকাল্টিস্টদের[যাদুকর] মধ্যে এ বিষয় কোন মতানৈক্য নেই। যাদুবিদ্যায় ক্ল্যাসিক্যাল ইলিমেন্টস তথা পাচটি রেগুলার সলিড যথাঃ পানি,মাটি, বায়ু, আগুন এবং সর্বশেষ উপাদান হচ্ছে ইথার। ইথার সমস্ত বস্তু জগতের মূলে মহাবিশ্বের সর্বত্রই ছেয়ে আছে। প্রতিটি বস্তু এর উপরেই সৃষ্টি। বস্তু বা শূন্যস্থান সর্বত্রই এটি বিদ্যমান। কাল্পনিক মহাশূন্য এবং পৃথিবীর সমস্তকিছুই ইথারের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আছে। ইথার সকল শক্ত বস্তুকেও ভেদ করে প্রবাহিত সুপার ফ্লুইড রিয়ালিটি। যাদুচর্চায় সবচেয়ে মৌলিক উপাদান হচ্ছে ইথার। এ বিশ্বাস সমস্ত যাদুকরদের মাঝে প্রচলিত যে, একজন যাদুকর স্বীয় মনচৈতন্য দ্বারা প্রকৃতির নীতি গুলোকে পালটে ফেলে এই ইথার ফিল্ডকে ব্যবহারের মাধ্যমে। এটা বস্তুজগতের একদম মৌলিক সুপারফ্লুইড উপাদান যার দ্বারা এবং যেই জালের উপর ভর করে সমস্ত অস্তিত্বশীল বস্তু দাঁড়িয়ে আছে। এটা তাদের মতে সমগ্র মহাবিশ্বের Ever pervading eternal primordial field of existence। যাদুকররা

এই ইথারিয়েল ফিল্ডের ম্যানিপুলেশনের দ্বারাই জাগতিক পরিবর্তন ঘটায়। এটা তারা অকপটেই স্বীকার করে[৩]।

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে ইথারকে সবচেয়ে বেশি প্রোমোট করতেন প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল। প্লেটো নিজেই থিওরি অব ফর্মে সমস্ত বস্তুকে একক উপাদানেরই আইডিয়ালিস্টিক ফর্মের শিক্ষা দেন।প্লেটোর টিমিয়াস (৫৮ ডি) বায়ু সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্লেটো উল্লেখ করেছিলেন যে **"সবচেয়ে সুক্ষ এক প্রকার (বস্তু) রয়েছে যা ইথার (αἰθήρ) নামে ডাকা হয়"**। তবে তিনি চারটি উপাদানের ক্ল্যাসিক্যাল সিস্টেমকে গ্রহণ করেছিলেন। ইথারগত ঐন্দ্রজালিক এই ফিল্ডের যাবতীয় শিক্ষার অরিজিন্স মূলত বাবেল শহর। যাদুকরদের সিহরে যেহেতু এই ঐন্দ্রজালিক ফিল্ড কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এসবই বাবেলের শিক্ষা।তাছাড়া যাদুবিদ্যার পাঁচটি ক্লাসিক্যাল ইলিমেন্টসের প্রত্যেকটিরই জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার আছে যার অরিজিন্স কাব্বালাহ অর্থাৎ এসব সবই ব্যবিলনীয়ান অকাল্ট[যাদুসংক্রান্ত ব্যাপার] ছাড়া কিছু নয়।

উনিশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইথারের অস্তিত্বের বিষয়ে কোন মতানৈক্য ছিলনা। তখন ইথার ছিল পদার্থবিদ্যায় একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য থিওরি। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যেহেতু শব্দ সঞ্চালনের জন্য বায়ু মাধ্যম হিসেবে কাজ করে একই ভাবে আলোর সঞ্চালনের জন্য ইথারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ইথারের সমুদ্রেই পৃথিবী নক্ষত্রসমূহ ভাসছে। আইজ্যাক নিউটনও ইথারের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন। মূলত বিজ্ঞানের শুরুটা হয় হার্মেটিক-গ্রীক ও কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রগুলোর পাশ্চাত্যে পৌছে অনুবাদের মাধ্যমে। এজন্য তারা বিতর্ক ছাড়াই ইথারকে মেনে নিয়েছিল। আসমানি বস্তুগুলো তৈরির জন্য ব্যবহৃত পঞ্চম উপাদানটির ল্যাটিনেট নাম ছিল কুইন্টএ্যাসেন্স। এটাকে এ নামেই অভিহিত করত মধ্যযুগীয় আলকেমিস্টরা। অপবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আলকেমিস্টদের একজন।তার অপটিক্সের তৃতীয় বইটিতে ইথারের অস্তিত্বকে সাজেস্ট করেছিলেন (প্রথম সংস্করণ 1704; দ্বিতীয় সংস্করণ 1718)। নিউটন ভাবতেন গ্রাভিটির মিডিয়াম হলো ইথার, এটা তিনি তার Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (the Principia, 1687) বইয়ে লিখেছেন। ১৬ থেকে ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত, মহাকর্ষীয় ঘটনাগুলোকে ইথারকে ব্যবহার করে সাজানো হয়েছিল। সর্বাধিক পরিচিত সূত্রটি হল Le Sage এর গ্র্যাভিটেশন তত্ত্ব, যদিও অন্যান্য মডেলগুলো Isaac Newton, Bernhard Riemann এবং Lord Kelvin প্রস্তাব করেছিলেন।

লুমিনিফেরাস ইথার (বা ইথার),কে বলা হতো আলো এবং তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ সঞ্চালনের একটি তাত্ত্বিক মাধ্যম। ১৮৮৭ সালে মাইকেলসন ও মর্লি ইথারকে মাধ্যম হিসেবে কল্পনা করে পৃথিবীর গতি সনাক্ত করার চেষ্টা করে খুজতে বিখ্যাত মাইকেলসন মর্লি এক্সপেরিমেন্টটি করে। কিন্তু

পরীক্ষণে মহাসমস্যা তৈরি হয়। পরীক্ষাতে পৃথিবীর আবর্তন বা কোনরূপ গতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন বিজ্ঞানীদের যেকোন একটা নির্বাচনের অবস্থা তৈরি হয়। ইথারের অস্তিত্ব মানতে গেলে হয় তারা পৃথিবীকে গতিশূন্য স্থির বলবে অথবা ইথারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে পৃথিবীকে গতিশীল বলবে।[অপ]বিজ্ঞানীরা তাদের প্রতিষ্ঠিত প্যাগান কস্মোলজির থিওরিটিক্যাল কন্সিস্টেন্সি রক্ষা করতে ইথারের অস্তিত্ব 'সাময়িকভাবে' অস্বীকার করে। ইহুদী ফিজিসিস্ট এলবার্ট আইনস্টাইন শুরুর দিকে ইথারের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন।আইনস্টাইন, ডেরাক, বেল, পলিয়াকভ, 'টি হুফ্ট, লাফলিন, ডি ব্রোগলি, ম্যাক্সওয়েল, নিউটন এবং অন্যান্য পদার্থবিজ্ঞানীদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পেসের খালিস্থান পূরণ করার জন্য ফিজিক্যাল উপাদানযুক্ত একটি মাধ্যম থাকতে পারে, ইথারই এই ফিজিক্যাল প্রক্রিয়া অংশ হিসেবে কাজ করে। ১৮৯৪ বা ১৮৯৫ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন: **"একটি তরঙ্গের গতিবেগের সম্প্রসারনযোগ্য বল এর বর্গমূলের সাথে সমানুপাতিক, যা [এর] বিস্তার ঘটায় এবং এই বল দ্বারা স্থানান্তরিত ইথারের ভরগুলির সাথে বিপরীতভাবে সমানুপাতিক।"**

কিন্তু পরবর্তীকালে এই ইথার তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রচলিত বলে বিবেচিত হয়, কারণ স্পেশাল রেলেটিভিটি তত্ত্ব থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলোকে এই ফোর্সগুলোর সঞ্চালনের জন্য ইথারের প্রয়োজন হয় না। যাইহোক, আইনস্টাইন নিজেই উল্লেখ করেছিলেন যে ইথার তত্ত্বের প্রতিস্থাপনকারী তাঁর নিজস্ব মডেল নিজেই একটি ইথার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ এতে বোঝা যায় যে বস্তুর মধ্যে ফাঁকা স্থানটির নিজস্ব ফিজিক্যাল প্রোপার্টি রয়েছে। আলবার্ট আইনস্টাইন কখনও কখনও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের জন্য ইথার শব্দটি ব্যবহার করেতেন, তবে এই টার্মিনোলজিটি কখনও ব্যাপক সমর্থন লাভ করতে পারেনি।তিনি ১৯২০ সালে বলেনঃ **"আমরা বলতে পারি যে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে স্পেস ফিজিক্যাল কোয়ালিটি দ্বারা সমৃদ্ধ; এই অর্থে বলা যায় যে এতে ইথারের উপস্থিতি রয়েছে। জেনারেল থিওরি অব রেলেটিভিটি অনুসারে ইথার ব্যতীত স্পেসের কথা চিন্তাই করা যায় না; কারণ এইরকম মহাকাশে শুধুমাত্র আলোর সঞ্চালনই থাকবেনা এমনটা নয়, স্থান এবং সময়ের**

মান (মাপার কাঠি এবং ঘড়ি) এর অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনাও থাকবে না, তাই ফিজিক্যাল অর্থে কোনও স্থান-কালের ইন্ট্যারভ্যাল থাকবেনা। কিন্তু মিডিয়াগুলোয় প্রচারিত ইথারের পুরনো গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারনাটি এই ইথারে থাকবে না।এতে গতির ধারণাটি প্রয়োগ নাও হতে পারে।"

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী Robert B. Laughlin সমসাময়িক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে ইথার সম্পর্কে বলেছিলেন:**"এটা আইরনিক বিষয় যে আইনস্টাইনের সবচেয়ে সৃজনশীল কর্মঃজেনারেল থিওরি অব রেলেটিভিটিতে স্পেসকে একটা মিডিয়াম হিসেবে প্রকাশ করা সমীচীন ছিল, যেখানে তার আসল ভিত্তি [বিশেষ আপেক্ষিকতায়] তে এরকম কোন মাধ্যম ছিল না [..] 'ইথার' শব্দটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে আপেক্ষিকতার বিরোধিতার সাথে এর অতীতের সংযোগের কারণে অত্যন্ত নেতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এটি দুর্ভাগ্যজনক কারণ, এই অভিব্যক্তিগুলি বাদ দিয়ে বেশিরভাগ পদার্থবিদরা শূন্যতার(ভ্যাকুয়াম) বিষয়ে বাস্তবে যেভাবে ভাবছেন তা এটি খুব সুন্দরভাবে ক্যাপচার করে....আপেক্ষিকতা আসলে মহাবিশ্বকে বিস্তৃত (ইথারিক) পদার্থের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে কিছুই বলে না, কেবল এ জাতীয় কোনও বিষয়ে আপেক্ষিক প্রতিসাম্য থাকতে হবে। [..] দেখা যাচ্ছে যে এ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। সময়ের সাথে সাথে আপেক্ষিকতা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছিল,তখন রেডিও এক্টিভিটি পর্যালোচনা করে দেখায় যে, স্পেসের খালি শূন্যতায় স্পেক্ট্রোস্কোপিক কাঠামো ছিল সাধারণ কোয়ান্টাম সলিড এবং তরলের[কোয়ান্টাম ফ্লুয়িড] মতো। বৃহত্তর কণা ত্বকের সাথে পরবর্তী গবেষণাগুলি এখন আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে যে স্পেস হলো আদর্শ নিউটোনীয় শূন্যতা নয়, বরং উইন্ডো গ্লাসের একটি অংশের মতো। এটি 'বস্তুসমূহ' দিয়ে পূর্ণ, যা সাধারণত স্বচ্ছ, তবে এটি দৃশ্যমান করা সম্ভব যদি এর কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট শক্তভাবে আঘাত করা হয়। শূন্যতার আধুনিক ধারণাটি প্রতিদিন পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া একটি আপেক্ষিক ইথার। তবে আমরা এটিকে ইথার বলি না কারণ এটি নিষিদ্ধ[ট্যাবু]।"**

যে মূহূর্তে প্রাচীন গ্রেসিয়ান-ব্যবিলনীয়ান ইথার থিওরিকে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছিল তখন এক অসম্ভব প্রতিভাবান আবিষ্কারক এর পক্ষে দাঁড়ান। তিনি হলেন নিকোলা টেসলা। ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণকারী নিকোলা টেসলা অস্ট্রিয়ার গ্রাজে ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু কখনো স্নাতক লাভ করেন নি। তিনি ১৮৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছিলেন এবং খুব শীঘ্রই আর্থিক সহায়তাকারীরা তার জন্য নতুন বৈদ্যুতিক ডিভাইস নির্মাণের

জন্য পরীক্ষাগার এবং সংস্থাগুলি স্থাপন করেছিল। তার আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এসি ইন্ডাকশন মোটর, হাই ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্ট জেনারেটর অন্তর্ভুক্ত। নিকোলা টেসলা সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং তাঁর আবিষ্কারগুলি মানবজাতির জন্য একটি ব্যাপক অবদান রেখেছে; তিনি অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণী পথিকৃৎ ছিলেন। টেসলা কয়েল থেকে রেডিও থেকে অল্টারনেট কারেন্ট থেকে টেলিফোন পর্যন্ত (হ্যাঁ, এটির জন্য থমাস এডিসন এবং নিকোলা টেসলার মধ্যে একটি বিরাট বিতর্ক রয়েছে, তবে অনেক প্রমাণই প্রকৃত উদ্ভাবক হিসাবে নিকোলা টেসলার প্রতি ইঙ্গিত করে)
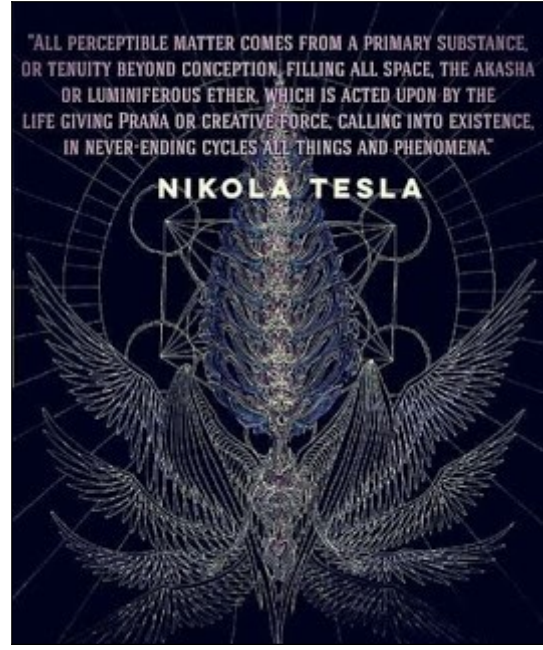
সার্বিয়ান-আমেরিকান এই পদার্থবিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী আবিষ্কারের মাধ্যমে অত্যন্ত সম্মানিত হন। টেসলাকে "সায়েন্টিস্ট" না বলে অকাল্টিস্ট বলাটাই বেশি সমীচীন মনে হয়। কেননা তার অধিকাংশ আবিষ্কারের চেষ্টা গুলো ছিল অকাল্ট বা যাদুশাস্ত্র নির্ভর। অনেক প্যাটেন্টেড আবিষ্কারও আছে। শোনা যায় তিনি ডেথরে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৈদিক শাস্ত্রের অনুসারী।

স্বামী বিবেকানন্দের সাথে দেখাও করেন। তিনি প্রায়ই বৈদিক উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলতেন। তার কথায় সুস্পষ্টভাবে ধরা পরে তিনি বৈদিক ঐন্দ্রজালিক এনার্জি ফিল্ডের অন্বেষণে অনেক সময় ব্যয় করেন। এবং তার বিভিন্ন কথার পেছনে এটাই ছিল গাইড হিসেবে। তিনি ইথারের পরিচয়ে বৈদিক রেফারেন্স টেনে বলেনঃ **“সমস্ত উপলব্ধিযোগ্য পদার্থ একটি প্রাথমিক পদার্থ থেকে আসে, ধারণার বাইরের হয়ে সমস্ত স্থান পূরণ করে,(যাকে বলা হয়) আকাশ বা আলোকপ্রদায়ী ইথার, যা জীবন দানকারী প্রাণ বা সৃজনশীল শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, সমস্ত জিনিস ও ঘটনার অস্তিত্বকে অনন্ত চক্রের মাঝে ডেকে তোলে। বিস্ময়কর বেগের অসীম ঘূর্ণিতে নিক্ষিপ্ত এ প্রাথমিক**

উপাদান(ইথার) স্থূল পদার্থে(ম্যাটার) পরিণত হয়; শক্তি কমতে থাকে, গতি হারিয়ে যায় এবং পদার্থটি অদৃশ্য হয়ে যায়, (সেটা) প্রাথমিক উপাদানে[ইথারে] ফিরে যায়।"

[Man's Greatest Achievement, John J. O'Neal., & Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla, 1944]

টেসলা জিরো পয়েন্ট ফিল্ড বা ইথারের মহা শক্তি বুঝতে পেরেছিলেন: ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্য স্থানের শক্তি। টেসলার উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব এতটাই বেশি হয়েছিল যে তিনি নিরামিষভোজী হয়ে গিয়েছিলেন, ব্রহ্মচারী হয়ে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার শুরু করলেন। তিনি তার মাথার মধ্যে স্কেলার এনার্জির বিজ্ঞান নিয়ে মারা গিয়েছিলেন, কারণ তিনি চান নি যে মার্কিন সেনাবাহিনী এটাকে ব্যবহার করে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ফেলুক। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তাকে নোবেল পুরস্কার অস্বীকার করা হয়েছিল।
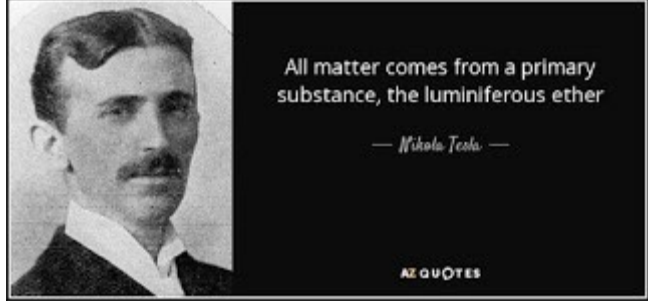
তার একাডেমিক যোগ্যতা, প্রচলিত রেলেটিভিস্টিক বিজ্ঞানে অস্বীকৃতি এবং আবিষ্কৃত বিষয় দ্বারা বিনামূল্যে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাধারা নোবেল পুরস্কারদানকারী কর্তৃপক্ষ হয়ত তাকে বঞ্চিত করেছে বলে সাধারন মানুষ মনে করে। টেসলা রেলেটিভিটিকে সঠিক বলে স্বীকার করতেন না, কারন তিনি বলতেন স্পেসে কখনোই বেন্ড বা কার্ভ সম্ভব না। টেসলা ছিলেন কিছুটা ফিলান্থ্রপিস্ট ঘরানার লোক। তিনি চেয়েছিলেন দুনিয়ার সবাইকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ করে দেবেন। অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক শক্তি ব্যবহার করে দুনিয়াকে শক্তি-জ্বালানীতে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আটলান্টিক মহাসাগর জুড়ে কীভাবে রেডিও যোগাযোগকে সম্ভব সেটার পথ বের করেন। তবে যেহেতু তিনি এটাই অন্যের জন্য ফ্রি করতে চেয়েছিলেন,তাই সম্ভবত তার প্রতি ফান্ডিং বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পরে তার আবিষ্কারের কৃতিত্ব অন্যকাউকে দেয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই জ্বালানী ও শক্তি দ্বারা যারা ব্যবসায় করে তাদের বিশ্বনিয়ন্ত্রনে এ ধরনের প্রযুক্তিগত বিপ্লবের স্বপ্নটি দুঃস্বপ্নের মত। তাছাড়া বিশ্বকে নিয়ন্ত্রনকারীরা এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারাই বিশ্বকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তারা

এরজন্য টেসলার জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত ছিলনা। এ স্বপ্ন ইহুদীদের মসীহ আসবার পরে ব্যবহারের পরিকল্পনা।

তাই স্বাভাবিকভাবেই অকাল্টিস্ট টেসলার জন্য ওই সময়টা উপযুক্ত ছিলনা। বাধাপ্রাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। টেসলার সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং তাঁর মাথার ভেতর কল্পনায় আগে হত, তিনি কখনই কাগজের উপর কোনও কাজ করেননি বা চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য স্কেল মডেল ব্যবহার করেননি। টেসলা স্বীকার করেন তার যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধি আসে দৈবিক সত্তাদের থেকে। তিনি বলেছেন, **"মানসিক শক্তি উপহার স্বরূপ আসে ঈশ্বর,দৈবিক সত্তার কাছ থেকে এবং আমরা যদি সেই সত্যের প্রতি আমাদের মনকে মনোনিবেশ করি তবে আমরা এই মহান শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হব... আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের বাইরের বিশ্বের খুব সামান্য অংশকে উপলব্ধি করতে সক্ষম করে।"**
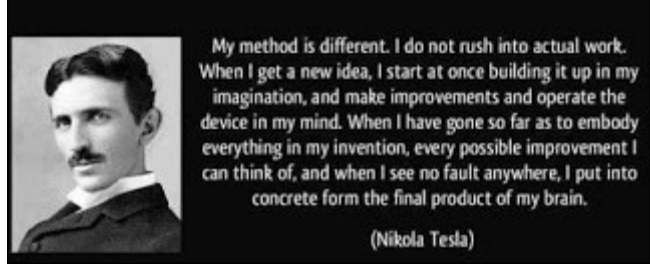
পাঠকরা আশাকরি ইতোমধ্যে বুঝতে পারছেন, বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারী জনাব টেসলা কাদের থেকে শিক্ষা বা জ্ঞান গ্রহন করতেন। লর্ড কেলভিন গস্পেল অব বুদ্ধ চেয়ে টেসলার কাছে চিঠি লেখেছিলেন। যাইহোক, সারাহ বার্নহার্ট কর্তৃক আয়োজিত একটি পার্টিতেই নিকোলা টেসলা সম্ভবত সেখানেই সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দের সাথে দেখা করেছিলেন। সারাহ বার্নহার্ট একটি নাটকে 'ইজিয়েল' এর চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। এটি গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে একটি ফরাসি সংস্করণ ছিল। দর্শকদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে অভিনেত্রী একটি সভার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে নিকোলা টেসলাও উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা স্বামীর কাছ থেকে শঙ্খ চিন্তাধারার সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং হিন্দুদের সাইক্লিক্যাল তত্ত্ব দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশেষত পদার্থ এবং শক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শঙ্খ মধ্যে সাদৃশ্যটি দেখে তিনি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফ্রিম্যাসন গুরু বিবেকানন্দ নিউইয়র্কের স্যার উইলিয়াম থম্পসনের পরে লর্ড কেলভিন এবং পশ্চিমা বিজ্ঞানের দুই শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি প্রফেসর হেলমহোল্টজের সাথে দেখা করেছিলেন। টেসলা স্বামী বিবেকানন্দের সাথে দেখা করার

পরে এবং বস্তু জগতকে চালিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রের বিদ্যা অর্জনের পর থেকে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার শুরু করেছিলেন। অবশেষে, এটি তাকে তারবিহীন বিদ্যুৎ সঞ্চালন আবিষ্কারের দিকে নিয়ে যায়, যা টেসলা কয়েল ট্রান্সফর্মার হিসাবে পরিচিত। ওই বছর আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এর সামনে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন (তিনি নিজেকে পূর্বাঞ্চলীয় বৈদিক জাতিসমূহ যেমন, ভারত, তিব্বত এবং নেপালের ব্যপারে আন্তরিকতার পরিচয় দেন):**“বহু প্রজন্ম পার হবার পূর্বে, আমাদের যন্ত্রপাতি মহাবিশ্বের যে কোনও স্থান থেকে আহরণযোগ্য শক্তি দ্বারা চালিত হবে। এই ধারণাটি উপন্যাস নয় ... আমরা এটি এন্থিয়াসের দারুন মিথেও পেয়েছি, যিনি পৃথিবী থেকে শক্তি আহরণ করতেন; আমরা এটি আপনাদের চমৎকার গণিতবিদদের সূক্ষ্ম স্পেকুলেশনের মধ্যে খুঁজে পাই। এই শক্তি স্থির, নাকি গতিশীল? স্থিতিশীল[স্ট্যাটিক] হলে আমাদের আশা বৃথা হবে; যদি গতিশীল[kinetic] হয় - এবং এটিই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি - তবে এটি কেবল সময়ের ব্যপার হবে, যখন লোকেরা তাদের যন্ত্রাদি প্রকৃতির একদম চক্রবাকে যুক্ত করতে সফল হবে"।**

অর্থাৎ টেসলা ঐন্দ্রজালিক ইথার ফিল্ড বা ভ্যাকুয়াম কোয়ান্টাম ফিল্ড এর সৃষ্টিজগতের ভিত্তিমূলের অপরিসীম শক্তিকে ব্যবহার করার ধারনা দেন। তার এ ধরনের গবেষণা সম্পূর্ন অকাল্ট(যাদু) নির্ভর। তিনি গ্রীক দার্শনিক-যাদুকরদের বলা ওই ফোর্সফিল্ডকে মেকানিক্যালি ব্যবহার করতে চান, যাদুকরদের টেস্টিমনি অনুযায়ী যেটার উপর ভিত্তি করে সিহর[যাদু] সংঘটিত হয়। এ ধরনের প্রযুক্তি সম্পূর্ণ অকাল্ট, কারন এটা প্রথমত ম্যাজিক্যাল প্রোপার্টি, এর উপর এমন কিছু যার cause & effect সম্পর্কে মানুষের কাছে স্পষ্ট জ্ঞান নেই। অর্থাৎ সিহরের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে যায়। এমন কিছু বাস্তবে এ্যাপ্লাই করা সম্ভব হলে সৃষ্টিজগতের উপর ভিত্তিগতভাবে ম্যানিপুলেট করেই এনার্জি তৈরি করা হবে অর্থাৎ যাদুবিদ্যায় ইন্টেন্ট ব্যবহারের অনুরূপ মেকানিক্যালি জগতের ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচারে পরিবর্তন ঘটিয়েই শক্তি অর্জিত হবে।এটা বস্তুজগতে সুবিশাল প্রভাব ফেলবে। এটা সৃষ্টিজগতের প্রক্রিয়ার বিকৃতির মাধ্যমেই শক্তি তৈরি করবে। যারা যাদুবিদ্যাকে মু'তাযিলাদের অনুরূপ কেবল মাত্র জ্বীন জাতির কেরামতি মনে করে এদের কাছে এ ব্যপারটা মোটেও নেতিবাচক কিছু না বরং তাদের চোখে এটা কল্যাণময় প্রযুক্তিগত বিপ্লব। অথচ এখানে যাদুকরদের সেই ম্যাজিক্যাল ইলিমেন্টই ব্যবহার হচ্ছে। কাফিরদের কুফরি ননডুয়ালিস্টিক[সর্বেশ্বরবাদি] আকিদাকে সত্যায়ন করেই করা হবে। সবই বেদ - কাব্বালা - হার্মেটিক বিদ্যার ফসল। যাদুকরদের যাবতীয় চিন্তাভাবনা আকিদা দর্শন এই ইন্দ্রজালকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। Toby Grotz[President, Wireless Engineering] বলেন,**“স্বামী বিবেকানন্দ আশাবাদী যে টেসলা দেখিয়ে দিতে সক্ষম হবেন যে আমরা যাকে পদার্থ বলে থাকি তা হলো**

সম্ভাবনাময় শক্তি, কারণ এটি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে বেদের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করবে। স্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে সেক্ষেত্রে, বৈদিক মহাজাগতিক বিদ্যা সকল শিক্ষার ভিত্তিমূলে স্থাপিত হবে। টেসলা সংস্কৃত পরিভাষা এবং দর্শন বুঝতে পেরেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে মহাবিশ্বের ফিজিক্যাল মেকানিজমগুলোকে তাঁর চোখের মাধ্যমে বর্ণিত করার পক্ষে এটি(বৈদিক শিক্ষা) একটি ভাল উপায় হিসেবে ছিল। যারা নিকোলা টেসলার উদ্ভাবনের পিছনে বিজ্ঞানকে সংস্কৃত ও বৈদিক দর্শন অধ্যয়নের জন্য বোঝার চেষ্টা করবেন তাদের পক্ষে এটিই মাননসই "

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, **"জনাব টেসলা মনে করেন যে তিনি গাণিতিকভাবে পারেন যে শক্তি এবং পদার্থ সম্ভাব্য এনার্জিতে রূপান্তরযোগ্য। তার এই নতুন গাণিতিক প্রদর্শনী দেখতে আমি পরের সপ্তাহে তাকে দেখতে যাব। সেক্ষেত্রে বৈদিক মহাজাগতিক জ্ঞান সবকিছুর মূল ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। আমি এখন বেদান্তবাদী মহাকাশতত্ত্ব এবং এস্কেটোলজির উপর অনেক কাজ করছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে এটার নিখুঁত মিল স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি এবং একটির বর্ননা একে অপরটিকে অনুসরণ করবে।"**

[Swami Vivekananda (Complete Works,
VOL. V, Fifth Edition, 1347, p. 77). (1)]

1896 সালের 13 ফেব্রুয়ারিতে এক বন্ধুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন: **"...জনাব. টেসলা বৈদিক 'প্রাণ' এবং 'আকাশ' এবং 'কল্পের' কথা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন, যা তাঁর মতে একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞান উপভোগ করতে পারেন ..... মিঃ টেসলা মনে করেন যে, তিনি গণিতের মাধ্যমে শক্তি ও পদার্থকে সম্ভাবনাময় শক্তিতে রূপান্তরযোগ্য তা প্রমাণ করতে পারবেন। এই গাণিতিক প্রদর্শনটি পেতে আমি পরের সপ্তাহে তাকে দেখতে যাব।"**

স্বামী বিবেকানন্দ পরে ভারতে এক বক্তৃতা দেওয়ার সময় মন্তব্য করেছিলেন, **"বেদান্তের সারকথাগুলো যে কত আশ্চর্যজনকভাবে যুক্তিযুক্ত তা আমার কাছে আজকের একজন শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক মনের লোকদের একজন বলেছেন, আমি তাদের একজনকে ব্যক্তিগতভাবে জানি,যার হাতে খাবার গ্রহনের মত সময় খুব কমই ছিল, বা তাঁর গবেষণাগারের বাইরে যাবার মত সময় ছিল, তবে তার হাতে যথেষ্ট সময় ছিল আমার বক্তৃতাগুলোতে উপস্থিত হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা**

বৈদিক তত্ত্ব শোনার জন্য, কারণ তিনি প্রকাশ করেছেন, এগুলো এতই বিজ্ঞানসম্মত যে, সেসব আধুনিক যুগের আকাঙ্ক্ষার সাথে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্যতা রেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে"।[৫]

অতএব আশাকরি বুঝতে পারছেন এদের মূল উদ্দেশ্য টেকনোলজিক্যাল ব্রেইকথ্রু'র মাধ্যমে বৈদিক কুফরি আকিদাকে সত্যায়ন করা। টেসলা ম্যাস ও এনার্জির সমতুল্যতা প্রদর্শন করে যেতে পারলেও কয়েক বছর পরে E = mc2 সমীকরণটি প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথমত ১৯০৩ সালে ইতালিয়ান অলিন্টো ডি প্রেটো এবং ১৯০৫ সালে ইহুদী পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রকাশ করেছিলেন। নিকোলা টেসলা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মতপার্থক্য এবং প্রতিকূলতার কারনে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে তেমন সুখ্যাতিলাভ না করলেও অকাল্ট সার্কেল, মিস্টিকদের কাছে সবসময়ই মহর্ষির আসনে ছিলেন। সাধারন জনতার মাঝে বিগত চার দশক ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন শুরু হয়। তিনি আজ যদিও বেচে নেই, তাও লাখ লাখ মানুষের কাছে নায়ক হয়ে আছেন। তাকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজ করে আমেরিকার আধ্যাত্মবাদী প্যাগান নিউএইজ মুভমেন্ট নামের দলটি। একটি এজেন্ডা সবসময় প্রব্লেম→রিয়্যাকশান→সল্যুশন নীতিতে কাজ করে আসছে। তারা হেগেলিয়ান ডিয়ালিক্টিক অর্ডারে একটি দল একাধিক দল মত প্রতিষ্ঠা করে, যেটার একটিকে জনগনের কাছে ক্রমেই অশুভ, ক্ষতিকর আকারে উপস্থাপন করে, এতে করে সাধারন জনগন যখন অন্যায় অনাচার অবিচারের দুর্বিপাকে নাভিশ্বাস তোলে তখন ওই সুপারএজেন্ডা অপর আরেকটি দলকে দ্বার করিয়ে দেয় সল্যুশন হিসেবে এমন কিছুকে দেখানোর জন্য, যেটা ওই হায়ারার্কির শীর্ষে থাকা এজেন্ডারই আসল লক্ষ্য। জনগণ বিদ্যমান অনাচারের তুলনায় সেটার মাঝে স্বস্তি খুঁজে পায় এবং সেটাকেই সর্বোত্তম সমাধান হিসেবে দেখে। অর্থাৎ ওই একটি এজেন্ডা একাধারে সমস্যা সৃষ্টি করে জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নিজেরাই সমাধান দেখাচ্ছে। সাধারন কন্সপিরেসি থিওরি দ্বারা অবসেসড লোকেরা চোখ বুজে এ এজেন্ডার নাম বলে দেয়ঃ'ইল্যুমিনাতি'।
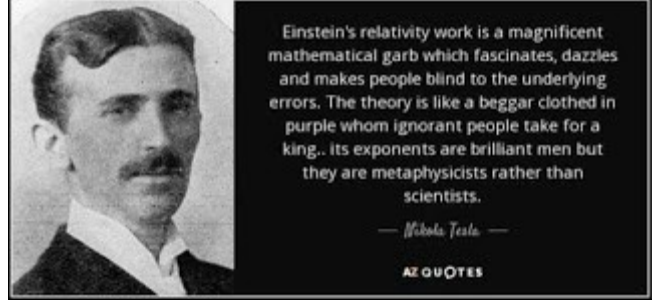
আমি তাদেরকে সমর্থন করিনা। ইল্যুমিনাতি শুধুই ওদের অনেকগুলো শাখা সংগঠনের একটি। যাইহোক, নিকোলা টেসলার ফ্রিএনার্জির বিশ্বপ্রেমিক ভাবনা, এসব নিয়ে বিস্তর গবেষণা, তার অনেক যোগ্যতা থাকার পরেও নোবেল থেকে বঞ্চিত করার বিষয়গুলো সাধারণ জনমনে দুর্বলতা

তৈরি করে। অথচ টেসলা ছিলেন নিউটনের অনুরূপ খাটি অকাল্টিস্ট। একমাত্র যাদুকররাই তাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে, কারন সে হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি ভাইব্রেশনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এসব নিয়ে গবেষণা করেন। টেসলা বলেন,**"আপনি যদি মহাবিশ্বের গুপ্ত রহস্যকে খুঁজতে চান তবে এনার্জি, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভাইব্রেশন শব্দগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন।"**
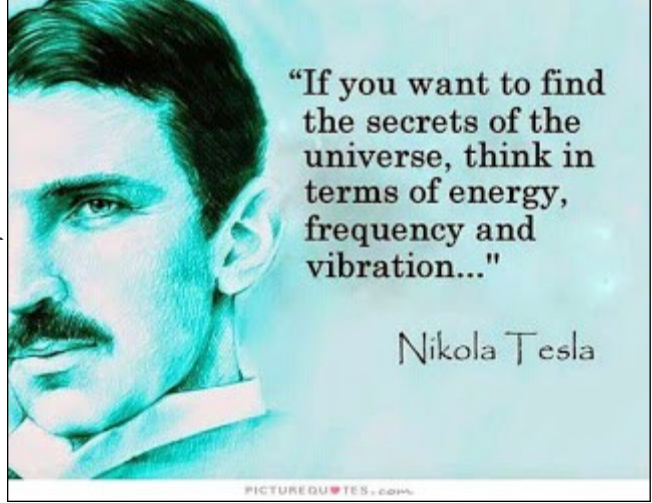
মূলত টেসলার দ্বারা হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রের এই নীতিগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের থেকে সাধারন মানুষ এই তিন নীতির ব্যপারে অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে পড়ে। তখন থেকে টনোস্কোপে শব্দের দ্বারা সাইম্যাটিক্স ও এর তাৎপর্যের প্রতি সাধারন মানুষ ঝুঁকে পড়ে। সাইম্যাটিক হলো শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কমিয়ে বাড়িয়ে বিভিন্ন কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক প্যাটার্ন তৈরি। টেসলার যাদুশাস্ত্রের ওই নীতিগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের পর থেকে পাশ্চাত্যে নতুন করে অকাল্ট রিভাইভ্যাল ঘটে। প্রাচীন ব্যবিলনীয়ান পিথাগোরিয়ান জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্নের তাৎপর্য মানুষ আধুনিক প্রযুক্তিবলে বুঝতে শুরু করে। একরকমের বলা যায় পাশ্চাত্যে বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকে মানুষ প্রাচীন মিস্টিসিজমে ঢুকতে শুরু করে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে, গোটা বস্তুজগত মূলত ইথারেরই বিভিন্ন ভাইব্রেশন/ফ্রিকোয়েন্সির সিম্ফনি। সবকিছুই অতীন্দ্রিয় শব্দের ফসল। টেসলা বলেন,**"আপনি যদি ৩,৬,৯ এর তাৎপর্য সম্পর্কে জানতেন, তবে আপনি মহাবিশ্বের চাবি পেয়ে যেতেন।"**[৪]
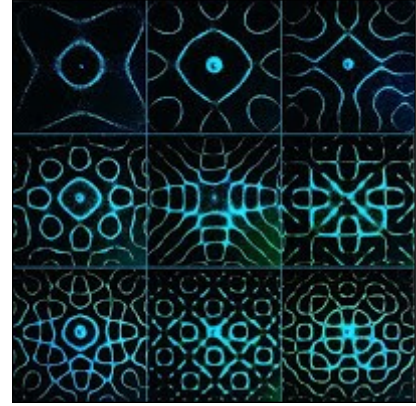
সুতরাং এরকমটা হওয়া অস্বাভাবিক না যে বেদান্তবাদী নিকোলা টেসলা সত্যিই ওদেরই অংশ হয়ে কাজ করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে পাব্লিক সিম্প্যাথি কুড়াচ্ছেন।এরূপ হওয়া অসম্ভব না যে তিনি ওদের নির্দেশেই জনসাধারণকে ফ্রি এনার্জির সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিয়েছে, এরপরে বিভিন্ন

আর্থসামাজিক বাধাবিপত্তির তৈরি করে অবহেলিত হওয়া দেখিয়েছে, যাতে করে তার ব্যপারে জনমনে একটা জায়গা তৈরি হয়। এসব বিষয় আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই যে তার অধিকাংশ গবেষণাই ছিল অকাল্ট বেজড। এনার্জি-ফ্রিকোয়েন্সি-ভাইব্রেশনকে ঘিরেই নিউএইজ মুভমেন্টের ল' অব এ্যাট্রাকশান গড়া হয়েছিল। অন্য স্থানে টেসলা মহাবিশ্বের গুপ্ত রহস্য জানতে তিন,ছয় ও নয় নিয়ে গবেষণা করতে তাগিদ দিয়েছেন। তার এই চিন্তাধারা নিউমেরলজি-কাব্বালার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সংখ্যাতত্ত্বে সংখ্যাকে জীবন্ত এবং গভীর তাৎপর্যবাহী হিসেবে ধরা হয়।
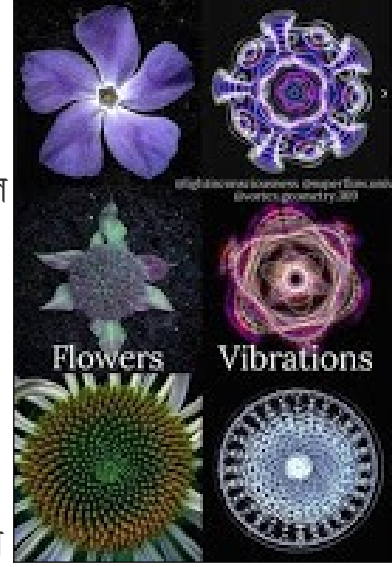
শব্দই বিভিন্ন শেইপের ম্যাটারে রেজোনেট করে। উদাহরণ স্বরূপ ডান পাশে দেয়া শব্দ দ্বারা উৎপন্ন জিওমেট্রিক এই প্যাটার্নটি কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশেও পাওয়া যায়। সুতরাং এর তাৎপর্য হচ্ছে বস্তুজগত সবই মহাজাগতিক শব্দেরই বহিঃপ্রকাশ। এসব বেদান্তবাদ ও বৌদ্ধমতকে সত্যায়ন করে। যাদুকরদের প্রাচীন আকিদা হলো মহাবিশ্ব হচ্ছে ভাইব্রেশন যা শব্দের থেকে তৈরি হয়। বৈদিক শাস্ত্রে মহাবিশ্বকে বলা হয় নটব্রহ্ম[natabrahma], যার অর্থ- ইউনিভার্স হচ্ছে শব্দ। এখানে আর্টিস্ট আর্ট একই। কাব্বালিস্টরা বিশ্বাস করে শব্দের দ্বারা সব কিছুতে প্রভাব ফেলা যায়। তারা হিব্রু এ্যালফাবেটের মধ্যে যাদুকরী শক্তির অস্তিত্বের কথা ভাবে, যার দ্বারা প্রকৃতিতে পরিবর্তন বা প্রভাব বিস্তার করা যায়।

টেসলা কর্তৃক এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি ভাইব্রেশনে গুরুত্বারোপের ফলে পাশ্চাত্যের মিস্টিকরা আরো একধাপ এগিয়ে যায় যখন তারা রি-ডিস্কোভার করে মানুষের কথাও ভাল বা মন্দ এনার্জি বহন করে যা বস্তু বা প্রানীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। যাদুকরদের যাবতীয় অকাল্ট প্র্যাক্টিস মেইনস্ট্রিমে ঢুকে পড়ে। জাপানের ডঃ মাশারো ইমোটো চাল ডোবানো পানির তিনটি জারের উপর একটি পরীক্ষা করেন যা পরবর্তীতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তিনটি জারের কাছে গিয়ে ভাল, মন্দ এবং ৩য় পাত্রে কিছু না বলে রেখে যান। কিছুদিন পরে দেখেন যে ভাল কথা যে পাত্রের কাছে বলা হয়েছিল সেটার চাল পঁচে রঙ সাদাটে হয়ে ভাল মানের জিওমেট্রিক প্যাটার্ন তৈরি করে,

মন্দ কথা শোনানো পাত্রের ভেতরটা বিদঘুটে কালো রঙ ধারণ করে। ৩য় পাত্রটিতে স্বাভাবিক পচন ক্রিয়া ধরা পরে।

এই পরীক্ষা পানির উপরেও হয়, দেখা যায় ভাল কথা শোনান পানির ফোঁটাগুলোর ক্রিস্টালাইজেশানের পর সেগুলো চমৎকার জিওমেট্রিক প্যাটার্ন ধারণ করে। অন্যদিকে মন্দ কথা শোনানোর গুলো বিভৎস প্যাটার্ন তৈরি করে। এ পরীক্ষার দ্বারা এই উপসংহারে আসা হয় যে পানির স্মৃতি আছে। ডিজনির এ্যানিমেটেড ফিল্ম Frozen এ বার বার একটা কথা শোনানো হয়: Water has memory। এই পরীক্ষণগুলোর প্রচারকারী মিস্টিক ও যাদুকরা পাশ্চাত্যের জনসাধারণের নিকট প্রশ্ন ছোড়ে, যদি ক্ষুদ্র পরিসরেই এত বড় প্রভাব ফেলা সম্ভব তাহলে সেটা মানুষের ক্ষেত্রে কি করা সম্ভব, যেখানে মানবদেহের ৬০% ই পানি! জ্বি তারা বলতে চাচ্ছে,বিভিন্ন এনার্জি- ফ্রিকোয়েন্সি -ভাইব্রেশনের শব্দ/কথা দ্বারা অসুস্থ করে দেয়া, হত্যা সহ সহ বিবিধ অকল্যাণ এবং একইভাবে কল্যাণমুখী কাজের দ্বারা স্বার্থ হাসিলও সম্ভব। অর্থাৎ সেই ঐন্দ্রজালিক যাদুচর্চায় প্রত্যাবর্তন। এভাবে টেসলার মাধ্যমে আবারো যাদুবিদ্যাকে সত্যায়ন এবং নতুন আঙ্গিকে বৈপ্লবিক জাগরণ ঘটে। বাহ্যত টেসলাকে দেখা যায় প্রবঞ্চিত, অবমূল্যায়িত মেধাবী বিজ্ঞানীরূপে। কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভব কিছু না যে সেও freemason member বিবেকানন্দের ন্যায় কোন গুপ্ত সংগঠনের সদস্য। কেননা টেসলা ছিল সম্পূর্ণ বেদান্তশাস্ত্রের অনুগত ভক্ত।

তাকে হলিউডের ফিল্মগুলোতেও বিভিন্ন অকাল্ট কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমনটা ট্রান্সফরমার সিরিজের সর্বশেষ ফিল্মটিতে টেসলাকে ফিকশনাল উইটউইক্কান[witwiccan] সিক্রেট সোসাইটির একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে। অর্থাৎ যাদুকর। তাতে স্পষ্ট বলা হয় তিনি অন্যান্য সকল অকাল্টিস্টদের পাশাপাশি তাদের মহাপরিকল্পনায় একাত্ম হয়ে সাথে কাজ করেছেন। ডিজনির ইউটোপিয়ান ফিল্ম Tomorrowland [2015]'এ টেসলাকে দেখানো হয় অন্য অন্য ডাইমেনশনগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর এন্টেনার মূল আবিষ্কার কর্তা হিসেবে যেটা তাদেরকে নতুন আরেক
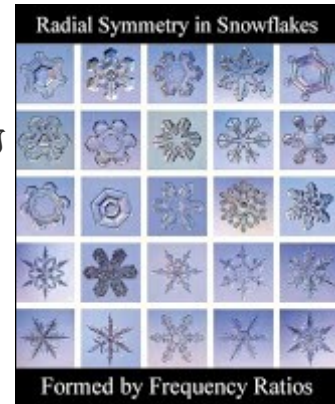
জগতের[Tomorrowland] পথ দেখায়। ফিল্মের ফ্র্যাঙ্ক নামের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার একে একে টেসলা,জুলভার্ন, এডিসন প্রমুখের প্রতিকৃতি দেখিয়ে তাদের অবদানগুলো ফিল্মের নারী ক্যারেক্টার কেইসিকে[মিস নিউটন] দেখাচ্ছিল। তখন কেইসি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,**"তার মানে এরা সবাই এইসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল!"** ফ্র্যাঙ্ক বলেন, **"এন্টেনাটি আসলে টেসলার করা ডিজাইন ছিল। এর দ্বারা তারা সবধরনের ফ্রিকোয়েন্সি অবজার্ভ করতেন যেমন, সাবস্পেস-ট্রান্সডাইমেনশনাল। তারা মূলত যেটা খুজতেছিলেন সেটা পেয়েছিলেন। টেসলার আবিষ্কারের ক্রেডিট এডিসন নিয়ে যান। জানোই যে এরা একে অন্যকে দেখতে পারত না।"** হলিউডের প্রতিটি স্পীচ,এক্সপ্রেশান এমনকি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকেরও কোননা কোন অর্থ থাকে। সমস্ত মুভমেন্ট সমস্ত কথা অনেক হিসেব করে নির্ধারিত। কিছু ক্ষেত্রে অর্থহীন বার্তা দিলেও মাঝেমধ্যে interstellar এর মত সিরিয়াস সায়েন্সফিকশনও বানিয়ে ফেলে। নস্টিক জান্রার ফিল্মগুলো সবচেয়ে বেশি অকাল্ট তাৎপর্য বহন করে।

আপনারা হয়ত লক্ষ্য করেছেন নিকোলা টেসলা মাঝেমধ্যে সংস্কৃত "আকাশ" শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা কি বোঝায়? আমরা বাংলাভাষীরা এই সংস্কৃত শব্দ নিয়মিত ব্যবহার করলেও আমরা ব্যবহারিক অর্থে ভুল করে থাকি। আকাশ মানে উপরিস্থিত আসমান নয়। বরং এর মূল অর্থ ইথার। ভয়েড বা শূন্যকেও বোঝায়। আকাশিক ফিল্ডের ব্যপারে বৈদিক-ঔপনিষদিক শাস্ত্রে স্পষ্ট অনেক কথাই এসেছে। Chāndogya উপনিষদ মহাবিশ্বের এবং ক্ল্যাসিক্যাল উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেছে: **"From this Self (Atman), ākāśaarose; from ākāśa air; from air fire; from fire water; from water the earth."** মহাভারতের "শান্তি পর্বে" ফিজিক্যাল ইউনিভার্সের দ্রাবনের ক্রমের ব্যপারে বলা হয়েছে:**"প্রচন্ড উত্তাপের দরুন পৃথিবী পানিতে পরিণত হয়েছে, তারপরে অগ্নি, তারপরে বাতাস, তারপর আকাশ[ইথার], তারপরে স্পেস, মন, তারপরে সময়, তারপরে শক্তি এবং অবশেষে ইউনিভার্সাল [মহা]চৈতন্য।"**
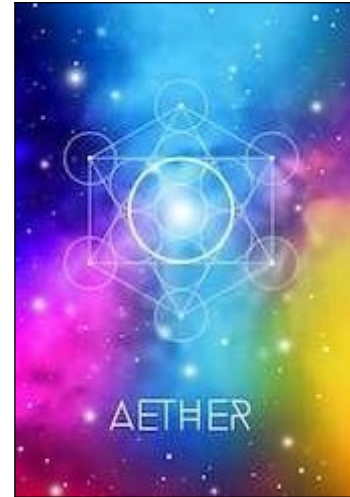
হিন্দুদের Nyaya ও Vaisheshika দর্শনগত শাখায় বলা হয়েছে যে আকাশ বা ইথার পঞ্চম ফিজিক্যাল উপাদান। এটি একক, চিরন্তন এবং সমগ্র বিস্তৃত পদার্থ যা দুর্ভেদ্য। বেদান্তশাস্ত্রে আকাশ দ্বারা জগতের সমস্ত জিনিসের ভিত্তিমূল এবং মৌলিক প্রথম উপাদানকে বোঝায়,এটাই

প্রধান উপাদান। একটি বৈদিক মন্ত্রঃ "pivthivyāpastejovāyurākāśāt" তে পাঁচটি মৌলিক স্থূল উপাদানগুলির প্রাথমিক উপস্থিতির ক্রম নির্দেশ করে।হিন্দুদের Samkhya দর্শনগত শাখা অনুযায়ী আকাশ হলো পঞ্চমহাভূতের মধ্যে একটি (গ্র্যান্ড ফিজিক্যাল ইলিমেন্টস) যার মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শব্দ।

শুধুমাত্র টেসলাই নয় ঐন্দ্রজালিক আকাশিক ফিল্ডকে সরাসরি সংস্কৃত শব্দেই ডেকেছেন অনেক বিজ্ঞানীরা। তাদের চিন্তাধারা ও দর্শন টেসলার থেকে ভিন্ন নয়। তবে এবার বিজ্ঞানীরা বৈদিক আকাশিক ফিল্ড তথা ইথারকে শুধুমাত্র সমস্ত বস্তু জগতের মূল উপাদান বলেই ক্ষান্ত নয়, এরা একে সকল ইনফরমেশন বা তথ্যের আধার প্রমানের চেষ্টা করেছে। বিজ্ঞানীরা একে মহাবিশ্বের মেমরি স্টোরেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এটাই স্থান ও কালের মূল। সময়ের প্রবাহের উপলব্ধির মূলে দায়ী এই আকাশিক ইন্দ্রজাল। রুডলফ স্টেইনারের ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী Ervin László এর Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything (২০০৪), বইতে মহাবিশ্বের পদার্থ হিসাবে "আকাশিক ফিল্ড" বা "এ ফিল্ড" কে "ইনফরমেশনের ফিল্ড" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।আরভিন ল্যাজলো একদিকে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং অন্যদিকে উচ্চ স্তরের প্রাচীন দর্শন (অদ্বৈত বেদান্তবাদ) এর সাথে মিল রেখে এই রচনার একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি অ-প্রকাশিত শক্তি (পরম) এবং উদ্ভাসিত (মহাবিশ্ব) মধ্যে ট্র্যাঞ্জিশন এরিয়াকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: সময় এবং স্থানের বাইরে একটি কজ্যুয়াল ফিল্ড যেখানে প্রকাশিত বস্তুজগতের সমস্ত তথ্য "সংরক্ষিত" আছে। ল্যাজলো একে একটি অ-মাত্রিক হলোগ্রাফিক ইমপ্রিন্ট হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকাশিত সমস্ত কিছুই এই এ-ফিল্ড (ইথার/আকাশ) থেকে একটি মাইক্রো এবং ম্যাক্রো স্তরে অন্তর্নির্মিত। তার এই জ্ঞানের উৎস হচ্ছে বেদ। বৈদিক আকাশ বা ইথার তত্ত্বানুযায়ী এই ফিল্ড তথা ব্রহ্মচৈতন্য হলো সকল ভূতভবিষ্যতের জ্ঞান ও তথ্যের আধার। একে পূর্বাঞ্চলীয় আধ্যাত্মবাদের অনুসারীরা আকাশিক রেকর্ড বলে অভিহিত করে। তারা বলে, এই আকাশিক রেকর্ডের ডেটাবেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষনে কিছু হায়ার ডাইমেনশনাল এনলাইটেন্ড বিং রয়েছে, যারা এই ফিল্ড অব ইন্টেলিজেন্সে অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাসনেসের[চেতনার ওপারে আর্টিকেলে বিস্তারিত] মাধ্যমে জ্ঞানের জন্য আসে তাদেরকে ভূত ভবিষ্যত এবং প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান দিয়ে আলোকিত করে।পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই উচ্চমাত্রার আলোকিত সিদ্ধ সত্তারা মূলত কারা! রামায়ন ও পুরানায় নারদ নামের এক ঋষি এই ফিল্ডে নিজের চৈতন্যকে পৌছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এই ফিল্ডকে ফিল্ড অব ইন্টেলিজেন্স বলা হয়[৫]।

আকাশ আত্মসচেতন বুদ্ধিমান অবিভক্ত সত্তা। এটাই মহাচৈতন্য - ব্রহ্মা! ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম মাইন্ডটিও ছিল এই স্পেস-টাইম জিওমেট্রির বাহিরের আকাশিক বা ইথারিয়েল সাবস্ট্যান্স। বিখ্যাত অকাল্ট প্রিচার গ্রেগ ব্রাডেন বলেন,**"স্পেসকে আমরা শূন্য বলি, কিন্তু এটা আসলে খালি নয়। প্রথমত এটা জীবন্ত সারসত্তা ও পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়ত, আমরা যা আমাদের দেহের মধ্যে অনুভব করি সেটা আমাদের দেহের বাহিরের জগতকে শূন্যস্থানে যা আছে তার উপর ভিত্তি করে প্রভাবিত করে।স্পেস (আশপাশের শূন্যস্থান) জীবন্ত তরঙ্গায়িত এসেন্স দ্বারা পূর্ণ। আপনাকে বিজ্ঞানে একক শব্দে একমত হতে হবে। কেউ একে বলে "কোয়ান্টাম হলোগ্রাম"। এ্যাপোলো এ্যাস্ট্রোনট এডগার মিচেল একে বলেন " প্রকৃতির মন"। স্টিফেন হকিং বলতেন 'ঐশ্বরিক মন'। অন্যরা একে ফিল্ড বলে। ১৯৪৪ সালে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক এই ফিল্ডের অস্তিত্ব আবিস্কার করেন। তিনি এর নাম দেন ম্যাট্রিক্স। তিনি বলেন সমস্ত বস্তুজগত এমনকি আমাদের দেহের অস্তিত্বের শেকড়ে একটা সচেতন, বুদ্ধিমান মন রয়েছে। তার ওই আইডিয়া থেকে ম্যাট্রিক্স মুভিটি তৈরি হয় এবং আজ পর্যন্ত আমরা অনেক ধারনা পাচ্ছি।"**
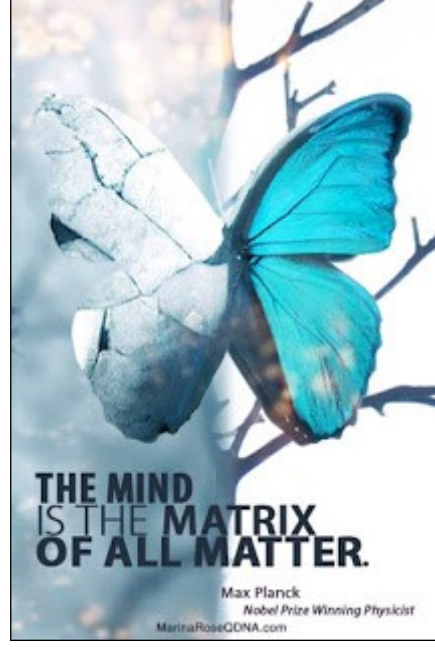
নোবেলজয়ী ফিজিসিস্ট ব্রায়ান ডেভিড জোসেফসন বলেন,**"বেদান্ত ও শঙ্খ শাখাগুলো মনের ও চিন্তার নীতি-প্রক্রিয়াগুলোর মূল চাবিকাঠি ধারন করে যা কোয়ান্টাম ফিল্ডের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ পারমাণবিক ও আণবিক স্তরের কণার পরিচালনা ও বিতরণ।"**রিচার্ড ফাইনম্যান বিশ্বাস করতেন আমাদের মস্তিষ্কের অতীতের রেডিও সিগ্নাল গ্রহনের ক্ষমতা আছে। নিকোলা টেসলাও একই বিশ্বাস রাখতেন।তিনি বলেন,**"আমার মস্তিষ্ক শুধুই একটি রিসিভার। এই মহাবিশ্বের একটি মূল আছে যেখান থেকে আমরা সব ধরনের জ্ঞান,শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করি। আমি এখনো ওই core এর রহস্যভেদ করতে পারিনি। কিন্তু আমি জানি এর অস্তিত্ব আছে।"**

আকাশ ফিল্ড হলো চেতনার ফিল্ড এখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সব আছে। আইনস্টাইন বলতেন সব সময় সব সময়ে বিদ্যমান[all time exist all the time]। সার্নের হিগস বোসন এক্সপেরিমেন্ট প্রমান করে যে একটা অদৃশ্য ফিল্ড সমস্ত স্থানে বিদ্যমান। সময় স্পেস থেকে

উৎপন্ন। মেমরি স্পেসে রয়েছে। সাধগুরু আকাশের ব্যাখ্যায় বলেন এটা পঞ্চভূত বা পাঁচটি ক্ল্যাসিক্যাল ইলিমেন্টসগুলোর একটি। আকাশই সেই ঐন্দ্রজালিক বস্তু যা সকল পদার্থের মূল। এটা বাতাসের ন্যায় সর্বত্র ছেয়ে আছে।এটাই সব বস্তুকে গঠন করছে। সকল বস্তুর ভিত্তিমূলে আকাশ বা ইথার হবার দরুন সবকিছুরই ফান্ডামেন্টাল গঠন তন্ত্র, এ্যাজ এ্যাবোভ সো বিলৌ, মানে ম্যাক্রোকজোম মাইক্রোকসম সবই একই রকম ম্যান্ডেল ব্রটের ফ্র্যাকটাল জিওমেট্রিক প্যাটার্নের মত। এটাই ইন্দ্রজাল। পদার্থবিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ার জনাব পরম মহান তৈয়ারি বলেন,**"আকাশ ধ্বংসশীল নয়, এটা এ্যাটমের মৌলিকতম স্তর যা মহাজাগতিক বস্তুর সৃষ্টি করে এজন্য আকাশকে সাধারন বস্তু জগতে খুজে পাওয়া যায় না। আকাশ হচ্ছে চিরায়ত সুপারফ্লুয়িড বাস্তবতার অস্তিত্ব যেটি ধ্বংস ও সৃষ্টির নীতির বাহিরে রয়েছে।"**
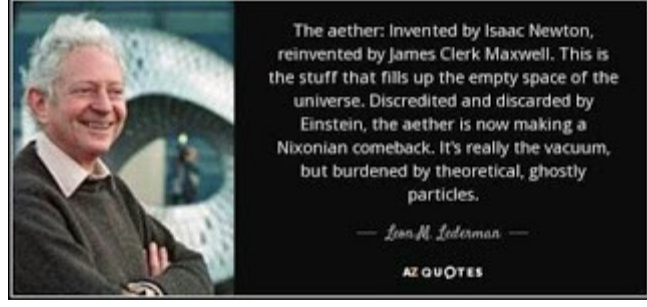
- (Idham thadhakshare parame vyoman. Parame vyoman) – Paramahamsa Tewari, Engineer, Physicist and Inventor

ইথারকে বাহ্যত ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ন্যাচারাল ফিলসফি তথা বিজ্ঞান থেকে বাদ দেয়া হলেও অন্যদিক দিয়ে নতুন মোড়কে আরো শক্তিশালী আসনে এই ঐন্দ্রজালিক ফিল্ডের তত্ত্বকে আনা শুরু হয়। এই দুয়ার উন্মোচিত করে কোয়ান্টাম মেকানিকস। আমরা ইতোপূর্বে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরু এবং নিগূঢ় তত্ত্বের উৎস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যেহেতু বেদান্তবাদী শাস্ত্র থেকে এর জন্ম, সুতরাং এটা খুব প্রত্যাশিত যে, ইন্দ্রজালের শিক্ষাকে যেকোনভাবে কোয়ান্টামতত্ত্বই পুনরুজ্জীবিত করবে। সেটাই করেছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স স্পেসটাইমকে অত্যন্ত ছোট স্কেলে এনার্জি দ্বারা পরিপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করে, যেটা অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে বার বার উপস্থিত ও অদৃশ্য হয়ে ওঠানামা করার(ফ্লাকচুয়েশন) দ্বারা পার্টিকেল জেনারেট করে। এ তত্ত্ব পল ডেরাকের মতো কিছু পদার্থবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল যে, এই কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামটি আধুনিক পদার্থবিদ্যায় ইথারের সমতুল্য হতে পারে। পল ডেরাক ১৯৫১ সালে লিখেছিলেন: **"বস্তুগত জ্ঞান ১৯০৫ সাল থেকে অনেকটা অগ্রগতি লাভ করেছে, বিশেষত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আগমনের ফলে, এবং পরিস্থিতি [ইথারের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতা] আবারও পরিবর্তিত হয়েছে। যদি কেউ বর্তমান বিদ্যমান জ্ঞানের আলোকে প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখেন,যেমন একজন আবিষ্কার করেছেন যে ইথার আপেক্ষিকতার দ্বারা বাতিল হয় না, এবং ইথারকে ব্যাখ্যা করার জন্য ভাল**

কারণগুলি এখন এডভান্স করা যেতে পারে ...আমরা দেখছি যে স্পেস-টাইমের সমস্ত পয়েন্টে বেগ আছে, এটা ইলেক্ট্রডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করছে। এটিকে বাস্তব ফিজিক্যাল জিনিসের বেগ হিসাবে বিবেচনা করা স্বাভাবিক। তাই ইলেক্ট্রডাইনামিক্সের নতুন তত্ত্বের সাথে [ভ্যাকুয়ামে ভার্চুয়াল পার্টিকেল দ্বারা পূর্ণ] আমরা বরং ইথার ফিল্ডকে রাখতে বাধ্য হই।"

১৯৮৬ সালে জন বেল, পল ডেভিসিন এর দ্বারা "দ্য ঘোস্ট ইন দ্য অ্যাটম" নামক এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে, ইথার থিওরি একটি রেফারেন্স ফ্রেইম প্রদানের দ্বারা ইপিআর প্যারাডক্সটিকে সমাধান করতে সহায়তা করতে পারে, যাতে সংকেত আলোর চেয়ে আরও দ্রুত যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে লরেন্টজ কন্ট্রাকশন পুরোপুরি সুসংগত, আপেক্ষিকতার সাথে বেমানান নয়, এবং মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ইথার তত্ত্ব তৈরি করতে পারে। বেল দাবি করেন যে, ইথারকে এরকম ভুলভাবে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে: "যা অবজার্ভেবল নয় তার অস্তিত্ব নেই " [পৃঃ 49]। আইনস্টাইন নন-ইথার তত্ত্বটিকে সহজ এবং আরও মার্জিত বলে খুঁজে পেয়েছিলেন, তবে জন বেল বলেন এর জন্য ইথার তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায় না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভিত্তিতে আসা যুক্তি ছাড়াও, বেল ইথারকে পুনরুত্থিত করার পরামর্শ দেয় কারণ এটি একটি দরকারী শিক্ষাগত ডিভাইস। আর এটা এই যে, ইথারের অস্তিত্বের কল্পনা করে অনেকগুলি সমস্যা আরও সহজেই সমাধান করা হয়।

১৯৮৬ জুলাই মাসে ইউএস এয়ারফোর্স মাইকেলসন মর্লি এক্সপেরিমেন্টটিকে পুনরায় রেপ্লিকেট করে। তারা আরো উন্নতর টেকনলজি ব্যবহার করে। তারা ইথারের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে। তারা সায়েন্টিফিক জার্নাল Nature এর ৩২২ নং ভলিউমে প্রকাশ করে যে,**"এই ফিল্ডটির অস্তিত্ব আছে!"**। জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ইথার সম্পর্কে বলেছেন, **"এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি অংশে একটি দেহ থেকে অন্যদেহে স্থানান্তরিত যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা তাদের মধ্যবর্তী স্থান দখল করে এমন একটি মাধ্যমের মাধ্যমে তড়িৎ চৌম্বকীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোক তত্ত্বও একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব ধরে নিয়েছে। আমাদের এখন দেখাতে হবে তড়িৎ চৌম্বকীয় মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যগুলো লুমিনিফারাস মিডিয়ামের থেকে অভিন্ন।"**

Louis de Broglie বলেছিলেন, **"যে কোনও কণা,যা সদা বিচ্ছিন্ন, তা কোনও গোপন মাধ্যমের সাথে অবিচ্ছিন্ন" "এনার্জেটিক কন্টাক্ট" হিসাবে কল্পনা করতে হবে**''। তিনি ইথারকে পাইলট ওয়েভ নামের দ্বারা প্রকাশ করেন। ইথার তত্ত্বটি মূলত প্রাচীন অকাল্ট স্পিরিচুয়াল ইন্ডিটারমিনিস্টিক বিশ্বব্যবস্থার কথা বলত যার সাথে আইনস্টাইনিয়ান গ্রুপের সাথে বিতর্ক ছিল। আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন যে "ঈশ্বর মহাবিশ্বের সাথে ডাইস খেলেন না"। এবং যারা তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন তারা এমন একটি ধ্রুপদী, নির্বিচারবাদী ইথার তত্ত্বের অনুসন্ধান করছেন যা কিনা কোয়ান্টাম-মেক্যানিক্যাল প্রেডিকশনকে একটি পরিসংখ্যানের নিকটবর্তী

হিসাবে[স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাপ্রোক্সিমেইশান] চিহ্নিত করবে, এটি হবে একটি হিডেন ভেরিয়েবল থিওরি। বিশেষত, জেরার্ডের হুফ্ট বলেছিলেন: **"আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসলে কী ধরনের গতিশীল ঘটনা ঘটছে তা বর্ণনা করে না, বরং আমাদের সম্ভাব্য ফলাফল দেয়। আমার কাছে এটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় যে প্ল্যাঙ্ক স্কেলে গতিবিদ্যার জন্য যে কোনও যুক্তিসঙ্গত তত্ত্ব এমন প্রক্রিয়াগুলোতে নিয়ে যায়, যেগুলি বর্ণনা করতে এত জটিল, যেকারও আরো বৃহত্তর পরিসরে stochastic fluctuations এর প্রত্যশা করা উচিত।এটা যুক্তিসংগত হবে যে প্ল্যাঙ্ক ডোমেনের জন্য একটি ক্ল্যাসিক্যাল ডিটারমিনিস্টিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার। কেউ অনুমান করতে পারে যে আমরা আজ কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে যাকে বলে থাকি তা এই ডাইনামিকসকে পরিসংখ্যানগতভাবে হ্যান্ডেল করার জন্য একটি উদ্ভাবনী কৌশল ছাড়া আর কিছু না।"** Blasone, Jizba and Kleinert জি হুফ্টের গবেষণাপত্রের সাম্প্রতিক প্রস্তাবকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে পূর্নাঙ্গ ফিল্ড থিওরি হিসাবে দেখা হয় নি, বরং বাস্তবে এটি ডাইনামিকসের গভীর স্তর থেকে উদ্ভূত একটি অদ্ভুত ঘটনা। অন্তর্নিহিত ডাইনামিক্সকে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর সাথে যথার্থ ইনফরমেশন লস কন্ডিশনের একক Lagrangian হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কন্সট্রিয়্যান্ট ডাইনামিকস এর প্রকৃত প্রকৃতি সম্পর্কে প্লসিবল অনুমানের সাথে, classical Dirac-Bergmann algorithm যখন constrained dynamics এরজন্য ক্ল্যাসিকাল অবিচ্ছেদ্য পথকে প্রয়োগ করা হয় তখন কোয়ান্টাম থিওরি ইমার্জ করে।
লুই ডি ব্রোগলি বলেন, **"যদি কোনও লুকানো সাব-কোয়ান্টাম মাধ্যমকে ধরে নেওয়া হয়, তবে এর প্রকৃতি স্বরূপের জ্ঞানটি কাঙ্ক্ষিত মনে হবে। এটি অবশ্যই বেশ জটিল চরিত্রের। এটি সর্বজনীন রেফারেন্স মিডিয়াম হিসাবে কাজ করতে পারেনা,যেহেতু তাহলে এটি আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরিপন্থী হবে। "**

১৯৮২ সালে, রোমানিয়ান ফিজিসিস্ট, Ioan-Iovitz Popescu লিখেছিলেন ইথার **"বস্তুরই এক প্রকারের অস্তিত্বগত একটি রূপ, তবে এটি সাধারণ (পারমাণবিক এবং আণবিক) পদার্থ বা রেডিয়েশন (ফোটন) থেকে গুণগতভাবে পৃথক হয়"**। ইথার ফ্লুইডটি **"জড়তার নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এর উপস্থিতি স্থান-কাল জ্যামিতির পরিবর্তন সাধন করে।"** লি সেজের আল্ট্রা মুন্দানি করপাস্কেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি পোপেস্কুর থিওরিটি একটি সসীম ইউনিভার্সের মডেলের কথা বলে যেটি **"ছোট ভর, আলোর গতিতে বিশৃঙ্খলভাবে ভ্রমণকারী পার্টিকেল দ্বারা পরিপূর্ণ বলা হয়"** এবং ম্যাটেরিয়াল বডি বা বস্তুসমূহ **" ইথারন নামক কণা দ্বারা গঠিত "**। বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী এবং জৈব-প্রকৌশলী অধ্যাপক Sid Deutsch অনুমান করেছেন যে "বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গ বহন করতে" একটি "গোলাকার, ঘূর্ণয়মান " ইথার কণিকার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে এবং ডার্ক

ম্যাটারের ঘনত্ব ব্যবহার করে এর ব্যাস এবং ভর অর্জন করেছেন। Allen Rothwarf প্রস্তাব করেছিলেন, একটি অধঃপতিত ফার্মি ফ্লুইড মডেল, "প্রাথমিকভাবে ইলেকট্রন এবং পজিট্রনগুলির সমন্বয়ে গঠিত" যা "মহাবিশ্বের বয়স অনুসারে সময়ের সাথে সাথে" আলোর গতি হ্রাসের পরিণতি অর্জন করে।" মহাজাগতিক এক্সটেনশনে মডেলটিকে "মহাবিশ্বের ডিসিলারেটিং এক্সপ্যানশনকে প্রেডিক্ট করতে (থিওরিটিকে)এক্সটেন্ড করা হয়েছিল"।এভাবেই মাঝেমধ্যে কিছু পদার্থবিজ্ঞানী বর্তমান ফিজিক্যাল মডেলগুলির ঘাটতিসমূহ সমাধান করার জন্য ইথারের ধারণাটি পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে ক্ল্যাসিক্যাল ইলিমেন্টের সম্মানে ডার্ক এনার্জির একটি প্রস্তাবিত মডেলের নাম দেওয়া হয়েছে "quintessence"।এটাকে ইথারেরই বিকল্প হিসেবে ধরা হচ্ছে। এই ধারণাটি পর্যবেক্ষণাধীন এক্সিলারেটিং মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা হিসাবে ডার্ক এনার্জির অনুমানমূলক রূপের সাথে সম্পর্কিত। একে পঞ্চম মৌলিক শক্তিও[ফিফথ ফান্ডামেন্টাল ফোর্স] বলা হয়।

১৮৯৭ সালে ম্যারি কুরী কিছু দুর্লভ ধাতু থেকে অদ্ভুত রশ্মি দেখলেন যাকে তিনি নাম দিলেন রেডিও এক্টিভিটি। এরপরে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন এ্যাটমের অস্তিত্ব ও আকৃতি নিয়ে ধারণা দেন। এর পরে নিউজিল্যান্ডের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ম্যানচেস্টারে একটা পরীক্ষা করেন যার দ্বারা এ্যাটোমের ভেতরকার অবস্থার ব্যপারে ধারনা লাভ করেন। এরপরে বিজ্ঞানীগন দেখলেন এ্যাটমের ভেতরটা একেবারেই শূন্য। পল ডের্যাকই সর্বপ্রথম পদার্থবিদ যিনি কোয়ান্টাম ও ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স একত্রিত করার চেষ্টা করেন।পল ডের্যাকের ইক্যুয়েশন নতুন এক ধারনাকে প্রস্তাব করেন। সেটা ছিল এন্টি ম্যাটার। তার এন্টি ম্যাটারের আইডিয়া একটা ইলেক্ট্রনকে ব্যাখ্যা করতে পারত, কিন্তু একাধিক ইলেক্ট্রনকে ব্যাখ্যা করতে পারত না যার জন্য নতুন আরেকটি থিওরির প্রয়োজন ছিল। এরপর চলে আসেন রিচার্ড ফাইনম্যান। ফাইনম্যানকে বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইনের পরে ২য় শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী ধরা হয়। তিনি কোয়ান্টামইলেক্ট্রডাইনামিক্স নিয়ে কাজ করেন। তিনি আবিষ্কার করেন শূন্যস্থান(স্পেস/ভ্যাকুয়াম) আসলে শূন্য নয় বরং পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। ভ্যাকুয়ামে প্রতিনিয়ত ম্যাটার ও এন্টি ম্যাটার প্রতিনিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রক্রিয়া চলছে। একে পদার্থবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয় কোয়ান্টাম ফোম। রিচার্ডফাইনম্যান গানিতিক জটিলতা বাদ দিয়ে কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রডাইনামিক্সের একটা বিতর্কিত ইডিওসিনক্রেটিক ডায়াগ্রাম তৈরি করেন। বিশ্বের সব নামজাদা পদার্থবিজ্ঞানীদের কনফারেন্স হয় শেল্টারআইল্যান্ডে। ফাইনম্যান ঠিক করেন তার থিওরি ডায়াগ্রাম সেখানে উত্থাপন করবেন। কনফারেন্সে উপস্থিত হলেন। সবাই একে একে দাড়িয়ে তাদের হাইপোথিসিস উত্থাপন করতে লাগলেন। কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রডাইনামিক্স এর সঠিক ব্যাখ্যা না পেয়ে সবাই হতাশ হচ্ছিল। অবশেষে ফাইনম্যানের পালা, সে নির্ভয়ে তার ডায়াগ্রাম পেশ করলেন।এতেই বিপত্তি বাধলো। নিলস বোর দাড়িয়ে চরম আপত্তি জানালেন। তিনি

সারাজীবন যে এ্যাটমিক স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করেছেন এটা তার বিপরীত। পল ডির‍্যাকও বিরুদ্ধাচারণ করলেন। এমনকি ফাইনম্যানকে এমন ইডিয়ট সাব্যস্ত করা হলো, যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যপারে একদম অজ্ঞ। ফাইনম্যানের একমাত্র অপরাধ ছিল ভিজ্যুয়ালাইজেশন। পরবর্তীতে ফাইনম্যান আরেকজন পদার্থবিদ জুলিয়াকে সাথে নিয়ে আবারো ফাইনম্যান তার তত্ত্বকে উত্থাপন করেন এবং গ্রহনযোগ্যতা লাভ করেন।

এরপরে পদার্থবিদ রবার্ট এলফরওয়ার্ড ক্যাশমেয়ার প্রমাণ করেন, দুটি মেটাল প্লেট ভ্যাকুয়ামের ভার্চুয়াল পার্টিকেলগুলো পরস্পরের দিকে টানে।এটা প্রমাণ করে মূলত ভ্যাকুয়াম স্পেসই আসল মেকানিক্যাল ফোর্স। শূন্যস্থানই পদার্থের ভার্চুয়াল স্থান, সমস্ত শক্তি ও পদার্থের মূল আধার। ডাঃ হ্যারল্ড ই পুথফ বলেন,**"১৯৬৪ সালের দিকে রবার্ট এল ফরোয়ার্ড নামের Hughes Laboratory এক গবেষক দেখিয়েছিলেন যে Casimir Effect নামে একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে যা এটা দেখায় যে এই এনার্জিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।"**

অতএব বুঝতেই পারছেন, নিকোলা টেসলা একা নন। তার মত আরো অনেকেই অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করছেন। উদ্দেশ্য,এ ম্যাজিক্যাল ইথারিয়াল উপাদানকে শুধুমাত্র স্পিরিচুয়াল যাদুসংক্রান্ত চর্চার গণ্ডি থেকে বের করে যান্ত্রিক পর্যায়ে ব্যবহার করা। এর দ্বারা দুনিয়াতে স্বর্গীয় সমৃদ্ধি আর উৎকর্ষতা সাধন করে বৈদিক অদ্বৈতবাদী চেতনায় বিশ্ববাসীকে একসুতোয় গাঁথা। কাব্বালিস্টদের লক্ষ্যও অভিন্ন। এই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও স্বপ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে এ আর্টিকেল সিরিজের শেষ পর্বে।

ঐন্দ্রজালিক শিক্ষাসমূহঃ

জুয়েলস অব ইন্দ্র বা ইন্দ্রের ইথারিয়েল মায়াজাল বেশ কিছু তাৎপর্য বহন করে। উপরে দেখিয়েছি বৈদিক-বৌদ্ধ দর্শনে ইন্দ্রজাল দ্বারা মহাবিশ্বের হলোগ্রাফিক আন্তঃসম্পর্কযুক্ত আন্তঃনির্ভরতা এবং মায়াবাদের শিক্ষা দেয়।
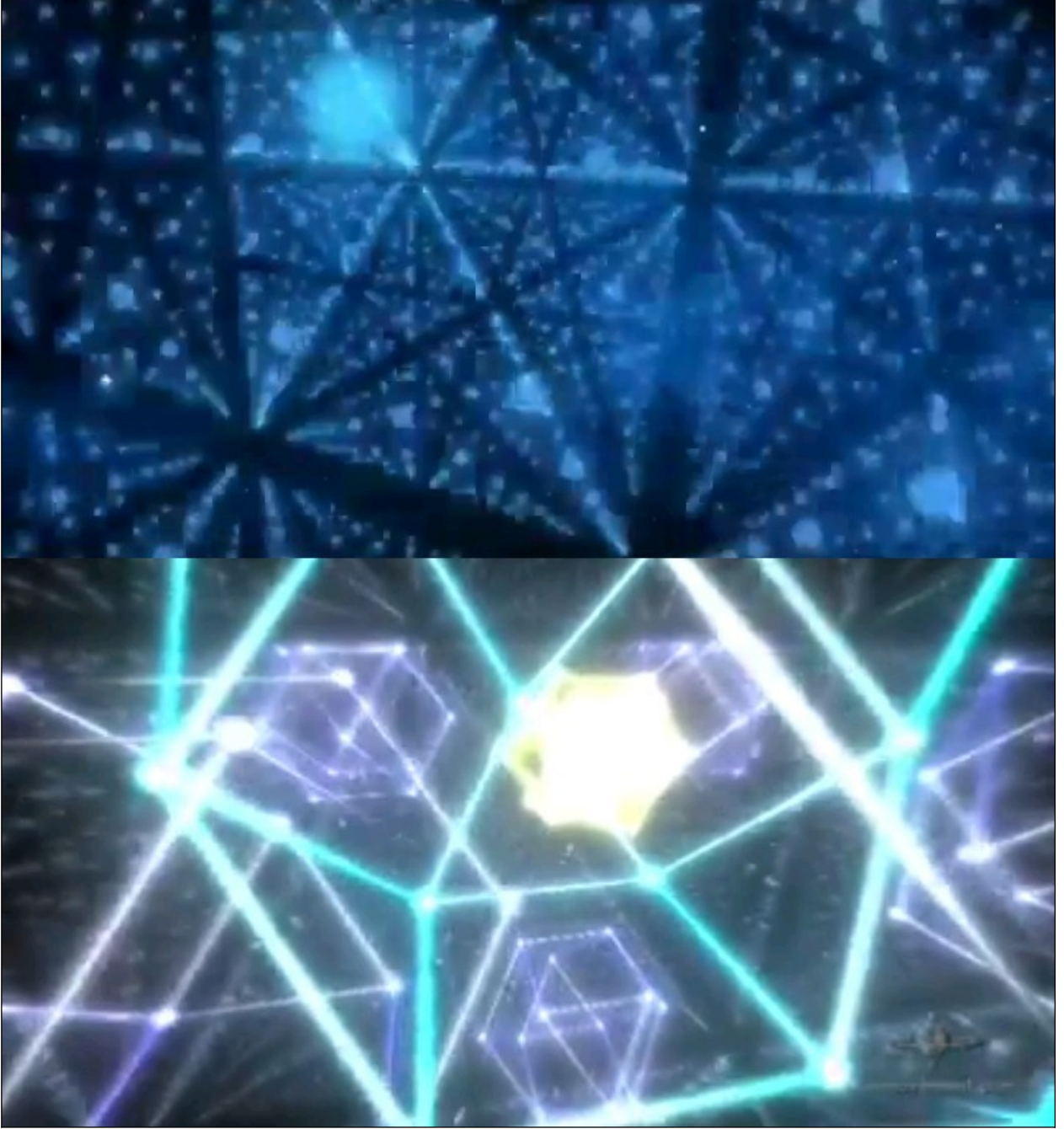
১. ইউনিভার্সের হলোগ্রাফিক প্রকৃতি:

হলোগ্রাম তৈরির অনেক আগে, রত্নের জালটি[জুয়েলস অব ইন্দ্র] হলোগ্রাফির বৈশিষ্ট্যের একটি দুর্দান্ত বর্ণনা: হলোগ্রামের প্রতিটি পয়েন্টে অন্যান্য সকল পয়েন্ট সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। রত্নগুলোর এই প্রতিবিম্বিত প্রকৃতি হলোগ্রাফিক প্রজেকশনের আদি রেফারেন্স হিসেবে ধরা যায়। মাইকেল ট্যালবোটের দ্য হলোগ্রাফিক ইউনিভার্সে সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে যে এই ধরণের ঐন্দ্রজালিক উপমা বিজ্ঞান বিশ্বজগতের একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য শুধু তাই নয়, এটা মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা হিসেবেও গ্রহণযোগ্য বলে ফিজিসিস্টদের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

২. সমস্ত বস্তুর আন্তঃসংযুক্তিঃ

জালের কোনও রত্নকে স্পর্শ করা হলে নোডের অন্যান্য সমস্ত রত্নগুলি প্রভাবিত হয়। এটি সমগ্র মহাবিশ্বের প্রত্যেকের মাঝে গোপন আন্তঃসংযোগ এবং আন্তঃনির্ভরতার সাথে কথা বলে এবং বৌদ্ধধর্মে "ডিপেন্ডেন্ট অরিজিনেশান" ধারণার একটি অপ্রত্যক্ষ উল্লেখ রয়েছে। ইন্দ্রের জালটি জন বেলের থিয়োরামের প্রাচীন উদাহরণ, বা ননলোকাল তত্ত্ব। পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিতজফ কাপ্রা বলেন,**"মহাবিশ্ব একটি আন্তঃসংযুক্ত সমগ্র যেখানে কোনও অংশই অপর অংশের চেয়ে বেশি মৌলিক নয়, যাতে কোনও অংশের বৈশিষ্ট্য অন্য সমস্ত অংশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেই অর্থে, কেউ বলতে পারে যে প্রতিটি অংশই অন্যান্য সমস্ত অংশকে 'ধারণ করে' এবং প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক প্রতিমূর্তির বিষয়টি প্রকৃতির রহস্যময় অভিজ্ঞতার[মিস্টিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স] বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। "**
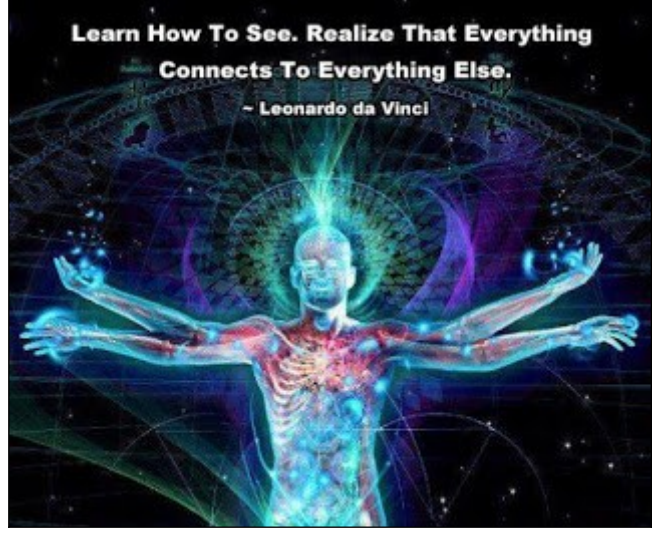
[Capra, Fritjof, The Tao of Physics , Shambhala Publications, Inc, 5 Edition, 2010]

৩.বস্তুজগতের অস্তিত্ব নেইঃ

প্রতিটি নোড, একজন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, অন্য সমস্ত নোডের গুণাবলীকে ধারন করে। হিন্দুধর্ম অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রে ও বৌদ্ধধর্ম অনুসারে বস্তুজগতের এমন ননসলিড বা প্রকৃত সহজাত স্বভাবের অভাবের বিষয়টিকে পাওয়া যায়, এটা ইন্দ্রের সকল নোডের গুণাবলীতে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ সকলেই একই বৈশিষ্ট্য বা একক গুনাবলীর স্বকীয়তা বলে কিছুনেই।

৪. অ -স্থানীয়ত্ব:

ঐন্দ্রজালিক সমস্ত নোডগুলি কেবল প্রতিচ্ছবি হওয়ার বিষয়টি ইঙ্গিত দেয়, যার ফলে এর কোন নির্দিষ্ট একক উৎস পয়েন্ট পাওয়া যায় না, যেখানে থেকে এর সমস্ত উত্থিত হয়েছিল। অর্থাৎ সবকিছুই ননলোকাল।

৫. অন্তর্নিহিত জ্ঞানঃ

মহাবিশ্বের সমস্ত আলোর পুরোপুরি প্রতিবিম্বিত করার ক্ষমতা প্রমাণ করে যে, সমস্ত নোডের মূলে রয়েছে অন্তর্নিহিত ট্রান্সেন্ডেন্টাল জ্ঞান, যা সমস্ত সংবেদনশীল প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সবকিছুই সহজাত বুদ্ধ প্রকৃতির বলে প্রতিপন্ন হয়।

৬. ইল্যুশন বা মায়াঃ

সমস্ত নোডগুলি কেবল অন্য সকলের প্রতিবিম্ব যা সমস্ত উপস্থিতিকে মায়াজাল প্রকৃতির বোঝায়। বাহ্যিকভাবে যা দেখি সেটা আসল বাস্তবতা নয়, বরং বাস্তবতার রিফ্লেক্সন।[৭]

ইথার নামটিকে বিদায় দানের পর কোয়ান্টাম বিপ্লবের বিগত কয়েক দশকে ইন্দ্রজালকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শব্দে, বিভিন্ন পরিভাষায় বলে আসছে। কারো কাছে এটা কোয়ান্টাম ফিল্ড অব ইন্টেলিজেন্স, কেউ বলছে কোয়ান্টাম মাইন্ড, কেউ বলছে ইউনিভারসাল প্রোটো কনসাসনেস,কারো কাছে ভ্যাকুয়াম স্পেস, কেউ ডাকছে জিরো পয়েন্ট ফিল্ড,কারো কাছে কোয়ান্টাম ফোম, কারো কাছে পাইলট ওয়েভ, কেউ বলে কোয়ান্টাম ওয়েভ ফাংশন,কেউ বলে কোয়ান্টাম স্যুপ, কেউ বলে ইমপ্লিকেইট অর্ডার, কেউ বলে প্ল্যাঙ্ক স্কেল, কেউ বলে ইউনিফাইড ফিল্ড, কেউ বলে সুপারস্ট্রিং ফিল্ড। লেখিকা Lynn mctaggart এটিকে বলেছেন "দ্য ফিল্ড"। সার্ন ল্যাবের পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ জন হাগেলিন বলেন, **"বিগত কয়েক শতকে আমাদের বাস্তব জগতের নীতিপ্রকৃতির ব্যাপারে অনেক গভীর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।ম্যাক্রোস্কপিক থেকে মাইক্রোস্কপিক লেভেলে।মলিকিউলার থেকে শুরু করে প্রকৃতির এটোমিক, সাবনিউক্লিয়ার লেভেল পর্যন্ত। যাকে বলে ইলেক্টইউনিফাইড ফিল্ড, গ্রান্ড ইউনিফাইড ফিল্ড,সুপারইউনিফাইড ফিল্ড। আমরা যেটা খুজছি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সের কোর বেসিস, ইউনিভার্সের ফাউন্ডেশন। যেটা সিঙ্গেল ইউনিভার্সাল ফিল্ড অব ইন্টেলিজেন্স। এমন এক ফিল্ড যেটি গ্র্যাভিটির সাথে ইলেকট্রম্যাগনেটিজম, লাইট, রেডিওএক্টিভিটি, নিউক্লিয়ার ফোর্সের সাথে সংযুক্ত করবে। সুতরাং প্রকৃতির সব ধরনের ফোর্স ও পার্টিকেল যেমন কোয়ার্ক,প্রোটন,নিউট্রনকে সংযোগ ঘটাবে। এটা হচ্ছে একক ওশেন অব এক্সিস্টেন্সের বিভিন্ন তরঙ্গ বা ঢেউ। যাকে বলা হয় ইউনিফাইড ফিল্ড বা সুপারস্ট্রিং ফিল্ড। একক ইউনিভার্সাল ফিল্ড অব ইন্টেলিজেন্স, অস্তিত্বের মহাসমুদ্র, মাইন্ড ও ম্যাটারের একদম ভিত্তিমূলে অবস্থিত। সকল ফোর্স ও পার্টিকেল এবং বস্তুত সমস্তকিছুই এই মহাসমুদ্রের ঢেউ। এটাই হচ্ছে ইউনিফাইড ফিল্ড এবং এটা বস্তুত ননম্যাটেরিয়াল ফিল্ড। গ্রহ, বৃক্ষ,প্রানী,জনগন সবকিছুই সুপারস্ট্রিং ফিল্ডের তরঙ্গের কম্পন।আমরা সত্যিই আসলে একটি চেতনা বা ধারনাগত মহাবিশ্বে**

বাস করি। কোয়ান্টাম মেকানিকস শুধুই সম্ভাব্য তরঙ্গের ক্রিড়া ও প্রদর্শনী। এই কথাগুলোর মূল বক্তব্য এটাই যে আপনি প্রকৃতির নীতিগুলোর যত গভীরে প্রবেশ করবেন ততই অবস্তুগত অস্তিত্বকে দেখা যাবে। বরং ততই জীবন্ত চেতনাময় মহাবিশ্বকে দেখা যাবে। এরপরে আমরা একেবারে ভিত্তিমূলের ইউনিফাইড ফিল্ডে পৌছালে দেখব এটা একটি ফিল্ড অব ইন্টেলিজেন্স। কারন এটা মহাবিশ্বের সকল মৌলিক পার্টিকেল, ফোর্স ও নীতির ফাউন্টেনহেড যা মহাবিশ্বের সকল প্রাণ সত্তাকে পরিচালনা করে। এটাই ইউনিফাইড ফিল্ডকে প্রকৃতির সবচেয়ে বেশি কন্সেন্ট্রেটেড ফিল্ড অব ইন্টেলিজেন্স করে। এটা অবস্তুগত, গতিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা। এগুলোই ইউনিফাইড ফিল্ডের উপাদান।"

এই ইথারিয়েল ঐন্দ্রজালিক ইউনিফাইড ফিল্ডের ব্যপারে সবচেয়ে বিশদব্যাখ্যা দিয়েছেন ইহুদী পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ ডেভিড বোহম। বোহমের ইহুদী ব্লাডলাইন উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে পদার্থবিদ্যার উৎকর্ষের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে ইহুদিদের কাব্বালাহ। কাব্বালিস্টিক সমস্ত কিতাবাদিকে বলা যায় পদার্থবিজ্ঞানেরই কিতাব। তাতে প্রকৃতির নীতি প্রকৃতির এমন সব উচ্চমার্গীয় বিষয়ও উল্লেখ আছে যা এখনো প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞান সরাসরি আলোচনা করেনা। কাব্বালার ওরাল ট্রেডিশন সবচেয়ে শক্তিশালী সেন্ট্রাল ইস্টার্ন ইউরোপে। মজার বিষয় হলো ইউরোপকেন্দ্রীয় অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীরা এই এলাকা থেকে এসেছে। এমনকি আইনস্টাইনও ইহুদি পদার্থবিদ। এরা সকলেই বৈদিক ইন্দ্রজালের পথে হেটেছে। আইনস্টাইন ছিলেন ভগবতগীতা এবং বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী। তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সায়েন্টিফিক ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম, তিনি এর মাঝে কস্মিক রিলিজিয়াস ফিলিং পেয়েছেন যেটাকে ভবিষ্যতে গোটা পৃথিবীর একক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার আশা পোষন করেছেন। একইভাবে থিওসফিক্যাল সোসাইটির যিদ্দুকৃষ্ণমূর্তির ভক্ত ছিলেন মহান কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট ডঃ ডেভিড বোহম।

ডেভিড বোহম ইন্দ্রজালবিদ্যা তথা আকাশিক ফিল্ডের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ইউনিফাইড ফিল্ড তথা সমস্ত বস্তুজগতের ভিত্তিমূলের সুপারফ্লুইড ইথারিয়েল রিয়ালিটির এবং বস্তুজগতের স্তরকে আলাদা দুইভাগে ভাগ করেন। এনফোল্ডেড অর্ডার বা সাবএ্যাটোমিক রিয়ালিটিকে নাম দিয়েছিলেন ইমপ্লিকেইট
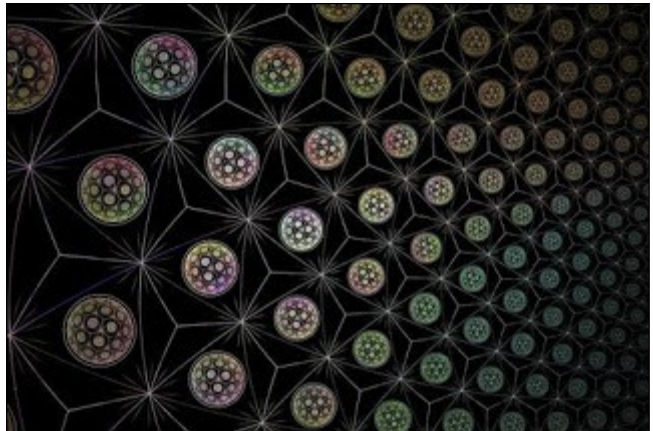
অর্ডার আর আমাদের বস্তুজগতকে বলেছেন এক্সপ্লিকেট অর্ডার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম স্পেস বা শূন্যস্থান জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই ইমপ্লিকেট অর্ডার। এই স্পেস শূন্য নয় বরং ইনফিনিট এনার্জিতে ভরা যার ফ্লাকচুয়েশন থেকেই সৃষ্টি হয় ম্যাটার বা সলিড পদার্থ। ডাঃ বোহম অনুমান করেছিলেন কণাগুলি পর্যবেক্ষকদের অনুপস্থিতিতে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি নিলস বোরের অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের নীচে একটি বাস্তবতা ধরে নিয়েছিলেন। তিনি এ ফিল্ডটিকে 'কোয়ান্টাম পটেনশিয়াল' নাম দিয়েছিলেন। এটি গ্রাভিটির মতো সমস্ত স্থান জুড়ে আছে; তবে দূরত্বের জন্য কমেনি। সারকথা হচ্ছে এটি হচ্ছে ইথার। অংশগুলির আচরণটি আসলে পুরোটা দ্বারা সংগঠিত ছিল।তিনি বলেন যে এই wholeness আসলে আরও প্রাথমিক বাস্তবতা [প্রাইমোর্ডিয়াল রিয়ালিটি]। বোহমের কোয়ান্টাম পটেনশিয়ালের ধারণা অনুযায়ী সাবোটমিক কণাগুলি অত্যন্ত জটিল, গতিশীল সত্তা যা একটি সূক্ষ্ম পথ অনুসরণ করে এবং তা সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে কোয়ান্টাম পটেনশিয়ালিটি সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে আছে এবং তা সমগ্র পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কণার গতি নির্দেশ করে। ডাঃ বোহমের কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতে, লোকেশানের অস্তিত্ব বলে কিছু থাকেনা। **"মহাকাশের সমস্ত পয়েন্টের স্থানগুলো অন্যান্য পয়েন্টগুলির সমান।"** ননলোকালিটি বোহমের গবেষণার একটি কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে ছিল।সার্নের পদার্থবিজ্ঞানী জন বেল বোহমের কাজে মুগ্ধ হয়ে নন লোকালিটির প্রমাণে কাজ শুরু করেন এবং প্রমান পান যে সব নন লোকাল। বোহম বলেন,**"কোয়ান্টাম সম্ভাব্যতা সমস্ত স্থানের[স্পেস] মধ্যে ছড়িয়ে আছে, সমস্ত কণা অ-স্থানীয়ভাবে পরস্পর সংযুক্ত রয়েছে। সাবএ্যাটমিক স্পেসের শূন্যস্থানের মধ্যে দিয়ে চলন্ত কণাগুলো একে অপরের থেকে পৃথক নয় এবং এটা এমন একটি জিনিস যেখানে সমস্ত জিনিস অবিচ্ছিন্ন জালের[net] অংশ এবং এমন একটি স্পেসে এম্বেডেড হয়ে থাকে যেটা ঠিক ততটাই বাস্তব ও প্রক্রিয়াসমৃদ্ধ যেমন করে এর মধ্য দিয়ে পদার্থ প্রবাহিত হয়।"**

অর্থাৎ বোহম সরাসরি ইন্দ্রজালকে বৈজ্ঞানিক পরিসরে ব্যাখ্যা করছেন সায়েন্টিফিক টার্মিনোলজির দ্বারা। ইন্দ্রজালটি পরস্পর সংযুক্ত এবং জালে অজস্র রত্ন রয়েছে যার উপর অন্যসকল রত্নের প্রতিফলন ঘটে। অর্থাৎ এটি একটি ইন্টারকানেক্টেড ওয়েব যার প্রতিটির মাঝে প্রতিটির চিত্র বিদ্যমান, অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ বা পার্টিকেলে গোটা মহাবিশ্বের সকল পার্টিকেলের ইনফরমেশন এনফোল্ড অবস্থায় আছে। তিনি বলেন, **"আমরা সকলেই অদৃশ্য**

সংযোগের একটি ফ্যাব্রিক দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। এই ফ্যাব্রিক ক্রমাগত পরিবর্তন এবং বিকশিত হয়। এই ক্ষেত্র বা ফিল্ডটি সরাসরি আমাদের আচরণ এবং আমাদের উপলব্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়।...যেমন একটি হলোগ্রামের প্রতিটি অংশে পুরো চিত্র রয়েছে, তেমনি মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ পুরোটি এনফোল্ড অবস্থায় আছে।"

১৯৪০ এর সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় লরেন্স রেডিয়েশন পরীক্ষাগারে প্লাজমা নিয়ে গবেষণার করার সময় বোহম লক্ষ্য করেছিলেন, একবার ইলেক্ট্রন প্লাজমায় ছিল (যার বৈদ্যুতিন এবং ধনাত্মক আয়নগুলির ঘনত্ব উচ্চমাত্রার ছিল), তারা পৃথক কণার মতো আচরণ করা বন্ধ করে দেয় এবং ইউনিটের মতো আচরণ শুরু করে। প্লাজমা এমন একটি গ্যাস যা একটি উচ্চ ঘনত্বের ইলেক্ট্রন এবং ধনাত্মক আয়নগুলিকে ধারণ করে। ডঃ বোহম দেখেছিলেন, একবার প্লাজমায় সাবএটমিক কণাগুলি স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করা বন্ধ করে দেয় এবং একটি বৃহত্তর আন্তঃসংযুক্ত সামগ্রীক অংশ হিসাবে আচরণ করে। প্লাজমা চরম স্ব-সংগঠনের প্রভাব তৈরি করে।ডঃ বোহমের ধারণা হয়েছিল ইলেক্ট্রনের সমুদ্রটি যেন 'জীবিত'। সমগ্র এ সমুদ্রের কণাগুলি এমন আচরণ করছিল যেন এটি তাদের কাছে জানা ছিল যে, অন্য কোটি কোটি পার্টিকেলগুলো কি কাজ করছে।পাশ্চাত্যের রিয়ালিটির ব্যাপারে মেকানিস্টিক ধারনার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বোহম স্বাতন্ত্রতাকে মায়াজাল বলে অভিহিত করেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে বাস্তবতার গভীরতর স্তরে আমরা এবং সেইসাথে সমস্ত পদার্থ যা সমস্ত বিষয় তৈরি করে, তারা এক এবং অবিভাজ্য। বোহমের মতে, "খালি জায়গা" এনার্জি এবং তথ্য দিয়ে পূর্ণ। এটি জড়িত অর্ডারটির একটি গোপন জগত, এটি "জিরো পয়েন্ট ফিল্ড" বা "আকাশ" নামেও পরিচিত।তিনি বলেন,**" স্পেস শূন্য বা খালি নয়। এটি পরিপূর্ণ, শূন্যতার বিপরীতে পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ এবং আমাদের সহ সকল অস্তিত্বের ভিত্তি। মহাবিশ্ব এই মহাজাগতিক সমুদ্র থেকে পৃথক নয়।"** তিনি আরো বলেন,**"আমরা যাকে ফাঁকা জায়গা বলি তাতে অপরিসীম শক্তি রয়েছে এবং আমরা সেই ম্যাটারের ব্যাপারে যা জানি তা হলো, এটা খুবই ছোট,ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরের দিকে "কোয়ান্টাইজড" উদ্বেলিত ওয়েভের ন্যায়,এটা অনেকটা বিশাল সমুদ্রের উপর ছোট্ট ঢেউয়ের ন্যায়।"**

অন্যত্র বলেনঃ**"হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন যে সমস্ত বস্তু ইনফরমেশন(0/1 bits) থেকে কাজ করে,শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্র বা ডিএনএ এর বস্তু নয় যা কোষে কাজ করে, যদিও ইলেক্ট্রন খালি স্থান থেকে তৈরি হয় যা ইনফরমেশনের কোনও অজানা উৎস দ্বারা প্রকাশিত হয়, যা সমস্ত শূন্য স্থান জুড়ে রয়েছে । এবং আমাদের নেই, চিন্তা, আবেগ এবং পদার্থের মধ্যে তীব্র বিভাজন নেই। আপনি দেখেন যে তারা একে অপরের মধ্যে প্রবাহিত। এমনকি আপনার সাধারন অভিজ্ঞতায় আপনার চিন্তাভাবনা,আবেগগুলি শরীরের মধ্যে সচল পদার্থের মধ্যে প্রবাহিত হয়। অথবা শরীরে পদার্থের সঞ্চালব আবেগ এবং চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়। এখন একমাত্র বক্তব্য হলো বর্তমান বিজ্ঞানের কোনও ধারণা নেই যে কীভাবে চিন্তা(thought) এমন কোনও বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে যার সাথে শরীরের কোন সংযোগ নেই অথবা কোন সরাসরি কোন প্রক্রিয়া দ্বারা সংযুক্তও নয়। তবে এবার আপনি যদি বলেন যে, বস্তুজগতের অস্তিত্বের পুরো স্থলটি শূন্যস্থানের(empty space) মধ্যে মোড়ানো এবং সমস্ত পদার্থ এই স্পেস থেকে আসছে, এমনকি আমাদের মস্তিস্ক, আমাদের চিন্তাসহ এখান থেকে আসছে ...তাহলে পদার্থের সৃষ্টির জন্য ইনফরমেশন স্পেস বা শূন্যস্থানকে বিদীর্ন করে। আপনি বলতে পারেন যে পদার্থ এটা যে ইনফরমেশন বহন করে, এর উপর ভিত্তি করে আকৃতি ধারন করে, আর তাই চিন্তাপ্রক্রিয়া খালি স্পেসের ইনফরমেশনকে উল্টিয়ে দিতে সক্ষম। তাই আমি বলব যে এটা সম্ভব বলেই মনে হয়, এজন্য এটা আসলেই ঘটে কিনা তা দেখতে খুব গভীর পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন।"**

তিনি মহাবিশ্ব সম্পর্কে বাস্তবতার দুটি স্তর বা লেভেলকে ধারণা করেছিলেন:
ইমপ্লিকেট(এনফোল্ডেড) অর্ডার - বাস্তবতার গভীর স্তর (অদেখা মেটাফিজিক্যাল স্থান/কাল)।
এক্সপ্লিকেট (আনফোল্ডেড) অর্ডার - আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বের স্তর (ফিজিক্যাল স্থান / সময় দেখা)। তিনি আমাদের বস্তু জগতকে ওই দুটি অর্ডারের মধ্যে অগণিত এনফোল্ডিং এবং আনফোল্ডিং এর ফলাফল বলে মনে করতেন। এই এনফোল্ডিং এবং ফোল্ডিংগুলিকে সময় / স্থান এবং স্থান / সময় দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমাগত অসোলেশনের(দোলন) সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যখন কোন পার্টিকেল ধ্বংস হয়ে যায় বলে মনে হয়, এটি মূলত তখন হারিয়ে যায় না। এটি যে গভীরতর ক্রম থেকে এসেছিল, তাতেই আবার ফিরে যায় [ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশান]। রিয়ালিটির এ দুই অর্ডার বা স্তরের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত এ আসা যাওয়া তথা বাহ্যত ধ্বংস ও সৃষ্টি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে কণাগুলি[পার্টিকেলস] এক ধরণ থেকে অন্য ধরণে রূপান্তরিত হয়। এটি কোয়ান্টাম ইউনিট কীভাবে কণা বা তরঙ্গ হিসাবে প্রকাশ পায় তাও ব্যাখ্যা করে।তিনি বলেনঃ **"What is, is always a totality of ensembles, all present together, in an orderly series of stages of enfoldment and unfoldment, which**

intermingle and interpenetrate each other in principle throughout the whole of space.”

বোহমের নিকট সমস্ত বাস্তবতা হচ্ছে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যেখানে সমস্ত প্রকাশিত অবজেক্টগুলি ধ্রুবক প্রবাহের অবস্থায় থাকে। "ইমপ্লিকেট অর্ডার" এবং "এক্সপ্লিকেট অর্ডার" এর ধারণাগুলো প্রবর্তন করে বোহম যুক্তি দিয়েছিলেন যে মহাবিশ্বের খালি জায়গায় সমস্ত কিছু রয়েছে। এটা মূলত এক্সপ্লিকেট বা প্রকাশ্য বস্তুজগতের উৎস এবং এটি বিশুদ্ধ তথ্যের[ইনফরমেশন] ক্ষেত্র। এখান থেকে, ফিজিক্যাল, পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা উদ্ভাসিত হয় এবং আবারও এটিতে ফিরে আসে। প্রকাশ্য বা এক্সপ্লিকেট অর্ডার থেকে ইমপ্লিকেট অর্ডারে থেকে পদার্থের ফেরত, এবং সমস্ত পদার্থের বার বার এনফোল্ডিং-আনফোল্ডিং প্রক্রিয়াকে বোহম বলেছেন হলোমুভমেন্ট। বোহম বলেনঃ **"The actual order (the Implicate Order) itself has been recorded in the complex movement of electromagnetic fields, in the form of light waves. Such movement of light waves is present everywhere and in principle enfolds the entire universe of space and time in each region. This enfoldment and unfoldment takes place not only in the movement of the electromagnetic field but also in that of other fields (electronic, protonic, etc.). These fields obey quantum-mechanical laws, implying the properties of discontinuity and non-locality. The totality of the movement of enfoldment and unfoldment may go immensely beyond what has revealed itself to our observations. We call this totality by the name holomovement.”**

তিনি ‘হলোগ্রাম’ না বলে হলোমুভমেন্ট শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন কারণ হলোগ্রাম স্থির এবং অন্য দিকে হলোমুভমেন্ট দ্বারা গতিশীলতা বোঝায়। সব কিছুই গতিশীল। হলোমুভমেন্ট আরও ব্যাখ্যা করে যে বাস্তবতা কেন সাবকোয়ান্টাম স্তরে ননলোকাল অবস্থায় থাকে।
ডঃ বোহম বলতেন, মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই একটি ধারাবাহিকতার অংশ - অন্য সব কিছুর এক বিরাম বিস্তৃতি, এমনকি এনফোল্ডেড এবং আনফোল্ডেড অর্ডারের পরস্পর মিশ্রিত। তিনি এটা বলেন না যে মহাবিশ্ব একটি ‘জায়ান্ট আন্ডিফারেনশিয়েটেড ম্যাস’, বরং এর প্রত্যেক অংশ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অবিভক্ত চলমান প্রক্রিয়া। তিনি বলেন,**"নীতিগতভাবে এই বাস্তবতা হলো পুরো মহাবিশ্বের সমস্ত ক্ষেত্র এবং কণা সহ অখণ্ড একক। সুতরাং আমাদের বলতে হবে যে হলোমুভমেন্টটি বহুমাত্রিক ক্রমে এনফোল্ড এবং আনফোল্ড করে, এর ডাইমেনশনালিটি অসীম।**

সুতরাং সাবটোটালিটির রিলেটিভ অটোনমি প্রিন্সিপ্যাল অনুযায়ী - এখন বাস্তবতার বহুমাত্রিক ক্রম[multi-dimensional order] প্রসারিত হতে দেখা যায়।"[৮]

—Physicist David Bohm on the Holographic Universe

ডঃ বোহম লিখেছেন, **"যে কোন ফর্ম বা আকৃতির সক্রিয় হবার ক্ষমতা হলো মনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এবং ইলেকট্রনের সাথে ইতিমধ্যে মনের[mind] মতো কিছু রয়েছে।"** ফিজিসিস্ট ব্রায়ান জোসেফসন বিশ্বাস করেন যে, বোহমের ইমপ্লিকেট অর্ডার একদিন ঈশ্বর বা মনকে বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। অ্যানিমেট এবং জড় পদার্থগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবন এবং বুদ্ধি পদার্থ, শক্তি, স্থান, সময় এবং সমগ্র মহাবিশ্বের ফ্যাব্রিক উপস্থিত হয়। এটা প্যানসাইকিজমের ধারণা যা অকাল্ট এসোটেরিক স্কুলগুলোর[যাদু ও কুফরি বাতেনি অধিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা] একটি ভিত্তি। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী বোহমের কাজকে সমর্থন করেন যেমন: Roger Penrose (Oxford), Bernard d'Espagnat (University of Paris) এবং Brian Josephson (Cambridge)। বোহম বিশ্বাস করতেন যে তার দেহ ম্যাক্রোকোজমের একটি মাইক্রোকোজম এবং মহাবিশ্ব একটি স্পিরিচুয়াল/আধ্যাত্মিক স্থান যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সহাবস্থানে থাকে। তিনি বলেন,**"আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ পুরো মহাবিশ্বকে এনফোল্ড করে।"**

∞ In Quest of Infinity ∞

"To see a World in a Grain of Sand. And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinityin the palm of your hand. And Eternityin an hour."

-William Blake-

ডঃ ডেভিড বোহমের ব্যাখ্যায় বলা আকাশিক ইউনিফাইড ফিল্ডে হলোগ্রাফিক মুভমেন্ট[হলোমুভমেন্ট] এর অনেকটা এরূপ যে ইউনিফাইড ফিল্ডের Ethereal superfluid substance প্রচণ্ড গতিতে অনবরত অসোলেট করে ম্যাটারে আনফোল্ড হচ্ছে যেটা আমরা ত্রিমাত্রিক বস্তুজগতে সলিড পদার্থ হিসেবে দেখি। ত্রিমাত্রিক জগতের কোন বস্তুর সামান্য স্থান পরিবর্তন বা সঞ্চালন পদার্থে পরিপূর্ণ ভ্যাকুয়াম স্পেস বা কথিত ফাঁকাস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে অনবরত পদার্থে রূপান্তর ঘটায়। এখানে পদার্থে রূপান্তরকারী হিসেবে যে চৈতন্য কাজ করে সেটা এই কোয়ান্টাম আকাশিক ফিল্ডেই আছে। এটাই ব্রহ্মচৈতন্য। হলোমুভমেন্ট এর প্রকৃতি বুঝতে নিচের লিংকে প্রবেশ করা যেতে পারেঃ
https://www.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg
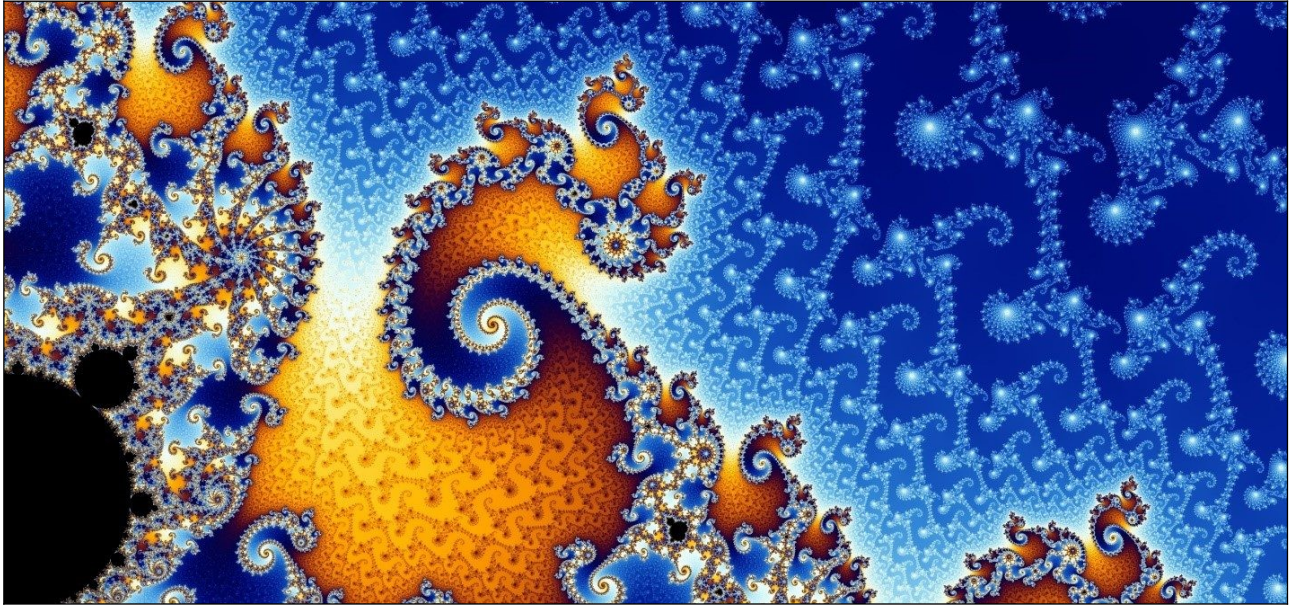
পদার্থের মূল কখনো ধ্বংস হয়না, এটা শুধুই ইমপ্লিকেট ও এক্সপ্লিকেট অর্ডারের মধ্যে এনফোল্ড এবং আনফোল্ড করে। এই হলোমুভমেন্ট একটি ইনফিনিট প্যাটার্ন। এর প্রতিটি অংশের মধ্যে সেল্ফসিমিলার স্ট্রাকচার রয়েছে। প্রতিটি মাইক্রো অংশের মধ্যে ম্যাক্রো স্ট্রাকচার। Macrocosm within microcosm। এটা মূলত প্রাচীন যাদুকরদের যাদুশাস্ত্র উৎসারিত বিদ্যা বা আকিদা। যাদুকররা সবসময় পার্থিব জগতে ইনফিনিটির অনুসন্ধান করে। যেহেতু তারা সৃষ্টিকর্তা বলতে আলাদা সত্তাকে অস্বীকার করে মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা সমস্ত আকাশিক ইথারিয়েল ফিল্ডকে ডিভিনিটি দান করে,সেহেতু তাদের মেটাফিজিক্যাল জ্ঞান বা শিক্ষায় সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে

অসীমতা,অন্তহীনতা [∞] আরোপ করে। উদ্দেশ্য: সৃষ্টিকর্তাবিহীন আত্মনির্ভরশীল মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটির আকিদা বিনির্মাণ যাতে সবকিছুই অনন্ত-অসীম-সীমাহীন। এই বিষয়টি তারা প্রাচীন অরোবোরাস সিম্বল এবং Endless Knot দ্বারা বোঝাতো। মাইক্রোস্কপিক বা ক্ষুদ্র পরিসরে সকল অনু পরমাণু অসীম এসোলসশনের ফল। প্রত্যেক এ্যাটম অসীম শক্তির ধারক। প্রত্যেক পরমানুর সোর্স অসীম। প্রত্যেক এ্যাটমই সিঙ্গুলারিটি। প্রত্যেক পার্টিকেলের মাঝে ম্যাক্রোস্কপিক লেভেলের সমস্ত বিল্ডিংব্লক,জিওমেট্রিক প্যাটার্ন ধারন করে। ধরুন আপনি পার্টিকেলটিকে যত জুম করে নিচের লেয়ারে যাবেন,ততই নতুন নতুন মাইক্রো ইউনিভার্সকে আবিষ্কার করবেন।

একইভাবে ম্যাক্রো লেভেল বা বৃহত্তর জগতে যত উপরে যাবেন সেল্ফ সিমিলার প্যাটার্ন আবিষ্কার করবেন। এটাই হার্মেটিসিজমের As Above, so below - As within so without প্রিন্সিপ্যাল[নীতি]। প্রতিটি এ্যাটম যেভাবে একেকটি সেল্ফ সাস্টেইন্ড সিঙ্গুলারিটি, একইভাবে ম্যাক্রোলেভেলে গোটা ইউনিভার্স সিঙ্গুলারিটির ফসল। সে হিসেবে সমস্ত বস্ত ও প্রানী অসীম অস্তিত্ব। এজন্য যাদুকরদের দৃষ্টিতে তারা অসীম ক্ষমতা ও সম্ভাবনার অধিকারী। মৃত্যুকে তারা অমরত্বের আরেকটি প্লেইন অব এক্সিস্টেন্স মনে করে। যাদুকরদের এই অসীমতার আকিদার জন্য তারা দুনিয়াতে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। এজন্যই হাজার বছর ধরে আলকেমিক্যাল পরশ পাথরের খোঁজ করে গেছে আলকেমিস্ট যাদুকররা। এই অসীমতা ও অমরত্বের পথেরই শিক্ষাই দেয় ইহুদী যাদুবিদ্যার ট্রেডিশন কাব্বালার ট্রি অব লাইফ[সাজারাতুল খুলদ]। বস্তুত, এই সম্ভাবনার আশা ও প্রতিশ্রুতি যাদুকররা গ্রহন করেছে সরাসরি শয়তানের থেকে। আল্লাহ সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতে ইহুদীদের যাদুশিক্ষার বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। এ শয়তানের ওয়াদাহ এর অরিজিন আরো অনেক প্রাচীন। ইবলিস সর্বপ্রথম জান্নাতে আদি পিতা-মাতা আদম[আঃ] ও হাওয়াকে [আঃ] নিষিদ্ধ সাজারাতুল খুলদ বা অনন্তজীবন প্রদায়ী বৃক্ষের মিথ্যা আশা দেখিয়েছিল। শয়তান এই ইনফিনিটির প্রাচীন আশা এখন যাদুশাস্ত্রের মাধ্যমে দেখায়। এই infinitude যাদুশাস্ত্রের একদম মৌলিক ঐন্দ্রজালিক শিক্ষার একটি। এজন্য যাদুকরদের আকিদাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যেখানে সৃষ্টিকর্তাকে যৌক্তিকভাবে নিষ্প্রয়োজন প্রমাণ করা হয়। এজন্য অকাল্ট টেক্সট বা যাদুশাস্ত্র মানেই কুফরি[Disbelief]। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যপার হলো এই অকাল্ট ফিজিক্স - অকাল্ট ফিলসফির এ্যাডভান্স রূপ হচ্ছে আজকের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান। এরই শিক্ষা দিয়েছেন প্লেটো-

পিথাগোরাস থেকে শুরু করে হাইজেনবার্গ,শ্রোডিঞ্জার,প্ল্যাঙ্ক,হুইলার, বোর,বোহমরা।এই কুফরি অকাল্ট আকিদার শিক্ষা এখন অব্যাহতভাবে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। ফিরে গেছে বৈদিক হলোগ্রাফিক হলোমুভমেন্টে।

ডেভিড বোহমের বর্নিত ঐন্দ্রজালিক অসীমতার শিক্ষা আরো বেশি যৌক্তিকভাবে গ্রহনযোগতা লাভ করে জনাব বেনোয়া ম্যান্ডেলব্রটের ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকস আবিষ্কারের মাধ্যমে। এতে দেখানো হয় কিভাবে ফাইনাইট সিস্টেমের মধ্যে ইনফিনিট প্যাটার্ন থাকতে পারে।আধুনিক যাদুশাস্ত্রের অনুসারী,জ্যোতিষীরা হার্মেটিক এ্যাজ এ্যাবোভ সো বিলৌ, এ্যাজ উইথইন সো উইথআউট এর নীতির উপর নির্ভর করে বিশ্বাস করে যে, আমাদের বাস্তবজগত ফ্র্যাক্টাল জিওমেট্রির অনুরূপ কোন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট[fractal reality]। ইতিহাস, প্রকৃতি,মানব সভ্যতা, মানবদেহ সহ সবকিছুই ইনফিনিট ফ্র্যাক্টাল প্যাটার্ন দ্বারা তৈরি। মিস্টিক-অকাল্টিস্টরা রিয়ালিটির অসীমতা বোঝাতে এই ফ্র্যাক্টাল ম্যান্ডেলব্রটের সাহায্য নেয়। ফ্রাক্টালকে থাম্বপ্রিন্ট অব গড বলা হয়[৯]। এটা ইন্দ্রজালকে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করে। এই ম্যাথম্যাটিকসকেই ব্যবহার করে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি তথা গেইম, এনিমেশন ও হলিউডের সায়েন্স ফিকশন ফিল্মের বৈচিত্র্যময় জগৎ নির্মাণ করা হয়। ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকসের ইনফিনিটির পেছনে আছে ইটেরেইশান বা ফিডব্যাক মেকানিজম। যাদুকরদের প্রাচীন বিশ্বাস, আমাদের বস্তুজগতও ভ্যাকুয়াম ফিল্ডে এনার্জেটিক ইটেরেশন বা ফিডব্যাক মেকানিজমেরই বহিঃপ্রকাশ। ফিডব্যাক মেকানিজমের ধারনা দিয়েছিলেন জন ডেভিস। চৈতন্য বা কনসাসনেস হচ্ছে একটা ফাংশন যার মাধ্যমে স্পেস নিজের সাথে ফিডব্যাক মেকানিজম সচল রাখে। অর্থাৎ কনসাসনেস ক্রিয়েটস রিয়ালিটি।আমরা স্পেসের স্ট্রাকচারের মধ্যে ইনফরমেশন প্রবেশ ঘটাই আর স্পেস-টাইম সেই ইনফরমেশন ফিডব্যাক ঘটায়। এটা একটা ইটারনাল সাইক্লিক্যাল প্রসেস। এই ফিডব্যাক মেকানিজমই অরোবোরিক সেল্ফ অর্গানাইজড সিস্টেমের পেছনে দায়ী। অর্থাৎ একটি সাপ অনন্তকাল ধরে নিজের লেজ নিজেই গিলছে[অরোবোরাস]।

ম্যান্ডেলব্রটের ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকসকে ফিজিক্সের ব্যাখ্যায় সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন নাসিম হারামাঈন নামের এক সুইস এ্যামেচার পদার্থবিদ। তার ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরিতে হলোগ্রাফিক থিওরি ও ফ্রাক্টাল ম্যাথম্যাটিকসকে একিভূত করে নাম দিয়েছেন হলোফ্র্যাক্টাল। হলোফ্র্যাক্টাল রিয়ালিটি আমাদেরকে একটা ইন্টারপেনেট্রেবল, ইন্টারডিপেন্ডেন্ড, ইন্টারকানেক্টেড সিস্টেমকে দেখায় যেখানে সবকিছু সবকিছুর সাথে যুক্ত, সবকিছু সবকিছু নির্ভরশীল। ইন্দ্রজালের আধুনিক রূপায়ন এই ইন্টারকানেক্টেড ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকসের অরিজিন মূলত জ্যোতিষশাস্ত্র। অভিশপ্ত জ্যোতিষবিদ্যাতেই এরকম জিওমেট্রিক প্যাটার্ন মেলে। উদাহরণস্বরূপ ডানের ছবিতে প্রদত্ত ছবিতে তিব্বতীয় এস্ট্রলজিক্যাল জিওমেট্রিকে দেখুন। এটা হলোফ্র্যাক্টাল জিওমেট্রিক প্যাটার্নেরই আদি রূপ। সুতরাং দেখা যায় এনিমেশন, কম্পিউটার সিমুলেশন গুলোয় ব্যবহৃত ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকসের উৎস প্রাচীন জ্যোতিষীগুলো, যারা প্রকৃতির ল', ফোর্স এবং প্যাটার্ন নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করে নক্ষত্রমণ্ডল ও মনুষ্য জীবনের সম্পর্ক ও প্রভাব বের করত। আধুনিক স্বীকৃত বিজ্ঞানীরাও আজ সেই প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রীয় চিন্তাধারার স্বীকৃতি দিচ্ছে নক্ষত্রের সাথে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলে। বিজ্ঞানীরা এখন মানুষের ও নক্ষত্রের ফিজিক্যাল কানেকশন তথা আন্তঃসম্পর্কের স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তারা এই অনুভূতিকে তুলনা করছে ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থযাত্রার সাথে। নিউএজ প্যাগানদের এস্ট্রলজিক্যাল চিন্তাধারাকে শুদ্ধ বলছেন। নিজেদেরকে বলছে স্টারডাস্ট। নিলস ডি'গ্রাস টাইসন বলেন,**"আমরা নক্ষত্রকে ট্রেস করতে পারি, আমরাই নক্ষত্র। নক্ষত্রগুলোর শেষ বয়সে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়ে তাদের সকল উপাদান গুলো চারদিকে বিক্ষিপ্ত করে। সেগুলোই গ্যাস ক্লাউডে রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তীতে নক্ষত্র এবং গ্রহে পরিনত হয় এবং জীবন তৈরি করে। তো এই যে কস্মিক পার্স্পেক্টিভ যেটা ব্রহ্মান্ডের তীর্থযাত্রা, এখানে কিছু মানুষ বলে যে আমি মহাবিশ্বের তুলনায় কত ক্ষুদ্র! না তিনি সঠিকভাবে চিন্তা করছেন না। আমি এভাবে দেখি যে আমার শরীরে যেসব মলিকিউল আছে সেগুলো ব্রহ্মাণ্ডেও বিদ্যমান,তো আমি যখন মহাবিশ্বের দিকে তাকাই আমি নিজেকে বড় অনুভব করি, ব্রহ্মাণ্ডের সাথে আমাদের একরকম গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান যেটা নিউএজ আধ্যাত্মবাদীদের চিন্তাধারার সাথে গভীরভাবে মেলে।আমি এ ব্যপারে একদমই এ্যাপোলোজেটিক হবো না, যার সাথেই মিলুক না কেন, যান, গিয়ে সেটা গ্রহন করুন। এটা বেশ সত্য যে 'আমরা সত্যিই স্টার ডাস্ট'। সর্বোচ্চ এবং প্রশংসনীয়তার সাথে এই বাক্যটিকে আমরা**
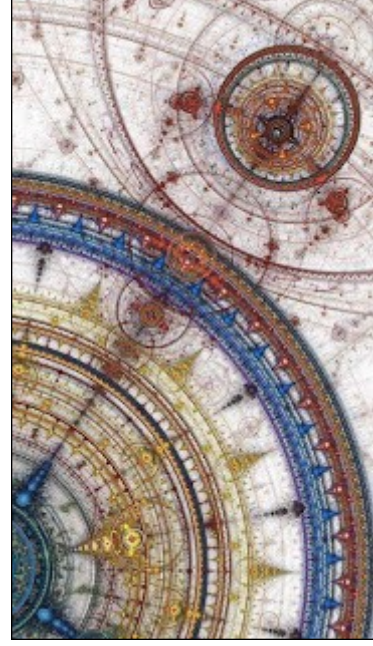
ব্যবহার করতে পারি। আমরা যে মলিকিউলে তৈরি সেটা নক্ষত্রের মলিকিউলে ট্রেইসেবল যেটা একসময় বিস্ফোরিত হয়ে সবকিছু সৃষ্টি করে। সুতরাং আমরা সত্যিই পরস্পর বায়োলজিক্যালি এবং পৃথিবীর সাথে ক্যামিক্যালি সম্পর্কযুক্ত এবং বাকি মহাবিশ্বের সাথে এ্যাটোমিক ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটা খুবই চমৎকার। এটা আমাকে হাসায় এবং অবশেষে আমি নিজেকে বিরাট কিছু ভাবতে শুরু করি। এমনটা নয় যে আমরা মহাবিশ্বের চেয়ে উত্তম কিছু বরং আমরা

মহাবিশ্বেরই অংশ। আমরা মহাবিশ্বের ভেতরে এবং মহাবিশ্ব আমাদের ভেতরে।"
পদার্থবিজ্ঞানী ব্রায়ান কক্স বলেন,**"যখন আমরা আকাশের দিকে তাকাই, আমরা আমাদেরই জন্মস্থলের দিকে তাকাই,কারন আমরা সত্যই নক্ষত্রদের সন্তান।"**
একই বিশ্বাস লালন করেন এ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট কার্ল সেগান।তিনি বলেন,**"ব্রহ্মাণ্ড আমাদের মধ্যেই রয়েছে। আমরা তারকার উপাদানেরই সৃষ্টি। আমরাই ব্রহ্মাণ্ডের নিজের ব্যপারে জানার একটি উপায়।"**

এভাবেই পদার্থবিজ্ঞানীগন জ্যোতিষবিদ্যার শিক্ষাকে সত্যায়ন করছেন। রেজোন্যান্স সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর নাসিম সরাসরি ব্যবিলনীয়ান কাব্বালিস্টিক অকাল্ট ঐন্দ্রজালিক ফিজিক্সে ফিরে গেছেন। তিনি সরাসরি ইহুদিদের যাদুবিদ্যা কাব্বালাকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার অবস্থা বাহ্যত টেসলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনিও টেসলার ন্যায় মেইনস্ট্রিম সায়েন্টিফিক ইন্সটিটিউশন থেকে সার্টিফিকেট অর্জন করেন নি। কিন্তু অবদানের দিক দিয়ে

নোবেল পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন। তিনিও টেসলার ন্যায় ইথারিয়েল ফিল্ড থেকে অফুরন্ত এনার্জি তৈরির জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন।
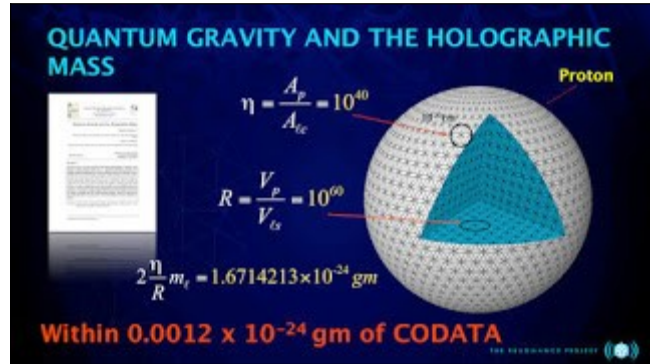
গবেষণায় এমন কিছু আবিষ্কার করছেন, ফিজিক্সের এমন সব সমস্যার সমাধান করেছেন যাতে এখনই তিনি নোবেল লাভের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন। নাসিম হারামাইন আইনস্টাইনের

ফিল্ড ইক্যুয়েশন সলভ করেন ব্ল্যাকহোলের ম্যাস নির্নয়ের জন্য। তিনি ইন্দ্রজাল বা শূন্যতাকেই সকল বস্তু জগতের উৎস মনে করেন। সমস্ত কিছুই ভ্যাকুয়াম ফিল্ডের ফ্ল্যাকচুয়েশনের দ্বারা সৃষ্ট। তিনি এ ব্যপারে সরাসরি ডেভিড বোহম ও জন হুইলারকে অনুসরন করেছেন। মহাবিশ্বে ৯৯.৯৯৯৯৯% ই শূন্যস্থান বা ভ্যাকুয়াম স্পেস। এবং ৪.৯% বস্তুজগত। ১৯৯২ সালে নাসার কস্মিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার, ইউনিভার্সের ব্যাকগ্রাউন্ড এনার্জি ফ্ল্যাকচুয়েশন ধরার দাবি করে। ভ্যাকুয়াম স্পেস খালি নয় বরং এটাই সবচেয়ে বেশি এনার্জি ও উপাদানে ভরপুর। এটাই বস্তুজগত এর থেকেই অরিজিনেইটেড। ভ্যাকুয়াম স্পেস শুধুমাত্র বাহিরেই না, সমস্ত বস্তু জগতের একদম মূলে আছে। সুতরাং বস্তুজগত আসলে ইল্যুশন। সবকিছুই ইথারিয়েল ফিল্ডের অসোলেশনের দরুন সৃষ্ট বস্তুজগতের মায়া। সুতরাং ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান আসলে শূন্যস্থান নয়। জন আর্চিব্যাল্ড হুইলার বলেন,**"কোন বিষয়ই এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, স্পেস খালি নয় বরং এটা এক উত্তাল ফিজিক্সের আসন।"**

একই গীত গেয়েছেন নিকোলা টেসলা।তিনি বলেছিলেন,**"খালি স্থান বলে যাকে বিবেচনা করা হয় সেটা ওই আনমেনিফেস্টেড পদার্থ যাকে এখনো জাগ্রত করা হয়নি। শূন্যস্থান বলে কিছুই এই পৃথিবী বা মহাবিশ্বে নেই। ব্ল্যাকহোল, যেগুলো নিয়ে এস্ট্রনমাররা কথা বলেন,সেগুলো শক্তি ও জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস।"**
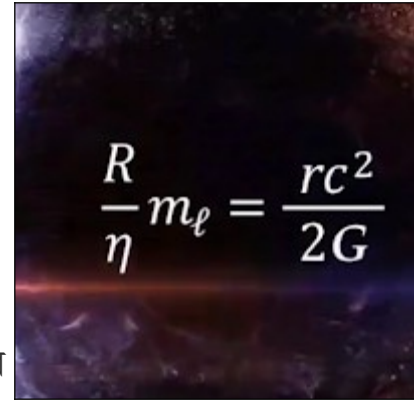
নাসিম তাদের পথেই হেটেছেন।তিনি কাজ করতেন পদার্থবিজ্ঞানী Elizabeth Rauschers এর সাথে। তিনি[নাসিম] ব্যাখ্যা করেছেন ভ্যাকুয়াম স্পেস অজস্র নক্ষত্র একত্রিত করে স্কুইজ করলে যতটা ডেন্স হয় তার চেয়েও সামান্য এক সেন্টিমিটার ভ্যাকুয়াম বেশি ডেন্স এনার্জি দ্বারা পরিপূর্ণ। বোহমের অনুসরনে নাসিমও বিশ্বাস করেন সবকিছুই প্রতিনিয়ত ভ্যাকুয়াম স্পেসের ভেতরে যাচ্ছে এবং উদগত হচ্ছে। এই সাবএ্যাটোমিক ডাইনামিক্সের দ্বারাই প্রকৃতির সবকিছু গতিশীল অবস্থায় আছে। একটি এ্যাটোমের মধ্যস্থিত প্রোটনের ভেতর যে ভ্যাকুয়াম ফ্ল্যাকচুয়েশন সংঘটিত হয়, তার ম্যাস মহাবিশ্বের সকল স্থানের প্রোটনের সমকক্ষ। অর্থাৎ সেই ইন্দ্রজাল। সুতরাং একটি ছোট প্রোটন সকল প্রোটনের সাথে যুক্ত ইন্টারডিপেন্ডেন্ট। মহাবিশ্বের সকল বস্তু হলোগ্রাফিক্যালি

প্রতিটি প্রোটনের ভ্যাকুয়াম ফ্ল্যাকচুয়েশনের মধ্যে বিদ্যমান। নাসিম প্ল্যাঙ্ক স্পেককে ব্যবহার করে
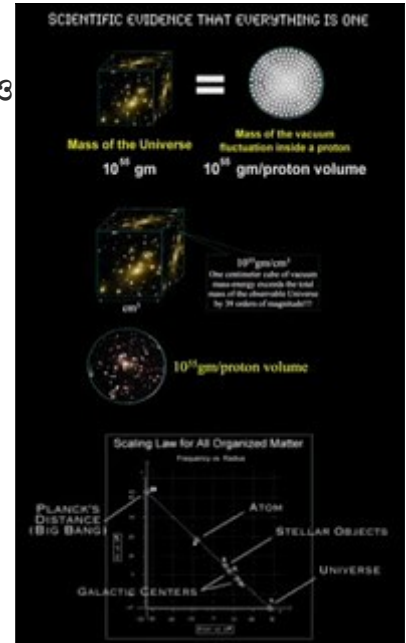
যা প্রোটনের চেয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন গুন ক্ষুদ্র। প্রোটনকে যদি চার আলোকবর্ষ সমান ধরা হয় তাহলে প্ল্যাঙ্ক পিক্সেল এর সাইজ হবে মরুর বুকের বালুকণার সমান। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্ল্যাঙ্ক স্পেকগুলোর প্রতিটিই অন্যসকল প্রোটনের ইনফরমেশন বহন করে। আর এই প্ল্যাঙ্ক পিক্সেলের মধ্যে হওয়া অসোলেটরি ফ্ল্যাকচুয়েশন ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করে যা মৌলিকভাবে মহাবিশ্বের ফিডব্যাক লুপ হিসেবে কাজ করে। আইনস্টাইন কস্মোলজিক্যাল লেভেলে গ্রাভিটিকে স্পেসের ফ্যাব্রিক্সের কার্ভের দরুন সৃষ্ট মনে করতেন, নাসিম হারামাইন যাদুবিদ্যার এ্যাজ এ্যাবোভ সো বিলৌ তত্ত্বের অনুসরন করে আইনস্টাইনের গ্র্যাভিটেশনাল মডেলকে কোয়ান্টাম লেভেলে আরোপ করেন। গ্রাভিটিও ভ্যাকুয়ামে প্ল্যাঙ্ক ফ্ল্যাকচুয়েশনের ফসল। তাছাড়া তিনি ব্ল্যাকহোলকে মহাবিশ্বের একটি মৌলিক আচরন হিসেবে দেখেন। আমাদের ইউনিভার্সের সাথে বিরাট ব্ল্যাকহোল আছে এবং এই ইউনিভার্স ব্ল্যাকহোল ভিত্তিক।ম্যাক্রো ও মাইক্রো রিয়ালিটির উভয় স্তরেই ব্ল্যাকহোল রয়েছে[১০]।
তার মতে ব্ল্যাকহোলগুলো ভ্যাকুয়াম এনার্জির প্ল্যাঙ্ক পিক্সেলগুলোর সমন্বিত অসোলেটরি স্পিন বা ঘূর্ণন।

এটা সর্বত্র ঘটছে। ম্যাটেরিয়াল ইউনিভার্স ব্ল্যাকহোল সৃষ্টির জন্য দায়ী নয় বরং ব্ল্যাক হোলই ম্যাটেরিয়াল ইউনিভার্স তথা বস্তুজগত সৃষ্টির পেছনে দায়ী। প্রায় একই রকম ভাবে ভাবেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রসেফর ফিজিসিস্ট লিওনার্ড সাস্কিন্ড। আইনস্টাইনের স্বপ্ন ছিল একটি সিম্পল ইক্যুয়েশনের যেটা কস্মিক ম্যাক্রো ও মাইক্রো লেভেলকে সমন্বয় করে সব কিছুর ব্যাখ্যা দেবে। নাসিমের ইক্যুয়েশনটা ঠিক এমনই সহজ জিওমেট্রি ও এ্যালজেব্রার সমন্বয়ে তৈরি[ডানের ছবিতে দ্রষ্টব্য]। এটা আইনস্টাইনের ফিল্ড ইক্যুয়েশনের সমাধান করে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে নাসিম তার লেখা রিসার্চ পেপার কপিরাইটের জন্য

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে প্রেরণ করেন। তিনি প্রোটনের রেডিয়াসকে থিওরেটিকালভাবে প্রেডিক্ট করেছিলেন। এবং তিনি এও রিসার্চ পেপারে উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যতে কোন উন্নত পরীক্ষনে বিষয়টি প্রমাণিত হবে। ২৫ জানুয়ারি, ২০১৩ সালে এক পরীক্ষণে হারামাইনের প্রেডিক্টেড ভ্যালুকে সত্যায়ন করে। কিন্তু সমস্যা হলো স্ট্যান্ডার্ড মডেল যেটা প্রত্যাশা করত তার চেয়ে ৪% কম মেজারমেন্ট হয়, যেটা সাধারন পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে হজম করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে।

নাসিম হারামাইন বলতেন মাইক্রো লেভেলের সকল এ্যাটোম একেকটি মিনি ব্ল্যাকহোল,এদের কেন্দ্রে সিঙ্গুলারিটি বিদ্যমান। আগেই আলোচনা করেছি ইনফিনিটি যাদুকরদের মৌলিক আকিদা।

নাসিমের এই ধারনাকে বিজ্ঞানে প্রবেশ করানোর চেষ্টা সাধারন মানুষকে সরাসরি যাদুকরদের অনুরূপ নিজেদের ব্যপারে অসীম ক্ষমতার ধারনায় স্থলাভিষিক্ত হতে শুরু করে। নাসিম বলেন, **"প্রতিটি এ্যাটোম একেকটি মিনি ব্ল্যাক হোল, এর ইনফিনিট ডেন্সিটি এবং কেন্দ্রে সিঙ্গুলারিটি বিদ্যমান। প্রোটনের সাথে ভ্যাকুয়াম এনার্জির আন্তঃসংযোগ রয়েছে। ভ্যাকুয়াম ফিল্ড প্যাসিভ নয় বরং এক্টিভভাবে ম্যাটার এর সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। সবকিছু যে একক অস্তিত্ব এ বিষয়টা একটা ম্যাথম্যাটিক্যাল রেন্ডারিং। সুতরাং এটা গাণিতিক ভাবে প্রমাণিত। এখন পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে ধীরে ধীরে এ্যারোগ্যান্স কমে আসছে, আমি যখন ১৫-১৬ বছর আগে আমার রিসার্চ পেপার গুলো ফিজিক্স কমিউনিটির মধ্যে শেয়ার করি তারা এমন ভাব ধরত যেন সব কিছুই প্রমাণিত, নতুন কোন আইডিয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এরপরে যখন তাদের থিওরিগুলো ব্যর্থ হতে শুরু করল, ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট গুলোয় ভুল প্রমাণ হতে শুরু করলো যেমন ধরুন স্ট্রিং থিওরি, তখন থেকে ফিজিক্স কমিউনিটির মধ্যে পরিবর্তন আসা শুরু করলো। অন্য আরও পদার্থবিদগনের বিশ্বাসযোগ্যতা কিভাবে অর্জন করা যায় যা আমি লিখছি এবং সাধারন মানুষকে সচেতন করা যে আমরা সসীম জগতে বাস করিনা। এ্যাটোমিক স্ট্রাকচারগুলোরও ইনফিনিট পটেনশিয়ালটি আছে ফাইনাইট ব্যারিয়ারের মধ্যে। স্পিরিচুয়ালিস্ট ও দার্শনিকরা বলে থাকে তারা অনন্ত অসীম সত্তা। আসলে আমাদেরকে ফিজিক্যাল জগতের বাইরের কিছু হতে হবে না, আসল ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এর কথাই তারা বলে। আসলে ফিলসফি এবং স্পিরিচুয়ালিটি পরস্পর এ্যাটোমিক স্ট্রাকচারের বিষয়গুলো ছেড়ে যায়নি।**
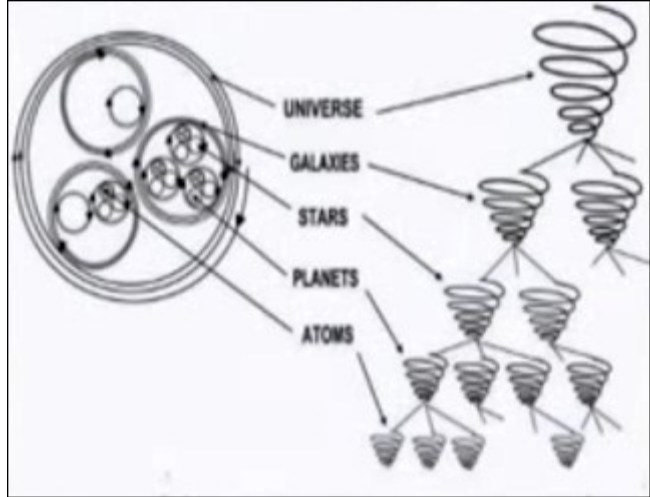
এ্যাটোমিক স্ট্রাকচার গুলো আসলে মহাচৈতন্যের [consciousness] ডাইনামিক্সেরই বহিঃপ্রকাশ।"

নাসিমের বর্নিত ইউনিফাইড ফিল্ডের ভ্যাকুয়ামের মধ্যে হলোগ্রাফিক ফ্র্যাক্টাল জিওমেট্রি আছে।একে তিনি হলোফ্র্যাক্টাল বলেন। এ জ্যামিতির প্রতি অংশের মধ্যে ইনফিনিট সেল্ফ সিমিলার প্যাটার্ন বিদ্যমান। তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হার্মেটিক সেই প্রিন্সিপলঃ এজ এ্যাবোভ সো বিলো। যা আমরা দেখছি সেটাই সবচেয়ে ছোট থেকে ছোট স্তরে আছে তেমনি বড় থেকে বড় স্তরেও আছে। ইথারিক রিয়ালিটি থেকে বস্তু জগতে ম্যানিফেস্ট হবার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইটেরেশান। অনবরত এনার্জির ফিডব্যাক লুপে অসোলেশনের ফলে বস্তুজগত সৃষ্টি হয়। রিয়ালিটির মেকানিজমের এই প্রাচীন হলোফ্র্যাক্টাল অকাল্ট কন্সেপ্টটি হলিউডের যাদুবিদ্যা কেন্দ্রিক ফিল্ম ডঃ স্ট্রেঞ্জ এ অসংখ্যবার দেখানো হয়। এতে দেখানো হয় যাদুকররা নিজেরা এরকম স্পেসটাইমে অসোলেশন তৈরি করতে পারে, আবার সর্সারার সুপ্রীম ট্রেঞ্জকে রিয়ালিটির মেকানিজম শেখানোর জন্য অল্টার্ড স্টেইট অব কনসাসনেসেও দেখা। এই ফ্র্যাক্টাল ইফেক্ট দিতে ফিল্মটি তৈরির সময় ম্যান্ডেলব্রটের ফ্র্যাক্টাল ম্যাথম্যাটিকস ব্যবহার করতে হয়েছিল[২২]। আশাকরি এই ম্যাজিক্যাল কুফরি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের যাদুশাস্ত্রভিত্তিক অরিজিনের ব্যপারে আর কোন সন্দেহ নেই। এ যাদুবিদ্যার আইডিয়াটিকেও নাসিম এ্যাডভান্স ফিজিক্সে নিয়ে এসেছেন। তার অফিশিয়াল ডকুমেনটারি ফিল্ম কানেক্টেড ইউনিভার্সে এই(নিচের চিত্রে দ্রষ্টব্য) যাদুশাস্ত্রীয় ম্যাটেরিয়ালাইজেশন মেকানিক্স দেখান:
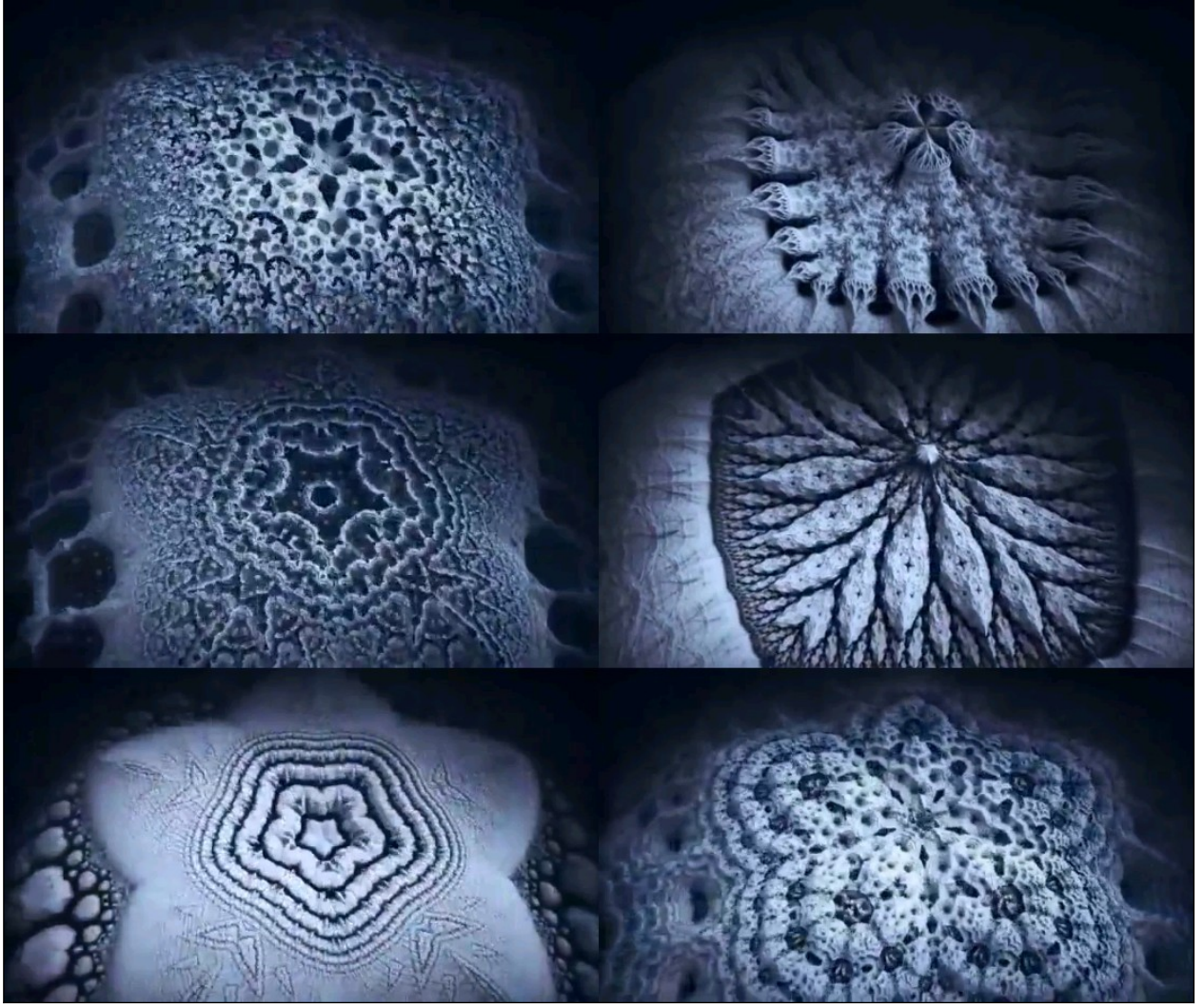
নাসিম প্রতিটি ম্যাক্রো ও মাইক্রো স্তরে ব্ল্যাকহোল ও সিঙ্গুলারিটি তৈরির জন্য স্পিনিং মডেল নিয়ে আসেন। সমস্ত কিছুই চলনশীল,সবকিছুই ঘূর্ননশীল। এটা হার্মেটিক থার্ড 'লঃ" Nothing rests; Everything Moves"। নাসিম নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে তার সায়েন্টিফিক এ্যাপ্রোচ প্রাচীন যাদুশাস্ত্র ভিত্তিক। নাসিম বলেন, **"এ্যাডভান্স ফিজিক্সে আমার এ্যাপ্রোচটা হলো সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন (যাদুশাস্ত্র) শাস্ত্র এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলো পড়াশুনার মধ্য দিয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সাথে আন্তঃসম্পর্ক খুজে বের করা এবং এই কো-রিলেশন এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলোর জ্ঞানকে একত্রিত করে নতুন স্তরের ফিজিক্সের দিকে যাওয়া যেটা আরো বেশি পরিপূর্ণ এবং ইউনিফাইড। এই নতুন মাত্রার পদার্থবিজ্ঞানটি বড় বড় ফিজিক্সের দৈত্যদের কাধেই প্রতিষ্ঠিত, যেমন আইনস্টাইন, নিউটন, নিলস বোর। আমি সবগুলোকে একত্রিত করি এরপর দেখি এর মধ্যে কোনটির অভাব আছে। সমস্ত তত্ত্ব গুলোয় একটা বিষয়ের অভাব আছে, সেটা হলো**

সবধরনের ঘূর্ণনের ফান্ডামেন্টাল সোর্স। কেন ইলেক্ট্রন, গ্যালাক্সি, এই পৃথিবীসহ আমাদের সৌরজগত সবকিছু ঘুরছে? আমাদের এই নতুন তত্ত্বে বলা হয় যে সব ধরনের ঘূর্নেনের পিছনে একটি মৌলিক ফোর্স ফিল্ড আছে যেটা ভ্যাকুয়ামেও রয়েছে.......কল্পনা করুন, যে বাস্তবতা সম্পর্কে আপনি যা ভাবেন সেটা ঠিক সেরকম নাও হতে পারে ..... হয়ত ভ্যাকুয়াম বা চারপাশের ফাঁকাস্থানটি কেবল খালি নয়, বরং শক্তিতে ভরপুর, তথ্যে পরিপূর্ণ এবং বাস্তবে বস্তু জগত বা বাস্তবতা যেটাকে আপনি বাস্তব মনে করেন, সেটা হতে পারে স্পেসেরই অংশ।"[১১]

বিগত পর্বগুলোয় অপবৈজ্ঞানিক আলোচনাকে একবাক্যের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর আকারে নিন্মলিখিত কথায় প্রকাশ করা যায়ঃ

- **রিয়ালিটি বা বাস্তব জগত কি জিনিস?**

উত্তরঃঅদ্বৈত মহাচৈতন্য [Non dualistic universal collective consciousness]।

- **মহাচৈতন্য কি অবস্থায় আছে?**

উত্তরঃহলোগ্রাফিক একরকমের ম্যাথম্যাটিক্যাল সিমুলেশন, মায়াবাদের অনুরূপ মায়া[Holographic simulation]।

এ পর্যন্ত আমরা এ দুইটি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা দেখেছি। আজকে থেকে নতুন আরেক ঐন্দ্রজালিক প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, **এই রিয়ালিটির হলোগ্রাফিক স্ট্রাকচারটি কিরূপ?** উত্তরঃঅকাল্ট শাস্ত্রানুযায়ী রিয়ালিটির স্ট্রাকচার বা বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে আইডিয়ালিস্টিক সেক্রিড জিওমেট্রি। যাদুকরদের এই বিশ্বাস নিয়ে মনে পড়ে ১০ নং পর্বে আলোচনা করেছিলাম। তাই সহজভাবে বুঝতে আবারো ১০নং পর্বে ফিরে যাওয়া আবশ্যক। মূলত বিজ্ঞানী নাসিম কাব্বালিস্টিক প্লেটনিক আইডিয়ালিজমকেও বাদ দেয়নি। তিনি প্লেটনিক সলিডগুলোয় ফিরে আসেন। ডঃ জে মুন পার্টিকেল ইন্টারেকশন প্লেটোনিক সলিড দিয়ে বোঝাতেন। যাইহোক, নাসিম ফিরে গেছেন কাব্বালার ট্রি অব লাইফ, ফ্রুট অব লাইফের কাছে। কাব্বালায় বর্নিত রিয়ালিটিকে তিনি একটানে বিজ্ঞানে নিয়ে এসেছেন। হারামাইন প্রাচীন যাদুশাস্ত্রের সাহায্যে থিওরাইজ করে যে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানের জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার হচ্ছে টেট্রাহিড্রন। এটা প্রাচীন যাদুকরদেরই প্রাচীন বিশ্বাস। সাবএ্যাটমিক লেভেলে এনার্জির মৌলিক জিওমেট্রিক প্যাটার্ন হচ্ছে পিরামিডের অনুরূপ ত্রিভুজাকার টেট্রাহিড্রন।

নাসিম তার সায়েন্টিফিক প্রেজেন্টেশনে দেখান,কাব্বালার ট্রি অব লাইফের জিওমেট্রির মধ্যে আছে স্টার টেট্রাহিড্রন(ইহুদীরা স্টার টেট্রাহিড্রনকে বলে merkaba)। প্রাচীন ইহুদী যাদুকর তথা কাব্বালিস্ট থেকে শুরু করে প্রাচীন পিথাগোরিয়ান অকাল্টিস্ট-এ্যাস্ট্রলজার-আলকেমিস্ট সবাই এ ব্যপারে একমত যে এটাই ফান্ডামেন্টাল স্পেস টাইম জিওমেট্রি। ফিজিক্সে একে প্রতিষ্ঠার অর্থ পদার্থবিজ্ঞানের সরাসরি ইন্দ্রজালে প্রত্যাবর্তন। নিঃসন্দেহে বলা যায়
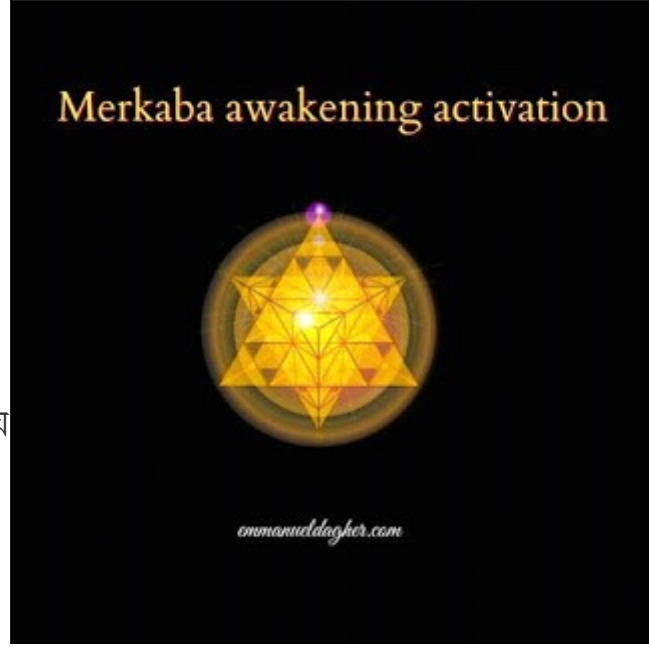
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান প্রাচীন যাদুবিদ্যারই আধুনিকতম রূপ। যাইহোক,বাক মিনিস্টার ফুলার ছিলেন সেক্রিড জিওমেট্রি নিয়ে অবসেসড অকাল্টিস্ট। তিনি উপসংহারে আসেন যে আমাদের বাস্তব জগতের ফান্ডামেন্টাল জিওমেট্রি হচ্ছে আইসোট্রপিক ভেক্টর মেট্রিক, একে ফোর ফ্রিকোয়েন্সিও বলে। এই স্ট্রাকচার নির্মান হয় বিশটি টেট্রাহিড্রনের সমন্বয়ে যা একত্রিত হয়ে একটি বড় টেট্রাহিড্রন গঠন করে। নাসিম এর মাঝে নিপুণ ভারসাম্যতা খুঁজছিলেন। কারন আইসোট্রপিক ভেক্টর মেট্রিকের মাঝে নেগেটিভ স্পেস দেখা যাচ্ছিল। এটা ছিল ভারসাম্যহীন একমুখী। নাসিম দেখলেন এই টেট্রাহিড্রনের বিপরীতে আরেকটি টেট্রাহিড্রন যুক্ত করলে স্ট্রাকচারটি ভারসাম্যপূর্ণ হয়। তিনি বিপরীতমুখী দুটি টেট্রাহিড্রন পরস্পরের মাঝে প্রবেশ করিয়ে আবিষ্কার করেন একটি স্টার টেট্রাহিড্রন তৈরি হয়। স্টারটেট্রাহিড্রনের সব স্ট্রাকচার গুলো আলাদা করলে দেখা যায় এই জিওমেট্রিক শেইপের একদম কেন্দ্রে কিউবঅক্টাহিড্রন তৈরি হয় যার কেন্দ্রে আছে আরেকটি স্টার টেট্রাহিড্রন। যেটা কাব্বালিস্ট ইহুদী ইজরাইলের পতাকায় খচিত ডেভিড স্টার। বাকমিনিস্টার ফুলার সবসময় বলতেন ভেক্টর ইকুইলিব্রিয়ামই হবে ফান্ডামেন্টাল জিওমেট্রি তাই নাসিম একেই ভ্যাকুয়াম স্পেসের ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার মনে করেন। ৬৪ স্টার টেট্রাহিড্রনই স্পেস বা ভ্যাকুয়ামের মৌলিক জিওমেট্রিক প্যাটার্ন। ৬৪ স্টার টেট্রাহিড্রন এর ছায়া ফেললে ২ডি ফ্লাওয়ার অব লাইফ তৈরি হয়। অর্থাৎ এর মাঝে প্লেটোর এ্যালিগোরি অব কেইভের তাৎপর্য আছে। এ নিয়ে আলাদাভাবে সামনের পর্বটিতে আলোচনা হবে। কাব্বালার ট্রি অব লাইফের সমন্বয়েই ৬৪ স্টার টেট্রাহিড্রনের সৃষ্টি। ট্রি অব লাইফের জিওমেট্রির একদম নিচের দিকে একটা টেট্রাহিড্রন আছে এবং একদম উপরে আছে অক্টাহিড্রন। কাব্বালাহ অনুযায়ী ট্রি অব লাইফ একটি

নয় বরং একটির চারটি প্রতিরূপ আছে। এরা পরস্পর আটটি শিকড়ে পরস্পর যুক্ত। আটটি ট্রি অব লাইফ গ্রীড এক করলে ৬৪ স্টার টেট্রাহিড্রন তৈরি হয়। ৬৪ টেট্রাহিড্রন গ্রীডে ৬ টি ট্রি অব লাইফ সহজভাবে মিলে যায়। তার মানে কাব্বালিস্টিক সেক্রিড জিওমেট্রিক্যাল শিক্ষাই আজকের এডভান্স ফিজিক্স। নাসিম যেটা প্রমাণ করতে চান সেটা এই যে ভ্যাকুয়াম স্পেসের জিওমেট্রিক প্যাটার্ন হচ্ছে ৬৪ স্টার টেট্রাহিড্রন। ফ্লাওয়ার অব লাইফ হলো এরই প্রতিফলন। নাসিম এক ভিডিও প্রেজেন্টেশনে ব্যবিলনীয়ান ম্যাথমেটিক্যাল ট্যাবলেটের খোদিত ফ্লাওয়ার অব লাইফের অনুরূপ জিওমেট্রিকে ব্যবহার করে দেখান যে এটাও ৬৪ স্টার টেট্রাহিড্রন তৈরি করে। এটা মূলত তার যাদুবিদ্যা তথা অকাল্ট নির্ভর গবেষণার রেফারেন্স এবং প্রাচীন স্বীকৃতি। হয়ত অনেকে বুঝতে পারছেন না,নাসিম নিজেই এগুলোকে গ্রাফিক্স ব্যবহার করে সহজে ব্যাখ্যা করেছেন[১২]। যারা বোঝেন না, তাদের নতুন করে বোঝার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। যাদুবিদ্যা থেকে যত দূরেই থাকবেন ততই আপনার জন্য কল্যাণের। আফসোসের বিষয় হলো এটাই আজকের স্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। এজন্য কুফরকে স্পষ্ট করবার জন্য এই কথিত বিজ্ঞানকে নিয়ে না চাইলেও লিখতে হচ্ছে।
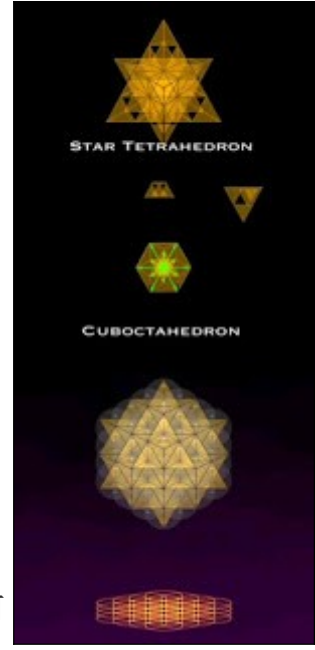
নাসিম হারামাঈন কাব্বালাকে বিজ্ঞানরূপে দ্বার করিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত। তিনি যাদুকর নিউটনকেও কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রকে ঘিরে যাদুচর্চার কথা গর্বের সাথে বলেন।এ ব্যপারে নাসিম বলেন,

"আইজ্যাক নিউটন ফিজিক্স সংক্রান্ত কিছু লেখার আগে প্রায় ২০ বছর যাবৎ ইহুদিদের কাব্বালার কিতাবাদির পিছনে ব্যয় করেন। এমনকি তার নিজের হাতে লেখা বইয়ের উপর লেখা স্মারকলিপি আছে যেটাতে যেটাতে বলা হয়েছে যে, নিউটনের ফিজিক্সের ব্যপারে যত যাই লিখেছেন সবই আসলে সরাসরি কাব্বালিস্টিক কিতাবাদি থেকে টেনে এনেছেন। এটা সত্যিই অসাধারন। অধিকাংশ মানুষই এটা জানেনা। তিনি এমনকি টেম্পল অব সলোমনের ফ্লোর প্ল্যানের একটা ম্যাপও তৈরি করেন।"
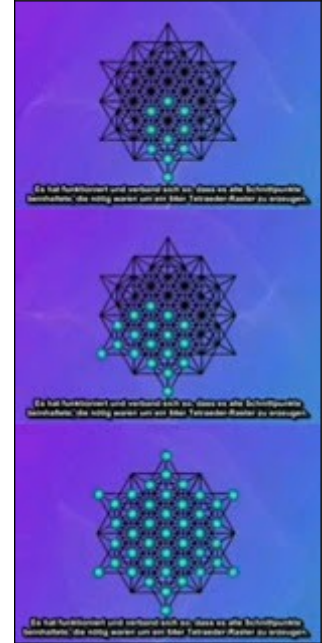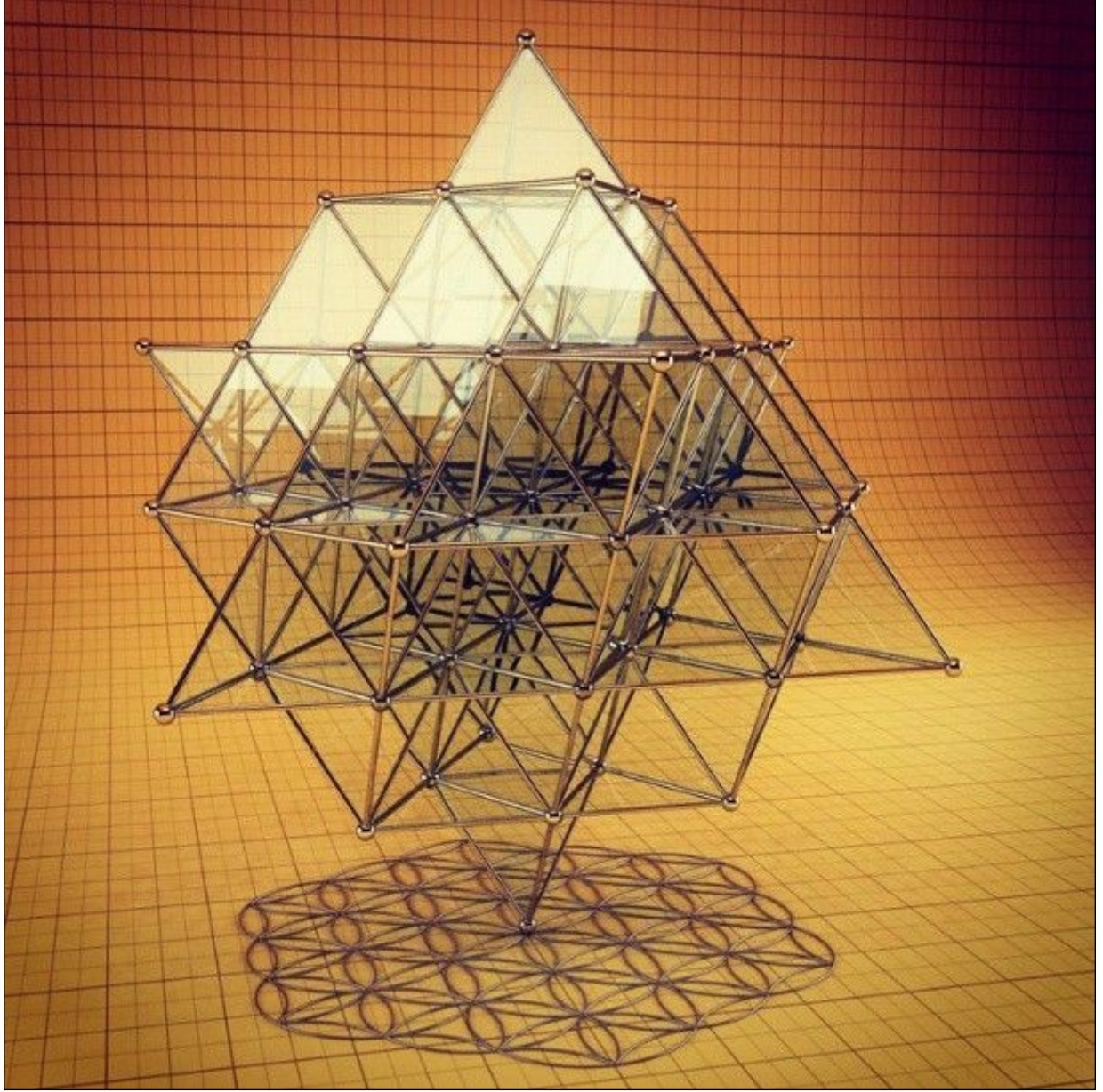
ঐন্দ্রজালিক হলোগ্রাফিক মায়াবাদের অত্যন্ত গভীর একটি তাৎপর্য হচ্ছে আন্তঃসংযোগ বা ইন্টারকানেক্টেডনেস[১৬]। এর দ্বারা বোঝায় সবকিছুই একে অপরের সাথে সংযুক্ত। একটি অংশ আরেক অংশের উপর নির্ভরশীল। কেউই স্বতন্ত্র সত্তা নয়। সবাই মিলে একক অদ্বৈত অস্তিত্ব। এটাই বৈদিক শিক্ষা। যুগে যুগে সমস্ত যাদুকর বিজ্ঞানীগন এ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিশ্বাস ধারন করত। পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড বোহম বলেন,**"কোয়ান্টাম আন্তঃসংযোগের[ইন্টারকানেক্টেডনেস] অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো পুরো মহাবিশ্বটি সমস্ত কিছুতে এনফোল্ডেড[মুড়িয়ে আছে], এবং প্রতিটি জিনিসই সবকিছুর মাঝে পুরোপুরি এনফোল্ডেড হয়ে আছে।"** একই কথা লিওনার্দো দ্য

ভিঞ্চিও বলেন।তিনি বলেন,**"কিভাবে দেখতে হয় সেটা শিখুন, এবং বুঝতে শিখুন যে সবকিছু সবকিছুর সাথে সংযুক্ত।"**

নাসিম এই বেদান্তবাদি ইন্দ্রজালের তাৎপর্য তার কর্মের মাঝে সমুন্নত রেখেছেন রেখেছেন।তাকে জিজ্ঞেসা করা হয় বাহ্যত স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয় কোথা থেকে? উত্তরে তিনি বলেন,**"বাহ্যত আলাদাবোধ বা স্বাতন্ত্রবোধ বলতে বোঝায় স্পেস ও অব্জেক্টের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ।যেমন ধরুন আমরা এ মুহূর্তে এই রুমের মাঝে আছি এবং মনে করছি আমরা শূন্য স্থানে আছি, আমার আশপাশে কিছুই নেই। কিন্তু এখনই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ফিল্ড আমার চারদিকেই আছে কিন্তু আমি এ ব্যপারে সচেতন নই কিন্তু সেটা এখানে আছে।সমস্যা টা এখানেই, আমরা অনুভব করি যে স্পেস ও বস্তুর মধ্যে শূন্যস্থান আছে যেখানে কিছুই নেই এজন্য আমি আর সাথে দেওয়াল ও টেবিলের সম্পর্কের ব্যপারে ভাবিনা, অথচ এই সম্পর্কটা অবশ্যই আছে।**
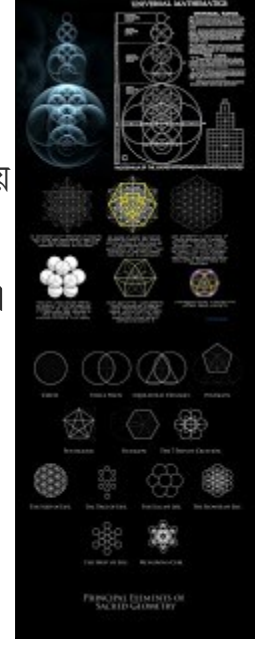
স্পেসই ম্যাটারকে ডিফাইন করে, ম্যাটার স্পেসকে ডিফাইন করেনা। সমস্ত বস্তু ভ্যাকুয়ামের থেকে উদগত হয় আবার ভ্যাকুয়ামে ফিরে যায়[ইটেরেইশান]। এই ব্যপারটা যখন আমরা অনুভব করতে শুরু করি তখন স্বাতন্ত্রবোধের অনুভূতি আমাদের মধ্যে শেষ হতে শুরু হবে। আমরা সবকিছুর সাথে একক অস্তিত্ব এবং সম্পর্কযুক্ততাকে অনুভব করতে শুরু করি। আমি মনে করে এটাই সর্বশেষ উপলব্ধি। আমরা অনেক ঋষিদের থেকে শুনে থাকি তারা যখন ইল্যুমিনেশন বা নির্বাণের পর্যায়ে পৌছায় তারা সমস্ত কিছুর সাথে একত্ববোধের উপলব্ধি লাভ করে।"[১৩]
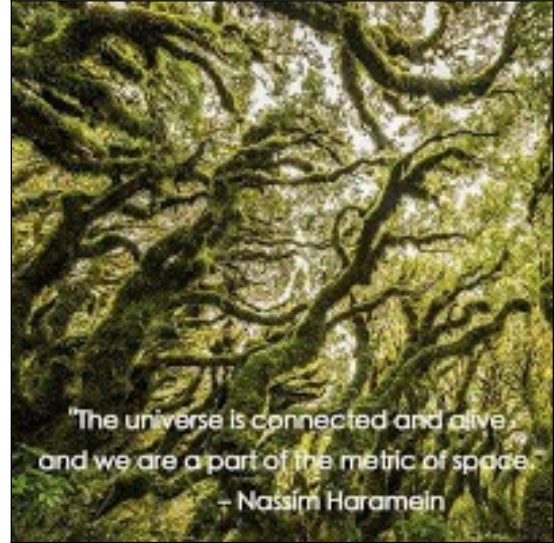
অন্যত্র তিনি আন্তঃসংযুক্ত জগতের তাৎপর্যে প্রাচীন যাদুকরদের প্রকৃতিতে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতাটিকে ইঙ্গিত করে বলেন, **"যখন আপনি উচ্চতর স্পিরিচুয়াল ও ফিলোসফিক্যাল চিন্তাধারাকে বিশুদ্ধ ফিজিক্স ও ম্যাথম্যাটিকসের আওতায় এনে**

ব্যাখ্যা করবেন, তখন মনে হবে একটি ফুল উন্মুক্ত হয়েছে, আপনি যেন কিছু একটাকে উপহার হিসেবে লাভ করবেন। সেটা হলো আপনি গভীরভাবে বুঝতে পারবেন সৃষ্টির মূল শক্তিকে এবং আপনি কিভাবে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত আছেন এবং আপনি কিভাবে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে আছেন। আপনি বুঝতে শুরু করবেন যে প্রত্যেক পয়েন্ট অন্য সকল পয়েন্টের সাথে কানেক্টেড। আপনি বুঝতে শুরু করবেন যে বিলিয়ন বিলিয়ন পরমানু যার দ্বারা আপনি সৃষ্ট, এটা ভ্যাকুয়ামের মধ্য দিয়ে অন্যসকল পরমানুর সাথে সংযুক্ত। ইউনিভার্সের সমস্ত কিছুতে আপনার প্রভাব আছে একই ভাবে এই ইউনিভার্সেরও আপনার উপর প্রভাব আছে।আপনি আপনার ভেতর ও বাইরের ফিডব্যাকের ব্যপারে সচেতন হবেন, আপনি হঠাৎ করেই মহাবিশ্বের একজন সচেতন অংশগ্রহণকারী হবেন যে কিনা রিয়ালিটির উপর উপকারী প্রভাববিস্তারকারী হবেন যেটা মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির জন্য কল্যানকর হবে।"

ইন্দ্রজাল যাদুকরী শক্তিদানের সম্ভাবনার পাশাপাশি আরো কিছু দেয়। এটা মানুষকে আইসোলেটেড - তুচ্ছ সত্তা ভাবাকে প্রশমিত করে।এটা শেখায় কোন ব্যক্তিরই নিজের ক্ষমতা নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা উচিত না, কারন একজন মানুষ মহাবিশ্বের সাথেই যুক্ত, সে যা ইচ্ছে তাই হতে পারে। রুমি বলেন,**"নিজেকে ছোট ভাবা বন্ধ করো, কেননা তুমি নিজেই ভাবাবেশকর গতিময় মহাবিশ্ব।"** রুমির কথায় মাইক্রোকজমের ভেতর ম্যাক্রো ওয়ার্ল্ডের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি ফ্র্যাক্টালের কথা বলছেন। এ কারনেই সমস্ত কুফফার যাদুকররা রুমির ভক্ত।

বেদান্তবাদি কাব্বালিস্টিক দর্শনে সমস্ত সৃষ্টিজগত তথা প্রকৃতি ও মানুষকে অভিন্ন-অবিভাজ্য- অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়,যার জন্য যাদুকররা পারস্পারিক হার্মোনির আহব্বান করে অর্থাৎ পারস্পারিক সংঘাত দ্বন্দ্ব বিগ্রহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মবিহীন স্বর্গরাজ্য তৈরির আহব্বান করে। সেখানে শক্তি বা এনার্জি বা জ্বালানির কোন অভাব থাকবেনা, কারন ভ্যাকুয়াম স্পেস এবং সকল বস্তুর গোড়ার ইথার বা আকাশিক ফিল্ডই অনন্ত শক্তির আধার। ভ্যাকুয়াম ইথারিয়েল এনার্জি ফিল্ডের সাথে ফিজিক্যাল ও স্পিরিচুয়াল সংযোগের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব জাতির অপূর্ব সমন্বয় ও হার্মনি সম্ভব। সেখানে অভাব বলে কিছু থাকবেনা। অফুরন্ত জ্বালানি শক্তি থাকবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য। ধরুন অফুরন্ত বিদ্যুৎ শক্তি অথবা তেলের বিকল্প কোন জ্বালানি। ধরুন
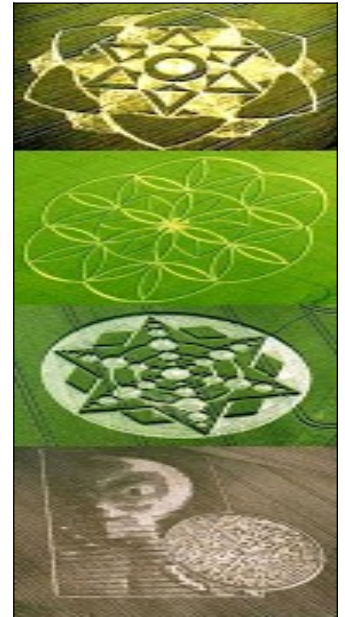
বিদ্যুতের বিকল্পে এমন কোন অর্গ্যানিক শক্তি যেটা বিদ্যুতের তুলনায় শক্তিশালী অফুরন্ত এবং মানুষ ও পরিবেশের জন্য অক্ষতিকর। সায়েন্টিজমের প্রচারক ন্যাশনাল জিওগ্রাফির জেসন সিলভাকে এক মহিলা প্রশ্ন করে যে, ধর্মে বিশ্বাস কি সায়েন্টিফিক এ্যাডভান্সমেন্টের কারনে এক পর্যায়ে বাতিল হয়ে যাবে কিনা(?)।উত্তরে জেসন সিলভা সরাসরি বলেন, প্রযুক্তি এখন ওইসব মেটাফিজিক্যাল প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছে যার জন্য মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করত, সুতরাং খুব শীঘ্রই ধর্ম বিশ্বাস বাতিল হয়ে যাবে। তিনি ওমেগা পয়েন্ট[১৭] নামের আরেক সায়েন্টিফিক ভিডিওতে সরাসরি বললেন যে আধুনিক বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ট্রান্সহিউম্যানিস্টিক এভ্যুলুশনারী প্যান্থেইস্টিক ওয়ার্ল্ডভিউকে সত্যায়ন করে এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি সরাসরি বলেন, বিজ্ঞান ধীরে ধীরে প্রাচীন সাইকাডেলিক ট্রান্সেন্ডেন্টাল অনুভূতির দিকে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে, সৃষ্টিজগতের মধ্যে নিজেরদের অংশগ্রহন অনেকটা মস্তিষ্কের নিউরনের সাথে তুলনীয়। মানুষ মহাচৈতন্যের অনুভূতি এবং সত্যায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নাসিম হারামাইনও একই লক্ষ্যে কাজ করেছেন।তার সকল অকাল্ট শাস্ত্রীয় গবেষণা প্রাচীন রহস্যময় নানা স্থাপত্যের কাছে গিয়ে সভা সেমিনারের উদ্দেশ্য এটা বলা যে, প্রাচীন সভ্যতাগুলোর হাতে এ্যাডভান্স প্রযুক্তি ছিল। তিনি সেই অকাল্ট টেকনলজির মেকানিজম অন্বেষণে অনবরত ছুটেছে। তিনি বলতেন পিরামিড স্ট্রাকচারগুলো সবই এনার্জি জেনারেটর হিসেবে কাজ করত। তিনি টিওটুকুয়ান এর পিরামিড স্থাপত্যের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি এমন স্থানে তৈরি যেখানে স্পেস টাইমের শক্তিশালী এনার্জি ভর্টেসি তৈরি হয়। এগুলো টেট্রাহিড্রাল স্ট্রাকচার তৈরি করে। এসব বিল্ডিং স্ট্রাকচার দিয়ে তার মতে এনার্জি তৈরি করা হত[১৪]। নাসিমও তেমনই স্বপ্ন দেখেন। তার সহকর্মী পদার্থবিজ্ঞানী এলিজাবেথ রশার বলেন,**"আমি সমস্ত কিছু অস্তিত্বকে একক হিসেবে দেখি, এখন আমরা সায়েন্টিফিক ম্যাথডে যাচ্ছি চমৎকার সুযোগ এবং যন্ত্রের মাধ্যমে যাতে এই চিন্তাকে সমর্থন করতে পারি।এটাকে স্পিরিচুয়াল ট্রেডিশন বলা যেতে পারে, কিন্তু এটার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই করবার মত আছে। যেমন ধরুন কিভাবে এই জগতে কাজ করা উচিত, কিভাবে পজেটিভ ম্যানারে এই ফোর্সকে কাজে লাগানো যায় মানবজাতির মহাকল্যানের স্বার্থে।"** নাসিম টেসলার ন্যায় ভাকুয়্যামকেই সকল শক্তির আধার
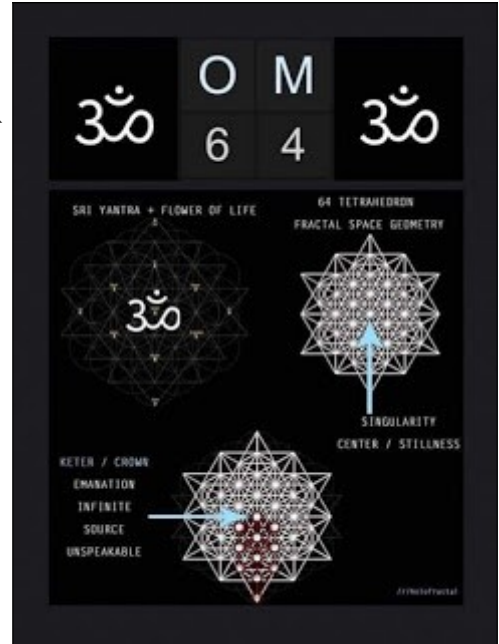
হিসেবে ধরেন। শূন্যতার ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা তিনি বিশ্বকে সমৃদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেন। নাসিমের পাশে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। অনেকে তার সাথে যোগ দিয়ে তারই গবেষণা প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে।এরই একজন জেমি জ্যানোভার। তিনি নাসিমের গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে ফিল্মও বানাতে চেয়েছিলেন[১৫]। নাসিম Connected Universe[২১] এবং Black Hole নামের দুটি ফিল্ম তৈরি করেন, এতে তার প্রচারণা আরো বেড়ে গেছে।

নাসিম মিশরীয় প্যাগানিজমকে সত্যায়ন করেন সানগড এর সত্যতা তুলে ধরার মাধ্যমে। তিনি বিশ্বাস করে আসল মানবজাতির ইতিহাস বিকৃত। বস্তুত তিনি যেই সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদি মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশ্বাস করেন তা প্রাচীন যাদুকরদের কুফরি নস্টিক[Gnostic] আকিদা ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রমিথিউজ, নোয়িংসহ অনেক হলিউড ফিল্ম বিকৃত মানব জাতির ইতিহাসকে উপস্থাপন করে যাতে দেখানো হয় এলিয়েনরাই আমাদের স্রষ্টা! নাসিম এটাকেই প্রোমোট করেন। তিনি প্রাচীন প্রযুক্তিগুলোকে বলেন সবই এলিয়েনদের শিক্ষা। আমার মনে পড়ে বিগত পর্বের এলিয়েন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা শেষ হয়েছে। এলিয়েনরা কারা, সে পরিচয় বোধ করি আবারো নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং হাশিম আল ঘাইলির ন্যায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শয়তানের আনুগত্যের দিকেই আহব্বান করে নাসিম হারামাইনগন। বিগত কয়েক দশকে ক্রপসার্কেলগুলোয় অসংখ্যবার ফ্র্যাক্টাল ম্যান্ডেলব্রট ও অনেক জটিল সেক্রিড জিওমেট্রি খোদিত হয়েছে। এটা এই সকল অকাল্ট সেক্রিড জিওমেট্রিক বিদ্যার শয়তানি অরিজিনকে প্রমাণ করে। কেননা ক্রপসার্কেলগুলোর অধিকাংশই শয়তান জ্বীনের সৃষ্টি সেটা ইতোপূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।
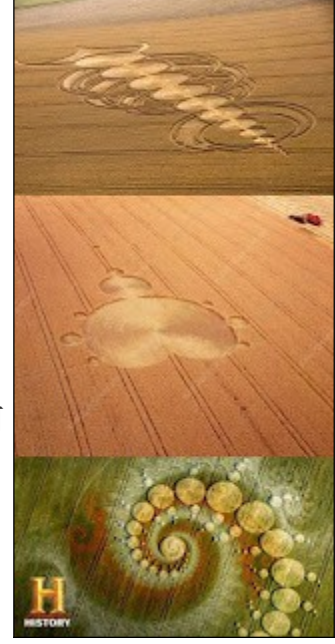
নাসিম তার ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির দ্বারা একটি utopian বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন যেখানে জ্যোতিষবিদ্যাই এবং প্রকৃতিপূজাই হবে মানুষের একক ধর্ম। যেখানে এনার্জির প্রাচুর্য থাকবে যেটা দারিদ্র ও অভাবকে দূরীভূত হবে। মানুষ প্রকৃতির সাথে harmony তৈরি করে স্বর্গের ন্যায় বসবাস করবে। প্রকৃতির সাথে হার্মোনি তৈরির জন্য ইতোমধ্যে তিনি বহু বছরের ফিজিক্সের জ্ঞান দিয়ে আর্ক নামের একটি ম্যাজিক্যাল ক্রিস্টাল ডিভাইস তৈরি করেছেন,যেটা নেকলেসের ন্যায় গলায় ঝুলানোর যোগ্য।এটা কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম ফিল্ডের সাথে মানুষের শরীরের পজেটিভ ইন্টার‍্যাকশন তৈরির মাধ্যমে শারীরীক সুস্থতা বর্ধিত করে বলে প্রচারের দ্বারা অনেক বিক্রি হয়েছে। নাসিমের মূল পরিচয় হলো, তিনি জ্যোতিষী ও কাব্বালিস্ট[১৯] । তার জ্ঞানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্রাচীন বিচিত্র যাদুবিদ্যার শাখা গুলো। তার ঐন্দ্রজালিক ভ্যাকুয়াম এনার্জির আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিতে রূপান্তর শুধুই সিহরের এডভান্স মেকানাইজেশান। তিনি একাই নন বরং যুগে যুগে বিজ্ঞানী নামধারী যাদুকররা এর বিষয়ে বলে গেছে। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স প্রফেসর এবং সাবেক নাসা এ্যাস্ট্রোনট ব্রায়ান ও'লিয়ারি বলেন,**"এই কনসেপ্টটি পৃথিবীর প্রায় ১০০টিরও বেশি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষায় প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনো এগুলো দিবালোক দেখেনি।যদি এই প্রযুক্তিগুলো পৃথিবীতে বিনামূল্যে দেয়া হয়, তাহলে গভীর পরিবর্তন ঘটবে। এটা বিশ্বের সর্বত্রই ব্যবহার যোগ্য। এ প্রযুক্তিগুলো অবশ্যই ইতিহাসের ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন হবে।"**
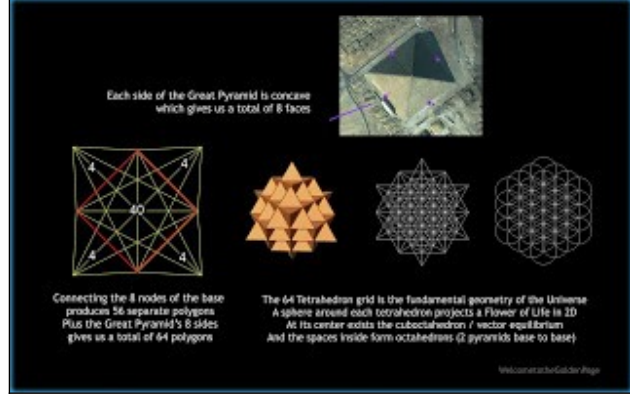
পদার্থবিদ Harold E. Puthoff একজন আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী[পিএইচডি,স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়]। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সিআইএ এবং এনএসএ দ্বারা পরিচালিত রিমোট ভিউ প্রোগ্রামটি ডিক্লাসিফিকেশনের জন্য তিনি পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি অস্টিনের

ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের পরিচালক, এবং তাঁর বহু বছর ধরে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার দায়িত্ব পালন করেছেন। ডক্টর হ্যারল্ড পুটহফ বলেন,**"এরা কোন সায়েন্সফিকশন আইডিয়াধারী ফ্রিঞ্জ সায়েন্টিস্ট নয়। এগুলো মেইনস্ট্রিম আইডিয়া, যা মেইনস্ট্রিম ফিজিক্স জার্নালে প্রকাশ হয়েছে এবং এগুলো মেইনস্ট্রিম মিলিটারির দ্বারা খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। এমনকি নাসার মত সংস্থাও বিনিয়োগ করেছে। আমি যখন নেভির এয়ারক্র্যাফটে কর্মরত ছিলাম তখন দেখিয়েছিলাম কোন জিনিসটা আমাদেরকে রিপ্লেস করা প্রয়োজন যদি আমরা নতুন জ্বালানির উৎসের জন্য নতুন জ্বালানির প্রক্রিয়া বন্টন করতে চাই।"**[৬]
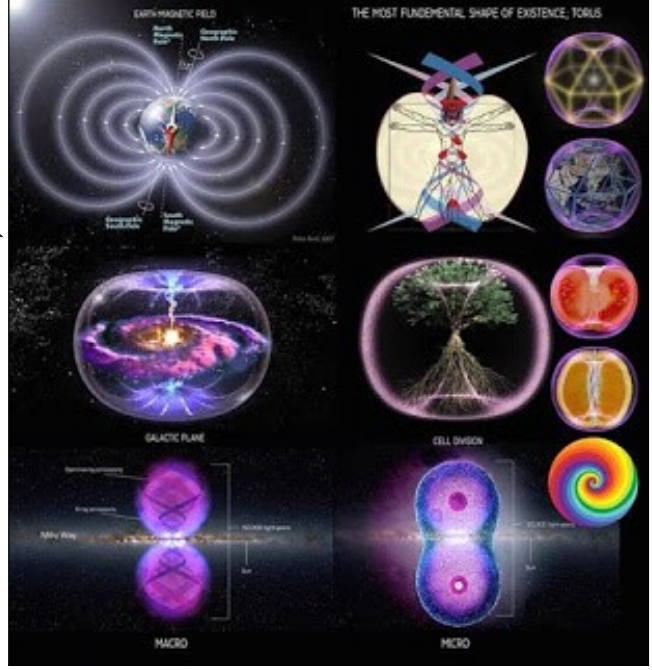
ইউটোপিয়ান ফিলান্থ্রপিক মিশনের সংগঠন থ্রাইভ মুভমেন্ট এর ফস্টার গ্যাম্বেল ঠিক একই ধরনের এনার্জির ফিল্ড এবং অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনার প্রোপাগান্ডা চালায়। তিনিও প্লেটনিক সলিডের দিকে যান। এমনকি নাসিমের সাথেও সাক্ষাত করেন। তিনিও বলেন ম্যাটারকে ক্র্যাশিং এর দ্বারা এনার্জি না তৈরি করে হার্মোনিক রেজোনেন্সের দ্বারা তৈরি করা। ন্যাচারের শক্তির অনুকূলে গিয়ে শক্তি গ্রহন করা প্রতিক্যুলে না গিয়ে। নাসিম সবসময় টোরাস স্ট্রাকচারের কথা বলতেন যেটা ইনফিনিট এনার্জি এনার্জি ভর্টেসি প্রসঙ্গে। থ্রাইভেত গ্যাম্বেলও ঠিক এটাকেই গ্রহন করেছেন। ফস্টার সাহেব কিছু ইউএফও দ্বারা এ্যাবডাক্ট হওয়া ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন যারা ইউএফও তে চড়েছিল তারা সকলেই ওই ইইএফওর টোরাইডাল টোরাস ধরনের ইউএফও প্রপালশান সিস্টেমের কথা বলেন। steave groff m.d বলেন, **"এই ধরনের প্রযুক্তি স্পেসের ফ্যাব্রিক থেকে**

এক্সট্র্যাক্ট করা হয়,যার মানে হচ্ছে একে কোন মিটারবদ্ধ করা যাবেনা যেটা কিনা তেল,কয়লা, মোবিল, ইলেক্ট্রিসিটি কে বিদায় দিয়ে কিছু ইন্ড্রাস্ট্রি ও কোম্পানিকে সরাসরি হুমকি দেয়।"

মূলত এসবের প্রচারণাকারী এবং গোপনকারী একই এজেন্ডার দুই রূপ। সাধারন মানুষ সমৃদ্ধি আর উন্নত জীবন যাত্রার ব্যাপারে খুব দুর্বল হয়ে এসবকে গ্রহন করে। কিন্তু সরকার সবসময়ই এই ঐন্দ্রজালিক প্রযুক্তিকে লুকিয়ে রাখার অভিনয় করে জনসাধারণের কৌতুহল বাড়ে। তাছাড়া তেল গ্যাস বিদ্যুৎ জ্বালানি একটা বিশাল ব্যবসায় এবং নিয়ন্ত্রনের অংশ। বিনা কারনে ওরা এটা হাত ছাড়া করবেনা। জন বেদিনি, ট্রম্বলিসহ অনেকেই টেসলাকে অনুসরণ করে এ ধরনের ফ্রিএনার্জির যন্ত্র নির্মাণ করেছিল। এ্যাডাম ট্রম্বলিকে তার আবিষ্কার দেখাতে ইউনাইটেড নেশন ও ইউএস সিনেট থেকে ইনভাইটেশন পাঠান হয়েছিল। কিন্তু এরপরেই তৎকালীন বুশ এডমিনিস্ট্রেশন তার মেশিন নিয়ে গেছে। বিজ্ঞানী এঞ্জিনিয়ার ইউজিন ম্যালভ ফ্রি এনার্জি নিয়ে প্রচারনা চালিয়েছিলেন। হয়ত তাকে এজন্য ২০০৪ সালে হত্যা করা হয়। এ সকল ঘটনা দ্বারা শাসক গোষ্ঠী সাপ্রেশনকে স্পষ্ট করছে যাতে এর প্রতি জনমনে আরো বেশি আকুলতা বৃদ্ধি পায়। সেটাও হয়ে গেছে। টেসলাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ডানের চিত্রের ন্যায় হাজারো লোকেরা তাদের প্রযুক্তিতে সাপ্রেশনের নিন্দা জানায় এবং তাদেরকে সফলভাবে কাজের সুযোগ দিলে যে এতদিনে দুনিয়া স্বর্গলোক হয়ে যেত,সেই আফসোস করে।
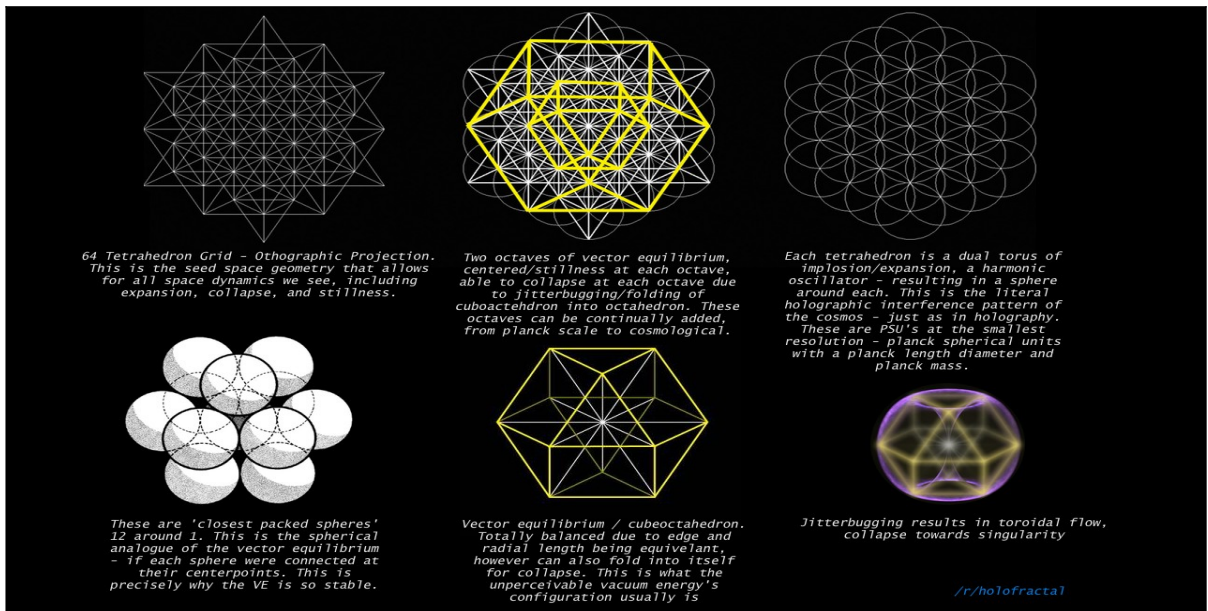
যাদুবিদ্যা উৎসারিত ঐন্দ্রজালিক জিরো পয়েন্ট ফিল্ডকে[২০] হঠাৎ করে থিওরেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই ব্যবহারের পথ দেখানো হবেনা। আগে তৈরি করে নিতে হবে শক্ত থিওরেটিকাল প্ল্যাটফর্ম, দরকার একটা "থিওরি অব এভ্রিথিং"। সেই সাথে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গোটা মানব জাতির এক বৈপ্লবিক আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তন। প্রত্যাবর্তন করতে হবে প্রকৃতি মাতার কাছে। দরকার আরেকটা রেনেসাঁর। আধ্যাত্মবাদী যাদুশাস্ত্রের অনুসারী সকলের মাঝে এ ব্যপারে ইজমা[ঐক্যমত্য] আছে যে ২০১২ এর পর থেকে মানব জাতি নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে। এ্যাস্ট্রলজিক্যাল এ্যাকুরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বর্তমান সময় চৈতন্যের নতুন ধারায় মানবজাতি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারীরা একদিকে অপেক্ষা করছে কল্কি অবতারের জন্য, বৌদ্ধরা মৈত্রেয় বুদ্ধ। ইহুদীরা অপেক্ষা করছে তাদের মহান নেতা মসীহের জন্য। তাকে ঘিরেই যত আয়োজন।

[চলবে ইনশাআল্লাহ....]

Ref:

[১] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indra's_net

[২]https://switchonnow.com/magazine/indras-net-bells-theorem-and-enlightenment/
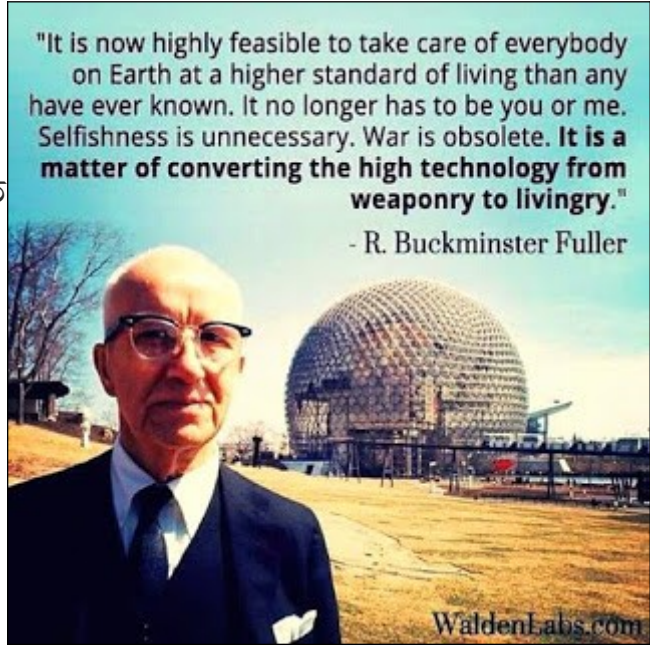
Elst, Koenraad. Hindu dharma and the culture wars. (2019). New Delhi : Rupa. Chapter 20.

https://en.m.wikiquote.org/wiki/Indra's_net

https://dhivanthomasjones.wordpress.com/2013/05/02/dependent-arising-and-interconnectedness/

http://www.pragyata.com/mag/the-vedic-metaphor-of-indras-net-234

[৩]https://m.youtube.com/watch?v=MCTMpMf9U3A

[৪]https://m.youtube.com/watch?v=OXbVZc10lnk

[৫]https://m.youtube.com/watch?v=SKcv6GSm2dw

[৬]en.m.wikipedia.org/w/index.php?search=Aether&title=Special%3ASearch&profile=default&fulltext=1&ns0=1&iorg_service_id_internal=1547440102204384%3BAfpaKC4lTmyQrxpW

en.m.wikipedia.org/w/index.php?search=Aether&title=Special%3ASearch&profile=default&fulltext=1&ns0=1&iorg_service_id_internal=1547440102204384%3BAfpaKC4lTmyQrxpW

https://m.youtube.com/watch?v=6Jcl0kgOg4I

https://m.youtube.com/watch?v=Im01RsX6THM

missing link

[৭]https://www.scienceandnonduality.com/article/the-indras-net

https://wiki.my-big-toe.com/index.php/The_Vedic_Conception_of_Indras_Net

[৮]https://www.scienceandnonduality.com/article/david-bohm-implicate-order-and-holomovement

https://futurism.com/david-bohm-and-the-holographic-universe

https://m.youtube.com/watch%3Fv
%3DQI66ZglzcO0&sa=U&ved=2ahUKEwjH0KDyuePoAhWLYH0KHUAYCbYQtwI
wCHoECAkQAQ&usg=AOvVaw3piLRIepYsXE5yPPdGVt1U
https://www.cosmic-core.org/free/article-134-the-holographic-universe-
part-1-david-bohm-the-holographic-universe/
https://futurism.com/david-bohm-and-the-holographic-universe?
fbclid=IwAR3ednBOAQkNVTyEXp32xNTrsFjaR6Tip40Hsntp4wI9u6vBZ4h9shk
hu9Y
[৯]https://m.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg
[১০]https://m.youtube.com/watch?v=aB3Z0SD_Xiw
https://m.youtube.com/watch?v=xJsl_klqVh0
[১১]missing link
[১২]https://m.youtube.com/watch?v=1R8AihKoWrw
[১৩]https://m.youtube.com/watch?v=DtUMMC6BMY0
[১৪]https://m.youtube.com/watch?v=J5QBQ0kiCr8
[১৫]https://m.youtube.com/watch?v=sZwWmvI6EhQ
[১৬]https://m.youtube.com/watch?v=yD9og3ylAzg
[১৭]https://m.youtube.com/watch?v=1UfNLmLBoNA
https://m.youtube.com/watch?v=54RxU_MekPU
https://m.youtube.com/watch?v=Bk7p4XqdF5M
[১৮]https://m.youtube.com/watch?v=TXPpQmgD85E
[১৯]https://youtu.be/e_mG6r0Fdq4
[২০]https://m.youtube.com/watch?v=KHc96rRDA3I
[২১]https://m.youtube.com/watch?v=o4uY4hyBh9k
[২২]https://codemeariver.wordpress.com/2017/03/07/doctor-strange-world-
of-fractals/amp/

বিগত পর্বগুলোর লিংক:
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

পর্ব-২১

Physics From Babylon

বিগত পর্বগুলোয় অপবৈজ্ঞানিক আলোচনাকে একবাক্যের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর আকারে নিম্নলিখিত কথায় প্রকাশ করা যায়ঃ

রিয়ালিটি বা বাস্তব জগত কি জিনিস?

উত্তরঃঅদ্বৈত মহাচৈতন্য [Non dualistic universal collective consciousness]।

এ মহাচৈতন্য কি অবস্থায় আছে?

উত্তরঃহলোগ্রাফিক অবস্থায়, এটা একরকমের ম্যাথম্যাটিক্যাল সিমুলেশন, মায়াবাদের অনুরূপ মায়া[Holographic simulation]।

এই রিয়ালিটির হলোগ্রাফিক স্ট্রাকচারটি কিরূপ?

উত্তরঃঅকাল্ট শাস্ত্রানুযায়ী এই রিয়ালিটি হাইলি জিওমেট্রিক্যাল, যা প্লেটনিক সলিডগুলো দ্বারা তৈরি,এগুলো যাদুবিদ্যার ক্লাসিক্যাল ইলিমেন্টসের জিওমেট্রিক প্যাটার্ন ।

আজকের পর্বে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি অকাল্ট ফিজিক্স অনুযায়ী গোটা মহাবিশ্বের স্তর বা গঠনবিন্যাস এবং এর কার্যপ্রণালী সম্পর্কে। আমাদের মহাবিশ্ব সামগ্রিকভাবে কিরূপে কাজ করে এবং এর স্তর বা গঠনবিন্যাস সম্পর্কে যাদুশাস্ত্রীয়-অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে আমরা আজ প্রবেশ করব এ্যাডভান্স হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্সে। বাস্তবজগত সম্পর্কে অকাল্ট টেক্সটসমূহের হাইপার স্পেশিয়াল ধারনা নিয়ে মনে পড়ে ১০ নং পর্বে আলোচনা করেছিলাম। তাই সহজভাবে বুঝতে আবারো ১০নং পর্বে ফিরে যাওয়া আবশ্যক।

ন্যাচারাল ফিলসফি তথা পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য বহু আগে থেকে প্রয়োজন ছিল সবকিছুর জন্য একটি থিওরি। এমন এক থিওরি[থিওরি অব এভ্রিথিং] যা সমস্তকিছুকে ব্যাখ্যা করবে। যা সৃষ্টিতত্ত্বের পূর্নাঙ্গ বর্ণনা দেবে। যা মানবজাতিকে দেবে বৈজ্ঞানিক মেটাফিজিক্যাল দর্শন বা আকিদাহ[বিশ্বাসব্যবস্থা]। এটা সন্ধান দেবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ও অফুরন্ত শক্তির। এক কথায় এটা মানবজাতিকে বস্তুজগত ও মহাবিশ্বের সবকিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদান থেকে শুরু করে জীবনাচরণ ও একটি বৈশ্বিক ধর্মীয় বিশ্বাস[আকিদা] ব্যবস্থাকে বিনির্মাণ করবে। মহান ইহুদী ন্যাচারাল ফিলসফার এ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব তৈরিতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তার জিওমেট্রিক গ্রাভিটির ব্যাখ্যা কোনভাবেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাথে খাপ খায়না। যার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে সমস্ত কিছুর একটি তত্ত্বের[Theory of Everything/ Unified field theory]। কোয়ান্টাম রিয়ালিটিকে অস্বীকার করে আইনস্টাইন নিজেই একটা থিওরি অব এভ্রিথিং প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন নি। স্টিফেন হকিং তার বই "এ ব্রিফ

হিস্টরি অব টাইমে" বলেন,**"আইনস্টাইন তার জীবনের শেষ বছর গুলোয় বিফলতার সাথে ইউনিফাইড থিওরিকে খুজেঁ গিয়েছেন। কিন্তু তার ওই সময়টি এ থিওরি খোঁজার জন্য সঠিক সময় ছিল না। সেসময়ে গ্রাভিটি ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের ব্যাপারে ধারনা থাকলেও নিউক্লিয়ার ফোর্সগুলোর ব্যাপারে ভাল ধারনা ছিল না। তাছাড়া আইনস্টাইন যদিও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিকাশে ভূমিকা রাখেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে তিনি একরকম অস্বীকার করতেন।"**[৪]
তখন থেকেই পদার্থবিজ্ঞানীগন একে একে থিওরি অব এভ্রিথিং আনার চেষ্টা শুরু করেন। Theory of Everything কে final theory , ultimate theory , master theory প্রভৃতি নামেও ডাকা হয়। আপনারা ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের আদিমরূপ এবং এর ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন। হাজার বছর পূর্বের যাদুকরদের বিশ্বাস ও যাদুশাস্ত্রের তত্ত্বকে প্রথমাবস্থায় ন্যাচারাল ফিলসফিতে রূপায়ন, অতঃপর "বিজ্ঞান" নামের নতুন শব্দের মোড়কে নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশিত যে, অপবিজ্ঞানকে আধুনিক যাদুশাস্ত্রের অনুসারী কাফির তথা কথিত অপবিজ্ঞানীরা পুনরায় যাদুশাস্ত্রে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কোয়ান্টাম রেভ্যুলুশনের মাধ্যমে এ কাজের সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে। বিজ্ঞান ফিরে গেছে হাজার বছরের পুরোনো অকাল্ট শাস্ত্রের আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটির ধারনাতে। সুতরাং ফাইনাল থিওরি বা থিওরি অব এভ্রিথিং হবে যাদুশাস্ত্রের মেকানিক্সের সবচেয়ে নগ্ন সংস্করণ। এতেই যাদুকরদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস তথা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকে অস্বীকারকারী কুফরি আকিদাকে সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণতা দেয়া হবে। হয়েছেও তাই! স্টিফেন হকিং 'এম থিওরি' নামে একটি থিওরি অব এভ্রিথিং এর প্রস্তাব করেন। এখানে M দ্বারা আপাতত বোঝানো হয়েছে Magic বা Mystery কে। এ কথা উইকিপিডিয়াতেও বলা হয়েছেঃ
According to Witten, M should stand for "magic", "mystery" or "membrane" according to taste, and the true meaning of the title should be decided when a more fundamental formulation of the theory is known.

[তথ্যসূত্রঃউইকিপিডিয়া]

এম-থিওরি বা ম্যাজিক থিওরিতে আল্লাহর ব্যাপারে কিরূপ ধারনা করা হয়? আগেই উল্লেখ করেছি, যাদুশাস্ত্রের কুফরি আকিদাকে পূর্নাঙ্গভাবে প্রকাশ করবে থিওরি অব এভ্রিথিং বা ফাইনাল থিওরি। স্টিফেন হকিংকে প্রশ্ন করা হয়, **"যদি এম থিওরিকে থিওরি অব এভ্রিথিং হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেটা কি করুণাময় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করবে নাকি বাতিল করবে?"** উত্তরে হকিং বলেন,**"এম থিওরি আল্লাহর অস্তিত্বকে ডিস্প্রুভ করেনা কিন্তু তার অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ**

করে। এটা বলে যে, একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন ছাড়াই এই মহাবিশ্ব একা একাই বার বার শূন্য থেকে সৃষ্টি হতে থাকবে।"[১]

শুধুমাত্র এমথিওরিই নয়,পদার্থবিজ্ঞানীরা একে একে নানান ফাইনাল থিওরির ইক্যুয়েশন নিয়ে আসতে শুরু করেন। আমরা গত পর্বে অপেশাদার পদার্থবিজ্ঞানী নাসিম হারামাইনের ইউনিফাইড থিওরি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকু নিয়ে আসেন স্ট্রিং থিওরি, সার্নের বিজ্ঞানী জন হাগেলিন প্রস্তুত করেন সুপারস্ট্রিং থিওরি। এভাবেই একে একে বিভিন্ন ফাইনাল থিওরির প্রস্তাব আসতে শুরু করে। মিচিও কাকুর স্ট্রিং থিওরি বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞান মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। কিন্তু পরবর্তীতে এটাও বেশকিছু কারনে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। থিওরি অব রেলেটিভিটিতে গ্রাভিটিকে বলা হয় স্পেসের জিওমেট্রিক কার্ভাচার। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সে বলা হয় সকল ফোর্সই কোন না কোন পার্টিকেলের ফসল বলা হয়। কিন্তু যেহেতু কোয়ান্টাম ননলোকাল ওয়ার্ল্ডে স্পেসের জিওমেট্রিক ডিস্ট্যান্স মাপার সুযোগ নেই, তাই একে যদি একটি ফোর্স হিসেবে ধরা হয় গ্রাভিটন নামে, তখন তাদের ম্যাথম্যাটিকস ভেঙ্গে পড়ে। তাই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং গ্রাভিটিকে যদি ইউনিফাই ঘটানোর জন্য সমাধান নিয়ে থিওরি অব এভ্রিথিং হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছিল স্ট্রিং থিওরির।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলে যে ইলিমেন্টারি[ইলেক্ট্রন, কোয়ার্ক, ফোটন] পার্টিকেলগুলো জিরো ডাইমেনশনাল অবজেক্ট কিন্তু স্ট্রিং থিওরি এখানে বলে, ইলিমেন্টারি পার্টিকেল গুলো কম্পনশীল স্ট্রিং দ্বারা তৈরি। বেহালার স্ট্রিং গুলো যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন নোট সৃষ্টি করে,ভিন্ন ভিন্ন কম্পাংকের এনার্জি স্ট্রিং একেকটি একেক ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাইব্রেট করে পার্টিকেল গঠন করে।। একেক ফ্রিকোয়েন্সিতে একেক ধরনের পার্টিকেল তৈরি হয়।এমনকি গ্রাভিটিও।পদার্থবিদ ডক্টর ব্রেইন গ্রীন বলেন, 'স্ট্রিং গুলো খুবই ক্ষুদ্র, এ্যাটমকে যদি সোলার সিস্টেমের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে স্ট্রিং গুলো হবে পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকা গাছের সমান'। স্ট্রিং থিওরি বলে আমাদের রিয়ালিটিতে ১০ টি ডাইমেনশন রয়েছে। এ যেন হার্মেটিক এবং কাব্বালিস্টিক টেক্সটেরই সায়েন্টিফিক ভার্সন। তবে স্ট্রিং থিওরির একটা সমস্যা আছে, এর অধিকাংশ ম্যাথগুলো থ্রি স্পেশিয়াল, ওয়ান টেম্পরাল ডাইমেনশনে কাজ করে না, এরজন্য চাই ১০ টি ডাইমেনশান বা মাত্রা। যেহেতু অন্য ডাইমেনশনগুলো আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে, তাই স্ট্রিং থিওরিটি পরীক্ষন অযোগ্য একটি তত্ত্ব। কিন্তু নিখুঁত গাণিতিক সংগঠনের জন্য একে পুরোপুরিভাবে ফেলে দেয়া হয়নি। এটাকে পুরোপুরি থিওরি অব এভ্রিথিং রূপে স্বীকৃতি দেয়া না হলেও আশা করা হয় এর দ্বারা ভবিষ্যতে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে খুজে পাওয়া যাবে বহুল আকাঙ্ক্ষিত থিওরি অব এভ্রিথিং।

অপর্যবেক্ষণযোগ্যতার জন্য স্ট্রিং থিওরিকে থিওরি অব এভ্রিথিং এর মর্যাদা না দেয়া হলেও, এ থিওরির সবচেয়ে বড় অবদান ছিল [অপ]বিজ্ঞানের সবচেয়ে অবহেলিতঃ ডাইমেনশনাল কন্সেপ্টকে পুনরুজ্জীবিত করা। বিজ্ঞানে মাত্রা বা ডাইমেনশনালিটির অনুপ্রবেশ ঘটে যাদুকর-জ্যোতিষী জন ডি এর হাত ধরে। তিনিই ফোর্থ ডাইমেনশনের ব্যপারে ধারনা দেন। স্ট্রিং থিওরি বহুমাত্রার শিক্ষা গ্রহন করে ইহুদী যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ থেকে। সৃষ্টিকর্তার ব্যপারেও কাব্বালিস্টিক শিক্ষাকেই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। আপনারা বিগত আর্টকেল গুলোয় এটা দেখেছেন যে আধুনিক অপবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের কেউই আসলে মনোথেইস্টিক বা তাওহীদের শিক্ষার প্রচার করেনা। বরং শ্রোডিঞ্জার থেকে শুরু করে আইনস্টাইন সকলেই বেদান্তশাস্ত্রের ঈশ্বরের কথা বলতেন যা আত্ব তাওহিদূর রুবুবিয়্যাহ'র বিপরীত কুফরি আকিদা। মিচিও কাকু বিপরীতে হাটেননি। তিনিও সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন এবং তার থিওরিতে সে শিক্ষারই প্রচার করেন। তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় জীবন ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকার প্রশ্ন সম্পর্কে, তখন তিনি স্পষ্ট করে বলেন, **"আমাকে বলতে দিন আমরা ফিজিসিস্টরা কিভাবে বিষয়টা দেখি, উদাহরনস্বরূপ, আইনস্টাইন বড় একটা প্রশ্ন করতেন, যে কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে কিনা,সব(সৃষ্টিজগতের) কিছুর মানে আছে কিনা,আর এভাবেই আইন্সটাইন এ প্রশ্নের জবাব দিতেন যে, দুই ধরনের ঈশ্বর(গড) আছে। আমাদেরকে অনেক বৈজ্ঞানিক চিন্তার হতে হবে, আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে আপনি গড দ্বারা বোঝেন। যদি গড বলতে হস্তক্ষেপ করার ঈশ্বরকে বোঝানো হয়, ব্যক্তিক সত্ত্বাগত ঈশ্বরকে বোঝায়,প্রার্থনা শোনার God কে বোঝায়, তাহলে আপনাকে সেটাকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে সৃষ্টিকর্তা কি সত্যিই আমাদের সকল প্রার্থনা শোনেন(?) যেমন ক্রিসমাসে বাই-সাইকেল চাওয়া, তিনি(আইনস্টাইন) ঈশ্বরের ব্যপারে ধারনায় এরকমটা মানতেন না,তিনি(আইনস্টাইন) বিশ্বাস করতেন নিয়ম-নীতির গড,হার্মোনি, সৌন্দর্যের, সিমপ্লিসিটি এবং আভিজাত্যতার গড, দ্য গড অব স্পিনৌজা (প্যান্থেইস্টিক গড)। এই ধরনের গডে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারন তিনি দেখতেন মহাবিশ্ব অত্যন্ত গর্জিয়াস, এসব ঐরকম থাকবার কথা নয়, এটা বরং হতে পারতো বিশৃঙ্খল, কদর্য, নোংরা।.."**

অনেক পাঠক 'গড অব স্পিনোজা' এর অর্থ বুঝতে পারছেন না। বারুচ স্পিনোজা নামের এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাফির সর্বেশ্বরবাদকে(ওয়াহদাতুল উজুদ/মনিজম) ফিলসফির কাতারে ইংরেজিতে অফিশিয়াল নাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। একে এরপরে থেকে প্যান্থেইজম নামে ইংরেজিতে সহজে বোঝানো হয়। যদিও এই আকিদা ব্যবিলনীয়ান এস্ট্রলজি থেকে এসেছে, ইতোপূর্বে এর অর্গানাইজড ফর্ম ছিল না।এই বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকৃতিকেই গডে পার্সোনিফাই করে ডাকা হয়। একেই স্পিনোজা'স গড, স্পিনোজিজম[২] বলে।

কাকু দাবি করেন তার জীবনের লক্ষ্যই আইনস্টাইনের অসম্পূর্ন স্বপ্নকে সম্পূর্ন করা। একটি থিওরি অব এভ্রিথিং প্রতিষ্ঠা করা। তাকে যখনই সৃষ্টিকর্তার কথা জিজ্ঞেসা করা হয় তিনি সব সময়েই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আইনস্টাইনের রেফারেন্স দিয়ে বলতেন, **"ইসহাক(আ), ইউসুফ(আ), মূসা(আ) ইত্যাদি নবীদের 'পালনকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন"।** কিন্তু বারুচ স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের কুফরি অর্থে 'ঈশ্বর' বা গড শব্দটিতে বিশ্বাস করতেন আইনস্টাইন সাহেব এবং এটাই গ্রহণযোগ্য। তাকে অপর এক সাক্ষাতকারে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, তিনি দুইটি ধর্মকে কাছে থেকে দেখেছেন। পরিবারকে বৌদ্ধধর্মে পেয়েছেন কিন্তু আমেরিকায় পেয়েছেন খ্রিষ্টান। এজন্য তিনি তার থিওরিতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে দুই ধর্মের তথ্যকে একাকার করে একটা কুফরি দর্শন বানিয়ে নিয়েছেন। পৃথিবী মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে অর্থাৎ বিগব্যাং হবার আগে Nirvana পার হয়ে আসছে। ১১ ডাইমেনশনের হাইপার স্পেসের কস্মিক মিউজিকই নাকি "ঐশ্বরিক মন"(mind of God) । এটা ঠিক তাই-ই যা গড অব Spinoza। এই মন রিড করতেই থিওরি অব এভ্রিথিং এর প্রয়োজন ছিল, যা নিয়ে আজ কাকু কাজ করছেন। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে আসা ফিলসফিক্যাল বা মেটাফিজিক্যাল প্রশ্নের সমাধান থিওরি অব এভ্রিথিং এর অন্যতম বড় লক্ষ্য।

আরেকবার তাকে প্রশ্ন করা হয় এটা জিজ্ঞেস করে যে, তিনি(মিচিও কাকু) সাইন্স ও (প্যাগান)ধর্মতত্ত্বের সংযোগকে কিভাবে দেখেন, তিনি বলেন, **"আমার মাথায় দুইটি অংশ সবসময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, বৌদ্ধধর্মে আমরা বিশ্বাস করি সময়হীন নির্বাণে যেথায় কোন শুরু শেষ বলে কিছু নেই, যখন আমি সানডে স্কুলে পড়ি তখন আমি জেনেসিস পাঠ করি, সেখানে আমি পাই সৃষ্টিজগতের একটি শুরুর(প্রক্রিয়া)কে এমনকি ধবংসেরও দিবসকে(কিয়ামত) যেটা বৌদ্ধমতের নির্বাণ বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক,আমি আজ একজন পদার্থবিদ এবং আমাদের হাতে আছে মাল্টিভার্স এর ধারনা, আমরা সেটাকে দুইরকমের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে মিশিয়ে নিতে পারি, মাল্টিভার্সের হায়ার ডাইমেনশনে একটা নির্বাণ অবস্থা রয়েছে যেখানে বাবল(bubble) মহাবিশ্ব গুলোর সংঘর্ষের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে, আর অজস্র বিগ ব্যাং হতে থাকে এবং অজস্র জেনেসিস ঘটতে থাকে যা বাবল ইউনিভার্সসমূহের সংঘর্ষে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে।... রিডাকশনিজম অনুযায়ী অটম গুলো ভাঙলে অজস্র পার্টিকেলের দেখা মেলে যার কোন মানে নেই। কিন্তু আমাদের এখন আরো বেশি হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে স্ট্রিং থিওরিতে। যা আমাদের বলে আমাদের দেখতে হবে গোটা মহাবিশ্ব কম্পনশীল স্ট্রিং এর ন্যায় এটা আমাদের বলে কেন পার্টিকেলগুলো মিউজিক্যাল নোটস এর ন্যায়। আমার মনে হয় অধিকাংশ ধর্মেরই কমন একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে idea of harmony, synthesis । যখন আপনি বিজ্ঞানের দিকে তাকাবেন সেখানেও পাবেন যে**

বিজ্ঞান প্রাচীন কিছু সমাজের মৌলিক দার্শনিক দিকনির্দেশনা মেনে চলে। হার্মোনির অনুসন্ধান, ঐক্যের(সৃষ্টি স্রষ্টার অস্তিত্বের ঐক্য-ওয়াহদাতুল উজুদ/মনিজম) অনুসন্ধান। এজন্য আইনস্টাইন বলেন তিনি স্পিনোজার(সর্বেশ্বরবাদী) গডে বিশ্বাসী। যেটা গড অব হার্মোনি।নয়ত মহাবিশ্ব এতটা হার্মোনিয়াস(গুছানো/নীতিবদ্ধ/সুশৃঙ্খল) হত না এখন যতটা। তিনি পার্সোনাল (ইব্রাহীম /ইসহাক/ ইয়াকুব নবীদের) গডে বিশ্বাস করতেন না। যেটা প্রার্থনার ঈশ্বর। তিনি বিশ্বাস করতেন একজন নিয়মদাতা আছেন এটাই হচ্ছে হার্মোনির নীতি।"

অর্থাৎ মিচিও কাকু অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে তার নিজ আকিদাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বৌদ্ধদের কুফরি সৃষ্টিতত্ত্বের দর্শনকে ইউনিভার্সের একদম ফান্ডামেন্টাল অরিজিন হিসেবে রেখেছেন। (তার কথানুযায়ী)খ্রিষ্টান থিওলজিকে যদি ক্যাথলিকদের মত কুফরি বিগব্যাং তত্ত্ব দ্বারাও খাপ খাইয়ে নেন এরপরেও নির্বানই সবকিছুর শুরু। অর্থাৎ তার মতে বিবলিক্যাল ঈশ্বর যদি থেকেও থাকে তবে তার উপরের সত্য হচ্ছে বৌদ্ধদর্শনের নির্বান[নাউজুবিল্লাহ]!! এখানেই কাব্বালিস্টিক এস্ট্রোফিজিক্সের অনুসারী মিচিও কাকু জানিয়ে দিলেন স্রষ্টার ব্যপারে কিরূপ আকিদা। এরপরে আরো ক্ল্যারিফাই করে বলেন - **"আমাদের এখন আরো বেশি হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে স্ট্রিং থিওরিতে। যা আমাদের বলে আমাদের দেখতে হবে গোটা মহাবিশ্ব কম্পনশীল স্ট্রিং এর ন্যায়, এটা আমাদের বলে কেন পার্টিকেলগুলো মিউজিক্যাল নোটস এর ন্যায়। আমার মনে হয় অধিকাংশ ধর্মেরই কমন একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে** idea of harmony, synthesis **। যখন আপনি বিজ্ঞানের দিকে তাকাবেন সেখানেও পাবেন যে বিজ্ঞান প্রাচীন কিছু সমাজের মৌলিক দার্শনিক দিকনির্দেশনা মেনে চলে। হার্মোনির অনুসন্ধান, ঐক্যের(সৃষ্টি স্রষ্টার অস্তিত্বের ঐক্য-ওয়াহদাতুল উজুদ/মনিজম) অনুসন্ধান। এজন্য আইনস্টাইন বলেন তিনি স্পিনোজার (সর্বেশ্বরবাদী) গডে বিশ্বাসী। যেটা গড অব হার্মোনি।নয়ত মহাবিশ্ব এতটা হার্মোনিয়াস(গুছানো/নীতিবদ্ধ/সুশৃঙ্খল) হত না এখন যতটা। তিনি পার্সোনাল (ইব্রাহীম /ইসহাক/ইয়াকুব নবীদের) গডে বিশ্বাস করতেন না। যেটা প্রার্থনার ঈশ্বর। তিনি বিশ্বাস করতেন একজন নিয়মদাতা আছেন এটাই হচ্ছে হার্মোনির নীতি।"**

হ্যা অধিকাংশ (প্যাগান) ধর্মেরই কমন একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "আইডিয়া অব হার্মোনি, সিন্থেসিজ",এর অরিজিন্স প্রাচীন ব্যবিলনিয়া এবং এই কুফরি দর্শনের দিকনির্দেশনাই প্রতিষ্ঠিত অপবিজ্ঞান মৌলিকভাবে মেনে চলে। এজন্য আইনস্টাইনও এই সর্বেশ্বরবাদেই বিশ্বাস করতেন 'গড' এর নামে। এই স্ট্রিং থিওরিও হার্মোনির বার্তা দেয়। এটা হাইপার স্পেসের কস্মিক মিউজিকের বার্তা দেয়, আর কস্মিক বাবল অবস্থার মাল্টিভার্স Nirvana'র বার্তা দেয়। অর্থাৎ

জনৈক লেখক জনাব আরিফ আজাদের দৃষ্টিতে 'ভদ্রলোক মিচিও কাকু' আইনস্টাইনিয়ান প্যান্থেইস্টিক বিশ্বাসের প্রচারক। একেই তার স্ট্রিং থিওরির সহায়তায় বেশি লজ্যিক্যাল এবং গ্রহণযোগ্য বলে দাঁড় করাচ্ছেন। এই প্যান্থেইস্টিক Mind of God'ই ইউনিভারসাল ইন্টেলিজেন্স যার কারনে ইউনিভার্স এতটা হার্মোনিয়াস/পরিপাটি/সুশৃঙ্খল! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

অপর এক বিতর্কে কাকু বলেন, **"আমার এই দিকে যারা আছেন ১০০% নিশ্চিতভাবে তারা বিশ্বাস করে,যে কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। আর এইদিকের গ্রুপ ১০০% বিশ্বাস করে যে জীবনের মানে আছে এবং একজন ঈশ্বর আছেন। একদিকের লোকেরা শুদ্ধ আরেকদিকের লোকেরা ভুল, তাই তো? আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে তারা উভয়েই ভুল। বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞান হচ্ছে ডিসাইডেবল স্টেইটমেন্ট, আমি যদি এখন সেলফোনটি নিচে ফেলে দেই, আমি জানি এটা ডিসাইডেবল, এটা নিচে পড়বে গ্রাভিটির জন্য। সাইন্স এমন সব স্টেটমেন্ট এর উপর প্রতিষ্ঠির যা পরীক্ষার যোগ্য, পুনঃপরীক্ষন যোগ্য, ডিসাইডেবল, ফলসিফাইয়েবল। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে কিনা এটা আনডিসাইডেবল(অনির্ধারনযোগ্য)। এটা বিজ্ঞানের অংশ নয়। এটা অনেকটা একটা (পৌরাণিক অলীক প্রানী)ইউনিকর্নের অস্তিত্বকে মিথ্যা প্রমান করার ন্যায়।... এখন, আমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আইন্সটাইনের একটা ইক্যুয়েশনের স্বপ্নকে সম্পূর্ন করা যা কিনা এক ইঞ্চির বেশি বড় হবেনা,যেটা সকল বস্তুগত জ্ঞানের সারাংশ বের করবে। এবং আমাদেরকে "ঈশ্বরের মনকে পড়তে" অনুমতি দেবে। তো তার(আইন্সটাইনের) কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঈশ্বরের প্রতি(?)। আইনস্টাইন বলেছেন দুই ধরনের ঈশ্বরের কথা। এটাই সকল কনফিউশন তৈরির কারন। প্রথম ধরনের ঈশ্বর হচ্ছে ব্যক্তিগতজীবন ঈশ্বর।এটা হচ্ছে প্রার্থনার ঈশ্বর, প্রতিশোধপ্রবন ঈশ্বর, ঐ ঈশ্বর যে প্রার্থনায় সাড়া দেয়, মূসা(আ), ইসহাক(আ),ইয়াকুব(আ) এর ঈশ্বর। আইনস্টাইন বলতেন আপনি এই ধরনের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারেন না।কিন্তু আরেক ধরনের ঈশ্বর আছে। এটা হচ্ছে বারুচ স্পিনোজার ঈশ্বর(সর্বেশ্বরবাদ-প্রকৃতিপূজা), হার্মোনি বিউটি,simplicity, elegance এর ঈশ্বর। এগুলো থাকত না যদি ইউনিভার্স কোন এক্সিডেন্ট এর দ্বারা তৈরি হত।তাই আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন এভিডেন্স(সাক্ষ্যপ্রমাণ) পাইনা। এর মানে এই নয় তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না বা জীবনের কোন মানে নেই। আমি শুধুমাত্র ফিজিক্সের ইক্যুয়েশনে এটা খুজে পাচ্ছিনা। তো, আমাদের নিকট 'ঈশ্বরের মনের' একজন ক্যান্ডিডেট আছে। ঐশ্বরিক মনের ক্যান্ডিডেট হচ্ছে এগারো ডাইমেনশনের হাইপার স্পেসের কস্মিক মিউজিক।"**

এই হচ্ছে অবস্থা। মিচিও কাকু সুস্পষ্টভাবেই বলে দিলেন যে তিনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কোন এভিডেন্সই পান না। আর তার অস্তিত্বটি ইউনিকর্ন এর অস্তিত্বে বিশ্বাসের ন্যায়। এটা নাকি আনডিসাইডেবল! এজন্য তিনি আইনস্টাইনিয়ান প্যান্থেইস্টিক "মাইন্ড অব গডে" বিশ্বাস করেন, যা কি না পৃথিবীর সুশৃঙ্খলিত অবস্থার কারন, মনিস্টিক ঐশ্বরিক ঐ মনের জন্যই সবকিছু এত হার্মোনিয়াস এতটা ম্যাথম্যাটিক্যাল, ইউনিভার্স এক্সিডেন্ট এর কারনে তৈরি হলে এমন হত না! এখানেই শেষ নয়। তার মাল্টিডাইমেনশনাল স্ট্রিং থিওরিটি নেয়া হচ্ছে যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ থেকে। তাছাড়া কাব্বালাহ স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদি গড অব হার্মোনি, বিউটি,ইলেগেন্সেরই শিক্ষা দেয়। মিচিও কাকু নিজেই তার স্ট্রিং থিওরিকে কাব্বালার প্রতিফলন বলে স্বীকার করেছেন! তিনি বলেন,**"আমি একটা বাস্তব বিষয়ের ব্যপারে বিমোহিত; স্ট্রিং থিওরি বা থিওরি অব এভরিথিং এর অনেক মৌলিক রহস্য কেমন যেন জোহার এবং কাব্বালারই প্রতিফলন।"**

ইহুদীরাও এটা জানে যে যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ এবং স্ট্রিং থিওরি একই সমান্তরালে। এক কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ বলেন, তার কাছে ফিজিক্স খুবই পছন্দের একটা বিষয়। তিনি দেখেন যে স্ট্রিং থিওরি সেফার ইয়েতজিরার কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। যাদুবিদ্যার একটা মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে রিয়ালিটির নীতিসমূহকে ইচ্ছেমত পালটে ফেলা,নিজের মত করে ব্যবহারের চেষ্টা। মিচিও কাকু তার কাব্বালিস্টিক থিওরি অব এভ্রিথিং এর দ্বারা এই আশাও করেন। কাকু বলেন, **"প্রতিবারই যখনই আমরা কোন ফোর্স নিয়ে গবেষণা করি,মানব ইতিহাস একেবারে চেঞ্জ হয়ে যায়,এবার আমরা কাজ করছি থিওরি অব এভ্রিথিং নিয়ে। এটা আমাদেরকে কি দিতে পারে? স্বল্পমেয়াদে হয়ত কিছুই দেবে না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটা আমাদেরকে স্থান ও কালের নিয়ন্ত্বা করে ফেলতে পারে।"**

জনাব মিচিও কাকু'ই সব বলে দিয়েছেন, আমি বোধ করি আমার নিজে থেকে আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। যাইহোক, স্ট্রিং থিওরি ডাইমেনশনাল ব্যাপারগুলোকে বিজ্ঞানের আলোয় আবারো নিয়ে আসলেও, কিছু ক্ষেত্রে কাব্বালিস্টিক অপবিদ্যা শিক্ষার ঘাটতির দরুন আরো সুস্পষ্টভাবে নতুন থিওরির দ্বারা ফিরে যেতে হয়েছে বাবেল শহরে। বিজ্ঞান আজ ফিরে গেছে প্লেটনিক আইডিয়ালিজমের এ্যালিগোরি অব কেইভে। এমুহূর্তে পাঠকদেরকে অনুরোধ করব ১০তম পর্বে ফিরে যেতে। কেননা আজকের আলোচনা সেই পর্বটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সে পর্বে আলোচিত হাজার বছর পূর্বের যাদুশাস্ত্রের শিক্ষাকে আজ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে প্রতিফলিত হতে দেখবেন। আমরা আলোচনা করেছিলাম প্লেটোনিক সলিডস,থিওরি অব ফর্ম এবং এ্যালিগোরি অব কেইভ। আজ চূড়ান্তভাবে সে কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হচ্ছে।

কাব্বালিস্টিক বিদ্যাগুলো থেকে গ্রহণ করা প্লেটোর অন্যতম বড় শিক্ষা ছিল Theory of forms, Platonic Idealism এবং প্লেটোনিক সলিডস। থিওরি অব ফর্মের দ্বারা প্লেটো বলেছেন প্রকৃতির সমস্ত বস্তুর ফর্ম বা আকৃতির যে বৈচিত্র আমরা চোখে দেখি তা আসলে একই বস্তুর বিচিত্র রূপ। অর্থাৎ, সমস্ত বস্তুর মূলে এক ও অভিন্ন Energy, essence হিসেবে আছে। সব কিছু একক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ[৩]। আরো সহজ করে বললে প্রতিটি বস্তু একক মৌল দ্বারা তৈরি, অনেকটা এ্যানাক্সিম্যান্ডারের এপেইরনের মত কিছুটা। তার এই তত্ত্বের সাথে মৌলিকভাবে যুক্ত আছে আইডিয়ালিজম।এটা প্লেটোর একটি যুগান্তকারী শিক্ষা যা আজকের ফিজিক্স আঁকড়ে ধরেছে। এই মতবাদ মূলত পিথাগোরাসের দ্বারা বাবেল ও মিশর থেকে ধার করে আনা আকিদারই রিকন্সট্রাক্টেড ফর্ম। নিওপ্লেটনিজম আইডিয়ালিজম ভিত্তিক দর্শন। আইডিয়ালিজম অনুযায়ী Nous(মন/বুদ্ধি/চেতনা) হচ্ছে সকল ম্যাটারের মূল ভিত্তি। **Nous is the most critical component of idealism , Neoplatonism being a pure form of idealism. [note 3] The demiurge (the nous) is the energy, or ergon (does the work), which manifests or organises the material world into perceivability.**

[উইকিপিডিয়া]

রিয়ালিটি মনের দ্বারা নির্ভরশীল।এই এনার্জির দ্বারাই সকল ম্যাটার গঠিত যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের উক্তিটি মনে আছে? **মাইন্ড ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স অব অল ম্যাটার**। তবে এক্সট্রিম আইডিয়ালিজম যেমন সলিপসিজম রিয়ালিটির স্বাধীন অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। প্রাচীন ও বর্তমান অকাল্টিস্টরা প্লেটনিক সলিডের জিওমেট্রিক শেপ গুলো[চারটি ক্লাসিক্যাল ইলিমেন্টগুলোকে] দ্বারা এটা বোঝায় যে, সাবএটমিক পার্টিকেল গুলো ওই শেপের উপর ভিত্তি করে ম্যাটার তৈরি করে। যদিও সেসব জ্যামিতিক আকৃতি পানি বায়ু আগুন পৃথিবীকে বোঝায়, ফিজিক্যালি অন্যান্য পদার্থ এসব বস্তুর বা জ্যামিতিক শেপে বিদ্যমান। প্লেটোর Timaeus এ প্লেটনিক সলিডগুলোর বিস্তর বর্ননা আছে। কিউব দ্বারা পৃথিবী,আইকোসাহেড্রন দ্বারা পানি, টেট্রাহিড্রন দ্বারা আগুন, অক্টাহিড্রন দ্বারা বায়ু, ডোডেকাহিড্রন দ্বারা ইথারের জিওমেট্রিক শেইপ কে বোঝানো হয়। গ্রীকদের বিশ্বাস ইথার বা ডোডেকাহিড্রনের ব্যবহার ক্ষমতা শুধুমাত্র দেবতাদেরই আছে। সাধারন মানুষের হাতে পড়লে এর দ্বারা ব্যাপক অপব্যবহার হতে পারে,যার দ্বারা ঘটতে পারে তুমুল ধ্বংস যজ্ঞ। টেট্রাহিড্রনকে বস্তুজগতের সবচেয়ে মৌলিকতম জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার বলা হত। সমস্তকিছুর মূলে আছে টেট্রাহিড্রন।

প্লেটো,হেগেল,ইমানুয়েল কান্ট, জর্জ বার্কলি ছিলেন আইডিয়ালিস্ট ফিলসফার। প্লেটনিক আইডিয়ালিজমের থিওরি অব ফর্ম অনুযায়ী বলা হয় আমাদের জগতের উপরে একটি উচ্চমাত্রিক পার্ফেক্ট জগত আছে। আমাদের ত্রিমাত্রিক জগত হচ্ছে উচ্চতর জগত বা মাত্রার ছায়া। আরো বেশকিছু শাখার আইডিয়ালিস্টিক দর্শন আছে যেমনঃ সাব্জেক্টিভ, ট্রান্সেন্ডেন্টাল, এ্যাবসুলেট বা অব্জেক্টিভ আইডিয়ালিজম। প্লেটোর Idealism দ্বারা বোঝানো হয় আমরা চোখে আশপাশের জগতকে যেরূপে দেখি এটাই সবটা নয়। এগুলো আদৌ বাস্তব রূপ নয়। বরং চারপাশের দৃশ্যমান সমস্ত বস্তু উপরের মাত্রাগুলোর ছায়া। আসল রিয়ালিটি বা বাস্তবতা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে। প্রকৃতির সমস্ত বস্তু একটি অপরটির অংশ, সবকিছু মিলিয়ে একটা কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক শেইপ তৈরি করে। এই জটিল বাস্তবতার মাত্র ১% এর মত আমরা ত্রিমাত্রিক রিয়ালিটিতে দেখি। বিষয়টি বোঝাতে প্লেটো বিখ্যাত Allegory Of Cave ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বোঝানো হয়, বাহিরের পরিবেশে যায়নি এরকম কিছু লোককে প্রায় সারাজীবন গুহার মধ্যে দড়ি দ্বারা আটকে রেখে পিছনে মশাল ধরিয়ে আলোকিত করলে তারা তাদের ছায়াকে শুধু দেখতে পায়, এক পর্যায়ে এই ছায়াকেই তারা নিজেদের বাস্তবতা মনে করবে। বাহিরের ত্রিমাত্রিক পৃথিবীর ব্যপারে তারা বেখবর। কখনো যদি তারা ওই বন্ধন ছিন্ন করে গুহা থেকে বের হয়, তবে তারা ত্রিমাত্রিক বাস্তবতাকে নিজেদের আসল বাস্তবতা বলে মেনে নিতে পারবে না, তাদের কাছে খুব অস্বস্তিকর মনে হবে। তাদের কেউ দৌড়ে গুহায় আবারো প্রবেশ করে ওই ছায়ামূর্তির জীবনে ফিরে যেতে চাইবে, খুব কমই পারবে সেটাকে মেনে নিতে। যারা সেই ছায়ার বাস্তবতা থেকে নিজেদের বের করে নিতে পারে, তারা বোঝে ওই ছায়ার বাস্তবতা সত্য নয়। প্লেটো বুঝিয়েছেন, মানুষও তেমনি ত্রিমাত্রিক এই বাস্তবতার শেকলে আবদ্ধ, অথচ আমরা যা চোখে দেখছি এটা সত্য নয়(reality is illusion), এটা আসল বাস্তবতার অনেকটা ছায়ার মত। আমরা সারাজীবন এই ত্রিমাত্রিক অভিজ্ঞতার মায়াজালেই আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করি, খুব কম [enlightened] লোকই এর উপরের মাত্রাসহ প্রকৃত রিয়ালিটির কথা জানতে এবং মানতে পারে।গুহার দেয়ালের ছায়াকে দ্বারা রূপকার্থে ত্রিমাত্রিক দুনিয়াকে বোঝানো হয়েছে, শিকল বা দড়ি দ্বারা বাধা দ্বারা বোঝানো হয়েছে মানুষের সীমিত পারসেপশানকে। বাধা ছিন্ন করে বাহিরে যাওয়া দ্বারা বোঝানো হয়েছে Higher Dimensions/Realms বা উচ্চতর plain of existence এর জ্ঞান এর সন্ধানে বের হওয়া। সেই নতুন সূর্যালোক, আকাশ, চাঁদ সূর্যকে মেনে নেওয়া দ্বারা বোঝানো হয়েছে হাইপার

ডাইমেনশনাল রিয়ালিটিকে বিশ্বাস করা এবং আগের ত্রিমাত্রিক জগতের ধারনাকে মিথ্যা বা illusion বলে স্বীকৃতি দেওয়া। উইকিপিডিয়া অনুযায়ীঃ **The allegory contains many forms of symbolism used to instruct the reader in the nature of perception. The cave represents superficial physical reality. It also represents ignorance, as those in the cave live accepting what they see at face value. Ignorance is further represented by the darkness that engulfs them because they cannot know the true objects that form the shadows, leading them to believe the shadows are the true forms of the objects. The chains that prevent the prisoners from leaving the cave represent that they are trapped in ignorance, as the chains are stopping them from learning the truth. The shadows cast on the walls of the cave represent the superficial truth, which is the illusion that the prisoners see in the cave. The freed prisoner represents those who understand that the physical world is only a shadow of the truth, and the sun that is glaring the eyes of the prisoners represents the higher truth of ideas. The light further represents wisdom, as even the paltry light that makes it into the cave allows the prisoners to know shapes.(উইকিপিডিয়া)**

এই হাইপারডাইমেনশনাল রিয়ালিটির শিক্ষাকে পাওয়া যায় প্রাচীন ইহুদিদের যাদুশাস্ত্র কাব্বালায়। ইহুদী র‍্যবাঈ বিলি ফিলিপ্স বলেনঃ **"কাব্বালা এমন সব জ্ঞানের কথা বলে যা শুধু শতাব্দীর দ্বারাই এগিয়ে নয় বরং সেই সময়কার চেয়ে হাজার বছর এগিয়ে। (কাব্বালার)জোহার কিতাবটি ২০০০ বছর আগে আমাদেরকে বলে সত্যিকারের reality(বাস্তবতা) ১০ টি মাত্রার(যেটা tree of life)। আপনি কল্পনা করতে পারেন হাজার বছর আগে আমাদেরকে এই কথা বলা হয়েছে! এটা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে কাব্বালাহ বলে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মাত্র ১% রিয়ালিটিকে দেখতে পারি, অবশিষ্ট ৯৯% বাস্তবতা আমাদের চোখে অদৃশ্য।"[৩১]**

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন প্লেটোনিক শিক্ষাগুলো কিসের সমান্তরালে পাওয়া যায়। প্লেটোনিক সলিডস/স্যাক্রিড জিওম্যাট্রি থেকে শুরু করে আইডিয়ালিস্টিক হাইপার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটির সবটাই ইহুদীদের যাদুশাস্ত্রের থেকে আসা। এখন আমি যদি শুধু সাদৃশ্য পেয়েই কাব্বালিস্টিক

ডক্ট্রিন থেকে প্লেটোর জ্ঞান আরোপ করি,তাহলে সেটা সত্য হয়ে যাবে না। চলুন এবার দেখি ইহুদী র‍্যাবাঈরা কি বলছে:

Leone Ebreo ছিলেন খুবই বড় মাপের কাব্বালিস্ট। তিনি প্লেটোকে প্রাচীন কাব্বালিস্টদের শিষ্য হিসেবে দেখতেন। ইহুদি র‍্যাবাই Yehudah messer leon প্লেটোনিজম এবং কাব্বালার সাদৃশ্যতা নিয়ে অনেক আলোচনা করেন। তার পুত্র প্লেটোকে দেবোপম মহাগুরু হিসেবে দেখত। গ্রীক দর্শন এবং কাব্বালার মধ্যে সাদৃশ্যতার ব্যপারে র‍্যাবাঈ আব্রাহাম ঈয়াগেল বলেন, **"এটা খুব সুস্পষ্ট, যারা ডেমোক্রিটাস এবং বিশেষ করে প্লেটোর দর্শন এবং মতবাদ গুলোকে পড়বে, যেগুলো দেখে একদমই মনে হবে সেই মতাদর্শ একদমই ইজরাইলের ঋষিদের অনুরূপ এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বলা বক্তব্য যেন তাদের নিজেদের ভাষায় কাব্বালিস্টদেরই কথা। এবং কেনই বা আমরা তাদের চিন্তা গুলোকে ধারন করব না যেখানে তারা আমাদেরই, এবং (যেখানে)আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেই গ্রীকরা জ্ঞান গ্রহন করেছে! এই দিন পর্যন্ত অনেক অনেক বড় বড় ঋষিগন প্লেটোর ওই মতাদর্শকে লালন করত এবং অনেক ছাত্ররা তাদের অনুসরন করত, এটা তাদের কাছে খুবই জানা ঘটনা যারা ঋষিগনের সেবায় নিয়োজিত ছিল, তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছে,যে শিক্ষা প্রত্যেক ভূমিতে পাওয়া গিয়েছে।"**

History of Western Philosophy তে Bertrand Russell বলেন, **" পিথাগোরাসের মাধ্যমে অর্ফিক (বিশ্বাস) জিনিসগুলো প্লেটোর দর্শনে প্রবেশ করেছে এবং প্লেটো থেকে পরবর্তী দর্শন গুলোয় এগুলো কিছুটা ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করে।"**

খ্রিষ্ট পূর্ব ৩য় শতকের ইহুদী দার্শনিক Aristobulus বলেন, **"এটা প্রমাণিত যে প্লেটো আমাদের[ইহুদিদের] (দর্শনগত)নীতিমালা গুলোকে অনুকরন করে, যা সে খুব গভীরভাবে অন্বেষণ করেছিলেন। এগুলো আলেকজান্ডার ও পারসিয়ানদের জবড় দখলের আগে Demetrius, Phalereus এর পূর্বেও অনুবাদ হয়েছিল। যেমন হিব্রু Exodus, আমাদের গোত্রীয় ভাই,এবং তাদের ভূমির জবরদখল এবং সমস্ত [কাব্বালিস্টিক]আইন-কানুন অনুবাদিত হয়। তাই এটা খুবই পরিষ্কার বিষয় যে, যে দার্শনিককে[প্লেটো] নিয়ে কথা হচ্ছে তিনি আমাদের থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন।তিনি পিথাগোরাসের মত অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যিনি আমাদেরই অনেক মতবাদ গ্রহন করেছেন এবং নিজের বিশ্বাসের সাথে মিশিয়েছেন।"**

পাঠক মনে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জাগে এডভান্স ফিজিক্সের জ্ঞানে পূর্ন কাব্বালার ব্যপারে। সঙ্গত কারনেই আমাদেরকে কাব্বালাহর পরিচয় নিয়ে আবারো সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হচ্ছে। আমি এখানে নিজের কথার চেয়ে কাব্বালিস্ট ইহুদি র‍্যাবাঈদের কথাকেই বেশি তুলে ধরব। তাদের উক্তিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

২০০ খ্রিস্টাব্দে ইজরাইল ছিল পৌত্তলিক রোমানদের দখলে, তখন ইহুদীদের মধ্যে যারাই তাদের ধর্মকে প্রকাশ করত তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড কিংবা নির্বাসিত করা হত। এই দুর্বল ও লাঞ্ছিত অবস্থা থেকে ইহুদীরা নিবৃত্তি লাভের আশায় ভাগ্য বদলের জন্য যাদুবিদ্যাকে আরো শক্ত করে ধারন করে। তাদের একজন ছিল র‍্যাবাঈ শিমন বার ইয়োহাই ছিলেন তাদের একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম।তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে প্রানভয়ে পলায়ন করেন এবং প্রায় ১৩ বছর একটি গুহায় লুকিয়ে থাকেন। তিনি সেখানে ধ্যানে বসেন তাওরাতকে ব্যবহার করে। এই ধ্যান কোন সাধারণ স্তরের ছিল না, সাধারন ইহুদিদের জন্য এটা করা নিষিদ্ধ ছিল, কেননা একথা প্রচলিত আছে যে অনেকে এর চর্চা করতে গিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে অনেকে প্রাণও হারিয়েছে। কারন অত্যন্ত শক্তিশালী আধ্যাত্মিক শক্তি তাদের উপর ভর করে। ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে বাবেল শহরে বন্দিদশার সময়ে হিযকিল নামের জনৈক ইহুদী আকাশের দিকে চেয়ে সিংহাসনে বসা একজন লোককে দেখেন। ইহুদিরা মনে করে এটা সৃষ্টিকর্তা, হিযকিলের মত তারাও এই রকমের সিংহাসনের দেখা পেতে ধ্যানের চর্চা শুরু করত। তারা মনে করে এই চর্চার মাধ্যমে তারা তাদের ভাগ্যের ব্যপারে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা সমূহ জানতে পারবে। এরপরে সেফার ইয়েতজিরাহ[দ্য বুক অব ক্রিয়েশন] একটি রহস্যময় কিতাব আবিষ্কার হলো যাতে ইহুদীরা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ননা করেছে। এতে বলা হয়েছে স্রষ্টা মহাবিশ্বকে ২২টি হিব্রু বর্ণমালার উচ্চারণে সৃষ্টি করেছেন। র‍্যাবাঈগন সেফার ইয়েতজিরার শিক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী গুপ্তবিদ্যা মনে করে জনসাধারণের ধরা ছোঁয়া থেকে একে শত শত বছর যাবৎ আড়ালে রাখেন। একাদশ শতাব্দিতে ক্রুসেডের সময় ইহুদীদের প্রতি আরেকদফা নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসে,তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে পালিয়ে যাদুবিদ্যাসহ ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায়। এরপরে ত্রয়োদশ শতকে ইহুদীরা ফ্রান্স ,জার্মানি ও স্পেনে পাড়ি জমায়। এরপরে থেকে ইহুদীদের যাদুবিদ্যাকে "কাব্বালাহ" শব্দে সর্বত্র পরিচিতি পায় যার অর্থ, "গ্রহন করা"। বারো শতকে স্প্যানিশ র‍্যাবাঈ আরেকটি রহস্যময় কিতাব আবিষ্কার করেন, যার নাম জোহার। এরামাইক ভাষায় লিখিত এই কিতাবটি নানারকম প্রতীক এবং কামনাপূর্ণ[ইরটিক] ভাষায় পরিপূর্ণ। জোহারের লেখক কে সেটা ধোঁয়াশাপূর্ণ। কাব্বালিস্টদের অনেকে মনে করেন র‍্যাবাঈ শিমন বার ইয়োহাই এই কিতাবটি লেখেন। এটাকে অনুবাদ করা খুবই জটিল কাজ। ইহুদিরা মনে করে এই কিতাবে মহাবিশ্বের সকল বিষয়ের সমাধান রয়েছে। জোহারের কাছেই আছে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বসংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের সমাধান। জোহারের শিক্ষা গুলোর একটি হচ্ছে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছায় নয় বরং মানুষই আল্লাহকে তাদের ইচ্ছামত চালাতে পারে[নাউজুবিল্লাহ]। জোহার একটি র‍্যাডিক্যাল প্রশ্ন করে, কে কাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়? জোহার উত্তরে বলে, মূলত আদম ও হাওয়া'[আঃ] -ই মূলত আল্লাহকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়, তারা বের হয় নি[লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ]। জোহারে সবচেয়ে বড়

সিম্বলিক কোড হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার অবস্থার দশটি রূপ বা স্তর যাকে হিব্রুতে বলে সেফিরোথ। কাব্বালিস্টদের অন্যতম বিখ্যাত ব্যাখ্যানুসারে এগুলো সৃষ্টিকর্তার দেহেরই ম্যাপ[নাউজুবিল্লাহ]। কাব্বালিস্টরা মনে করে, তারা যদি সৃষ্টিকর্তার এ্যানাটমির ব্যপারে জানে তাহলে তারা এটা জানতে হবে কিভাবে তার শক্তি কাজ করে। ১৪৯২ সালে এক হাজার ইহুদি পালিয়ে স্পেনে আসে যেটা স্পেনে কাব্বালাহ প্রসারে বিরাট ভূমিকা রাখে। এর একশত বছর পর থেকে আবু লাফিয়া নামের এক র‍্যাবাঈ এর উদ্ভাবিত ধ্যান ও ইয়োগার সংমিশ্রিত পদ্ধতির অনুসরণে "প্রতিশ্রুত মসীহের" দ্রুত আগমণের জন্য ডাকা শুরু হয়। জেরুজালেম থেকে উত্তরে ৯০ মাইল দূরে গ্যালিলি অঞ্চলে সাফেদ নামের এক শহরে একদল কাব্বালিস্ট ইহুদিরা বসতি গড়ে তোলে। এই শহরটি কাব্বালিস্টরা এজন্য পছন্দ করত কারন, এখানে শিমন বার ইয়োহায় এখানে হেটেছিলেন। পাঁচ শতাব্দি আগে থেকে ইহুদী কাব্বালিস্টরা এই আশা করে আসছে যে, এই শহরের পথ দিয়ে একদিন স্বয়ং মসিহ হাটবেন।

র‍্যাবাঈ আইজ্যাক লুরিয়া ১৫ শতকের এক মহান কাব্বালিস্ট ঋষি। তিনি জোহারকে মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং তিনি শিক্ষা দিতেন পুনর্জন্মবাদের। ১৫০২ সালে আইজ্যাক লুরিয়া প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তার মৃত্যুকে অনেকে নিষিদ্ধ বিদ্যাকে প্রকাশের জন্য অভিশপ্ত মৃত্যু বলে অভিহিত করে। ষোড়শ শতকে কাব্বালা নর্থ আফ্রিকা, ইউরোপ,মধ্যপ্রাচ্যে সব স্থানে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কারের পর সর্বত্র সহজেই ছড়িয়ে পড়ে জোহার। কাব্বালাহ এভাবে গুপ্তাবস্থা থেকে প্রকাশ্যে আসে।[২৪]

কাব্বালিস্টরা ধ্যানের পাশাপাশি হিন্দুদের ন্যায় ইয়োগা করে থাকে। কাব্বালিস্টদের বিশ্বাসমতে হিব্রু প্রতিটি বর্ণমালা খুবই পবিত্র। সেসব উচ্চারণের দ্বারাই এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্ণমালায় এমন শক্তি আছে, যা দ্বারা বস্তুজগতের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার সম্ভব। এজন্য কাব্বালিস্টরা এসবে বহুমুখী উচ্চারণের পাশাপাশি বর্ণমালার আকারের ন্যায় শরীরকে বাঁকিয়ে যোগব্যায়াম করে থাকে।[৩]

র‍্যাবাঈ আব্রাহাম ইয়াহুদা আশলাগ কাব্বালার পরিচয়ে বলেন,**"This wisdom is no more and no less than a sequence of roots,which hang down by way of cause and effect,in fixed,determined rules,weaving into a single,exalted goal described as: "the revelation of His Godliness to his creatures in this world."**

কাব্বালিস্ট এ্যান্থনি কোসনেক ইয়াহুদা আশলাগের এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন,**"একটি উচ্চমাত্রীয় শক্তি রয়েছে এবং পরিচালনাকারী শক্তি[গভার্নিং ফোর্স] আছে, যেটি উচ্চতর শক্তির[upper force] শেকলের দ্বারা নেমে এসে আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতকে নির্মান করে।আমরা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম, গ্রাভিটি ইত্যাদি ফিজিক্যাল ফোর্সের ব্যপারে অবগত আছি। তবে এমন কিছু উচ্চমাত্রিক শক্তি আছে যা সবকিছুকে পরিচালনা করে অথচ এর কার্যনীতির ব্যপারে আমরা কিছু জানিই না। যেমন ধরুন আমরা ইলেক্ট্রিসিটির প্রভাব বা ক্ষমতার ব্যপারে জানি কিন্তু একে আমরা দেখতে পাই না, এমনকি আমরা এর ব্যপারে জানিও না এটা কি জিনিস। সর্বশেষ অনুধাবনযোগ্য শক্তিসমূহের সমন্বিত শক্তি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, যিনি সকল শক্তি এবং সকল গভার্নিং ফোর্সের সর্বোচ্চ সীমায় অবস্থিত। আপার ফোর্স পাঁচটি জগতকে সৃষ্টি করে এবং আমাদের জগতের থেকে সে জগতের মাঝে একটি সীমানা নির্ধারন করে। সায়েন্স অব কাব্বালাহ ট্রেডিশনাল বিজ্ঞানের ন্যায় আমাদের ফিজিক্যাল জগত নিয়ে গবেষণা চালায় না। বরং এটা সীমারেখার বাহিরের জগত নিয়ে অনুসন্ধান চালায়। এবং ওই উচ্চতর শক্তির মাত্রা থেকে কিছু নীতি ছাড়া আমাদের জগতে আর কিছুই প্রবিষ্ট হয় না, আর সে নীতি গুলো ঠিক তাই, যেমনটা ইয়াহুদা আশলাগ বলেন,সেগুলো fixed, absolute এবং সর্বত্র বিরাজমান।"[৫]**

বিশ্বে সবচেয়ে বড় কাব্বালার সংগঠন বিনেঈ বারুচ কাব্বালাহ ইন্সটিটিউট এর চেয়ারম্যান Rev Michael Laitman কাব্বালার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, **"কাব্বালার জন্ম প্রাচীন বাবেল শহরে,যেখানে সর্বপ্রথম সেখানকার মানুষ এই বিদ্যাকে আবিষ্কার করে। কাব্বালা মহাবিশ্ব এবং জগতের ভিত্তিমূলের ব্যপারে শিক্ষা দেয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই শিক্ষাটি খুব অল্পকিছু লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এ জ্ঞান প্রায় ৪৫০০ বছর ধরে লুকায়িত ছিল,কিন্তু এখন এই বিদ্যা**

বিকশিত অবস্থায় আমাদের সকলের সামনে প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে, কেননা এই মূহুর্তে এর জ্ঞান আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। যেহেতু এই ইল্ম বিগত বছরগুলোয় লুকায়িত-আবদ্ধ অবস্থায় ছিল,এটাকে ঘিরে অনেক ধরনের ভুল ধারনা এবং বিরূপ ধারনা গড়ে উঠেছে,অথচ কাব্বালাহ হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্ব ও জীবনের বিষয়ে বিজ্ঞান। এটা গুপ্ত অবস্থায় থাকার জন্য সাধারন মানুষ একে যাদুবিদ্যা বলে ভুল ধারণা করে থাকে, এমন ধারনা পুরোপুরি ভুল। কাব্বালাকে আমি মূলত মহাজাগতিক জ্ঞান বলব। এখন কাব্বালাহ সারাবিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় ১৮০০ ফ্যাকাল্টিতে পড়ানো হয়।... কাব্বালাহ খুবই সিরিয়াস ও রিগোরাস সায়েন্স। এবং পৃথিবীতে আমাদের অনেক সংগঠন আছে। আমাদের হাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক বিজ্ঞানীরা আছেন, যেমন ধরুন সাইকোলজি, ফিজিক্স মেডিসিন ইত্যাদি। পলিটেশিয়ান ইকোনমিস্টরাও আছেন। কারন সাম্প্রতিক সংকটগুলোয় এটা জানা দাবি রাখে যে কেন এসব ঘটনা ঘটছে। এবং কাব্বালাহ পার্স্পেক্টিভে এর সুরাহা কি হবে। আমাদেরকে কাব্বালাহ শেখায় আমরা একটা আবদ্ধ প্রকৃতিতে বসবাস করি। আমরা বাস করি একক নীতির অধীনে। গোটা মানব জাতি একক পরিবারের মত আমাদেরকে সেরূপেই বাস করা উচিত। এবং বর্তমান সংকট আমাদের নিকট এই ছবিটিই প্রকাশ করছে। কাব্বালাহ শেখায় সেসমস্ত নীতি সমূহ যা প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং এসবকে ব্যবহারের কৌশল। কি করে আমরা আমাদের সাথে প্রকৃতির হার্মোনি অর্জন করব, সেটাও শেখায়।...আমাদেরকে নতুন ধরনের আইন বা নীতির অনুসন্ধান করতে হবে যেটা শোষণ ও প্রতিযোগিতামূলক হবে না বরং তা হবে পারস্পারিক সহযোগিতামূলক ঐক্যের[One World Order],অন্যথায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কাব্বালাতে প্রবিষ্ট হবার আমরা বস্তুজগতকে স্বচ্ছ[transparent] অবস্থায় দেখি। আমরা ওইসমস্ত ফোর্সগুলোকে দেখতে শুরু করি যা আমাদের মহাবিশ্বের চারদিকে রয়েছে। সেগুলো কিভাবে মহাবিশ্বকে পরিচালনা করে। এটা অনেকটা নকশিকাঁথার মত, যেটার একদিক দিয়ে নকশাগুলোর ছবি দেখা যায়, অপর পাশ দিয়ে সুতার বুনন দেখা যায়, যা দ্বারা নকশাটি করা হয়েছে। কাব্বালাহ এখানে যে কাজটি করে তা হলো,এটা আমাদেরকে ওইসব সুতা তথা ওইসব ফোর্সগুলোকে দেখবার ও বুঝবার সক্ষমতা দান করে যা দ্বারা বস্তুজগতের চিত্র নির্মিত। এবং শেখায় কি করে আমরা এই জ্ঞানকে ব্যবহার করে জগতের চিত্রকে সঠিকভাবে বুনতে পারি। এখন যেটা হচ্ছে, আমরা [যারা সাধারন মানুষ তারা] জানিনা কেন জগতের কোন স্থানে হাত দিলে সেটার থেকে ভুল-অপ্রত্যাশিত ফিডব্যাক পেয়ে থাকছি। এজন্য কাব্বালাহ যখন আমাদের নিকট জগতের আসল রূপ প্রকাশ করে তখন এটা যেকোন ব্যক্তিকে প্রকৃতির অপোজিশনে এমন বাস্তবসম্মতভাবে বসায় যে এটা আমাদেরকে সত্যিকারের জীবন পরিচালনায় সহায়তা করে। যদি মানুষ কাব্বালাহ কি তার সম্পর্কে জানত, তবে আজকের বিদ্যমান

সংকটগুলোর সম্মুখীন হতে হত না। আমাদের বর্তমান সংকটগুলো আছে শিক্ষাদীক্ষায়,সংস্কৃতি ও পারিবারিক জীবনে। ডিভোর্স রেট বাড়ছে,বাচ্চারা ঘরছাড়া হচ্ছে, ড্রাগ ইউজ বাড়ছে, সন্ত্রাস ও বৈশ্বিক জঙ্গীবাদ ইত্যাদি সকল সমস্যা এজন্যই হচ্ছে যে আমরা বিশ্বকে অনুভব করিনা। এজন্যই কাব্বালাহ চলে এসেছে এসবের ব্যাখ্যা দান করে আমাদের মধ্যে অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টির জন্য।"[৩১]

অর্থাৎ কাব্বালাহ মূলত প্রকৃতির নীতিকে ইচ্ছেমত পালটে দিয়ে কার্যসিদ্ধির পথ বাতলে দেয়, অর্থাৎ স্পষ্ট করে বললে উচ্চমাত্রিক যাদুবিদ্যার শিক্ষা দেয় যার জন্ম বাবেল শহরে। এখানে র্যাবাঈ নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্বালার অরিজিনকে বলে দিয়েছেন যার ফলে আমাকে এর শেকড় তালাশে সময় ব্যয় করতে হয়নি। র‍্যাবাঈ মুখের এই ব্যবিলনীয়ান অরিজিনের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনেও[২:১০২] বলেছেন ফলে এদের বিদ্যা বা জ্ঞানের আসল পরিচয়টা খুবই স্পষ্ট। আশ্চর্যের বিষয় হলো এখানে র‍্যাবাঈ নিজেই যাদুবিদ্যাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে গিয়ে এর যাদুবিদ্যা লেবেলকে খণ্ডনের চেষ্টা করেন। এটা যাদু না বরং এ্যাডভান্স ফিজিক্স! কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈদের কাছে বাবেল শহর খুবই পবিত্র স্থান।র‍্যাবাঈ লাইটম্যান অন্যত্র এর স্তুতিপাঠ করতে গিয়ে বলেন,**"পৃথিবী নামক গ্রহে অনেক জায়গা রয়েছে, অনেক মানুষ রয়েছে। আমরা সকলেই একটা অঞ্চল থেকে এসেছি, সেটা হলো ব্যবিলন। একটা সময় ছিল যখন আমরা সকল মানব সম্প্রদায় সেখানে ছিলাম, সেখান থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ি। বর্তমানে আমরা প্রায় ৭ বিলিয়ন মানুষ যারা একে অপরকে বুঝি না তবে এরপরেও আমাদেরকে এই স্বীকৃতি দিতেই হবে যে যদিও আমরা সকলেই আমাদের আদি নিবাস বাবেল শহর থেকে দূরে বাস করি,আমরা একটি পরিবারের মতই, পৃথিবী গ্রহটি একটি মাত্র স্থান, যেখানে আমরা সকলে ইন্টারকানেক্টেড। বিজ্ঞান, গবেষণা এবং প্রকৃতি আমাদের নিকট প্রকাশ করে,আমরা পরস্পর কতটা আন্তঃনির্ভরশীল।আমি যদি কোন কর্ম সম্পাদন করি, তবে সেটা**

অন্য কাউকেও অন্য একটি কর্ম করতে বাধ্য করবে, এভাবে করে একে অন্যজনের উপর কর্ম সংঘটিত করে। এই সিস্টেমটিকে বুঝতে আমাদেরকে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝতে হবে যাতে করে মানব জাতি পরস্পরের প্রতি নিরাপত্তা অনুভব করে। অপর পক্ষে আমরা যদি পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা না করি তাহলে বিভেদ বাড়বে, একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হবে এমনকি এটা ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও বাধিয়ে দিতে পারে। যখন থেকে আমরা এই ইজরাইল ভূমি থেকে কাব্বালার জ্ঞান ছড়াতে শুরু করলাম, আমরা উত্তর কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, চিলি,উরুগুয়ে প্যারাগুয়ে, ম্যাক্সিকো,ইউরোপ, রাশিয়া,আমেরিকা সহ সকল স্থান থেকে ফোন কল আসা শুরু হলো, সকলের একই প্রশ্ন, কি করে আমরা পরস্পরকে এক আত্মার ঐক্যের প্রীতিডোরে বেধে একটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করব। আমি এটা দেখার অপেক্ষায় আছি, যখন গোটা মানবজাতি কাব্বালার জ্ঞানকে ব্যবহার করে বিশ্বজগতের চারদিকে ও উপরের পরিচালনাকারী শক্তির ব্যপারে বুঝে মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ডাইমেনশনে নিয়ে যাবে। এটা করা আমাদের সাধ্যের মধ্যেই আছে এবং আমি নিশ্চিত আমরা কাব্বালার জ্ঞানকে সারাবিশ্বে প্রকাশের মাধ্যমে এর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।"[৬]

র‍্যাবাঈদের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট, তারা মূলত একজন শাসকের নেতৃত্বে এক সরকারবিশিষ্ট বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন[Utopian Dream] দেখে যেটার স্বপ্ন হাজার বছর পূর্বে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখেছেন। প্লেটো মূলত ইহুদি যাদুশাস্ত্রেরই একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন, উপরে আলোচনা গত হয়েছে। শেষ পর্বের দিকে ইহুদিদের এ ইউটোপিয়ান মহাপরিকল্পনাকে ব্যক্ত করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডারে বিশ্বশাসকের ভূমিকায় থাকবে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মসীহ! এই লক্ষ্যেই এখন কাব্বালার শিক্ষাকে সর্বত্র প্রচার করা হয়েছে। কখনো তা পদার্থবিজ্ঞানের নামে কখনো বা সরাসরি পরিচয় প্রকাশ করে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যেটা শেখায়, সে শিক্ষাই বিদ্যমান কাব্বালায়, বরং আরো এ্যাডভান্স স্তরের হাইপার ডাইমেনশনাল ইল্ম এতে রয়েছে, যা এখন ফিজিক্সে নগ্নভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। এ্যাস্ট্রলজি বা জ্যোতিষবিদ্যা কাব্বালারই শাখাগত শিক্ষা যেটাকে আল্লাহর রাসূল(স) যাদু সাব্যস্ত করেছেন। এ নিয়ে বিস্তারিত সামনে আসছে। ডেভিডবোহম, শ্রোডিঞ্জার কিংবা হারামাঈন বিজ্ঞানের নামে যে কজ এন্ড ইফেক্ট, ইন্টারকানেক্টেডনেস,ইন্টারডিপেন্ডেন্সের শিক্ষা দেয় তা শুধুমাত্র বৈদিকই না, এটা আরো রুট লেভেলে কাব্বালারই শিক্ষা। র‍্যাবাঈয়ের কথায় এটা সুস্পষ্ট।

কাব্বালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো আল্লাহর অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিষয়ের কুফরি আকিদা। কাব্বালিস্টরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা বরং তারা যাদুশাস্ত্রের অনুসরনে সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে সর্বেশ্বরবাদি বিশ্বাস পোষণ করে। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা মূলত যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ থেকেই এসেছে। তাদের মতে সৃষ্টিকর্তা মহাবিশ্বেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, স্রষ্টা থেকেই সৃষ্টি এসেছে। স্রষ্টার অস্তিত্ব এখন কেবল মহাবিশ্ব ও জাগতিক ফিজিক্সের নীতি সমূহ.কাব্বালাহ শেখায় কিভাবে চৈতন্যকে স্রষ্টার আসনে পৌছে নিয়ে প্রকৃতিকে তথা ফিজিক্সের 'ল মনের অধীনে নিয়ে পরিচালনা করা যায়। এজন্য তারা ইগোকে সর্বোচ্চ শাখায় নেয়ার শিক্ষা দেয়। সহজ ভাষায় কাব্বালাহ মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করা শেখায়!পূর্বাঞ্চলীয় যাদুবিদ্যার ট্রেডিশন একদমই বিপরীত এখানে ইগোকে ধ্বংস করতে বলা হয়। প্রায় এক যুগ আগে জেফ্রি স্যাটিনোভার[এম.এস,ফিজিক্স],প্রফেসর উইলিয়াম টিলার, প্রফেসর উল্ফ[পিএইচডি] প্রমুখ বিজ্ঞানীগন ইজরাইলের বিনেঈ বারুচ ইন্সটিটিউট চেয়ারম্যান র‍্যাবাঈ লাইটম্যানের সাথে সভা সেমিনারের আয়োজন করে, কাব্বালাহ ও ফিজিক্সের ইউনিফিকেশনের উদ্দেশ্যে। তখন অশীতিপর ইহুদি আলিম Rev laitman কাব্বালার ইল্মকে প্রকাশের সময় সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে কাব্বালিস্টিক ধারনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, **"ঈশ্বর হলেন অপরিবর্তনশীল নীতি যেটা সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে তার সমতুল্য হবার জন্য পরিচালনা করে আসছে। সুতরাং তারা একক হয়ে গেছে, সৃষ্টি ও স্রষ্টা একত্রে এমনভাবে মিলে যাবে যে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। তাহলে কোন জিনিসটা এ কাজ করতে পারে? সেটা হলো সৃষ্টিই, যা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য হবার জন্য আশা লালন করতে হবে। আমরা কেন [স্রষ্টার থেকে] আলাদা হয়ে থাকব[? বরং], আমরা উপরের দিকে মিলে যাবার উপায় শিখব। আমরা কিভাবে দুই লেভেলের ব্যাপারে শিখব বা জানব? এটা আমাদের অন্তরের দ্বারা [অদ্বৈত অস্তিত্বের] অনুধাবনের দ্বারা সম্ভব যদি আধ্যাত্মিকতার উপরের দিকে যেতে চাইব তাহলেই আমরা কেবল উপরের[জগতের] অবস্থার ব্যাপারে বুঝতে শুরু করব। এটাই কাব্বালার জ্ঞান। এর শিক্ষা হলো আমরা ইতোমধ্যেই এই[স্রষ্টার সমকক্ষ] অবস্থাতে আছি,কিন্তু এটা আমরা অনুভব করিনা। কিন্তু আমরা যদি আমাদের তালাবদ্ধ এই অনুভূতি বা বিশ্বাসের অবস্থাকে জাগরিত করে সত্যিকারের [ঐশ্বরিক] অবস্থাকে অনুভব করতে পারি, তাহলে আমরা [ঐশ্বরিক] আলোকে চালিত করতে পারি। আমি এখন এই[ঐশ্বরিক] অবস্থাতেই আছি, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে সচেতন নই। কিন্তু**

আমি যদি আমার চৈতন্যকে জাগরিত করতে পারি, আমার আবেগ ও ইচ্ছা অন্যসব অংশকেও জাগ্রত করবে।

তখনই আমরা আধ্যাত্মিকতা অনুভব করব, এর মানে কি? এর মানে হলো, তখন আমরা অনুভব করতে শুরু করব কিরূপে আমরা একে অপরের সাথে এক দেহে বা এক অস্তিত্বে ইন্টারকানেক্টেড[মনিজম/ওয়াহদাতুল উজুদ]। এখন আজকের যুগে সবচেয়ে বড় সমস্যার কাজ হলো গোটা মানবজাতিকে জোর করে উপরের দিকে [চৈতন্যের দিকে] চালিত করা[বা জোর করে গোটা মানব জাতিকে অদ্বৈত অস্তিত্বের কুফরি আকিদার দিকে চালিত করা]।" ডক্টর উল্ফ এত গভীর শ্রোডিঞ্জারিয়ান বৈজ্ঞানিক আকিদা কাব্বালার মধ্যে দেখে মাথায় হাত দিয়ে খানিকক্ষন বসে ছিলেন। তিনি স্তম্ভিত হন এটা দেখে যে, আরউইন শ্রোডিঞ্জার, প্ল্যাঙ্ক,হাইজেনবার্গ যে বৈদিক অদ্বৈত অস্তিত্বের কথা বলতেন, সেই নিগূঢ় মহাবৈজ্ঞানিক উপলব্ধি কাব্বালাই শেখায়।

ডক্টর উল্ফ এরপরে সম্বিত ফিরে পেয়ে মাথা থেকে হাত নামিয়ে নিজেকে সামলে আমৃত্যু কাব্বালার প্রচার প্রসারে কাজ করার শপথ করেন ফেলেন![৭]

কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ এ্যান্থনি কোসনেক চিত্র এঁকে এঁকে কাব্বালার মেটাফিজিক্সের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,সৃষ্টির শুরুতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একক অবস্থায় ছিল[ওয়াহদাতুল উজুদ]। পরবর্তীতে সৃষ্টিকে বিকশিত করবার মাধ্যমে একক আত্মার অস্তিত্ব থেকে ৬০০০০০ স্বতন্ত্র আত্মায় বিভক্ত হয়, যারা প্রত্যেকেই আলাদা অস্তিত্বকে অনুভব করে,এখনো আমরা একক অস্তিত্বেই বিদ্যমান কিন্তু আমাদের মধ্যে ইগো জন্মানোর ফলশ্রুতিতে ননডুয়াল অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারিনা। কাব্বালাহ শেখায় কিভাবে সৃষ্টির পরবর্তী নিম্নমুখী ধাপগুলোকে অনুসরন করে উপরের দিকে চেতনাকে পৌছে স্রষ্টার সমকক্ষতা অনুভব করা যায়। স্বাতন্ত্রের বিভেদ ভেঙ্গে ননডুয়ালিটির অনুভূতিকে চেতনায় জাগ্রত করা যায়।[৮]অর্থাৎ বৈদিক অদ্বৈতবাদী শিক্ষার অরিজিন্স আসলে কাব্বালাহ!

র‍্যাবাঈ লাইটম্যান ল্যারি কিং এর সাক্ষাতে বলেন,**"আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই।আমরা প্রকৃতির নীতির[law] নিয়ে deal করি,এটা আল্লাহ নয় যার নিকট প্রার্থনা করতে হবে, যাকে ভয়**

পেতে হবে। আমরা প্রকৃতির নীতির সাথে সংযুক্ত এবং আমাদেরকে এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। এ সিস্টেমটা এভাবেই তৈরি। যেহেতু প্রকৃতির সাথে আমাদের এক প্রকার সম্পর্ক আগে থেকেই রয়েছে,সেহেতু আমরা একে প্রভাবিত করে মানবজাতিকে সমৃদ্ধি-কল্যাণময় অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি। তাই বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখুন, আমরা জীবন এবং বৃহত্তরভাবে গোটা বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিতে পারি।"

অর্থাৎ ফিজিক্সের নীতিগুলোকে ব্যবহার করে মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে চালিত করা যাদুবিদ্যা কাব্বালার একটি মহাউদ্দেশ্য। আমি নিশ্চিত, এখানে ইহুদী র‍্যাবাঈ এটাকে যেরূপ কল্যাণমুখী কাজ বলে দেখে আজকের অধিকাংশ মুসলিম আলিমসমাজও এটাকে কল্যাণকর কাজ বা উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। এতে কোন কিছুই দোষনীয় মনে করে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমনকি যাদুবিদ্যার বিষয়ে যে আলিমদের বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে অর্থাৎ রাক্বীগণও অভিন্ন চিন্তা রাখেন!

ইহুদি যাদুকররা শয়তান প্রদত্ত অনন্ত জীবনপ্রদায়ী বৃক্ষের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে। তারা কামনা করে অমরত্বের। এক ইহুদী কাব্বালিস্টকে দেখেছিলাম বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে আগামী কয়েকদশকের মধ্যে মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করতে![৯]র‍্যাভ লাইটম্যান বলেন,**"টাকা, ক্ষমতা এগুলো সবই পরিপূর্ণতার নিয়ামক। কিন্তু উচ্চমাত্রিক জীবনের ন্যায় অন্য কোন পার্ফেক্ট পরিপূর্নতা আপনি মানবজাতিকে দিতে পারবেন না, যেটা পরিপূর্ন চিরঞ্জীবিনী[অমরত্ব]। যখন আপনি বুঝতে পারবেন এই রিয়ালিটি কিরূপে কাজ করে এক প্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত, আপনি মানবজাতিকে এমন এক স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন যেটা স্থান-কালের দিক দিয়ে অনন্ত সীমাহীন। এ ধরনের পরিপূর্নতা বা প্রাপ্তির সামনে মূলত টাকা, সম্পদ ও ক্ষমতার মত সাময়িক প্রাপ্তি কিছুই না।"**

অনন্তজীবনপ্রদায়ী বৃক্ষের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছে Madonna, Britney Spears, Demi Moore, Ashton Kutcher, Guy Ritchie সহ অনেক সুপারস্টার হলিউড অভিনেত্রী - নায়ক ও গায়ক। ইহুদী বংশোদ্ভূত না হলেও সবাই পাড়ি জমাচ্ছে যাদুশাস্ত্রীয় বিশ্বাসব্যবস্থা কাব্বালায়। কারন, এটাই বিজ্ঞান! ল্যারি কিং লাইভে ম্যাডোনা বলেন, **"কাব্বালাহ একটি বিশ্বাস ব্যবস্থা যেটা অসাধারণ রকমের সায়েন্টিফিক। আমি আসলে সবসময় আমার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য খুঁজতাম,জানতে চাইতাম চলমান অশান্তি অনাচারের কারন কি, এসব কি এভাবেই চিরকাল চলতে**

থাকবে[?]। এরপরে শুনতে পাই কাব্বালাহ খুবই সায়েন্টিফিক একটা বিশ্বাস ব্যবস্থা, এটা মোটেও ডগম্যাটিক বা রিলিজিয়াস নয়।এটা পরোয়া করেনা আপনি কোন জাতি থেকে আসছেন। এবং এরপরে আমি শুনি যে এর শিক্ষক র‍্যাবাঈ যিনি অত্যন্ত জ্ঞানী...।"

এবার চলুন,দেখা যাক এই সাজারাতুল খুলদ বা অনন্তজীবনপ্রদায়ী বৃক্ষের সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডভিউ আসলে কতটা সায়েন্টিফিক। এই বৃক্ষ মূলত কিসের শিক্ষা দেয়! কাব্বালাহর ভেতর প্রবেশ করা শুরু করলে আপনি প্রথমেই আবিষ্কার করতে থাকবেন অনেক জটিল জিওমেট্রিক নকশা বা সারণী। এখানে প্রবেশকারীদেরকে ইহুদীরা প্রথমেই কাব্বালার মৌলিক শিক্ষাঃ সাজারাতুল খুলদ বা tree of life এর দিকে নিয়ে যায়। যাদুবিদ্যার এই এ্যাডভান্স ট্রেডিশন ট্রি অব লাইফের জ্যামিতিক নকশার দ্বারা মানব আত্মা বা চৈতন্য এবং ফিজিক্যাল মহাবিশ্বের ম্যাপকে প্রকাশ করে। আত্মা বা চেতনার ক্ষেত্রে ডায়াগ্রামটি microcosm আর মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে ডায়াগ্রামটি macrocosm। সহজ ভাষায় বললে, তারা শেখায় এই জিওমেট্রিক ম্যাপিং যদি অনুসরণ করা যায় তাহলে যেকোন মানুষ আত্মিক ভাবে সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য হতে পারে[মা'আযাল্লাহ], একইভাবে এটি মহাবিশ্বের ডাইমেনশনাল লেয়ারের ম্যাপ। এটি শেখায় কিভাবে ত্রিমাত্রিক জগত উচ্চমাত্রিক জগতের দ্বারা পরিচালিত হয়,এটা শেখায় সৃষ্টিকর্তার [বিকৃত কুফরি] স্বরূপ প্রকৃতি এবং গোটা ননডুয়ালিস্টিক[ওয়াহদাতুল উজুদ/monistic]সৃষ্টিতত্ত্ব। এর দ্বারা র‍্যাবাঈগন বস্তুজগতের সকল রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে বস্তুজগতকে নিয়ন্ত্রন এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনার কথা শেখায়। এ ব্যপারটি উপরে উল্লিখিত র‍্যাবাঈদের কথাতেই পেয়েছেন।

The Tree of Life
showing the Sefiroth in relation to the Planets,
and the Five Platonic Solids
of Soul Geometry
down the Lightning Flash
N.
KETHER
(Neptune)
Receptive
active
BINAH
(Saturn)
HOCHMAH
(Uranus)
CUBE
GEVURAH
(Mars)
HESED
(Jupiter)
TETRAHEDRON
TIFERETH
DOUBLE TETRAHEDRON
STAR/CUBE
HOD
(Mercury)
NETZACH
(Venus)
OCTAHEDRON
YESOD
Between
Earth and
Mars
Between
Earth and
Venus
DODECAHEDRON
Feminine:
Prakrti"
ICOSOHEDRON
Masculine:
"Purusha"
MALKUTH
(Earth)
Left Pillar
FORMATION
(Mother)
PILLAR of
CONSCIOUS
BIRTH
(Centre)
Right Pillar
FORCE
(Father)

ট্রি অব লাইফের একেকটি ধাপকে বলা হয় Sephiroth। সেফিরথ গুলোর একদম উপরে আছে কেথার যার অর্থ ক্রাউন। হিন্দু ষড়চক্রেরও সর্বোচ্চে ক্রাউনচক্রের অবস্থান। ট্রি অব লাইফের কেথারের মধ্যে নিম্নদেশীয় সকল sepiroth এর গুন ও বৈশিষ্ট্য
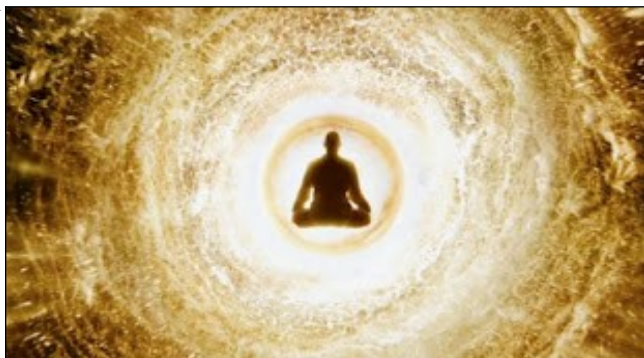
সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান। একে বলা যায় ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কনসাসনেস,মহাচৈতন্য, কোয়ান্টাম মাইন্ড প্রভৃতি। যেকোন কিছুর সৃষ্টি, সংগঠন এখান থেকেই হয়। যাদুশাস্ত্রের অনুসারী ইহুদীরা অস্তিত্বের এই অবস্থাকে সৃষ্টিকর্তা বলে। এই সৃষ্টিকর্তা ইব্রাহীম আলাইহিসালাম এর নয় বরং যাদুশাস্ত্রের কুফরি আকিদা,Alternative cosmogony। এজন্যই বনী বারুচ কাব্বালাহ একাডেমির চেয়ারম্যান র‍্যাবাঈ লাইটম্যানকে যখন ল্যারি কিং প্রশ্ন করেন, **"আপনি কি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী?"** লাইটম্যান কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বলেন,**"আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই।"** কাব্বালিস্টদের গুরুরই এই অবস্থা! কেথারকে ভিজুয়ালাইজ করে ফাউন্টেন নামের কাব্বালিস্টিক ফিল্মটি। দেখানো হয় নায়ক ট্রি অব লাইফের আলোকময় সর্বোচ্চ চূড়ার দিকে আরোহণ করবার সময় চৈতন্যের অনেক ট্রাঞ্জিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেখানেই ইহুদী নায়িকা কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় অনন্তকাল একত্রে থাকবার[৩৬]।কাব্বালাহ এসেছে ইহুদীদের হাত ধরে,এখন ফিল্মের মধ্যেও এই ইহুদী নায়িকাই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে অনন্ত জীবনপ্রদায়ী বৃক্ষের কাছে অনন্তকাল বেচে থাকার!

কেথারের নিচের স্তরে আছে হোকমাহ এবং বিনাআহ। হোকমাহ হচ্ছে কেথার থেকে আসা ম্যাস্কুলিন এনার্জি ফিল্ড যাকে চাইনিজ ট্রেডিশানে বলে ইয়াং। বিনাআহকে বলা হয় ফেমিনিন এনার্জি সোর্স। হোকমাহ এর ধারন কৃত এলোমেলো বিশৃঙ্খল এনার্জিকে পার্ফেক্ট অর্ডারে নিয়ে আসে বিনাআহ।চাইনিজ তাওবাদে একে ইং বলা হয়। একে বলা
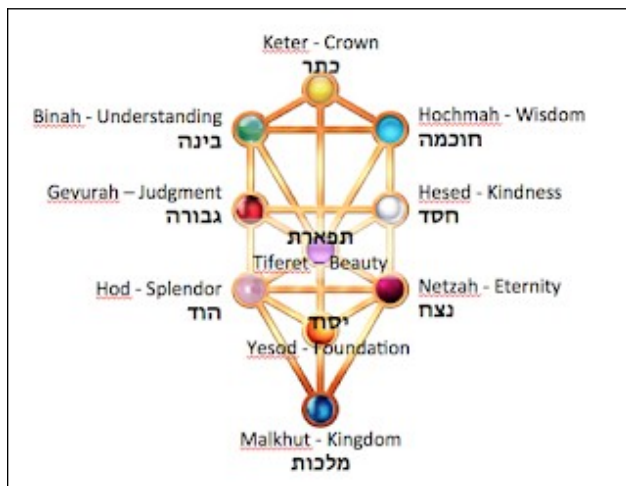
হয় সৃষ্টির গর্ভ। বিনাআহ'র নিচের সেপিরথকে বলে হেসেড। এখানে মহাজাগতিক আইডিয়া ও আইডিয়াল এর বিকাশ ঘটে যার উপর নির্ভর করে প্রকৃতি চালিত হয়। হেসেডের পাশের সেপিরথ হলো গেবুরাহ [১০]। এখানে মহাবিশ্বের নীতি ও ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। কেথার যেমন করে হোকমাহ বিনাআহ এর উৎস বা কেন্দ্র,একইরকম হেসেড ও গেবুরাহ এর কেন্দ্র হচ্ছে নিচের সারির টিফেরাত। টিফেরাতকে মহাজাগতিক ট্রান্সলেটর বলা যায়, এখানে উচ্চমাত্রিক ফোর্স থেকে ফর্মে রূপান্তর হয়। আবার নিম্নমাত্রার ফর্মকে ফোর্সে রূপান্তর হয়। মিস্টিক অকাল্টিস্টরা যে এ্যাসেনশন বা উচ্চমাত্রায় চেতনা এবং নিজেদেরকে অধিষ্ঠিত হবার কল্পনা করে,সেটা এই সেপিরথের দ্বারা। উচ্চমার্গীয় মাত্রার সীমানা এখানেই শেষ। এর নিচে যা আছে তা ত্রিমাত্রিক বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কিত। এরপরে নিচে আছে নেটযাক ও হোড। এগুলো মানুষের মন ও চেতনার সাথে সম্পর্কিত। এর নিচে আছে ইয়েসোড। এটা মাইন্ড ও ম্যাটারের সংযোগস্থল। এটা এনার্জি ও ভাইব্রেশন ফিল্ড যা ত্রিমাত্রিক জগতের ম্যাটারকে জেনারেট করে। সব শেষে আছে মালখুত। উপরের সকল সেপিরত মিলে তৈরি হয় মালখুত। এটাই আমাদের ত্রিমাত্রিক বস্তু জগত। কাব্বালিস্টরা শেখায় কিভাবে এই ট্রি অব লাইফের স্তরগুলোয় আরোহন করে নিজেদেরকে কেথার বা ওদের কাল্পনিক monistic স্রষ্টার সমতুল্য হওয়া যায়। সুফি ট্রেডিশনের ফানাফিল্লাহ বাকাফিল্লাহর শিক্ষার সোর্স খুজতে গেলে অবশেষে মেলে এই ইহুদি মিস্টিসিজম কাব্বালাহ! যেহেতু, মালখুত পর্যন্ত সবকিছুই কেথার বা ঐশ্বরিক এ্যামেনেশান[প্রকাশ], কাব্বালিস্টরা বলে এই বস্তু জগত স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার নিজের অস্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ সেই সর্বেশ্বরবাদ বা মনিজমের আকিদাহ। All the different emanations emanating from the source[কেথার]। আপনারা হিন্দু তান্ত্রিকদের ষড়চক্রের ব্যপারে দেখে থাকবেন যেখানে শেখানো হয় কিভাবে দেহের মধ্যে কাল্পনিক আলোকবলয়ের জাগরণের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়। ইহুদীদের কাব্বালার ট্রি অব লাইফের এই সেপিরথের শিক্ষাগুলো মূলত এটাই, তবে আরো গভীর এবং বিস্তারিত। এক কাব্বালিস্ট আমাকে বলে বেদান্তশাস্ত্রের সব শিক্ষাকে যদি একটা পিলার হিসেবে ধরা হয় তবে কাব্বালার শিক্ষার মোট তিনটি পিলার আছে।

অর্থাৎ বেদান্তবাদি শিক্ষা ইহুদীদের যাদুশাস্ত্রের কাছে শিশু,তিন ভাগের একভাগ। বলা যায়, ইস্টার্ন অকাল্ট ট্রেডিশন কাব্বালাহ থেকেই এসেছে অর্থাৎ জন্মস্থান বাবেল শহর। ডানের চিত্রে ট্রি অব লাইফের সেফিরথকে ৩টি স্তরকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। সর্বনিম্ন

স্তরকে বলা হয় গাল্ফ,মধ্যস্তরকে বলা হয় " দ্য ভেইল অব পেরখাহ", সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় "The Abyss"। হিন্দু বৌদ্ধদের কাছে কেবলমাত্র শেষ ভাগের [গাল্ফ] জ্ঞান রয়েছে। উপরের দিকের দুই স্তর বৈদিক ট্রেডিশনে অজানা। শুধুমাত্র নিম্নস্তরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে হিন্দু ঋষিযোগীরা ভাবে এনলাইটমেন্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে যাদুশাস্ত্রীয় গভীর কুফরি ইল্মের জন্যই ইহুদী কাব্বালিস্টদের এত অহংকার।

কাব্বালিস্টিক cosmogony বা সৃষ্টিতত্ত্ব শেখায়, কেথার বা মহাচৈতন্য বা একক আত্মা সৃষ্টির শুরুতে সর্বপ্রথম একটি সার্কুলার প্যাটার্ন তৈরি করে। এরপরে সার্কেলের কেন্দ্র থেকে সরে সীমানায় গিয়ে আরেকটা সার্কেল তৈরি করে। এতে ভেস্কাপাইসিস তৈরি হয়। এরপরে দুই সার্কেলের ছেদক বিন্দুতে গিয়ে ক্রমাগত সার্কেল তৈরির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় Seed of life। এরপরে আরো একাধিক সিড অব লাইফের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় flower of life । ফ্লাওয়ার অব লাইফের ভেতরেই আছে tree of life,fruit of life এবং egg of life। Egg of life এর প্যাটার্ন মানুষে দেহের কোষগুলোয় বিদ্যমান। Fruit of life এর সব সার্কেলগুলো একে অপরের সাথে যোগ করলে তৈরি হয় মেটাট্রন কিউব যেটায় সমস্ত প্লেটোনিক সলিড বিদ্যমান। বহুবার উল্লেখ করেছি প্লেটোনিক সলিডগুলোকে যাদুশাস্ত্রে পাচঁটি উপাদানের জিওমেট্রিক শেইপ হিসেবে আরোপ করা হয়। আগুনকে টেট্রাহিড্রন, বায়ুকে অক্টাহিড্রন,মাটিকে কিউব,পানিকে আইকোসাহিড্রন এবং ইথারকে ডোডেকাহিড্রন আকৃতির বলা হয়। সমস্ত জিওমেট্রিক সলিডগুলোর উৎস ফ্লাওয়ার অব লাইফ। কাব্বালাহ শেখায় মহাবিশ্বের সকল বস্তু ফ্লাওয়ার অব লাইফের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটাই সকল কস্মোর ফ্যাব্রিক্স। সকল বস্তু পাঁচটি ইলিমেন্টের সমন্বয়ে সৃষ্ট পাঁচটি বেসিক জিওমেট্রিক স্ট্রাকচারে [টেট্রাহিড্রন,অক্টাহিড্রন, কিউব,আইকোসাহিড্রন, ডোডেকাহিড্রন] যাকে প্লেটনিক সলিড নামে পরবর্তীতে ডাকা হয়। এ সকল সলিড গুলোর সবচেয়ে মৌলিক জিওমেট্রিক শেইপ হলো টেট্রাহিড্রন। কাব্বালিস্টরা টেট্রাগ্রামাটনকে ঐশ্বরিক আকৃতি বলে অভিহিত করে। সকল সলিডগুলো টেট্রাহিড্রন দ্বারা সৃষ্ট। এটাই যাদুশাস্ত্রের কুফরি আকিদা অনুযায়ী মহাবিশ্বের ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক। প্রাচীন যাদুশাস্ত্র অনুযায়ী সাব এ্যাটোমিক রেল্মে এনার্জির জিওমেট্রিক
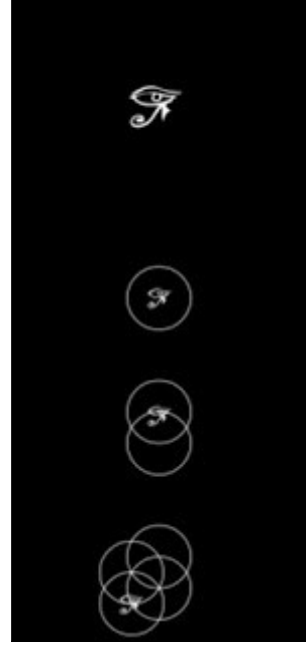
স্ট্রাকচার হচ্ছে টেট্রাহিড্রন, সে হিসেবে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষানুযায়ী প্ল্যাঙ্ক স্কেলের জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার হবে টেট্রাহিড্রন! যদি বিজ্ঞান এর স্বীকৃতি দেয়, তবে সন্দেহাতীতভাবে বলা যাবে, যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ফিরে গেছে বাবেল শহরে।

যাইহোক,মহাবিশ্বের যত যাই আছে সবকিছুতেই প্লেটনিক সলিড বিদ্যমান, যেটা এসেছে মেটাট্রন কিউব থেকে,যেটি এসেছে ফ্রুট অব লাইফ থেকে,যেটি এসেছে ফ্লাওয়ার অব লাইফ থেকে,যেটা তৈরি করেছে মহাচৈতন্য। যাদুশাস্ত্রীয় জ্যামিতিক প্যাটার্নঃফ্লাওয়ার অব লাইফের দেখা মেলে ব্যবিলন,চীন, ভারত,মিশরসহ সকল যাদুবিদ্যার স্বর্গভূমিতে। এর সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন রয়েছে মিশরের আবিদোসে অবিস্থিত দেবতা সেটির মন্দিরের পাশেই ওসিরিয়ন মন্দিরের নিচের দেয়ালে। বিংশ শতকের শেষভাগে Flinders Petrie ও Margaret Murray নামের দুজন বালুতে ঢাকা প্রাচীন এ মন্দির খনন করার সময় হঠাৎ আবিষ্কার করেন[৩৪]। ফ্লাওয়ার অব লাইফ ঠিক সেখান থেকেই এসেছে যেখান থেকে ট্রি অব লাইফের জ্ঞান এসেছে। অর্থাৎ র‍্যাবাঈদের ভাষায় কাব্বালার জন্ম যেখানে। মানে বাবেল শহর। ক্রপসার্কেলের বিষয়ে বিগত পর্বে লিখেছিলাম, আপনারা জানেন এই ক্রপসার্কেলের বিচিত্র স্যাক্রিড জিওমেট্রিক প্যাটার্ন গুলোর পিছনে কারা আছে। বিগত বছর গুলোয় অসংখ্যবার ক্রপসার্কেলে ট্রি অব লাইফের পাশাপাশি ফ্লাওয়ার অব লাইফকেও দেখানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের স্পিরিট মিডিয়াম চ্যানেলকারীরা বলে থাকে এই উচ্চমাত্রিক প্রাণসত্তাগুলো আমাদের জ্ঞানগত উৎকর্ষলাভের জন্যই স্যাক্রিড জিওমেট্রির শিক্ষাকে আবারো হাইলাইট করছে। সাজারাতুল খুলদের জ্যামিতিক প্যাটার্ন মূলত ফ্লাওয়ার অব লাইফেরই অংশ।

এবার প্রিয় পাঠক; বলুন! যাদুশাস্ত্রের স্বর্গভূমির কোন এক প্যাগান মন্দিরের অপবিদ্যাকে যদি আজ এ্যাডভান্স পদার্থ বিদ্যায় ফিরে আসতে দেখেন তাহলে, এই পদার্থবিজ্ঞানের আসল পরিচয়কে কি বলবেন?
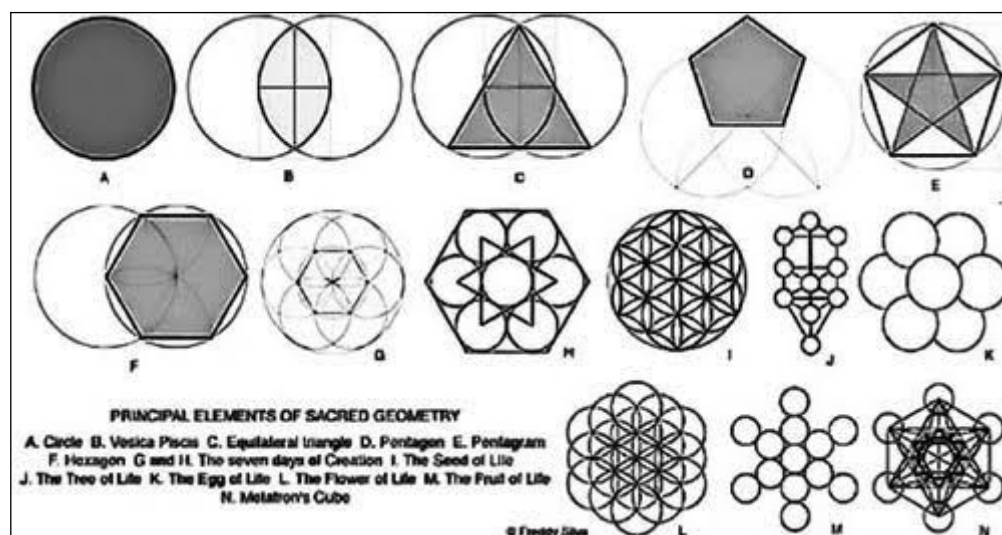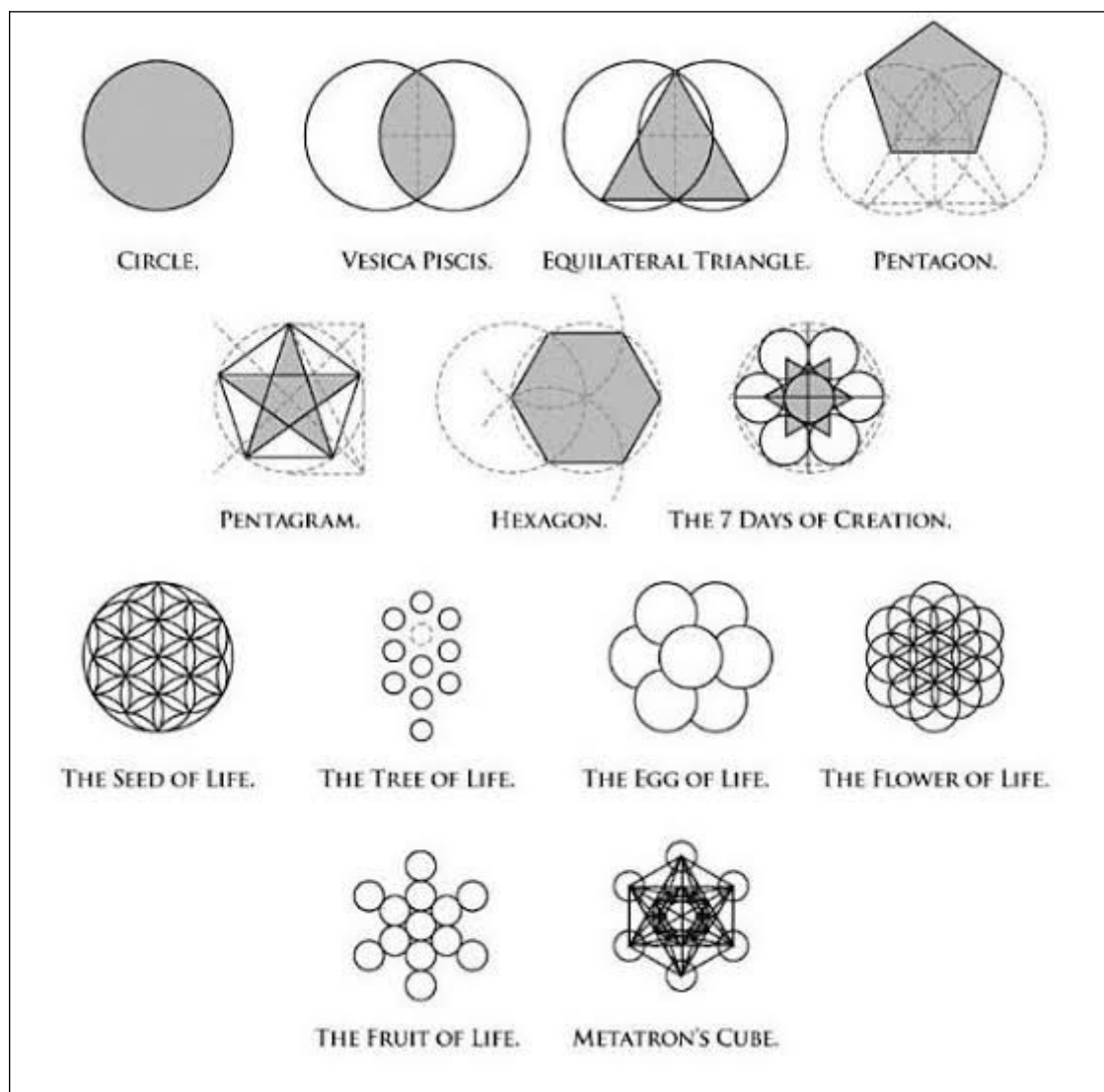
সেক্রিড জিওমেট্রি দ্বারা কাব্বালাহ মহাবিশ্বের গঠনতত্ত্বের শিক্ষা দেয়। সেই সাথে বহুমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থার শিক্ষা দেয়। এটা মানুষকে শেখায় কিভাবে আমাদের মাত্রার জগত তৈরি হয়েছে। এটা শেখায় উচ্চতর

মাত্রাগুলো নিম্নস্তরের মাত্রাকে সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ৮ম মাত্রা ৭ম, ৭ম মাত্রা ৬ষ্ঠ। এরকমভাবে আমাদের ৩য় মাত্রা ৪র্থ মাত্রার প্রজেকশন। মনে করুন, আমদের এই রিয়ালিটি হায়ার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটির ছায়া বা প্রজেকশন। কথাগুলো খুব পরিচিত মনে হচ্ছে? জ্বি, আমি সেই এ্যালিগোরি অব কেইভের কথাই বলছি, যার ব্যপারে প্লেটো বলেছিলেন। প্লেটোর আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটির শিক্ষার উৎস ইহুদী যাদুবিদ্যা কাব্বালাহ! কাব্বালাহ শেখায় কিভাবে মানবচৈতন্যের বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা উচ্চমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে আমাদের জগতকে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। সার্জিও নামের ক্যালিফোর্নিয়ার জনৈক বাসিন্দা র‍্যাবাঈ লাইটম্যানকে প্রশ্ন করেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি? উত্তরে লাইটম্যান বলেন,**"আমাদের জীবনের একাধিক উদ্দেশ্য আছে যেটা অর্জনের জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে সবার প্রথম এটা মেনে নিতে হবে যে আমরা খুবই ছোট্ট একটা জগতের মধ্যে আবদ্ধ আছি, ধরুন আমরা এত ছোট জগতে আছি যে এটা অচেতন থাকার মতই। আমাদের চেতনার জাগরন ঘটাতে হবে, আমরা যে ক্ষুদ্র জগতের ধারনার মাঝে আবদ্ধ আছি সেটা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর জগতের দিকে যেতে হবে, যেটা উচ্চতর ডাইমেনশন। এবং সেই উচ্চতর মাত্রায় নতুন অনন্ত সীমাহীন জীবনকে খুজে বের করা।এবং এরপরে সেই উচ্চতর শক্তি(force) অর্থাৎ স্রষ্টাকে(পেয়ে তার সমকক্ষতা অর্জন করা) যেটা এই জাগতিক সিস্টেমকে পরিচালনা করে। সুতরাং জীবনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আসল বাস্তবতাকে[রিয়ালিটি] জানা যেটা আমাদের থেকে এখনো গুপ্ত অবস্থায় আছে। আমাদের এ জগতে যা কিছুই আছে তা সবই উচ্চতর জগতের[ডাইমেনশন] ফলাফল[শ্যাডো]। আমরা যে রেসপন্সটি উচ্চতর মাত্রায় পাঠাতে চেষ্টা করি এটাই আমাদের [ত্রিমাত্রিক] জাগতের ঘটনায় প্রভাব বিস্তার করে।এজন্য আমাদের জন্য কর্তব্য যে আমাদের চেতনাকে উচ্চতর মাত্রার দিকে জাগ্রত করা যা কিনা ইতিবাচকভাবে আমাদের এ জগতের ঘটনায় প্রভাব বিস্তার করবে। কাব্বালার জ্ঞান সকলের[সমগ্র মানবজাতির] জন্য সর্বপ্রথম প্রাচীন বাবেল শহরে নাযিল হয়। এবং ঠিক তখন থেকেই কাব্বালার সমস্ত শাস্ত্র সমূহ মানুষকে সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ শিক্ষা দেয় যে, সকল মানুষকে উচ্চমাত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে সকলকে পূর্ণাঙ্গ এবং উৎকর্ষময় জীবন অর্জন**

করানো। আমাদের সরকার ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টরা মূলত পাপেটের ন্যায়। মানুষ তাদেরকে তাদের ক্ষমতা দেখে মান্য করে। কিন্তু এই প্রেসিডেন্টগনও উচ্চতর মাত্রার[ডাইমেনশন] ফোর্স্ফিল্ড[force-field] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের প্রতিটি কাজই উচ্চতর মাত্রার ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন আপনি সাধারন মানুষ হয়ে উচ্চতরমাত্রায় পৌছে আপনার আকাঙ্ক্ষাকে সেখানে চালিত করতে পারেন, যেটা দ্বারা পরবর্তীতে ওইসকল প্রেসিডেন্টগন চালিত হবেন। অর্থাৎ এভাবে আমি সাধারন মানুষ হয়েও প্রেসিডেন্টদের চেয়েও উচ্চস্তরের লোক হতে পারি। কাব্বালাহ এটাই শেখায়। জ্বি কাব্বালাহ রিয়ালিটিতে প্রভাব বিস্তার করতে শেখায়। আমরা সকলেই একটা স্থানে[Dimension] আছি যেখানকার খুব অল্প অংশই[মাত্রা] আমরা অনুভব করতে সক্ষম। আমরা অনেকটা অচেতন অবস্থায় আছি, আমাদের প্রয়োজন এই অচেতনা ভেঙ্গে চৈতন্য[consciousness] অর্জন করা। তবেই আমরা এটা আবিষ্কারে সক্ষম হব যে, আমরা এক সমৃদ্ধশালী অনন্ত চিরস্থায়ী ডাইমেনশনে আছি এবং আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতকে তখন একদমই ম্লান মনে হবে। আমরা এখন এ জগতে এমন অবস্থায়ই আছি যেন তা এক চেতনাহীন বিবর্ণ স্বপ্নময় এক জগত যেটা থেকে আপনি যদি জাগ্রত হন তবে এ জগতকে আপনি একেবারেই বিবেচনা করবেন না। এটা অনেকটা এরকম যে কোন একজন ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল এবং ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু একটা স্বপ্নে দেখেছে। কিন্তু এখন যেহেতু[উচ্চতর মাত্রায় অধিষ্ঠিত হয়েছে] জাগ্রত হয়েছে, এই বাস্তবতাই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাব্বালাহ শেখায় যে, একটি মাত্র ফোর্সফিল্ড আছে যেটা প্রকৃতির শক্তি। এই ফোর্স বা শক্তিটি অন্যসকল শক্তিকে একীভূত করে। সবকিছুই যা ঘটেছে বা ঘটবে সকল শক্তি,সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এই একক ফোর্সই সমগ্র রিয়ালিটিকে পরিচালনা করে। এটা মূলত একটা ফিল্ড। এটা সকল জীব ও জড়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। কাব্বালার বিদ্যা আমাদেরকে এজন্যই দেয়া হয়েছে যাতে করে আমরা এই ফোর্সফিল্ডের ব্যপারে জানতে পারি এবং এটাকে সবকিছুর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। এই ফিল্ড মূলত জেনারেল কনক্লুসিভ ল' অব ন্যাচার। সায়েন্সও এটাকে এভাবেই এভাবেই বলে। এজন্য এটা একটা ইউনিক উইসডম। বর্তমানে আমরা এই বিদ্যার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাধ্যমে। কারন যখন আমরা সবচেয়ে নিম্নতম স্তরের রিয়ালিটিতে যাচ্ছি আমরা এটমের কাছে যাচ্ছি এরপরে আরো ভিতরের দিকে যাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে সকল ঘটনাই অবজারভারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানেই আমাদের পদার্থবিদ্যার উন্নয়নের জন্য কাব্বালার জ্ঞান দরকার। আমি মনে করি
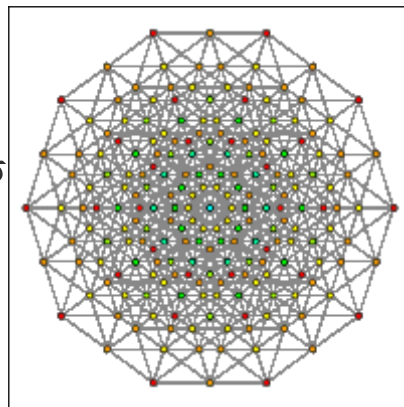
মানুষকে এটা বুঝতে হবে যে আমরা কোন কোন সমস্যারই সমাধানই করতে পারব না যদি না আমরা বিগত সহস্রবছর যাবৎ বার বার করে আসা একই ভুল থেকে বের হই। আমরা মনে করি আমরা মানবকে পরিবর্তন করে উন্নততর জীবনের দিকে যেতে পারি, এখন আমাদের প্রথম জেনারেশনকে দেখা যাচ্ছে হতাশার দিকে চলে যাচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের শিশুসন্তানেরা। তারা জীবনকে এভাবে দেখছে যে, এই জীবন এভাবেই চলছে, কিছুই পরিবর্তনের নেই,ফলে একরকমের হতাশা চলে আসছে মূলত এভাবে করে গোটা মানবজাতির মাঝেই এমন ভাব চলে আসছে। এটা হবার কারন বিগত হাজার বছরের একইরকমের জীবনাচরণ। আমরা এটাকে ভাল লক্ষণ হিসেবে দেখি। আমরা তাদেরকে বলব এভাবে নৈরাশ্যের কিছু নেই, কারন এটা গোটা পৃথিবীরই ক্রাইসিস। এটা একটা পূর্বাভাস যে আমাদেরকে এমন একটা স্থানে[উচ্চতর মাত্রা] অধিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ যেখান থেকেই সমস্ত কিছু পরিচালিত[governed] হয়। যেখানকার শক্তি দ্বারা আমরা নিজেদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারব, নিজেদেরকে সংযুক্ত করতে পারব, এবং সমৃদ্ধিময় জীবন গড়তে পারব, সকল সমস্যা ও অভাবের মোচন সম্ভব হবে। আমি মনে করি এখন যাই ঘটছে সেটা কাব্বালাহকে সায়েন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে নিয়ে আসবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে।"[১১]

সুতরাং বুঝতেই পারছেন কাব্বালাহ মূলত হাইপার ডাইমেনশনাল এ্যাডভান্স ফিজিক্স। এটা মানুষকে অনন্ত উচ্চমাত্রিক কথিত স্বর্গের অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। যেখানে অভাব সংকট বলে কিছু নেই। সবকিছুই প্রাচুর্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। এটা প্রথমত ত্রিমাত্রিক জগতে ভাগ্য ও জীবন যাত্রায় প্রভাব বিস্তারের দ্বারা উৎকর্ষের স্বপ্ন দেখায় এবং পরবর্তীতে গোটামানব জাতিকে উচ্চতর স্বর্গীয় মাত্রায় অধিষ্ঠিত হবার প্রতিশ্রুতি দেয়। হয়ত কাব্বালিস্টিক মিসায়াহই উচ্চতরমাত্রায় ট্রান্সেন্ড করবার প্রতিশ্রুতিকে পরিপূর্নতা দিতে শুরু করবে ডিজনির Tomorrowland ফিল্মের অনুরূপ। আমরা হাদিসে ইহুদীদের অবতারের এক হাতে জান্নাতের প্রলোভনের কথা দেখতে পাই। এই র‍্যাবাঈ কি সেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছে কিনা আল্লাহই ভাল জানেন।

কি বলবেন, যদি কাব্বালিস্টিক-প্লেটোনিক Allegory of cave এর আইডিয়ালিস্টিক যাদুশাস্ত্রীয় অকাল্ট শিক্ষাকে পদার্থবিজ্ঞান সায়েন্স হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করতে দেখেন?

জ্বি,আধুনিক বিজ্ঞান পরিপূর্নভাবে ফিরে গেছে বাবেল শহরে। ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চ সেন্টার চেষ্টা করছে একটা Theory of Everything আনবার জন্য। তাদের প্রস্তাবিত থিওরির নাম ইমার্জেন্স থিওরি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং গ্রাভিটিকে

ইউনিফাই করার জন্য মেইনস্ট্রিম সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে তারা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে এগিয়ে আছে। তাদের গোড়া অন্য সকলের চেয়ে শক্ত, কেননা তারা পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টামগ্রাভিটির উপর ভিত্তি করে গবেষণা চালাচ্ছে, সেই সাথে পদার্থবিজ্ঞানী গ্যারেটলিসির লি এ্যালজেব্রাকেও ব্যবহার করছে। মজার বিষয় হচ্ছে, তারা পূর্ববর্তী সমস্ত [অপ]বিজ্ঞানীদের অনুসরণে যাদুশাস্ত্রভিত্তিক থিওরি প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে,তারা সরাসরি ইহুদি যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ তথা ব্যবিলনীয়ান আইডিয়ালিস্টিক অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে বিজ্ঞানে স্পষ্টভাবে নিয়ে এসেছে। যেহেতু তাদের গ্রাউন্ডই কোয়ান্টাম গ্রাভিটির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু সরাসরি আইডিয়ালিস্টিক ঐন্দ্রজালিক ফিজিক্সে আসতে কোন সমস্যা হয়নি। তাদের প্রকাশিত অফিশিয়াল ভিডিও ডকুমেন্টারি :

What is Reality[৩২] তে উপস্থাপিকা ম্যারিয়ন কির দেখান; কিভাবে ত্রিমাত্রিক ক্রিস্টাল মাটিতে দ্বিমাত্রিক শ্যাডো প্রজেক্ট করে। এর তাৎপর্য হচ্ছে প্লেটোর allegory of cave অর্থাৎ আমাদের এই চেনাপরিচিত ত্রিমাত্রিক জগত বহুমাত্রিক
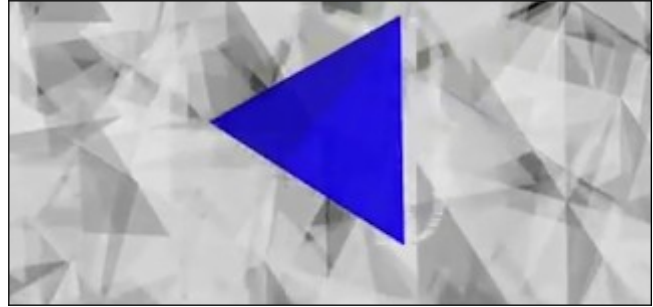
উচ্চতর জগতের প্রজেকশন বা ছায়া। ডকুমেন্টারির ২:৪১ মিনিটে সরাসরি বলা হয় ত্রিমাত্রিক এ জগতের ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে টেট্রাহিড্রন[১২]! কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চের[QGR] ডিরেক্টর পদার্থবিজ্ঞানী ক্লি আরউইন বলেন,**"জিওমেট্রির সবচেয়ে সরলতম বিল্ডিং ব্লক সবসময়ই সিমপ্লেক্স। উদাহরণস্বরূপ দ্বিমাত্রিক সিমপ্লেক্স হলো ইক্যোয়ল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গল। এবং রিয়ালিটি দেখতে ত্রিমাত্রিক। সুতরাং কেউ যদি খোজে, থ্রি ডাইমেনশনাল রিয়ালিটিতে সবচেয়ে সিম্পল বিল্ডিং ব্লক কি হতে পারে, সবচেয়ে সিম্পল থ্রিডি বিট অব ইনফরমেশন কি হতে**

পারে। সেটা থ্রিসিমপ্লেক্স হতে পারে,যাকে টেট্রাহিড্রন বলা হয়। আমরা যতই দেখেছি, ততই বুঝতে সমর্থ হচ্ছি যে, আপনি স্পেস-টাইম ও পার্টিকেল ফিজিক্সকে রেগুলার টেট্রাহিড্রন দ্বারা মডেল করতে পারবেন। আপনি যদি এমন একটি কোড আবিষ্কার করেন যেটা হায়ার ডিমেনশনাল ক্রিস্টালের প্রজেকশন থেকে লোয়ার ডিমেনশনাল স্পেসে তৈরি হয়, আপনি টেট্রাহিড্রনসমূহের একটা কন্সট্রাক্ট খুজে পাবেন, যেটা হাইলি অর্ডার্ড, তাই বলে এমন অর্ডার্ড নয় যেমনটা চেকার্ডবোর্ড, যেটা কিনা ডিটারমিনিস্টিক, এটা সিন্ট্যাক্টিক্যাল ফ্রিডম দ্বারা অর্ডারড, যেখানে আপনি এটা ওটা এভাবে সেভাবে রাখবেন তবে ৩য় অংশকে ডানে বা বায়ে স্বাধীনভাবে রাখতে পারবেন। সুতরাং আপনি ভাষাকে তৈরি করছেন না বরং এটা প্রথম জিওমেট্রিক প্রিন্সিপলেই দেয়া ছিল। আপনি যখন হাতে একটা তারের ফ্রেমের কিউব হাতে নেন এবং সূর্যালোকের নিচে ধরে মাটিতে ছায়া তৈরি করেন, আপনি [ছায়ার] কিউবের ১২টি প্রান্তসীমাকে সৃষ্টি করেন না, যেটা পরস্পর লোপ পেয়ে খাপ খাইয়ে নেয়। এটা আপনাকে জিওমেট্রিক ফার্স্ট প্রিন্সিপলেই দেয়া ছিল, যেমন ধরুন, পিথাগোরিয়ান থিওরামে, যেটা কিউবের এ্যাঙ্গেলের ছায়াতে পাওয়া যায়। আপনি একটি হায়ার ডিমেনশনাল ক্রিস্টাল নিয়ে ত্রিমাত্রিক শ্যাডোতে আনতে পারেন। আমরা ই৮ ক্রিস্টালকে ত্রিডিতে প্রজেক্ট করি যেটা একটি কোয়াজিক্রিস্টাল কোড বা ল্যাঙ্গুয়েজ উৎপন্ন করে। এবং সেটা টেট্রাহিড্রনকে আমাদের চারপাশের জগতের পার্টিকেল ও ফোর্সকে গঠন করায়। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিজিক্সকে কোয়াজিক্রিস্টাল কোড দ্বারা মডেল করা যেটা সবচেয়ে সরলতম ত্রিমাত্রিক ইনফরমেশন বিট তথা টেট্রাহিড্রন দ্বারা তৈরি।"[১২]
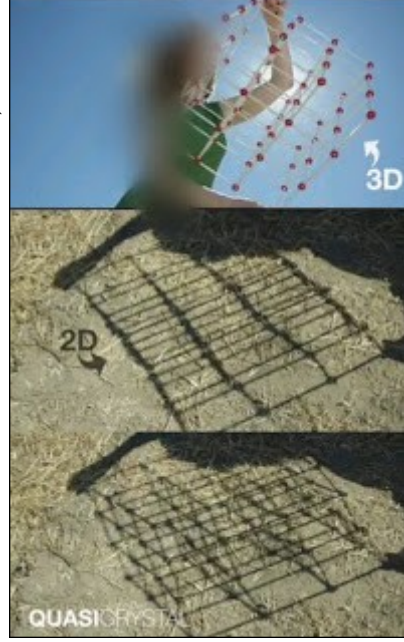
অর্থাৎ রিয়ালিটিতে টেট্রাহিড্রন হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক পিক্সল বা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের জিওমেট্রিক শেইপ। এই টেট্রাহিড্রাগুলো জটিল গাণিতিক নীতির উপর ভিত্তি করে সমস্ত বস্তু গঠন করে এবং এটাই গোটা স্পেসকে পরিপূর্ন করে রেখেছে। এর
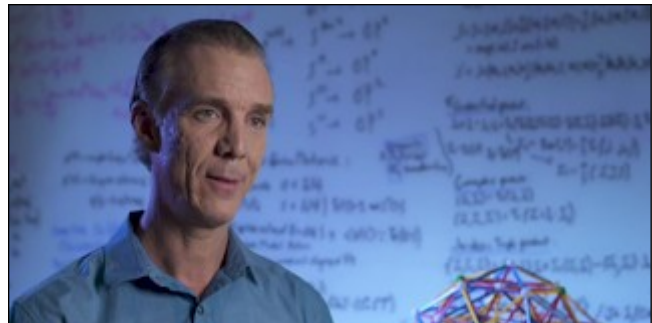
যেকোন একটা টেট্রাহিড্রন এর বিশেষ কোন এ্যাঙ্গেলে ঘুরে যাওয়া, স্পেসের অন্য সকল টেট্রাহিড্রার দিককে নির্ধারন বা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। এখন প্রশ্ন হবে টেট্রাহিড্রনগুলোর সঞ্চালন এবং কে কোনদিকে কত ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে ঘুরে থাকবে সেটার নির্ধারক কে? উত্তর হচ্ছে- ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কন্সাসনেস, কোয়ন্টাম মাইন্ড বা ব্রহ্মচৈতন্য।QGR[Quantum Gravity Research] এর ডকুমেন্টারিটি এটাই সরাসরি বলে ৪:১১ মিনিটে! আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি রিয়ালিটির ফান্ডামেন্টাল টেট্রাহিড্রাল স্ট্রাকচার সংক্রান্ত বিদ্যা প্রাচীন যাদুকরদের মৌলিক যাদুশাস্ত্রীয় শিক্ষা।

কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চ সেন্টারের অফিশিয়াল লোগোটাই রেখেছে অকাল্ট সেক্রিড জিওমেট্রির টেট্রাহিড্রন! অতএব আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি, আজকের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মূলত ব্যবিলনীয়ান অকাল্টেরই আধুনিক সংস্করণ। তাছাড়া আপনারা স্পষ্ট দেখছেন এরা প্লেটোর কাব্বালিস্টিক এ্যালিগোরি অব কেইভের বর্ননাই দিচ্ছে ফিজিক্সের ভাষায়, যেখানে বলা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক জগত উচ্চমাত্রাসমূহের ছায়া! এখানেই শেষ নয়, স্বীকৃতি দিচ্ছে প্যান্থেইস্টিক ননডুয়ালিটির সেই কুফরি অদ্বৈতবেদান্তবাদী আকিদার যার উপর কোয়ান্টাম মেকানিক্স দাঁড়িয়ে আছে। মহাচৈতন্যই সবকিছুর মূল! সম্ভবত, আইনস্টাইনের প্রতি কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টদের সব ক্ষোভ-রাগ এই ডকুমেন্টারি দ্বারা মোচন হয়েছে, কারন এতে চরমভাবে আইনস্টাইনকে নিয়ে কৌতূক করা হয়েছে। তাদের প্রস্তাবিত থিওরিকে সত্যিই ToE হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায়, কারন তারা বিগত আলোচনায় দেখানো সকল কুফরি আকিদাগুলোকে একত্রিত করেছে। তারা থিওরি অব এভ্রিথিং এ সাতটি বিষয়ের সংযোগ ঘটিয়েছে।

১.ইনফরমেশন[রিয়ালিটি ইনফরমেশন বিট দ্বারা তৈরি ম্যাট্রিক্স ফিল্মের অনুরূপ]
২.Causalty loop [বিগত পর্বে অরোবোরাস ও প্রিডেস্টিনেশন নামের ফিল্মের সমন্বয়ে আলোচনা করেছি।আগামী পর্বে আরো গভীর আলোচনা আসছে]

৩.নন ডিটারমিনিজম[কোয়ান্টাম ফিজিক্সের একদম মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তাকদির বলে কিছু নেই সবকিছুই নিজের শক্তিতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে,আনলিমিটেড পটেনশিয়ালিটি]
৪.চৈতন্য[মহাবিশ্ব পুরোটাই একক মহা চৈতন্য, কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে লেখা পোস্টে গত হয়েছে]
৫.পিক্সেলেশান[সবকিছুই পিক্সেলেটেড, এটা ডিজিটাল ফিজিক্সের অংশ]
৬.E8 crystal[অষ্টমাত্রিক ক্রিস্টালকে ব্যবহার করে হাইপারডাইমেনশনাল কাব্বালিস্টিক রিয়ালিটিকে বোঝানো হয়েছে]
৭.গোল্ডেন রেশিও[সবকিছুই জিওমেট্রিক]
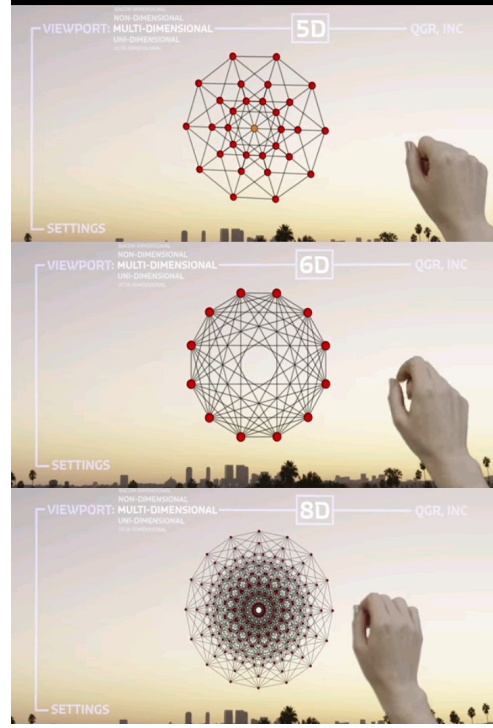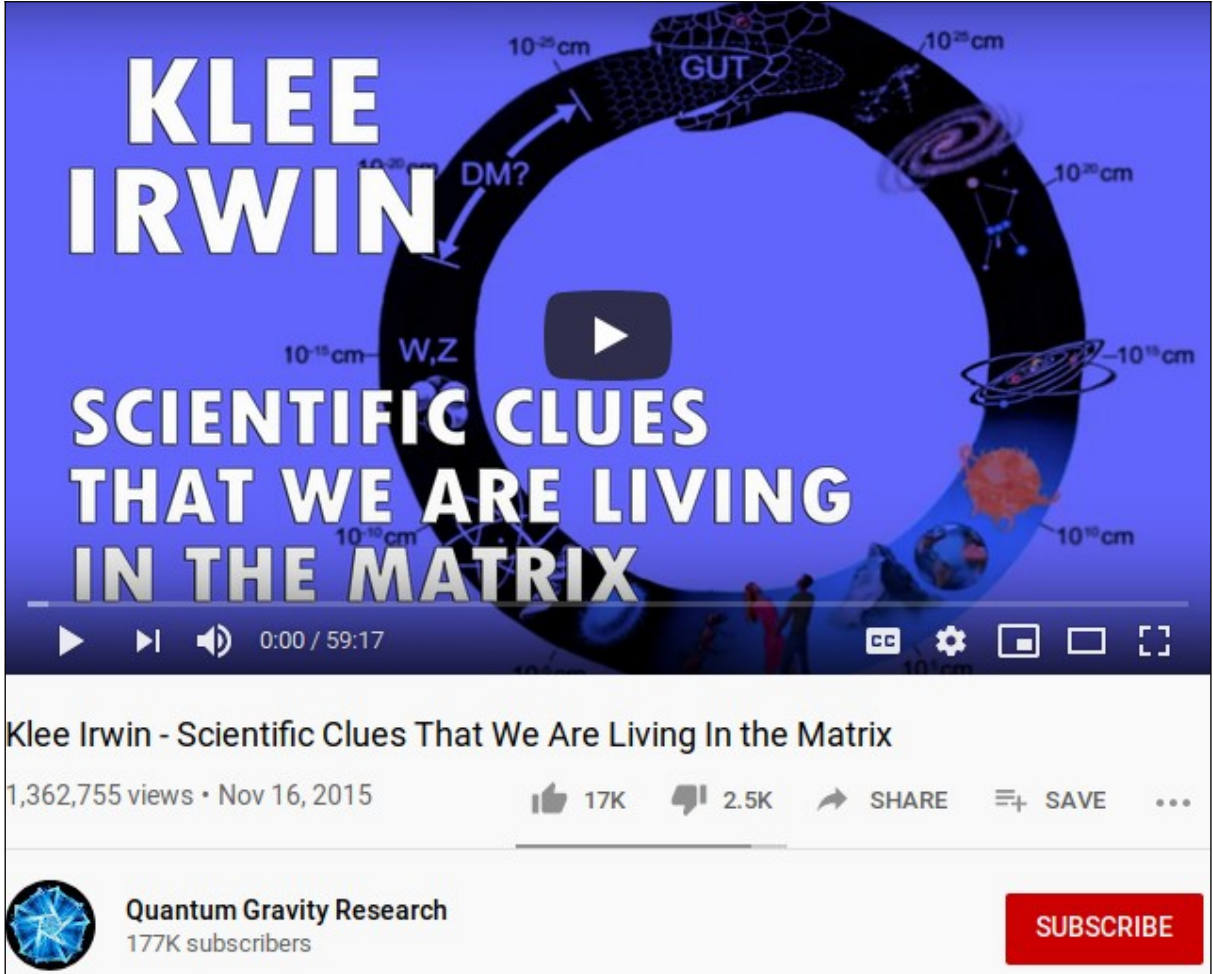
QGR documentary ৭:২০ মিনিটে রিয়ালিটিকে জিওমেট্রিক ইনফরমেশন বলার সাথে সাথে ইহুদী পতাকার স্টার অব ডেভিডের মধ্যে সমস্ত প্রাচীন কাব্বালিস্টিক সেক্রিড জিওমেট্রি তথা ফ্লাওয়ার অব লাইফ,ট্রি অব লাইফ,মেটাট্রন কিউব, প্লেটনিক সলিডস দেখানো শুরু করে। সেই সাথে দেখায় বৈদিক শ্রীযন্ত্র। আশ্চর্যজনকভাবে এতে এস্ট্রলজিক্যাল চার্ট ও সিম্বলকেও দেখায়[৭:২২]। এর তাৎপর্য অবশ্যই হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্সে আছে, সেটা এ পর্বের শেষদিকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন। সুতরাং QGR রিয়ালিটির ব্যপারে যাদুবিদ্যা কাব্বালাহর কুফরি আকিদাকেই সত্যায়ন করছে। ইহুদি আইনস্টাইন বলতেন যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবই একই সাথে বর্তমান। অর্থাৎ 'সব সময় সব সময়ে বিদ্যমান'। আপনার ফেলে আসা অতীত এখনো অতীতের টাইম ফ্রেমে বর্তমান। সেটা এখনো বর্তমানেই অস্তিত্বশীল! সহজ উদাহরণ হলো
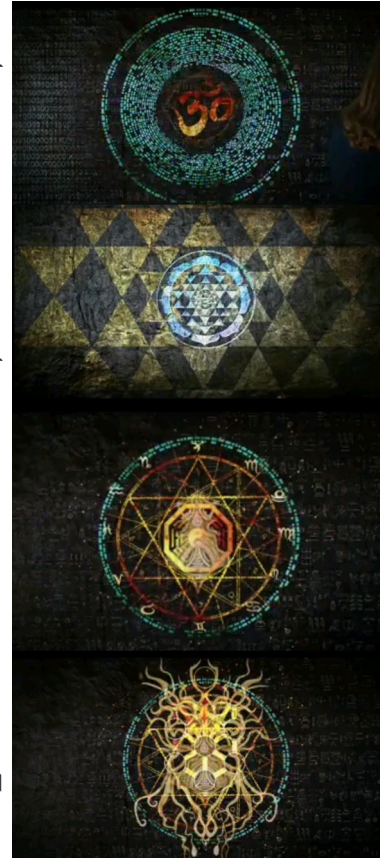
যেকোন ভিডিও ফাইল,যেটার ডিউরেশনের ডানে বায়ে সবদিকেই সমানভাবে যাওয়া যায়। অর্থাৎ সময়টা কোন লিনিয়ারভাবে সম্মুখের দিকে ধাবমান নয়। আপনি অতীতেও যেতে পারেন আবার ভবিষ্যতেও। এটা মূলত মিস্টিসিজম। এই শয়তানি শিক্ষার উপর ভর করে QGR তাদের থিওরি অব এভ্রিথিং-এ কজোয়ালিটি লুপ নিয়ে এসেছে। এর মানে হচ্ছে অতীত ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করতে পারে আবার ভবিষ্যত অতীতকে। প্রিডেস্টিনেশন ফিল্মে যেমনটা দেখানো হয়েছে। এর দ্বারা মহাবিশ্বকে অরোবোরাসের মত বোঝানো হয়েছে যার অতীত বর্তমান ভবিষ্যত একে অন্যের উপর ইন্টারডিপেন্ডেন্ড। এরকম চিন্তার উদ্দেশ্য হলো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও ইতিহাসের ব্যাপারে একটা স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল ধারনা প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ কোন এক্সটার্নাল ফোর্স বা কোন সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষীতা ছাড়াই মহাবিশ্ব অস্তিত্বে এসেছে। এর অতীত ভবিষ্যত সবকিছুই ওভারব্যালেন্সড। সবকিছু একটা ফিডব্যাক লুপের মাঝে আটকে আছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব নিজেই নিজের স্রষ্টা। ডিরেক্টর ক্লি আরউইন বছরখানেক আগে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সামনে এক প্রেজেন্টেশনে তাদের গবেষণাকে তুলে ধরে! সেটার ভিডিও কভারে রাখা হয়েছে ouroboros এর কুফরি সিম্বল!

ইমার্জেন্স থিওরি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অবজারভার ইফেক্টের উপর নির্ভর করে ইনডিটারমিনিস্টিক রিয়ালিটির কথা বলে যার সবকিছুই কনসাস অবজারভার নির্ধারন করে। মহাবিশ্ব নিজেই হলো মহাচৈতন্য বা ব্রহ্ম বা পর্যবেক্ষক। মহাবিশ্ব নিজেই নিজের ইলাহ, কেননা ইনফরমেশন মহাচৈতন্যের দ্বারা causality feedback loop এর মাধ্যমে অস্তিত্বে আসতে থাকে। এটা একটা ইটারনাল সিক্লিক্যাল লুপ[অরোবোরাস]।

এটা নিয়ে সামনের পর্বে বিস্তারিত আসছে। শৈববিদ্যার ধারক সার্নের পার্টিকেল এক্সিলারেটরে আবিষ্কার হয়েছে যে রিয়ালিটির সকল পার্টিকেল ও ফোর্স একটি অন্যটির মধ্যে কনভার্ট হয়, যাকে বলে গেইজ সিমেট্রি ট্রান্সফরমেশন।এসকল কনভার্শন বা ট্রান্সফরমেশন একটা আট ডাইমেনশনাল জিওমেট্রিক ক্রিস্টাল আকৃতিতে রূপ নেয় যাকে বলে E8 Lattice। কোয়ান্টাম গ্রাভিটির রিসার্চের পদার্থবিজ্ঞানীগন এই আট ডাইমেনশনের ক্রিস্টালকে প্রথমে চারমাত্রার কোয়াজি ক্রিস্টালে প্রজেক্ট করে এরপরে চারমাত্রা থেকে তিনমাত্রার ছায়া তৈরি করে। ত্রিডি কিউবিক ল্যাটিসের বেসিক শেইপ হলো কিউব। তেমনি আটমাত্রার ই৮ ক্রিস্টালের বেজ হলো গসেট পলিটোপ। গসেট পলিটোপকে চারমাত্রায় প্রতিফলন ঘটালে গোল্ডেন রেশিও পাওয়া যায় যেটা আমাদের বাস্তবজগতের সর্বত্র বিদ্যমান। অর্থাৎ পাই রেশিওকে এই এ্যাডভান্স ফিজিক্সে খুজে পাওয়া এর গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়। কোয়ান্টাম গ্রাভিটির ডিরেক্টর পদার্থবিদ ক্লি আরউইন বলেন,**"আমরা বাস্তবজগতকে ক্ষুদ্রতম প্ল্যাঙ্কলেন্থে মোজেইক কোড বা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে দেখি।পার্টিকেল এক্সিলারেটর আমাদেরকে বলে যে সকল পার্টিকেল ও ফোর্স একে অন্যের সাথে উচ্চমাত্রিক ই৮ ক্রিস্টালে আন্তঃসংযুক্ত।তাই আমরা ই৮ ক্রিস্টালকে ত্রিডিতে প্রজেক্ট করি যা একটা কোয়াজিক্রিস্টাল কোড বা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে। এটা টেট্রাহিড্রন সৃষ্টি করে যার দ্বারা আমদের বস্তুজগত তৈরি। জিওমেট্রিক এ**
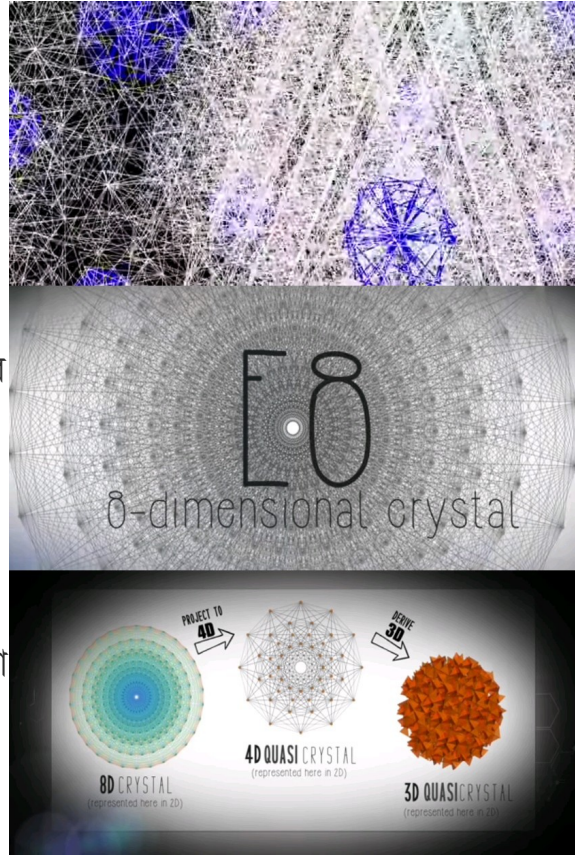
ভাষার নীতি আছে কিন্তু পাশাপাশি এর সিন্ট্যাক্টিক্যাল ফ্রিডমও আছে অন্য যেকোন ভাষার মত। এর জন্য চাই কোন একজন chooser[নির্বাচক] যে কিনা এই টেট্রাহিড্রাল জিওমেট্রিক ল্যাঙ্গুয়েজের দিক নির্ধারন করবে। র‍্যান্ডমনেসের ধারনা এখানে ভালভাবে খাটে না কারন সকল অর্থ এ [প্ল্যাঙ্কলেভেলে]অবস্থায় এসে ভেঙ্গে যেতে থাকে। তাছাড়া র‍্যান্ডমনেসের সপক্ষে ভাল কোন এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্সও নেই। ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কন্সাসনেস হতে পারে এর একটি সমাধান কিন্তু এটা শুনতে নিউএজ ও ধর্মীয় মনে হয়,তবে আজকে সময় একটা ভাল সংখ্যার পদার্থবিজ্ঞানীরা এই ধারনাটি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছেন যে আমাদের গোটা মহাবিশ্বটি অন্যকোন মহাবিশ্বের খুবই শক্তিশালী কোয়ান্টাম কম্পিউটারে তৈরি একটি কোডবেজড সিমুলেশন। এটা যদি সঠিক হয় তাহলে

একই লজিক অনুযায়ী, ওই কম্পিউটারযুক্ত মহাবিশ্বটিও অন্য ইউনিভার্সের কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সিমুলেশন। তাই এই ধারণাটি কিছুটা শেইকি কিন্তু এরপরেও অনেক বিশ্বাসযোগ্য নামীদামী ব্যক্তিরা এটা নিয়ে সিরিয়াসলি আলোচনা শুরু করেছে। কিন্তু ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কনসাসনেস অবশেষে ফিজিক্যালি অনিবার্য। আমাদেরকে এ ধারনাটিকে এ্যান্থ্রোপোর্মোফাইজ [Anthropomorphize] বা শুনতে রিলিজিয়াস বা স্পিরিচুয়াল[আধ্যাত্মিক] করতে হবে না, চলুন কেন করতে হবে না জানা যাক,চলুন কথা বলা যাক আপনার শরীরের একক কোষগুলোর কালেক্টিভভাবে কাজ করাকে নিয়ে। বহু বছর আগে এই পৃথিবীতে এককোষীয় জীবগুলো বসবাস করত। এই প্রানীগুলো খুব একটা স্মার্ট ছিল না। কিন্তু এরা জানত কিভাবে পুষ্টি শোষণ, বংশবিস্তার এবং বিপদ দেখলে পালাতে হয়। এরা পরিবেশগত সচেতনতা এবং বেচে থাকার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকত। এরপরে তারা একত্রিত হয় কলোনিতে, যার ফলে তারা এককভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার চেয়ে আরোবেশি স্মার্ট হয়।এর মাধ্যমে মানুষের মত প্রানীরা চলে আসে। খুবই জটিল চেতনা ও সচেতনতা একত্রিত হয় ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষের সমুদ্রের একত্রিত হয়ে মানবদেহ গঠনের মাধ্যমে। এটা মূলত পদার্থবিজ্ঞানের নীতি যে, ইলেক্ট্রন ও কোয়ার্কের দ্বারা ৮১ এ্যাটমে গঠিত হয়ে সেল্ফ অর্গানাইজড
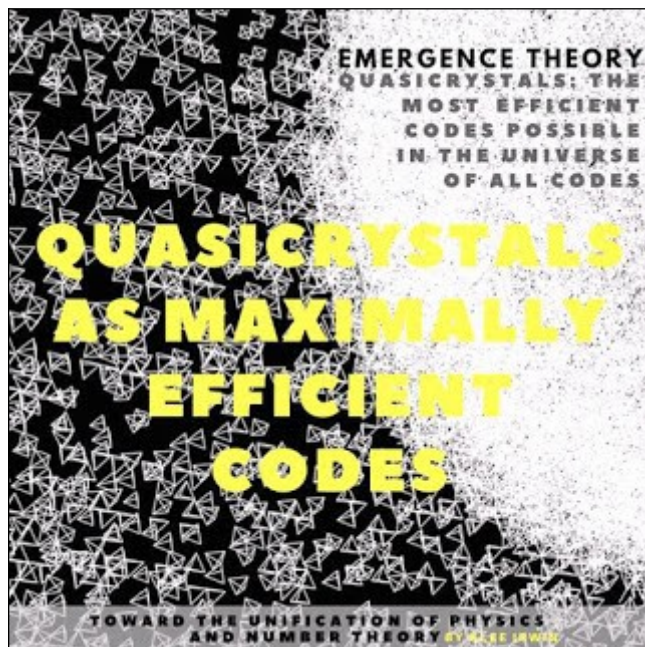
মানবচৈতন্য সৃষ্টি করে। এবং ফিজিক্স এটার সীমা নির্ধারন করে না যে কতটা এনার্জি ম্যাটার একত্রিত হয়ে সেল্ফ অর্গানাইজড কনসাস সিস্টেম তৈরি করে।"

এখানে পদার্থবিদ আরউইন শ্রোডিঞ্জারের আধ্যাত্মিক শিষ্য ক্লি আরউইন সেই বেদান্তশাস্ত্রের সর্বেশ্বরবাদি মহাচৈতন্যকে সত্যায়ন করতে গিয়ে নিউএজ প্যাগান মুভমেন্টের কুফরি আকিদার সাথে সাদৃশ্যের স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এটা কেন সায়েন্টিফিক বিশ্বাস, তার ব্যাখ্যাতে কোষের বিবর্তনবাদী ফর্মেশনের কুফরি উদাহরণকে আনেন। তার মতে যেভাবে বিলিয়ন বিলিয়ন কোষ মিলে একটা চেতনাযুক্ত মানবদেহ গঠন করে ঠিক একইভাবে মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল স্বতন্ত্র চেতনাধারী অংশ একত্রিতভাবে মহাচৈতন্য[Universal Collective consciousness] বা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করে। এভাবে এই মহাবিশ্বই নিজেই নিজের অস্তিত্বদানকারী স্বাধীন ঈশ্বর। অর্থাৎ ফিরে গেছে সেই ইহুদী পরিবারে বেড়ে ওঠা বারুচ স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদে। এরা মূলত সকলেই "বনী বারুচ কাব্বালা একাডেমী"র সম্মানিত ছাত্র-শিক্ষক। এই যাদুশাস্ত্রীয় কুফরি আকিদার প্রচারক। প্লেটনিক আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটিতে প্রত্যাবর্তন একদিনে হয়নি। জোড়তোড়ভাবে শুরু হয় আশির দশকে। ১৯৮০ সালে শিকাগো ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ,কেমিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট জেমস মুনই কাব্বালার জিওমেট্রিক শিক্ষাগুলোকে প্রকৃতিতে আরোপের কাজ সর্বপ্রথম শুরু করেন। তিনি জোর দিয়ে বলতেন, সমস্ত কেমিক্যাল টেবিল অব ইলিমেন্ট এই পাঁচটি জিওমেট্রিক শেইপে[প্লেটনিক সলিডস] বিদ্যমান।ইউনিভার্সের সমস্ত কিছু এরই আকৃতির উপরে সৃষ্ট। এরপরে রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা এটা প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর ক্রাস্ট অনেকটা ডোডেকাহিড্রন শেইপের। ২০০৩ সালে নাসা বিজ্ঞানীরা দাবি করেন পাই এর উপর নির্ভর করে গোটা মহাবিশ্বের গঠন একটা ডোডেকাহিড্রনের অনুরূপ অর্থাৎ মহাবিশ্ব সামগ্রিক ভাবে ইথার[যেহেতু ইথারের জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার হচ্ছে ডোডেকাহিড্রন]। এভাবেই কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মিস্টিসিজম আর প্লেটনিক আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটির ধারনার পুনঃবিপ্লব ঘটে। বর্তমানে
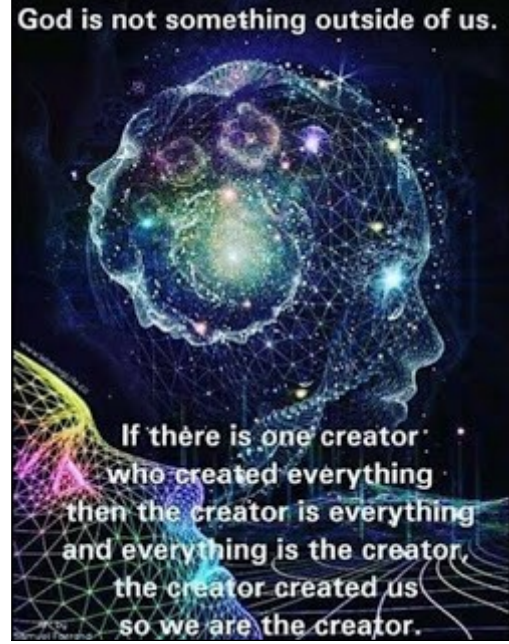
ফিজিক্সের বাইরেও গুগল, ক্রোম, উইন্ডোজ, ইবে,টুইস্টার, teletubbies, Yoshi ,power rangers, m&m's, fifth element প্রভৃতি লোগো ও ক্যারেক্টারের মধ্যে সেক্রিড জিওমেন্ট্রিক্যাল ক্লাসিকাল ইলিমেন্টসগুলোর পাঁচ রঙ ব্যবহার করে। এসবের তাৎপর্যের ব্যাপারে তারা খুব ভালভাবেই অবগত আছে। অর্থাৎ যাদুশাস্ত্রভিত্তিক চিন্তাধারা আজও জনসম্মুখেই প্রবহমান।
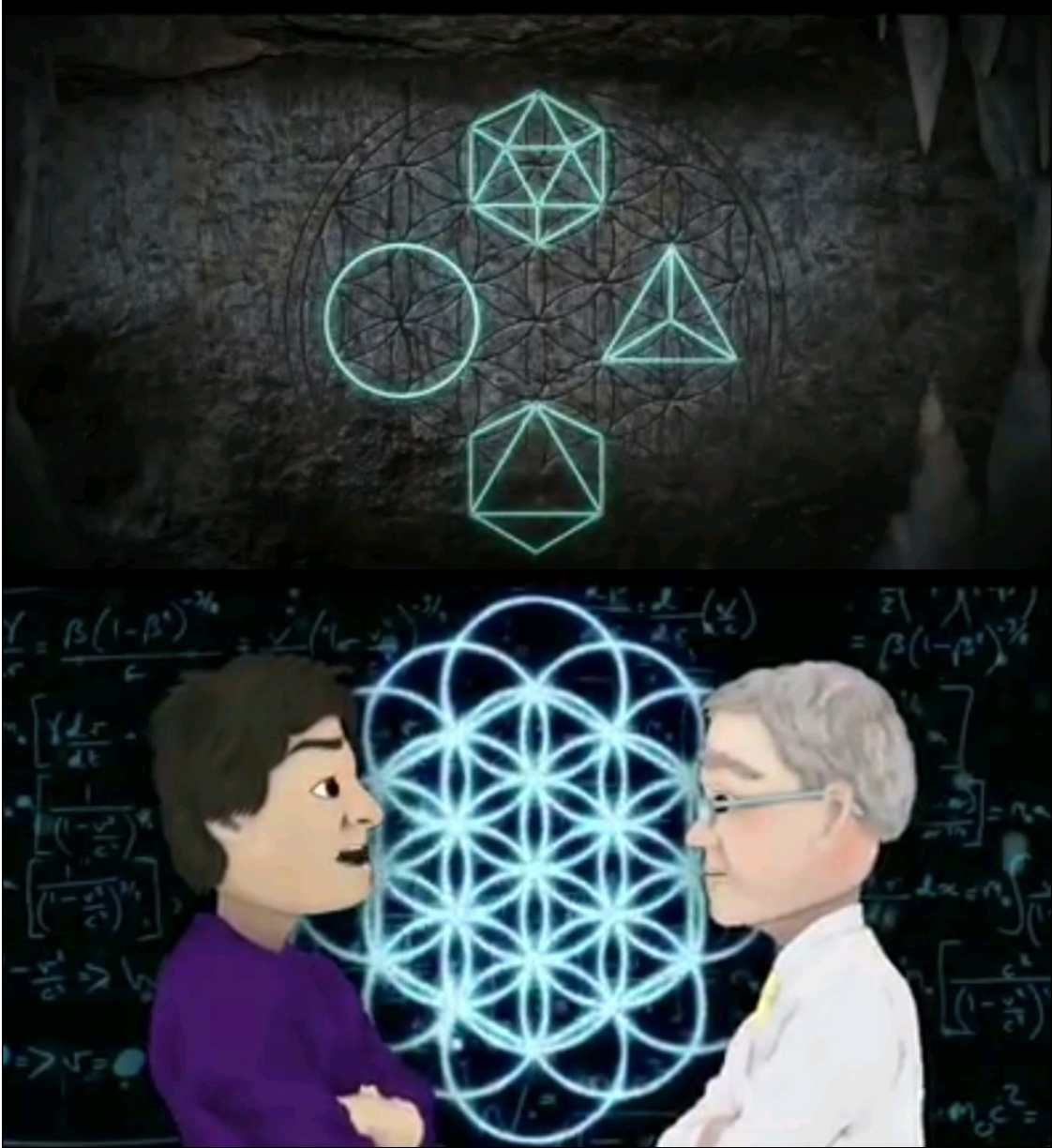
Documentary Film : What is Reality By Quantum Gravity Research

কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চ সেন্টারের সাফল্যের সাথে তাদের গবেষণার ডকুমেন্টারি প্রকাশের পর এক বছরের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভের পর ২য় ডকুমেন্টারিঃ Hacking Reality[৩৩] প্রকাশ

করে। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন রিয়ালিটি হ্যাক করা শেখাবে অর্থাৎ প্রকৃতির নীতি সমূহকে হ্যাক করে ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার। মানে যাদুবিদ্যাকে নতুন আধুনিক শব্দে প্রকাশ করেছে। হ্যাকিং শব্দটি ডিজিটাল জিনিসের সাথে

সম্পর্কিত, তাদের সায়েন্টিফিক এ্যাপ্রোচটিও ডিজিটাল ফিজিক্সকেন্দ্রিক,তারা সিমুলেশন হাইপোথেসিসকেও গ্রহন করেছে যেখানে রিয়ালিটিকে কম্পিউটার সিমুলেশন বলা হয়, সুতরাং "হ্যাকিং রিয়ালিটি" নামকরণ অবশ্যই যথার্থ। ডকুমেন্টারির শুরুতেই মহাবিশ্বের চিরন্তন অন্তহীন অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে শুরু করে। অর্থাৎ এই মহাচৈতন্যের মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কোন শুরু বা শেষ নেই, যেটা সমস্ত যাদুকরদের প্রাচীন মতানৈক্যবিহীন আকিদা। এরপরে চতুর্থ ডাইমেনশনের[১৭] শিক্ষাদানের শুরুতেই স্যাটানিক-হরর আবহদানের চেষ্টা করে উপস্থাপিকা ম্যারিয়ন কির। যাতে মনে হবে যেন থার্ড ডাইমেনশনের উপরে মাত্রাতেই শয়তানের বসবাস।

আগেই উল্লেখ করেছি, গ্রাভিটিকে আইনস্টাইন দেখতেন স্পেসের জিওমেট্রিক কার্ভ হিসেবে। পার্টিকেল ফিজিক্সকে কখনো জিওমেট্রিক্যালি দেখা হত না, যার ফলে কোয়ান্টাম থিওরির সাথে অনিবার্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যে সংঘাত থেকে উত্তোরণের জন্য দরকার পার্টিকেল ফিজিক্সে একটা পার্ফেক্ট জিওমেট্রিক ইন্টারপ্রিটেশান, যেটা সহজেই সবকিছুকে ইউনিফাই করে প্রতিষ্ঠা করবে থিওরি অব এভ্রিথিং। এজন্য জিওমেট্রিক ডেস্ক্রিপশনের জন্য দারস্থ হতে হয় পদার্থবিজ্ঞানী এ্যান্টনি গ্যারেট লিসির কাছে, যার উদ্ভাবিত বৈপ্লবিক তত্ত্ব দ্বারা আইনস্টাইনের বিদ্যার সাথে সকল

তত্ত্বের হার্মোনি তৈরি করা যায়। গ্যারেট লিসি নিজে কাব্বালিস্টিক সেক্রিড জিওমেট্রির উপর ভিত্তি করে " An Exceptionally Simple Theory of Everything" নামে একটি থিওরি অব এভ্রিথিং এর প্রস্তাব করেন। এলিমেন্টারি পার্টিকেল সমূহকে ২৪৮ পয়েন্টে ভাগ করা

হয়েছে। তিনি বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন পার্টিকেলকে চিহ্নিত করে সেসবকে এ্যানিমেট করে দেখান কিভাবে প্রকৃতিতে সেসব কাজ করে। তিনি ২০০ ডাইমেনশনাল জিওমেট্রিক স্ট্রাকচারকে দ্বার করান যার নাম ই৮[১৩]। E8 প্যাটার্নের মধ্যে গ্রাভিটি এবং প্রকৃতির সব ফান্ডামেন্টাল ফোর্সকে একীভূত করেন।

যার একদিকের কেন্দ্রে হেক্সাগনাল প্যাটার্ন রয়েছে, যেটি ফ্লাওয়ার অব লাইফের উপর প্রতিষ্ঠিত। একে ৬ ডাইমেনশনাল চার্জে ঘোরালে ইহুদীদের পতাকার স্টার অব ডেভিডকে পাওয়া যায়, একে স্টার টেট্রাহিড্রনও বলে যেটা ফ্রুট অব লাইফের উপর প্রতিষ্ঠিত। রিয়ালিটি এই শেইপের দ্বারাই অপারেট করা হয়। ফ্লাওয়ার অব লাইফ হচ্ছে সকল স্ট্রাকচারের মাতা। সকল জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার,সলিডস, আলো,ম্যাথমেটিক্যাল প্রোপোর্শনস এমন কি জানা অজানা সব ধরনের মিউজিক্যাল সিস্টেমের সোর্স।সকল পদার্থ সাবএ্যাটমিক লেভেলে এই প্যাটার্নের উপরই সৃষ্ট, এটাই ইন্দ্রজালের জিওমেট্রিক প্যাটার্ন। লিসির এই কাব্বালিস্টিক হাইপার স্পেসিয়াল রিয়ালিটিকে গাণিতিক পরিভাষায় অক্টারেক্ট।ডেকারেক্ট তৈরি হয় ১০টি কিউবের সমন্বয়ে[১৫]। 7 demicube দ্বারাও একইরকম হাইপার ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার পাওয়া যায়। কিউবের সংখ্যা যত বাড়ানো হবে এটা দেখতে ততই কমপ্লেক্স হবে এবং ততই ডাইমেনশনাল লেয়ার বাড়বে। ১৮৫৪ সালে বিখ্যাত গণিতবিদ Georg Bernard Riemann রিয়ালিটির ব্যপারে এরকম ধারনা করেছিলেন যে হয়ত আমাদের ত্রিডি রিয়ালিটি ফোরডির প্রজেকশন হবে, এমন প্লেটোনিক ভাবনার কারনে তাকে আর্কিটাইপাল ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিসিস্টও বলা হয়। লিসিই প্রথম পদার্থবিজ্ঞানী যিনি সরাসরি কাব্বালার Geometric description of reality কে সর্বপ্রথম খোলামেলা ভাবে ফিজিক্সে উপস্থাপন করেন। প্লেটোর হাইপার স্পেসিয়াল আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটিকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন।
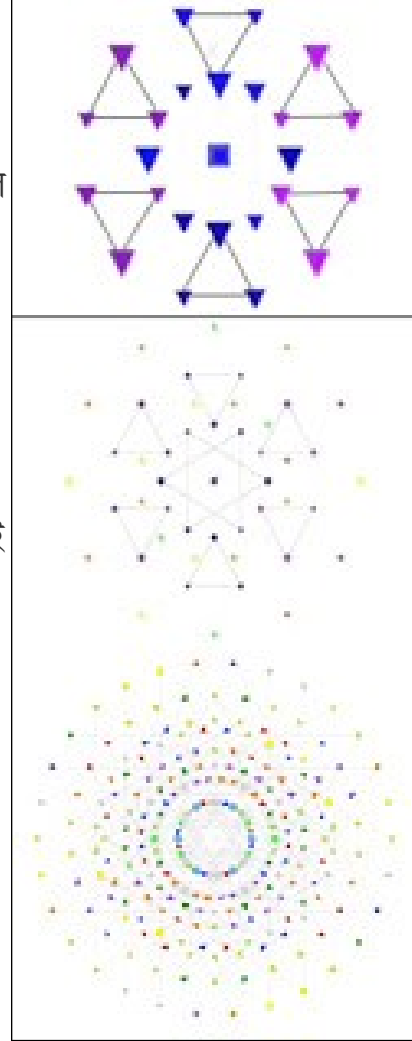
তিনি বলেন,**"পার্টিকেল ফিজিক্সকে কখনোই জিওমেট্রিক দৃষ্টিকোণে দেখা হত না যেমনটা গ্র্যাভিটির ক্ষেত্রে দেখা হত। এজন্য আমি এমন জিওমেট্রিক পার্টিকেল বুঝতে চেষ্টা করতাম যেটা আইনস্টাইনের গ্রাভিটির সাথে মিলে যাবে। এই মহাবিশ্ব একটাই, তাইনা? সুতরাং আমরা যেখানে বাস করি এর অবশ্যই একটা ইউনিফাইড বর্ননা থাকা উচিত। আপনি যখন মৌলিক গণিতের কাছে যাবেন, আপনি অনেক বিস্তৃত জটিল ম্যাথম্যাটিকাল স্ট্রাকচার বের হয়ে আসতে দেখবেন। এবং এই স্ট্রাকচারগুলোর কোনটি আমাদের ইউনিভার্সের বর্ননা দেয়। ফিজিক্যালি আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে বাস করি। উচ্চতর মাত্রার ফাইবার গুলো আমাদের জগতের স্পেসের প্রত্যেক পয়েন্টের সাথে যুক্ত, যখন ফাইবার গুলো আমাদের স্পেসে মোচড় খায় তখন আমাদের মাত্রা থেকে দেখে মনে হয় পার্টিকেলগুলো এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ধাবিত হচ্ছে। সমস্ত বস্তু, ফোর্স এবগ সমস্ত কিছু এরকমই। পার্টিকেলের এমন বর্ননা একদমই জিওমেট্রিক।সমস্ত শক্তি বা ফোর্সগুলো ফাইবারগুলোর কার্ভাচার থেকে আসে, যেভাবে করে গ্রাভিটিও স্পেস টাইমের কার্ভাচার। এই বিষয়টিই ৭০ বছর যাবৎ পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সকলের জানাশোনা।"**
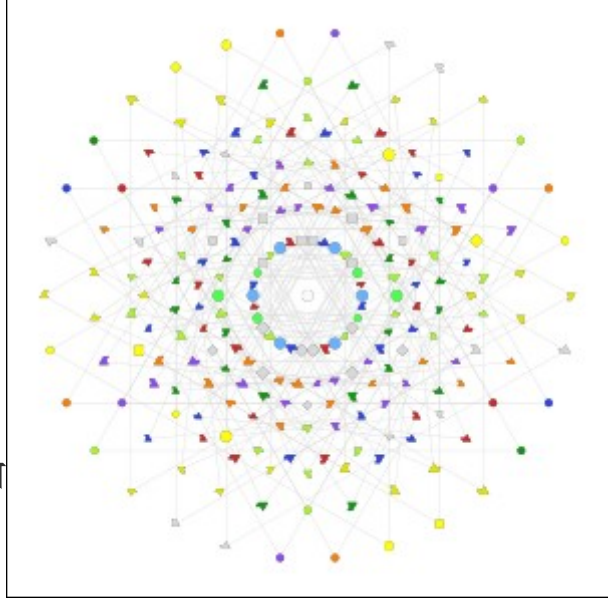
অর্থাৎ যা কিছু আমরা দুচোখে ঘটতে দেখি, প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুর সঞ্চালন তথা সমস্তকিছুই উচ্চতরমাত্রার জিওমেট্রিক ডাইনামিক্স/ সঞ্চালন বা ঘটনার ফসল। বস্তু জগতের সকল স্ট্রাকচারগুলোও তাই। ধরুন, আপনি আপনার পাশে আটটি পাপড়িযুক্ত ফুলকে দেখতে পারছেন, হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্স অনুযায়ী এই এইট পয়েন্টেড পিটাল হবার কারন বা ব্যাখ্যা হচ্ছে উচ্চতরমাত্রার রিয়ালিটির জিওমেট্রিক প্রজেকশন বা ছায়া[ডানের ছবিতে দ্রষ্টব্য]। যদি কোন ব্যক্তিকে প্রস্ফুটিত কোন পুষ্প ছিঁড়ে ফেলতে যেতে দেখেন তাহলে এই এ্যাডভান্স ফিজিক্স অনুযায়ী ব্যাখ্যা হলো ওই মানুষটি যে টেট্রাহিড্রনের সমন্বয়ে গঠিত, সেগুলো হাইপার ডাইমেনশনাল ডাইনামিক্সের ফসল হিসেবেই হাইপার স্পেশিয়াল রিফ্লেক্সন বা ছায়ায় তৈরি

দৃশ্যমান পুষ্পটিকে ছিঁড়তে যাচ্ছে। অর্থাৎ স্থির বা গতিশীল সব কিছুই উচ্চমাত্রার ছায়া বা প্রজেকশনে হচ্ছে যেমনটা র‍্যাবাঈগন বলেন। একইভাবে প্রকৃতির সকল শক্তি যেমন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, নিউক্লিয়ার,গ্রাভিটেশনাল প্রভৃতি সবই হাইপারস্পেসের কার্ভ,কনভেক্স,কনভার্জের ফসল। সবকিছুই একক নীতির অধীনে। ধরুন ত্রিমাত্রিক আমাদের জগতে আপনি দেখছেন যে কোন ব্যক্তি হাটতে গিয়ে হঠাৎ হোচট খেয়ে পড়ে গেছে,হঠাৎ শুনলেন অমুক স্থানে ভূমি ধসে বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে,
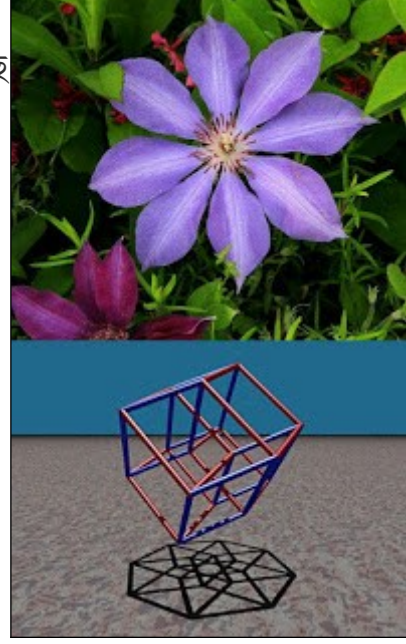
কিংবা শুনলেন কোথাও সুনামি হয়েছে।হাইপার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটিতে এই ঘটনাগুলোর মূল উৎস উচ্চতর মাত্রায়, সেখানে ঘটা আসল ঘটনার ছায়া হিসেবে এই ত্রিমাত্রিক জগতে আমরা এসকল দুর্ঘটনা-দুর্যোগ দেখতে পারছি। এখন ভাবুন, প্রাচীন ব্যবিলনে হাইপার স্পেশিয়াল ফিজিক্সের বিষয়ে উচ্চমার্গীয় গভীর জ্ঞান রাখেন এমন বিজ্ঞানী - মনীষীগন যদি তারকা-নক্ষত্রদের সঞ্চালনকে হাইপার ডাইমেনশনাল ডাইনামিক্সের ফসল হিসেবে ধরে আমাদের জগতের প্রতিটি ঘটনার meaning ও Cause & Effect আরোপ করেন তাহলে সে বিদ্যাকে কি বলা যায়। আরো এ্যাডভান্স ফিজিক্সেরই একটা শাখা, তাইনা? এ নিয়ে আলোচনা সামনে আরো বিস্তারিত আসছে।

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি রিসার্চের প্রেজেন্টার ম্যারিয়ন হাইপার স্পেশিয়াল রিয়ালিটিকে সহজে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ধরুন আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতের উপরে একটা ৮মাত্রার ই৮ মেশিন আছে যার মুভমেন্টের ফলে আমাদের জগতে বিভিন্ন পার্টিকেল ও ফোর্সগুলোর সৃষ্টি ও সঞ্চালন হয়। এতে উপরে দেয়া র‍্যাবাঈদের কথার ফিজিক্যাল ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়। কাব্বালাহ মূলত শিক্ষা দেয় একটি মাত্র নীতি বা 'ল মহাবিশ্বকে চালায়, কাব্বালিস্ট র‍্যাভ লাইটম্যান প্রায়ই

বলেন,**"আমরা কেবল মাত্র একটি 'ল এর অধীনে।"** ই৮ লি গ্রুপ আমাদেরকে বলে, সমস্ত পার্টিকেল ও ফোর্স মূলত বিভিন্ন ফাইবারের ওরিয়েন্টেশন, বিভিন্ন ফাইবারের অংশ।

গ্যারেট লিসিকে এ ব্যপারে প্রশ্ন করলে উত্তরে বলেন,**"সেগুলো[পার্টিকেল ও ফোর্স] ই৮ লি গ্রুপের বিভিন্ন ফাইবার,এবং এটা অদ্ভুত যে আমাদের ত্রিমাত্রিক জগত আটমাত্রার জগতের সাথে মৌলিকভাবে যুক্ত। এটা বিস্ময়কর এবং রহস্যময় যে গণিত খুব সুন্দরভাবে আমাদের জগতকে বর্ননা করে। আমাদের ফিজিক্যাল 'ল বলে যে সেসব আমাদের জন্য এক্সেসেবল[প্রবেশাধিকার রয়েছে]। গণিতের মৌলিক বিট গুলো আসলে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের বর্ননা করে।যেন এরকম যে আমরা জীবন্ত গণিতের মধ্যে বাস করি।"**

অর্থাৎ যে বিষয়টিকে বার বার বলছি ত্রিমাত্রিক জগত মৌলিকভাবে আট মাত্রার সাথে যুক্ত। ডক্টর লিসি পিথাগোরাসের মতই মহাবিশ্বকে জীবন্ত সংখ্যা ও গণিত মনে করেন। ডিজিটাল ফিজিক্স /প্যানকম্পিউটেশনালিজম/সিমুলেটেড রিয়ালিটি এর কথাই বলে। এরা এদের থিওরি অব এভ্রিথিং এ অন্য সকল কুফরি আকিদা ও বিদ্যার পাশাপাশি সংখ্যাতত্ত্বকেও যোগ করছে! আমরা বিগত পর্বগুলোয় এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি। কিছুদিন আগে বিনইয়ামিন সাদিক বাহইর মোশেহ নামের জনৈক ইহুদী পদার্থবিদকে দেখি[১৪] গ্যারেট লিসির ই৮ লি গ্রুপের ভূয়সী প্রশংসা করতে। সে গ্যারেট লিসিকে নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্য মনে করেন। তিনি গ্যারেট লিসির লি গ্রুপের তত্ত্বকে পূর্নাঙ্গ
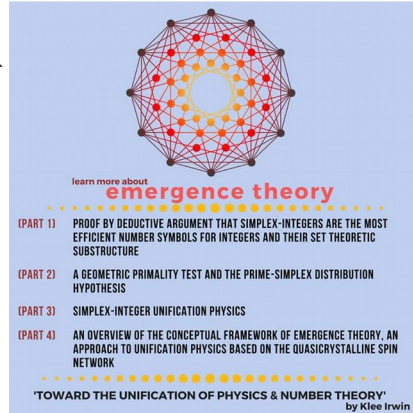
থিওরি অব এভ্রিথিং মনে করেন না,তবে বলেন এটা থিওরি অব এভ্রিথিং আবিষ্কারের কাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন। এই ইহুদী কাব্বালিস্টিক সেক্রিড জিওমেট্রিক্যাল ফিজিক্সের এ্যাপ্রোচ দেখেই মূলত এত সাধুবাদ জানায়। তার সাথে আমার একাধিকবার কথা হয়। একে যখনই নিন্দা করে বলি, তারা কাব্বালিস্টিক বিদ্যাকে সায়েন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, তখন আমাকে মসিহের আগমনের পর প্রতিশোধ[রিডেম্পশন] নেওয়ার হুমকি দেয়,ঠিক যেমন করে আরবে ইহুদীরা সাহাবীদের যুগে আরবদের প্রতি ক্ষিপ্ত হলে হুমকি দিত। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এসকল কাব্বালাহ ডিরাইভড ইল্ম[জ্ঞান] সরাসরি ওদের মসীহের সাথেই সম্পৃক্ত। আজকের এ্যাডভান্স ফিজিক্স মূলত তার ফিলসফিরই প্রতিনিধিত্ব করে। আমি ফিজিক্সকে কখনোই স্বতঃসিদ্ধ পুতঃপবিত্র জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দেই না বরং একে তার উনিশ শতক পূর্বনাম তথা ন্যাচারাল ফিলসফি নামেই ডাকি যার মূল পরিচয় হচ্ছে অকাল্ট[যাদুশাস্ত্র/বিদ্যা]!

আমার সাথে তর্কে জড়ানো ওই ইহুদী পদার্থবিদ মূলত ঠিকই বলেছেন,এ্যান্টনি গ্যারেট লিসির থিওরি অব এভ্রিথিং আসল পূর্নাঙ্গ থিওরি অব এভ্রিথিং বা ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি নয় বরং সেটা আবিষ্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে কাজ করবে। সেটাই আমরা হতে দেখছি। ক্লি আরউইনের ইমার্জেন্স থিওরিতে এটা একটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। পদার্থবিজ্ঞান দিন দিন স্পষ্টতার সাথে কাব্বালার প্রতিনিধিত্ব করছে। আপনারা দিব্যদৃষ্টিতে আজ দেখতে পারছেন র্যাবাঈদের থেকে শেখা প্লেটোর "Shadowy Reality"র কথাই আজকের অভিশপ্ত পদার্থবিজ্ঞানীরা

বিজ্ঞানের পরিভাষায় নিয়ে এসেছেন। তারা বলছেন, ত্রিমাত্রিক জগত চতুর্থমাত্রার প্রজেকশন। প্রতিটিমাত্রা যার যার উচ্চতর মাত্রার প্রজেকশন। আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে যা কিছু দৃশ্যমান এটাই আসল রূপ না, এটাই প্রকৃত সত্য জগত না। এটা বরং একটা ইল্যুশন। তারা বিষয়টিকে বোঝাতে সরাসরি ৷ক্রিস্টালকে মাটিতে প্রজেক্ট করে বোঝাচ্ছেন। কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চের আরেকজন বিজ্ঞানী জনাব Raymond Aschheim বোর্ডে অনেক গানিতিক ইক্যুয়েশন টেনে

ব্যাখ্যা করেন কিভাবে ই৮ ল্যাটিস ৮ডি থেকে ৪ডি তে আসে[১৬]। এভাবেই পদার্থবিজ্ঞান ফিরে গেছে তার আদি[যাদুশাস্ত্রীয়] পরিচয়ে।

প্রাচীন যাদুশাস্ত্রীয় অপবিদ্যা অনুযায়ী রিয়ালিটির ফান্ডামেন্টাল টেট্রাহিড্রাল স্ট্রাকচারের বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যায়নকারী পদার্থবিদ ডক্টর ক্লি আরউইন ভাল করেই জানে কাব্বালিস্টিক ইউটোপিয়ান মহাপরিকল্পনার কথা। আমার মনে পড়ে তাদের অফিশিয়াল ফেইসবুক পেইজের অসংখ্য ছবির মাঝে একটিতে এক পদার্থবিজ্ঞানীর ইজরাইলী পতাকার অনুরূপ সাদা ও নীল রঙের টিশার্টের উপর একটি সেক্রিড জিওমেট্রিকে[ডোডেকাহিড্রন] প্রজেক্ট করার মাধ্যমে সিল অব সলোমন বা স্টার অব ডেভিড[হেক্সাগ্রাম] তৈরি করে ইসরাইলের

পতাকার সাথে সাদৃশ্যতা তৈরি করে।আমি যখন সেটাতে ইজরাইলের পতাকা তৈরির কারন

হিসেবে কাব্বালিস্ট ইহুদীদের সাথে সম্পর্ককে জানতে চেয়ে মন্তব্য করি তখন তারা ছবিটিকে ডিলিট করে দেয়। ওরা যে খেয়েছে সেটা অনুধাবন করেছে। আমি এর আগেই ছবিটিকে সংরক্ষন করে ফেলি, যেটা ডানে দেখছেন! এরপরে কিজিআর এর গবেষক বিজ্ঞানীদের ব্যপারে একটু খোজ নিয়ে দেখি এদের অধিকাংশই কোননা কোন ভাবে ইজরাইলের সাথে যুক্ত। কেউ ইজরাইলে থেকে অন্য সেখানকার প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে। কারও বাড়িই সেখানে। এজন্যই কাব্বালার ট্রি অব লাইফের প্রতীককে সরাসরি অফিশিয়াল ডকুমেন্টারিতে ঠাঁই দিয়েছে। জনাব আরআইন ভাল করেই জানেন যে মসীহের আগমনের জন্য বিশ্বকে প্রস্তুত করতে

বিশ্বব্যাপী যাদুশাস্ত্রের কুফরি আকিদা বা দর্শনকে সায়েন্টিফিকভাবে প্রচার করতে হবে। মেসিয়ানিক স্বর্গরাজ্য গড়তে দরকার যাদুশাস্ত্রীয় বিদ্যার মেকানাইজেশনের মাধ্যমে কিছু টেকনোলজিক্যাল ব্রেকথ্রু, যা হবে সেই স্বর্গরাজ্য বাস্তবায়নের চাবি। দুনিয়া থেকে অভাব দারিদ্র্য বিদূরিত হবে। উন্মোচন করবে অনন্ত শক্তি ও সমৃদ্ধির দুয়ার। এজন্য ক্লি[আরউইন] দরদি গলায় বলেন,**"আমি মনে করি পৃথিবী জনাকীর্ণ হচ্ছে দিন দিন। অনেক মানুষই আছে যারা আনন্দ পাচ্ছে না দুনিয়ায়, কারন তারা সারাক্ষণ বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের চিন্তাতেই দিনাতিপাত করছে। হয়ত প্রকৃতির সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরিসরের নিগূঢ় গুপ্ত রহস্যকে বোঝা অনেকটা এই রাজ্যের চাবি পাওয়ার মত ব্যপার। ভাবুন,যদি আমরা সবিস্তারে এই রিয়ালিটির ফ্যাব্রিককে পিক্সেলেডের স্কেলে গিয়ে আবিষ্কার করতে পারি, সেটা নতুন ধরনের টেকনোলজির গুপ্তধনকে খুলে দেবে, সেই সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভুত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে [কুফরি] দর্শনও গড়ে উঠবে,যা এমন কিছু করবে,আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।"**

প্লেটোর কাব্বালিস্টিক আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার সেই মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়নের পাশে এভাবেই একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিটি। প্রয়োজন সবকিছুর জন্য শুধু একটি মাত্র থিওরি[থিওরি অব এভ্রিথিং]। এজন্যই কোয়ান্টাম গ্রাভিটির ডকুমেন্টারির শেষে প্রেজেন্টার ম্যারিয়ন
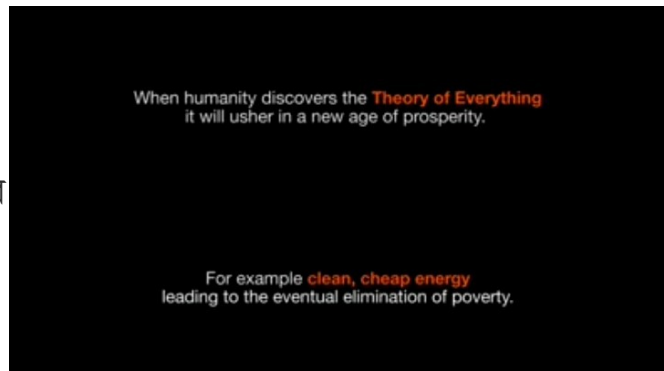
কির বলেন,**"When humanity discovers the theory of everything, it will usher in a new age of prosperity. For example clean,cheap energy leading to the eventual elimination of poverty."**

সুতরাং আপনাদের বুঝতে আশা করি কষ্ট হচ্ছে না বাবেল শহর থেকে আশা প্রাচীন এ বিদ্যাকে নতুন মোড়কে "পদার্থবিজ্ঞান" পরিচয়ে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কুফরি আকিদাকে বিশ্বব্যাপী স্বতঃসিদ্ধ সত্য আধুনিক জ্ঞানের নামে। আজ বিজ্ঞান কাব্বালার সাথে সুর মিলিয়ে বলছে রিয়ালিটি হায়ার ডাইমেনশনের রিফ্লেক্সন[১৯]। প্লেটোর কেইভের রূপককে সত্যায়ন করেছে। ফিরে গেছে পিথাগোরিয়ান-প্লেটোনিক সলিডে। যাদুশাস্ত্রের জ্ঞানকে সত্যায়ন করে বলছে ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে টেট্রাহিড্রন। আমি আগেই বলেছিলাম, হলিউডের অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীরা কাব্বালাকে দ্বীন হিসেবে আলিঙ্গন করেছে। ফিল্ম গুলোকে নির্মাণ করা হচ্ছে কাব্বালিস্টিক ফিলসফির উপর। সেদিন দেখলাম বিখ্যাত অভিনেতা জিম কেরি একই সর্বেশ্বরবাদি ব্যবিলনীয়ান যাদুশাস্ত্রীয় শিক্ষার আকিদার প্রচার করছেন! এক টিভি ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন,**"আমাদের কারোরই আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। আমরা নৃত্যরত দৈত্যাকার একক এনার্জির ফিল্ড। আমাদের এই বিষয়টিকে পার্সোনালভাবে নেয়ার কিছু নেই।এটা সত্যিই খুবই সুন্দর রেলেটিভ ম্যানিফ্যাস্টেইশান যেখানে আমরা সকলেই উপভোগের জন্য এসেছি। আমরা কোথাও যাচ্ছিনা। এটা এমন যে সবকিছুই একা একাই অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বশীল হয়েছে। এবং এখানে সবকিছু ঘটছে কারো জন্য ঘটছেনা।যখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন,আপনি একদম চাপমুক্ত হয়ে যাবেন এবং নিজেকে উপভোগ করতে পারবেন। [সবকিছু] একগুচ্ছ টেট্রাহিড্রন [যা] একত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"[১৮]**

-এ্যাডভান্স হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্সে এ্যাস্ট্রলজিক্যাল ইমপ্লিকেশন-

কাব্বালিস্টিক হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্সের ব্যপারে এতক্ষণ যা জানলেন এতে করে পাঠকদের মধ্যে অনেকেই উপরে উল্লিখিত একাধিক বাক্যে এর আসল পরিচয় সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছেন। বাক্যগুলো ছিলঃ**"হাইপার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটিতে এই ঘটনাগুলোর মূল**

উৎস উচ্চতর মাত্রায়, সেখানে ঘটা আসল ঘটনার ছায়া হিসেবে এই ত্রিমাত্রিক জগতে আমরা এসকল দুর্ঘটনা-দুর্যোগ দেখতে পারছি। এখন ভাবুন, প্রাচীন ব্যবিলনে হাইপার স্পেশিয়াল ফিজিক্সের বিষয়ে উচ্চমার্গীয় গভীর জ্ঞান রাখেন এমন বিজ্ঞানী - মনীষীগন যদি তারকা-নক্ষত্রদের সঞ্চালনকে হাইপার ডাইমেনশনাল ডাইনামিক্সের ফসল হিসেবে ধরে আমাদের জগতের প্রতিটি ঘটনার meaning ও Cause & Effect আরোপ করেন তাহলে সে বিদ্যাকে কি বলা যায়। আরো এ্যাডভান্স ফিজিক্সেরই একটা শাখা, তাইনা?"

জ্বি, বাবেল শহরে প্রাচীন অপবিজ্ঞানীদের হাতে রিয়ালিটি বা বাস্তবজগতের সকল ঘটনার পেছনের হাইপার ডাইমেনশনাল ডাইনামিক্সের কাব্বালিস্টিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তারকা-নক্ষত্রদের সঞ্চালনকে পার্থিব জগতের বস্তু ও মানবজীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবক ও ভবিষ্যতের ঘটনার নির্দেশক হিসাবে একটি এডভান্স [অপ]বিজ্ঞানকে ডেভেলপ করে যে আজ **জ্যোতিষশাস্ত্র বা Astrology** নামে সুপরিচিত। এটি মূলত এই বহুমাত্রিক এ্যাডভান্স ফিজিক্সেরই শাখাগত বিদ্যা বা উচ্চতর বহুমাত্রিক পদার্থবিজ্ঞানেরই উচ্চমাত্রিক জগতের ঘটনার ব্যাখ্যা বা cause & effect নির্ধারন নিরূপণের বিদ্যা। এই বিদ্যার ধারকদের বলা হয় জ্যোতিষী বা Astrologers। জ্যোতিষ বিদ্যার সংজ্ঞায় উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছেঃ**"জ্যোতিষশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যা নভোমণ্ডলে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনা করতঃ মানুষের ভাগ্যগণনা তথা ভাগ্য নিরূপণ করে। যারা এরূপে ভাগ্য গণনা করে তাদের বলা হয় জ্যোতিষ। জ্যোতিষ একটি সংস্কৃত শব্দ।" [উইকিপিডিয়া]**

মাত্র ৩০০ বছর পূর্বেও বিজ্ঞানের আসনে থাকা এই বিদ্যাকে আবারো বিংশ শতকের শেষদিকে জনগণের নিকট পরিচিত এবং জনপ্রিয় করে তুলছে বিজ্ঞানের ধারক বাহক ও নিয়ন্ত্রক এজেন্ডা। সিএনএন এর প্রতিষ্ঠাটা টেড টার্নারকে জিজ্ঞেসা করা হয় মিডিয়াতে রাশিচক্র জ্যোতিষবিদ্যার প্রসার করা হচ্ছে কেন, উত্তরে তিনি বলেন, **'এগুলো আমরা একারনেই দিচ্ছি যে জনগণের এখন এসবেরই প্রয়োজন'**!

অর্থাৎ এসব যাদুবিদ্যায় পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়ার অংশ। একাজে তারা সফল। এনএসএফের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় অর্ধেক আমেরিকানদের বিশ্বাস হচ্ছে এস্ট্রলজি বাস্তব বিজ্ঞান। ডাঃ জাকির নায়েকও একে [অপ্রতিষ্ঠিত] বিজ্ঞান বলেন।তিনি বলেন,**"[এস্ট্রলজি বলে] অমুক দিনে সূর্য চাঁদ অমুক জায়গায় থাকলে এটা হবে,এটা একটা সায়েন্স কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান নয়, এটা একটা হাইপোথিসিস। এটা বিজ্ঞান বটে কিন্তু ওইরকম শক্তপোক্ত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান নয় যেটা আমাদের স্কুল কলেজে শেখানো হয়।"**

অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে জ্যোতিষশাস্ত্র একটি প্রাচীন বিজ্ঞান। উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতম শেকড় মেলে বাবেল শহরে।সেখান থেকে প্রাচীন মিশরের মহান বিজ্ঞানীগন এবং পরবর্তীতে হেলেনিস্টিক পিরিয়ডে এটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। বাবেল থেকে ভারত ও চীনে গিয়ে পৌছে সেখানকার স্থানীয় ধারার এস্ট্রলজিক্যাল সায়েন্স গড়ে ওঠে[২৩]। এই বিজ্ঞানকে অধিকাংশ মানুষই বাহ্যিক দিক দিয়ে দেখে কিন্তু এর পেছনের কাব্বালিস্টিক হাইপারডাইমেনশনাল ফিজিক্সের ব্যাপারে কিছুই জানেনা, যে বিদ্যা বা জ্ঞানের উপর এটি প্রতিষ্ঠিত। ১৫৬০ সালে প্রখ্যাত জোতিষী জন ডি চতুর্থমাত্রার কথা প্রথমে বিজ্ঞান মহলে আনেন। তার এক ডকুমেন্ট এর মধ্যে কিছু সিল পাওয়া যায় যা একত্রিত করলে হাইপারকিউব তৈরি হয়। বহুমাত্রিক বাস্তবতার উপলব্ধি থেকেই তিনি এমনটা তৈরি করেছিলেন। ১৯ শতকের পদার্থবিদগন নন-ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি নিয়ে গবেষণা করেন। হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্স আমাদেরকে বলে, ত্রিমাত্রিক বাস্তবতার সকল বস্তু, ফোর্স ও নীতি উচ্চতর মাত্রা সমূহের সাথে সংযুক্ত। প্রাচীন যুগের পিরামিডসহ সকল বড় স্থাপত্য গুলো হাইপারডাইমেনশনাল নিউমেরিক সিস্টেম এবং জিওমেট্রিকে অনুসরণ করে বানানো, যেন সেগুলো উচ্চমাত্রার সাথে সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করে। নিউমেরলজি এবং এস্ট্রলজি উভয়ই হাইপারডাইমেনশনাল আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিটির সাথে সম্পর্ক তৈরি করে ডেভেলপ করা হয়েছে।পিথাগোরিয়ানরা রিয়ালিটিকে নিউমেরলজিক্যাল ম্যাট্রিক্স বলত। সব কিছুই নাম্বার দ্বারা তৈরি। দিন-তারিখ হাইপার ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি বা নকশারই অংশ যেটা প্লেটনিক সলিডস দ্বারা তৈরি। পৃথিবী
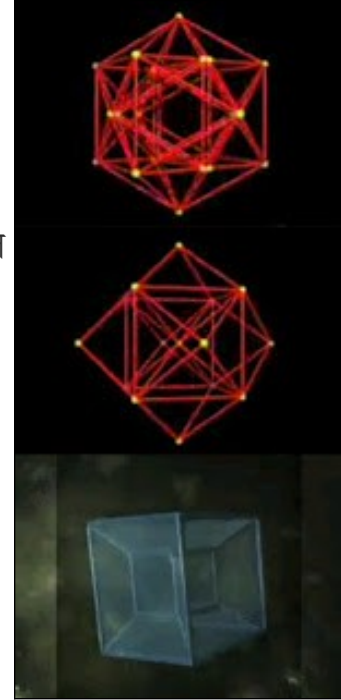
যেহেতু সূর্যকে ৩৬০ ডিগ্রি এঙ্গেলে আবর্তন করে, হাইপারডাইমেনশনাল এ্যাস্পেক্টে যেহেতু সব কিছুই টেট্রাহিড্রনের ক্লাস্টার, সেহেতু পৃথিবীর টেট্রাহিড্রাল ফর্মেশনের পথিমধ্যে থাকা অন্যসকল টেট্রাহিড্রাল ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টকে গাণিতিক ও জিওমেট্রিকভাবে প্রেডিক্ট করা যায়। অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যত সকল ঘটনাই প্রিক্যালকুলেবল।
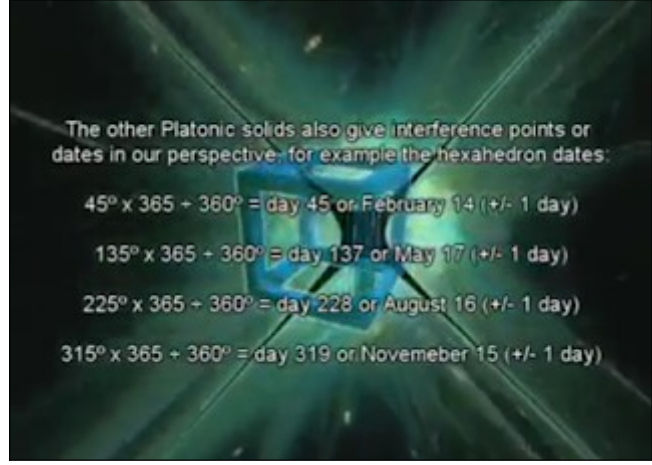
ভবিষ্যতের ঘটনা বলে দেয়া যায় বা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়,যেহেতু সবই বহুমাত্রিক ডাইনামিক্সের ফলাফল। প্রকৃতির সবকিছুই একটা সাইকেলে[চক্রে] আবর্তিত হয়। হাইপারস্পেসিয়াল ডাইমেনশনগুলোও এর বিপরীতে নয়। এরাও উপরিস্থিত ডাইমেনশনের আবর্তন,সঞ্চালন নিচের ডাইমেনশনগুলোকে চালিত করতে বাধ্য করে। সবকিছুই যান্ত্রিক পেনিয়ামের প্যাটার্ণের ন্যায় সঞ্চালিত বহুমাত্রিক জিওমেট্রি। উপরে ঘটা যেকোন ঘটনা নিচের মাত্রায় অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। সবকিছু সবকিছুর সাথে সংযুক্ত ডমিনোর প্রথমটাকে ফেললে যেমনি শেষটাও চেইন রিয়্যাকশনে পতিত হয় হাইপারডাইমেনশনেও এরকমভাবে ঘটনাগুলো ঘটে, অর্থাৎ উর্দ্ধদেশীয় কোন কিছুর সঞ্চালন নিম্নদেশীয় বস্তুজগতে সরাসরি প্রভাবিত করে।

অর্থাৎ এই প্রাচীন অকাল্ট পদার্থবিজ্ঞান থেকেই এস্ট্রলজি ও নিউমেরলজি এসেছে। এজন্যই বলা হয় সূর্য, নক্ষত্রের সঞ্চালন ভবিষ্যতের ঘটনাকে নির্ধারন করে, অমুক নক্ষত্র ওখানে গেলে ওটা হবে। নক্ষত্রগুলোর এই সঞ্চালন দেখে যাদুকররা বিশ্বাস করে এটা হয়েছে উচ্চমাত্রার ডাইনামিক্সের ফলে, নক্ষত্রগুলোর টেট্রাহিড্রাল স্ট্রাকচারের সাথে পৃথিবীরও সবকিছু সংযুক্ত। তাই নক্ষত্রের সঞ্চালন বা নক্ষত্রের টেট্রাহিড্রাল গ্রীডে সঞ্চালন পৃথীবীর সাবএ্যাটোমিক টেট্রাহিড্রাল
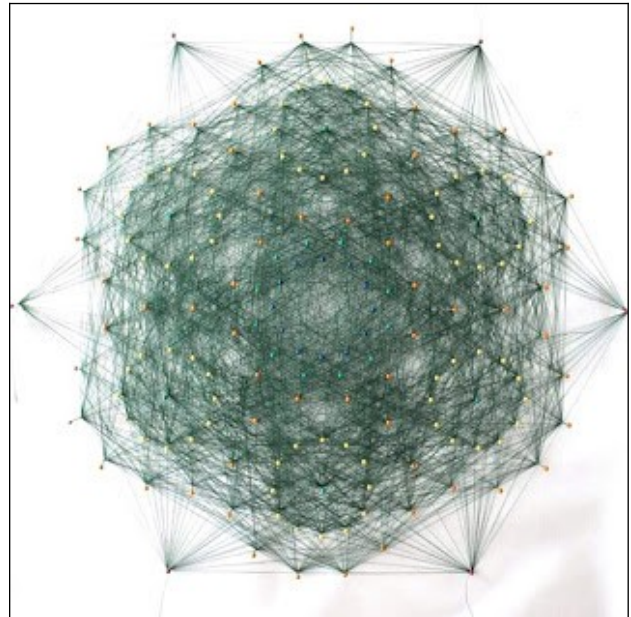
ট্রাকচারের সাথে যুক্ত, যে উচ্চতর রিয়ালিটির ডাইনামিক্সের ফলে ছায়া হিসেবে থাকা ত্রিমাত্রার জগতের নক্ষত্রের সঞ্চালন দেখা যায়, এটা পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার গাণিতিক পূর্বাভাস দেয় বা সব কিছুই প্রিক্যালকুলেবল। অর্থাৎ নক্ষত্ররা দুনিয়ার যাবতীয় ঘটনায় সরাসরি প্রভাবক ও নির্দেশক। এসমস্ত বিষয় অকাল্ট স্কুলগুলোর ইউনিভারসাল গুপ্ত শিক্ষা বা বিশ্বাস[২২]। ফ্রিম্যাসন গুরু Frank C. Higgins বলেন,**"প্রকৃতির সমস্ত কিছু চক্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়। খুবই সতর্ক গণনার দ্বারা আমরা এই ডিভাইন সিস্টেমকে রিকন্সট্রাক্ট করতে পারি।"** কনফুসিয়াস বলেন,**"The future develops in accordance with calculable numbers"**।

এই হাইপারডাইমেনশনাল ইন্টারডিপেন্ডেন্ড ঐন্দ্রজালিক রিয়ালিটিতে সকল ঘটনা অন্য সকল ঘটনার উপর নির্ভরশীল। এর দ্বারা বোঝায় এখন বিশ্বে যাই ঘটছে তা মূলত উচ্চমাত্রিক জিওমেট্রিক নকশার ইনফরমেশন এরই নিম্নমুখী বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক জগতের সবকিছু বহুমাত্রিক ক্রিস্টালাইন প্যাটার্নের ছায়া। মানুষ ও অন্যসব প্রানী টেট্রাহিড্রনের ক্লাস্টারের বাইরের কিছু নয়। যার জন্য মানুষের আচরণ, কর্ম, ভবিষ্যত সবই গণনাযোগ্য। সবকিছুতেই গোল্ডেন রেশিও পাই, ফিবোনাক্কি সিকোয়েন্স রয়েছে। পিথাগোরিয়ানরা সেলেস্টিয়াল অর্ডারকে গোল্ডেন প্রোপোর্শন দ্বারা নির্ধারিত বলতো, যেটা প্রাচীন মিশরেরও সেক্রিড সায়েন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মায়ান ক্যালেন্ডারে পাই রেশিও রয়েছে।
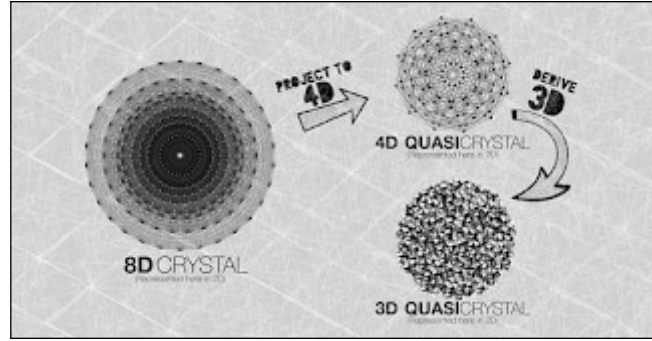
রিচার্ড হোয়াগল্যান্ড হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্সের সাথে এ্যাস্ট্রলজিক্যাল তাৎপর্য যুক্ত করে বেশ লেখা লিখি করেন।তিনি এটাই বিশ্বাস করতেন যে সবকিছুই একটা চক্রে আবর্তন হচ্ছে এবং সবকিছুই হায়ার ডাইমেনশনাল ডাইনামিক্সের ফসল।তিনি বলেন, **“affecting every known system of astronomical, physical, chemical and biological interaction differently over time -- because it affects the underlying, dynamical hyperspace foundation of ‘physical reality’ itself.”“And now, according to all accumulating evidence and this centuries-old physics... we are simply**

entering once again (after 'only' 13,000 years...) a phase of this recurring, grand solar system cycle 'of renewed hyperdimensional restructuring of that reality ."[২১]

যদিও বিগত ৩০০ বছরে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রকে অপবিজ্ঞানের কাতারে ফেলতে চেয়েছে, বিজ্ঞান ফিরে আসছে তার আদি আইডিয়ালিস্টিক যাদুশাস্ত্রভিত্তিক অপবিদ্যার পরিচয়ে, এরজন্য আমরা কোয়ান্টাম এবং ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স রিকনসাইল করার প্রচেষ্টায় থাকা বিজ্ঞানীগন[কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চ] এস্ট্রলজিকে আড়ালে আবডালে প্রচার করে তাদের প্রপাগান্ডা ডকুমেন্টারিতে। QGR এর প্রথম ডকুমেন্টারির ৭:২০ মিনিটে এক মূহুর্তের জন্য এস্ট্রলজিক্যাল চার্টকে প্রদর্শন করে, যেটা ডানে দেখছেন। এর কারন হচ্ছে, সেখানকার ফিজিসিস্টরা ভাল করেই জানেন, এস্ট্রলজি হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্সের গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বহন করে।

যে বিষয়টা আমাকে অবাক করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা, রাসূল(সাঃ) এর মাধ্যমে একদম এর ব্যপারেই সতর্ক করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে।"**[২০]

[আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে]

(আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬)

রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১৬৮০

এই জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিদ্যা গড়ে উঠেছে কাব্বালাহ উৎসারিত হাইপারডাইমেনশনাল ফিজিক্সের উপর। বিজ্ঞানীগন আজ এরই দিকে ফিরে এসেছেন। একেই বলা হচ্ছে এডভান্স ফিজিক্স। এটাই

আজকে সায়েন্স! আজকের এডভান্স ফিজিক্সকে সত্যায়ন করা, বৈধবিদ্যা বলে মেনে নেয়া এস্ট্রলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্রকে সত্য ও বৈধ বিদ্যা বলে গ্রহন করবারই নামান্তর[মা'আযাল্লাহ]। কারন আজকের থিওরি অব এভ্রিথিং এর নামে কাব্বালাহ নির্ভর ৮ কিংবা ১০ মাত্রিক রিয়ালিটির ত্রিমাত্রিক ছায়ার বিদ্যা এস্ট্রলজির শিক্ষাই স্পষ্টভাবে বহন ও সত্যায়ন করে। এই বিদ্যা যে এত বড় কুফর যে আল্লাহ রাসূল(সাঃ) এই বিদ্যার শাখার ধারকদের ধারে কাছে অবিশ্বাসের সাথে গেলেও ৪০ দিনের স্বলাত বাতিল করা হবে বলেছেন। হাফছাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, **‘যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট যাবে এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে ৪০ দিন তার ছালাত কবুল করা হবে না’**

(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮ম খণ্ড হা/৪৩৯৩ ‘জ্যোতিষীর গণনা’ অনুচ্ছেদ)।
উপদেশ, হাদিস নং ১৪৫
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এবার ভাবুন যারা একে "সায়েন্স" নামে শিখে এবং শেখায় এদের অবস্থা কি! [আমরাও একে ডাঃ নায়েক(হাফিঃ) এর ন্যায় বিজ্ঞান হিসেবে অস্বীকৃতি দেই না। এটা অপ্রচলিত ও অপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বিজ্ঞান বটে!] অমুসলিমদের কথা বাদ দেই, যেসব মুসলিমরা আজ এডভান্স ফিজিক্সকে স্বতঃসিদ্ধ বৈধ বিদ্যা হিসেবে মানে ও প্রচার করে এদের অবস্থান কোথায়। আপনি একদল লোককে পাবেন যারা আমার কথাগুলোকে অসত্য-বাড়াবাড়ি প্রভৃতি বলে প্রচার করে। এদেরকে দেখে ওই হাদিসের দিকে তাকালে আমার ভয় হয়,যেখানে বলা হয়েছে এই অপবিদ্যা যাদুরই শাখা এবং জ্যোতিষবিদ্যার কথা শ্রবণকারীদের স্বলাত ৪০ দিন

পর্যন্ত পরিত্যাক্ত। যাদুবিদ্যা নাওয়াকিদুল ঈমানের[ঈমান ভঙ্গের কারনসমূহের] একটি। আমি জানিনা যারা সব জেনেশুনে অহংকার করে একে বৈধ-হালালবিদ্যা বলতে থাকে তাদের কি অবস্থা! আমরা দেখেছি, জোতিষশাস্ত্র হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্সেরই একটা আউটকাম বা শাখাগত বিদ্যা। তাহলে হাদিস অনুযায়ী যদি জ্যোতিষবিদ্যাকে যাদুবিদ্যার একটি শাখা বলা হয় তাহলে এর পেছনের আরো জটিল হাইপারডাইমেনশনাল মেকানিজম[তথা এ্যাডভান্স ফিজিক্স] আরো এ্যাডভান্স পর্যায়ের যাদুবিদ্যা বা প্রকৃত যাদুশাস্ত্রীয় শিক্ষা।

বস্তুত,তা-ই। এই হাইপারডাইমেনশনাল রিয়ালিটির শিক্ষাটিই কাব্বালাহ এর মূল শিক্ষা। মূল জ্ঞান। কাব্বালিস্ট এ্যান্থনি কোসেক বলেন,**"যখন কোন লোক [কাব্বালাহ] শিখতে শুরু করে, আমাদেরকে এটা বোঝা উচিত যে, আমরা মূলত পরিচালক নই, বা কোন ঘটনার শুরুর কেন্দ্রবিন্দু নই। আমরা যার অভিজ্ঞতা লাভ করি,তার পুরোটাই উচ্চমাত্রার ইন্টেনশনাল লেভেল থেকে আসা। এটা মানুষের অচেতন অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে থেকে আসে, যেটা আমরা আমরা নিজেরা গ্রহনের জন্য মোটিভেটেড হই।যদি কোন আবেগ অনুভূতি উচ্চমাত্রা থেকে আসে, তখন সেটাকে আমরা নিজেদের ইচ্ছানুভূতি দ্বারা ব্যাখ্যা করি বা ব্যক্ত করি।সুতরাং আমরা খুবই লিমিটেড পারসেপশন থেকে সেসবে সাড়া দিয়ে থাকি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, একজন [কাব্বালার]ছাত্র হিসেবে আপনি যখন এসব সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পন্থা শেখার চেষ্টা করে, যেখানে আমরা কিছুই করিনা। সবই আমাদের মাত্রাগত অস্তিত্বের উপরের মাত্রার ইন্টেনশন থেকে ঘটে। কিন্তু আমরা আমাদের রিয়ালিটিতে যাই দেখি, তার সবই একই প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। তাই আমাদের সামনে যা-ই আসে, সেটা এমন ভাবেই আসে যেমন করে আমরা কোন**
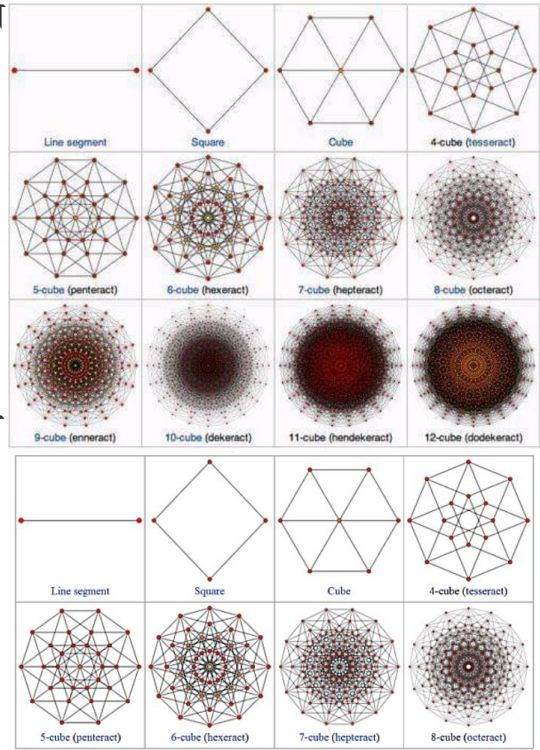
জিনিসের প্রতি রিয়্যাক্ট করি, এটা মূলত কোন আকার বা বস্তুর ন্যায় আসেনা বরং অনেকটা ইন্টেনশনের মত যেটা হায়ার লেভেলে হয় এবং আমাদের বস্তুজগতে সেটা আকৃতি প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ না আমাদের ফ্রি উইল থাকছে না, বস্তুত প্রথমাবস্থায় আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি নেই, বরং আমরা অনেকটা রোবটের ন্যায়ই কাজ করে থাকি। এমন না যে আমরা একে ইঞ্জয় করি না, কিন্তু আসল কথা হলো আমরা যা-ই করি এর মূল লেখক[কারক] আমরা নই। তাই যাই আমরা আমাদের চোখে দেখি, আমাদের বাস্তব জগতে সবকিছুই সৃষ্টি হয় উচ্চমাত্রার ফোর্সের ইন্টেনশন বা আবেগ থেকে। [কাব্বালার] ছাত্রদের কাজ হলো ওই আবেগ বা ইন্টেনশন যে [ডাইমেনশনাল]ব্র্যাঞ্চ বা শাখা ধরে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় সেটার দিকে যাওয়া।....। আমরা আমাদের পার্সেপশনকে প্রশস্ত করি যাতে করে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রনকারী উৎসের প্রতি নিয়ন্ত্রন আরো বেশি চওড়া হয়, যাতে করে আমরা ফ্রি উইল অর্জন করি। বিজ্ঞানের ভাষায় যদি বলা হয় তাহলে বলব,আমরা [ডাইমেনশনাল] ডালপালা ধরে রুট লেভেলে[উৎসে] পৌছাতে চেষ্টা করি। বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা আমাদের চারপাশে যেসব বস্তু দেখি, সেসব অদৃশ্য ফোর্স বা শক্তিরই ফসল। আমরা এটাও জানি আমাদের এই বস্তু জগত আরো গভীর ঘন, গোপন শক্তির ফসল। একটা প্রবাদ আছে, "there isn't a blade of grass that doesn't have an angel that stand over it and tells it to grow."**। অন্য কথায় আমাদের সমগ্র জীবন এবং সমস্ত কিছু যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে ডিজাইন করে, তার সবটাই উচ্চতর মাত্রা থেকে আসে যেখানে মূল সৃষ্টি প্রক্রিয়া ঘটে। আর এখানে আমরা কঠিন বাঁধাধরার মাঝে থাকা সে জগতের আউটকাম।"**

সায়েন্টিজমের প্রচারক জনাব হাশিম আল ঘাইলির সিমুলেশন নামের ফিল্মটিকে নিয়ে আগেই আলোচনা গত হয়েছে, সেখানে সিমুলেশন তত্ত্ব মায়াবাদের বিশ্বাসকে প্রোমোটের পাশাপাশি প্রিক্যালকুলেবল প্রিডিটারমিনিস্টিক ধারনাকে দেখায়। বোঝানো হয় এই বস্তুজগতের সমস্ত ঘটনা পূর্বেই গণনাযোগ্য। দেখানো হয়েছে ডিপআর্টিলেক্ট নামের একটি ওয়েব ২০১১ সালেই ২০১৩ সালে ঘটা পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ডের পতনের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করে। অপর দিকে হলিউডেও কাব্বালিস্টিক প্রিক্যালকুলেবল কন্সেপ্ট ভালভাবে প্রচার করা হয়েছে। ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত knowing নামের ফিল্মে একসাথে নিউমেরলজি,কাব্বালাহ, ডিভিনেশনকে সত্যায়ন করা হয়। প্রথম দিকে শুরু করা হয় শয়তানজ্বীন দ্বারা পজেসড শিশু লুসিন্ডা এ্যাম্রেইর কানে শয়তানের উইস্পার দ্বারা। এই শিশুকে কথিত হায়ার ইন্টেলিজেন্স/এলিয়েন তথা শয়তান জ্বীন অনবরত ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোকে বাইনারী কোডের মাধ্যমে দিতে থাকে। ৫০ বছর পরের দুনিয়া কেমন

হবে এমনটা কল্পনা করে শিশু শিক্ষার্থীদের থেকে ছবি অঙ্কন করিয়ে মাটির নিচে কাগজ গুলোকে সুরক্ষিত রাখা হয় যাতে ৫০ বছর পরের শিশুরা, ৫০ বছর আগের শিশুদের মনে তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে ধারনাকে দেখতে পায়। লুসিন্ডার ছবি না এঁকে অজস্র বাইনারী কোড লিখেছিল যেটা এমআইটির এস্ট্রফিজিসিস্ট প্রফেসর জন কোয়েস্টলারের হাতে তার ছেলের মাধ্যমে যায়। স্ত্রী বিয়োগে বেদনাহত জন রিয়ালিটির ব্যাপারে ইনডিটারমিনিজমে বিশ্বাস করত। ফিল্মটিকে মূলত ডিটারমিনিজম ভার্সেস ফ্রিউইলের সংঘাতকে দেখানো হয় এবং অবশেষে অকাল্ট কাব্বালিস্টিক ডিটারমিনিস্টিক অকাল্ট ফিলসফিকে সত্যায়ন করা হয়। জন যখন হাতে লুসিন্ডার লেখা সংখ্যাগুলো পায় তখন খেয়াল করে এসব সংখ্যাগুলো বিগত পঞ্চাশ বছরে দুনিয়াতে ঘটা মেজর দুর্ঘটনা, দুর্যোগের দিন তারিখ। সে এমনকি রেল ও বিমান দুর্ঘটনাও প্রত্যক্ষ করে। পরবর্তীতে বাইনারী কোডের মধ্যে জিপিএস কোঅর্ডিনেশনকে খুঁজে পায়। অর্থাৎ একাধারে দিন তারিখ ও এলাকার কথা ৫০ বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ব্যাপারটা জন তার কলিগকে দেখালে সে কাব্বালাহ নিউমেরলজিকে সুডো ফ্রিঞ্জ সায়েন্স বলে উড়িয়ে দেয়। জন ধীরে ধীরে নিশ্চিত হয় ডিটারমিনিস্টিক রিয়ালিটিই সত্য।

পরবর্তীতে ফিল্মের শেষ দিকে Gnostic massage এর মাধ্যমে শেষ হয়। দেখানো হয় সোলার ফ্লেয়ারের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কথিত এলিয়েন তথা শয়তান জ্বীন জনের ছেলে এবং লুসিন্ডার নাত্নীকে আদম ও হাওয়া হিসেবে পছন্দ করে অন্য এক স্বর্গীয় জগতে নিয়ে যায়, তারা স্পেস শীপ থেকে নেমে দৌড়ে যেতে থাকে সাজারাতুল খুলদের(ট্রি অব লাইফ) দিকে। একইভাবে হাজারো স্পেসশীপ হাজারো জুটিকে বিভিন্ন গ্রহের আদম ও হাওয়ার মত পাঠায়। এর

তাৎপর্য হচ্ছে এই হায়ার ইন্টেলিজেন্স ভূতভবিষ্যৎ সব জানে,বাস্তবজগত পূর্বনির্ধারিত, এই এলিয়েনরাই[শয়তানরাই] পৃথিবীর আদম হাওয়াকে পাঠিয়েছিল। এরাই gods।এরাই মানুষের ইলাহ। হাশিম আল ঘাইলির সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টারি ফিল্ম সিমুলেশনে এ বার্তা আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

একটা থিওরি অব এভ্রিথিং এর বিশেষ প্রয়োজন, যেটা পূর্বনির্ধারনবাদ ও অনির্ধারনবাদের[ফ্রিউইল ভার্সেস ডিটারমিনিজম] মহাসংঘাতকে দূর করবে। সেটা কোয়ান্টাম গ্রাভিটি[২৫] বেজড ইমার্জেন্স

থিওরি সফলভাবে করে থাকে। ইমার্জেন্স থিওরি বা এই নতুন থিওরি অব এভ্রিথিং ডিটারমিনিজমকে প্রকৃত অবস্থা হিসেবে রেখে কোয়ান্টাম মেকানিস্টিক ননলোকাল ইনডিটারমিনিজমকে সমন্বয় করে। অর্থাৎ অনেকটা এরকম যে infinity within finite system বা Non Determinism within Deterministic System। কাব্বালাহও একই কথা শেখায়। অর্থাৎ নন ডিটারমিনিজমের পাশাপাশি ডিটারমিনিস্টিক রিয়ালিটির কথা বলে।
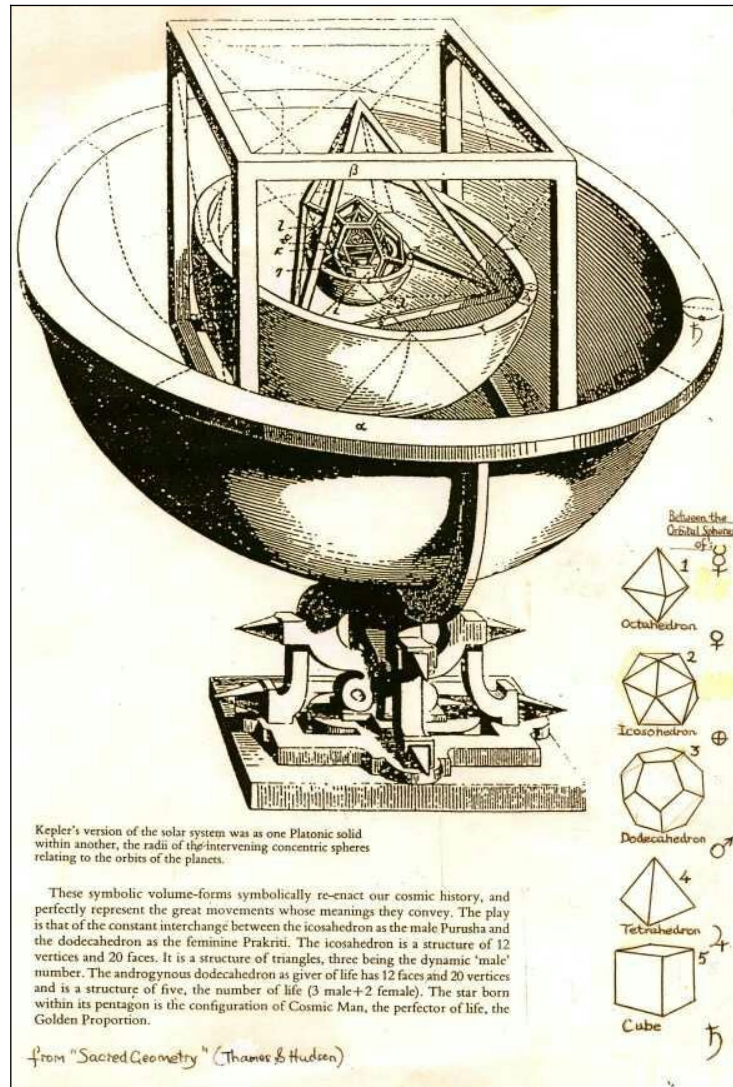
-মিস্টেরিয়াম কস্মোগ্র্যাফিকাম-

যেহেতু যাদুশাস্ত্রীয় [অপ]বিদ্যা[কাব্বালাহ-জ্যোতিষবিদ্যা] গোটা মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হাইপার ডাইমেনশনাল কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার হিসেবে শেখায়, যার প্রতিটি অংশই অন্য সকল অংশের সাথে একটি অবিচ্ছেদ্য হার্মোনিক প্যাটার্নে যুক্ত, সেহেতু আমার ইন্টুইশন বলে অবশ্যই আধুনিক হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিকে যাদুকর প্যাগানরা কাব্বালিস্টিক সেক্রিড জিওমেট্রিক্যাল জ্যোতিষবিদ্যার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা করবে। হেলিওসেন্ট্রিক প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজিটিও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তাৎপর্য বহন করবে। বস্তুত,এটাই ঘটেছে। এই আধুনিক কস্মোলজিকে হাইপারডাইমেনশনাল রিয়ালিটির সাথে সঙ্গতি তৈরি করে কাব্বালিস্টিক জিওমেট্রির উপর ডিজাইন করা হয়েছে। এর শুরুটা হয় রেনেসাঁর সময় থেকে। বিগত পর্বগুলোয় দীর্ঘ আলোচনা করেছি, যাবতীয় কুফরি আকিদা ও যাদুবিদ্যার মহাবিপ্লব ঘটে রেনেসাঁ পিরিয়ডে। পিথাগোরিয়ান-প্লেটনিক শিক্ষাসমূহ যা ইহুদিদের যাদুবিদ্যা কাব্বালা থেকে এসেছে, সেই সাথে মিশরীয় হার্মেটিক যাদুশাস্ত্রীয় বিদ্যার মহাজাগরণ ঘটে। যাদুশাস্ত্র নির্ভর মহাবিশ্বের কুফরি সৃষ্টিতত্ত্ব ও কস্মোলজির ধারনার পুনরুত্থান ঘটে। তৎকালীন খ্রিষ্টানরাও যাদুশাস্ত্রীয় অকাল্ট বিদ্যার দিকে আগ্রহী হয়।পিকো,ডেলা মিরান্ডোলা, জোহানেস রেউচলিন এবং ফ্রান্সিস্কাস জর্জিয়াসের মতো রেনেসাঁ যুগের খ্রিস্টানরা ইহুদি যাদুশাস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন মহাবিশ্বের গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান লাভের জন্য। তারা কাব্বালাহকে পবিত্র শাস্ত্রের চোখে দেখত যা থেকে গ্রীক প্যাগান দার্শনিকরা জ্ঞান লাভ করেছে। ১৬ শতকের বুদ্ধিজীবীদের কাছে নিওপ্লাটোনিজম ও খ্রিষ্টীয় নিওপ্লেটনিক কাব্বালাহ এর গুরুত্ব ব্যাপক আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রকৃতির গাণিতিক বিমূর্ততার বিষয়ে চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রটিতে নিওপ্লেটনিক-কাব্বালিস্টিক চিন্তাধারাটি সরাসরি আকার দান করে। ইহুদি যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ ও নিওপ্লেটনিজমের মধ্যে সম্পর্ককে সহজেই খুজে পাওয়া যায়, যখন আপনি দেখবেন ষোলো শতকের নিওপ্লেটনিক দার্শনিক Boethius এবং কাব্বালার কিতাব Sepher Yezirah এর মাঝে একই কথা বিদ্যমান। উভয়ই নিওপ্লেটনিজমের বিদ্যার জন্য বিখ্যাত উৎস ছিল। Boethius শেখাতেন **"all things ... do appeare to be formed by the reason of numbers. For this was the principall example or patteme in the minde of the Creator।"** একই কথা সেফার ইয়েতজিরাতেও আছে। এটা বলে ঈশ্বর তিনধরনের সংখ্যার দ্বারা মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোঃ **"by writing [sefer], number [sofor], telling [sippur]।"** সকল রেনেসাঁকালীন নিওপ্লেটনিস্টরা সৃষ্টিজগতের পেছনে
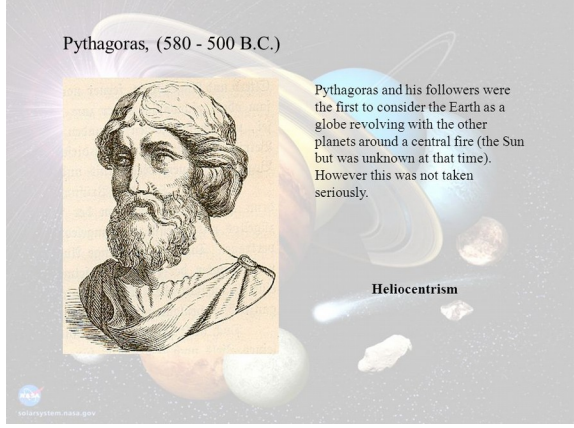
সংখ্যাকে মূল হিসেবে ধরত। ১৬ শতাব্দির গণিতজ্ঞরা সৃষ্টিজগতের পেছনে জ্যামিতিক নকশাকে দেখানোর মাধ্যমে এটা প্রমাণে সফল হয় যে সব কিছুর পেছনে আছে সংখ্যা।এভাবে গণিত ন্যাচারাল ফিলসফির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। কিভাবে জিওমেট্রিক্যাল ধারনা বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেটা দেখা যায় জন ডি ও কেপলারের কাজের মাধ্যমে। ইংরেজ যাদুকর-গণিতবিদ জন ডি নিওপ্লেটনিক শিক্ষায় গাণিতিক বিদ্যার অধ্যায়গুলোয় গভীর মনোযোগ দেন। তিনি অনেক বিষয়ে পড়াশুনা ও লেখালিখি করেন। তার দুটি বিখ্যাত লেখা হলো the Monas hieroglyphica এবং "Mathematical Praeface" যার মধ্যে কাব্বালাহ ও নিওপ্লেটনিক বিদ্যার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে, যার ভিত্তিতে তিনি তার গাণিতিক শিক্ষাগুলোকে গড়ে তোলেন। একইভাবে কেপলার সরাসরি প্লেটোনিক-কাব্বালিস্টিক জ্যামিতিক শিক্ষাকে বিজ্ঞানে প্রবেশ করান প্রাচীন হেলিওসেন্ট্রিক মডেলকে যুক্তিযুক্ত করার কাজের মাধ্যমে[২৯]। হেলিওসেন্ট্রিক প্যাগান কস্মোলজিকে যখন কোপার্নিকাস সমাজে জনসম্মুখে প্রকাশ করে তখন এর যৌক্তিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানামুখী প্রশ্ন ওঠে। কোপার্নিকাসের এই হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বকে ডিফেন্ড করতে এগিয়ে আসেন জোহানেস কেপলার। তিনি একে র‍্যাশনালাইজ করে ১৫৯৬ সালে প্রকাশ করেন Mysterium Cosmographicum, (অর্থ: মহাবিশ্বের গুপ্ত রহস্য)। এটিই এই জার্মান জ্যোতিষীর প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। এটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোপার্নিকাসকে সমর্থন ও সত্যায়ন করা। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের মহাবিশ্বের পাশাপাশি গোটা সৌরজগতটিও sacred geometry এর উপরে সৃষ্ট।
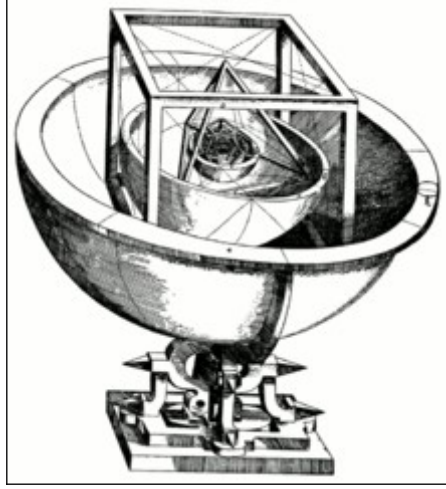
যেহেতু এস্ট্রলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্রের পেছনের কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রে বহুমাত্রিক জ্যামিতিক কাঠামো আমাদের সেখায় সমস্ত বস্তু ফান্ডামেন্টালভাবে টেট্রাহিড্রাল স্ট্রাকচার এবং সবকিছুই ফ্লাওয়ার অব লাইফ ও ট্রি অব লাইফের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু জ্যোতিষীরা খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই আন্ডারলেইং অকাল্ট বিশ্বাস নির্ভর কস্মোলজিক্যাল অর্ডার সৃষ্টি করবে। এই প্রয়োজন পূরণে জনাব জোহানেস কেপলার সুস্পষ্টভাবে কোপার্নিকাসের কস্মোলজির ব্যাখ্যায় প্লেটোনিক সলিডস গুলোকে এনেছেন এই সোলারসিস্টেমের সংগঠনে কাব্বালাহর শিক্ষাকে ব্যাখ্যা হিসেবে দ্বার করানোর উদ্দেশ্যে। তার এ বইয়ে প্লেটোনীয় ঘনবস্তুর[platonic solids] মাধ্যমে সৌরজগতের যে মডেল তৈরি করেছিলেন সেটার চিত্র ডানের ছবিতে দেখতে পারছেন।তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রতিটি নক্ষত্র ও গ্রহের অবস্থানগুলো প্লেটনিক-কাব্বালিস্টিক জিওমেট্রি অনুযায়ী শুদ্ধ এবং প্রতিটি গ্রহ জিওমেট্রিক কক্ষপথে আবর্তন করে। তিনি তৎকালীন

পাঁচটি গ্রহকে পাঁচটি প্লেটনিক সলিডের সাথে সম্পর্ক আরো করে। উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে,**"In the 16th century, the German astronomer Johannes Kepler attempted to relate the five extraterrestrial planets known at that time to the five Platonic solids."**

তিনি দেখিয়েছেন, সৌরজগতের সব গ্রহ একত্রিতভাবে চমৎকার প্লেটনিক জিওমেট্রিক্যাল হার্মোনিক্স তৈরি করে। কেপলার মহাজাগতিক জিওমেট্রিক্যাল হার্মোনি নিয়ে "হার্মোনিক্স মুন্ডি" নামের আরেকটি বই প্রকাশ করেন। হারমোনিকসে তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতের অনুপাতসমূহ, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। ঐকতানের (হারমনি) প্রধান সেটটি পিথাগোরাস, টলেমি এবং কেপলারের আগে আরও অনেকে অধ্যয়ন করেছিলেন যাকে তখন 'মিউজিকা ইউনিভের্সালিস' নামে আখ্যায়িত করা হতো।তার মতে, জ্যোতিষ্কগুলোর আত্মায় সুর আছে, যে সুর থেকে ঐকতানের জন্ম হয়, এই সুরের সাথে আবার মানব আত্মার মিথস্ক্রিয়া ঘটে যা নিয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র কাজ করে। বইয়ের শেষ তথা পঞ্চম অধ্যায়ে কেপলার গ্রহের গতি, বিশেষ করে কক্ষীয় বেগ ও সূর্য থেকে ক্ষপথের দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন[উইকি][২৭]। মূলত কেপলারের মিস্টেরিয়াম কস্মোগ্রাফিকামের ব্যাখ্যার পর পরই মহাকাশ বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তিনি এতে ব্যাখ্যা করেন সুষম বহুভুজের অন্তর্বৃত্ত এবং পরিবৃত্ত যেমন বহুভুজটির সাথে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে আবদ্ধ হয়, মহাবিশ্বের জ্যামিতিক ভিত্তিও তেমন। তিনি জ্যোতিষ্কগুলোর গতিপথ ব্যাখ্যা করতে ত্রিমাত্রিক বহুতলক তথা যাদুবিদ্যায় পাঁচ উপাদানের জিওমেট্রিক শেইপ, অর্থাৎ পাঁচটি প্লেটোনীয় ঘনবস্তুকে[প্লেটনিক সলিডস] নিয়ে আসেন। কেপলার দেখান কিভাবে পাঁচটি প্লেটোনীয় ঘনবস্তুকে খ-গোলকের মাধ্যমে অন্তর্লিখিত এবং পরিলিখিত করা যায়। তিনি বস্তুগুলোর একটিকে আরেকটির ভেতর স্থাপন করে প্রতিটিকে একটি অন্তর্বৃত্ত ও একটি পরিবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ করেন। এক বস্তুর অন্তর্বৃত্ত তার পরেরটির পরিবৃত্তের সাথে মিলে একটি খ-গোলক গঠন করে। এভাবে পাঁচটি বস্তুর জন্য মোট ছয়টি গোলক পাওয়া যায়। তখন পর্যন্ত জানা ছয়টি
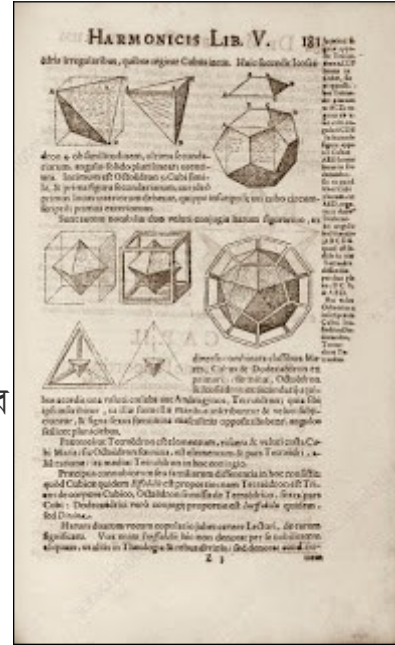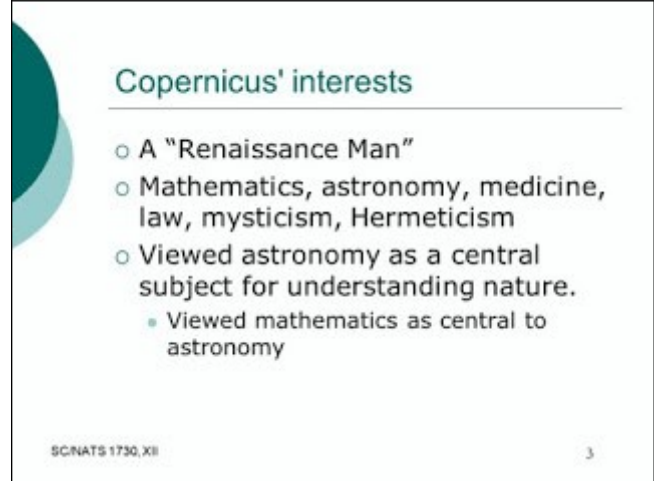
HARMONICIS LIB. V. 181

গ্রহকে (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি) কেপলার এই ছয় গোলকে স্থান করে দেন। অষ্টতলক, বিংশতলক, দ্বাদশতলক, চতুস্তলক এবং ঘনক এই বস্তু পাঁচটিকে গুরুত্ব অনুযায়ী সঠিক ক্রমে সাজিয়ে দেখেন, গোলকগুলোকে এমন দূরত্বে স্থাপন করা সম্ভব যাতে তা গ্রহীয় কক্ষপথের আপেক্ষিক আকারের প্রতিনিধিত্ব করে। অবশ্যই সে সময়কার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দূরত্বের যে মান পাওয়া গিয়েছিল সেটাই তাকে ব্যবহার করতে হয়েছে।

কোপার্নিকাসের বিশ্ব-ব্যাবস্থা নিয়ে তার এত আগ্রহের কারণ ছিল মূলত আধ্যাত্মিক বা ধর্মতাত্ত্বিক, তিনি ভৌত বিশ্বের সাথে আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধ খুঁজে পেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি ভাবতেন মহাবিশ্ব নিজেই ঈশ্বরের একটি ছবি, যেখানে সূর্য পিতা, তারকাসমূহের গোলক পুত্র, আর মাঝের স্থানটুকু পবিত্র আত্মা! অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় রহস্যবাদী চিন্তাধারা এর মাধ্যমে প্রচার করেন। ১৫৯৬ সালে বইটি প্রকাশিত হয়, ১৫৯৭-এ তিনি নিজের কপিগুলো হাতে পান এবং বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠাতে থাকেন। খুব বেশি পাঠকপ্রিয়তা না পেলেও বইটি কেপলারকে একজন উঁচুমানের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। তার আত্মনিবেদন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জন্য তার পৃষ্ঠপোষকরা সন্তুষ্ট হয় এবং ভৌগলিকবাবেই তার পৃষ্ঠপোষকতা বেড়ে যায়। বইটির মূল ভিত্তি ছিল আদিরূপ বা আর্কিটাইপের ধারণা। পিথাগোরাস এবং প্লেটোর মতই তিনি এই আদিরূপটিকে প্রকৃতিগতভাবে গাণিতিক এবং বৈশিষ্ট্যগতভাবে নৈসর্গ্যিক মনে করতেন।মিস্টেরিয়ামে তিনি মহাবিশ্বের স্থির অবস্থা বিষয়ে কথা বলেন। সূর্য, স্থির তারা এবং স্থানের স্থিরতাকে তিনি পবিত্র ত্রিতত্ত্বের (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা) সাথে তুলনা করেন। ত্রিতত্ত্বের তিনটি অংশ থাকলেও তিন অবস্থা নিজে অনঢ় এবং অপরিবর্তনীয়, ঠিক তেমনি তিনি বলেন যে মহাবিশ্ব একটি গোলক হিসেবে অপরিবর্তনীয় এবং অনঢ় কিন্তু তার তিনটি অংশ রয়েছে: সূর্য পিতা তথা ঈশ্বরের মত, স্থির খ-

গোলকে নিবদ্ধ তারাগুলো পুত্রের মত, আর স্থান এবং স্থান জুড়ে থাকা বায়ু হচ্ছে পবিত্র আত্মার মত।

কেপলার বহুতলকের মাধ্যমে তৈরি এই মডেলটি ব্যবহারিক ও আদর্শিক যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার পর কেপলার বহুতলকের ধারণার সাথে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও সঙ্গীতের মিলন ঘটান। এর সাথে টলেমির হারমোনি সূত্রের কিছুটা মিল রয়েছে।[২৭] সুতরাং বুঝতে পারছেন এই মহাকাশবিজ্ঞান মূলত জ্যোতিষশাস্ত্রেরই উন্নত সংস্করণ। তিনি হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির বর্ননায় প্লেটনিক সলিডকে আনার কারন হলো এর পেছনে আছে হাইপার ডাইমেনশনাল এস্ট্রলজিক্যাল ফিজিক্স। এটা তিনিই বলেছেন। প্রত্যেক পদার্থ এই কমন জিওমেট্রির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছুই এই জিওমেট্রির দ্বারা প্রভাবিত। কেপলার বলেন: **There exist a very common geometry in the universe. From universe to smallest particle of matter, everything is under violent effect of this common geometry. All branches of science follow the rules of this common geometry. This natural geometry exist every where. Where there is matter, there is geometry."**

– Johannes Kepler

কেপলার ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন জ্যোতিষী, রাশিচক্র গণনা করে অর্থও উপার্জন করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রকে ডিফেন্ড করে তিনি De Fundamentis Astrologiae Certoribus নামে বই লিখেছিলেন।তাকে একটু অন্য ধারার জ্যোতিষী বলে মনে করা হত কারন তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় শিক্ষাকে বিজ্ঞানে সঞ্চালনের জন্য কাজ করতেন। ১৬০৬ সালে কেপলার অক্সফোর্ডের এক বিজ্ঞানী Thomas Harriot কে উদ্দেশ্য করে লিখেন[২৬], **"I am informed that misfortune came to you from astrology. I ask you if you believe that it could be powerful enough to have such power. Ten years ago, I rejected the division into 12 equal signs, the Houses, dominations (i.e. rulerships), triplicities etc. and I am retaining only the aspects (angles) and am transferring astrology to the science of harmonics."**

অর্থাৎ যেমনটা আমি আগে থেকে বলে এসেছি, কাব্বালাহ-এস্ট্রলজিক্যাল বিদ্যাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় কস্মোলজিক্যাল বৈজ্ঞানিক আইডিয়ার ডেভেলপ করা হয়েছে। প্লেটনিক সলিডসমূহের

মূল অরিজিন ইহুদী যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ। এই প্লেটনিক-কাব্বালিস্টিক সেক্রিড জিওমেট্রি আমাদের বহুমাত্রিক জগতের শিক্ষা দেয় যার ফলাফল বা শাখাগত বিদ্যা স্বরূপ এস্ট্রলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কুফরি বিজ্ঞান তথা যাদুর একটি শাখাকে আমরা দেখতে পাই। সুতরাং এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞান তথা জ্যোতির্বিদ্যা মূলত যাদুশাস্ত্র কাব্বালারই ফসল। আধুনিক কস্মোলজি আমাদের যা-ই শেখায় সবই কাব্বালার যাদুশাস্ত্রীয় কুফরি শিক্ষা। এটা আমার কথা নয়। এটা স্বয়ং পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকু বলেছেন।তিনি বলেনঃ
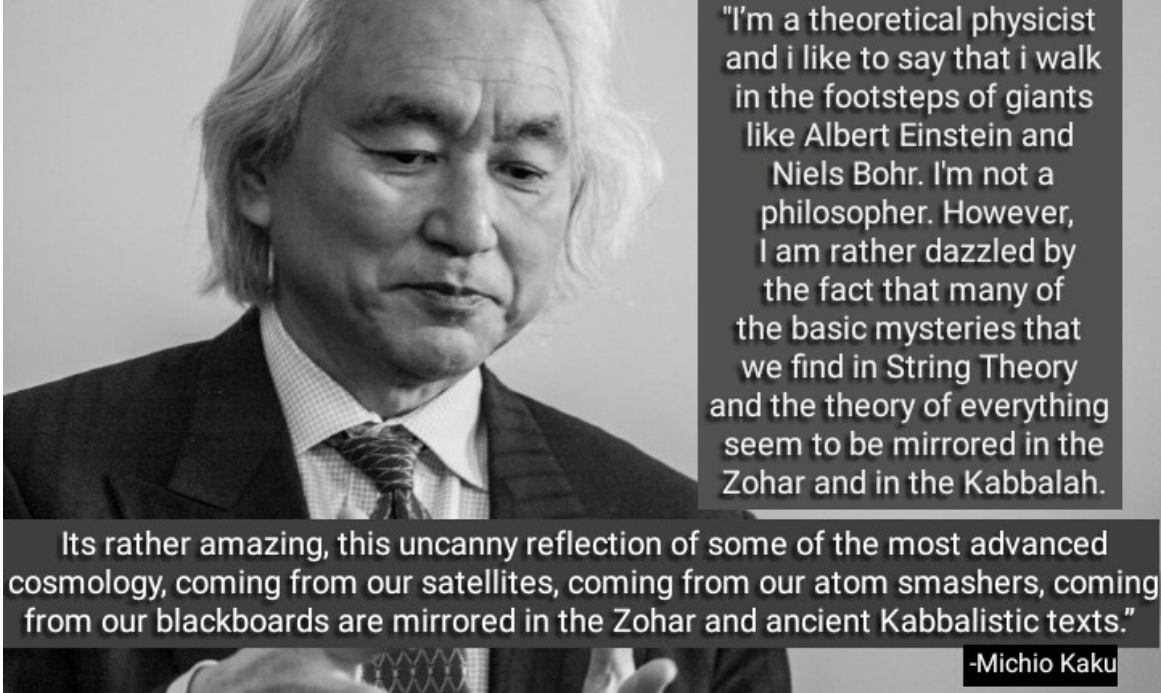
"আমি একজন থিওরেটিকাল ফিজিসিস্ট এবং আমি বলতে পছন্দ করি, আমি এলবার্ট আইনস্টাইন, নিলস বোর এর মত জায়ান্টদের পদচিহ্ন অনুসরণ করি। আমি কোন দার্শনিক নই। আমরা সকলেই জানি,স্যার আইজ্যাক[নিউটন] কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রের মাঝে প্রবেশ করেছিলেন। এটা বরং বিস্ময়কর যে, বর্তমান যুগের কিছু অত্যাধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, যা আমরা পাই স্যাটেলাইট থেকে,যা আমরা পাই এটম স্ম্যাশার[CERN LHC] থেকে, যা আমরা পাই আমাদের ব্ল্যাকবোর্ড থেকে[যেমনঃম্যাথম্যাটিকস/ইকুয়েশনসমূহ], সেসব কেমন যেন জোহার এবং প্রাচীন কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রেরই প্রতিফলন।"[৩১]

লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

এই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের আসল চেহারা। এটা সেই বাবেল শহরের কুফরি জ্ঞান যেটা সেখান থেকে ইহুদীরা গ্রহন করে অনুসরণ করে। আপনারা কাব্বালিস্ট গুরু র‍্যাবাঈ মাইকেল লাইটম্যানের মুখেই শুনেছেন যে এটার জন্ম বাবেল শহরে। আপনারা আজ জানেন, অতীতে কেপলারের মত জ্যোতিষীরাই একে কাব্বালাহ থেকে শিখে বিজ্ঞানে রূপান্তর করেছে। আপনারা দেখেছেন, জগদ্বিখ্যাত এক পদার্থবিজ্ঞানী সত্যায়ন করছেন এই বলে যে, প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজি এবং এর সংক্রান্ত যাবতীয় শিক্ষার সবই যাদুশাস্ত্র কাব্বালার প্রতিফলন। সৌরজগত,বিলিয়ন বিলিয়ন সূর্যের অনুরূপ নক্ষত্র,গ্রহের ধারনা, অনন্ত অসীম মহাবিশ্বসহ এ সংক্রান্ত সমস্ত আকিদা বা বিশ্বাস এসেছে যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহ থেকে।আধুনিক ফিজিক্স ও এ্যাস্ট্রনমি এসেছিল বাবেল শহর থেকে এবং ফিরে গিয়েছে বাবেল শহরে। কুফরি যাদুশাস্ত্র কাব্বালাহকে এভাবে সমগ্র বিশ্বে বিজ্ঞানের নামে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদ্দেশ্য কি? অনেকগুলো উদ্দেশ্যের একটি হচ্ছে, ইহুদীদের সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত মসিহের জন্য বিশ্বকে প্রস্তুতকরণ। তাকে স্বাগত জানানোর জন্য আগে থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক মঞ্চ নির্মাণ। সেকাজে আরো ৫০০ বছর আগে থেকে সাফল্যের পথে হাটা শুরু করেছে মসীহের অনুগত ভৃত্যবর্গ। ইহুদি কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ Yom tov glaser বলেন, **"সমস্ত কাব্বালিস্ট র‍্যাবাঈ এবং হেসিডিক মুভমেন্টের র‍্যাবাইগন এ ব্যপারে একমত যে, যখন সারাবিশ্ববাসী কাব্বালার দিকে ঝুকে পড়বে, কাব্বালার প্রতি তৃষ্ণা তৈরি হবে, কাব্বালিস্টিক ইনিসিয়েশনের প্রতি সবার ঝোক বাড়বে, তখনই মসীহ বের হবেন। আর আমরা এটাই আজ দেখছি, সমগ্র বিশ্ব এই জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ সময়টা ইহুদী ইতিহাসের সবচেয়ে ওয়াইল্ড পার্ট এবং সর্বশেষ মুহুর্ত ইহুদী ইতিহাসের।এটা মেসিয়ানিক যুগ।**

আর এটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ যে আমাদের চোখের সামনে ইতিহাসের এ মহা অধ্যায় আনফোল্ড হতে যাচ্ছে। এটা সব কাব্বালিস্টের কথা যে মসিহের বের হবার সময় সর্বত্র কাব্বালার প্রতি প্রচন্ড তৃষ্ণা কাজ করবে। এবং সত্যিই আমরা আজ এটাকে সচক্ষে দেখছি...।"[৩৫]

এই র‍্যাবাঈ সত্যই বলেছেন। আজ সরাসরি কাব্বালাহ এর প্রতি বিশ্ববাসীর সুতীব্র তৃষ্ণা তৈরি হয়েছে। কাব্বালাহ এর কুফরি তত্ত্বকে বানানো হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান,মহাকাশবিজ্ঞান! মহাকাশসংক্রান্ত সমগ্র অদেখা জগতের ব্যাপারে আজ সারাবিশ্বের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস রাখে কাব্বালাহর কুফরি যাদুশাস্ত্রীয় কিতাবের শিক্ষাকে। একথা কোন কন্সপিরেসি থিওরিস্টের নয়।

খোদ মিচিও কাকুর মত মহান পদার্থবিজ্ঞানীই এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোয়ান্টাম গ্রাভিটি কাব্বালিস্টিক হাইপার ডাইমেনশনাল রিয়ালিটিকেই নিয়ে আসছে থিওরি অব এভ্রিথিং এর নামে। মূলত একে থিওরি অব এভ্রিথিং না বলে থিওরি অব দাজ্জাল বা থিওরি অব এন্টাইক্রাইস্ট বললে যথার্থ হয়। আসন্ন মসিহ দাজ্জালের ফিতনাহ যে কতটা ভয়াবহ সেটা সহজেই অনুধাবন করা যায়। যেদিন থেকে কস্মোলজিক্যাল আইডিয়াকে পালটে কোপার্নিকান কেপলারদের কাব্বালাহ থেকে আনা যাদুশাস্ত্রভিত্তিক প্যাগান কস্মোলজিকে প্রতিষ্ঠা শুরু হয়, তখন থেকেই ইহুদী মসিহের জন্য বিশ্বকে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করার মিশন শুরু হয়। সেটা আজ থেকে ৫০০ বছর আগের কথা। তাহলে ভাবুন আজ তাদের অগ্রগতি কোথায়!

আমাদের অধিকাংশ আধুনিক মুসলিমদের অবস্থা হলো, এরা সকলে সমস্বরে যাদুবিদ্যাকে কুফর/শিরক বলতে কুণ্ঠাবোধ করে না কিন্তু কাব্বালাহ ভিত্তিক কুফরি শিক্ষাকে কুফর বলতে কুণ্ঠিতবোধ করে। সহজ কথায় তাদের অবস্থা হলো, যাদুশাস্ত্র কুফরি কিন্তু যাদুশাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত আল্লাহদ্রোহী আকিদা কুফরি না! যাদুশাস্ত্রভিত্তিক শিক্ষা কুফরি না! এমন কোন আলিম পাওয়া যাবে না যে যাদুকে হালাল ইল্ম বলবে অথচ এমন আলিমের অভাব নেই যারা কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রের প্রতিফলন তথা আধুনিক পদার্থ ও আকাশবিদ্যাকে স্বতঃসিদ্ধ হক্ক ইল্ম বলে ঘোষণা দেয়। মাওলানা আস্বেম ওমরদের [হাফিজাহুল্লাহ] মত আলিমের আজ বড়ই অভাব। তিনি তার এক কিতাবে মহান ইহুদীবিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইনের থিওরিকে সরাসরি দাজ্জালের থেকে নেয়া ইল্ম বলবার সাথে একমত হয়েছেন। নিচে তার লেখার কিছু অংশঃ

আলবার্ট আইনষ্টাইন এবং দাজ্জাল...
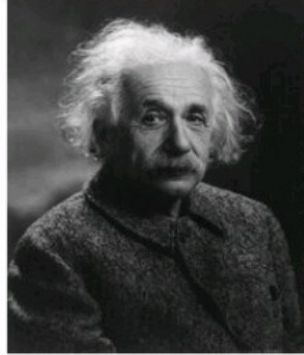
আলবার্ট আইনষ্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) এমন একটি নাম; বিজ্ঞান ইতিহাস থেকে যদি তার নাম মুছে দেয়া হয়, তাহলে বিজ্ঞানের এ উন্নতি শত শত বছর পেছনে চলে যাবে। আইনষ্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানীর এক ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। জন্মের পর তিন বৎসর পর্যন্ত সে কথা বলতে পারতনা। তার ব্যাপার একটি কথা প্রসিদ্ধ যে, বাল্যকালে সে মোটা-দেমাগের ছেলে ছিল। শৈশব কেটেছে তার "মিউনিখে"। অর্থনৈতিক দৈন্যদশার দরুন তার পিতা-মাতা ওখান থেকে ইটালী চলে গিয়েছিল। আইনষ্টাইন ১৮৯৫ সালে শিক্ষার জন্য ইটালী থেকে সুইজারল্যান্ডে চলে যায়। সুইজারল্যান্ডের যিউরোখ শহরে অবস্থিত ETH ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি-ইন্টারভিউ দেয়, কিন্তু সে ইন্টারভিউতে পাস করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী বছর ঐ ইউনিভার্সিটিতেই সে ভর্তি হতে সক্ষম হয়। ১৯০০ সালের আগষ্টে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও সে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে পাঁচ শিক্ষার্থীর মধ্যে চতুর্থ হয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সুইজারল্যান্ডের শিক্ষাজীবনে সে কোন মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে গন্য ছিলনা।

১৯০০ সালের পর থেকে আইনষ্টাইনের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ১৯০৫ সালকে আইনষ্টাইনের সফলতার বৎসর হিসেবে মনে করা হয়। এ বৎসরই সে তার গবেষণাময় কয়েকটি রচনা পেশ করে। প্রথম রচনাটি ছিল- জ্যোতির আকৃতি এবং দ্বিতীয় রচনাটি ছিল- Brownian Motion এর মডেল নিয়ে। তৃতীয় রচনাটি ছিল তার গবেষণার প্রসিদ্ধ E=mc2 এর সমঝোতা নিয়ে। যার মধ্যে পদার্থ এবং সম্ভাবনার পারস্পরিক পরিবর্তন অসম্ভব বলা হয়েছিল। অথচ ইটালীর এক প্রসিদ্ধ গবেষক এর কয়েক বৎসর পূর্বে একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিল। চতুর্থ রচনাটি ছিল Special Theory of relativity নিয়ে। এর মাধ্যমে "সময়" এবং "আকাশ"কে আলাদা আলাদা মনে করার পরিবর্তে সময়-আকাশ এবং স্থান-কাল এর মতবাদ আলোচনায় আসে। ১৯১১ সালে ব্যাপক মতামত সংযোজনের মধ্য দিয়ে পূণরায় সে রচনা পেশ করে।

মুহাম্মাদ ঈসা দাউদ মিসরী অত্যন্ত জোর দিয়ে এ কথা সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন যে, সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করা কালেই দাজ্জালের সাথে তার যোগাযোগ হয়। আর দাজ্জালই তাকে Theory of relativity এর জ্ঞান প্রদান করে।

মুহাম্মাদ ঈসা দাউদের দাবীর প্রেক্ষিতে দু'ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে-

(১) কোরআন-হাদিসের আলোকে এধরনের দাবী কি সম্ভব যে, দাজ্জাল তার আত্মপ্রকাশের পূর্বেই মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ??!!

(২) আইনষ্টাইনের মধ্যে এমন কোন গুণটি বিদ্যমান ছিল; যাতে খুশি হয়ে দাজ্জাল তাকে হিরো

বানিয়ে দেয়।

প্রথম প্রশ্নের জবাব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আলবার্ট আইনষ্টাইনের ব্যাপারে মুহাম্মাদ ঈসা দাউদের দাবী মেনে নিতে শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে কোন বাধা নেই। তারপরও দ্বিতীয় প্রশ্নটি বাকী থাকে যে, কি এমন বিশেষ ব্যাপার ছিল; যাতে সন্তুষ্ট হয়ে দাজ্জাল তাকে মতামত দিয়ে উপরে উঠিয়ে দিয়েছে ??!! এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদেরকে তার ব্যক্তিগত জীবন ও মতামতসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আইনষ্টাইন যদিও কট্টর ইহুদী ছিল। কিন্তু সে অন্যদের (খৃষ্টান ও মুসালমানদের)কে ধর্মহীনতার প্রতি আহবান করত। ব্যক্তিগতভাবে তারমধ্যে ঐ সকল খারাপ গুণাবলী বিদ্যমান ছিল; যা ইবলিস ও দাজ্জালকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। মেয়েদের সাথে খারাপ সম্পর্ক- ১৯০২ সালে তার প্রথম মেয়ের জন্ম হয়েছিল খারাপ সম্পর্কের স্ত্রীর গর্ভ থেকে। পরে সেই মেয়েকে আর সে লালন পালন করেনি। কোন খবরও পাওয়া যায়নি যে, পরবর্তীতে মেয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে। বুঝতেই পারছেন- ভদ্রতা এবং সন্তানের প্রতি স্নেহ তার মধ্যে কি পরিমাণ বিদ্যমান ছিল!!

স্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার-ও ছিল অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। ১৯১৪ সালে সে যখন তার প্রথম স্ত্রী মিলেভা মেরিক"কে নিয়ে জার্মানীর বার্লিনে চলে যায়, তখন তাদের দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়নের সৃষ্টি হয়। আইনষ্টাইন স্ত্রীকে এইশর্তে তার সাথে রাখতে রাজী হয় যে :-

(১) আমার কাপড়-চোপড় এবং বিছানাপত্র ঠিকঠাকরূপে গুছিয়ে রাখতে হবে। (২) আমার বেডরুমে দৈনিক তিনবার খাবার দিয়ে আসতে হবে। (৩) আমার পড়া ও শয়নকক্ষ সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তকে কোন সময় হাত লাগাবেনা। (৪) তোমার থেকে আমার যাবতীয় দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন থাকবে। তবে হ্যাঁ... লোকদেরকে দেখানোর জন্য আমি যখন তোমাকে আহবান করব, সাথে সাথে তুমি আমার ডাকে সাড়া দেবে। সন্তানদেরকে আমার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে তুলবেনা।

দাজ্জাল কর্তৃক কোন মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়ার বিষয়টি অবাক হওয়ার মত কিছু নয়। কেননা কুরআন-হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে একথা সাব্যস্ত যে, ইবলিস তার মানুষ বন্ধুদের কাছে আসে এবং তাদেরকে নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করে থাকে। আর দাজ্জালই হচ্ছে ইবলিসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং আদমসন্তানদের বিরুদ্ধে তার সর্বশেষ ভরসা। বর্তমান যুগে যথারীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দল বিদ্যমান, যারা প্রকাশ্যে ইবলিস শয়তানের পূজা করে থাকে। দলটি আমেরিকা এবং ব্রিটেনে খুবই শক্তিশালী। তাদের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান। সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস-ও এদের সাথে সম্পৃক্ত। মার্কিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সংস্থা "হলিউডে"র বড় বড় প্রযোজক-পরিচালকদের উদ্দেশ্যও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা। ভারতের প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র নায়ক অমিতাভ বচ্চন, মিসরের উমর শরীফ, প্রসিদ্ধ জাদুগর ডিয়োড কপার ফিল্ড এবং মার্কিন জনপ্রিয় পপশিল্পী মাইকেল জ্যাকসন শয়তানের পূজা করে থাকে। মাইকেল জ্যাকসনের প্রোগ্রামে লোকেরা অচেতন হয়ে যায়, আসলে শয়তান তাদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ফেলে।

নিঃসন্দেহে শাইখের এ অনুধাবন শুদ্ধ। দাজ্জালের আবির্ভাবের নৈকট্যে আমাদের এ সময়টাতে তার মত গুরাবা আলিমের বড়ই অভাব। আমার এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই, আজকের সময়টা সাহাবি আজমাঈনগন পেলে অবশ্যই শাইখের অনুরূপই বলতেন। আমিও আমাদের উপমহাদেশের আমিরের দায়িত্বে থাকা সম্মানিত এ শাইখের সাথে সুর মিলিয়ে বলি, আজকের অপবিজ্ঞান মূলত দাজ্জাল ও তার একান্ত অনুগত ভৃত্যদেরই[ইহুদী] কুফরি [যাদুশাস্ত্রীয়] শিক্ষা। এবার ভেবে দেখুন দাজ্জালের ফিতনাহ কতটা সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক! আজ কত কোটি মুসলিম যে দাজ্জালি শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারন করে, সত্য হিসেবে মানে তার কোন হিসাব নেই। আপনারা জানেন, অধিকাংশ লোকই আমার কথাকে অস্বীকার করে, অনেকে বিদ্রুপ করতেও ছাড়ে না! সেসমস্ত লোকেদের লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহুদিদের কাব্বালিস্টিক মিসায়াহ আসবার পূর্বেই এই তাগুতের শিক্ষাকে হৃদয়াঙ্গম করে বসে আছে, তাহলে যখন সে জনসমক্ষে আসবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে! মা'আযাল্লাহ!!

সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্বকে বর্জন করা হয়েছে। আর এর বদৌলতে গ্রহন করা হয়েছে কুফরি যাদুশাস্ত্রকে। ইহুদীরা যেমনি তাওরাতকে ফেলে যাদুবিদ্যাকে অনুসরণ করে তেমনি ওদের অনুসরণে আমরাও ওদের কুফরি শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করছি। অথচ সত্য শুধুমাত্র তাই যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা স্বয়ংবর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বর্ননা করেছেন কুরআনে, যা আমরা পেয়েছি হাদিসে। সত্য একমাত্র ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব[৩০]।

যাদুবিদ্যা কুফর। যাদুচর্চা হচ্ছে ঈমান ভঙ্গের কারন গুলোর একটি। এখন ভাবুন, এই বিদ্যা থেকে আসা কুফরি আকিদায় বিশ্বাস স্থাপন কতটা গুরুতর! মা'আযাল্লাহ!! আমরা বলি কাব্বালাহর শিক্ষা সমূহ কুফরি এবং মিচিও কাকুর ভাষায় কাব্বালার প্রতিফলিত শিক্ষা কুফরি। কিন্তু জাহালতের ওযর এবং মানহাজগত কারনে বর্তমান উম্মাহর এ সংক্রান্ত বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে কাউকে তাকফির করিনা। এমনকি কেউ সবকিছু জেনে বিরুদ্ধাচরণ করলেও না। এও বলিনা অমুক লোক যাদুশাস্ত্রীয় এই ইল্ম ধারন করে সত্য বলে মেনে কুফরি করছে। উম্মাহর নাজুক অবস্থার বিবেচনায় এসমস্ত বিষয় নিয়ে বিভাজন বিতর্ক তৈরি থেকে সকলকে নিরুৎসাহিত করি। বিতর্ক ও বিভাজনের দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রোধে আমি যা বলছি এসব গনহারে প্রচার প্রসারকে নিরুৎসাহ দেই। আল্লাহ আযযা ওয়াযাল যাদের তাকদিরে এসকল বিষয়ে জানবার পথ সহজ করেছেন তারাই আসবে। কে মানলো কে অস্বীকার করলো, সেসবে আমি পরোয়া করিনা। এ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

প্রিয় পাঠক আপনারা আজ দেখলেন কিভাবে থিওরি অব এভ্রিথিং এর দ্বারা নামে কাব্বালিস্টিক হাইপার ডাইমেনশনাল শিক্ষাকে কথিত বিজ্ঞানের নিয়ে আসা হয়েছে। আপনারা দেখেছেন এস্ট্রলজি এই কাব্বালিস্টিক ফিজিক্সেরই শাখাগতবিদ্যা, যেটাকে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) যাদুর একটি শাখা বলেছেন। জোহানেস কেপলার- কোপার্নিকাসের সৌরজগত তথা তারা যে এ্যাস্ট্রনমির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা কাব্বালিস্টিক হাইপারডাইমেনশনাল জিওমেট্রিরই ফসল। যাদুশাস্ত্র কাব্বালার জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্নে ফেলেই সাজানো হয়েছে আধুনিক কস্মোলজি। মিস্টেরিয়াম কস্মোগ্রাফিকামে কেপলার হেলিওসেন্ট্রিক মডেলের পেছনে যৌক্তিকতা তুলে ধরতে কাব্বালিস্টিক প্লেটনিক আইডিয়ালিস্টিক হাইপারডাইমেনশনাল জিওমেট্রিকেই নিয়ে এসেছেন। এবার উত্তর দিন, বাবেল শহরের শয়তানের আবৃত্ত দাজ্জালি শাস্ত্রসমূহ কি আসলেই বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

Ref:

[১]https://youtu.be/vallK5pAKbQ

[২]https/en.m.wikipedia.org/wiki/Spinozism

[৩]https://youtu.be/O_2fC0a2OkI

[৪]https://youtu.be/bPSy5vZN-go

[৫]https://youtu.be/7FEykDoaTHg

[৬]https://youtu.be/928eqIZ7NZI

[৭]https://youtu.be/X_J9EeFBVqE
[৮]https://youtu.be/pCXAvRoE2OY
https://youtu.be/JZzDWgRb8Ac
[৯]https://youtu.be/JI-I6PGGHUY
https://youtu.be/oAuwE9dbM0M
[১০]https://youtu.be/7D-W9XyJ_BA
https://youtu.be/V3A9lKPKayI
[১১] https://youtu.be/PFBVwpodDUI
[১২]https://youtu.be/xTN9tQGgN6Q
https://youtu.be/r_w408y_3rw
[১৩]https://youtu.be/Rqu_uV-gIcU
https://en.m.wikipedia.org/wiki/
An_Exceptionally_Simple_Theory_of_Everything
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antony_Garrett_Lisi
[১৪]https://youtu.be/7jl2II5bziY
[১৫]https://en.m.wikipedia.org/wiki/10-cube
https://en.m.wikipedia.org/wiki/7-demicube
[১৬]https://youtu.be/01x7tXZ9yN8
[১৭]https://youtu.be/rG6aIVGquOg
[১৮]https://youtu.be/5tKYCgQSvVQ
[১৯]http://kabbalahsecrets.com/science-and-theology-are-one-secrets-of-the-future-holy-temple/
[২০] ihadith.com
[২১]http://www.enterprisemission.com/hyper1.html
http://www.halexandria.org/dward118.htm
[২২]https://www.youtube.com/watch?v=Zz582j7FZQE&lc=Ugi58wDqvV_uj3gCoAEC
[২৩]https://youtu.be/xySfvsY2eiw
[২৪]https://youtu.be/ppT8JK1loSg
[২৫]https://youtu.be/Rqu_uV-gIcU

[২৬]http://www.astrology.co.uk/tests/kepler.htm
[২৭]https://www.thinking3d.ac.uk/Kepler1596/
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE
%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BF
%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B8_%E0%A6%AE
%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF
[২৮]https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE
%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D
%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC
%E0%A7%81%E0%A6%AE_%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8B
%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF
%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE
[২৯]
"THE GEOMETRICAL KABBALAHS
OF JOlIN DEE AND JOHANNES KEPLER:
the Hebrew tradition
and The mathematical study of nature" By
Michael T. Walton and Phyllis J Walton
[৩০]https://aadiaat.blogspot.com/2019/08/pdf.html
[৩১]https://www.youtube.com/watch?v=bV5byXJWyw4
http://www.mediafire.com/file/1eqtu5k2dsieinl/file
[৩২]https://youtu.be/w0ztlIAYTCU
[৩৩]https://youtu.be/vJi3_znm7ZE
[৩৪]https://youtu.be/cOvpElGFnLE
[৩৫]https://youtu.be/2DhplzBFte4
https://youtu.be/f_QKIwWPV1U
[৩৬] https://www.youtube.com/watch?v=C69RtZzKsFE

পর্ব-২২

শয়তানের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

Alternative cosmogony - The ultimate disbelief

কখনো কি এরকম অনুভব হয়েছে যে, কোন একটি অচেনা এলাকায় বেড়াতে গিয়ে মনে হয়,সে জায়গাটি যেন অনেক চেনা। যেন এখানে হাজার বার এসেছেন। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন অনেকবার হয়েছে। অথচ আপনি সচেতনভাবে জানেন, আপনি এখানে এই প্রথমবার এসেছেন। কখনো এরকম কোন সুর কিংবা কথা শুনে মনে হয় এটা আগেও হাজার বার শুনেছেন। অথচ চিরচেনা এ সুর কিংবা এই ভঙ্গিতে বলা কথা এই প্রথম শুনছেন। পাশ্চাত্যে একে বলা হয় Déjà vu[ডেজা-ভু]।

হলিউডের ট্রায়াঙ্গল ফিল্মটিতে দেখানো হয়, টমির মা জেস তার বন্ধুদের সাথে প্রমোদতরীতে ওঠে, কিন্তু ঝড়ের প্রকোপে তরী ডুবে যাবার পর ম্যাজিক্যালি Aeolus নামের এক জনমানবশূন্য জাহাজ চলে আসে,জেস ও তার বন্ধুরা তাতে উঠলে, জেস এর জাহাজের প্রতি করিডোরে হাটার সময় ডেজা-ভু ফিল হতে থাকে। জেস তার মৃত সন্তান টমিকে ফিরে পেতে প্রতিবারই একই ঘটনার জন্মমৃত্যুর চক্রের মধ্য দিয়ে বার বার আসতে থাকে। একই ঘটনা বার বার হতে থাকে। সবকিছুই এন্ডলেস লুপের মধ্যে চলছে। ট্রায়াঙ্গল ফিল্মের এই টাইমলুপের ধারনাটি এসেছে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের

অরিজিনের ব্যপারে প্রাচীন যাদুকরদের কুফরি আকিদা Eternal Recurrence/Eternal Return বা চিরন্তন পুনরাবৃত্তি/প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাস থেকে[১]। এ ফিল্মে দেখানো জাহাজের নাম Aeolus। এওলাসের পরিচয়ও সামান্য দেয়া হয় ফিল্মের মধ্যে। গ্রীকপুরাণে সিসিপাস হলেন রাজা

এওলাসের পুত্র। সিসিপাস মৃত্যুর সাথে প্রতারণা করার অপরাধে দেবতা জিউস পাতালে এমন এক সীমাহীন শাস্তি দেন যেখানে, সিসিপাস অনন্তকাল ধরে একটি পাথরের চাঁইকে গড়িয়ে পাহাড়ের উপরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে, যখনই পাথরটি পাহাড়ের একদম চূড়ার কাছে পৌছে যায়, সাথে সাথে সেটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে, এভাবে অনন্তকাল ধরে উঠাতে থাকে। দার্শনিক ও লেখক Albert Camus ইটারনাল রিটার্ন তথা অনন্ত/চিরন্তন প্রত্যাবর্তনের ধারনাটি নিয়ে লিখেন "The Myth of Sisyphus", এতে তিনি পুনরাবৃত্তি চক্রের এই মহাজাগতিক সাইক্লিক্যাল অস্তিত্বের চক্রটি জীবনের অর্থহীনতাকে প্রকাশ করেন,যেভাবে বার বার একই পাথরকে পাহাড়ের চূড়ায় ঠেলে তোলা একদমই অর্থহীন নিরাশাপূর্ণ কাজ।

ইটারনাল রিকারেন্সকে Time Loops দ্বারাও প্রকাশ করা হয়। হলিউডে আজ পর্যন্ত অজস্র ফিল্ম টাইম লুপকে ভিত্তি করে তৈরি করেছে[২]। প্রতিটিতেই অকাল্ট/যাদুশাস্ত্র এবং শয়তানের একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রেখেছে। যেমনঃ স্যাটানিক, লর্ডির ডার্ক ফ্লোরস,ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইত্যাদি। মূলত এই প্রাচীন আকিদা বা বিশ্বাসটি বর্তমানে সরাসরি থেইস্টিক স্যাটানিস্টদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। অনেকসময় একে একরকমের শাস্তি হিসেবেও দেখা হয়। পৌত্তলিক ধর্মগুলোয় সাইকেল অব টাইম বা কালচক্রে বার বার অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি একধরণের শাস্তি।

চিরন্তন প্রত্যাবর্তন বা পুনরাবৃত্তির এই প্রাচীন তত্ত্ব দ্বারা বোঝায় যা কিছু ঘটছে তা আবারো ঘটবে, আবারো.... এভাবে অনন্তবার অতীতে ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। অর্থাৎ গোটা মহাবিশ্ব এবং এর সমগ্র ইতিহাস বার বার রিপিট তথা পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। অতীতে অনন্ত অসীম সংখ্যকবার বিগব্যাং ঘটে আমাদের মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছিল, আমাদের বর্তমানটি এই সিকোয়েন্সেরই একটি। ভবিষ্যতে বিগ ক্রাঞ্চের মাধ্যমে মহাজাগতিক কলাপ্সের পর আবারো বিগব্যাং ঘটবে এবং সবকিছু আবারো ফিরে আসবে। সবকিছু পুনরায় ঘটবে। অর্থাৎ সূর্যের নিচে এ জগৎসংসারে যাই ঘটছে, কোন কিছুই নতুন নয়,What has happened will eventually happen! যাদুশাস্ত্রের অনুসারীদের বিশ্বাস ডেজা ভু এর আসল রহস্য এটাই। অতীতের ঘটা ঘটনার বিস্মৃত স্মৃতির রিকারেন্সের ফসল ডেজা ভু! টাইম লুপ্স, ইটারনাল রিটার্ন সংক্রান্ত হলিউড ফিল্ম গুলোর কোর ম্যাসেজ এটাই। আমার মনে পরে DUST নামের শর্ট সায়েন্সফিকশন ফিল্ম মেকারদেরও এ সংক্রান্ত একটা ফিল্ম ছিল। পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগছে এই যাদুশাস্ত্রীয় কুফরি আকিদার সাথে সায়েন্সের সম্পর্ক কি! প্রিয় পাঠক এটাই বিজ্ঞান!! বিগব্যাং এর ব্যাপারে আপনি কিরূপ ধারনা রাখেন? মূলত, বিগব্যাং হচ্ছে প্রাচীন অকাল্ট ফিলসফির নতুন সায়েন্টিফিক ভার্সন। অপবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র বিগব্যাং দ্বারা মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মাত্র ৫০% প্রকাশ করে কিন্তু আরো ৫০%

অপ্রকাশিত রাখে।বিগব্যাং, কিভাবে ইউনিভার্স অস্তিত্বে এসেছে তা বলে, কিন্তু এর আগে কি ছিল তা বলে না।

বিগব্যাং তত্ত্ব এককভাবে সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয় না। বিগব্যাং তত্ত্বটি প্রাচীন ব্যাবিলন-মিশরীয় যাদুকর ও শয়তান জ্বীনদের এক চূড়ান্ত পূর্নাঙ্গ কুফরি আকিদারই অংশবিশেষ। সহজ করে বললে ১০০% কুফরি আকিদার ৫০% আছে বিগব্যাং এ। বাকি ৫০% নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না হলেও সেটা অনেকের সুপরিচিত বিষয়।এবং পূর্ণাঙ্গ ১০০% কুফরি বিশ্বাসটি তাত্ত্বিকভাবে সাধারন মানুষের মধ্যে খুব বেশি পরিচিত না হলেও ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীগন একে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এখনও করছেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো অকাল্ট সৃষ্টিতত্ত্বের ১০০ শতাংশের অবিচ্ছেদ্য অর্ধাংশ বৈজ্ঞানিকভাবে এবং জনমনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিগব্যাং এর নামে। তবে এর আসল পরিচয় এবং এই তত্ত্বের তাৎপর্যের ব্যপারে অধিকাংশই অজ্ঞ। এ নিয়েই আজকের আলোচনা।

চিরন্তন পুনরাবৃত্তির[Eternal Recurrence/Return] অকাল্ট তত্ত্বকে পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্র,মিশরীয় যাদুশাস্ত্র এবং ইহুদী যাদুশাস্ত্রে। এখান থেকেই পিথাগোরাস ও স্টোয়িক্স এই যাদুশাস্ত্রীয় আকিদা বা কুফরি বিশ্বাসটিকে গ্রহন করেছে। খ্রিস্ট ও ইসলামী শাসনের আধিপত্যের দরুন এই আকিদাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী লুকায়িত অবস্থায় থাকে। অবশেষে একে সর্বপ্রথম পুর্নাঙ্গরূপে আলোয় নিয়ে আসেন ১৯ শতকের মহান দার্শনিক Friedrich Nietzsche। তিনি এই বিশ্বাসের সাথে আরো অনেক চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটান।

চিরন্তন পুনরাবৃত্তির তত্ত্বটি যার উপর দাঁড়িয়ে আছে তাকে বলে সময় বা কালের চক্র।এ ব্যপারে সবচেয়ে স্পষ্ট বর্ননা মেলে ভারতীয় পৌত্তলিকদের ধর্মচক্রীয়[শিখ, জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধ] বিচিত্র কুফরি শাস্ত্রের বর্ননায়।মহাযান বৌদ্ধমতের মধ্যমকে সময়ের অনন্ত পুনরাবৃত্তির চক্র তথা কালচক্রের দ্বারা সমগ্র অস্তিত্ব ও জ্ঞানের অসীম চক্রকে প্রকাশ করে[৩]।তিব্বতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে কালচক্রের ব্যপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কালচক্র এমনকি একটা তান্ত্রিক শাস্ত্রীয় শাখার নাম। এই কালচক্রতন্ত্রেই ভবিষ্যতের মাহদি নামের মুসলিমদের নেতা ও গোটা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে সর্বশেষ কল্কি অবতারের[দাজ্জালের] চূড়ান্ত যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছেন কালচক্রীয় সকল জ্ঞান সরাসরি কোথা থেকে এসেছে। মায়ান ও আজটেক সভ্যতারও মধ্যেও কালচক্রের বিশ্বাসটি প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ দর্শনে সংসার বা সমসার শব্দ দ্বারা জীবন ও অস্তিত্বের এক অসীম আবর্তনশীল চক্রকে বোঝায়। আমাদের বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভিত্তিক হবার কারনে আমরা সাধারনভাবে অনেক কুফরি আকিদাবাহী ও অশ্লীল শব্দই ব্যবহার করে থাকি, যার অর্থ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখিনা। 'সংসার'ও তেমনই একই শব্দ। সর্বপ্রথম একে অর্থবাচকহীনভাবে সাথে শব্দটি পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক শাস্ত্র সমূহে কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদী পুনরাবৃত্তিকারী অসীম অস্তিত্বের জন্ম-পুনর্জন্মের আবর্তনচক্রের দ্বারা সংসার/সমসারকে ব্যাখ্যা করা হয়। ভবচক্রের দ্বারাও একই কথা বোঝায়[৪]।

মহাজাগতিক অস্তিত্বের অসীম পুনরাবৃত্তি চক্রকে 'পুনর্জন্ম'[Rebirth] শব্দ দ্বারাও বৈদিক ট্রেডিশনে বোঝানো হয়। মহাবিশ্ব(ব্রহ্মা) অনন্তকাল ধরে অসীম সংখ্যকবার জন্ম মৃত্যু এবং পুনর্জন্মলাভ করছে। এই অকাল্ট সৃষ্টিতত্ত্বকে সংক্ষেপে cyclical universe বা oscillating universe বলে। সমস্ত যাদুশাস্ত্রের অনুসারীরা এই কুফরি মেটাফিজিক্যাল ইন্টারপ্রেটেশনে বিশ্বাস রাখে। এতে বলা হয়, ব্রহ্মাণ্ড এক সংকুচিত বিন্দুর ন্যায় অবস্থা থেকে মহাবিস্ফোরণের দ্বারা অস্তিত্বে আসে। পরে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে থাকে। এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া একসময় থেমে
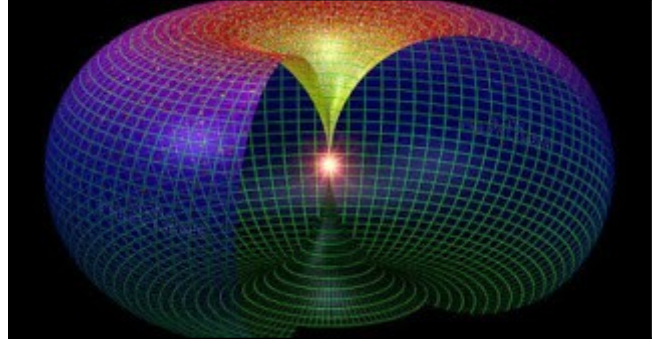
আবারো সংকুচিত হতে থাকে অবশেষে আবারো ঘনবিন্দুতে পৌছে আবারো বিস্ফোরণের দ্বারা সম্প্রসারণ শুরু করে। এভাবেই ইনফিনিট অসোলেশন চলতে থাকে। এই যাদুশাস্ত্রীয় মহাজাগতিক আকৃতি ডোনাট বা ত্রিমাত্রিক টোরাস এর ন্যায়। অর্থাৎ দেখতে কিছুটা আপেল বা কমলার মত যার একদিকে ব্ল্যাকহোল আরেকদিকে হোয়াইটহোল, যার মধ্য দিয়ে এনার্জি ও স্পেসের অসোলেশন ঘটতে থাকে। এখানে কোন শুরু বা শেষ নেই। অর্থাৎ মহাবিশ্বকে কেউ সৃষ্টি বা শুরু করেনি, এর কোন অন্ত বা শেষও নেই। এই পুনর্জন্মবাদ ও পুনরাবৃত্তির চক্রের আদি শেকড় ইতিহাসে মেলে খ্রিষ্টপূর্ব ১ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় শাস্ত্রে। ঋগ্বেদে সাইক্লিক্যাল অসোলেটিং ইউনিভার্সের কথা আছে, যাতে বলা হয়েছে এক অস্তিত্বের সাইকেল বা চক্রের দৈর্ঘ্য ৩১১ ট্রিলিয়ন বর্ষ এবং এক মহাবিশ্বের জীবন প্রায় ৮ বিলিয়ন বর্ষ।

আমি বিগত পর্বগুলোয় দেখিয়েছি হিন্দু শাস্ত্র সমূহে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অনেক বিষয় যেমন পরমাণুতত্ত্ব,মহাকর্ষতত্ত্ব ও পৃথিবীর স্ফেরিক্যাল আকৃতির ব্যপারে বিশদ বর্ননা রয়েছে। একইভাবে অসোলেটিং সাইক্লিক্যাল ইউনিভার্সের ব্যপারেও বিশদ আলোচনা আছে বৈদিক শাস্ত্রে। দেবতাদের রূপক দ্বারা বোঝানো বেদান্তশাস্ত্রের এ সৃষ্টিতত্ত্বে ব্রক্ষ্মা শ্রীবিষ্ণু হতে উদ্ভূত,জড় জগতে ভগবানের তিনটি পুরুষাবতার বিষ্ণুরূপ প্রকাশিতঃ প্রথম পুরুষাবতারঃ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু। কারণ উদক সাগরে
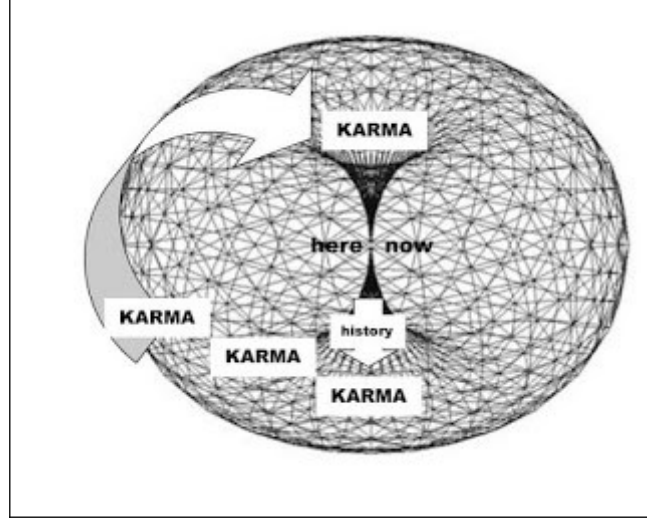
(কার্যকারণ মহাসাগর) শায়িত এই মহাবিষ্ণুর বিরাট শরীর থেকে কোটি কোটি ব্রক্ষ্মান্ড [universes এর ক্লাস্টার-কস্মিক প্লুরালিজম]প্রকাশিত হয়, মহাপ্রলয়ে(অবলুপ্তি সমস্ত জড় ব্রক্ষ্মান্ডগুলি ধ্বংস হয়ে সূক্ষ্ম জড় উপাদনরূপে তাঁর দিব্য শরীরে বিলীন হয়।দ্বিতীয় পুরুষাবতারঃ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু মহাবিষ্ণু নিজেকে কোটি কোটি রূপে বিস্তার করে প্রতিটি ব্রক্ষ্মান্ডে প্রবেশ করে ব্রক্ষ্মান্ডের গর্ভোদকে শয়ন করেন। তারপর ব্রক্ষ্মাকে সৃষ্টি করেন। ব্রক্ষ্মার মাধ্যমে সূর্য ও চতুর্দশ ভুবন বা গ্রহলোকসমূহ সৃষ্টি করেন। তৃতীয় পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রতি ব্রক্ষ্মান্ডে শ্রীবিষ্ণু নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করে করে জীবসত্তাকে ভগবদধামে ফিরে আসতে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক জীব হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন। এইভাবে, কোটি কোটি, অসংখ্য অনন্তরূপে ভগবান নিজেকে বিস্তার করেন, কিন্তু তিনি 'অদ্বৈতম' (অ দ্বৈত) তিনি এক ও অভিন্ন এবং সকল রূপের পরম উৎস শ্রীকৃষ্ণ[বিষ্ণুর অন্যনাম] স্বরূপ, এটিই বৈদিক শাস্ত্রের সিধান্ত। ব্রক্ষ্মসংহিতায় বলা হয়েছে [৫/৩৩]: অদ্বৈতম-অচ্যুতম-অনাদিম-অনন্তরূপম ,আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ। বেদেষু দুর্লভম-অদুর্লভম-আত্মভক্তৌ ,গোবিন্দম-আদি পুরুষং তমহং ভজামি ..অর্থঃ "যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ সম্পন্ন, আদি পুরাণ পুরুষ হয়েও নিত্যনবন বায়মান যৌবন সম্পন্ন সুন্দর পুরুষ, বেদাদি শাস্ত্র পাঠে দুর্লভ কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তির লভ্য, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

বেদে সর্বদেবতার উপাস্য ভগবান রূপে শ্রীবিষ্ণুকে স্তুতি করা হয়েছে, যেমন ঋগবেদে (১/২২/২০) বলা হয়েছে: ওঁ তদবিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা ,পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম. ,তদবিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংষঃ ,সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম

"পরমেশ্বর বিষ্ণুই হচ্ছেন পরম সত্য. সুরগন তাঁর পাদপদ্ম দর্শনে সর্বদাই উদগ্রীব. সূর্যের মতোই ভগবান তাঁর শক্তিরশ্মির বিস্তার করে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। "
ঋগবেদে ১/২২/১৭, ১/২২/১৮, ১/১৫৪/১, ১/১৫২/২, ১/১৫৪/৩, ১/১৫৪/৪, ১/১৫৪/৬ নং মন্ত্রে বিষ্ণুর কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে,
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ। অর্থাৎ "ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে জগতে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান তিনি সৃষ্টির আদিতে যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ[বিষ্ণু]।"

শ্রীবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ বা বিস্তার, শাস্ত্রের সিধান্ত, যেমন সকল বেদ উপনিষদের সার গীতোপনিষদ, ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বলে সম্বোধন করা হয়েছে শমং চ বিষ্ণো (১১/২৪), প্রতপন্তি বিষ্ণো (১১/৩০), আদিত্যানাম অহং বিষ্ণু(১০/২১) ইত্যাদি।[৫]

অর্থাৎ বিষ্ণুই হচ্ছে সবকিছুর ধারক। ভাগবতপুরাণ অনুযায়ী ক্ষীরসমুদ্রে বিষ্ণু নিদ্রায় শায়িত হলে পদ্মস্বপ্ন দর্শন শুরু করে। স্বপ্নে তার নাভি থেকে পদ্ম উদগত হয়ে ব্রহ্মার জন্ম হয়, ব্রহ্মা মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে। বিষ্ণুর স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নটরাজ শিবের ধ্বংস নৃত্যের মাধ্যমে। বিষ্ণুর স্বপ্ন ভঙ্গ হবার সাথে সাথে তার স্বপ্নীল মহাবিশ্বেরও ধবংস ঘটে। আবারো বিষ্ণু বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের নিদ্রাহীন স্বপ্নে শায়িত হন, এরপরে আবারো মহাজাগতিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পর শিবের দ্বারা ব্রহ্মার সৃষ্টির বিনাশ ঘটে। এভাবেই অসীম সংখ্যকবার মহাবিশ্বের জন্ম পুনরর্জন্ম ঘটে আসছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে।

মহাজাগতিক সৃষ্টির এই জন্ম ও পুনর্জন্মের আবর্তনচক্র তথা কালচক্রের এক একটি চক্রের শুরুতে বিষ্ণুর স্বপ্নের শুরুর মাধ্যমে বিগব্যাং সংঘটিত হয়,একইভাবে স্বপ্নভঙ্গের সময় বিগক্রাঞ্চ ঘটে। অর্থাৎ এই বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে এই সাইক্লিক্যাল মহাবিশ্ব অনবরত বিগব্যাং ও বিগক্রাঞ্চের মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে বিগব্যাং এর ব্যপারে স্পষ্ট বর্ননা আছে। কথা উপনিষদ এর ২:২০ এ বলা হয়েছে, সবকিছুই ব্রহ্মার থেকে সৃষ্ট "**যা পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র ছিল এবং সেটা মহানের চেয়েও মহান**।" একইভাবে Nasadiya Sukta এবং ঋগ্বেদের ১০:১২৯ এ বর্নিত আছে যে মহাবিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিন্দু থেকে। এটাই আজকের বিজ্ঞান!

যাইহোক,এই বৈষ্ণবীয় স্বপ্নের থেকেই মূলত মায়াবাদ ও হলোগ্রাফিক সিমুলেশন তত্ত্বের জন্ম, যা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। একইভাবে আজকের এই বিগব্যাং-বিগক্রাঞ্চ তত্ত্বের অরিজিনও এই occult cosmogony! আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে এসকল দেবতাদের বর্ননা সবই রূপক। এটা পদার্থবিদগনও বলেন। এসব দেবতারা প্রাকৃতিক নীতির পার্সোনিফাইড ম্যানিফ্যাস্টেইশান। এ সমস্ত দেবতাদের রূপক বর্ননার দ্বারা বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব বিগব্যাং ও বিগক্রাঞ্চের ইনফিনিট অসোলেশনের শিক্ষা দেয়।
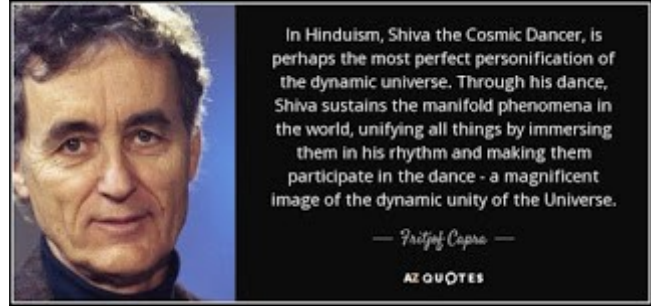
সাইক্লিক্যাল চিরন্তন পুনরাবৃত্তির প্যাগান সৃষ্টিতত্ত্বের আদি উৎস খুঁজতে গিয়ে আমাদেরকে ভারতের পর পৌছতে হয় গ্রীসে। উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী প্রাচীন গ্রীসে ইটারনাল রিকারেন্সের সাথে পরিচিত ছিলেন Empedocles, Citium এর Zeno ও Stoics (ekpyrosis, palingenesis)। Virgil এর ষষ্ঠ বই Aeneid কবিতার ৭২৪ থেকে ৭৫১ লাইনেও এই আকিদার কথা উল্লেখ আছে। এরও বহু আগে এই অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউয়ের দেখা মেলে যাদুশাস্ত্রের স্বর্গভূমি প্রাচীন মিশরে। মিশরের প্যাগানদের দেবতা বন্দনার অকাল্ট শাস্ত্রে উল্লেখ আছেঃ"**If you believe in the gods, then you believe in the cycle of time that we are all playing our parts in a story that is told again and again, and again throughout eternity."**

অর্থঃ**"তুমি যদি দেবতাদের বিশ্বাস করো, তাহলে তুমি অবশ্যই কালচক্রে[cycle of time] বিশ্বাস করো, যেখানে আমরা প্রত্যেকেই একটি গল্পের মধ্যে আমাদের নিজ নিজ চরিত্রে অভিনয় করছি, যেটি বারং বার এমনকি সীমাহীন বার বলা হবে।"**

[Hymn to Sekhmet]

আপনারা দেখতে পারছেন এখানে প্যাগানিজমের সাথে এই কুফরি আকিদার সম্পর্ককে আলাদাভাবে দেখানো হচ্ছে। পিথাগোরাস প্রায় ২২ বছর অতিবাহিত করে মিশরীয় যাদুকরদের থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য। সুতরাং আশা করি বুঝতে পারছেন পিথাগোরিয়ান গিল্ডে এই অকাল্ট শিক্ষার অনুপ্রবেশ কিভাবে হয়েছে। এবার প্রশ্ন আসতে পারে মিশরে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত এই কুফরি আকিদা কোথা থেকে এলো। সহজ উত্তর বাবেল শহর। এবার আমাদেরকে এর সবচেয়ে প্রাচীন উৎস খুঁজতে; ফিরে যেতে হবে যাদুশাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রাচীন ভূমি ব্যবিলনে। আপনারা জানেন একসময়কার সারা পৃথিবীর একক বাদশাহ বাবেলসম্রাট নেবুচাদনেজার ইহুদিদেরকে বন্দি করে ব্যবিলনে নিয়ে যায়। সেখানকার বন্দিদশা থেকে মুক্তির একটা উপায় হিসেবে তারা তাওরাতকে ছুড়ে ফেলে গ্রহন করে যাদুবিদ্যাকে। ইহুদীদের হিব্রু শাস্ত্র Ecclesiastes এ ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন বর্ননা পাওয়া যায় সেই চিরন্তন পুনরাবৃত্তির[সিক্লিক্যাল লুপ] কুফরি আকিদার। এতে বলা হয়েছে,**"What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun.”**

অর্থঃ"যা হয়েছে তা আবারো হবে, যা করা হয়েছে তা আবারো করা হবে;সূর্যের নিচে[জগৎসংসারে] কোন কিছুই নতুন নয়।"

(Ecclesiastes 1: 9)

সুতরাং এখন যা কিছু ঘটতে দেখছেন এটা পূর্বে হয়েছে। আবারো হবে। দুনিয়াতে নতুন বলে কোন কিছুই নেই। এ কিতাবের আসল লেখকের নাম অজানা। এর ন্যারেটর বা বর্ণনাকারী হিসেবে Qoheleth শব্দের অজ্ঞাত কাউকে পাওয়া যায় যার অর্থ শিক্ষক। তালমুদ ও কাব্বালিস্ট ইহুদীরা এক্লেসিয়াস্টিসের ব্যপারে দাবি করে যে, এটা সোলাইমান [আ:] নিজে লিখেছেন। কিন্তু সমস্যার বিষয় হলো এর কথা গুলো ওল্ড টেস্টামেন্টের সাথেই সাংঘর্ষিক। সাংঘর্ষিকতা কমানোর জন্য র‍্যাবাইদেরকে সেন্সরিং এর জন্যও বলা হয়েছে। উইকিপিডিয়া অনুসারে,**".....contradict other portions of the Old Testament, and even itself. The Talmud even**

suggests that the rabbis considered censoring Ecclesiastes due to its seeming contradictions."

তাছাড়া আরো বড় সমস্যা হলো এই রহস্যময় কিতাব মানুষকে বর্তমান সময়টাকে ইচ্ছেমত উপভোগের জন্য উপদেশ দেয়। যখনই সুযোগ পায় যেভাবেই হোক মানুষ যেন সময়টাকে সর্বোচ্চ উপভোগ করে। মানুষের কর্মের কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ এটা অনেকটা কার্পিডিয়েম থিওরির শিক্ষা দেয়, যেটা মূলত শয়তানের কথার সাথে মেলে। সম্ভবত, এজন্যই চিরন্তন পুনরাবৃত্তির কুফরি আকিদার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্লেসিয়াস্টিস ২৪ টি হিব্রু তানাখের একটি। সম্ভবত এটা সেই কিতাবেরই অন্তর্গত, যেটা ইহুদীরা মুখ বাঁকিয়ে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এর সম্মুখে পাঠ করতো এবং আল্লাহর রাসূল(সাঃ) সেসবের সাথে কুরআনের আল্লাহর বানীর কোন সঙ্গতি খুঁজে পেতেন না। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে।"

[আল ইমরান ৭৮]

আপনারা জানেন, বাবেল শহরে শয়তানের আবৃত্ত যাদুশাস্ত্রসমূহকে যখন বাদশাহ সোলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিসালাম একত্রিত করে তার নিজের সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখে, ইহুদীরা শয়তানের প্ররোচনায় সোলাইমান[আ:] এর পরলোকগমনের পর যাদুশাস্ত্র সমূহকে খুঁড়ে বের করে এবং সেসব শাস্ত্রকে সোলাইমান[আঃ] এর লেখা বলে দাবি করে, তাকেই যাদুকর বলতে শুরু করে। অর্থাৎ এরা শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্র সমূহকে সোলাইমান[আঃ] উপর আরোপ করে[২২] এবং নিজেরাও এর অনুসরন করে। আল্লাহ এসব ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,**"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত।"[আল বাকারা - ১০২]**

ইহুদীরা আজও এক্সপ্যানশন ও কন্ট্রাকশনের কুফরি সৃষ্টিতত্ত্বকে শেখায়। Mrs shimona tzukernik হেসিডিক ট্রেডিশনের উপর ভর করে এই মহাবিশ্বের অরিজিন্সের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে

গিয়ে বলেন, সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুই নতুন করে সৃষ্টি করেন নি বরং তিনি তার অস্তিত্বকে কিছুটা contract বা সংকুচিত করে তারই অস্তিত্বকে সৃষ্টিজগত হিসেবে প্রকাশ করেন[সর্বেশ্বরবাদ]! নিঃসন্দেহে এসব শয়তানেরই শিক্ষা। সুতরাং, বাবেল শহরের স্যাটানিক চ্যান্টিং থেকেই এক্সপ্যানশন-কন্ট্রাকশনভিত্তিক সাইক্লিক্যাল অরোবোরিক ইউনিভার্সের তত্ত্বটি এসেছে।

অকাল্ট সিম্বল অরোবোরাস দ্বারা যাদুকররা জন্ম,মৃত্যু,জীবন এবং বৃহত্তর পরিসরে মহাবিশ্বের চিরন্তন অসীম সাইক্লিক তথা আবর্তনচক্র বা পুনরাবৃত্তিকে প্রকাশ করে[তথ্যসূত্রঃউইকিপিডিয়া]। স্ট্রোল[২০০৪] অরোবোরাসের চিত্র দ্বারা জগৎ সংসার/সমসারের আবর্তনচক্রকে বুঝিয়েছে। এটাই সকল অকাল্ট ফিলসফার তথা যাদুশাস্ত্রের অনুসারীদের বিশ্বাস[২০]। নস্টিসিজমে [Gnosticism], সর্পের নিজের লেজকে নিজে গ্রাস করার প্রতীক দ্বারা পার্থিব চৈতন্যের অসীম চীরঞ্জীব অস্তিত্বকে বোঝানো হয়। মিশরীয় আইকনোগ্রাফিতে দেখানো নিজের লেজকে গিলতে থাকা সর্পের প্রতীক তথা ouroboros পাশ্চাত্যে প্রবেশ করে গ্রীক ম্যাজিক্যাল ট্রেডিশনের হাত ধরে। এ যাদুশাস্ত্রীয় তাৎপর্যবাহী প্রতীক নস্টিসিজম, হার্মেটিসিজম ও আলকেমিতেও খুব বেশি ব্যবহার হয়।

অকাল্ট ফিলসফার Carl jung বলেন,**"আলকেমিস্টরা তাদের নিজেদের পন্থায় প্রকৃতির স্বাতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার ব্যপারে আমাদের চেয়ে ভাল জানেন,তারা এ সংক্রান্ত প্যারাডক্স অরোবোরাসের প্রতীক দ্বারা বোঝায়,যাতে দেখানো হয় একটি সর্প তার নিজের লেজ গ্রাস করছে। অরোবোরাসের একটি অর্থ হচ্ছে ইনফিনিটি বা অসীমতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এ প্রাচীন প্রতীকে একটি জিনিস নিজেকেই গ্রাস করানোকে দেখায়, এবং নিজেকে চক্রাকার প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ করে।.... এই ফিডব্যাক প্রক্রিয়া একই সাথে অমরত্বের প্রতীক। যেহেতু অরোবোরাসে দেখানো হয় যে এটা নিজেকেই হত্যা করছে এবং নিজেকেই জীবনে ফিরিয়ে আনছে। নিজে নিজেই উর্বর করছে একাএকাই জন্ম দিচ্ছে।...."**

Martin Rees অরোবোরাসকে ব্যবহার করেন ইউনিভার্সের বিভিন্ন স্কেলকে বোঝানোর জন্য। ১০-২০ cm[সাবএ্যাটমিক] লেজ থেকে ১০২৫ cm মাথা[সুপারগ্যালাক্টিক] পর্যন্ত। রিজ বলেন,**"মাইক্রো ওয়ার্ল্ড ও কস্মোর সাথে আন্তঃসম্পর্ক অরোবোরাসের দ্বারা বোঝানো যায়।"**যেহেতু মাথা ও লেজ একত্রিত হয়ে চক্রটিকে পূর্ণ করে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১ অব্দের বৈদিক শাস্ত্র ঐতেরয় ব্রাহ্মনে বৈদিক রিচুয়ালগুলোকে তুলনা করা হয়েছে "সর্পের নিজের লেজ নিজে গ্রাস করার"[সাইক্লিক] মত করে। কুণ্ডলিনীকে বোঝাতেও অরোবোরাসকে ব্যবহার হয়। মধ্যযুগীয় যোগ-কুণ্ডলিনী উপনিষদে আছে, **"কুণ্ডলিনী শক্তি কচি পদ্মের ডগার ন্যায় দ্যুতি ছড়ায়,অনেকটা একটা সর্পের মতো, যেটা নিজের চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে তার লেজকে তার মুখের মধ্যে গ্রাস করিয়ে তন্দ্রায় শুয়ে আছে"। [১.৮২]**

সুতরাং বুঝতে পারছেন অরোবোরাসের অরিজিন্স কত পুরোনো। বৈদিক এ শাস্ত্রে শয়তানি শক্তিকে অরোবোরাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। জার্মান অর্গ্যানিক কেমিস্ট August Kekulé তার জীবনের একটি ইউরেকা মুহুর্তের বর্ননা করেছেন যখন সে অরোবোরাসের স্বপ্নময় কল্পনাচিত্র দেখে বেনজিনের স্ট্রাকচারকে বুঝতে পেরেছেনঃ **"I was sitting, writing at my text-book; but the work did not progress; my thoughts were elsewhere. I turned my chair to the fire and dozed. Again the atoms were gamboling before my eyes. This time the smaller groups kept modestly in the background. My mental eye, rendered more acute by the repeated visions of the kind, could now distinguish larger structures of manifold conformation: long rows, sometimes more closely fitted together; all twining and twisting in snake-like motion. But look! What was that? One of the snakes had seized hold of its own tail, and the form whirled mockingly before my eyes. As if by a flash of lightning I awoke; and this time also I spent the rest of the night in working out the consequences of the hypothesis."**

অর্থাৎ তিনি সেই কুণ্ডলিনী শক্তির থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে বেনজিনের স্ট্রাকচার বুঝতে পেরেছেন। অরোবোরাস[৬] এর মূল তাৎপর্য যেটা সেটা হলো, এর দ্বারা এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আদি-অন্তবিহীন, সেল্ফ অর্গ্যানাইজড মহাবিশ্বকে বোঝানো হয় যার শেষ মানেই আরেকটি শুরু।

সেল্ফ সাস্টেইন্ড, সেল্ফ ডিপেন্ডেন্ট, সেল্ফ অর্গ্যানাইজড ইউনিভার্স নিজেই নিজের সৃষ্টি ঘটায় এবং অসীম সংখ্যকবার ধ্বংস সৃষ্টির সাইকেলের মধ্যে চালিত হয়।এটা যাদুকরদের পুনর্জন্ম ও অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অসীমতা ও অমরত্বের

আকিদার তাৎপর্যও বহন করে। এ Ouroboric ইমপ্লিকেশন পাওয়া যায় মিশরীয় দেবতা-বন্দনা গাঁথায়ঃ **"I am the Phoenix, the fiery Sun, consuming and resuming myself." অর্থ: "আমি ফিনিক্স, জ্বলন্ত সূর্য, নিজে নিজেই নিঃশেষিত ও পুনরাবির্ভাব ঘটাচ্ছি।**

— Hymn to Sekhmet

অরোবোরাসের ন্যায় আরেকটি অকাল্ট তাৎপর্যবাহী জিনিস হলো অন্তহীন গিঁট[endless knot]। তিব্বতীয় বৌদ্ধমতে ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ইন্দু সভ্যতার মাটির শিলালিপিতে আবিষ্কৃত এই অন্তহীন গিঁটের[৭] দ্বারাও সাইক্লিক্যাল সংসার বা নিরন্তর আবর্তন চক্রকে বোঝায়। উইকিপিডিয়ায় অনুযায়ী,**The endless knot**

iconography symbolised Samsara i.e., the endless cycle of suffering or birth, death and rebirth within Tibetan Buddhism.

[উইকিপিডিয়া]

রেনেসাঁর পর পিথাগোরিয়ান গ্রীক যাদুশাস্ত্রের হাত ধরে পাশ্চাত্যে সাইক্লিক্যাল ইটারনাল অসোলেটিং ইউনিভার্সের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু যাদুশাস্ত্রের অনুসারীরা প্রথম থেকেই বিশ্বব্যাপী কস্মোলজিক্যাল আইডিয়ার মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিবর্তনের মাধ্যমে যাদুশাস্ত্রীয় তত্ত্বের অভিমুখী করতে মনস্থ হয়। এজন্য সাইক্লিক্যাল কস্মোলজির মত এত গভীর মেটাফিজিক্যাল আইডিয়ার দিকে রিরাইট করার পরিবর্তে আব্রাহামিক থিওলজির সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষে থাকা ছোট

বিষয়গুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া হয়। যেমন স্পেস,হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি, প্ল্যানেটারি নোশন, পৃথিবীর স্ফেরিক্যাল আকার ইত্যাদি। এসমস্ত বিষয়গুলো যখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন থেকে মেটাফিজিক্সের আল্টিমেট প্রশ্নোত্তরের দিকে যাওয়া শুরু হয়। এর মূল যাত্রা শুরু হয় ব্ল্যানকুই ও নীটসের মত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের হাত ধরে। ১৮৭১ সালে Louis Auguste Blanqui একটি নিউটনিয়ান কস্মোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডকে কল্পনা করে, যেখানে স্থান ও কাল অনন্ত।তিনি ইটারনাল রিকারেন্সকে গাণিতিকভাবে নিশ্চিত সত্য বলে প্রমাণ করার দাবি করেন[৮]।

ব্ল্যাংকুইর পাশে ছিলেন ফ্রেডরিক নীটসে। এটাই নীটসে[Friedrich Nietzsche] লেখালিখির কেন্দ্রীয় বিষয়ে ছিল। হাইডেগার তার লেকচারেও নীটসের প্রসঙ্গে এটা বলেন। নীটসের এ সংক্রান্ত প্রথম পাওয়া যায় The Gay Science এর aphorism 341("The Greatest Weight") এ। তিনি তাতে প্রারম্ভিক ভাবে এটাকে সরাসরি বাস্তব অবস্থা হিসেবে না উপস্থাপন করে একে হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপন করেন। হাইডেগারের মতে, নীটসে ইটারনাল রিকারেন্সের[চিরন্তন প্রত্যাবর্তন/পুনরাবৃত্তি] বিষয়টিকে সত্য বা মিথ্যা তা না বলে, এ সংক্রান্ত প্রশ্নের বোঝা চাপিয়ে দেন। তিনি এর সাথে আরো কিছু চিন্তাধারার সমন্বয় করেন, এর একটি হচ্ছে amor fati। আমোর ফাতি শব্দের Amor অর্থ ভালবাসা, fati অর্থ fate বা ভাগ্য। এর অর্থ ভাগ্যবরণ বা ভাগ্যকে ভালবাসা। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে সবকিছুকে চোখ বুজে সন্তুষ্টি সাথে বরণ করা, মেনে নেয়া, ভাগ্য বা অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে হতাশা। ইহুদী শাস্ত্র এক্লেসিয়াস্টিসেও একই রকম পেসিমিস্টিক চিন্তাধারা পাওয়া যায়।
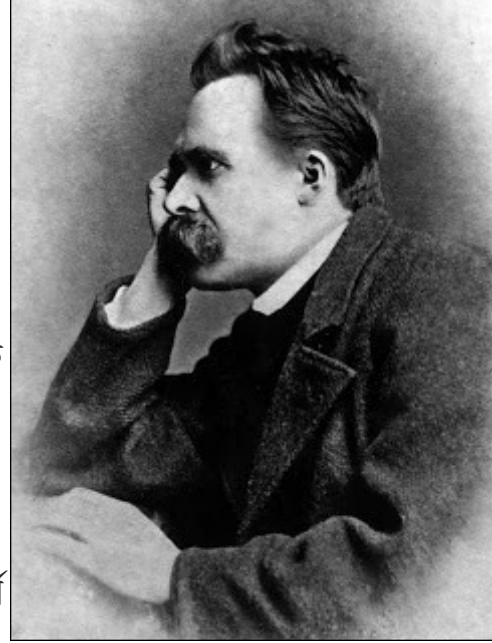
ইটারনাল রিকারেন্সের বিষয়টি নীটসে[Nietzsche] "দ্য গে সায়েন্স" বইয়ের ২৮৫ ও ৩৪১ নং সেকশনে পাওয়া যায়। এই কন্সেপ্টটির বিশদ বর্ননা আছে ২০০৭ সালে Søren Kierkegaard এর সাথে প্রকাশিত এক নোটে। নীটসে সবচেয়ে সংক্ষেপে এবং পরিষ্কারভাবে এই চিন্তাধারার

প্রকাশ করেন যখন তিনি বলেন,**"সবকিছুই ফিরে এসেছে। লুব্ধক তারকা, এবং মাকড়শা এবং তোমার এই মুহুর্তের চিন্তাগুলো, এবং তোমার এই সর্বশেষ চিন্তাটি যে সবকিছুই ফিরে এসেছে।"**

Lou Andreas-Salomé দেখিয়েছেন যে, নীটসে তার এ তত্ত্বকে উপস্থাপনের সময় প্রাচীনকালের সময়ের সাইক্লিক্যাল কন্সেপ্ট তথা কালচক্রের সাথে সংযোগ ঘটিয়েছেন; বিশেষ করে পিথাগোরিয়ানদের সাথে এবং অবশেষে ধ্যানযোগের সাথে। নীটসের সমসাময়িক Henri Lichtenberger এবং Charles Andler তাদের লিখিত তিনটি কিতাবে নীটসের অনুরূপ একই ইটারনাল রিকারেন্স হাইপোথেসিসের নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। নীটসে এই কন্সেপ্ট পিথাগোরিয়ানদের থেকে যেভাবে গ্রহন করেছেন, একইভাবে তিনি এই বিষয়ে সরাসরি শয়তান দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। শয়তানই সরাসরি তাকে এই কুফরি আকিদার মধ্যে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে।এর প্রমাণ তিনি নিজের লেখাতেই দিয়েছেন।Nietzsche লিখেছেনঃ**"কেমন হবে যদি কোন এক দিন বা রাত্রে একটা শয়তান[ডিমন] আপনার একাকীত্বে ভরা সময়ে আপনার পিছনে লুকিয়ে থাকে এবং বলে,"এই জীবন যাতে তুমি এখন বেচে আছো, এটাতে তুমি এই [জীবনের]আগেও বেচে থেকে পার করেছো, এবং ভবিষ্যতেও আবারো অসংখ্যবার পার করবে; এবং এতে কোন নতুনত্বের কিছুই নেই; প্রত্যেক সুখ, দুঃখ,আনন্দ, প্রত্যেক চিন্তা, দীর্ঘশ্বাস এবং জীবনের সমগ্র অব্যক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সবকিছুর পুনরাবৃত্তি বা প্রত্যাবর্তন ঘটবে হবে,সবই অপরিবর্তিত সাক্সেসন ও সিকোয়েন্সে ঘটবে? -- এমনকি এই মাকড়শা এবং এই গাছের ভেতরে ঠিকরে পড়া চাঁদের আলো, এমনকি এই মুহুর্তটি আমিও। অনন্ত সময়কাচের এই অস্তিত্বটি বার বার উলটে যেতে থাকে,এবং তুমিও ওই বালু কণার মত[উলটে গিয়ে বার বার প্রত্যাবর্তন করতে থাক]!"**

[Gay Science 341]

Walter Kaufmann বলেন যে Nietzsche সম্ভবত Heinrich Heine এর লেখা থেকে এ তত্ত্বকে গ্রহন করেছেন, যিনি লিখেছিলেন:**"সময় অনন্ত,কিন্তু সময়ের মধ্যে থাকা বস্তুজগত সসীম। তারা হয়ত ছোট ছোট পার্টিকেলে বিভাজ্য;কিন্তু এই পার্টিকেলগুলো, পরমাণুগুলোর সংখ্যা নির্দিষ্ট। এবং তাদের কনফিগারেশনের বস্তুও নির্দিষ্ট সংখ্যক।এখন হয়ত লম্বা একটা সময় পেরিয়ে গেছে সমন্বিত অসীম পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়ার শাশ্বত নীতির, সকল কনফিগারেশনসমূহ যা জগতে আগে ছিল, তা পরস্পর সামনে আবারো সাক্ষাত করবে,আকর্ষন করবে,বিকর্ষন করবে।"**[৯]

Henri Poincaré তার “recurrence theorem” এর দ্বারা ১৮৯০ সালে প্রমান করেনঃ আবদ্ধ আবর্তন চক্রের[পার্টিকেল অসীমতার দিকে ছুটতে পারেনা] একটা মেকানিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে,যেকোন অবস্থায় যার মাধ্যমে এই সিস্টেমটি অতিক্রম করে, সেটি ভবিষ্যতে অসীম সংখ্যকবার আরবিট্রারি এ্যাকুরেসিতে অভিগমন করবে। পইনকেয়ারের রিকারেন্স থিওরাম Nietzsche'র 'সমকামি বিজ্ঞান'[দ্য গে সায়েন্স] কিতাবে ইটারনাল রিকারেন্সের ব্যপারে করা প্রশ্নের আট বছর পর প্রমাণিত হয়। ব্ল্যাঙ্কুই দাবি করেন তিনি পইনকেয়ারের রিকারেন্স থিওরামে উপনীত হয়েছিলেন প্রায় একযুগেরও বেশি সময় ধরে। Nietzsche ইটারনাল রিকারেন্সকে সাধারন থট এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে উপস্থাপন করেন নি বরং একে জেনুইন কস্মোলজিক্যাল মেটাফিজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তার বলা ইটারনাল রিকারেন্সের সাথে তার সমকালীন পদার্থবিজ্ঞানী Ludwig Boltzmann এর কথার কোন তফাৎ ছিল না।

যেহেতু আমাদের বাসস্থান অস্তিত্বের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে যাদুশাস্ত্রীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে গিয়েছিল আউটার স্পেস ভিত্তিক হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রনমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এবার বিবর্তনবাদকে বায়োলজির বাহিরে কস্মোলজিক্যাল স্কেলে নিয়ে আসা শুরু হলো যাতে করে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তাবিহীন এক সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুতরাং ১৯২০ সালে
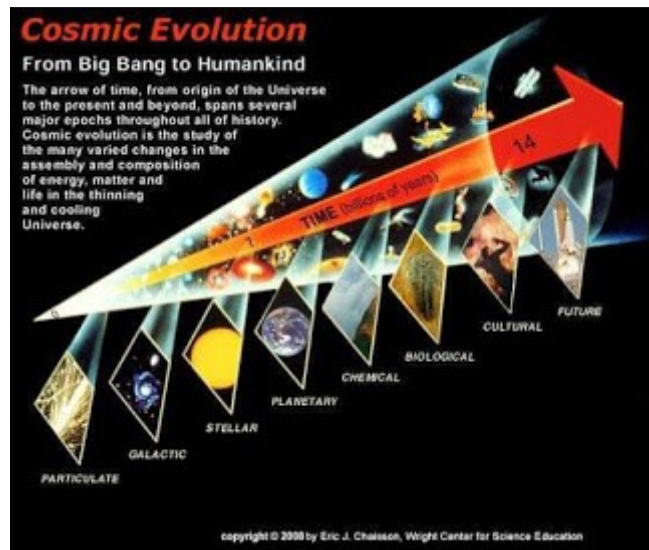
বিগব্যাং নামে একটা চমৎকার কস্মোলজিক্যাল এভ্যুলুশনের তত্ত্ব নিয়ে আসলেন বেলজিয়ান ক্যাথলিক পাদ্রী Georges Henri Joseph Édouard Lemaître।

এতে লেমাইত্রে বৈদিক অকাল্ট শাস্ত্রের অনুরূপ বললেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে পরমাণুর মত বিন্দু থেকে। কিন্তু তার বিগব্যাং তত্ত্বটি পূর্নাঙ্গ অকাল্ট মেটাফিজিক্সের অর্ধেক। এতে করে কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়না। আপনার কাছে যদি এমন এক মহাবিশ্বের ধারনা থাকে যার শুরু আছে, এটা শুরু হয়েছে কেন, এর অস্তিত্বের শুরুর অবস্থা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে আপনার খুব কষ্ট হবে। আপনার কাছে যদি ইউনিভার্সের সাইক্লিক্যাল মডেল থাকে,তবে এর কোন শুরু বা শেষকে ব্যাখ্যা করতে হবেনা, কারন এটা হবে অনন্ত অসীম। অপবিজ্ঞানীরাও বোকা না, এরা পুরো ডোজ একবারে দেয় না। এরা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে যাদুশাস্ত্রভিত্তিক আকিদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। এমনভাবে একটার পর একটা তত্ত্ব আনতে থাকে যাতে করে শয়তানি তত্ত্ব একটার পর আরেকটা আনা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পরে।

এরই ধারাবাহিকতায় বৈদিক শাস্ত্রের বিন্দু থেকে আসা মহাবিশ্বের তত্ত্ব তথা কস্মোলজিক্যাল ইভোলিউশনঃ বিগব্যাং এর পূর্ণরূপকে অপবিজ্ঞান মহলে আনার মহান দায়িত্ব হাতে নেন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ইহুদী অপবিজ্ঞানী জনাব এলবার্ট আইনস্টাইন। ১৯২০ সালের দিকে পদার্থবিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মহাবিশ্বের জন্য একটি চক্রশীল মডেলকে[cyclic model] সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মডেলের চিরস্থায়ী বিকল্প মডেল হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অসিলেটিং ইউনিভার্স তত্ত্বটি দ্বারা মহাবিশ্বকে একটি চিরন্তন ধারাবাহিক সাইক্লিক্যাল
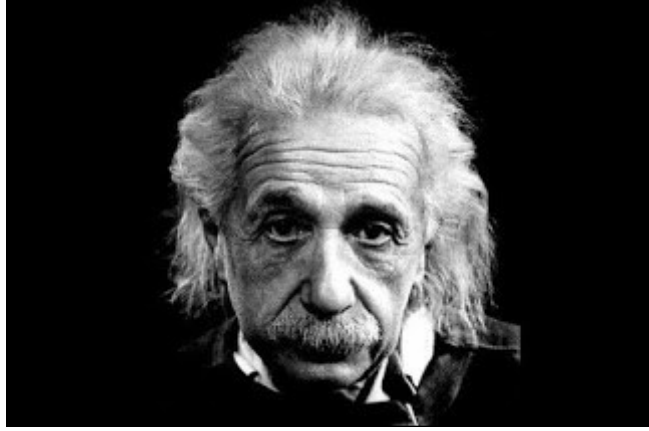
পুনরাবৃত্তিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে প্রস্তাব করেন,এতে প্রত্যেকবার বিগ ব্যাং দিয়ে শুরু হয় এবং একটি বিগ ক্রঞ্চের সাথে শেষ হয়; মধ্যবর্তী সময়ে মহাবিশ্বের কিছু সময়ের জন্য এটির প্রসার ঘটবে, পদার্থের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এর পিছনে ভেঙে পড়বে এবং একটি বাউন্স ঘটাবে[বিগবাউন্স]। ১৯৩১ সালে এলবার্ট আইনস্টাইন সাইক্লিক ইউনিভার্সের ব্যাপারে সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন।এতে বলা হয় বিগব্যাং এর আগে আমাদের ন্যায় আগে একটি ইউনিভার্স ছিল, সেটা সম্প্রসারনের পর সংকুচিত হয় যাকে বিগ ক্রাঞ্চ বলে। এটা আরেকটা বিগব্যাং এর জন্ম দেয় যার ফলে আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়।আইনস্টাইনিয়ান চিরন্তন পুনরাবৃত্তিশীল এই

সাইক্লিক্যাল মডেলের পাশে ছিলেন Alexander Friedmann, Georges Lemaître এবং Richard Tolman। তাদের মত Edgar Allan Poe এবং Friedrich Nietzsche উভয়েরই ইউনিভার্সের ব্যাপারে সাইক্লিক মডেল ছিল।

প্রথম পর্বেই দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম যে জনাব আইনস্টাইন ইহুদী হয়েও ভারতীয় বৈদিক কুফরি শাস্ত্রের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবতগীতার ভক্ত। সুতরাং এতে সন্দেহ নেই যে তিনি ওই বৈদিক অকাল্ট অসীম মহাজাগতিক জন্ম পুনর্জন্মের আবর্তনচক্রের কুফরি আকিদাকে অপবৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসা শুরু করেন যাতে করে সৃষ্টিকর্তাকে শতভাগ নিষ্প্রয়োজন করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের জুন্দুল্লাহদের আমির জনাব আস্বেম ওমরের[হাফি.] মতে ইহুদি অপবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাত্ত্বিকভাবে ইহুদীদের আসন্ন মসীহের থেকে যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করে প্রচার করেন[বিস্তারিত পাবেন ২১তম পর্বে]। সুতরাং সন্দেহ নেই যে এটা সেখান থেকে আসা জ্ঞানগুলোরই একটি, তদ্রুপ বৈদিক সাইক্লিক্যাল অসিলেটিং ইউনিভার্স মডেলের অন্তর্নিহিত তত্ত্বঃ কন্ট্র্যাকশানের[বিগক্রাঞ্চ] অনুরূপ এক্সপ্যানশন তথা বিগব্যাং এর যে থিওরি প্রচলিত আছে সেটাও মসিহের থেকেই অনুমোদিত বিশুদ্ধ কুফরি আকিদা। বিগব্যাং তথা ইউনিভার্সাল এক্সপ্যানশন পূর্নাঙ্গ সাইক্লিক্যাল
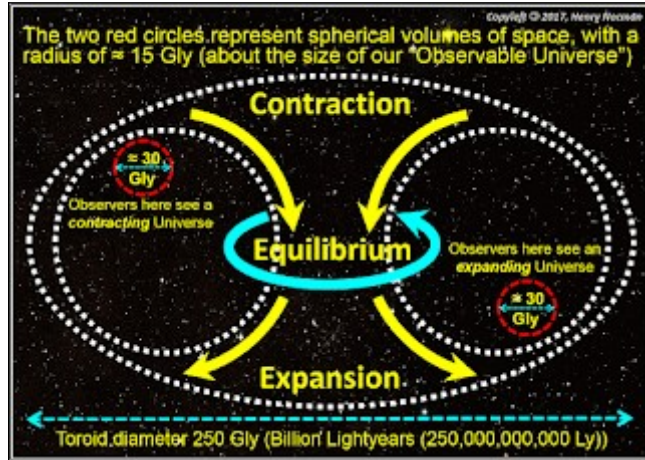
অকাল্ট কস্মোগনিরই ৫০%,যেটাকে এতকাল আলাদা করে নিষ্পাপ চেহারায় প্রচার হয়েছে। বাকি ৫০% তত্ত্ব বিগক্রাঞ্চ তথা ইউনিভার্সাল কন্ট্রাকশন। পূর্নাঙ্গভাবে সাইক্লিক্যাল অসিলেটিং মডেল বা বিগবাউন্স। এজন্যই প্রথমদিকে বলেছিলাম, বিগব্যাং কোন নিষ্পাপ তত্ত্ব নয় বরং যাদুশাস্ত্রভিত্তিক কুফরি সৃষ্টিতত্ত্বেরই অর্ধাংশ।

অপবিজ্ঞানীরা সবসময়ই একটা বিশেষ আকিদাগত ধারাকে প্রমোট করতে থাকে, একটু ব্যতিক্রম কিংবা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কিংবা অভীষ্ট লক্ষ্যে[থিওরি অব এভ্রিথিং(কুফর)] পৌছতে

বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এমন কোন কথাকে অপবিজ্ঞানমহল সহ্য করবেনা। উদাহরণস্বরূপ এখন ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিজিক্সের পতনের পরবর্তী যুগ এবং আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্সের যুগ,এ সময়টাতে রিডাকশনিজমের পক্ষে কেউ যতই দলিল প্রমাণ আনুক না কেন কোন গ্রহণযোগ্যতা পাবেনা। প্রাচীন অকাল্ট শাস্ত্রভিত্তিক জ্ঞানই আজকের ফিজিক্স। যেহেতু বাংলাদেশে সমস্ত কিছু দেরীতে আপডেট হয়,সেহেতু এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ফিজিক্স সংক্রান্ত শিক্ষার ৫০-৬০ বছর আগের কনক্লুশন নিয়ে পড়ে আছে, এরা শ্রোডিঞ্জার-নিলস বোরের প্যারাডাইমের অনুসরণ করে না, আইডিয়ালিস্টিক মেকানিকসের ব্যপারে অজ্ঞ।

যেহেতু, অপবিজ্ঞানমহল একদিকে যেমন তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের বাহিরের কোন কিছুকে সহ্য করে না, তেমনিভাবে তারা সেই লক্ষ্যকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে, সেখানে পৌঁছানোর পূর্বের থিওরেটিকাল সিড়িগুলোকে ম্যাথম্যাটিক্যালি নির্ভুল করতে থাকে। মাঝেমধ্যে প্রব্লেম রিয়্যাকশন সল্যুশনের নীতিও অনুসরণ করে, কখনো বা লক্ষ্যের থেকে বিচ্যুত কোন তত্ত্বে সাময়িকভাবে স্থির হয়; আকাঙ্ক্ষিত থিওরিকে আরও নিপুণভাবে ডেভেলপড হবার জন্য। সাইক্লিক্যাল ইউনিভার্স মডেল এমনই একটি অভীষ্ট লক্ষ্য। আইনস্টাইনিয়ান সাইক্লিক্যাল মডেলের পক্ষে প্রথম দিকে অনেক ফিজিসিস্ট কাজ করেন। যেমন আলেকজান্ডার ফ্রাইডম্যান, কর্নেলিয়াস ল্যাঙ্কজোস, উইলিয়াম ডি সিটার প্রমুখ। ফ্রাইডম্যান আইনস্টাইনের পাশাপাশি ১৯২২ সালে অসিলেটিং ইউনিভার্সের পক্ষে ব্যাপক গবেষণা চালায়। কিন্তু পরবর্তীতে আইনস্টাইনিয়ান সাইক্লিক্যাল মডেলে টাইম স্কেল প্রব্লেমের দরুন অনেক বিজ্ঞানীরা এর থেকে দূরে থাকেন। ১৯৩০ সালে জাপানের পদার্থবিজ্ঞানী Tokio Takeuchi সাইক্লিক্যাল কন্সেপ্টের সপক্ষে কাজ করেন। মজার বিষয় হলো,শুরু থেকে দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত সাইক্লিক্যাল অসিলেটিং ইউনিভার্সের[অনন্ত পুনরাবৃত্তিশীল চক্র] সপক্ষে ছিলেন বিগব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা ক্যাথলিক পাদ্রী জর্জ লেমাইত্রে[১০]! মাঝেমধ্যে সপক্ষে বলেছেন। বস্তুত, তার বিগব্যাং তত্ত্বের উৎস সাইক্লিক্যাল ইউনিভার্স মডেল, যেখান থেকে মাত্র অর্ধেকটার প্রচার করেন। তবে, তিনি পাদ্রী হবার দরুন কখনো মুখ ফুটে এই কালচক্রীয় মডেলে বিশ্বাসের টেস্টিমনি দেন নি, কারন
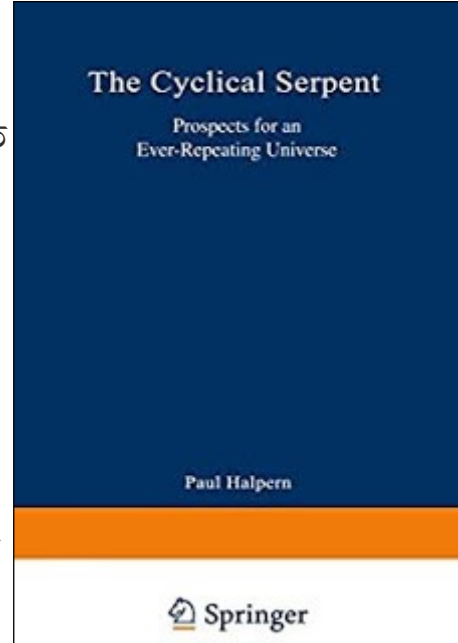
এটা বললে তার প্রিস্টগিরি তো যাবেই,এমনকি খ্রিষ্টান পরিচয় হারিয়ে নাস্তিক, প্যাগান বলে ভৎসনা পাবে। কারন এই সাইক্লিক্যাল মহাজাগতিক ব্যাখ্যা সৃষ্টিকর্তা/পরকাল/শুরু/শেষ সহ সমস্ত আব্রাহামিক ধারণাকে অস্বীকার করে। এটা সম্পূর্ন বিপরীত মেরুর।

যাইহোক,১৯৪০ সালের দিকে সাইক্লিক্যাল মডেলের প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন George Gamow,Ralph Alpher এবং Robert Herman।১৯৫০ সালের পর রেলেটিভিস্টিক সাইক্লিক্যাল মডেলের প্রচার করেন ইংল্যান্ডের William Bowen Bonnor এবং নেদারল্যান্ডের Herman Zanstra। ১৯৮০ সালের ইনফ্ল্যাশন থিওরির হোরাইজন প্রব্লেমের সমাধান হিসেবে আসবার পরে বিগবাউন্স থিওরি সকলের গভীর পর্যালোচনায় আসে যা ইউনিভার্সের বৃহত্তর স্ট্রাকচারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিগবাউন্সকে সহজে বোঝাতে এভাবে বলা যায় যে, বিগবাউন্স=বিগব্যাং+বিগক্রাঞ্চ। সাইক্লিক্যাল মডেলের অন্য আরেক নাম হচ্ছে এই বিগবাউন্স । "বিগ বাউন্স" শব্দটি বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে 1987-এ প্রকাশিত হয়েছিল, এটি প্রথমে ওল্ফগ্যাং প্রিস্টার এবং হান্স-জোয়াচিম ব্লোমের স্টার্ন আন্ড ওয়েলট্রামের এক জোড়া নিবন্ধের (জার্মান ভাষায়) শিরোনামে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি ১৯৮৮ সালে আইওসিফ রোজেন্টালের বিগ ব্যাং, বিগ বাউন্স, একটি রাশিয়ান ভাষার বইয়ের (একটি ভিন্ন শিরোনামের) সংশোধিত ইংরেজি ভাষার অনুবাদে এবং ১৯৯১ সালে প্রিস্টার এবং ব্লোম ইন অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের একটি নিবন্ধে (ইংরেজিতে) প্রকাশিত হয়েছিল[১৯৬৫ সালে পেনজিয়াস এবং উইলসনের কস্মিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড সন্ধানের সাথে বিগ ব্যাং মডেল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার পরে ১৯৬৯ সালে এলমোর লিওনার্ডের একটি উপন্যাসের শিরোনাম হিসাবে এই বাক্যটি স্পষ্টভাবে ছিল।]।Carl Friedrich von Weizsäcker, George McVittie প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিগবাউন্স মডেলকে সমর্থন করতেন।

১৯৮০ এর শুরুতে গবেষণায় ধরা পড়ে ইউনিভার্সের লার্জ স্কেলে স্ট্রাকচার ফ্ল্যাট,হোমোজিনিয়াস এবং আইসোট্রপিক। পরবর্তীতে ৩০০ আলোকবর্ষ দূরত্ব ব্যাপী একটা পরীক্ষনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যাতে করে দেখা যায় মহাবিশ্বের কত দূরত্ব পর্যন্ত একই রকমের পদার্থগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তৈরি। তখন ইনফ্লেশন তত্ত্বের বিভিন্ন সূত্র এবং তাদের বিস্তারিত তাৎপর্য দ্রুত তাত্ত্বিক অধ্যয়নের বিষয় হয়ে উঠেছিল।ইনফ্লেশন তত্ত্বটি কোন বিকল্পের তত্ত্বের অভাবে, হোরাইজন সমস্যার প্রধান সমাধান হয়ে উঠেছিল। ২০০০ এর দশকের গোড়ার দিকে, কিছু বিজ্ঞানী ইনফ্লেশন তত্ত্বকে সমস্যাযুক্ত এবং অযোগ্য বলে প্রমাণিত করেন, কারন এর

বিভিন্ন প্যারামিটারগুলো যে কোনও পর্যবেক্ষণের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, এটাকে ফাইন টিউনিং প্রবলেম বলা হয়। বিগ বাউন্স এদিক দিয়ে একটা অলটারনেটিভ কন্সেপ্ট, যেটা প্রেডিক্টিভ এবং হোরাইজন প্রবলেমের সম্ভাব্য ফলসিফাইয়েবল সমাধান। এজন্য এটাকে নিয়ে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গভীর গবেষণার আওতায় রাখা হয়।[উইকিপিডিয়া]

১৯৮০ সালে বিজ্ঞানী কার্ল সেগান টেলিভিশন ডকুমেন্টারি ভিডিও Cosmos: A Personal Voyage এ সাইক্লিক্যাল অসিলেটিং ইউনিভার্সের কথা বলেন বৈদিক প্যাগান সৃষ্টিতত্ত্বের রেফারেন্সে। তিনি হিন্দুদের সাইক্লিক্যাল কস্মোলজির ভূয়সী প্রশংসা করে একে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব বলে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন, **"হিন্দু ধর্মই একমাত্র পৃথিবীর মহান ধর্ম যেটা মহাবিশ্বের ব্যপারে বলে যে এটা অনন্তবার ধ্বংস ও পুনর্জন্মের চক্রের মধ্যে রয়েছে। এটার সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানের সম্পর্কযুক্ত। এটা সাধারন দিবারাত্রির কথা বলে যেটা ব্রহ্মার ক্ষেত্রে ৮.৬৪ বিলিয়ন বছরে এক চক্র পূর্ণ হবার কথা বলে, যেটার বয়স পৃথিবী ও সূর্যের চেয়ে বেশি এবং বিগব্যাং এর থেকে অর্ধেক। একটা ধারনা প্রচলিত আছে যে, এ মহাবিশ্বটি দেবতার কল্পনা, যিনি ১০০ ব্রহ্মবর্ষ পর এক স্বপ্নহীন নিদ্রায় নিমজ্জিত হয় তখন মহাবিশ্বও তার সাথে স্তিমিত হয়। এটা চলতে থাকে পরবর্তীতে তার আরেক ব্রহ্মশতাব্দী শুরুর আগ পর্যন্ত। তিনি আবারো রিকম্পোজ করতে শুরু করেন এবং আবারো আরেকটি মহাজাগতিক পদ্মস্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এই সময়ে অন্যান্য জায়গায় অসীম সংখ্যক মহাবিশ্ব আছে যেখানে প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা দেবতা রয়েছে যারা মহাজাগতিক স্বপ্ন দেখছে। এই মহান বিশ্বাসটি অন্য আরেকটি বিশ্বাসের সাথে তালে লয়ে মিল আছে, সেটি হয়ত আরও বড় ধারনা, এটা হলো মানবজাতি হয়ত দেবতাদের স্বপ্ন নয়,বরং দেবতারাই মানুষের স্বপ্ন[মানে দেবতাদের রূপকার্থে বোঝানো হয়]।ভারতে অনেক দেবতা আছে, এবং একেক দেবতার একাধিক প্রতিরূপ আছে। এখানকার কলাব্রোঞ্জের এই দেবতাটি শিবের প্রতিরূপ। সবচেয়ে মহিমান্বিত অভিজাত ব্রোঞ্জমূর্তিটি সেটি, যেটি মহাজাগতিক চক্রের**
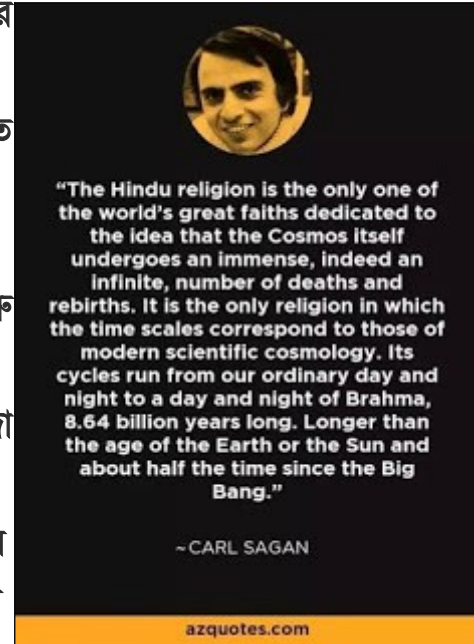
শুরুর সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। একে বলা হয় 'শিবের মহাজাগতিক নৃত্য'। এ দেবতার এই প্রতিমূর্তি কে বলা হয় নটরাজ, এ নৃত্যের রাজা দেবতার চারটি হাত রয়েছে। উপরের ডানদিকের হাতে আছে একটি ড্রাম, যেটা সৃষ্টির শব্দ করে। বায়ের হাতটি অগ্নিজিহ্বা, যেটা মহাবিশ্বের ব্যপারে স্মরণ করায় যে এই মহাবিশ্ব নতুন সৃষ্টি হয়েছে। এবং বিলিয়ন বছর পর ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সৃষ্টি এবং ধ্বংস। এই গভীর সুন্দর ধারনাটি হিন্দু বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। আমি ভাবতে ভালবাসি যে এটা আধুনিক মহাকাশবিষয়ক ধারনারই পূর্বানুমান। কোন সন্দেহ নেই এতে যে আমাদের মহাবিশ্ব বিগব্যাং এর পর থেকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার না যে এই সম্প্রসারণ চিরকাল ধরে হতে থাকবে কিনা। নির্দিষ্ট পরিমানের পদার্থ যদি পরিমাণে অল্প হয়, তাহলে গ্যালাক্সিগুলোর মিচুয়াল গ্রাভিটেশন অপর্যাপ্ত হবে সম্প্রসারণ চালু রাখার জন্য, এটা মহাবিশ্বের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটাবে। কিন্তু মহাবিশ্বে যদি আরো অনেক পদার্থ গুপ্ত অবস্থায় থাকে, যা আমাদের জানাশোনার বাহিরে, যেমন ধরেন ব্ল্যাকহোলের মধ্যে কিংবা গ্যালাক্সির মধ্যের অদৃশ্য উষ্ণ গ্যাসের মধ্যে, তাহলে মহাবিশ্ব সবকিছুকে ধরে রাখবে এবং ভারতীয় সংকোচন ও প্রসারণ চক্রের সেই ধারনার ন্যায় এক মহাজগত এর পর আরেক মহাজগত, এক মহাবিশ্বের পর আরেক মহাবিশ্ব, সীমাহীন মহাবিশ্ব তৈরি হতে থাকবে।যদি আমরা oscillating universe এ বাস করি, তাহলে বিগব্যাং মহাবিশ্বজগতের সৃষ্টির শুরু নয় বরং এটা হবে কেবলমাত্র আগের চক্রের পরিসমাপ্তি, গত মহাজাগতিক অবতারের ধ্বংস।"[১১]
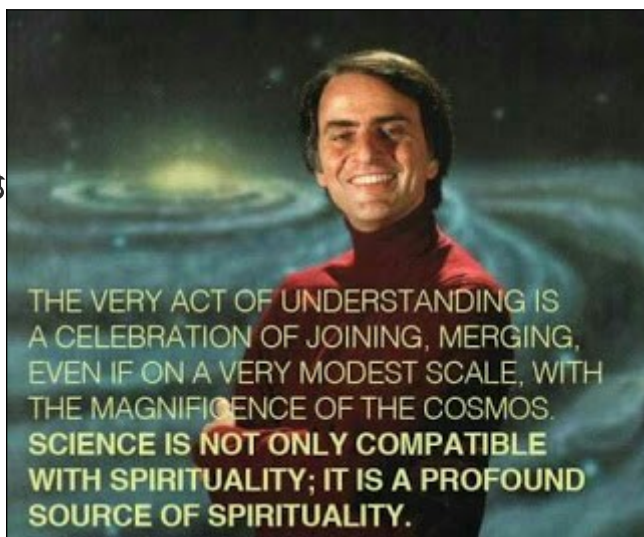
বেদান্তশাস্ত্রীয় কুফরি মহাকাশতত্ত্বের ভক্ত কার্ল সেগান একা নন। তার পাশে আছেন,নিলস বোর, ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ,আরউইন শ্রোডিঞ্জার,রবার্ট ওপেনহেইমার,জর্জ সুদর্শন, ফ্রিতজফ কাপ্রা সহ অনেকেই। উইকিপিডিয়া বলে,Several prominent modern scientists have remarked that Hinduism (and also Buddhism and Jainism by extension as all three faiths share most of these philosophies) is the only religion (or civilization) in all of recorded history, that has timescales and theories in astronomy (cosmology), that appear to correspond to those of modern scientific

cosmology, e.g. Carl Sagan,[21] Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg,[22][23][24] Robert Oppenheimer,[25] George Sudarshan,[26] Fritjof Capra[27] etc.[১২]

(উইকিপিডিয়া)

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, বিগব্যাং বিগক্রাঞ্চসহ সমুদয় চিন্তা মূলত অপবিজ্ঞানীগন অকাল্ট টেক্সটগুলো থেকে ধার করেছে, এখন এই কুফরি আকিদাবাহি কস্মোলজিকে পুনরায় ভারতীয় অকাল্ট শাস্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখে হিন্দুয়ানি মহাকাশ তত্ত্ব এবং হিন্দুদের আকিদার ব্রহ্মান্ড[কস্মিক এগ] সবচেয়ে সায়েন্টিফিক বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আগেই উল্লেখ করেছি যাদুশাস্ত্রীয় মহাবিশ্বের আকৃতি ত্রিমাত্রিক টোরাস বা ডোনাটের আকৃতির। বৈদিক ব্রহ্মাণ্ড বা কস্মিক এগ দ্বারা ক্রমাগত অসিলেশন প্রকাশ করা হয়।যাদুশাস্ত্রের অনুসারীরা বিশ্বাস করে টোরাস আকৃতির মহাবিশ্বকে ক্রমাগত সাইক্লিক্যাললি অসোলেট করতে থাকে। এটা বহুল প্রত্যাশিত বিষয় যে এটাও অপবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করবে।

Itzak Bentov এর A Brief Tour of HIgher Consciousness নামের শেষ বইটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, চেতনা সহ সমগ্র বাস্তব জগতকে টেরোডিয়াল ম্যানিফোল্ডে চিত্রিত করা যায়। তার ডায়াগ্রামে গ্যালাক্সিগুলোকে দেখানো হয় টরয়েডাল "হোয়াইট হোল" আকারে যেখান থেকে শক্তি নির্গত হয় এবং বিপরীত দিকে থাকা "ব্ল্যাক হোল" এটিকে আবার ভিতরে ফিরিয়ে নিয়েছে। বেল হেলিকপ্টার এবং অন্যান্য বড় আবিষ্কারগুলির আবিষ্কারক Arthur Young টরয়েডাল স্ট্রাকচারকে মহাবিশ্বের কস্মোলজিক্যাল মডেল হিসেবে ধরে এর

ফাংশন নিয়ে গবেষণা করে রিফ্লেক্সিভ ইউনিভার্স নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেন।পৃথিবীর
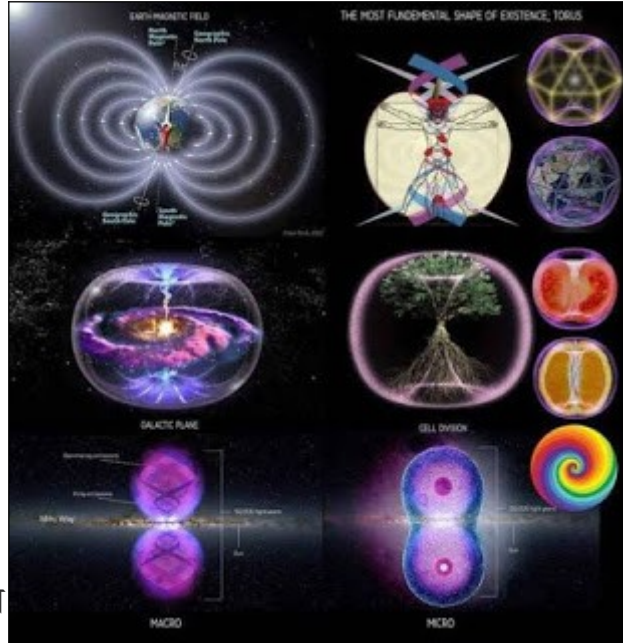
ক্ষেত্রের চিত্র, যাকে বিজ্ঞান ভ্যান অ্যালেন বেল্ট বলে সে ক্ষেত্রটি ডোনাট আকারের। এটিকে বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে টিউব টোরাস বলা হয়। এটি এমন একটি জ্যামিতিক আকৃতি, যা প্রকৃতিতে প্রায়শই পাওয়া যায়।কণা পদার্থবিজ্ঞানে, ডোনাট[doughnut] শেইপটি পার্টিকেলকে ছোটানোর জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ দেয়। তাছাড়া এটি অধিকতর কার্যকর পদ্ধতিতে এই জাতীয় মেশিনগুলির দ্বারা গঠিত প্লাজমা ধরে রাখতে এবং পরিচালনা করতে পারে। টরোইডাল জ্যামিতি স্পেসের ভ্যাকুয়াম শক্তি সঞ্চয়ের চৌম্বকগুলির জন্য আকর্ষণীয়, কারণ এটি বাহ্যিক চৌম্বকীয় ক্ষুদ্র ক্ষেত্র তৈরি করে। রাশিয়া এই ধারণাটি প্রথম প্রকাশ করেছিল Tokamak accelerator এর মাধ্যমে । ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি এই রাশিয়ান মডেলটির উন্নয়ন করেছে এবং প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই নতুন ডিজাইনগুলো ব্যবহার করছে। এই ডিভাইসগুলি ফিউশনের নীতিতে কাজ করে। যে কৌশলে সূর্য এবং নক্ষত্র বিপুল পরিমাণে আলো এবং তাপ উৎপাদন করে। এই ধরনের অবিশ্বাস্য ডিভাইসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক কার্য হবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা।

১৯৮৪ সালে মস্কোর Landau Institute এর Alexei Starobinsky এবং Yakov Borisovich Zel'dovich মহাবিশ্বের আকৃতিগত বিষয়ে three-Torus model কে প্রস্তাব করে। এই থিওরিতে মহাবিশ্বকে ত্রিমাত্রিক টোরাস আকৃতির বলে দাবি করা হয়[১৩]। ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডের কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির গ্লেন স্টার্কম্যান এবং তার সহকর্মীর কিছু আনুমানিক প্যাটার্নের অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু কিছুই পাননি। স্টেইনার এবং তার সহকর্মীরা নাসার উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রপি প্রোব ২০০৩-এর তথ্যাবলী পুনরায় বিশ্লেষণ করেছেন, '3-টোরাস' তথা ডোনাট ইউনিভার্সেরও সন্ধানে। স্টেইনার বলেন, আকর্ষণীয় ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও
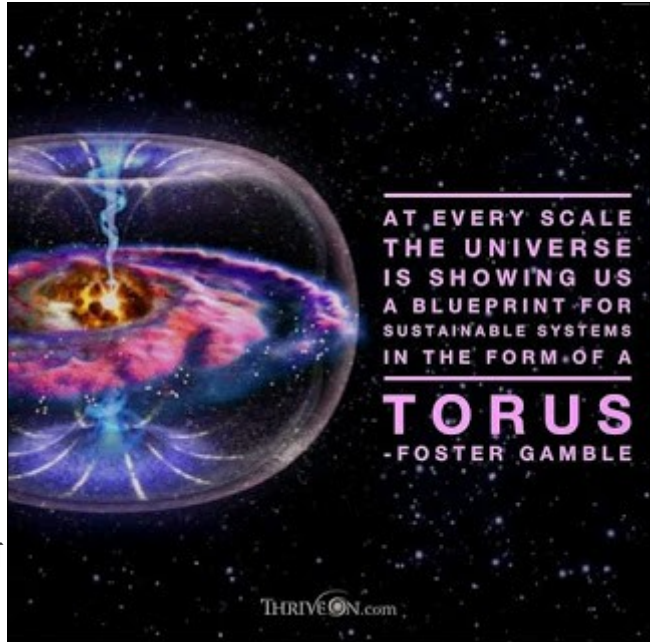
এই আকৃতিটি কল্পনা করা শক্ত। 3-torus হলো পরিচিত ডোনাট আকৃতির একটি এক্সটেনশন এবং কাগজের একটি আয়তক্ষেত্রাকার টুকরো থেকেও এটি গঠিত হতে পারে। আকাশের বিভিন্ন

অঞ্চলে তাপমাত্রার ওঠানামা কীভাবে অসীম মহাবিশ্ব এবং একটি ডোনাট মহাবিশ্ব উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত, সেটা খুঁজতে স্টেইনারের দল তিনটি পৃথক কৌশল ব্যবহার করেছিল। প্রত্যেকবারে, মহাবিশ্বের ডোনাট শেইপের ধারনার সাথে উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রপি প্রোবের ডেটার সবচেয়ে ভাল মিল হয়েছিল। এ গবেষক দলটি এমনকি মহাবিশ্বের সম্ভাব্য আকার চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে, যার সীমা পার হতে প্রায় ৫৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ সময় লাগবে।

ফ্রান্সের প্যারিস অবজারভেটরির Jean-Pierre Luminet ২০০৩ সালে ফুটবল আকারের মহাবিশ্বের প্রস্তাব করেছিলেন,তিনি স্টেইনারের ডোনাট ইউনিভার্স মডেল সক্রান্ত কাজ পছন্দ করেন। তিনি সম্মত হন যে তার বিশ্লেষণগুলো সঠিক হতে পারে।স্টেইনার বিশ্বাস করেন যে এই বছরের শেষের দিকে চালু হওয়া ইউরোপের প্ল্যাঙ্ক স্যাটেলাইট দ্বারা তৈরি করা কস্মিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড এর আরো সুনির্দিষ্ট মেজারমেন্ট মহাবিশ্বের আকৃতির সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবে। স্টেইনার বলেন,"দার্শনিকভাবে, আমি ধারণাটি পছন্দ করি যে মহাবিশ্ব সীমাবদ্ধ এবং একদিন আমরা এটির পুরোপুরি অন্বেষণ করতে এবং এটি সম্পর্কে সমস্ত কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হব। তবে যেহেতু পদার্থবিজ্ঞান এর সিদ্ধান্ত দর্শনের দ্বারা নেওয়া যায় না, তাই আশা করি প্লাঙ্ক স্যাটালাইট তার জবাব দেবে।"
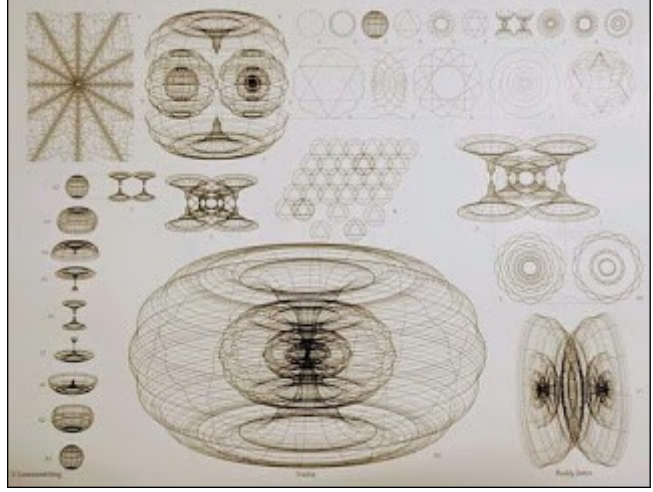
একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সদ্য আবিষ্কৃত ডার্ক এনার্জির উপাদানটি একটি ধারাবাহিক অনন্ত পুনরাবৃত্তিকারী চক্রশীল বিশ্বজগতের জন্য নতুন আশা জোগায়। একই সাথে ইনফ্লেশনারী তত্ত্বের সমস্যাগুলো আলোচনা হতে থাকে। পদার্থবিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে ভবিষ্যত ভাগ্য নিয়ে অনেকগুলো ব্যাখ্যা দ্বার করান। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে মহাবিশ্বের বর্তমান এক্সিলারেশন বা সম্প্রসারণ মহাজাগতিক মহাসংকোচন[বিগ ক্রাঞ্চ] এরই পূর্বাভাস। অর্থাৎ এক্সপ্যানসনের পরই আসবে কনট্রাকশন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলবার্ট আইনস্টাইন প্রফেসর পদার্থবিজ্ঞানী পল

স্টেইনহার্ট এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল টুরোকের মত হলো, হায়ার ডাইমেনশনের সংঘর্ষ হয়ত লোয়ার ডাইমেনশনে কন্ট্রাক্ট ঘটায়। ডার্ক এনার্জি বা ফ্যানটম এনার্জির জন্যও এটা ঘটতে পারে। বিগ ক্রাঞ্চ হয়ত নতুন পদার্থ ও রেডিয়েশন তৈরি করে আরেকটি বিগব্যাং ঘটাবে। প্রফেসর স্টেইনহার্ট বলেন, যাই ভবিষ্যতে ঘটবে, এটা হয়ত আমাদের অতীতেও ঘটেছিল। বিগব্যাং স্থানকালের শুরু নয় বরং এটা অতীতের মহাযুগের কন্ট্রাকশনেরই সংযোগস্থল। মহাবিশ্বের প্রকৃতি অনেকটা সাইক্লিক বা চক্রাকারে আবর্তনশীল যেটা বার বার এক্সপ্যানশন ও কন্ট্রাকশন[সংকোচন - প্রসারণ] এর মাধ্যমে বার বার অস্তিত্বে আসে। যদি এই থিওরি সঠিক হয়,এটা একটা কস্মোলজিক্যাল ধাঁধাঁর সমাধান দিতে পারে। যেটা হলো, কিভাবে গ্যালাক্সি,নক্ষত্র ও গ্রহ সমূহ অস্তিত্বে এলো। বিগক্রাঞ্চ ছাড়া শুধুমাত্র বিগব্যাং একটা বিরক্তিকর ফিচারবিহীন ইউনিভার্সের কথা বলে। মহাসংকোচন কালে মহাবিশ্বের র‍্যান্ডম কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশনই হয়ত পরবর্তী এক্সপ্যানসনের দ্বারা গ্যালাক্সি তথা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রচনা করে। পদার্থবিজ্ঞানীরা স্পেসের মধ্যে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভকে খুঁজছেন।বিজ্ঞানী স্টেইনহার্ট বলেন এই ওয়েভ স্পেকট্রামই বলে দেবে বিগব্যাং এর আগে আরেকটি ইউনিভার্সের অস্তিত্ব ছিল কিনা।
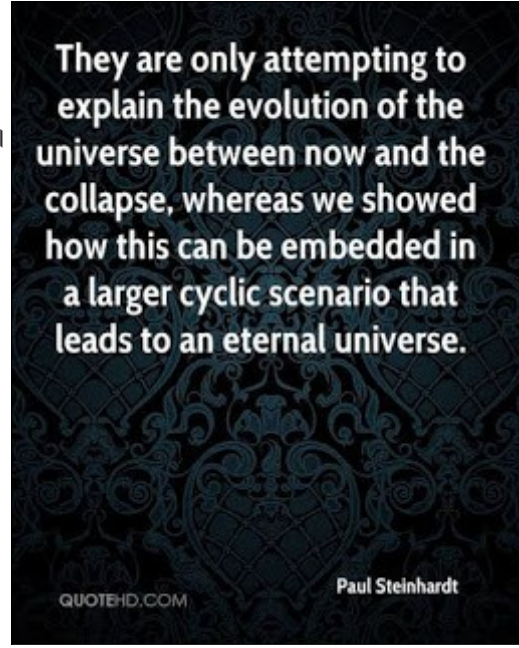
> They are only attempting to explain the evolution of the universe between now and the collapse, whereas we showed how this can be embedded in a larger cyclic scenario that leads to an eternal universe.
>
> Paul Steinhardt
>
> QUOTEHD.COM

Brane cosmology model একটি নতুন ধরনের সাইক্লিক মডেল, এটি পূর্ববর্তী ekpyrotic model থেকে উদ্ভূত। ২০০১ সালে পল স্টেইনহার্ট এবং নীল টুরোক এটি প্রস্তাব করেছিলেন। তত্ত্বটি আমাদের মহাবিশ্বকে মাত্র একবার নয়, সময়ের সাথে সাথে বারবার বিস্ফোরিত হয়ে অস্তিত্বের আসবার বর্ণনা দেয়। থিওরিটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করতে পারে যে মহাবিশ্বের প্রসারকে ত্বরান্বিতকারী মহাজাগতিক ধ্রুবক হিসাবে পরিচিত শক্তিটি কেন বিগ ব্যাং মডেল দ্বারা যা অনুমান করা হয়েছে, তার চেয়ে ছোট। Paul Steinhardt বলেন,**"ইনফ্ল্যাশনারি তত্ত্বটি ব্যর্থ হয়েছে।যদি আমাদের অতীতে একটি বিগবাউন্স ঘটে থাকে, তবে এটা আরো অনেকবার হয়ে থাকবে না কেন? এ ক্ষেত্রে এটা বিশ্বাসযোগ্য যে আমাদের ভবিষ্যতেও একটা হবে। আমাদের সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব ভবিষ্যতে সংকোচন হওয়া শুরু করবে, এটা ঘন অবস্থায় পৌছাবে এবং আবারো বাউন্স সাইকেল[চক্র] শুরু করবে।"**

ইনফ্ল্যাশন কনসেপ্টটি যাদের হাতে তৈরি হয়েছে তিনি তাদের একজন। কিন্তু তিনি এখন এটার ব্যপারে নিরাশ, এর চেয়েও ভাল তত্ত্ব খুজছেন।এজন্য তিনি নিয়ে এসেছেন বিগবাউন্স মডেল। স্টেইনহার্ট বলেন,**"ইনফ্ল্যাশন বলে যে মাল্টিভার্স রয়েছে, এবং মহাবিশ্বের অসীম সংখ্যক উপায় আছে যার মাধ্যমে মহাবিশ্ব অস্তিত্বে এসেছে,এবং আমরা আছি মসৃন ও সমতল মহাবিশ্বে। এটা সম্ভব তবে এমন নয় যে এটাই হয়েছে। বিগ বাউন্স মডেল বলে এটাই সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা অবশ্যই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করে।"**
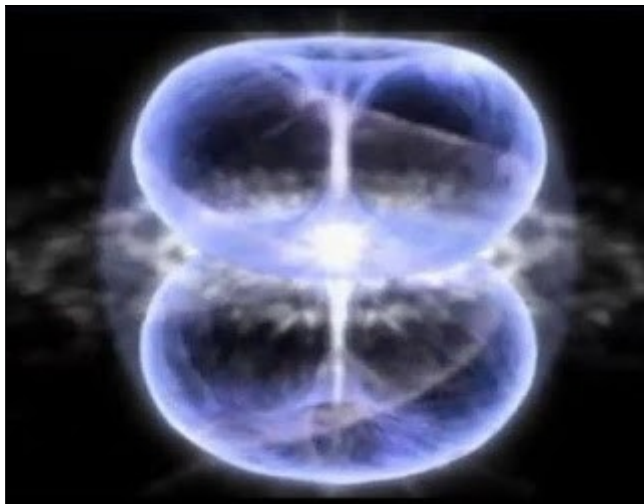
নীল টুরক এর মতে আমাদের ইউনিভার্সের মিরর ইউনিভার্স আছে। সেখানে আমাদের মতই সবকিছুর মিররভার্সন আছে। এটাকে বলা যায় এন্টিম্যাটার ইউনিভার্স। ২০১১ সালে, পাঁচ বছর ধরে চলা ২,০০,০০০ ছায়াপথ ও ৭ বিলিয়ন মহাজাগতিক বছর দূরত্ব পর্যন্ত চালানো জরিপ নিশ্চিত করেছে যে "ডার্ক এনার্জি আমাদের মহাবিশ্বকে সম্প্রসারনের গতিকে ত্বরান্বিত করছে।" এজন্য মহাবিশ্বের অধিকাংশ এনার্জিই গ্রাভিটেশনালি রিপালসিভ ডার্ক এনার্জি হবে। প্রফেসর স্টেইনহার্ট বলেন এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় যে এই মহাবিশ্ব তার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে[১৪]।

২০০৩ সালে, Peter Lynds একটি নতুন অরোবোরিক [অরোবোরাস] ইউনিভার্স মডেল সামনে এনেছিলেন যাতে সময় চক্রযুক্ত[সাইক্লিক]। তাঁর তত্ত্বে আমাদের ইউনিভার্স অবশেষে প্রসারিত করা বন্ধ করবে এবং তারপরে সংকুচিত হতে শুরু করবে। হকিং এর ব্ল্যাকহোল তত্ত্বে অনুসারে সিঙ্গুলারিটিতে পরিনত হওয়ার আগে সংকুচিত মহাবিশ্ব লাফিয়ে প্রসারণ শুরু করবে। লিন্ডস দাবি করেছেন যে, সিঙ্গুলারিটি থার্মোডাইনামিকসের দ্বিতীয় নীতি লঙ্ঘন করে এবং এটি

মহাবিশ্বকে সিঙ্গুলারিটির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধা দেয়। লিন্ডস দাবি করেন যে মহাবিশ্বের

একই ইতিহাস প্রতিটি সংকোচন প্রসরণের আবর্তন চক্রতে একটি চিরন্তন পুনরাবৃত্তিতে পুনরাবৃত্তি[Eternal Recurrence] হতে থাকবে। লিন্ডসের তত্ত্বটি সেসময়ে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এর পিছনে ভাল ম্যাথমেটিক্যাল মডেলের অভাবে।

সুইস এমেচার ফিজিসিস্ট নাসিম হারামাইন বিজ্ঞানযাত্রার প্রথম দিকে আরও অনেক ফিজিসিস্টদের সাথে বসে পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করেন বর্তমান ইউনিভার্সের মডেল কিরূপ? সবাই সহজে উত্তর দেয়, এটা বেলুনের মত এক্সপ্যান্ড হচ্ছে। কিন্তু তিনি যখন এক্সপ্যানসনের পরের সৃষ্টিজগতের ভাগ্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন, বিজ্ঞানীগন নিরব হয়ে যান। নাসিম নিরবতা ভেঙ্গে ব্যাখ্যা করেব, নিউটনের তত্ত্ব মতে প্রতিটি কাজের অপোজিট বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে সুতরাং এক্সপ্যান্ডিং স্পেস কন্ট্রাক্ট করবে, ঠিক ওইভাবে যেভাবে বেলুনটি সর্বোচ্চমাত্রায় ফোলানোর পর কন্ট্রাক্ট করবে। নাসিমের দেখানো ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরিকে
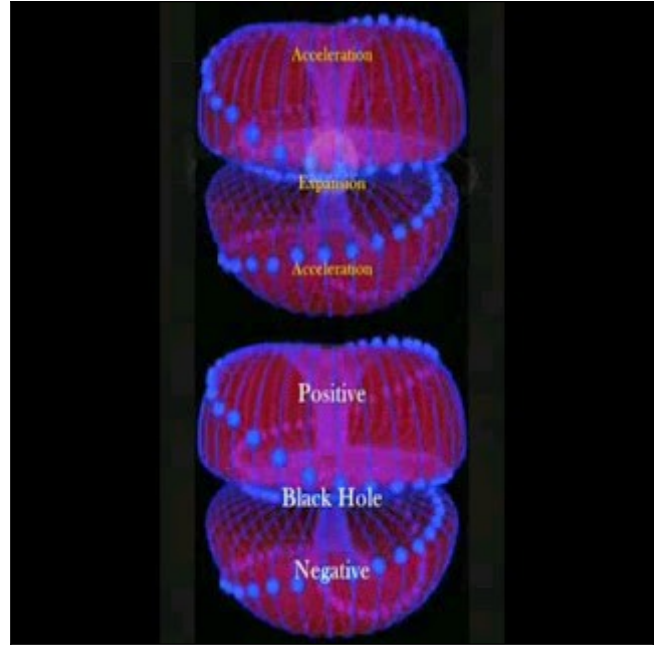
আমরা আগেই দেখিয়েছিলাম যে তিনি ব্ল্যাকহোলকে সবকিছুর মূলে রেখেছেন, এ্যাটম থেকে গ্যালাক্সি, ইউনিভার্স সবক্ষেত্রে। তার মহাবিশ্বের মডেল অনুযায়ী এই সৃষ্টিজগত অনবরত এক্সপ্যান্সন ও কন্ট্র্যাকশনের ফলে সৃষ্টি। অর্থাৎ একটা বৃহৎ ব্ল্যাকহোলের দুইপাশে বিপরীতমুখী দুটি পোলারাইজড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অনবরত গতিশীল সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে মহাবিশ্বের জন্ম ও পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাকহোলের দুইপার্শ্বের পরস্পর বিপরীতমুখী ফোর্স্ফিল্ড ভারসাম্য সৃষ্টি করে যার এক পাশ পজেটিভ আরেক পাশ নেগেটিভ। আমাদের vantage point থেকে আমরা দেখি যে, আমরা ব্ল্যাকহোল বা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টের কাছাকাছি অবস্থান থেকে এক্সপ্যান্ড হচ্ছি, তাই মনে হয় যে এই মহাবিশ্ব প্রসারণশীল। কিন্তু এর বিপরীত অঞ্চলে ঠিকই ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে ভরটেক্সের মধ্যে চলে যাচ্ছে যেটা কিনা ওই অংশ থেকে মনে হবে মহাবিশ্ব ধ্বংস বা সংকোচনের দিকে যাচ্ছে। এটা

অনেকটা নির্দিষ্ট সীমানাযুক্ত দ্বিমুখী টোরাস ফিল্ড। এক্সপ্যান্সন তথা প্রসরণের শুরুটা হচ্ছে বিগব্যাং। এবং সংকুচিত হয়ে আসা হচ্ছে বিগক্র্যাঞ্চ বা ধ্বংস। এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের লুপড প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধতার মাঝে অসীমতার শিক্ষা দেয়। টাইম ও স্পেস বারবার রিসাইকেল্ড হচ্ছে এজন্য স্থান-কাল অনন্ত, অসীম। এখন দুনিয়াতে যা কিছুই ঘটছে তার কোন কিছুই নতুন না। Nothing is new under the sun! সমস্ত জ্ঞান আগে থেকেই মহাবিশ্বে অস্তিত্বশীল, সময় সমস্ত বিদ্যা বা জ্ঞানকে সময় মত মানুষের নিকট রিলিজ করবার কাজটি করে। বার বার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে[২৩]।

মিচিও কাকুও সিক্লিক্যাল ইউনিভার্সে বিশ্বাসী। তিনি বলেন,**"ব্যক্তিগতভাবে আমি কন্টিনিউয়াল জেনেসিসে বিশ্বাসী,যেটা হচ্ছে অনন্ত প্রক্রিয়া.."**[১৫]। ২০০৭ সালে চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Lauris Baum এবং Paul Frampton ফ্যান্টম এনার্জির [phantom energy] ধারণার উপর নির্ভর করে একটি ভিন্ন ধরনের সাইক্লিক মডেল প্রস্তাব করেছিলেন[১৬]। Dr Paul Frampton বলেন, **"এই সাইকেলটি[মহাজাগতিক পুনরাবৃত্তি চক্র] অসীম সংখ্যকবার ঘটেছে, এভাবেই সময়ের কোন শুরু বা শেষের চিন্তাকে বাতিল করে দেয়।"** অন্টারিওর Perimeter Institute for Theoretical Physics এর পরমপ্রীত সিং ফিজিক্স ওয়েবসাইট Phys.org তে বলেন,**"এই [সাইক্লিক্যাল] ধারনার তাৎপর্য হলো,এটি বিগব্যাং এর আগে কি ঘটেছিল, সে উত্তর দেয়। আমরা যদি বিগব্যাং এর আগের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারতাম তবে দেখতাম সবকিছুই[পার্থিব ও মহাজাগতিক ইতিহাস]একই অবস্থায় আছে, বিগ বাউন্সের পরবর্তী ইউনিভার্সের জেনারেল ফিচারস অপরিবর্তিত থাকবে। এটা একই ডাইনামিক্যাল ইক্যুয়েশন,আইনস্টাইনিয়ান ইক্যুয়েশন অনুসরন করবে যখন ইউনিভার্স খুব বৃহৎ আকারে পরিণত হবে। সমস্ত বস্তুগত পদার্থ অপরিবর্তিত থাকবে। এবং এটারও একই রকম বিবর্তন[evolution] হবে। যেহেতু বিগবাউন্সের আগের ইউনিভার্স কন্ট্রাক্ট বা সংকুচিত হতে থাকবে,এর সব কিছু এমন দেখতে লাগবে যেন আমরা সময়ের উলটো দিকে যাচ্ছি।"** বিগ ক্রাঞ্চকে বলা হয় মহাবিশ্বের সংকোচনের পিরিয়ড যখন সর্বোচ্চ মাত্রায় মহাবিশ্ব প্রসারিত হয় তখন কন্ট্রাকশন শুরু হয়।
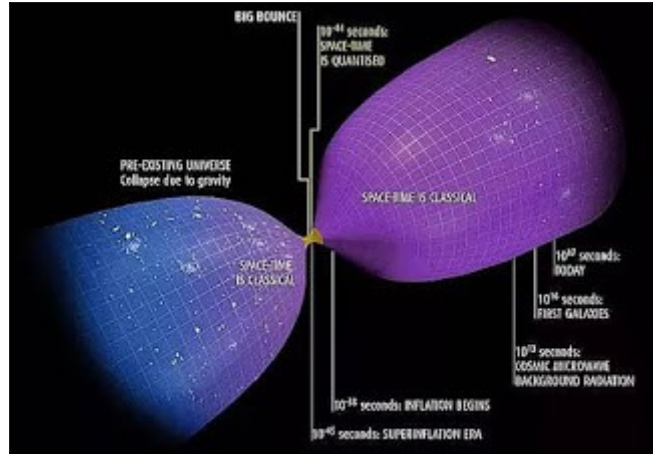
মহাবিশ্বের সংকোচন ঘটবে অনেক গুলো ব্ল্যাক হোল সৃষ্টির মাধ্যমে যা একত্রিত হয়ে বৃহৎ এক ব্ল্যাল হোলের সৃষ্টি করবে। এই ব্ল্যাকহোল সবকিছুকে একবিন্দুতে সংকুচিত করবে যেখানে গ্রাভিটির কোয়ান্টাম ইফেক্ট খুব রিপালসিভ। সেখানে আরেকটি বিগব্যাং ঘটানোর জন্য যাবতীয় অবস্থা তৈরি করবে। এরপরে আরেকটি ইউনিভার্স সাইকেল শুরু হবে। এভাবে অসীম অনন্তকাল চলতে থাকবে।

২০০৬ সালে অক্সফোর্ড এর [emeritus Rouse Ball professor] ম্যাথমেটিশিয়ান ও নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্যার রজার পেনরোজ একটি আপেক্ষিক তত্ত্ব ভিত্তিক একটি সাইক্লিক মহাজাগতিক তত্ত্বকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন, যাকে তিনি "কনফর্মাল সাইক্লিক কসমোলজি"[১৭] বলেন। পাশে ছিলেন Maciej Dunajski,Pawel Nurowski,prof. paul tod। এটা কনফরমাল জিওমেট্রির উপর নির্ভরশীল যা বিগব্যাং এর সিঙ্গুলারিটিকে অস্বীকার করে।প্রত্যেক ইউনিভার্সের সাইকেল একেকটি সিকোয়েন্সিয়াল ইয়ন্স। তত্ত্বটি এটা ব্যাখ্যা করে যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে থাকবে যতক্ষণ না সমস্ত পদার্থ নিঃশেষ হয়ে যায়

এবং আলোয় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেহেতু মহাবিশ্বের কোন কিছুরই সময় বা দূরত্ব থাকবে না, এটি বিগ ব্যাংয়ের সাথে অভিন্ন হয়ে ওঠে, ফলস্বরূপ এক ধরণের বিগ ক্রাঞ্চ তৈরি হয় যা পরবর্তী বিগ ব্যাং হয়ে যায়, এভাবে পরবর্তী অসীম চক্রসমূহ অসীমভাবে চলতে থাকে।পেনরোজ বলেন **,"আমি বরাবরই ইনফ্ল্যাশন তত্ত্বকে কৃত্রিমতাপূর্ন তত্ত্ব মনে করি। আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি সেটা হলো, [মহাবিশ্ব] বিগব্যাং এর দ্বারা শুরু হয়নি। আমরা আজ যা দেখছি তার সমন্বিত চিত্র এবং মহাবিশ্বের সমগ্র ইতিহাসকে আমি বলি অনেকগুলো aeon[যুগ/কাল] এর অনুক্রম বা পারম্পর্য রূপে আসে আরেকটি aeon।"**
পেনরোজ মনে করেন সিএমবি[কস্মিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড] তে যথেষ্ট প্রমান আছে সিক্লিক্যাল মডেলের। এভাবে নেইল টুরক এবং স্টেইনহার্টের সাফল্যের পর পেনরোজও একটি সফল সাইক্লিক্যাল ইউনিভার্স মডেল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মূলত সরাসরি হিন্দুদের বৈদিক শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে এটা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন,সাইক্লিক্যাল মডেলটি **"অনেকটাই যেন হিন্দু দর্শন।"** উইকিপিডিয়া অনুযায়ী: **Sir Roger Penrose is among the present-day physicists that believe in a cyclical model**

for the Universe, wherein there are alternating cycles consisting of Big Bangs and Big Crunches, and he describes this model to be "a bit more like Hindu philosophy" as compared to the Abrahamic faiths.[উইকিপিডিয়া]
২০১০ এর দিকে পেনরোজের সাইক্লিক্যাল মডেল ব্যাপক পরিচিতি পায়, এরপরে ২০১১ সালে Nikodem Popławski দেখিয়েছেন যে Einstein-Cartan-Sciama-Kibble এর গ্র্যাভিটি তত্ত্ব অনুসারে প্রাকৃতিকভাবেই বিগ বাউন্স সংঘটিত হয়।২০১২ সালে, আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ ফ্রেমের মধ্যেই বিগ বাউন্সের একটি নতুন তত্ত্ব সফলভাবে নির্মিত হয়েছে। এই তত্ত্বটি পদার্থের বাউন্স এবং একপাইরোটিক কসমোলজিকে[Ekpyrotic cosmology] একত্রিত করে।

আপনারা জানেন বর্তমান যুগ হচ্ছে আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্সের যুগ, কোয়ান্টাম বিপ্লবের যুগ। যদিও পেনরোজ, স্টেইনহার্টরা রেলেটিভির ফ্রেইমওয়ার্কের ভেতরে সফল সাইক্লিক্যাল অসিলেটিং ইউনিভার্স মডেল তৈরি করতে সফল হয়েছে, এরপরেও স্বভাবতই আইডিলিস্টিক কোয়ান্টাম ফ্রেইমওয়ার্কের উপর তৈরিকৃত সাইক্লিক্যাল কস্মোলজি থাকবে গ্রহনযোগ্যতার শীর্ষে। এবং অনিবার্যভাবে এটাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হবে। পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির Abhay Ashtekar, Tomasz Pawlowski এবং Parampreet Singh আইসোট্রপিক এবং সমজাতীয় মডেলগুলোর জন্য লুপ কোয়ান্টাম কস্মোলজির মধ্যে ২০০৬ সালে বিগ বাউন্স তত্ত্ব সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের Theoretical physicist Martin Bojowald থিওরি অব এভ্রিথিং ক্যান্ডিডেটঃ Loop quantum gravity এর উপর ভিত্তি করে গবেষণা করেন, যেটা ইউনিভার্সের আন্ডারলেইং এক্সিস্টেন্সের তথা মেটাফিজিক্যাল ব্যাখ্যা দেয়। তিনি ২০০৭ সালে লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটির সাথে বিগবাউন্স মডেলের প্রস্তাব করেন। ২০০৭ এর জুলাই মাসে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন, এটা ছিল লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে, যা বিগব্যাং এর আগেরকার সময়ের ব্যাপারে গাণিতিক সমাধান। মূলত মার্টিন বোজোওয়াল্ডের হাত ধরে ১৯৯৯ সালে লুপ কোয়ান্টাম কস্মোলজির যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি ভিত্তিক গবেষণায় বিংশ শতাব্দীর বিগবাউন্স তত্ত্বটি পুনরায় ব্যাপকভাবে সমর্থন পেতে থাকে। এটা oscillatory universe তথা Big bounce থিওরিকে আবারো গ্রহণযোগ্যতার আসনে নিয়ে আসে। লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এ কস্মোলজিক্যাল তত্ত্বকে বলা হয় Loop quantum cosmology[LQC]। সাইক্লিক্যাল কন্সেপ্টবিহীন শুধু বিগব্যাং তত্ত্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো, এটা দাবি করা হয় যে বিগ ব্যাংয়ের মুহুর্তে শূন্য ভলিউম এবং অসীম শক্তির এককতা ছিল। এটিকে জেনারেল থিওরি অব

রেলেটিভিটি অনুযায়ী পদার্থবিজ্ঞানের শেষ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এ কারণেই কেউ কেউ চাইবে, কোয়ান্টাম ইফেক্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠুক এবং সিঙ্গুলারিটিকে বর্জন করা হোক। বিগবাউন্স বলে, শূন্য বা অসীম ভলিউম নয় বরং সবকিছুর একটা মিনিমাম ও মেক্সিমাম ভলিউম আছে।লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটিও বলে সিঙ্গুলারিটির মাধ্যমে বিগব্যাং শুরু হয়নি যেটা কিনা অসীমরকম ঘন ও অসীম ক্ষুদ্রাকৃতির কারন লুপকোয়ান্টামগ্রাভিটি তত্ত্বানুযায়ী স্পেসের ক্ষুদ্রাকৃতির একটা লিমিট আছে, যেটা হচ্ছে 10^{-99}cm2। এবং একইভাবে এতে ম্যাক্সিমাম ভলিউমের এনার্জি ডেন্সিটির তাৎপর্য রয়েছে। LQG অনুযায়ী যখনই ম্যাক্সিমাম ভলিউমের এনার্জি ডেন্সিটিতে রিচ করবে তখন এতে যোগ করা অতিরিক্ত এনার্জি ধাক্কা দিয়ে রিপেল করবে। এজন্য Loop Quantum Gravity বলে যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বিগবাউন্সের দ্বারা। আমাদের এ মহাবিশ্বের পূর্বে একইস্থানে আরেকটা মহাবিশ্ব ছিল, এটি ম্যাক্সিমাম আকার ধারন করে অতঃপর কন্ট্রাক্ট[সংকোচন] করতে শুরু করে অতঃপর সংকুচিত হয়ে সাথে সাথে আবারো বাউন্স ব্যাকের মাধ্যমে পূর্বাবস্থায়[expansion] নিয়ে আসে তথা মহাবিশ্ব পুনর্জন্মলাভ করে[১৮]। লুপ কোয়ান্টাম কসমোলজি একটি কোয়ান্টাম ব্রীজের কথা বলে যেটা কস্মোলজিক্যাল ব্রাঞ্চের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের মাঝামাঝি অবস্থান করে।কোয়ান্টাম বাউন্স ঘটে যখন ইউনিভার্স সংকুচিত হয়ে কম্প্রেসড হয়ে যায়। স্থান কালের মাঝে কম্প্রেসনের একটা লিমিট আছে যাকে কোয়ান্টাম লুপ বলে। কম্প্রেসনের শেষ পর্যায়ে কোয়ান্টাম লুপের জন্য এক্সপ্যান্সন শুরু হয়। এই কম্প্রেসন ও এক্সপ্যান্সনকে বলা হয় কোয়ান্টাম বাউন্স। লুপ কোয়ান্টাম কসমোলজির গবেষণায় দেখা গেছে যে, পূর্বে বিদ্যমান মহাবিশ্বের সংকোচন ঘটেছিল, সিঙ্গুলারিটির বিন্দুতে নয়, বরং এর আগে এমন একটি বিন্দুতে যেখানে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম ইফেক্টগুলো এত তীব্র রিপালসিভ হয় যে মহাবিশ্ব আগের অবস্থায় ফিরে আসে, এবং পুনরায় universe গঠন করে। এই কলাপ্স ও বাউন্স[সংকোচন ও প্রসারণ] এর বিবর্তনটি একক।

ফ্রান্সের[Marseilles] Center of Theoretical Physics এর কস্মোলজিস্ট Carlo Rovelli LQC[loop quantum cosmology] কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যেটা বিগব্যাং এর অতীত নিয়ে গবেষণায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন। তিনিও এতে বিশ্বাস করেন।যদিও এখনো লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি[loop quantum gravity] থেকে বিগবাউন্স এর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে দেখানোর অনেক কিছুই আছে,তারপরেও যথাযথ ফলাফল এবং LQG এর উচ্চশক্তির কম্পিউটারে নিউমেরিক্যাল সিমুলেশনের গবেষণায় বিগবাউন্স তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সমূহের বলিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়েছে। ২০১২ সালেও লুপকোয়ান্টাম কস্মোলজি ফিজিক্সের সক্রিয় শাখা হিসেবে দন্ডায়মান ছিল।এটা প্রায় ৩০০ গবেষণা পত্র প্রকাশ করে[১৯]।

থিওরি অব এভ্রিথিং এর মর্যাদাপ্রার্থী লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি ইনফিনিট লুপের[২১] মধ্যে থাকা পুনরাবৃত্তিকারী চক্রশীল ইউনিভার্সের শিক্ষা দেয়। শুধুই এক্সপ্যানশন[বিগব্যাং/ইনফ্লেশন] এবং কন্ট্র্যাকশন[বিগক্রাঞ্চ]। লেজকে গ্রাসকরা সর্পের লেজের শেষ যেখানে মুখের শুরু সেখানে। মহাবিশ্ব অনবরত নিজেই নিজের অস্তিত্ব দিচ্ছে এবং বিলোপ ঘটাচ্ছে। অতীতে অসীম সংখ্যকবার হয়েছে ভবিষ্যতেও অসীমবার হতে থাকবে। সেই সাথে বাবেল-মিশরের যাদুকর,পিথাগোরাস ও নীটসের কথার ন্যায় যা কিছু ঘটছে তার অসীম সংখ্যকবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চের প্রস্তাবিত থিওরি অব এভ্রিথিংঃ ইমার্জেন্স থিওরিটিও এই eternal cyclical recurrence এর শিক্ষা দেয়। এটা খুব স্বাভাবিক,কারন থিওরিটি দাড়িয়েই আছে কোয়ান্টাম গ্রাভিটির উপর। তাদের অফিসিয়াল ডকুমেন্টারি ফিল্ম What is reality এর একদম শেষভাগে উপস্থাপিকা ম্যারিয়ন কির বলেন, **"যা এখন হতে পারে তা এমনকি ভবিষ্যতেও হবে। কারন মহাজাগতিক মহাচৈতন্যের শাশ্বত প্রক্রিয়াটি স্থান-কালের সম্মুখে এখনই আবির্ভূত হয়ে আছে, এটা শুধু সম্ভবই না বরং এটা অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে Retrocausality time loops এর এভিডেন্স অনুযায়ী, সেই অনিবার্য ভবিষ্যতটি আমাদের এই মুহূর্তে কো-ক্রিয়েট করছে, এবং একই ভাবে আমরাও একে কো-ক্রিয়েট করছি।"** অর্থাৎ পার্ফেক্ট অরোবোরিক ইউনিভার্স! মহাবিশ্বই যেহেতু মহাচৈতন্য এই মহাচৈতন্যের টরোইডাল অসোলেশনের ফলে ভবিষ্যৎ অতীতকে নির্মাণ করে এবং অতীত ভবিষ্যতকে। আমি কোয়ান্টাম গ্রাভিটি রিসার্চে বার্তা পাঠিয়েছিলাম এই বলে যে, তারা যেন তাদের কুফরি আকিদার প্যাকেজকে পরিপূর্ণ এবং আরো স্পষ্ট করতে সাইক্লিক্যাল লুপ কোয়ান্টাম কস্মোলজির ইটারনাল লুপের বিষয়গুলোকে সংযুক্ত করে। তারা আমার বার্তাকে এ্যাপ্রেশিয়েট করে।

আমি বিগত পর্বে উল্লেখ করেছিলাম যাদুকরদের অসীমতার সন্ধানের কথা। যাদুশাস্ত্র মহাজাগতিক অস্তিত্বের ব্যাপারে এমন ইনফিনিটির প্রতিশ্রুতি ও শিক্ষা দেয় যাতে করে

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বা ভূমিকাকে লজিক্যালি একদম নিষ্প্রয়োজন করা যায়। ওদের আকিদায় মহাবিশ্ব নিজেই মহাচৈতন্য বা ইউনিভার্সাল কালেক্টিভ কনসাসনেস বা কোয়ান্টাম মাইন্ড যার অন্ত:স্থিত সবকিছুই ঈশ্বর। যেহেতু সবকিছুই ঈশ্বর,সুতরাং এই মহাচৈতন্য কখনো শেষ হবে না,এটা সেল্ফ সাস্টেইন্ড - সেল্ফ অর্গানাইজড - সেল্ফ জেনারেটেড সিস্টেম হবে যার অস্তিত্বের শুরু বা শেষ নেই। এটা নিজেই নিজের জন্ম - বিনাশ ও পুনর্জন্ম ঘটাবে। এজন্য চূড়ান্ত অসীমতার জন্য কস্মোলজিক্যাল সাইকেল অনিবার্য। এখান থেকে যাদুকররা নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে চূড়ান্ত অমর ঐশ্বরিকতার প্রতিশ্রুতি পায়। অর্থাৎ আলটিমেট ডিজবিলিফ। প্রচলিত বিজ্ঞান যেহেতু প্রাচীন অকাল্টের ফিলসফিরই আধুনিক ভার্সন, সেহেতু অপবিজ্ঞানীরা এই সাইক্লিক্যাল লুপের দিকে ফিরবে এটাই স্বাভাবিক। এই মহান প্রচেষ্টা শুরু করেছিল মালউন[অভিশপ্ত] ইহুদী আইনস্টাইন। আজকের প্রতিষ্ঠিত অকাল্ট কস্মোলজিক্যাল জেনেসিস তথা বিগব্যাং সম্পূর্ন বৈদিক কুফরি তত্ত্বের শিক্ষা যেটা সাইক্লিক্যাল কস্মোলজির এক্সপ্যান্সন কন্ট্রাকশন প্রসেসেরই মৌলিক অংশ। এখান থেকেই লেমাইত্রে নিয়েছিলেন। অপবিজ্ঞানীদের মতে বিগব্যাং হয় আজ থেকে 13.8 বিলিয়ন বছর পূর্বে, এর আগে আরেকটা মহাবিশ্ব ছিল। অপবিজ্ঞানীরা সকলে হিস্টোরিক্যাল রিকারেন্সের ব্যাপারে একমত না হলেও এ ব্যাপারে একমত যে এই বৈদিক ব্রহ্মাণ্ড অনবরত মহাসংকোচন ও মহাপ্রসারণ ঘটিয়ে একের পর এক মহাবিশ্ব রচনা করছে। জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম ঘটানোর আবর্তে সবকিছু অসীমভাবে চলছে। এতে করে অকাল্ট শাস্ত্রের অনুসারীরা সৃষ্টিকর্তাহীন বিশ্বজগতের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয় এবং কুফরিতে অটল থাকে, যেহেতু অস্তিত্বের এই আবর্তনচক্র সীমাহীন, সেহেতু পরকাল, বিচার দিবস, শাস্তি কোন কিছুরই ভয় নেই। এভাবেই অপবিজ্ঞানের দ্বারা শয়তান মানুষকে সীমাহীন কুফরের পথে আহব্বান করে, দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি
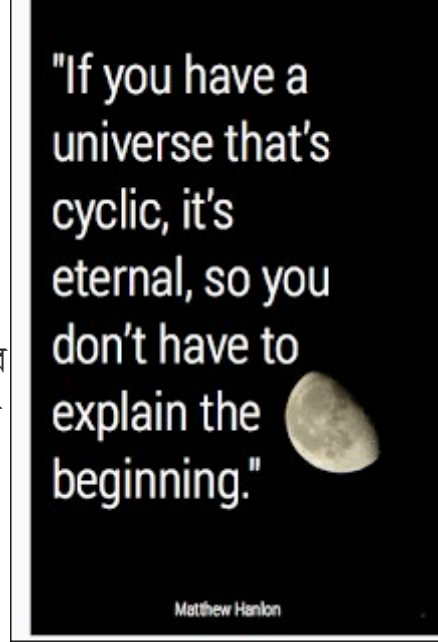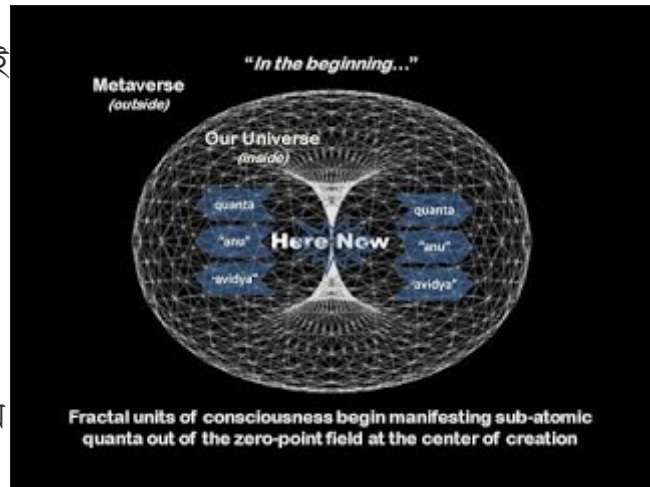
"If you have a universe that's cyclic, it's eternal, so you don't have to explain the beginning."

Matthew Hanlon

করে। উপরোল্লিখিত এস্ট্রফিজিসিস্ট - কস্মোলজিস্ট কার্ল সেগানের কথাগুলোকে স্মরণ করুন। এরা মূলত কোন আকিদার[বিশ্বাস] দিকে আহব্বান করে!এই big bang ও big crunch এর infinite oscillating cycle এর কোথাও ইব্রাহীমের রবের অস্তিত্ব কিংবা ভূমিকা কিংবা আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে? পরকাল বলে কিছু আছে? এই জন্ম পুনর্জন্ম চক্রের বিশ্বাসের আদি শেকড় খুঁজলে গোড়ায় মিলবে বাবেল সম্রাট নমরুদের সময়টা।সম্ভবত তখনই এই প্রাচীন কুফরি আকিদার জন্ম হয়েছে,এ নিয়ে বিস্তারিত ২য় পর্বে সংযুক্ত করব।

আমি আশ্চর্য হই, যখন যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধিদের [মুসলিম] দেখি আল্লাহর কালামকে ফেলে শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, এমনকি তারা এ সংক্রান্ত সৃষ্টিতত্ত্বীয় বিষয়ে আল্লাহর কালামের অর্থ ও ব্যাখ্যাকে উলটে দেয়, সত্যের মাপকাঠি সাহাবি আজমাঈনদের[রাঃ] সৃষ্টিতত্ত্বীয় বিষয়ে বলা কথাগুলোকে অগ্রাহ্য করে। উলটো তারা মুসলিম আইডেন্টিটি ঠিক রেখে কাফিরদের সাথে তালমিলিয়ে স্মার্টনেস বজায় রাখতে ওইসব বিগব্যাং-বিগক্রাঞ্চ-ইনফ্লেশনের শয়তানি তত্ত্বের সাথে বিকৃত পন্থায় আল্লাহর কথার সমন্বয় ঘটায়, কুরআনের আয়াত দ্বারা কুফরি তত্ত্বকে জাস্টিফাই করে আবার,কুফরি তত্ত্ব পাঠ করে দাবি করে যে এটাই নাকি আল্লাহ বলেছেন। মা'আযাল্লাহ!

শতসহস্র লেখা পাবেন যেখানে শয়তানি কুফরি আকিদাকে কুরআনের দলিল দ্বারা সত্য প্রমাণের নিকৃষ্ট চেষ্টা চালানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, **"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার (নিজ) ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।"[অনুবাদ-আহসানুল বায়ান। ৫১ঃ৪৭]**
এ আয়াতকে দলিল হিসেবে ধরে আধুনিক মুসলিমরা দাবি করে,যে এখানে বিগক্রাঞ্চের পর ঘটা বিগব্যাং পরবর্তী cosmological inflation [এক্সপ্যানশন] তথা মহাসম্প্রসারণকে বোঝানো হয়েছে! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ! এরকম বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে আপনারাই হাজার বার দেখেছেন। অসংখ্য দ্বীনি বইপত্র, দ্বীনি ব্যক্তিত্ব, দাঈ, আলিমসহ সকল স্তরের মুসলিমরাই এই বিকৃত অভিশপ্ত কুফরি আকিদার ইসলামাইজেশনে লিপ্ত। আজকের আলোচ্য বিষয় বিগক্রাঞ্চকেও অনেক আলিম ও দাঈকে ইসলামাইজ করতে দেখেছি[২৪]। অথচ এটা কোথাকার থিওরি! এবং কতইনা নিকৃষ্ট আকিদার বার্তা দেয়! এদের অবস্থাটা এরকম যেন , পারলে শিব বিষ্ণু ব্রহ্মাকেও আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্বজগত সৃষ্টি ও ধ্বংসকারী মাখলুক বলে বৈদিক দেবতাদেরকেও ইসলামাইজ করে নিতে পারে! আজ আস্বেম ওমর[হাফিঃ] এর মত একটা আলিমকেও খুজে পাওয়া যায়না, যিনি আইনস্টাইনদের সাথে ইহুদী মসীহের শিক্ষার যোগসূত্রের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করবেন। মিশর

ও বাবেল শহর থেকে যাদুকরদের হাত ধরে আসা এই অপবৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বই কি প্রকৃত cosmogony?

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্বই প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব, যেটা আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন, রাসূল[সাঃ] এবং সাহাবিদের[রাঃ] জানিয়েছেন। যে অভিন্ন কস্মোগনির বর্ননা সমস্ত আসমানী কিতাবে অভিন্ন। যে শিক্ষা সমস্ত নবী রাসূল(আ) অভিন্নভাবে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত একটা আর্টিকেল সিরিজ ইতোমধ্যে pdf[২৫] আকারে প্রকাশ করেছি। আজকের এই ২২টি পর্ব লেখার উদ্দেশ্য - যাদুশাস্ত্রভিত্তিক শয়তানের শেখানো সৃষ্টিতত্ত্ব ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার শেখানো সৃষ্টিতত্ত্বের মাঝে পার্থক্যের দেয়াল উত্তোলন এবং অভিশপ্ত কাফিরদের জ্ঞানবুহ্যে নগ্ন আক্রমণ। বিগত পর্বগুলোয় আলোচিত বিষয়গুলো কাফিরদের সেইসমস্ত কুফরি জ্ঞান বা অপবিদ্যা যার বলে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এবং পরকালকে অস্বীকার করে,শিরক ও কুফরের পথ নিয়ে অহংকার করে,এগুলো সেইসব শয়তানি প্রতিশ্রুতি ও বিদ্যা; যার উপর ভর করে কাফিররা প্রাচীনকাল থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক,বুদ্ধিবৃত্তিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সব ধরনের আগ্রাসনে লিপ্ত। এসব সেসব শয়তানি ইল্ম ওয়াল আকিদা, যার দ্বারা আসন্ন মসিহ দাজ্জাল দুনিয়াতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। আমি খুলে খুলে বর্ণনা করেছি এসবের অরিজিন্স[উৎস/শেকড়] এবং এসবের আসল তাৎপর্য। হক্ক ও বাতিল এখন সুস্পষ্ট। ওয়াল্লাহি, এসব শয়তানের ও যাদুশাস্ত্রীয় শিক্ষা ছাড়া আর কিছু না। ব্যাধিগ্রস্ত বিভ্রান্ত বিকৃত চিন্তাধারার মুসলিমরা শতশত বছর ধরে শয়তান ও দাজ্জালের চালানো বুদ্ধিবৃত্তিক/আকিদা ও শিক্ষাগত আগ্রাসনে পা দিয়ে, কুফর ও ঈমানের সীমানাকে ভেঙ্গে একাকার করে দিয়েছে। এখনো অব্যাহত আছে। হয়ত এটা ইহুদীদের ত্রাণকর্তা দাজ্জালের এ্যারাইভালের আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই ইহুদীরাই আল্লাহর কালামের বিকৃত ব্যাখ্যাদানের মত জঘন্য অপকর্মের মাধ্যমে কাব্বালাহ তালমূদ সৃষ্টি করে অভিশপ্ত হয়েছে। মুসলিমরা অন্য সবকিছুর পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বীয় বিষয়েও এ পথে হাটা শুরু করেছে। আল্লাহর রাসূল[সাঃ] সত্য বলেছেনঃ**আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা (পথভ্রষ্ট হয়ে) তোমাদের পূর্ববতীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বাহুতে বাহুতে, হাতে হাতে, বিঘতে বিঘতে। এমনটি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও অবশ্যই তাতে ঢোকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (পূর্ববর্তীগণ কি) ইহুদী-খৃস্টান জাতি? তিনি বলেনঃ তবে আর কারা!**

[৩৩২৬] সহীহুল বুখারী ৭৩১৯, আহমাদ ৮১০৯,

৮১৪০, ৮২২৮, ৮৫৮৭, ২৭২২৭, ১০২৬৩, ১০৪৪৬।
আয যিলাল ৭২, ৭৪, ৭৫। তাখরীজু ইসলাহিল মাসাজিদ ৩৮।
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৯৪

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

Sources:

[১]https://amp.theguardian.com/film/2009/oct/18/triangle-occult-thriller-philip-french
[২[http://www.tasteofcinema.com/2015/the-15-best-movies-influenced-by-nietzschean-philosophy/2
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_films_featuring_time_loops
[৩]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_time
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kalachakra
[৪]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sa%E1%B9%83s%C4%81ra
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bhavacakra
[৫]http://sonatonvabona.blogspot.com/2019/05/blog-post_9.html
https://haribhakt.com/fake-big-bang-theories-problems-is-false/
https://www.youtube.com/watch?v=hEca1MiE4GA
[৬]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ouroboros
http://transmissionsmedia.com/the-esoteric-ouroboros/

[৭]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Endless_knot
[৮]https://www.anthonypeake.com/eternal-return-louis-auguste-blanqui/
[৯]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eternal_return
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Poincar%C3%A9_recurrence_theorem
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Recurrence_plot
https://aeon.co/amp/essays/is-time-a-linear-arrow-or-a-loopy-repeating-circle
https://www.preposterousuniverse.com/blog/2009/02/10/nietzsche-long-live-physics/
http://schwitzsplinters.blogspot.com/2012/10/nietzsches-eternal-recurrence-scrambled.html?m=1
[১০]https://www.cambridge.org/core/journals/science-in-context/article/continual-fascination-the-oscillating-universe-in-modern-cosmology/008B497D38AD577C1BBDF8E1D8801E35
[১১]https://medium.com/@p11deepakm/hinduism-and-the-universe-44d7c16b5376
[১২]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Religious_interpretations_of_the_Big_Bang_theory
[১৩]https://youtu.be/exc7TW8pSNM
https://youtu.be/awt-WPG0b4s
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Three-torus_model_of_the_universe
http://harmonicresolution.com/Toroidal%20Space.htm
https://www.nature.com/articles/news.2008.854
https://www.quantamagazine.org/what-is-the-geometry-of-the-universe-20200316/
[১8]https://www.youtube.com/watch?v=cEijLstRLg8
https://www.youtube.com/watch?v=g9fyn0mZEnY
https://youtu.be/EyJzH6LY8bM
https://www.accessscience.com/content/cyclic-universe-theory/YB090037
https://physicsworld.com/a/cyclic-universe-could-explain-cosmological-constant/

https://skyandtelescope.org/astronomy-news/a-cyclic-universe/
https://medium.com/futuresin/the-oscillating-universe-d259ab408433
https://www.theguardian.com/education/2005/apr/14/
research.highereducation1
https://www.salon.com/2014/07/13/
the_universe_according_to_nietzsche_modern_cosmology_and_the_theory_of_e
ternal_recurrence
[১৫] https://www.youtube.com/watch?v=dEYDyPTZbGI
[১৬]https://www.bbc.com/future/article/20200117-what-if-the-universe-has-no-
end
https://www.express.co.uk/news/science/831513/GROUNDHOG-DAY-infinite-
universe-history-repeats
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269319304393
https://www.researchgate.net/publication/
231867856_Continual_Fascination_The_Oscillating_Universe_in_Modern_Cosmol
ogy
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0003491684900046
https://www.physicsforums.com/threads/can-the-universe-repeat-
itself.118239/
https://www.youtube.com/watch?v=Ef0OKbT70bY
http://www.fractalfield.com/
https://youtu.be/N3bw0ksnDHg
[১৭]https://www.youtube.com/watch?v=FVDJJVoTx7s
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conformal_cyclic_cosmology
[১৮]https://www.youtube.com/watch?v=dpmx8D5CXRA
https://www.youtube.com/watch?v=QMpkFde3euA
[১৯]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Big_Bounce
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Loop_quantum_cosmology
[২০]https://youtu.be/ACKRZmy_yqY
https://www.thesectofthehornedgod.com/?p=2669

https://yutani.studio/2018/02/07/alien-bible-the-cosmic-horror-of-eternal-return/
[২১] https://www.youtube.com/watch?v=E8sWTexhSN8
en.m.wikipedia.org/wiki/Infinite_loop
[২২]http://www.magicalkeysofsolomon.com/
[২৩]https://youtu.be/S0Ck707K6CA
https://youtu.be/K1jcGL74do8
[২৪]https://www.youtube.com/watch?v=dEYDyPTZbGI

https://www.youtube.com/watch?v=oG-OMxpc3P8
https://www.youtube.com/watch?v=iV7B67926aA

https://www.youtube.com/watch?v=82a0tj_rOmU

https://www.youtube.com/watch?v=l1vBXFhseMk
https://www.youtube.com/watch?v=tguX-4LieXM
[২৫] **https://aadiaat.blogspot.com/2019/08/pdf.html**
https://archive.org/details/20191115_20191115_0610
Direct Link:
https://ia601409.us.archive.org/8/items/20191115_20191115_0610/%E0%A6%87
%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE
%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D
%E0%A6%9F%E0%A6%BF
%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%B8%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D
%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D
%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
%20%28%E0%A7%A8%E0%A7%9F
%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%29.pdf
অথবা

মিডিয়াফায়ারঃ
http://www.mediafire.com/file/rwc2xi5wn3uhbno/
Islamer_dristite_sristitatta_2nd_Edition.pdf/file
অথবা
গুগল ড্রাইভঃ
https://drive.google.com/open?id=1jryqPCWu-KySC-5_zBSzSB9JMnF7glDe
অথবা
https://drive.google.com/folderview?
id=15LbwYM3zuSmJYdT6VjITF3jbuhfSBDRb

বিগত পর্ব সমূহের লিংক:
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

পর্ব-২৩

শয়তানের প্রতিশ্রুতি কি সত্য?

২য় পর্বে শয়তানের চার প্রতিশ্রতি নিয়ে লিখেছিলাম। সর্বপ্রথম পিতা আদম(আ) ও মা হাওয়া(আ) কে শয়তান নিষিদ্ধ বৃক্ষের ব্যপারে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। সে আদমকে(আ) বলে,আমি কি তোমাকে বলে দিব (Tree of life)চিরঞ্জীব হবার বৃক্ষের (شَجَرَةِ الْخُلْدِ) কথা(?)। সে তাদের প্ররোচিত করে এই বলে যে, তারা যদি এই সাজারাতুল খুলদের(Tree of life) ফল গ্রহন করে তাহলে তারা চিরঞ্জীব(immortal) হয়ে যাবে, Angelic being এ ascend করবে এবং এক চিরস্থায়ী স্বর্গরাজ্য(utopia) লাভ করবে যেখান থেকে কখনো বের হতে হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى
অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বললঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?

[আত ত্বোয়া হা ১২০]

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী

[আরাফ: ২০]

এর পরবর্তী ঘটনা জানেন। আদম-হাওয়াকে(আ) জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়। শয়তান ওই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সে আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করার পিছনে লেগে আছে। সে গোটা সৃষ্টিতত্ত্ব, মেটাফিজিক্স (Origins of existence) এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারনাকেই একদম বাদ দেওয়া যায়। যাতে আদম-হাওয়া(আ) এর ঘটনাকে রূপক পৌরাণিক কল্পকথায় স্থান দেওয়া যায়। ইবলিস ও তার সহযোগীদের বানানো এই বিকল্প তত্ত্ব ও বিদ্যাকে প্রাচীনকাল থেকেই একদল লোক অনুসরন করত। এদের মধ্যে যারা মূর্খ তারা সরাসরি পৌত্তলিকতাকে(idolatry) বেছে নেয়। আর বিদ্বান বা ধূর্তরা সরাসরি প্রকৃতিপূজা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং যাদুবিদ্যাকে দ্বীন রূপে গ্রহন করে। এরা তারা,যারা সব সময় নবী-রাসূলগনের(আঃ) দাওয়াত অস্বীকার করত। ইবলিস জান্নাতুল আদনের সেই পুরোনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে দুনিয়াতে এ সকল নিকৃষ্ট কাফিরদের মধ্যে মেটাফোরিক্যালি চালিত রেখেছে[৯]। **Tree of life** এর সেই সুস্পষ্ট ধোঁকার জাল সে যাদুবিদ্যার মধ্যে বিছিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন ব্যবিলনের[নেবুচাদনেজারের শাসনামলে বন্দী] ইহুদীদের কাছে শয়তান সাজারাতুল খুলদের প্রতিশ্রুতিকে যাদুবিদ্যার ভেতর রূপকভাবে ঢুকিয়ে প্রকাশ করে। আজকে ইহুদীরা একে কাব্বালাহ নাম দিয়েছে।আপনারা জানেন, কাব্বালিস্টিক অকাল্ট ট্রেডিশনে **Tree of life(شَجَرَةِ الْخُلْدِ)** একদমই প্রাথমিক ও মৌলিক বিদ্যা।

Tree of life এ বিভিন্ন প্লেইন অব এক্সিস্টেন্স কুফরি শিক্ষা রয়েছে। এ কুফরি জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে কাব্বালিস্টরা শয়তানের প্রতিশ্রুত immortality(অনন্ত জীবন) এর বিষয়টি ভালভাবে

বুঝতে পারে। তাদেরকে শেখানো হয় মানুষের আত্মার মৃত্যু নেই। এটা বার বার রিইনকারনেট (পুনঃজন্ম) লাভ করতে থাকে। কাব্বালার ট্রি অব লাইফ শেখায় কিভাবে এই মৃত্যুহীন আত্মাকে বিকশিত(evolve) করতে করতে রক্তমাংসের শরীরসহ এঞ্জেলিক লাইট বিং এ রূপান্তর করে Rebirth বিহীন স্থির Eternal life পেতে পারে চিরস্থায়ী হায়ার ডাইমেনশনের স্বর্গরাজ্যে। হায়ার
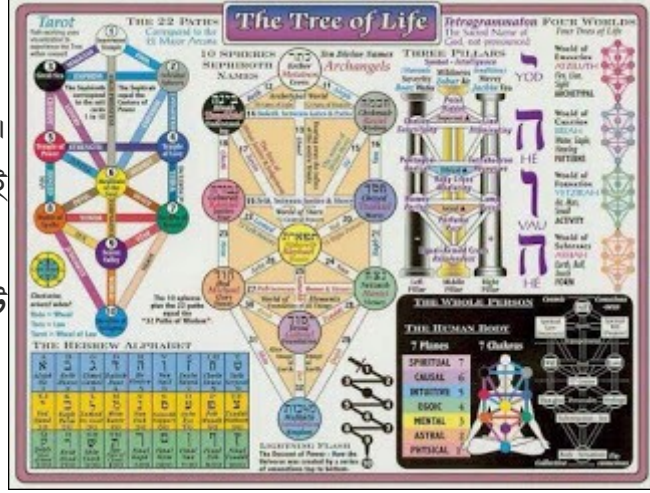
ডাইমেনশনাল সেই স্বর্গরাজ্যে প্রত্যেকেই হবে অমর আর উজ্জ্বল আলোকময় শরীরের এনলাইটেন্ড বিং। সে এক অবিনশ্বর জীবন ও রাজত্বের প্রতিশ্রুতি। সেখানে কাব্বালিস্টরা নাকি সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের অস্তিত্বগত পার্থক্যহীনতা অনুভব করবে[১০]! এ কাব্বালিস্টিক এ্যাপ্রোচ পূর্বে বাহ্যিক পৃথিবীতে আলকেমিক্যাল প্র্যাক্টিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কথিত অপবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনও অমরত্বের সন্ধানে জীবনটাকে আলকেমিক্যাল-কাব্বালিস্টিক স্ক্রিপচারগুলো ঘাটাঘাটি করে জীবন পার করেন। এমন কি তার মৃত্যুর পরে মৃতদেহে মাত্রাতিরিক্ত সীসা পাওয়া যায়, যা ছিল অমরত্বের সন্ধানে নিজের উপর করা আলকেমিক্যাল পরীক্ষার ফল। পদার্থবিদ মিচিও কাকুও নিউটনের কাব্বালার মধ্যে ডুবে থাকার বিষয়টির স্বীকৃতি দেন। যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব ব্যবিলনিয়ান সভ্যতা পূর্বে থাকলেও, নমরুদের যুগ থেকে ব্যবিলন থেকে এর রিভাইভ্যাল ঘটে। সেখান থেকে যাদুবিদ্যা পৃথিবীর চার দিকে ছড়িয়ে শুরু করে।সে অঞ্চল হয়ে যায় - ল্যান্ড অব ম্যাজাই। যাদুকর পিথাগোরাস এখান থেকেই যাবতীয় বিদ্যা নিয়ে গ্রিসে ফিরে নিজস্ব মিস্ট্রিস্কুল খোলেন। এরপরে প্লেটো তার শয়তানি বিদ্যাগুলোকে গভীরভাবে গ্রহন করে এবং আরো এক্সপাউন্ড করে প্রচার শুরু করেন। প্লেটোনিক অকাল্ট ফিলসফি, জুডিও ব্যবিলনিয়ান মিস্টিসিজমের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত[৮]। প্লেটো সরাসরি ইহুদীদের থেকে কাব্বালিস্টিক শাস্ত্র নিয়ে সেগুলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এজন্য তার কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা ইহুদী কাব্বালিস্টরাও সম্মানের সাথে স্মরন করে। তার নামে (কাব্বালিস্টিক) অকাল্টিজম যেভাবে সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এরূপ ২য় দার্শনিক পাওয়া যায় না। তার মেটাফিজিক্সই আজকের ফিজিক্সের ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির অনিবার্য ভবিষ্যৎ। আপনারা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন যে আজকের জগদ্বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীগন বলছেন আজকের ফিজিক্স ও এস্ট্রনমি কাব্বালাহ এরই প্রতিফলন। এসব বিষয় বিগত পর্বগুলোয় বিস্তারিত আলোচনা পাবেন[১]। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইসকল এডভান্স অকাল্ট ন্যাচারাল

ফিলসফির[অপবিজ্ঞান] উদ্দেশ্য কি? সহজ উত্তর হচ্ছে শয়তানের সেই প্রতিশ্রুতিকে পূরন যেখানে সে Tree of life বা সাজারাতুল খুলদের দ্বারা এক অবিনশ্বর স্বর্গরাজ্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রায় ২৪০০ বছর আগে প্লেটো কাব্বালিস্টিক শাস্ত্র পাঠ করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার(রিপাব্লিক) কথা উল্লেখ করেন। যে কিতাবে এ বিষয়ে বর্ননা করেন সেখানে সবার আগে কুফরি মেটাফিজিক্স(থিওরি অব ফর্ম),পুনর্জন্মবাদ ও আত্মার অমরত্বের(immortality of soul) ব্যপারে উল্লেখ করেন।তার বর্নিত পলিটিকাল থিওরিটি অনেকটা কম্যুনিজম ভিত্তিক টোটালেটেরিয়ান ওয়ানওয়ার্ল্ড ইউটোপিয়া। শাসক হবে চুজেন পিপলস যাদেরকে গার্ডিয়ান বলা হয়(ইহুদীরা?)। সেখানে একজন ফিলসফার রাজা[ইহুদীদের মসীহ?] থাকবেন। অঞ্চলগুলোকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা হবে, সেখানে ধর্ম,বিয়েশাদি,পরিবার কোন কিছুই থাকবেনা। বংশবিস্তার পদ্ধতি স্টেট কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। নির্ধারনকৃত নির্দিষ্ট সময়ে শারীরিকভাবে সুস্থ ও বলিষ্ঠ নারী পুরুষদেরকে ইচ্ছেমত ফিজিক্যাল ইন্টিমেসির সুযোগ দেওয়া হবে। আর সন্তনদের কোন পিতৃপরিচয় থাকবে না। শারীরিক ত্রুটিপূর্ণ সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে। সকল মানুষকে পেশা অনুযায়ী কতগুলো শ্রেনীতে ভাগে বিভক্ত করা হবে। পেশাগত স্বাধীনতা থাকবে না। হিসেবে সাধারন মানুষগুলো অনেকটা ভেড়ার পালের মত দেখা হবে। তার এ বইয়ে চারটি অকেজো শাসন ব্যবস্থার নাম উল্লেখ করেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে গনতন্ত্র।[১১] গত দু হাজার বছর ধরে প্লেটোর এই পলিটিক্যাল থিওরি পাঠ করে যুগে যুগে বহু দার্শনিক, সমালোচক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রোমাঞ্চিত হয়েছেন। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Earth summit এ ৪০ টি চ্যাপ্টারে বিভক্ত ৩৫০ টি পেইজের হলুদ রঙের একটা বই উপস্থাপন করে Agenda 21[২] নামে। এটা ইউএন এর Sustainable development এর এ্যাকশন প্ল্যান! এতে বর্ননা আছে কিভাবে পৃথিবীকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, জনসংখ্যা সমস্যা,বৃক্ষনিধন নিরসন এবং উন্নত প্রযুক্তি, ক্লিন ও চিপ এনার্জি(পরিবেশবান্ধব পাওয়ার-ইলেক্ট্রিসিটি),শিক্ষা,নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে একটা সাজানো গোছানো বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণ(শুনতে খুব ভাল মনে হচ্ছে, তাই না?) করা যায়। ইউএন[United Nation] ইহুদীদের কথিত মসীহের নেতৃত্বে ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্মেন্ট সৃষ্টির জন্য শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের এই সাস্টেইনেবিলিটির স্বরূপ বোঝা যায় ইউএন এর পরিবেশ সংক্রান্ত পরবর্তী অফিশিয়াল ডকুমেন্ট গুলোয়। এগুলোয় টোটালেটেরিয়ান টেকনোক্রেটিক ইউটোপিয়ার মহাপরিকল্পনা বিস্তারিত আছে। এরা সাস্টেইনেবল গৌলে পৌছতে জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলার পরিকল্পনাও করেছে। বেশ কিছু অদ্ভুতুড়ে শর্ট প্রোপাগান্ডা ভিডিও নির্মান করেছে[৩]। এজন্য ভ্যাকসিন,ইউজেনিক্স, জিএমও ফুডের কর্মসূচি খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তো ভ্যাকসিনকে স্বাস্থ্যরক্ষার বিশাল উপাদান বলে দেখি। আর জিএমও ফুডকে এখন পুষ্টি চাল নামে বাংলাদেশেই চলে এসেছে। অনেক পুষ্টি ওতে!!

হলিউডের ডিস্টোপিয়ান ফিল্ম Allegiant ভ্যাকসিনেশনের উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে দেখিয়েছে। ওরা দরিদ্র একটা অঞ্চল থেকে বাচ্চাদেরকে কিডন্যাপ করত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা বলত। কিন্তু পরবর্তীতে আসল উদ্দেশ্য দেখায়, ভ্যাকসিন দিলে শিশুটা তার অতীতের স্মৃতি ভুলে যায়, ফলে তাকে জন্তুজানোয়ারের মত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ওদের চিন্তাধারায় বড় করা যায়। UN এর প্রকাশিত আরেকটি বইয়ে
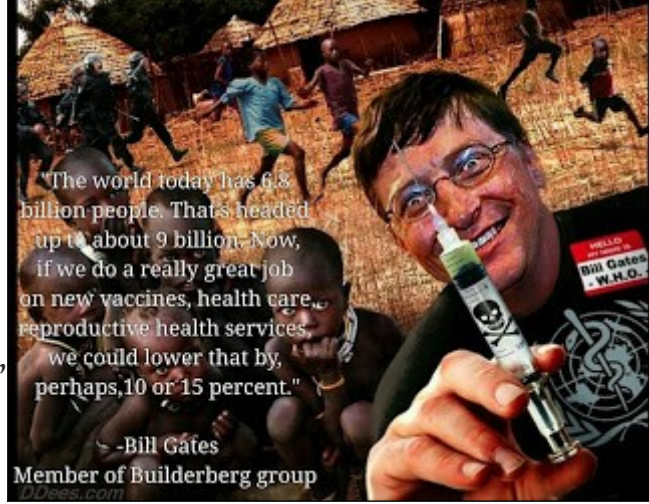
বিস্তারিত উল্লেখ আছে বিশ্ব ব্যবস্থার ধরন। তাতে বলা হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভাগই কোর উইল্ডারনেস এরিয়ায় পরিনত করা হবে। উত্তর আমেরিকার ৫০% অঞ্চলজুড়েই কৃত্রিম বনভূমি সৃষ্টি করা হবে। এভাবে পৃথিবীর সকল স্থলভাগ গুলোর অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে কৃত্রিম উপবন তৈরি করা হবে যেগুলো একটি অন্যটির সাথে কোরিডোর দ্বারা সংযুক্ত থাকবে। আর এর চারদিকে buffer Zone থাকবে, যেখানে বাচিয়ে রাখা অবশিষ্ট নির্বাচিত মানুষের নিয়ন্ত্রিত বসতির ব্যবস্থা করা হবে। বিস্তারিত দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=0d5H6-M1kx

২০১৫ সালে ১৭ টি লক্ষ্য তৈরি করে ইউএন 'এজেন্ডা ৩০'[২০] নামে আরেকটি প্রজেক্ট হাতে নেয়। এদের নিয়ন্ত্রনে বিশ্বের সকল দেশগুলোয় স্টেট ও ননস্টেট(এনজিও) অর্গানাইজেশন গুলো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে ভিশন ২১ এর নাম শুনেছেন(?)। প্রায় এক যুগ আগে এজেন্ডা ২১ ; দেশের গুটিকয়েক উচ্চপদস্থ প্রথম শ্রেনীর সরকারী আমলাদের নিয়ে তাদের লক্ষ্যে কাজ করানোর জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশিক্ষণ দিতো,সভা সেমিনার আয়োজন করত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই কর্মকর্তাদের একজন হলেন আমার পিতা। আমাদের দেশের যাদেরকে

ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের অধিকাংশই তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাদের আসল পরিচয়ও জানেনা। অজ্ঞতার কারনে তারা শুধুই ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে বাহ্যত শুনতে কল্যাণমূলক কথা ও নির্দেশগুলোকে গভীর চিন্তা ছাড়াই গ্রহন করে। উপরন্তু আজ উম্মাহ আল ওয়ালা আল বারা'র শিক্ষাকে ত্যাগ করেছে। এখন অধিকাংশ মুসলিমরা মনে করে কাফিররাও তাদের উপকারী বন্ধু হতে পারে!
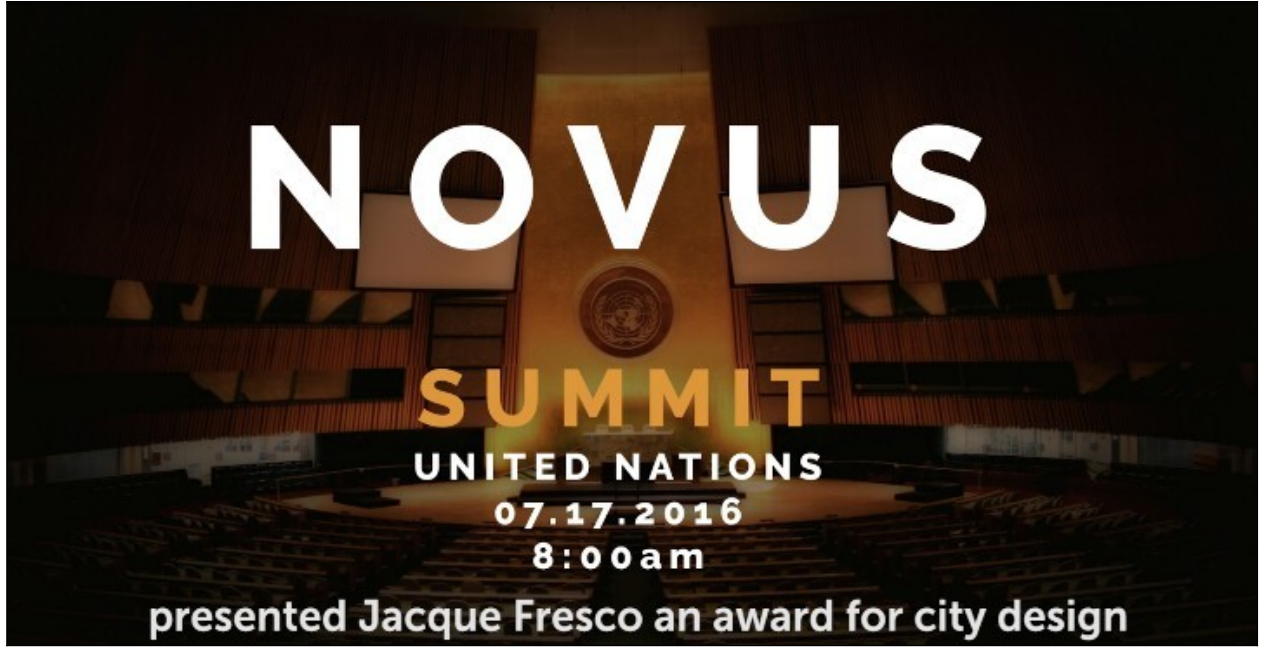
১৭ জুলাই ২০১৬ সালে জ্যাক ফ্রেস্কো নামের এক বৃদ্ধ জাতিসংঘ থেকে বিশেষ এওয়ার্ড লাভ করেন "ভেনাস প্রজেক্ট" নামের ইউটোপিয়ান ফিউচারিস্টিক এ্যাবান্ডেন্ট বিশ্বব্যবস্থার ডিজাইন করার জন্য।তাকে ইউনাইটেড ন্যাশনের জেনারেল এসেম্বলি হল থেকেই সম্মাননা দেওয়া হয়।সম্মেলনের নাম ছিল 'নোভাস'। শব্দটাকে ওরা ডলার বিলের উপরেও রাখে[নোভাস অর্ডো সেকলোরাম],সেটার অর্থও ইউটোপিয়ান স্বপ্ন কেন্দ্রিক। মূলত, গোটা বিশ্বকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্বারা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এ ট্রান্সফর্মেশনের পথ দেখানোর জন্য ফ্রেস্কোকে এওয়ার্ড দেওয়া হয়[4]। জোসেফের এ ইউটোপিয়ান প্রকল্পটিকে Arthur C. clerk সাহেবও প্রশংসা করেন।
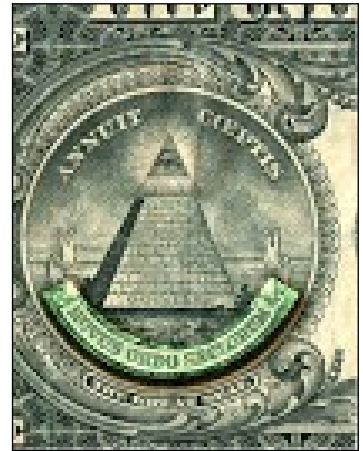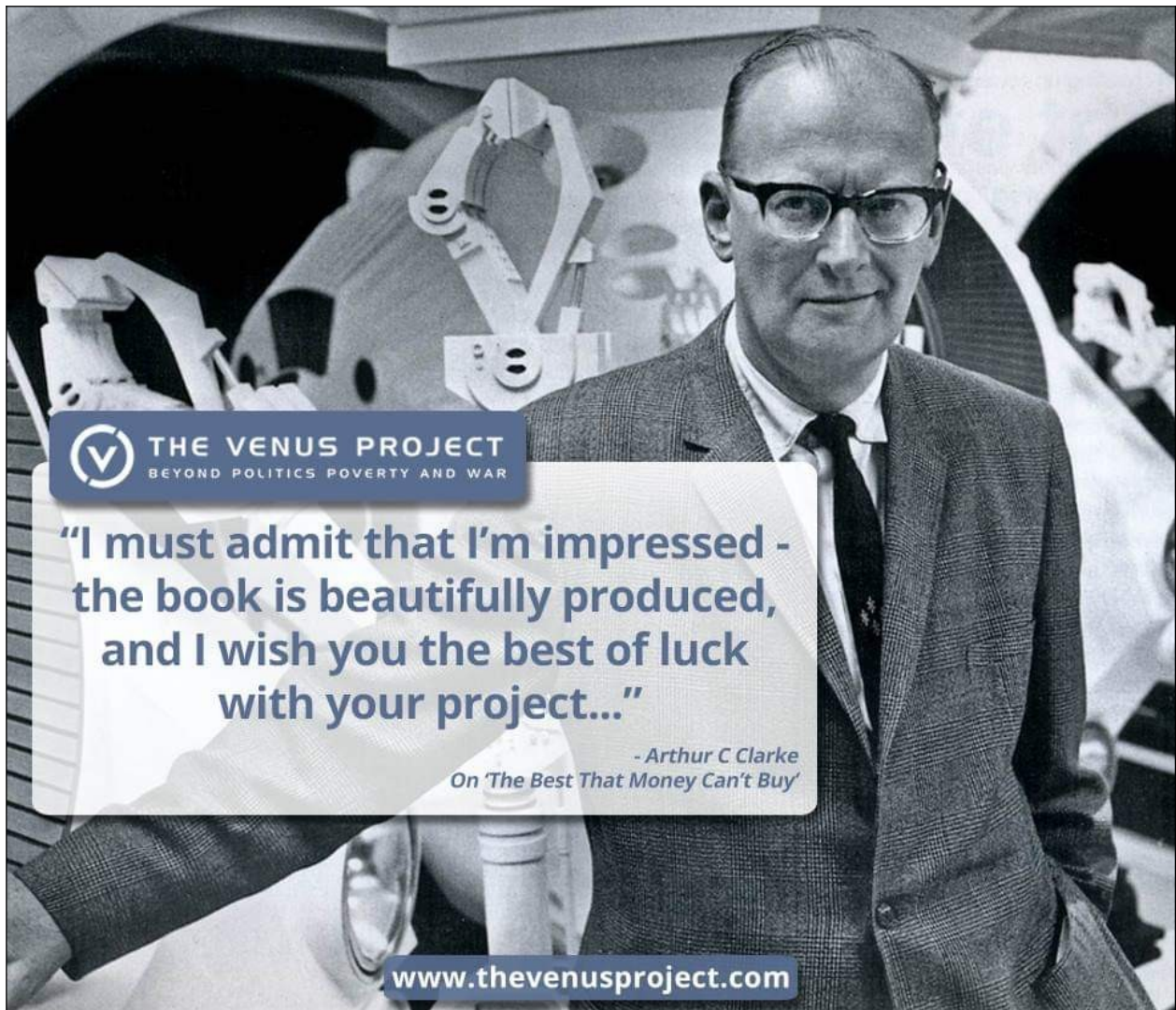
ভেনাস প্রজেক্টই হচ্ছে সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নরাজ্যের ব্লুপ্রিন্ট। ফ্রেস্কো জীবনের প্রথম দিকে কম্যুনিস্ট ছিলেন। তার এ চিন্তাধারা আসে সেই জুডিও-ব্যবিলনিয়ান অপবিদ্যার ধারক প্লেটো। তার Beyond Utopia বইতে তিনি প্লেটোর রিপাবলিকের প্রশংসা করেন,এছাড়া কার্ল মার্ক্স,এইচ জি ওয়েলস, এমনকি ফ্রিম্যাসনারিরও প্রশংসা করতে দেখা যায়। তার এ প্রজেক্টটি জাতিসংঘের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এর প্ল্যানকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরে[৫]। তার সিটি ডিজাইন গুলো দেখলে হলিউডের তৈরি দ্যা গিভার, হাঙ্গার গেমস, ঈয়ন ফ্লাক্স, ইকুইলিব্রিয়াম,টুমোরোল্যান্ড, ডাইভারজেন্ট, ইনসারজেন্ট ইত্যাদি অসংখ্য টেকনোক্রেটিক ইউটোপিয়ান ফিল্ম গুলোকে মনে পড়ে যাবে। নিচের ভেনাস প্রজেক্টের শহরের ডিজাইনের ছবিতে ইজরাইলের পতাকার কথিত স্টার অব ডেভিডের প্রতিকটা বেশ স্পষ্ট!

The Venus Project
beyond politics, poverty and war

Future by Design (2006) Official Full Movie
58:05 / 1:29:22
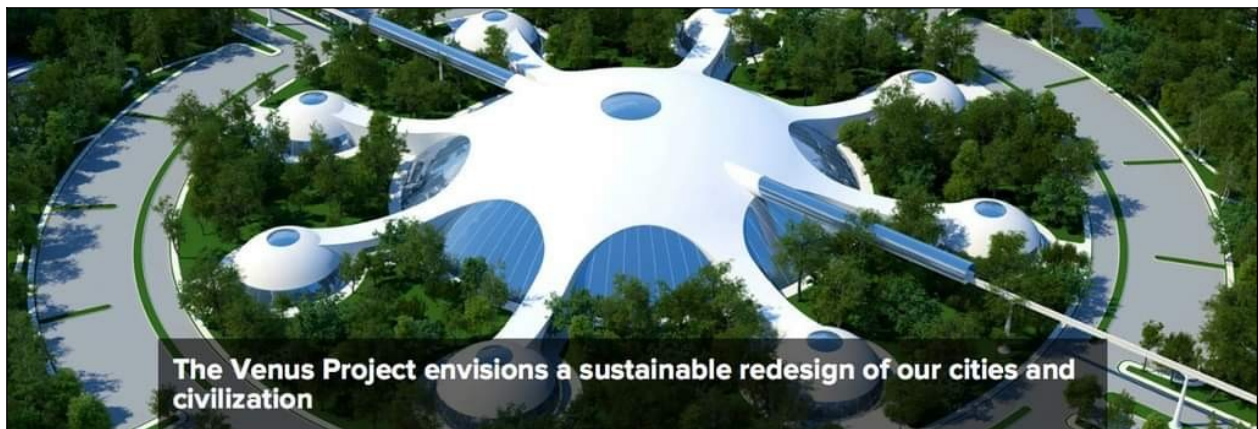
আপনার কখনো মনে হয়, কেন হলিউড এই ধরনের ইউটোপিয়ান/ডিস্টোপিয়ান থিম দিয়ে ফিল্ম তৈরি করে(?)। এটা শুধুই আপনার কাছে ইবলিস অরিজিনেটেড অবিনশ্বর রাজ্যের কন্সেপ্টটিকে সহজ(নর্মালাইজ) করার জন্য। Aeon flux ফিল্মের অফিসিয়াল পোস্টারে Eye of providence এর ছবিটা অসাধারণ।

নিচে **Allegiant film** এ দেখানো ফিউচারিস্টিক ইউটোপিয়ার স্ক্রিনশট দেওয়া হলোঃ
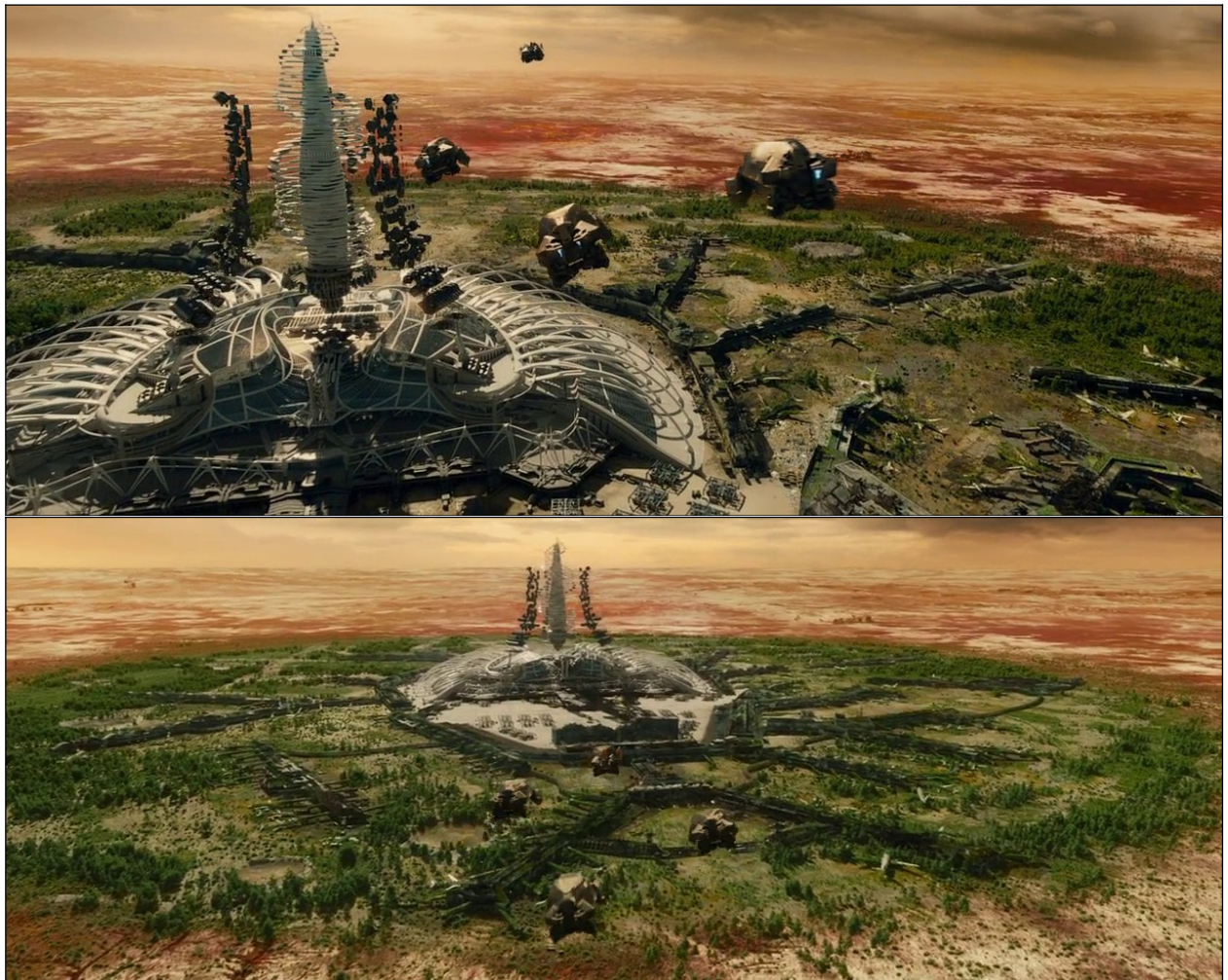
Tomorrowland:

Aeon Flux:

The Giver[2014]

Equilibrium

Cloud Atlas:
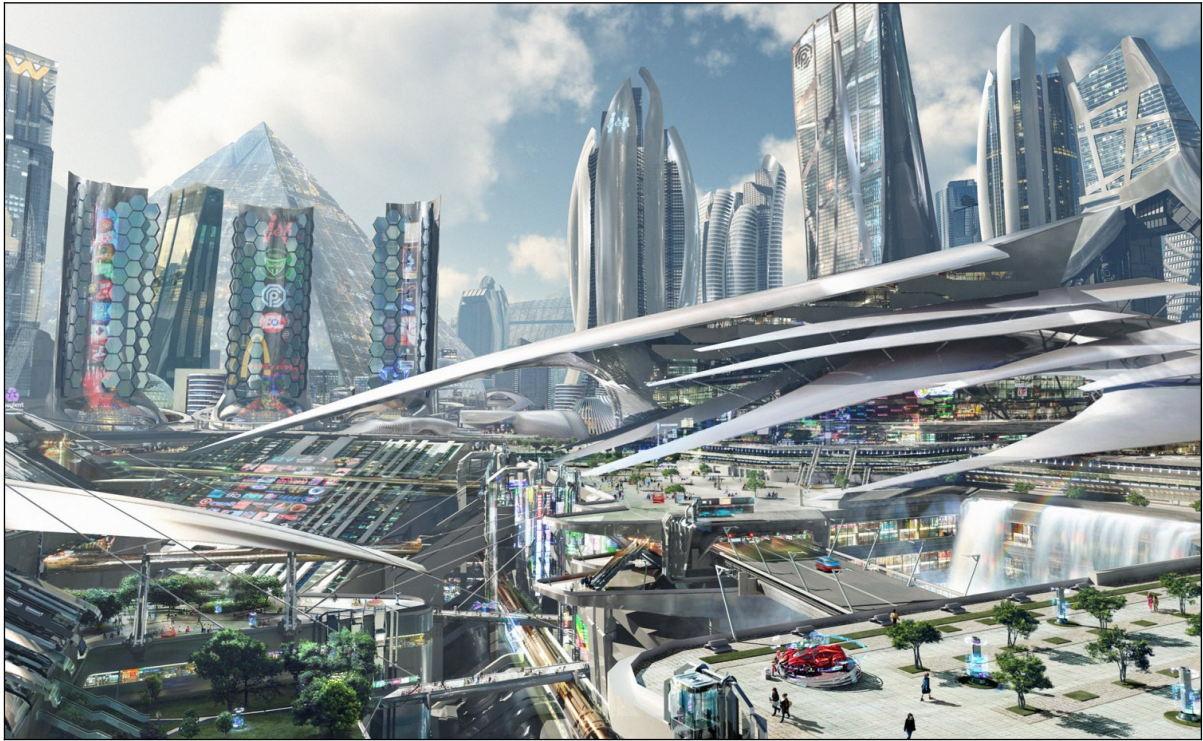
জ্যাক ফ্রেস্কোর সাথে ফ্রিম্যাসনিক নেটওয়ার্ক এর সম্পর্ক নিয়ে Ernst Fischer বলেনঃ "the Venus Project's "solution is Communism re-packaged to rope in the 21st century truth seeker." Here is a detailed comparison of the Zeitgeist philosophy and Communism.Fischer Continues: "Fresco spoke at the 10th anniversary of the UN's Earth charter last year and subsequently attended Mikael Gorbachevs congress, which you will find on thevenusproject.com hidden away in the Netherlands section. Hell even if for some reason you think rubbing shoulders with those mid level elites is okay, what about frescos co-speaker Ervin Laszlo, (who he "spent time with") who FOUNDED the Club of Budapest, with Aurelio Peccei, founder of the CLUB OF ROME, full of lovely Illuminati globalists, who want a one world order, unified, worshiping the earth, under a new age religion. What about him being invited to dinner in the Dutch queen's palace? As in Queen Beatrix.... of Bilderberg. Fresco, former member of the Communist party, wrote a book with Ken Keyes a while back. You don't just write a book with someone you barely know, so I might go so far as to say his good friend and colleague Keyes wrote a charming book called Planethood, go look it up. The book

speaks not only of how the UN will fix the planet, but how they will install a One World Government "for the earth" Um, no thanks, what about the people? Or does Skynet just see us as more resources in the resource management program?"

এরপরে ২০০৭ সালে পিটার জোসেফ(ছদ্মনাম) নামের এক লোক হঠাৎ ইউটিউবে Zeitgeist addendum নামের ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রকাশ করে। এতে সকল কন্সপাইরেসি থিওরিস্টদের আকর্ষন করবার মত করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে ধর্মগুলোর ব্যাপারে কম্যুনিস্টদের ধারনা প্রচার করতে গিয়ে বলে ঈসা(আ) বলে কেউ ছিলই না! সবই মানুষের মনগড়া মিথ! এরাও আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখাতে গিয়ে টেকনোলোজি বেজড আর্থ প্যারাডাইসের(টেকনোক্রেটিক ইউটোপিয়া) রূপরেখা উপস্থাপন করে। নানান যুক্তি দিয়ে ওদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তাকে ম্যাগ্নিফাই করা হয়। ফিল্মটা ব্যাপক সাড়া ফেলে। সেটা লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে। সমর্থকদের নিয়ে পিটার জোসেফ zeitgeist movement নামের অর্গানাইজেশন তৈরি করে। এরপরে ২০১১ সাল পর্যন্ত মুভিং ফরওয়ার্ডসহ আরো একাধিক ফিল্ম তৈরি করে[১৩]। zeitgeist নামের অর্থটাও শয়তানী। জার্মান zeit= সময়, geist= ভূত/জ্বীন/শয়তান অর্থাৎ শয়তানের যুগ, সুন্দরভাবে বললে এজ অব স্পিরিট এন্টিটি। পিটার জোসেফ বলেন, **"Zeitgeist is the activist arm of the Venus Project"**। তার প্রব্লেম রিয়্যাকশন সল্যুশন দেওয়া ফিল্মে জ্যাক ফ্রেস্কোকেও সল্যুশন এর স্থানে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ zeitgeist এর পিছনে ভেনাস প্রজেক্ট, আর ভেনাস প্রজেক্টের পিছনে

ইউএন, ইউএন এর পিছনে ক্ষমতার হায়ারার্কির শীর্ষে আছেন ইয়াহুদা মসীহ আদ্ দাজ্জাল যিনি আসছেন শয়তানের অবিনশ্বর স্বর্গ বা জান্নাতের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়নের আশা নিয়ে । ভেনাস প্রজেক্ট আর zeitgeist মুভমেন্টই শেষ নয়। মিকাইল টেলিঙ্গারের উবুন্টু প্লানেট[১৪] এবং পরবর্তীতে আসা ফস্টার গ্যাম্বেলের থ্রাইভ মুভমেন্টটাও এই অভিন্ন লক্ষ্যের প্রচারক। থ্রাইভ তো পুরোপুরি অকাল্ট সায়েন্সের প্রচারক। সকল নিউএজ মিস্টিকদের প্রমোট করে। তাদের ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রায় 1 বিলিয়ন মানুষ দেখেছে। এই সংগঠন কাজ করছে কাব্বালাহ এর উপর গড়া নাসিম হারামাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি নিয়ে, যে অকাল্ট বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত(অন্ধকার) করার স্বপ্ন দেখে। এর ফেসবুক পেজের প্রোফাইল ছবিটার ডান চক্ষু ঢাকা[১৫]।অর্থাৎ এরা একচোখওয়ালা আপকামিং তাগুতেরই প্রতিনিধি। এরা সকলেই টেকনোলোজি বেজড স্বর্গরাজ্য বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখে। সেখানে মুদ্রা ব্যবস্থাকে রহিত করা হবে। তৈরি হবে রিসোর্স বেজড ইকোনমি। সবকিছুই হবে এডভান্স এআই ভিত্তিক। আর ট্র্যান্সহিউম্যানিস্টিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জন করা হবে বহু আকাঙ্ক্ষিত ইম্মর্টালিটি। অর্থাৎ শয়তানের শাস্ত্রের[যাদুবিদ্যা কাব্বালাহ] ট্রি অব লাইফের দ্বারা অবিনশ্বর রাজত্ব এবং অমরত্ব উভয় প্রতিশ্রুতিই কাফিররা অর্জনের আশা করে। নিউটন বিফল হলেও এরা আজ বেশ আত্মবিশ্বাসী। আজকে ট্রানসহিউম্যানিস্টিক এজেন্ডা খুবই সক্রিয়। হিউমেই, হিউম্যান ২.০ সহ অনেক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সহিউম্যানিজমের সপক্ষে কাজ করছে। সেদিন দেখলাম স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মিডিয়া প্লাটিপাস ইন্সটিটিউটের চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার Amy Kruse এর হিউম্যান ২.০ এর ব্যপারে বলা প্রেজেন্টেশন প্রচার করছে। তিনি বলছেন তারা এমন ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করছে যেটা বর্তমান হিউম্যান ১.০ ভার্সন থেকে ২.০ তে ট্রান্সফর্ম করবে[২৩]। তাদের ভ্যাকসিন বায়োলজিক্যাল মিউটেশন ঘটাবে। শুনতে অনেকটা সায়েন্স ফিকশনের মত লাগছে, তাই না [?]। হলিউডও থেমে নেই। Beyond ফিল্মটিতে হিউম্যান ২.০ কে স্পেসে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে দেখিয়েছিল। ট্রান্সহিউম্যান[১২] হচ্ছে মানব শরীরের সাথে রোবটিক্স এর ইন্টিগ্রেশন,মানব ব্রেইনকে পুরোপুরি রোবটিক শরীরে প্রতিস্থাপন এমনকি Mind uploading এর দ্বারা মনকে ডিজিটাল ডিভাইসে আপলোড করা। ট্রান্সেন্ডেন্স ফিল্মে দেখেন নি[?], জনি ডিপ তার চেতনাকে কম্পিউটারে আপলোড করে কত কিছু করে! এখন পর্যন্ত বাস্তবজীবনে এ কাজে আংশিক সফল এবং অধিকাংশ চিন্তাই শুধুই সায়েন্স ফিকশন[পূর্ন সফলতা কখনোই আসবেনা,বিইযনিল্লাহ]। এরপরেও ট্রান্সহিউম্যনিস্ট অপবিজ্ঞানীরা খুব কনফিডেন্সের সাথেই অমরত্ব অর্জনের সম্ভাবনার কথা বলছেন। সেটা আবার বিবিসি প্রচার করছে। অথচ সামান্য কয়েক বছর আগে এসব শুধু কন্সপাইরেসি থিওরির আওতায় ছিল! দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=STsTUEOqP-g

দেখলেন[?], সায়েন্টিস্টদের কাছে এজিং এবং ডেথ হচ্ছে একপ্রকার রোগ! এটার কিওর খুব শীঘ্রই পাবার আশা করেন।
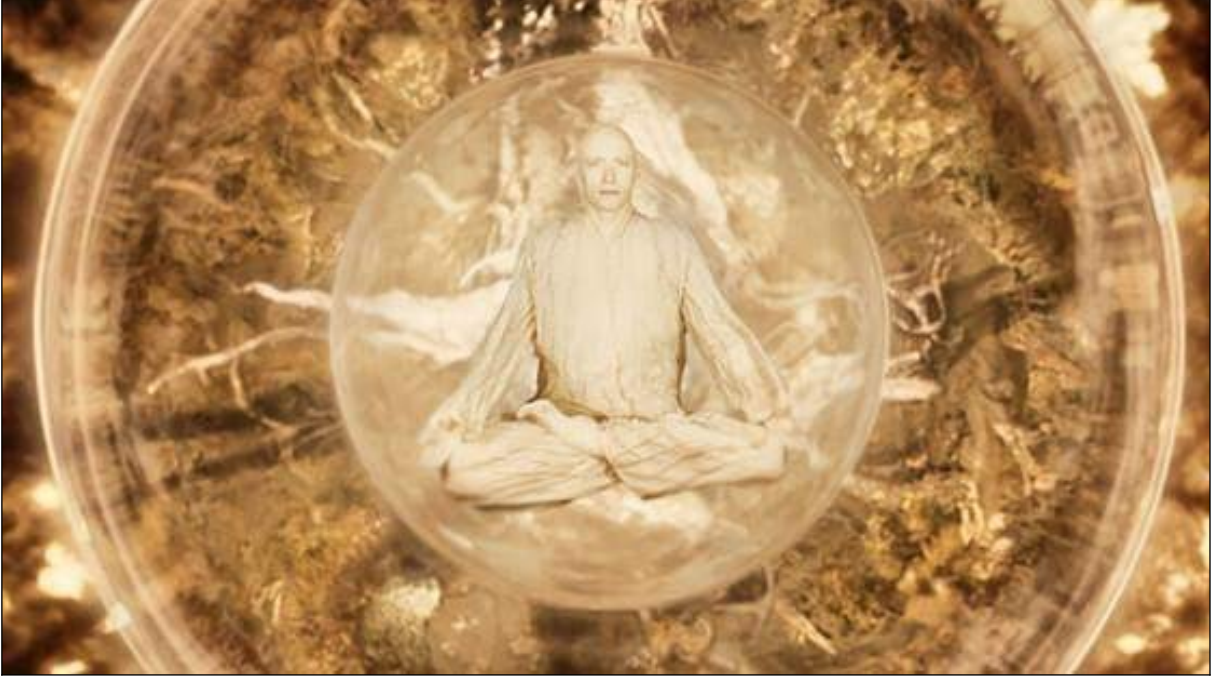
2006 সালের The Fountain নামের পুনর্জন্মবাদ কেন্দ্রিক শয়তানি ফিল্মটিতে নায়ক হিউ জ্যাকম্যান একই কথা বলেঃ **"মৃত্যু হলো একটি রোগ, অন্য সব রোগের ন্যায়,এবং এর একটি ওষুধ, আমি সেই পথ্য খুঁজে বের করব"**[২৪]। ফিল্মটি শুরু হয় জেনেসিসের ৩:২৪ নম্বর ভার্স দেখিয়ে। মাথায় শিং ওয়ালা (symbolized Satan) এক লোককে দেখা যায় ধ্যানরত হিউ জ্যাকম্যানকে সিজদা করে। এরপরে আসমানে অর্গানিক স্পেস শীপে রওনা দেয় সাজারাতুল খুলদের সন্ধানে[৬]।

দ্য ফাউন্টেন মূলত কাব্বালিস্টিক তাৎপর্যে ভরা gnostic ফিল্ম। উইকিপিডিয়াতে আছে, **In The Fountain, the Tree of Life was a central design and part of the film's three periods. The tree was based on Kabbalah's Sefirot, which depicts a "map" of creation to understand the nature of God [উইকিপিডিয়া]** ট্র্যান্সহিউম্যানিজম,সাইবর্গ এজেন্ডাকে বাহ্যিকভাবে সলিড ইনোসেন্ট সায়েন্স ও টেকনোলোজির কারসাজি মনে হলেও এগুলো সেই স্যাটানিক নস্টিক ডিরাইভড কন্সেপ্ট। আগের রাসায়নিক আলকেমিক্যাল প্রসেস ছেড়ে এই পদ্ধতিতে হাত বদল হয়েছে মাত্র। অনেক সেকুলার সমালোচক এটাকে নিও নস্টিসিজম(কাব্বালিস্টিক প্র্যাক্টিস) হিসেবে অভিহিত করেন[21]। এটা উইকিপিডিয়াতেও আছে: **Transhumanism and its presumed intellectual progenitors have also been described as neo-gnostic by non-Christian and secular commentators.[78][79] (উইকিপিডিয়া)**

এক ইহুদী কাব্বালিস্টকে দেখলাম মৃত্যুকে ট্রান্সেন্ড করে অমরত্বের শিক্ষা দিচ্ছে কাব্বালার রেফারেন্সে। শেষ দিকে অমরত্বের বাহ্যত প্রায়োগিক দিক বোঝাতে সে বলল, **"আজকের সায়েন্স এই প্রিন্সিপ্যাল গুলো ধরেই আগাচ্ছে। আজ থেকে আগামী ২০ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা মৃত্যু এবং রোগকে অতিক্রম করতে পারবে। এ নিয়ে সামনের (কাব্বালিস্টিক এ্যানালোজির)পর্বে আরো গভীর আলোচনা হবে"** [৭]। আপনার কি মনে হয়, Advance AI(artificial intelligence) এর গবেষণাগুলোতে ওদের কোন হাত নেই? AI কে স্বাধীন চেতনা দেওয়ার জন্য আজকে Science & NonDuality নাম দিয়েই বাতেনি শয়তানি বিদ্যাকে মেকানিক্যাল টেকনোলোজিতে রূপায়নের কাজ প্রকাশ্যেই চলছে। কর্মরত সায়েন্টিস্টগন সরাসরি নিজেদের মিস্টিক বলে পরিচয় দেন[২২]।

এটা বস্তুত প্রত্যাশিত, কারন আধুনিক মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানের থিওরেটিকাল নলেজের সিংহভাগই কাব্বালাহর প্রতিফলন। আমার কথা নয়, বিজ্ঞানীদেরই কথা। আর ইহুদীরা বলেন এই কাব্বালাহ অর্জন হয়েছে বাবেল শহর থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইহুদী যাদুবিদ্যার উৎস সমূহকেও স্পষ্ট করে দিয়েছেনঃ**"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে**

শয়তানরা আবৃত্তি করত। ... তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত।..."

[সূরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ ১০২]

দুনিয়ায় সেই সুস্পষ্ট শয়তানি বিদ্যাকে জেনেবুঝে একমাত্র কাফির যাদুকর এবং তাদের দর্শনে(ওয়ার্ল্ডভিউ) বিশ্বাসী ছাড়া আর কেউই গ্রহন করে না। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। আপনার কি মনে হয়, জ্যাক ফ্রেস্কো, মিকাঈল টেলিঙ্গার, পিটার জোসেফেরা নিজেরাই হঠাৎ করে এসকল আইডিয়া প্রজেক্ট করছে আর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে, এমনিতেই বড় বড় মুভমেন্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে?! একদমই না, এদের পিছনেও গ্লোবাল গভার্মেন্ট[ইউএন], এজেন্ডা২১,৩০ রয়েছে। ওরাই এদেরকে ব্যবহার করছে মিডিয়া হিসেবে এবং বিষয় গুলোকে জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য। এই লোকগুলো প্রত্যেকেই টোটালেটেরিয়ান ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্মেন্টের স্বপ্ন দেখে। যেখানে Religion কে উৎখাত করা হবে উবুন্টুর(ইউনাইটিং হিউম্যানিটি) জন্য। অন্য দিকে প্যাগান স্পিরিচুয়ালিটিকে প্রোমোট করবে। ওদের পরিকল্পনা- এই স্বর্গরাজ্যের রাজা করা হবে কাব্বালিস্ট ইহুদীদের প্রতীক্ষিত মিথ্যা মসীহকে। ওদের স্বপ্ন, সেখানে কাব্বালিস্টিক ট্রি অব লাইফের বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে সর্সারিকে মেকানাইজেশনের(টেকনোলোজি) দ্বারা করে অনন্ত জীবন[ট্রান্সহিউম্যান] লাভ করবে। সেই ব্যবিলনিয়ান কবি গিলগেমিশের মহাকাব্যের নায়কের অনন্ত জীবনের খোজা থেকে ২০০৬ এর দ্যা ফাউন্টেন ফিল্মের নায়ক হিউ জ্যাকম্যানের "মৃত্যুরোগের কিওর অন্বেষণ"! এ সব চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে স্বয়ং ইবলিস। সে এখন এ অনুযায়ী কাজও করাচ্ছে অনুসারীদের দিয়ে। একদল লোকতো অমরত্বের আশায় নিজেদের শরীরকে সেচ্ছায় নাইট্রোজেন গ্যাসে ফ্রিজড অবস্থায় রাখছে[১৬]। ওরা আশা করে কোন একদিন তাদের মৃতদেহকে কেউ জাগিয়ে তুলতে পারবে। ইবলিস প্রদত্ত অপবিদ্যার(নস্টিসিজম/কাব্বালা) আনএ্যাপোলোজেটিক অনুসারীদেরকে[mystic/spiritualists] ইবলিস আজ আরো বড় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। যারাই (রূপকার্থে) কাব্বালিস্টিক ট্রি অব লাইফের ফল(অপবিদ্যা) খাবে, তাদেরকে খুব দ্রুত এঞ্জেলিক লাইট বিং[নূর দ্বারা তৈরি দেহে] এ ফিজিক্যালি ট্রান্সফর্ম হয়ে উচ্চতর ডাইমেনশনের রিয়ালিটিতে[4D/5D] শিফট করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সে স্বর্গরাজ্যে তারা অনন্তকাল

থাকবে। এই একই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শয়তান আমাদের পিতামাতাকেও(আ) দিয়েছিল। আজকে বলা হচ্ছে সেই ইটারনাল লাইফ ও ইউটোপিয়ান কিংডমে শিফট হবার মাহেন্দ্রক্ষণ খুব নিকটে। খুব শীঘ্রই 5D এর নতুন পার্থিব স্বর্গে Ascend করার সময় আসছে। এজন্য স্বাম্ভালার রাজা

আসছেন যার জন্য অনেকে হাতের রক্ত কাগজে ফেলে শপথও[blood over intent ritual] করছে অনেকে[১৭]। উনিই হয়ত অনুসারীদেরকে স্বর্গে প্রবেশ করাবেন। ওদের মতে আমরা আছি 3D তে। চতুর্থ মাত্রা হচ্ছে সময়। ওরা এরকমও বলে থাকে কাব্বালিস্টিক ও তান্ত্রিক বিদ্যার অনুসরনে আপনিও আত্মউন্নয়নের দ্বারা evolve হতে হতে উচ্চতর ডাইমেনশনে ফিজিক্যাল[light body] পরিবর্তনসহ ascend করতে পারবেন! আপনি ইউটিউব বা গুগলে 5D new earth ascension লিখে সার্চ দিলে হাজারো ডকুমেন্ট পাবেন। কাব্বালিস্টিক মিস্টিসিজমের অনুসারী প্যাগান স্পিরিচুয়ালিস্টরা এখন প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। ওদের অনেকে বলছে তাদের অনেকে নাকি ৫ডি তে স্বপ্নে ভ্রমন করেও এসেছে। অনেকে সাইকাডেলিক ড্রাগ নিয়ে, চেতনার ওপারে[২য় পর্বে বিস্তারিত] গিয়ে সেই (শয়তানের) জগৎ দিয়ে ঘুরে আসে। সাম্বালার রাজা কল্কি অবতার খুব নিকটে। ওনাকে Lord Melchizedek নামেও ডাকা হয়।উনি নাকি আসমান জমিন,আলোর জগতের প্রভু! দাঊদ আলাইহিসালাম এর বংশের বলে ওরা দাবি করে[১৮]। ইহুদীরাও Davidic king এরই প্রতীক্ষায়...।[১৯] তাগুত দাজ্জালের ব্যপারে আসা সে হাদিসের কথা কি মনে আছে(?), সে হাতে জান্নাত জাহান্নাম দেখিয়ে তাতে লোকেদের আহব্বান করবে? আমরা নিশ্চিত জানি না, এটাই কি দাজ্জালের দেখানো জান্নাত কিনা। কিন্তু সেটার সাথে অনেক সাদৃশ্যতা রয়েছে। তবে এতটুকুন নিশ্চিত যে এটা ইবলিসেরই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। ইবলিস আদম-হাওয়া(আ) দেরকে ট্রি অব লাইফের দিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সত্যিকারের জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছিল। আজ তাদের সন্তানদেরকেও একইভাবে ট্রি অব লাইফের দিকে ডেকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে ডাকছে।
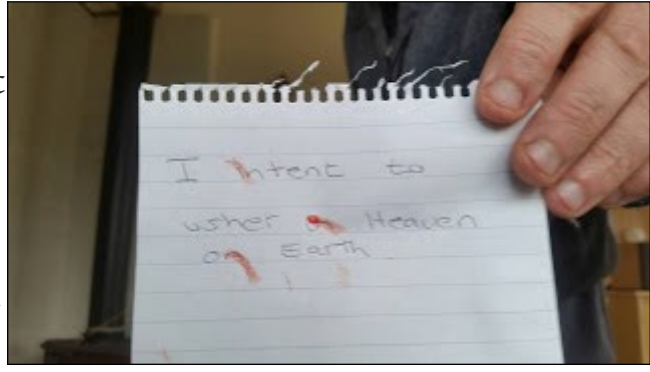
কাফিরদের প্রতি ইবলিসের প্রতিশ্রুত স্বর্গলোকঃ

https://m.youtube.com/watch?v=vZ4CZ8efwCQ

https://m.youtube.com/watch?v=dDKLpiD4vfs

https://m.youtube.com/watch?v=Jcoxh4B2INA

https://m.youtube.com/watch?v=jCuuR1ZQqAs

https://m.youtube.com/watch?v=NxFbmYxpYeE

ইবলিসের দেওয়া আরেক প্রতিশ্রুতিঃ

Light Being এ transformation:
https://m.youtube.com/watch?v=NHwd-u4mSgI
https://m.youtube.com/watch?v=PWeSLtV1QVc
https://m.youtube.com/watch?v=EhtCONu5G2U
https://m.youtube.com/watch?v=Eo5pDJMMruU
https://lovehaswon.org/how-your-body-will-ascend-from-3d-to-5d/
https://lovehaswon.org/moving-from-3d-body-to-5d-light-body/
https://higherdensity.wordpress.com/
https://www.openhandweb.org/process-transformation-3d-5d-earth

আমরা Tree of life এর দিকে শয়তানের (UN কর্তৃক) মেকানিক্যাল ও (অকাল্ট ফিলসফিক্যাল)স্পিরিচুয়াল আহব্বানের উভয় প্রচেষ্টা কে দেখতে পাচ্ছি। যে বৈদিক - কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে আজকের অপবিজ্ঞান নির্মিত হয়েছে সেটা মূলত শয়তানের প্রতিশ্রুতি পূরণের পথেরই পাথেয়। যাদুশাস্ত্র ভিত্তিক এসমস্ত ফিজিক্যাল/মেটাফিজিক্যাল ও কস্মোলজিক্যাল তত্ত্বগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে সেটা অনিবার্যভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়ে বিকল্প সৃষ্টিতত্ত্বকে দেখিয়ে দেয়। আল্লাহর অস্তিত্বকে যৌক্তিকভাবে নিষ্প্রয়োজন করে, সৃষ্টিজগতকে আপনাআপনি অস্তিত্বে আসার কুফরি আকিদার শিক্ষা দেয়। কুফরের কিতাব কুফরের দিকেই চালিত করবে এটাই স্বাভাবিক। আধুনিক [অপ]বিজ্ঞান তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর আকিদাকে ধ্বংস করার জন্য নির্মিত। এমতাবস্থায় একে গুরুত্ব না দিয়ে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ কিংবা হাকিমিয়্যাহ নিয়ে ব্যস্ত থাকার উদাহরণ অনেকটা এরকম যে তিনতলাবিশিষ্ট একটি জাহাজের নিচের তলায় ছিদ্র হয়ে পানি ঢুকছে,অথচ সমস্ত লোকগুলো সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্বিতীয় ও ৩য় তলায় যার যার কাজে ব্যস্ত আছে।তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর আকিদাকে ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র উলুহিয়্যাহ নিয়ে পড়ে থাকলে কোন লাভ নেই, রব হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতির তথা ঈমানের জরুরত সবকিছুর চেয়ে বেশি। সর্বাধিক মৌলিক। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত হচ্ছে রব হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্বগত মৌলিক স্বীকৃতির বিশ্বাস। এটা ঈমানের একদম মৌলিক বিশ্বাস। এতে বিশ্বাস রাখা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, এটায় অবিশ্বাস করে যত আমল করা হোক না কেন কোন লাভ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার পবিত্র কালামে মাজীদে আসমান জমিন সৃষ্টির ব্যাপারে বার বার বর্ননা করেছেন, এগুলো আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের সাক্ষ্য দেয়। এগুলো আল্লাহর অস্তিত্ব এবং রুবুবিয়্যাতের সাক্ষী দেয়। এজন্য মক্কার মুশরিকদেরকে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আসমান যমীনের স্রষ্টা কে প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্ন করেছেন বৃষ্টিধারা

নাযিলকারী কে প্রশ্ন করেছেন। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে অনেক আয়াতে চাঁদ সূর্য নক্ষত্র আসমান ও যমীনকে তার নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলো আপনারাও জানেন।

নমরুদের ধর্মযাজক দার্শনিক পুরোহিতদের থেকে আজ থেকে আনুমানিক চার থেকে পাচ হাজার বছর আগে বাবেল শহরে যাদুবিদ্যার একটি শাখা গড়ে ওঠে যাকে আমরা আজ জ্যোতিষশাস্ত্র বলে চিনি। এর উপর ভিত্তি করে যাদুকর এবং শয়তানের সহযোগীতায় গড়ে ওঠে Alternative Cosmogony যেটা এমন আসমান ও যমীন এবং সর্বোপরি সৃষ্টিতত্ত্বের ধারনা দেয় যা আল্লাহর অস্তিত্বের নূন্যতম স্বীকৃতি দেওয়ার বিপরীত দিকে চালিত করবার জন্য নির্মিত। এটা ব্যাখ্যা করে কিভাবে সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই এমনি এমনিতেই সৃষ্টিজগৎ বিবর্তিত বিবর্ধিত(cosmological evolution) হয়েছে। এটা শিক্ষা দেয় প্রতিটি অনুপরমানুই self-sufficient, প্রত্যেকেই নিজেই নিজের ইলাহ(ওয়াহদাতুল উজুদ/আল ইত্তেহাদ/monism)। শুধু জ্যোতিষশাস্ত্র না, এই অল্টারনেটিভ বিশ্বাসব্যবস্থাকে আরো বেশি পোলিশ করেছে হার্মেটিক,কাব্বালা,বৈদিকসহ বিভিন্ন অকাল্ট(যাদুবিদ্যার) ট্রেডিশান। দীর্ঘকাল লুকিয়ে রাখা এ বিদ্যা এবং বিশ্বাসগুলোকে শয়তানের সহযোগীতায় দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আজ পূর্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাব্বালিস্ট ইহাহুদীরা তো গর্বের সাথে বলে এটা মসীহের আগমনের লক্ষণ, যেহেতু তাদের বাতেনি ইল্ম আজ আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যদিকে আল্লাহ কুরআনে আমাদেরকে জানিয়েই দিয়েছিলেন ইহুদীদের আবৃত্ত শাস্ত্রের যাদুবিদ্যাসংক্রান্ত অরিজিন্স(২:১০২)। তারাও অস্বীকার করে না, গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে বলে তাদের এই ইল্মের উৎস প্রাচীন ব্যাবিলনীয়া। আমরা ইজরাইলের সবচেয়ে বড় কাব্বালার ইন্সটিটিউট বেনেঈ বারুচের চেয়ারম্যানের মুখেই একথা শুনেছি। তিনি সেই সাথে তাদের এই বিদ্যাকে গর্বের সাথে সায়েন্স বলছিলেন।

*প্রথমত, এই কস্মোলজি[মহাকাশবিজ্ঞান]এবং কস্মোজেনেসিসের[সৃষ্টিতত্ত্ব] উৎস হচ্ছে অকাল্ট স্ক্রিপচার, খাটিবাংলায় উচ্চমার্গীয় যাদু শিক্ষার কিতাব। এগুলো প্রচলিত তাবিজ কবচ আর জ্বীন চালনার সোকল্ড যাদু না।
*দ্বিতীয়ত, একে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাওহিদুর রুবুবিয়্যাতের কন্সেপ্টটির বিকল্প কিছুকে প্রতিষ্ঠার জন্য। সেটাকে কুফর করবার জন্য। সহজ ভাষায়, উদ্দেশ্য তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকে ধ্বংস করার জন্য।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে উম্মাহ আজ এই ফিতনাতেই ভালভাবে গ্রহন করেছে। একে দ্বীনের সাথে সমন্বয় করেছে, যতভাবে করা যায়। আজ সতর্ক করা হলে মূর্খের মত বলছে এসব নিয়ে

আলোচনা ফিতনাহ, অমুক আলিমও বিশ্বাস করত, এগুলো আকিদার বিষয় নয়, এগুলোয় ইয়াক্বিন করলে আল্লাহ আপনাকে কিছুই বলবে না। মা'আযাল্লাহ!

যে বিষয় আকিদার 'আ'কেও মুছে দেয় সেটা আকিদা পরিপন্থী বিষয় নয়(!), সেগুলো গ্রহন করলে আল্লাহ কিছুই বলবে না, অমুক আলিম এই ভুল করেছে তাই আমার করতে দোষ নেই, এগুলো মোটেও ম্যাটার অব কনসার্ন নয়! (আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে বিকৃত ধারনার অপরাধটি নাহয় বাদই দিলাম)যাদুবিদ্যা তো কুফর কিন্তু কুফর ভিত্তিক বিশ্বাসব্যবস্থাকে কুফর সাব্যস্ত করা যাবে নাহ!!?

এই যদি হয় বিশ্বাসের অবস্থা, তাহলে বানর থেকে মানুষ হবার গল্পকে গ্রহন করে নিতে কি দোষ ছিল? এই সাধারন উপলব্ধি বা বোধ যদি আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা কি ধরনের আল্লাহ আযযা ওয়াযালের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বকারী জাতি হলাম!? এরকম জাহালতের জন্য উম্মাহর দিনকেদিন অধঃপতন, এজন্যই আজ আমরা সুদ খেয়ে সেটাকে বৈধতা দিতে সুদ স্বীকৃতি দিতে চাই না। সুদকে নাম দেই "মুনাফা"! ইহুদীরা এই কাজ গুলো করে অভিশপ্ত। আমরা কেন ওদের অনুসরন করছি! এসব বলে লাভ নেই। আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বহু আগেই কিবলাধারী ইয়াহুদীদের কথা বলে গেছেন, পদে পদে ওদের অনুসরণের কথা বলেছেন। আজ সবক্ষেত্রে সেটা প্রতিভাত হচ্ছে।

আজকের দৃশ্যমান অধিকাংশ দ্বীনি ব্যক্তিত্ব, দাঈগনদের অবস্থা এরকমঃ
★সর্সারি, উইচক্র্যাফট হারাম.. কুফর, কিন্তু সর্সারির উপর তৈরি ওয়ার্ল্ডভিউ,Cosmogony এবং যাবতীয় ইল্ম ১০০% হালাল!
★তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ না মানলে কাফির কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত কে ধ্বংসকারী ইল্ম আহরণ এবং এর উপর ইয়াক্বীন করা ১০০% হালাল!!

একটা বিষয় অবশ্যই স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, আমরা বিগত পর্বে আলোচিত ফিজিক্সের অনেক বিষয়বস্তুকে যাদুসাব্যস্তকরনের অর্থ এই নয় যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বা জ্ঞানটি মিথ্যা, অস্তিত্বহীন কিংবা ভুল। আমি কখনোই এমনটা বলি না যে অনু পরমাণুর অস্তিত্ব নেই বা মিথ্যা। বরং মিথ্যা এই সমস্ত প্রমাণযোগ্য ফিজিক্যাল বিষয় আশ্রিত গায়েবী মেটাফিজিক্যাল ব্যাখ্যাসমূহ, অদেখা জগতের স্বরূপ প্রকৃতি নিয়ে বলা কথাসমূহ, সমগ্র অস্তিত্বের ধরন ও উৎস সংক্রান্ত আকিদা সমূহ। শয়তান মানুষকে সামান্য কিছু সত্যের সাথে অনেকগুলো মিথ্যা যোগ করে বিপথগামী করে। একই কাজ

গনক-জ্যোতিষীদের সাথেও করে বলে হাদিসে উল্লেখ পাবেন। নিঃসন্দেহে জ্বীন জাতি ত্রিমাত্রিক জগতের উর্দ্ধে বাস করে। শয়তান বহুমাত্রিক জগতের[হাইপারডাইমেনশন] বিষয় মানুষকে শেখায়, সে নিজেদেরকে মনুষ্যজাতির বসবাসের রেল্মের তুলনায় উচ্চতর অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে পায়, প্রত্যেক পদার্থ যে এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সির সমন্বয়ে তৈরি; সেটা আমাদের জ্ঞান ও অনুধাবনের বাহিরে হলেও জ্বীন জাতি অনবরত এই বিষয়গুলোর সাথে ইন্টার্যাক্ট করে। তারা এসব অদেখা জগত নিজেদের চোখেই দেখতে পায়। এদের মধ্যে শয়তানের অনুসারী কাফিররা নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বয় করে আল্লাহকে অস্বীকারে সহায়ক বিশ্বাসব্যবস্থা বা অলটারনেটিভ মেটাফিজিক্স নির্মাণ করে, যা মানুষের মধ্যেও চালিত করে। সুতরাং এডভান্স আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্স আজ যে কুফরি আকিদার শিক্ষা দেয় সেসব মূলত ভিত্তিহীন শয়তানের মনগড়া শয়তানি চিন্তা।

আমরা পদার্থবিজ্ঞানের পরিক্ষিত সকল সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বা অসত্য দাবি করিনা।কেননা যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব সত্য। আধুনিক বিজ্ঞানী নামের অকাল্ট ফিলসফারগন বাস্তবজগত অপারেট হবার কার্যনীতি - প্রকৃতির কথা বলে তার অনেক কিছুই সঠিক হওয়াটা স্বাভাবিক। ধরুন কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের সবকিছু আনঅব্জার্ভড অবস্থায় ননলোকাল কোয়ান্টাম এনার্জি ফিল্ড। বাস্তবতা এরূকম কিছু হওয়া অসম্ভব কিছু না, কারন এর উপর ভিত্তি করেই অকাল্টিস্টরা কাজ করে। এটা যাদুর কজ এ্যান্ড ইফেক্টের হিডেন মেকানিক্স। যাদুর মূল টেকনিক্যাল সংজ্ঞা এটাই যে, এমন কোন কার্য সম্পাদন, যার কারন এর গুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই মেকানিক্সের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং স্বীয় স্বার্থে ব্যবহারের মাধ্যমেই যাদু সংঘটিত হয়। এজন্য এ সমস্ত বিদ্যা বা জ্ঞান নিষিদ্ধ বিদ্যার শ্রেনীতে পড়ে। ধরুন, জ্যোতিষশাস্ত্র বা এ্যাস্ট্রলজি, এটা একটা বিশেষ বিদ্যা বা প্রাচীন সায়েন্স। আল্লাহর রাসূল[সাঃ] এই সায়েন্সকে সরাসরি যাদুবিদ্যার অংশ বলে আখ্যায়িত করেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **“যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে।”**

[আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে] (আবূ দাউদ ৩৯০৫,
ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬)
রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১৬৮০
হাদিসের মান: হাসান হাদিস

সুতরাং যাদুবিদ্যা বলতে শুধু এমন কিছুকে বোঝায় না যে, শয়তানকে পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করে কাজ করিয়ে নেয়া,বরং এটা একটা বিশেষ বিদ্যা, মেকানিক্স। সেহেতু, কাব্বালাহ এবং এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠিত সায়েন্টিফিক মতবাদ তত্ত্বসমূহ[i.e: Quantum mechanics, Unified Field theory] যাদুশাস্ত্রীয় শাখা। আমরা বলিনা যে এসবের অস্তিত্ব নেই, এসব মিথ্যা.. বরং মিথ্যা বলি এসব বিদ্যা আশ্রিত আল্টিমেট মেটাফিজিক্যাল কনক্লুশন। উদাহরণ স্বরূপ মহাবিশ্ব সম্পর্কে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, শ্রোডিঞ্জার, বোর আইডিয়ালিস্টিক ফিজিক্স ভিত্তিক যে আকিদার কথা বলে, তা মিথ্যা। যদি ধরা হয় শয়তান রিয়ালিটির মেকানিক্স সংক্রান্ত বিষয়ে সত্য শিক্ষা এনেছে, এরপরেও তারা বিকল্প কুফরি বিশ্বাস ব্যবস্থাকে নির্মাণের জন্য তাদের চোখে দেখা প্রকৃতির নীতি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্টিমেট মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি বা সমস্ত অস্তিত্বের অরিজিনের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাতের সাথে সাংঘর্ষিক কুফরি বিশ্বাসের জন্ম দেয়। এসব বস্তুত শয়তানের প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত বিষয়। অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লেখার মাকসাদ এটা না যে নতুন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা বা এরকম কিছু, বরং এটা স্পষ্ট করা যে, মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক বৈধ মনে করে গৃহীত ফিজিক্স-এস্ট্রনমির অরিজিন গুলো অকাল্ট বা কুফরি যাদুশাস্ত্র। এটা স্পষ্ট করা যে, এই ফিজিক্স ও কস্মোলজি; তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ পরিপন্থী যাদুশাস্ত্র আশ্রিত কুফরি আকিদার শিক্ষা দেয়। এটা স্পষ্ট করা যে কুফফারগোষ্ঠীর গর্ব ও দম্ভের চাদরে মোড়ানো জ্ঞান-বিজ্ঞান গোড়া গিয়ে শেষ হয়েছে শয়তানের নিকট। আল্লাহর রাসূল(স) এস্ট্রলজিকে যাদুবিদ্যা বলেছেন। আধুনিক এডভান্স ফিজিক্সের তাৎপর্যও তাই। আপনারা ইতোমধ্যে ফিজিক্সের ডকুমেন্টারিগুলোয় ফিজিক্সের শেখাতে গিয়ে এস্ট্রলজির চার্ট হাজির হতে দেখেছেন। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন হাইপার ডাইমেনশনাল মেকানিক্সের পিছনে এস্ট্রলজি রয়েছে। কেপলার-কোপার্নিকাসদের প্রতিষ্ঠিত মহাকাশ বিজ্ঞানটিও এসেছে এস্ট্রলজি থেকে(২১নং পর্বে বিস্তারিত)। তাহলে সাহাবিয়্যাতের শিক্ষা অনুযায়ী এই কথিত বিজ্ঞান কি আদৌ বৈধ বিদ্যা নাকি যাদুশাস্ত্রের নতুন সংস্করন? আর বেদান্ত মেকানিক্স ... দু:খিত কোয়ান্টাম মেকানিক্স? কোন আকিদার শিক্ষা দেয় এটা! লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তথা সকল ইউনিফাইড থিওরি গুলো কিসের কথা বলে! একটা সময় ছিল, যখন নবী রাসূলগন(আ:) কাফিরদের নিকট তাওহীদের বানী নিয়ে আহব্বান করতেন,তখন কাফিররা তাওহীদের বানীকে বলত যাদু, যাদুশাস্ত্রীয় বানী। এটা বলে ওরা সত্য অস্বীকার করত। আল্লাহ বলেন: **..... যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।**

(সূরাঃ আল মায়িদাহ, আয়াতঃ ১১০)

যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়।

(সূরাঃ আল আনআম, আয়াতঃ ৭)

আপনি বণী-ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বললঃ হে মূসা, আমার ধারনায় তুমি তো জাদুগ্রস্থ।

(সূরাঃ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ১০১)

অথবা তিনি ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

(সূরাঃ আল-ফুরকান, আয়াতঃ ৮)

তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম।

(সূরাঃ আশ-শো'আরা, আয়াতঃ ১৮৫)

অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

(সূরাঃ নমল, আয়াতঃ ১৩)

অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌছল, তখন তারা বলল, এতো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি।

(সূরাঃ আল কাসাস, আয়াতঃ ৩৬)

ফেরাউন, হামান ও কারুণের কাছে, অতঃপর তারা বলল, সে তো জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

(সূরাঃ আল-মু'মিন, আয়াতঃ ২৪)

যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাফেররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু।

(সূরাঃ আল আহক্কাফ, আয়াতঃ ৭)

তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।

(সূরাঃ আল ক্বামার, আয়াতঃ ২)

বস্তুতঃ তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল, তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু।

(সূরাঃ ইউনুস, আয়াতঃ ৭৬)

তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, "নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফেরেরা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু!";

(সূরাঃ হুদ, আয়াতঃ ৭)

যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।

(সূরাঃ সাবা, আয়াতঃ ৪৩)

যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা যাদু, আমরা একে মানি না।

(সূরাঃ যুখরুফ, আয়াতঃ ৩০)

অথচ আজ এটা সুস্পষ্ট যে কাফিররাই মূলত সত্যিকারের যাদুশাস্ত্রের অনুসারী। এ যাদুবিদ্যা নিয়েই ইহুদিরা যত জ্ঞানের অহংকার করে। আমরা ওদের সকল যাদুশাস্ত্রীয় থিওরি হাইপোথিসিসকে কুফর করি। ওদের মত করেই বলব,**এটা যাদু, আমরা একে মানি না।এতো এক সুস্পষ্ট যাদু। এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু। এটা তো চিরাগত জাদু।এতো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। হে মহান অপবিজ্ঞানীরা তোমরা তো জাদুগ্রস্ত**

ব্যক্তিদেরই অনুসরণ করছ। তোমরা জাদুকর, মিথ্যাবাদী। তোমরা যা বলো এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

মূল সমস্যা হচ্ছে আধুনিক মুসলিম-ইমাম-দাঈ-রাক্বীদের অধিকাংশই অকাল্ট কি সেটাই না বোঝা। এদের কাছে যাদু মানেই শয়তানের অর্চনা। তবে মাশাআল্লাহ, এই নিও-মুতাজিলাইট চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লেখা শুরু করবার পর দেখি ; অধিকাংশই এ সংক্রান্ত বিষয় শুধরে নেয়ার চেষ্টা করেছে, যদিও অপবিজ্ঞান অনুসরন থেকে বের হচ্ছে না(ডাবল স্ট্যান্ডার্ড)। আপনি যদি যাদুবিদ্যাকে শুধুই জ্বীনের সাহায্যে বিরক্ত করাকে বোঝান এবং সুপারন্যাচারাল সর্সারিকে রিজেক্ট করেন, তাহলে যাবতীয় অকাল্ট স্ক্রিপচার তথা শাস্ত্র সমূহ হালাল বিদ্যার কাতারে ফেলতে পারবেন। এ বিষয়টিই ঘটেছে প্রচলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদার্থবিজ্ঞানীদের বৈদিক কাব্বালিস্টিক শাস্ত্রের অভিমুখিতা। এরা স্পষ্টভাষায় বিজ্ঞানকে বলছে কাব্বালার ফসল। কিন্তু মুসলিম কমিউনিটিতে এসবে কোন ইম্প্যাক্ট নেই। কারন এরা উইচক্র্যাফটের ব্যাপারে সাহাবিয়্যাতের মানহাজ অনুসরন করছেনা। এগুলো তাদের কাছে সায়েন্স!

আমাদেরকে অনেক নিন্মমানের সংকীর্ণচেতা লোকেরা বিদ্রুপ করে বলে, আমরা নাকি আধুনিক প্রযুক্তির সবকিছুকে উইচক্র্যাফট বলি! আমার মনে হয় না গত ২২ পর্বে স্পেসিফিকভাবে প্রযুক্তি নিয়ে কোন কিছু লিখেছি। আমি সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের অন্তর্গত ফিজিক্স এ্যাস্ট্রনমি শাখাদ্বয়ের থিওরেটিকাল বিষয়গুলোকে সমস্ত আলোচনা করেছি। প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে জিনিসের মেকানিজম অবজারভেবল। বস্তুটি কিভাবে অপারেট হচ্ছে সে বিষয়টা পর্যবেক্ষণযোগ্য, এমন নয় যে তা বোধগম্যতার বাহিরে, এজন্য তাকে অকাল্টের আওতায় ফেলি না। উদাহরণস্বরূপঃ মোবাইলফোন, একটি নষ্ট ফোনকে অশিক্ষিত লোককেও মেরামত করতে দেখা যায়। যন্ত্রটার কার্যনীতি অপ্রকাশিত, দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু যে বস্তুকে সিহরের শাস্ত্র সমূহের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে এবং যার কার্যনীতি গুপ্ত বা কেউ সঠিকভাবে জানে না, সেটা সিহর, সেটা টেকনোলজি তথ্য প্রযুক্তিগত জিনিস হলেও তা যাদুর অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণস্বরূপ আসন্ন কোয়ান্টাম প্রসেসরগুলো সিহরের আওতায় পড়ে যায়। প্রথমত, কোয়ান্টাম প্রসেসর গুলো কাজ করবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স তথা বেদান্তমেকানিক্সের উপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয়ত,এর কার্যনীতির ব্যাপারে এর নির্মাতারাও রহস্যের বেড়াজালে আটকে আছে। কারন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাপারে পদার্থবিজ্ঞানীরাও কনফিউজড। এটা বুঝতে বেদান্তশাস্ত্রকে আয়ত্ত

করবার পরামর্শ তারা দেয়। তেমনি আর্ক নামের আরেকটি হলিস্টিক যন্ত্র নির্মাণ করেছেন কাব্বালার অনুসারী পদার্থবিজ্ঞানী নাসিম হারামাইন। এটিও যাদু। সুতরাং বুঝতেই পারছেন সিহরের ডেফিনিশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই মূল সমস্যাটা। এ নিয়ে ২য় পর্বে ইবনু কাসিরের রেফারেন্সে বিস্তারিত পাবেন।

মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সমূহ অত বেশি কলুষিত না হলেও শয়তানের আধিপত্যের বাহিরে নয়। অন্যান্য ডিসিপ্লিনেও এমন অনেক বিষয়ের চর্চা হয় যা মূলত শয়তানের কাজ। যেমন ধরুন, এখন জেনেটিক্স এর মডিফিকেশনের মাধ্যমে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য পালটে ফেলা হচ্ছে। বংশবিস্তারের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতিকে পালটে ফেলা হচ্ছে। মানুষের উপরেও এই বিষয়গুলো এ্যাপ্লাই করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাছাড়া জেন্ডার ট্রান্সফর্মেশনের মাধ্যমে পুরষ থেকে নারী এবং নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরের কাজগুলোও সুস্পষ্ট শয়তানের কাজ। শয়তান মানুষকে সৃষ্টিকে পরিবর্তনের আদেশ দেয়। আল্লাহ বলেনঃ**"যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বললঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহন করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব;তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।**

(আন নিসা ১১৮-১১৯)

যাদুশাস্ত্রেরও মূল শিক্ষা হলো আল্লাহর স্বাভাবিক সৃষ্টিকে ম্যানিপুলেট করা, প্রকৃতির কার্যনীতির ব্যপারে জ্ঞান লাভ করে তার উপর প্রভাব বিস্তার ও পালটে ফেলার চেষ্টা। এরা অদেখা জগতের ব্যপারে ফিলসফিক্যাল এবং ফিজিক্যাল রিয়ালিটিতে মেকানিক্যাল পরিবর্তন সাধনের শিক্ষা দেয়। এগুলো সবই মূলত শয়তানের অবিনশ্বর রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পূরণের উপাদান। এই "বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?" আর্টিকেল সিরিজে আলোচ্য সমস্ত বিষয়গুলো শয়তানের প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাসকে সত্য করবার প্রয়াসেরই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। নিশ্চয়ই শয়তানের প্রতিশ্রুতি মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা। আল্লাহ বলেন,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়।

(সূরাঃ আন নিসা, আয়াতঃ ১২০)

তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

(সূরাঃ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৬৪)

নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।

(সূরাঃ মুহাম্মদ, আয়াতঃ ২৫)

শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।

(সূরাঃ ফাতির, আয়াতঃ ৬)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যখন সব কাজের ফায়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১৪:২২]

আজ বিশ্বের সমস্ত কাফির শক্তি শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে তা প্রতিষ্ঠার জন্য একযোগে কাজ করছে। ওদের সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা এই প্রতিশ্রুতি পূরণের হাতিয়ার। ওরা শয়তানের প্রতিনিধি[খলিফা]। সকলেই ইহুদীদের যাদুশাস্ত্রের[কাব্বালাহ] সাজারাতুল খুলদের ফল[জ্ঞান] আহরণ করে অবিনশ্বর স্বর্গরাজ্যে ফেরেশতাদের অনুরূপ উন্নততর দেহরূপ লাভ করে অমর হয়ে বেচে থাকার আশায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করছে। এর শেষ হবে ইহুদী [মিথ্যা]মসিহের আগমনের মাধ্যমে। অন্যদিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মুসলিমদেরকে তার প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুসলিমরা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,**"আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি...."**

(সূরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ ৩০)

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(সূরাঃ আল আনআম, আয়াতঃ ১৬৫)

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

(সূরাঃ ফাতির, আয়াতঃ ৩৯)

প্রতিনিধি বা খলিফা থেকেই খিলাফত/খিলাফা শব্দ এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়ন মনুষ্যজাতিকে সৃষ্টির পেছনের উদ্দেশ্য। এটা অন্য সকল ব্যক্তিগত আমলের চেয়েও মৌলিক কার্য। সাহাবীগন(রাযিঃ) ও তাদের পরবর্তীতে লম্বা একটা সময় পর্যন্ত সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়। কিন্তু আজ? আজকে একদমই উলটো চিত্র। আজকে উম্মাহকে নিশ্চিহ্ন করার মিশনে কাফিররা থাকলেও,মুসলিমদের ভূমির যে অংশ এখনো আক্রান্ত হয়নি সে অংশের মুসলিমরা বড্ড নিশ্চিন্ত। যেন কিছুই হয় নি। ভাবখানা এমন, যেন দ্বীন প্রতিষ্ঠিত আছে। দুনিয়াতে প্রতিনিধিত্ব কায়েম করে ফেলেছে মুসলিমরা। যেন ভবিষ্যতেও তাদের কিছুই হবে না। সবাই যার যার দুনিয়াবি ক্যারিয়ার গড়ায় ব্যস্ত। আজকে অধিকাংশ আলিমসমাজও কেমন যেন কাফিরদের সাথে আপোষ করে চলতে আগ্রহী। এদের কেউ কেউ আবার কথিত সহীহ আকিদা প্রচার করে।

কাফিরদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তারা এত রাগান্বিত হন যে, তাদের থেকে খাওয়ারিজ ঘোষনা শোনা যায়! এত কিছুর পরেও কাফিরদের এসব হীন প্রচেষ্টাকে একদল মানুষ কোনভাবে মান্য করে না। এরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কর্তৃক নির্বাচিত বান্দা। শয়তানের এজেন্ডাগুলোর তাদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এরা সকল তাগুত এজেন্ট - শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত, এমনকি যুদ্ধ করে,মারে এবং মরে। এদের একমাত্র লক্ষ্য: আল্লাহর দ্বীনকে যমীনে প্রতিষ্ঠা করা। এদেরকে সেই মহাপরিকল্পনাকারী এজেন্ডা এবং সেটাকে বাস্তবায়নে সহায়ক সকল অনুচরবৃন্দ পথভ্রষ্ট(Divergent) মনে করে। আজ ওরা তাদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গি ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করে জিরো টলারেন্সের আওতায় রাখে। যখনই তাদেরকে হাতের নাগালে পায়, ক্রসফায়ারে হত্যা ছাড়া ভিন্ন কিছু সহজে ভাবে না। কারন তাগুতের পক্ষাবলম্বীরা ভাল করেই জানে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সৈনিক। এরাও টোটালেটেরিয়ান ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্টের

স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সেটা হবে খিলাফা আ'লা মিনহাজিন নাব্যুওয়াহ। সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নির্দেশিত শরী'আর শাসন।

সুতরাং, সুনিশ্চিত সম্ভাবনা থাকেই যে, কথিত পথভ্রষ্ট সন্ত্রাসী জঙ্গিরা সবার প্রথমে ইবলিসের ট্রি অব লাইফের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অনুসারী ও প্রতিনিধিদেরকে সমূলে উৎপাটন করবে। এজন্য পথের কাঁটা কোন ক্রমেই বাচিয়ে রাখা যায় না। এদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য দ্বীনকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনকারী মোডারেট ও নিও মুতাযিলা আলিমও তৈরি করে নিচ্ছে। কাফিরগোষ্ঠীর প্রস্তুতকৃত এই আলিমদের এজেন্ট আমাদের দেশে মহাসম্মানজনক নাম দিয়ে দল তৈরি করে প্রচারকার্য চালাচ্ছে। সেটাই নাকি আজ সহীহ আকিদা! মা'আযাল্লাহ!! তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব সন্ত্রাসবাদ-জংগীবাদ,এজন্য তারা সেসকল

কথিত সন্ত্রাসীদেরকে খারেজি বলে ডাকে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তারা এই তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করে না। আল্লাহ বলেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

''হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।

(সূরা মায়িদাহঃ৫৪)

তারা আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা কখনোই সমগ্র জমিনে শয়তানের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না। এরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। তাদের পথই আমাদের পথ। নিশ্চয়ই শয়তানের পরিকল্পনা একান্তই দুর্বল। আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا '

'যারা ঈমানদার তারা যে, যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল''। [আন নিসাঃ৭৬]

নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদাহ সত্য এবং শয়তানের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা। আল্লাহ বলেন,**"যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"**

(সূরাঃ লোকমান, আয়াতঃ ৮-৯)

হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

(সূরাঃ ফাতির, আয়াতঃ ৫)

"জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি? অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবেঃ হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর।

(সূরাঃ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ৪৪)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَىٰةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত হয়। এ ওয়া'দা তাঁর উপর অবশ্যই পালনীয় যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশী নিজ ওয়া'দা পালনকারী? কাজেই তোমরা যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তার জন্য আনন্দিত হও, আর এটাই হল মহান সফলতা।"

(At-Tawbah 9: Verse 111)

ওয়া আল্লাহু আ'লাম

وما توفيقي الا بالله

Sources:

১)https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=545225769267953&substory_index=0&id=282165055574027
২)https//en.m.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
৩)https://m.youtube.com/watch?v=0CDZiR3yGtI
8)https://m.youtube.com/watch?v=pzIe3S0eFRc
https://www.thevenusproject.com/multimedia/novus-summit-at-united-nations-presents-jacque-fresco-award-for-city-design/
https://www.thevenusproject.com/united-nations-award-given-jacque-fresco-city-designcommunity/
https/en.m.wikipedia.org/wiki/The_Venus_Project
৫)https://m.youtube.com/watch?v=ndsWuYfRgjE
https://m.youtube.com/watch?v=rvpTmiVhcxU
https://m.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ
৬)https://m.youtube.com/watch?v=piBwItX1yc4
https://m.youtube.com/watch?v=C69RtZzKsFE
https://m.youtube.com/watch?v=LFgdtsxwN3U
৭)https://m.youtube.com/watch?v=oAuwE9dbM0M
৮)http://grahamhancock.com/phorum/read.php?6,876793,876862
৯)https://m.youtube.com/watch?v=4u3f7_p1i8c
https://m.youtube.com/watch?v=4NYqG4ItYMk

https://m.youtube.com/watch?v=_AHco824RDI
https://m.youtube.com/watch?v=87ZFBhIl4fk
https://m.youtube.com/watch?v=Z2SooOyx2eI
https://m.youtube.com/watch?v=THAbic0v5FY
https://m.youtube.com/watch?v=AEm8q-IWAyE
https://m.youtube.com/watch?v=X92dHpGwRPg
https://m.youtube.com/watch?v=TGCZtmWD568
https://m.youtube.com/watch?v=m4KwpxjcGag
১০)https://m.youtube.com/watch?v=VNvbJpwviec
১১)https/en.m.wikipedia.org/wiki/Republic_(Plato)
১২)https://m.youtube.com/watch?v=dh2kWSmxjUo
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Immortality
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
১৩)https://m.youtube.com/watch?v=HbvCxMfcKv4
https://m.youtube.com/watch?v=pTbIu8Zeqp0
https/en.m.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_(film_series)
https://www.henrymakow.com/global_tyranny_moving_forward.html
১৪)https://m.youtube.com/watch?v=4sxwXjqawEw
১৫)https://m.facebook.com/ThriveMovement/photos/
a.205318992819134/390553287629036/
১৬)https://m.youtube.com/watch?v=e1V9_9vCJVM
https://m.youtube.com/watch?v=LhLTy6AKAxg
১৭)https://m.youtube.com/watch?v=RyuJ2pYsBEI
http://www.esotericonline.net/m/discussion?id=3204576%3ATopic%3A1119644
http://www.for-the-raised-consciousness-of-the-new-era.com/blood-over-intent-ritual/
https://blissweaver.blogspot.com/2016/10/blood-over-intent.html?m=1
১৮)https://outreachjudaism.org/why-doesnt-judaism-have-a-king/
১৯)https://radiantroseacademy.com/product/lord-melchizedek/
২০)https/en.m.wikipedia.org/wiki/Agenda_2030

২১)https://infrakshun.wordpress.com/2015/03/08/technocracy-xvii-occult-transhumanism-1/
http://www.conspiracyschool.com/transhumanism
http://opentranscripts.org/transcript/mindful-cyborgs-magick-occult-internet-corporations-damien-williams/
২২)https://www.scienceandnonduality.com/the-cognitive-short-circuit-of-artificial-consciousness/
https://www.scienceandnonduality.com/nondualism-and-the-fallacies-of-panpsychism-and-artificial-sentience-bernardo-kastrup/
https://www.youtube.com/watch?v=kyEsXi_r3rI
https://www.youtube.com/watch?v=Y9eGzdh2Q8E
২৩)https://youtu.be/vDQMB5m0S6A
২৪)https://youtu.be/rVq5Vy5Gw3U

বিগত পর্বগুলোর লিংক:
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html